

শীতা-মধুকরী ।



পরমারাধ্য

শ্রীশ্রীমৎ কৃষ্ণগোপাল গোস্বামী

শ্রী গুরু-শ্রীচরণ-কুপায়

বিরচিতা

অম্বসুখী বাঙ্গালা টীকা এবং মর্মার্থসংযুক্ত

পর্যায়াদি ছন্দে অনুবাদ-সম্বলিতা

শ্রীমদ্ভগবদ্‌শীতা ।

“কর্মযোগশাস্ত্র”—(তিলক) ।

সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত চতুর্থ সংস্করণ ।



যাঁ'হ'তে জীবের সংসার-প্রবৃত্তি,

যাহে ব্যাপ্ত এই সমস্ত ভুবন,

স্বকর্মে সকলে তাঁর সেবা করি,

তাহে সিদ্ধি লাভ করে নরগণ ।—১৮।৪৬



সম্পাদক—শ্রী আশুতোষ দাস ।

মূল্য ২।০ দুই টাকা চারি আনা মাত্র ।

প্রকাশক—

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র মজুমদার ।

২২।৫ বি, বামাপুকুর লেন, কলিকাতা ।

প্রথম সংস্করণ, ১৩২১ ।

সংশোধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩২৭ ।

পুনঃ সংশোধিত নূতন সংস্করণ, ১৩৩১ ।

চতুর্থ সংস্করণ, ১৩৩৬ ।

at the National Public Library

No. ১০০১৫ Date ১১.১১.৫৬.

বি, পি, এম্‌স্‌ প্রেস

মুদ্রাকর—শ্রীশান্তোষ মজুমদার ।

২২।৫ বি, বামাপুকুর লেন, কলিকাতা ।



নিবেদন ।



মুকং কৰোতি বাচালং পশুং লজ্জয়তে গিরিং ।

যৎকৃপা তম্ অহং বন্দে পরমানন্দমাধবং ॥

সপ্তশত শ্লোক-সম্বিতা ক্ষুদ্রতমু গীতার ভাষা বেশ সরল ; কিন্তু এমন
দ্রবীড়্য গ্রন্থ বাক্য আর নাই । ইহার ক্ষুদ্র আয়তন মধ্যে একাধারে সমুদয়
ধর্মতত্ত্বের সার, সমুদায় নীতিশাস্ত্রের সার, সমুদায় দার্শনিকতত্ত্বের সার,
সমুদায় উপনিষদের সার, প্রায়শঃ সূত্রাকারে সুবিবৃন্ত । নিজের বুদ্ধির
উপর নিভর করিয়া যুক্তিতর্কের দ্বারা গীতার অর্থবোধের চেষ্টা করিলে
পদে পদে বাধা পাইতে হয় । এই বিজ্ঞানের যুগে, বৈজ্ঞানিক যুক্তিতর্ক
যাহা কিছু, তাহার মূল, লৌকিক বিষয়ের প্রত্যক্ষ বা প্রত্যক্ষমূলক
অনুমান । কিন্তু এই লৌকিক রাজ্যের বাহিরে যে অনন্ত অলৌকিক
অমৃত রাজ্য আছে, যাহা এই লৌকিক রাজ্যের মূল, এবং যাহার কোন
বিষয়ই আমাদের কোন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষ হয় না, যোগজ জ্ঞানেও
যাহা আংশিকভাবে মাত্র জানা যায়, শ্রীকৃষ্ণ যোগস্থ হইয়া সেই অনন্ত,
অজ্ঞেয়, অমৃত রাজ্যের কথা বলিয়াছেন । এই সংসার-রাজ্যের পারে
অমৃত-রাজ্য প্রবেশের পথ দেখাইয়াছেন । সূত্রবাৎ যুক্তিতর্কপ্রমাণে
তাহা অধিগম্য নহে । গীতাতেও কোথাও কোন যুক্তি দেওয়া হয় নাই ;
বিরোধী মতের বিচার, করিয়া তাহা খণ্ডনপূর্বক কোন সিদ্ধান্ত দেওয়া
হয় নাই । যাহা সিদ্ধান্ত, যাহা সত্য, একবারেই তাহা উপদিষ্ট হইয়াছে ।

অতএব গীতা বুদ্ধিতে চইলে ঐ ত স্মৃতি প্রভৃতি আপোপদেশ এবং শাস্ত্রদর্শী আচার্য্যগণের উপদেশের অনুসরণ ভিন্ন উপায় নাই ।

কিছু শাস্ত্রে অনেক আপাত-নিরোধী কথা দেখা যায় ; এবং আচার্য্যগণও একমত নহেন । তাঁহাদিগের দ্বারা রচিত গীতার ভাষ্য ও গীকা সকল আলোচনা করিলে জানা যায় যে, তাঁহারা বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত ; এবং যিনি যে সম্প্রদায়ের অনুবর্তী, তিনি সেই সাম্প্রদায়িক মতের অনুকূল সূত্র অনুলম্বন পূর্বক গীতা ব্যাখ্যা করিয়া, ভগবদ্ভুক্ত গীতার প্রমাণে, সেই সাম্প্রদায়িক মতকে সমর্থিত করিতে যত যত্ন করিয়াছেন, নিরপেক্ষভাবে গীতা ব্যাখ্যার জন্য তত যত্ন করেন নাই । আর তাই করিলে, গীতাদিগকে অনেক স্থলে বিশেষ কষ্ট-কল্পনা ও কূট অর্থ কবিসা, ঘোড়া-তাড়া দিতে চইয়াছে । 'তথা'পি যোড় যে ঠিক লাগে নাই, তাই বেশ স্পষ্টে দেখা যায় । উদাহরণ স্বরূপ ৩.১৬—১৮ ; ৪.৩২ ; ১১.৩৭ ; ৮.৩ ; ১২.২—৩ ; ১৩.২ প্রভৃতি শ্লোকের বিভিন্ন ব্যাখ্যা জটিল । তাহার ফলে, গীতার ৭০০ শ্লোকের মধ্যে অর্থ-সামঞ্জস্য নষ্টে চইয়াছে, হ্রস্বোদ্য গীতার্থ আদ্যকতর হ্রস্বোদ্য চইয়াছে এবং ভগবদ্ভূত-মত উদার, দাক্ষিণ্যনীন, সত্য দম্ব—অনুদার, দেশকালপাত্র বিশেষ সৌম্যবক্ত, সঙ্কীর্ণ চইয়া, স্থানীয় সামাজিক আচার বিচার-বিশেষমায়ে পরিণত চইয়াছে,—প্রাণহীন মৃতদেহে পম্যাবসিত চইয়া পড়িয়াছে ।

সুতরাং গীতার সম্বন্ধে দুই রাখিয়া যে সূত্রে সম্প্রদায়-শ্লোকময়ী সমুদায় গীতাবাদি গীতা, সেই সূত্রটি যতক্ষণ না পাওয়া যায়, ততক্ষণ নিরপেক্ষ গীতাবিজ্ঞানস্বর নিকট গীতা হ্রস্বোদ্য থাকে । সেই সূত্রের সন্ধান করিতে চইবে ।

প্রথমে দেখিতে চইবে যে, কি উপলক্ষ্যে গীতার উদ্ভব । কুরুক্ষেত্র যুদ্ধস্থলের মধ্যভাগে দণ্ডায়মান অর্জুন বলিতেছেন, কৃষ্ণ হে । ভীষ্মাদি গুরুজনকে নিহত করিয়া, জাতি-বন্ধু-স্বহৃদগণকে বিনাশ করিয়া, কুলক্ষয়

গীতার ঐকদেশিক ব্যাখ্যা ।

করিয়া আমার রাজ্যলাভ করিতে হইবে । আমি এ রাজত্ব চাহি না । ইহাতে আমার মহাপাপে পাপী হইতে হইবে । যুদ্ধ না করিলে যদি আমার ভিক্ষায় জীবনধারণ করিতে হয়, এমন কি আমার জীবন নষ্ট হয়, সেও ভাল ; তবু এ পাপকর্ম আমি করিব না । এই বলিয়া তিনি ধর্মুর্সাগ পরিত্যাগপূরক ব্যাকুল চিত্তে উপবেশন করিলেন ।

তদর্শনে শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, হে পার্থ ! এই ঘোর সঙ্কট সময়ে তোমার এ দুর্বুদ্ধি কিরূপে হইল ? ইহাতে তোমার ইহলোকে অপমান ও পরলোকে স্বর্গহানি হইবে । আর্ঘ্যবংশোদ্ভব সাধুগণ ঈদৃশ কর্ম করেন না ।

ইহা শুনিয়া অর্জুন আরও ব্যাকুল হইলেন । যুদ্ধ করিলে মহাপাপ হয়, আর না করিলেও অকীর্তি এবং স্বর্গহানি হয় । ঘোর কর্মসঙ্কটে পড়িয়া তিনি কর্তব্যমূঢ় হইয়া পড়িলেন এবং এ স্থলে কি করা কর্তব্য, কি করিলে শ্রেয়োলাভ হয়, ইহলোকে অকীর্তি ও পরলোকে স্বর্গহানি না হয়, তাহা নির্ণয়ের জন্য সর্বদা শ্রীভগবানের শরণাপন্ন হইলেন । তখন ভগবান্, প্রিয়সখা অর্জুনের যাতা সর্বরূপে শ্রেয়স্কর, ইহপরলোকে মঙ্গল-জনক, তাহা বলিতে লাগিলেন । ইহাই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ।

গীতা, চতুর্থ অধ্যায় ১—৩ শ্লোকে দেখিতে পাঠি যে ইক্ষাকু আদি রাজসিগণ এই গীতাজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন ; এবং ভগবান্ ধর্ম্মস্থাপনার্থ সেই জ্ঞানই অর্জুনকে বলিতেছিলেন । সুতরাং বুঝা যায়, যে বিজ্ঞাবলে, যে জ্ঞান আশ্রয় করিয়া, ইক্ষাকু আদি সেই প্রাচীন ভারতীয় মহাত্মাগণ এই ভারতভূমিকে জ্ঞান-গৌরব-ঐশ্বর্য্য-দৌর্য্যের চরম সৌন্দর্য উন্নীত করিয়া ছিলেন, এই গীতাশাস্ত্রে ভগবান্ অর্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া সেই জ্ঞান সমগ্র মানবজাতিকে শিখাইতেছেন । সেই জ্ঞানই গীতার প্রতিপাদ্য বিষয় এবং ইহলোকে ও পরলোকে সর্বরূপে শ্রেয়োলাভ করানই গীতার প্রয়োজন বা মুখ্য উদ্দেশ্য ।

কিন্তু গীতার বহু ব্যাখ্যাকার সেই গীতাজ্ঞানের একটা দিক্‌মাত্র—

বিভিন্ন আচার্য্যের বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক মত ।

কেবল মোক্ষপন্থের দিকটাই, পরলোকের দিকটাই দেখাইবার যত্ন করিয়া-
ছেন, এবং আর একটা দিক,—ইহলোকের দিকটাই, একবারেই উপেক্ষা
করিয়াছেন । কিন্তু যদ্বারা আমাদের ইহলোকের কল্যাণ সাধন হয়,—
ধর্ম-অর্থ-কাম লাভ হয়—সে বিষয়ে যে সমস্ত সারগর্ভ শুভ উপদেশ
ভগবান্ অর্জুনকে বলিয়াছেন, সে সকলের আলোচনা তাঁহারা আদৌ
করেন নাট । এবং আমরাও সে সকল দেখিবার ও বুঝিবার চেষ্টা করি
নাট ; অপিচ, আকাশচর জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর পর্য্যবেক্ষণে অতিবাস্ত নির্য্যোধ
জ্যোতিষিদের জ্ঞান, কেবল উচ্চে দৃষ্টি রাখিয়াই জীবনের পথে হাঁটিতেছি,
পরিমধ্যে যে কত “নালা ডোনা” রহিয়াছে সে সকল কিছুই দেখি না ।
ফলে, চর্চাৎ পানাস পড়িয়া “বেষোরে” প্রাণ যাইতেছে । অধুনা পণ্ডিত-
কুলভিলক ভাবলগঙ্গাধর ভিলক-প্রমুখ লোকহিতৈষী মহাত্মাগণ গীতা-
জ্ঞানের ছইটো দিকটাই আমাদের চক্ষে পরিয়াছেন, যথাস্থানে আমরা তাহা
দেখিব । এখন প্রথমে, প্রাচীন ভাষ্যকারগণের মধ্যে যিনি যেক্রপ সূত্র
অবলম্বনে গীতা-শাস্ত্র বুঝাইতেছেন, তাহা দেখিব ।

তাঁহাদের মতে,—যে পদ প্রাপ্ত হইলে জীবের সংসারভ্রমণ শেষ হয়,
মুক্তিলাভ হয়, তাহাই গীতার একমাত্র প্রতিপাদ্য বিষয় । তাহা লাভ
করানই গীতার প্রয়োজন । এ পর্য্যন্ত তাঁহারা সকলেই একমত । কিন্তু
সেই পরম পদ—সাধ্য বস্তু কি ? ও তাহা পাইবার উপায় গীতায় কিরূপ
উপদিষ্ট হইয়াছে, সেই বিষয়ে মতভেদ ।

শঙ্করাচার্য্যের মতে, বাসুদেব (জগতের আধার) পরম ব্রহ্মই সেই
পরম পদ । সেই পদ প্রাপ্তির জন্য প্রথমে ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে কন্মযোগ
অনুষ্ঠান করিতে হয় ; তদ্বারা সব শুদ্ধি হয় । সব শুদ্ধি হইলে জ্ঞান লাভ
হয় । তখন সর্বকন্ম সম্যাসপূর্বক আত্মজ্ঞাননিষ্ঠ হইলে সেই পরম পদ
লাভ হয় । অজ্ঞানী জ্ঞানের জন্য নিকামভাবে কন্ম করিবে । জ্ঞান লাভ
হইলে সর্বকন্ম ত্যাগ করিয়া সম্যাস অবলম্বন করিবে । এইরূপে তিনি

ধর্মকে গোণভাবে ও জ্ঞানকে মুখ্যভাবে গ্রহণ করেন ; ভক্তিযোগের স্বতন্ত্র উল্লেখ করেন না । তাঁহার মতে, অব্যভিচারিণী ভক্তি জ্ঞানেরই অগ্রতম স্বরূপ (১৭১০)—ভক্তি জ্ঞানেরই অন্তর্গত । সর্বত্র এই মত রক্ষা করিয়া তিনি গীতার ভাষ্য লিখিয়াছেন । গীতার প্রয়োজন যে মুক্তি, তাহার স্বরূপ কি, তাহা তিনি বলেন নাই । তিনি মার্যাবাদী অদ্বৈত-জ্ঞানী । তাঁহার মতে,—(১) জগৎ স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থবৎ অলীক । তাহার পারমাণবিক সম্বা নাই । পরম ব্রহ্মই পরম তত্ত্ব ; তাহা নির্বিশেষ, নিক্রপাধি ; চৈতন্যমাত্রই তাহার স্বরূপ । (২) জীবাত্মাও স্বরূপতঃ সেই ব্রহ্ম,—নিত্য শুদ্ধ মুক্ত আত্মা । জীবভাবে দেহের সহিত আত্মার (ক্ষেত্রের সহিত ক্ষেত্রজের) যে সংযোগ, তাহা অবিজ্ঞানিমিত্ত অধ্যাসমাত্র (১৩২৬ ভাষ্য) । ভ্রান্তিবশে রজ্জুতে সর্প-জ্ঞানের জ্ঞায়, অবিজ্ঞাবশে মুক্ত আত্মা যেন লুপ্তদুঃখাদিযুক্ত সংসারী জীবরূপে প্রতীয়মান হয় । (৩) অবিজ্ঞাই জীবের সংসার-দশার হেতু । আর অবিজ্ঞানিমিত্তই কন্মপ্রবৃত্তি । সেই অবিজ্ঞা নিরুদ্ধ করিয়া সর্ব কন্মপারিত্যাগপূর্বক আত্মজ্ঞাননিষ্ঠ হইলে জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মতাব-প্রাপ্তিরূপ জীবমুক্তি লাভ হয় । অনন্তর প্রারব্ধ কন্মক্লেমে দেহাবসান হইলে, একবারে বিদেহমুক্তি লাভপূর্বক ব্রহ্মের সহিত সমতা প্রাপ্তি হয় । “গন্তব্যঞ্চ পরমং সাম্যম্”—বেদান্ত, শঙ্কর ভাষ্য । তিনি আজন্ম ব্রহ্মচারী জ্ঞানী সন্ন্যাসী ; সুতরাং সর্বত্রই জ্ঞান ও সন্ন্যাসের উপর ঝোঁক দিয়াই গীতা, বেদান্তাদির ভাষ্য লিখিয়াছেন এবং তদ্বারা তিনি কলিযুগে মৃতপ্রায় বৈদিক সন্ন্যাস ধর্মকে পুনর্জীবিত করিয়া তাহাকে বৌদ্ধ ষতিধর্মের আসনে বসাইয়াছেন সত্য, কিন্তু এই ভারতের অধোগামী আধ্যাত্মিক এবং আধিভৌতিক স্রোতকে উদ্ধৃমুখী করিতে পারেন নাই । আমাদের জাতীয় জীবনকে উন্নতির দিকে পরিচালিত করিতে পারেন নাই । পরন্তু অত্যাশ্রম প্রতিভাসম্পন্ন মনুষ্যগণকে লোক-সমাজ হইতে টানিয়া লইয়া সন্ন্যাসমার্গে প্রবর্তিত বা প্ররোচিত করিয়া,

আমাদের সমাজশক্তি ধর্ম করিয়াছেন, সত্যশক্তির উন্নতির অন্তরায়
হইয়াছেন ।

মধুসূদন সনাতন প্রায়শঃ শব্দরের অনুবর্তী । তবে তিনি ভক্তি-
যোগেরও উপযোগিতা স্বীকার করেন ।

শ্রীধর স্বামীও অষ্টভৈরবদেব । তবে যে পরম তত্ত্বকে শব্দে চিন্মাত্রক-
রম—কেবল জ্ঞানস্বরূপ বলিয়াছেন, স্বামী তাহাকে সচ্চিদানন্দঘন বলেন,
(১৮৫৫ ভাষ্য) ; এবং ভক্তিকে প্রাধান্য দিয়া, জ্ঞানকে ভক্তিরই
অবাস্তব বাপার বলিয়া, ঈশ্বরভক্তি হঠাৎই মোক্ষ লাভ হয়, সিদ্ধান্ত
করেন ।

রামানুজের মতে, যাহা পরম তত্ত্ব, তাহা নির্বিশেষ অক্ষর এক নহে ।
অক্ষর এক প্রকৃতিবিমুক্ত কুটম্ব জীবাশ্মাশ্রয় । পরম ব্রহ্ম পুরুষোত্তম
নারায়ণই পরম তত্ত্ব । তিনি নির্বিশেষ, নিগুণ নহেন ; পরন্তু সর্বিশেষ
সংগুণ—অনন্ত কলাগুণবিশিষ্ট । কোন হয় গুণই তাঁহাতে নাই, একান্ত
তিনি নিগুণ । অচিন্তনীয় শক্তিধারী তিনি অচিৎ-ভাবে জড় জগৎ,
অচিৎসংযুক্ত চিৎকণাভাবে জীব এবং শুদ্ধ চিৎ-ভাবে পুরুষোত্তম
পরমেশ্বর । এই চিৎ-স্বরূপই তাঁহার পরম ধাম (৮২১ ভাষ্য) । পুরুষ
প্রকৃতি—তাই তাঁহার প্রকার বা বিভাব, aspect মাত্র । এই তিনই
তাঁহার নিত্য ভাব । ঈশ্বর এক ; কিন্তু জীব বহু ; এবং জীব ও জড়-
সমন্বিত এই বিশ্ব তাঁহার শরীর । এইরূপে তিনি সর্বিশেষ বা বিশিষ্ট
ব্রহ্মেই জগৎ দর্শন করেন ; তজ্জগৎ তাঁহার মতকে বিশিষ্টাঙ্কিতবাদ বলে ।
তাঁহার মতে, জগৎ মিথ্যা নহে ; ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজের অধাস মাত্র নহে ।
পরন্তু তাহাদের ইতরেতর সংযোগে উৎপন্ন, ব্রহ্মস্বায় সম্বায়ুক্ত, সত্য ।
প্রকৃতিমুক্ত জীবাশ্মা জ্ঞানাংশে পুরুষোত্তমের সহিত একাকার বা সমানধর্মী
বলিয়া জীব ব্রহ্মে অভেদ । তথাপি ভগবান্ ক্রিচ্ছন ও জীব চিৎকণা ।
সুতরাং চিৎস্বরূপেও জীব ব্রহ্মে ভেদ থাকে । এইরূপে রামানুজ

অত্যাশ্চর্য আচার্য্যগণের শুদ্ধাদ্বৈত, দ্বৈত এবং বৈতাদ্বৈতপর ভাষ্য । ॥

“নিগুণ” শব্দের অভিনব অর্থ করিয়া, নিগুণ অদ্বৈতবাদ নিরাসপূর্ব্বক বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ স্থাপন করেন ।

সাধনাসম্বন্ধে, তিনি কৰ্ম্মকে গৌণভাবে গ্রহণ করেন না । তবে জ্ঞান ও কৰ্ম্মানুগৃহীত ভক্তিয়োগকেই শ্রেষ্ঠ বলেন । তাঁহার মতে, মুক্তিতে জীব ব্রহ্মভাব লাভ করে ; ব্রহ্মের তুল্য সত্যসঙ্গ, সৰ্ব্বজ্ঞ, আনন্দময়, স্বরাট ইত্যাদি হয় বটে, কিন্তু তথাপি ব্রহ্ম হইতে ভিন্নই থাকে ।

বল্লাভাচার্য্যের শুদ্ধাদ্বৈতবাদমতে, পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণই পরম তত্ত্ব । জীব ও প্রকৃতি তাঁহার অংশ বা বিভূতি । বন্ধ অবস্থায় জীবে ঈশ্বরে ভেদ থাকে ; কিন্তু মুক্তিতে অংশাংশী ভেদ থাকে না । তিনি ভক্তির পক্ষপাতী ।

দ্বৈতবাদী মধ্বাচার্য্যের মতেও পুরুষোত্তম বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণই পরম তত্ত্ব । তিনি জীব ও জগৎ হইতে ভিন্ন,—অত্যন্ত ভিন্ন । সেই ভেদ পাঁচ প্রকার । জীবে ঈশ্বরে ভেদ, জড়ে ঈশ্বরে ভেদ, জীবে জড়ে ভেদ, জীবে জীবে ভেদ ও জড়ে জড়ে ভেদ । এই পাঁচপ্রকার ভেদই অনাদি । মুক্তিতেও তাহা থাকে ।

বলদেব বিজ্ঞানভূষণের গীতাভাষ্য প্রায়শঃ এই মতানুযায়ী । তাঁহার মতে ঈশ্বর, জীব, প্রকৃতি ও কাল নিত্য । জীব, প্রকৃতি ও কাল ঈশ্বরাদীন । অশেষ ক্লেশনিবৃত্তিপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎকারই গীতার প্রয়োজন । কৰ্ম্ম গৌণভাবে পরমপদপ্রাপ্তির সচায় । কৰ্ম্মযোগ হইতে জ্ঞান ভক্তি লাভ হয় । জ্ঞানে সালোক্যাদি লাভ হয় ; কিন্তু ভক্তির দ্বারা ভগবানের সেবানন্দ লাভ হয় । ইহাই মোক্ষপদ । দ্বৈতবাদিগণ নির্ব্বাণ-মুক্তি স্বীকার করেন না ।

এইরূপে বৈষ্ণবাচার্য্যগণ শ্রীকৃষ্ণকেই পরম তত্ত্বরূপে গ্রহণ করেন । তিনিই পরম ব্রহ্ম । তিনি সগুণ,—অনন্তকলাণ-গুণযুক্ত । অক্ষর ব্রহ্ম-তত্ত্ব, তাঁহারের মতে, প্রকৃতি-বিমুক্ত কূটস্থ জীবাত্মা মাত্র ; আর কাহারও মতে বা, তাহা শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ-কাস্তিমাাত্র ।

উঁহাদিগের মধ্যে নিম্বকাচার্য্য এই সকল বিরোধী মতের সমন্বয়পূর্ব্বক দ্বৈতাদ্বৈতবাদ না ভেদাভেদবাদ স্থাপন করেন। উঁহার মতে, ব্রহ্ম এক ও অবৈত তত্ত্ব। উঁহার চারি ভাব। অক্ষর ভাব, ঐশ্বর ভাব, জীব ভাব ও প্রকৃতি ভাব। অক্ষর ভাবে ব্রহ্ম নির্বিশেষ এবং ঐশ্বর জীব ও প্রকৃতি ভাবে তিনি সবিশেষ। এই নির্বিশেষ ও সবিশেষ, নিষ্ঠুর ও মনুষ্য—দুইই পারমার্থিক সত্য।

এই সকল ব্যতীত আরও অন্যান্য মত আছে। সেই সমুদায়গুলির পর্যালোচনা করিলে দেখা যায়, যে ভিন্ন ভিন্ন সাম্প্রদায়িক ভাষাকারগণ, নিম্নোক্ত ভিন্ন ভিন্ন ভাবে গীতাশাস্ত্র বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন ;—

- ১। মায়াবাদাশ্রয়ক অবৈত জ্ঞানমূলক ব্রহ্মজ্ঞান (শঙ্কর)।
- ২। মায়ার সত্য প্রতাপাদক বিশিষ্টাবৈত জ্ঞানমূলক বাস্তবদেহ-ভক্তি (রামানুজ)।
- ৩। শুকাবৈত জ্ঞানমূলক ভক্তি (বল্লাভাচার্য্য)।
- ৪। শঙ্করাবৈত জ্ঞানের সহিত ভক্তি (শ্রীধর স্বামী)।
- ৫। দ্বৈতাবৈত জ্ঞানমূলক ভক্তি (নিম্বকাচার্য্য)।
- ৬। দ্বৈত-জ্ঞানমূলক ভক্তি (মধ্বাচার্য্য)।
- ৭। কেবল ভক্তি (চৈতন্য-প্রবর্তিত বৈষ্ণব সাম্প্রদায়)।
- ৮। পাতঞ্জল যোগ (আধুনিক যোগিসাম্প্রদায়), ইত্যাদি।

পূর্ব্বোক্ত আচার্য্যগণ প্রত্যেকেই সম্পূর্ণ অথবা আংশিক ভাবে কন্ম সম্বাসের পক্ষপাতী ; লৌকিক কন্মে থাকিলে সাধনা হয় না, অতএব তাহা ত্যাগ্য। অসক্তো হ্যচরন্ কন্ম পরম্ আপ্রোতি পুরুষঃ (৩। ১৯); তদ্যোক্ত কন্ম সম্বাসাৎ কন্মযোগো বিশিষ্টতে (৫। ২) ইত্যাদি ভগবানের স্পষ্ট উক্তি সত্ত্বেও উঁহারা কন্মমার্গের উপযোগিতা স্বীকার করেন না। শ্রুতির যে যে মন্ত্র এবং গীতার যে যে শ্লোক, যাঁহার অনুমোদিত মতের পরিপোষক, তিনি কেবল সেইগুলির সবিশেষ উল্লেখ করিয়া, অন্তঃগুলিকে উপেক্ষা

করিয়াছেন । কাজেই গীতার সাত শত শ্লোকের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপিত হয় নাই, অনেক স্থলেই সংশয় নিরাকৃত হয় নাই—অধিকন্তু অর্জুনের যে মূল কর্মজিজ্ঞাসা, তাহা ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে ।

যে সকল যুক্তিতর্কের উপর উপরোক্ত ঐ সকল বিভিন্ন মত প্রতিষ্ঠিত, সে সকলের আলোচনায় আমাদের প্রয়োজন নাই । গীতায় যে অজ্ঞেয় অমৃত রাজ্যের তত্ত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে, যুক্তি-তর্ক বিচারে তাহা পাওয়া যায় না । অতএব শ্রীভগবান্ শ্রীমুখে স্বয়ং যাহা বলিয়াছেন, আমরা সরল ভাবে তাহারই আলোচনা করিব ।

ভগবান্ বলিতেছেন, অনাদি পরম অক্ষর তত্ত্বই ব্রহ্ম (৮।৩) । বিশ্বের যাহা চরমতত্ত্ব, তাহাকে অব্যক্ত অক্ষর বলে (৮।২১) । তাহাই আমার পরম ধাম এবং তাহাই জীবের পরমা গতি । তাহা লাভ করাই মোক্ষ (৮।২১, ১৫।৬) । আমিই ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা (১৪।২৭) । আমার একাংশে জগৎ বিধৃত (১০।৪২) ; আমিই জগতের পরম কারণ—জগতের প্রভব-প্রলয়াধার । আমার পরা ও অপরা প্রকৃতি সর্বভূতযোনি, (৭।৪—৭) । সর্ব সত্ত্বা ক্ষেত্রক্ষেত্রজ-যোগে বা প্রকৃতি-পুরুষ-যোগে উৎপন্ন (১৩।২৬) সেই প্রকৃতি-পুরুষ অনাদি (১৩।১৯) । প্রকৃতি আমার (৭।৫) এবং আমিই সর্বক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ—পুরুষ (১৩।২) । অব্যক্ত মূর্তিতে আমি সর্বময় (৯।৪) । অগ্নি, চন্দ্র, সূর্যের যে তেজ, তাহা আমার (১৫।১২) । যে পুরুষ দেহের সংযোগে স্রুতঃখাদির ভোক্তা জীবাশ্মা, তিনিই স্বরূপতঃ দ্রষ্টা স্বরূপ কূটস্থ আত্মা এবং সর্বনিয়ন্তা মহেশ্বর বা পরমাত্মা (১৩।২২) । ব্রহ্ম, স্বরূপতঃ অবিকৃত হইয়াও সর্বভূতের বিভক্তের দ্বারা অবস্থিত (১৩।১৬) । আমারই সনাতন অংশ জীব হইয়া রহিয়াছে (১৫।৭) । সর্বভূতায়স্থিত জীবাশ্মা আমার বিভূতি (১০।২০) । ধর্মসংস্থাপনের জন্য আমি মানুষী তনুতে অবতীর্ণ হই (৪।৬) । মূর্খেরা আমার এ তত্ত্ব না বুঝিয়া আমার অবজ্ঞা করে ; কিন্তু মহাআগণ তাহা বুঝিয়া একত্ব (অদ্বৈত)

সর্ব বিরোধের সমন্বয় ।

ভাবে বা পৃথক (দ্বৈত) ভাবে আমার উপাসনা করেন (৯। ১৫) ইত্যাদি ।

অতএব গীতায় ব্রহ্মের নিগুণ অক্ষর ভাবকে অস্বীকার করা হয় নাই ; অথবা ঈশ্বর ভাবকেও পারমার্থিক মিথ্যা বলা হয় নাই ; কিংবা ব্রহ্ম ও ঈশ্বর, না ঈশ্বর ও জীবাত্মা যে সমস্ত তত্ত্ব, তাহাও বলা হয় নাট । অপরঞ্চ অগৎ যে ঈশ্বর হইতে অত্যান্ত ভিন্ন, এ তত্ত্বও প্রতিষ্ঠিত হয় নাই । যাহা পরম তত্ত্ব, তাহা কেবল নির্বিশেষ, অদ্বৈত, চৈতন্যমাত্র, অক্ষর ব্রহ্মতত্ত্ব নহে ; কিংবা তাহা কেবল প্রভব প্রলয়াদি সগুণ ঈশ্বরতত্ত্বও নহে । পরন্তু তাহা দুটাই,—সগুণ নিগুণ, সাক্ষাতীত সাক্ষাৎ এক অদ্বয় তত্ত্ব (১৩। ১৫) । তিনি সৎ ও অসৎ সাক্ষাৎ ভাবের অতীত (১৩। ১২) সাক্ষাৎ ভাব হইতে পর (১১। ৩৭) সাক্ষাৎ বিনাশিত্বের মধ্যে অবিনাশী (১৩। ১৭) সাক্ষাৎ অবিচ্ছিন্ন হইয়াও (১৩। ১৫) জ্ঞানগম্য (১৩। ১৭) । নিগুণভাবে তিনি অশাস্ত্র অক্ষর ব্রহ্মরূপে ক্ষেয় (১২। ৩) আর সগুণ ভাবে তিনি সাক্ষাদ্ধার সাক্ষানিয়ন্ত্রা মহেশ্বররূপে ক্ষেয় (৯৪—১০) ; আবার ক্ষেয় হইলেও বিচ্ছিন্ন নহেন (১৩। ১৫) । যোগজ দৃষ্টিতে যেমন আয়ুদর্শন হয়, ব্রহ্মদর্শন হয়, তেমনি ঈশ্বরদর্শনও হয় (৪। ৩৫, ৫ ২৭—২৯, ৬। ২৯—৩০) । ভাগবতের ভাষায়,—

বদন্তি তৎ ত বিদ স্তত্ত্বং যজ্ জ্ঞানমদ্বয়ম্ ।

ব্রহ্মেতি পরমাশ্ৰুতি ভগবান্ ইতি শব্দ্যতে ॥১।২।১৩

সুতরাং বলিতে হয়, কেবল অদ্বৈতভাবে দেখিলে, ব্রহ্মকে এক দিক্ হইতে আংশিক ভাবে দেখা হয় এবং কেবল দ্বৈতভাবে দেখিলেও অত্র দিক্ হইতে সেইরূপ আংশিক ভাবেই দেখা হয় । প্রকৃত তত্ত্ব দ্বৈতও নহে, অদ্বৈতও নহে । পরন্তু উভয় তত্ত্বের উপরের ভূমিতে উঠিতে পারিলে, যে তত্ত্ব পাওয়া যায়, তাহাই প্রকৃত তত্ত্ব । তাহাতে সগুণ-নিগুণ—দ্বৈতাদ্বৈত ভেদ নাই প্রথম পরিশিষ্ট দেখ ।

সাধনা-সম্বন্ধে, কৰ্ম্ম জ্ঞান ভক্তি—তিনই পরস্পর সম্বন্ধ । কেহই একক থাকে না । সাধারণে যেমন কৰ্ম্ম করে, বিদ্বান্ও সেইরূপ করিবেন । তবে সাধারণে স্বার্থবশে করে, কিন্তু বিদ্বান্ লোকহিতার্থে করিবেন (৩২৫) । মানুষ স্বকৰ্ম্মদ্বারাই সিদ্ধ হয় (১৮ ৪৬), জনকাদি হইয়াছিলেন (৩২০) । কৰ্ম্ম জ্ঞানে পরিসমাপ্ত হয় (৩১৩) জ্ঞান হইতে পরা ভক্তি জন্মে (১৮ ৫৪) । জ্ঞানী অক্ষর ব্রহ্মোপাসকেরাও মৰুভূতহিতে রত (১২ । ৪) । তৎপদার্থ ঋষিগণও জীবহিতে রতী (৫ । ২৫) । ভক্ত ঈশ্বরার্থ কৰ্ম্ম করে (১১।৫৫) ঈশ্বরে সমুদায় অর্পণ করিয়া কৰ্ম্ম করে (৩৩০) । যোগীর মধ্যে ভক্ত শ্রেষ্ঠ (৬।৪৭) । ভক্ত ঈশ্বরের অনুকম্পায় জ্ঞানলাভ করে (১০।১১) আবার অবিচলা ভক্তি জ্ঞানেরই অন্যতম অঙ্গ (১৩ । ১০) ইত্যাদি । অতএব কৰ্ম্ম জ্ঞান ভক্তিতে কোন বিরোধ নাই । তাহারা পরস্পর পরস্পরকে পরিপুষ্ট করে । তবে ভক্তিমার্গে সাধনা সুলভ (৮ । ১৪, ১২ । ২) । ইহাতে ভগবানের অনুকম্পা লাভ হয় (১২ । ৭) ; কিন্তু তাহাও কৰ্ম্ম ও জ্ঞান ছাড়া থাকে না । জ্ঞানমার্গে তাদৃশ অনুকম্পা লাভের কথা নাই ।

এইরূপে প্রাচীন ভাষ্যকারগণের মধ্যে যিনি যে সূত্র ধরিয়া গীতা বুঝাইয়াছেন এবং তাহাতে যেক্রপ অর্থবিরোধ হয় তাহা দেখিলাম । অগতের চরম তত্ত্ব কি, তাহা দ্বৈত কিংবা অদ্বৈত তত্ত্ব, তাহা অর্জুনের জিজ্ঞাসা নয় । সেই তত্ত্ব লাভ করিতে হইলে কি ভাবে জীবন যাপন করিতে হয়,—লোকলোচনের অঙ্কুরালে সুদূর গিরিগুহাদি আশ্রয়পূর্বক পাতঞ্জল যোগ অভ্যাস করিতে হয় ; অপবা সংসারকে অভিসম্পাত করিয়া, জীবনকে মরুভূমি করিয়া, কটু-তিক্ত-কষায় ফলপত্রভোজী হইয়া, সম্যাসব্রত ধারণ-পূর্বক কঠোর তপশ্চরণ করিতে হয় ; কিংবা সংসারের বিবস্ন-দগ্ধা হইতে দূরে পলায়ন করিয়া জীবনাবনধামে, তুলসীকুঞ্জে অবস্থানপূর্বক হরিগুণানু-কীৰ্ত্তন, সখী ভাবের অনুকরণ এবং জঠর-জ্বালা-নিবৃত্তির জন্য “মাধুকরী” বৃন্তি অবলম্বনপূর্বক দিনপাত করিতে হয়, তাহাও অর্জুনের জিজ্ঞাসা

নয় । অর্জুনের জিজ্ঞাসা সম্পূর্ণ ভিন্ন ভাবে, তাহা ইতি পূর্বেই দেখিয়াছি ।

চর্যোদ্যোত গ্রন্থের তাৎপর্য্য নির্ণয়ের একটি সুন্দর কৌশল মীমাংসকগণ উদ্ভাবিত করিয়াছেন । পণ্ডিত-কুল-কেশরী ৬ বাল গঙ্গাধর তিলক সুরচিত “গীতারহস্য” তাহা দেখাইয়াছেন ; তাহা এই,—

উপক্রমোপসংহারৌ ইভ্যাসো ইপূর্ব্বতা ফলম্ ।

অর্থবাদোপপত্তৌ চ লিঙ্গং তাৎপর্য্যনির্ণয়ে ॥

(১) উপক্রম ও উপসংহার—কি হুজো গ্রন্থের আরম্ভ এবং কিরূপে তাহার শেষ । (২) অভ্যাস—গ্রন্থমধ্যে পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত বিষয় । (৩) অপূর্ব্বতা—নূতনত্ব, তাহাতে নূতন কথা যাহা আছে । (৪) ফল—উপদেশ শ্রবণে প্রাপ্ত হইবার যাহা হইল । (৫) অর্থবাদ এবং উপপত্তি—প্রসঙ্গক্রমে উত্থাপিত বিষয় ও সিদ্ধান্ত । এইগুলি গ্রন্থতাৎপর্য্য নির্ণয়ের উপায় ।

এখন এই বিচার-প্রণালী গীতার উপর প্রয়োগ করা যাউক ।

(১) উপক্রম ও উপসংহার—আরম্ভ ও শেষ । গীতার আরম্ভ ইতিপূর্বেই দেখিয়াছি । কুরুক্ষেত্র-রণমধ্যস্থলে করুণ হৃদয় অর্জুন দেখিলেন যে, যুদ্ধ জয় করিয়া রাজ্য লাভ করিতে হইলে, তাঁহাকে গুরুহত্যা দি মাপাপে লিপ্ত হইতে হয়, নিষ্ঠুর হৃদয়ে আত্মীয়-স্বজনকে হত্যা করিতে হয়, নতুবা রাজ্যলাভ হয় না । একদিকে রাজ্যলাভের আশা তাঁহাকে বলিতেছে,—“তুমি যুদ্ধ কর” । অন্য দিকে, গুরুভক্তি, পিতৃভক্তি, স্বপদপ্রীতি, বন্ধুপ্রেম আদি কমনীয় বৃত্তিসকল বলপূর্ব্বক তাঁহাকে প্রতিবন্ধ করিয়া বলিতেছে, “না, তুমি যুদ্ধ করিও না ।” এ বড় বিষম সংকট । যদি যুদ্ধ করেন তবে ঘেহ, ভক্তি, দয়া, মমতা বিসর্জন দিয়া, কঠোর হৃদয়ে গুরুহত্যা, পিতৃহত্যা, মিত্রদ্রোহ, কুলধ্বংস

করিয়া মহাপাপে লিপ্ত হইতে হয় ; আর যদি যুদ্ধ না করেন তবে পাণীর শান্তি, আততায়ীর নির্যাতন, স্বীয় রাজ্যের উদ্ধার—এ সমুদায়ের আশা নষ্ট হইয়া যায় । তাঁহার মাথা ঘুরিয়া গেল, মুখ শুকাইয়া গেল, শরীর কণ্টকিত হইল, হস্ত হইতে গাণ্ডীব ধসিয়া পড়িল । পরিশেষে ভক্তি প্রীতি আদি যে সকল কোমল বৃত্তি হৃদয়ের অতি নিকটবর্তী, তাহাদেরই জয় হইল, দূরবর্তী ক্ষাত্রধর্ম্য হটিয়া গেল । তিনি কহিলেন, না—আমি রাজত্ব চাহি না । গুরুহত্যা করিয়া, বন্ধুবধ করিয়া, স্বীয় কুল ধ্বংস করিয়া, রাজ্যলাভ করিতে হইবে ! এ রাজত্ব আমি চাই না । ভিক্ষা মাগিয়া খাইব, তাহা এমন পাপলব্ধ রাষ্ট্রোন্মথ্যের কামনা করি না । আমি যুদ্ধ করিব না ।

তদর্শনে ভগবান্ কহিলেন, হে অর্জুন ! ইহা তোমার উপায় হইতেছে না । ক্ষত্রিয় হইয়া ধর্ম্যযুদ্ধে পরাজুগ হইলে, তোমার স্বর্গহানি হইবে, তুমি ক্রৌবের মত হাস্যাস্পদ হইবে, অনার্য্যের মত নিন্দনীয় হইবে । এতএব কাপুরুষতা পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধার্থ উত্তীর্ণ হও ।

অর্জুনের জ্ঞান দার্শনিকের পক্ষে এ বড় বিষম সঙ্কট । যদি যুদ্ধ করেন তবে গুরু ইত্যাদি বধজনিত পাপকর্ম্য করিতে হয়, আর যদি না করেন, তবে ক্ষাত্রধর্ম্য হইতে বিচ্যুত হইতে হয় । “জলে পড়ে ত কুমীরে থায়, ডাঙ্গায় পড়ে ত বাঘে থায় ” উভয়সঙ্কটে পড়িয়া তিনি আকুল হইয়া কহিলেন, কৃষ্ণ হে, ভীষ্ম, দ্রোণ আমার গুরু । তাঁহাদিগকে হত্যা করিলে আমার রুগ্নরাক্ত অর্থ-কাম, পাপ অন্ন, ভোজন করিতে হইবে । অতএব যুদ্ধ করাই যদি আমার কর্তব্য হয়, তবে আমার পাপ-বিমোচনের উপায় কি, তাহা বলিয়া দিও । তাহা না বলিলে আমি যুদ্ধ করিব না (২।৪—৯) ।

এই বলিয়া তিনি উদ্বেলিত চিত্তে কর্তব্যবিমূঢ় হইয়া কর্তব্য অবধারণের জন্য শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইলেন । তখন তাঁহার সচিব শ্রীকৃষ্ণের যে কথাবার্তা হইয়াছিল, তাহাই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা । সেই গীতা শ্রবণের পর

অৰ্জুনের উদ্বেলিত হৃদয় প্রশান্ত হইল, কর্তব্যাকর্তব্য সম্বন্ধে সন্দেহ দূরীভূত হইল এবং তিনি প্রকৃতিস্থ হইয়া ভগবানের উপদেশ মত যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন।

উপক্রমে যিনি কর্তব্যাবিমূঢ় হইয়া নিতান্ত উদ্বেলিত হৃদয়ে গাণ্ডীব পরিত্যাগপূর্বক “মচ্ছ্রয়ঃ স্মাৎ নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে” (২।৭) বলিয়া শ্রীভগবানের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন, উপসংহারে গীতা শ্রবণের পর দেখি, তিনি শান্ত হির নিঃসঙ্কোচ‘চক্রে, “স্তিতো হস্মি গতসন্দেহঃ করিন্যে বচনং তব” (১৮।৭১) বলিয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত। কিছু পূর্বে শুরুহত্যা কুলকম-আদির ভাবনার, শ্রেয়োলাভে হইবার আশঙ্কায়, যাহার হস্ত হইতে গাণ্ডীব ধসিয়া পড়িয়াছিল, যিনি রাষ্ট্রোদ্ধায় পরিত্যাগপূর্বক ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, এখন তিনি গাণ্ডীব তুলিয়া লইয়া সেই রাজালাভের জন্য যুদ্ধার্থ প্রস্তুত। আর তাঁহার ধন্যাদম্ব কার্য্যাকার্য্যসম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই; শ্রেয়োলাভে হইবার আশঙ্কা নাই। এই গীতার উপক্রম এবং উপসংহার।

এই উপক্রম এবং উপসংহার পর্যালোচনা করিলে বেশ পরিষ্কার দেখা যায় যে, সংসারে ধন্যাদম্বের—কার্য্যাকার্য্যের তত্ত্ব কি, এবং কোন্ প্রণালীতে কাৰ্য্য করিলে, ইহলোকে এবং পরলোকে শ্রেয়োলাভ হয়, তাহারই “কৌশল বা যোগ” (১৫০) ভগবান্ অৰ্জুনকে বুঝাইয়াছেন। এই কল্প ইহাকে “যোগ শাস্ত্র” (কৰ্ম্মযোগ শাস্ত্র) বলে; আর শ্রীভগবান্ ইহার গাতা অর্থাৎ বক্তা, তজ্জন্ম ইহার আর একটি নাম “শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।” অপিচ, এই কৰ্ম্মযোগ-শাস্ত্র উপনিষদ্-প্রতিপাদিত ব্রহ্মবিজ্ঞার আধারে প্রতিষ্ঠিত, তজ্জন্ম গীতার প্রত্যেক অধ্যায়ের উপসংহারবাক্যে মহর্ষি বেদ-ব্যাস বলিয়াছেন, “শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসু উপনিষৎসু ব্রহ্মবিজ্ঞায়াম্ যোগশাস্ত্রে কৃষ্ণাৰ্জুনসংবাদে অমুক যোগো নাম অমুকো অধ্যায়ঃ।”—(তিলক)।

(২) অভ্যাস—পুনঃ পুনঃ আলোচনা। যে বিষয়ের উপদেশ

দেওয়া উপদেশের বিশেষ উদ্দেশ্য, তিনি উপদেশ কালে, কথাপ্রসঙ্গে নানা বিষয়ের অবতারণা করিলেও, মধ্যো মধ্যো সেই মূল বিষয়ের উল্লেখ করেন। “অতএব সিদ্ধান্ত এই”—ইত্যাদি ভাবে মূল বিষয়ের উল্লেখ করিয়া, শিষ্যের মনে তাহা জাগরুক রাখেন। গীতার প্রায় প্রত্যেক অধ্যায়েই “তুমি যুদ্ধ কর”—এই মর্ম্মের একটা না একটা কথা পাওয়া যায়। ১৮।৭৩ শ্লোক টীকা, ৬৩০ পৃষ্ঠা দেখ।

অপূর্বতা—নূতনত্ব। উপনিষদ্ বেদান্তাদি শাস্ত্রে তত্ত্বজ্ঞান বা মোক্ষধর্ম্ম প্রতিপাদিত হইয়াছে; আর স্মৃতি প্রভৃতি গ্রন্থে নীতিশাস্ত্রের আধারে, “লৌকিক কার্য্যাকার্য্য” নিরূপিত হইয়াছে। কিন্তু বেদান্তের গহন তত্ত্বজ্ঞানের আধারে “কার্য্যাকার্য্য-ব্যবস্থিতি” (১৩।২৪) গীতা ভিন্ন অন্য কোথাও নাই। ইহাই গীতার অপূর্বতা।

(৪) ফল—অর্জুনের বিজয়, রাজশ্রী, অভ্যুদয় এবং পরিণামে ধ্রুবা নীতি বা শ্রেয়ো লাভ (১৮।৭৮)।

(৫) অর্থবাদ ও উপপত্তি। অর্থবাদের অর্থ প্রসঙ্গক্রমে উত্থাপিত বিষয় এবং উপপত্তির অর্থ সিদ্ধান্ত। অর্জুনের জিজ্ঞাসার উত্তরে ভগবান্ কহিলেন যে, ভীষ্মাদির বিনাশ নিমিত্ত শোক-মোহবশে তুমি যুদ্ধ হইতে বিরত হইয়াছ, কিন্তু সাংখ্য-জ্ঞানের আধারে দেখ, আত্মার জন্ম-মরণ নাট। অতএব তাঁহাদের বিনাশ আশঙ্কায় যুদ্ধে বিরত হওয়া তোমার ভ্রম। তুমি যুদ্ধ পরিত্যাগ না করিয়া, যোগবুদ্ধি অবলম্বনে যুদ্ধ কর, তদ্বারা কর্ম্মজাত পাপপুণ্য তোমায় স্পর্শ করিবে না এবং পরিণামে তুমি অনাময় শান্তিদাম প্রাপ্ত হইবে।

যদি অর্জুন ভগবানের এই কথায় কোন আপত্তি উত্থাপিত না করিয়া, তদনুসারে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন, তবে আর কোন কপাই হইত না। কিন্তু তাহা হইল না। ভগবানের ঐ সংক্ষিপ্ত উপদেশের উপরেই অর্জুন যুদ্ধে

প্রবৃত্ত হইলেন না ; পরন্তু যে নীতি অবলম্বনপূর্ব্বক ভগবান্ ঐরূপ উপদেশ দিলেন, তাহার মূল তত্ত্ব কি, সেই কর্ম্মযোগ-মার্গের বিশিষ্টতা কি, কর্ম্ম-মার্গ ভিন্ন জ্ঞান, সম্যাস, ভক্তি আদি মার্গ অবলম্বন করিলে কি ফল হয়, ইত্যাদি বিষয়সকল সম্যাকরূপে জ্ঞাত হইবার জন্য আবশ্যক মত প্রশ্ন করিতে লাগিলেন এবং ভগবান্ ক্রমশঃ সে সকলের উত্তর দিয়া, যে নীতি অবলম্বনে তিনি ঐ কর্ম্মযোগ মার্গ অবলম্বনের উপদেশ দিয়াছেন, তাহা বুঝাইতে লাগিলেন ।

কিন্তু জগতের আধ্যাত্মিক তত্ত্ব নিকৃপিত না হইলে, তাহাতে আমাদের নৈতিক ও দৃশ্যমণ্ডলে কোন যোঝাংসা হইতে পারে না । আমি কে ? জগৎ কি ? জগতের মূল তত্ত্ব কি ? তাহার সহিত আমার সম্বন্ধ কি ? জগতের সহিত, জগতের অন্তর্গত লোকের সহিত আমার সম্বন্ধ কি ? সুখ দুঃখের, পাপ পুণ্যের উৎপত্তি এবং শেষ কোথায় ? সংসারে আমার অস্তিম সাধ্য বা পরম শাশ্বত কি ? এবং সেই সাধ্য বস্তু প্রাপ্ত হইতে হইলে, সংসারে আমাদের জীবনযাত্রার কোন মার্গ স্বীকার করা উচিত, অথবা কোন মার্গ অবলম্বনের ফল কি ? ইত্যাদি গহন প্রশ্নের নির্ণয় হইলে পর, তাহারই আধারে আমাদের জীবনযাত্রা নিরবিরতির উৎকৃষ্ট পন্থা কি এবং অন্তের সম্বন্ধেই বা আমাদের কার্য্য কি, তাহা নির্ণীত হইতে পারে । নীতিশাস্ত্রের জ্ঞান হউক, মন্যশাস্ত্রের জ্ঞান হউক বা অশ্বশাস্ত্রের জ্ঞান হউক, অধ্যাত্ম জ্ঞানই সকল শাস্ত্রের অস্তিম গতি । অতএব সমস্ত অধ্যাত্ম শাস্ত্রের এবং সঙ্গে সঙ্গে সমুদায় নীতিশাস্ত্রের মূল তত্ত্ব উপদেশ দেওয়া আবশ্যক হইল । অতঃপর গীতার প্রতি অধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত মন্য উল্লেখপূর্ব্বক, অজ্ঞান কোথায় কি প্রশ্ন করিয়াছেন এবং ভগবান্ তাহার কি উত্তর দিয়াছেন, তাহা দেখিব । তাহা হইতেই গীতার মুখ্য তাৎপর্য্য উপলব্ধ হইবে ।

অৰ্জুনের জিজ্ঞাসা এবং ভগবানের উত্তর ।

প্রথম জিজ্ঞাসা—যাহা আমার নিশ্চিত শ্রেয়ঃস্বর, তাহা আমাকে বলুন (২।৭) ।

ইহাই মূল জিজ্ঞাসা এবং যাহা ইহার চূড়ান্ত মীমাংসা, তাহাই গীতার তাৎপর্য্য । ২।১০ শ্লোক হইতে সেই মীমাংসার আরম্ভ । ১০—৩০ শ্লোকে আশ্রুতম্ । এই অংশে অৰ্জুনের জিজ্ঞাসার কোন উত্তর নাই । কিন্তু অৰ্জুনের যাহা মূল অজ্ঞান, যাহা তাঁহার ভ্রান্তির মূল, এখানে ভগবান্ সেই মূলে কুঠার আঘাত করিয়াছেন । সাধারণতঃ আমরা আমাদের দেহটাকেই “আমি” মনে করি ; আমার দেহের সহিত “আমাকে” মিশাইয়া ফেলি ;—আমার দেহের অনিষ্ট হইলে “আমার অনিষ্ট” হইল, আমার দেহ নষ্ট হইলে “আমি” বিনষ্ট হইব মনে করি । ইহার নাম দেহাশ্রবোধ । ইহাই জীবের মূল অজ্ঞান । আমি যে দেহ নহি, পরন্তু দেহ হইতে স্বতন্ত্র “দেহী”—ইহা বুঝিতে না পারাই মূল ভ্রান্তি । অৰ্জুনের সেই ভ্রান্তি হইতেছিল ; সাধারণ সকল লোকের তাহাই হয় । অৰ্জুন মনে করিতেছিলেন যে, ভীষ্মাদির দেহ মৎকটুক বিনষ্ট হইলে, তাঁহারা বিনষ্ট হইবেন । তজ্জগত ভগবান্ তাঁহাকে কহিলেন যে, তুমি ভীষ্মাদির বিনাশ নিমিত্ত শোক-মোহে অধীর হইয়া যুদ্ধ ত্যাগে উত্তম । কিন্তু সাংখ্য জ্ঞানের আধারে দেখ, তুমি বা ভীষ্মাদি,—তোমরা কেহ দেহ নহ, পরন্তু দেহ হইতে পৃথক “দেহী” । দেহ তোমাদের, তোমরা “দেহী” । দেহটা নষ্ট হইলেই সেই দেহী নষ্ট হয় না ; পরন্তু অব্যক্ত সূক্ষ্ম অবস্থা লাভ করিয়া অবস্থিতি করে এবং কালে আবার স্থূল দেহ প্রাপ্ত হয় । অপিচ যে আত্মা দেহী হইয়া রহিয়াছেন, তাঁহার কখন জন্ম-মরণ হ্রাস-বৃদ্ধি ইত্যাদি বিকার নাই ; “দেহী নিত্যম্ অবধ্যোহয়ং দেহে সৰ্ব্বত্র ভারত” (২।৩০) । অতএব স্বধৰ্ম্মপালন করিতে আসিয়া বিচলিত হওয়া তোমার অসুচিত । এই যুদ্ধ তোমার পক্ষে যুদ্ধ স্বৰ্গদ্বার স্বরূপ । কত্রিয়ের

পক্ষে ধৰ্ম্মযুদ্ধ অপেক্ষা শ্রেয়োলাভের আর উত্তম পন্থা নাই (৩১—৩২) ।
তুমি স্বপ্ন-দ্রুত লাভালাভ জয়-পরাজয়ের দিকে দৃষ্টি না করিয়া ধৰ্ম্মযুদ্ধ
কর ; তাহাতে তোমার পাপ হইবে না (৩৮) ।

ইহা অৰ্জুনের জিজ্ঞাসাপক্ষে উত্তরের প্রথম কথা । দ্বিতীয় কথায়
বলিতেছেন, যে তুমি কৰ্ম্ম-ত্যাগ করিও না । পরন্তু, বিষয় বিশেষের
প্রতি আসক্তি এবং বিষয় বিশেষের প্রতি ঘৃণা পরিহারপূৰ্ব্বক সৰ্ব্বত্র
চিত্তের সমতা রক্ষা করিয়া কৰ্ম্ম করিয়া যাও । তদ্বারা পাপপুণ্য রূপ
সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হইবে । এই কৰ্ম্মযোগ সাধন করিতে করিতে
যখন তোমার বুদ্ধি সম্যাকরূপে স্থির নিশ্চল হইবে, তখন তুমি যোগসিদ্ধ
হইবে ।

কিন্তু তখন অৰ্জুন এই যোগসিদ্ধ হওয়ার মৰ্ম্ম ঠিক বুঝিতে না পারিয়া
কহিলেন,—

দ্বিতীয় জিজ্ঞাসা—স্থিতপ্রজ্ঞ সেই সিদ্ধ যোগীর লক্ষণ কি ?
ইত্যাদি (৫) ।

উত্তর প্রসঙ্গঃ উত্থাপিত অর্থবাদ । ইহার উত্তরেই দ্বিতীয় অধ্যায় শেষ ।

তৃতীয় জিজ্ঞাসা—বুদ্ধিযোগই যদি উত্তম, তবে আমায় ঘোর
কন্ধ্য কেন নিযুক্ত করিতেছেন (৩১) ।

উত্তর,—সন্ন্যাসমার্গ ও কন্ধ্যমার্গ, একনিষ্ঠার দ্বিবিধ পন্থা প্রচলিত
আছে । কিন্তু সন্ন্যাসের ঠিক মৰ্ম্ম বুঝ নাই । কন্ধ্যত্যাগমাত্রই সন্ন্যাস
নহে । কন্ধ্য প্রকৃতির মৰ্ম্ম ; জীব অবশভাবে কন্ধ্য করিতে বাধ্য । ভোগ
ও বিরাগ, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি—কোন দিকেই আসক্ত না হইয়া, এবং
কোন দিকেই বিদ্বেষ ভাব পোষণ না করিয়া যজ্ঞার্থ কন্ধ্য কর ; তাহাতে
সংসার-বন্ধনের আশঙ্কা নাই । জগতের পালন-পোষণে যজ্ঞার্থ কন্ধ্যের
একান্ত প্রয়োজন । তদ্বারা স্বর্গে মর্ত্তে বিনিময় চলে এবং সেই বিনিময়
হইতে জীবগণ প্ৰথম শ্রেয়োলাভ করে । যে সংসারের কন্ধ্যচক্রে

অনুবর্তন না করে, সে পাপাত্মা । জ্ঞানীমাত্রেয়ই কর্তব্য যে তাঁহারা যুক্তচিত্তে ঐ কৰ্ম্যচক্রে অনুবর্তন করেন । তুমিও জ্ঞানিগণের মত অনাসক্ত চিত্তে তোমার কৰ্ম্য করিতে থাক এবং আমার দিকে নুখ ফিরাইয়া সৰ্ব্ব কৰ্ম্ম আমাকে অর্পণ কর । শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিও স্ব-প্রকৃতিবশে কৰ্ম্ম করিতে বাধ্য । প্রকৃতির নিগ্রহ করা নিষ্ফল । অতএব তুমি তোমার প্রকৃতির অনুরূপ স্বধর্ম্ম পালন কর ; পরধর্ম্মাবলম্বন ভয়াবহ ।

চতুর্থ জিজ্ঞাসা—মানুষকে কে পাপ করায় ? ইহাও প্রসঙ্গতঃ উত্থাপিত অর্থবাদ । ইহার উত্তরে তৃতীয় অধ্যায় শেষ ।

চতুর্থ অধ্যায়ে ভগবান্ কহিলেন, এই কৰ্ম্মযোগ আমি এখন নূতন বলিতেছি না । পূর্বে ইহা আমি সূর্য্যকে বলিয়াছিলাম । তাঁহার নিকট হইতে পরম্পরাক্রমে ইন্দ্ৰাকু আদি রাজর্ষিগণ ইহা পাইয়াছিলেন । কালে তাহা নষ্ট হওয়ায়, এখন আবার আমি তাহা তোমায় বলিতেছি । এই কথায় অর্জুনের,—

পঞ্চম জিজ্ঞাসা—আপনি সূর্য্যের পরের লোক, তবে আপনি এ কথা সূর্য্যকে কহিলেন কিরূপে ?

ইহাও প্রসঙ্গতঃ উত্থাপিত অর্থবাদ । ইহার উত্তরে ভগবান্ আপনার অবতারের উল্লেখ করিয়া কি কারণে কখন তিনি অবতীর্ণ হয়েন এবং অবতাররূপে যে ভাবে কার্য্যতঃ ধর্ম্মজীবনের আদর্শ দেখাইয়া দেন, তাহা বলিয়া পরে আবার প্রস্তাবিত কৰ্ম্মযোগ ও কৰ্ম্মদর্শ্যাসম্বন্ধে নানা কথা বলিতে লাগিলেন । বাহ্য প্রকৃত প্রস্তাবে সুকৰ্ম্ম, কুকৰ্ম্ম কিংবা অকৰ্ম্ম (কৰ্ম্ম না করা), তাহার লক্ষণ কি ? (১৬—২৩) এবং তান হোকে যে যজ্ঞার্থ কৰ্ম্ম করিতে বলিয়াছেন, কিরূপে জীবনের সৰ্ব্বকৰ্ম্ম সেই যজ্ঞার্থ কৰ্ম্মে পরিণত হয়, যজ্ঞার্থ কৰ্ম্মের ব্যাপক অর্থ (২৪—৩২) জ্ঞানের স্বরূপ, জ্ঞানে কৰ্ম্ম ক্ষয়, ইত্যাদি বুঝাইয়া, সেই জ্ঞানে অবস্থানপূর্ব্বক কৰ্ম্মযোগ-বুদ্ধিতে যুক্ত করিবার আদেশ দিয়া চতুর্থ অধ্যায় শেষ করিলেন ।

ষষ্ঠ জিজ্ঞাসা—সন্ন্যাস ও কৰ্মযোগের মধ্যে কোনটী শ্রেয়ঃ :

উত্তর,—উভয়ই শ্রেয়ঃকর ; কিন্তু কৰ্মযোগই বিশেষরূপে উত্তম । ইহার পর প্রকৃত সন্ন্যাস কাঠাক বলে, মেরূপে অন্তরের সন্ন্যাসী থাকিয়া বাহিরে জ্ঞানগুরু কৰ্ম্য করা যায়, কৰ্ম্যযোগে ও কৰ্ম্যসন্ন্যাসে সম্বন্ধ কি, পঞ্চম অধ্যায়ে তাহা বুঝাউলেন । ষষ্ঠ—যেকপে দ্যানযোগে চিত্তের সম্পূর্ণ স্থিরতা, বুদ্ধির সম্পূর্ণ নিশ্চলতা সাধিত হয় এবং তদ্বারা আত্মদর্শন ও ঈশ্বর দর্শন হয়, তাহা কহিলেন । এই সমস্তই প্রদত্তঃ উত্থাপিত অর্থবাদ ।

অনন্তর সপ্তম ভট্টে সপ্তদশ, এই ১১ অধ্যায়ে জগতের সমগ্র অধ্যাত্মত্ব উপদেশ দিয়াছেন । সপ্তমে—ঈশ্বর, প্রকৃতি, জীব, জগৎ ও মায়াত্ব । অষ্টমে—ঈশ্বরের নিবিধ ভাব ; যে ভাবে সাধনার যেক্রম ফল ; জগতের মূল তত্ত্ব কি ? সৃষ্টি ও বিলয় ; দেহান্তে জীবের গতি । নবমে—ঈশ্বরে জগতে জীবের সম্বন্ধ ; সকাম সাধনার ফলত্ব ; ভক্তি সাধনার মতত্ব ; স্বার্থের সাধনা রাজদিষ্টা, তৎকুরুষ মদর্পণম্ । দশমে—ঈশ্বর হইতে নিগিল বিশ্বের প্রবৃত্তি—তাঁহার বিভূত্বিত্ব । একাদশে—ভগবানের প্রাণময় অনন্ত সত্যের একাদেশে এই বিশ্বের অবস্থিতি প্রদর্শন ; ঈশ্বরের কন্ঠে জীবের নিমিত্ত ভাব কথন । দ্বাদশে—ভক্তিমার্গে সাধনা—অভ্যাস যোগ ; এবং ভক্তিসিক পুরুষের আচরণ । ত্রয়োদশ, চতুর্দশ ও পঞ্চদশে—আমি কে, ঈশ্বর কি, ব্রহ্ম কি, জড়দেহের উৎপত্তি কোথা হইতে, তাহার উৎপাদন কি, ধর্ম্য কি ? আত্মাতে, ঈশ্বরে, জগতে ও অন্তরা জীবের সম্বন্ধ কি, সংসার কি, আর কিরূপে জীব সংসারচক্র ভ্রমণ করে, প্রকৃতির গুণ বৈচিত্র্যে জগতের যেক্রম বৈচিত্র্য হইয়া থাকে ইত্যাদি অধ্যাত্মত্ব । ষোড়শ সপ্তদশে—প্রকৃতির ত্রিগুণভেদে মানুষের যেক্রম স্বভাবাদির ভেদ হয়, সে সমস্ত উপদেশ দিয়াছেন ।

যেক্রম জ্ঞানবুদ্ধি লাভ হইলে মানুষ প্রকৃত “বুদ্ধিমান” হইয়া কৃতকৃত্য হয় (১৫।২০) এইরূপে অৰ্জুনকে তাহার উপদেশ দিয়া কহিলেন যে, তুমি

এই তত্ত্ব সকল জ্ঞাত হইয়া,—“শাস্ত্রবিধানোক্ত কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতি” অবধারণপূর্ব্বক, তদনুসারে কৰ্ম্ম কর (১৬।২৩—২৪) । মুমুক্শুগণ ফলাশা-বর্জ্জনপূর্ব্বক “বিবিধ যজ্ঞদানতপঃক্রিয়া” করিয়া থাকেন (১৭।২৪—২৫) ।

একাদশ অধ্যায়বাপী এই দীর্ঘ অধ্যায়জ্ঞানোপদেশ অর্জ্জুনের কোন জিজ্ঞাসা হইতে উত্থাপিত হয় নাই ; অর্জ্জুন সে সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করেন নাই । ভগবান্ স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়াই তাহা বলিয়াছেন । তাহা না বলিলে শ্রিয়মথা অর্জ্জুনের অধ্যাত্ম জ্ঞান সম্পূর্ণ হয় না ; আর সম্পূর্ণ অধ্যাত্ম জ্ঞান বিনা জগতের ধন্যাধন্য কার্য্যাকার্য্য নিশ্চয় হয় না । ইহার মধ্যে অর্জ্জুনের দুইটি মাত্র জিজ্ঞাসা আছে ;—অষ্টম অধ্যায়ে সপ্তম জিজ্ঞাসা, ব্রহ্ম কি ? অধ্যাত্ম কি ? ইত্যাদি (৮।১—২) আর ষাটম অধ্যায়ে অষ্টম জিজ্ঞাসা, জ্ঞান ও ভক্তি সাধনার মধ্যে উত্তম কি ? (১২।১) ; এবং দুইটি প্রার্থনা আছে ;—দশম অধ্যায়ে বিভূতি তত্ত্ব শ্রবণ প্রার্থনা ও একাদশ অধ্যায়ে বিশ্বরূপ দর্শন প্রার্থনা । এই চারিটাই প্রসঙ্গতঃ উত্থাপিত অর্থবাদ । ইহার পর অষ্টাদশ অধ্যায়ে,—

• নবম জিজ্ঞাসা—সন্ন্যাস ও ত্যাগ, এ দুয়ের মধ্যে প্রভেদ কি ? ইহাই অর্জ্জুনের শেষ জিজ্ঞাসা । ইহার উত্তরে ভগবান্ পূর্ব্বকথিত সমুদায় উপদেশের সার সংগ্রহপূর্ব্বক কহিলেন যে, শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ কাম্য কৰ্ম্ম সমুদায় পরিত্যাগ করাকে সন্ন্যাস বলেন ; কিন্তু যিনি সুবিচক্ষণ, তিনি বলেন, যে ফলাশা পরিত্যাগপূর্ব্বক সমুদায় কৰ্ম্মের অন্ত্যস্তান করাই প্রকৃত ত্যাগ । আমার মতেও যজ্ঞদানাদি কৰ্ম্মসমূহ পরিত্যাগ করা কর্তব্য নহে ; পরন্তু ফলাশা ত্যাগপূর্ব্বক সে সকলের আচরণ করা নিশ্চয়ই উত্তম । সন্ন্যাসবাদীরা সর্ব্বকৰ্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক যে সন্ন্যাসের কথা বলেন, সেরূপ সন্ন্যাস দেহ পাকিতে সম্ভব হয় না । চাতুর্কৰ্ম্ম্য ধন্যানুসারে প্রাপ্ত আপন অধিকারমত কৰ্ম্ম শুদ্ধচিত্তে আচরণ করাই ঈশ্বরের আৰ্জ্জনা । সর্ব্বময় ঈশ্বরের সত্তা মনে সর্ব্বদা জাগরুক রাখিয়া আপন অধিকারগত

কর্ম আচরণ করিলে মানুষমাঝেই সিদ্ধিলাভ করে (১৮।৪৫—৪৬)। কোন কর্মই নির্দেশ নহে। সুতরাং স্বদ্বন্দ্ব ত্যাগ করিয়া পরদ্বন্দ্ব গ্রহণ করা নিষ্ফল। কর্ম প্রকৃতির দ্বন্দ্ব। কর্মকে ছাড়িতে চাহিলেও কর্ম কাহাকেও ছাড়ে না। অতএব কর্ম যাহার, যিনি সর্বভূতের হৃদয়ে থাকিয়া সর্বকর্ম করান, সর্বভাবে তাঁহার শরণাগত হইয়া, তাঁহাতে আত্মসমর্পণপূর্বক কর্ম কর। তদ্বারা তাঁহার কৃপায় পরম পদ লাভ হইবে। তুমি অশঙ্কারবশতঃ মনে করিতেছ, যে তুমি মুক্ত করিনে না। তোমার এই নিশ্চয় মিথ্যা; তোমার ক্ষত্র প্রকৃতি তোমায় মুক্ত করাইবে।

এই তোমায় গুহ্যতর তত্ত্ব কহিলাম। এই সমস্ত দ্বিধিয়া তোমার ইচ্ছা হয় মুক্ত কর, না ইচ্ছা হয়, না কর। আর একটা শেষ কথা বলিতেছি; তাহা সর্বাপেক্ষা গুহ্যতর। এই বৈচিত্র্যময় জগতের প্রত্যেক লোকের, প্রত্যেক পদার্থের, প্রত্যেক ভাবের বাহিরে দ্বন্দ্ব যাহাই হউক, যে প্রকারই হউক, উহার যি আমার ভাব ব্যতীত আর কিছুই নহে,—এই বোধটা সর্বদা জাগাইয়া রাখ। এই জ্ঞানে আমাতে আত্মসমর্পণ কর, আনাতে সমুদায় দর্শন কর, সর্ব কলুষ, দায়িত্ব অর্পণ কর; আমি তোমায় সর্ব পাপ হইতে মুক্ত করিব।

ভগবানের বাক্য শেষ হইল। অনন্তর অজুন কহিলেন, হে অচ্যুত! আপনার কৃপায় আমার মোহ নষ্ট হইয়াছে। আমি প্রকৃতিস্থ হইয়াছি। এখন আমি আপনার কথা মত কার্য করিব।

অতঃপর মহাভারতে দেখিতে পাই যে, অজুন ক্ষত্রিয়ের স্বধর্মামুগত যুদ্ধে প্রবৃত্ত। “তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু নাম্ অমুশ্বর মুদ্য চ” (৮৭) ভগবানের এই আদেশই তিনি পরিপালন করিয়াছিলেন এবং “স্বকশ্মনা তম্ অভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিলতি মানবঃ” (১৮।৪৬) এই উপদেশেরই অনুবর্তী হইয়াছিলেন। ইহাই গীতার সার তাৎপর্য।

অতএব গীতার অধ্যায়-সমূহের সঙ্গতি করিয়া উপক্রম হইতে উপসংহার

পর্যন্ত পর্য্যালোচনাপূর্বক দেখিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, যে ভগবান্ সমগ্র গীতার অর্জুনকে কৰ্ম ও অকৰ্মের মূলতত্ত্ব বুঝাইয়াছেন। মানব-জগতের শীর্ষস্থানীয় মহাপুরুষগণের কৰ্ম জীবনের যে মূল তত্ত্ব; যে নীতি বলে জনক ইক্ষাকু আদি রাজর্ষিগণ, ব্যাস বশিষ্ঠাদি মহর্ষিগণ পৃথিবী পালন করিয়াছিলেন, এই ভারতভূমিকে জ্ঞান-গৌরব ঐশ্বর্য্য বীৰ্য্য-প্রতাপ-কীর্তির চরম সীমায় উন্নীত করিয়াছিলেন, সেই নীতির যাহা “মূল,” তাহা প্রদর্শন করাই এবং তত্ত্বজ্ঞানের আধারে প্রতিষ্ঠিত, ভগবদ্-প্রেমে পরিপ্লুত, পবিত্র কন্মশক্তি উদ্দীপিত করাই গীতার মুখ্য কার্য্য।

কিন্তু সেই নীতি উপলক্ষিপূর্বক তদনুসারে কার্য্যাকার্য্য নির্ণয় করিয়া, সেই কার্য্যের সমুচিত আচরণ করা, বিশুদ্ধ সাংখ্যিক জ্ঞান, সাংখ্যিকী বুদ্ধি ব্যতীত হয় না। অতএব যে যে উপায়ে সেই জ্ঞানবুদ্ধির বিকাশ হয়, তাহা বলিতে হইয়াছে, এবং প্রসঙ্গক্রমে অত্যাশ্রিত অনেক কথা বলিতে হইয়াছে। এগুলি সমস্ত অর্থবাদ। এই অর্থবাদ অংশ ত্যাগ করিয়া, উপক্রম হইতে উপসংহার পর্য্যন্ত একটা সরল রেখা টানিয়া দিয়া দেখিলে, যাহা দেখা যায়, তাহা পূর্বকই দেখিয়াছি। গীতা বলিতেছে, কৰ্মত্যাগে প্রবৃত্ত হইওনা (২।৪৭), কৰ্মত্যাগ মাত্রই সম্যাস নহে, কৰ্মত্যাগ করিলেই সিদ্ধি লাভ হয় না (৩।৪)। যে ব্যক্তি জগতের কৰ্মচক্রের অনুবর্তন না করে, সেই ইন্দ্রিয়-মুখ-সৰ্ব্বশ্বের জীবনধারণ দৃশ্য; সে পাপায়া (৩।১৬)। বিদ্বান্ জ্ঞানী ব্যক্তির কর্তব্য যে, তিনি অজ্ঞ সাধারণকে সদাচারের আদর্শ দেখাইয়া, স্বয়ং যুক্ত চিন্তে কৰ্ম করিবেন (৩।২৫—২৬)। জগৎ যাহার, জগতের সৰ্ব্বকৰ্ম যিনি করাইয়া থাকেন, তুমি সৰ্ব্বভাবে তাঁহার শরণাপন্ন হইয়া, তাঁহার জগতে পালন-পোষণের জন্ত, তোমার ক্ষুদ্র কৰ্ম্যাংশটুকুকে তাঁহার বিরাট কৰ্ম-সাগরের অংশস্বরূপ বুঝিয়া তোমার অধিকারানুসারে প্রাপ্ত সৰ্ব্বকৰ্ম সরলপ্রাণে, সত্য দৃষ্টিতে দৈৰ্ঘ্য ও উৎসাহের সহিত করিয়া যাও। তুমি কৃতকৃত্য হইবে।

পাশ্চাত্য আধিভৌতিক নীতিশাস্ত্রের উপদেশ এই যে, বাহাতে

অধিক লোকের অধিক সুখ হয়, তাহার অনুষ্ঠান করাই নীতিসঙ্গত । কিন্তু কোন কার্যে অধিক লোকের অধিক সুখ হয়, তাহা নির্ণয় করিবার কোন পরিমাণ যন্ত্র নাই । গীতা সে ভাবে নীতিধর্মের অনুসন্ধান করে না । আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে মানুষের যাত্রা পরম শ্রেষ্ঠ অবস্থা এবং সেই অবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত কন্য অকন্যরূপ নীতিধর্মের যাত্রা মূল তত্ত্ব, গীতা তাহা নির্ণয় পূর্বক, তন্মাত্রের পস্থা দেখাইয়া দিয়াছেন । মানব-নীতিশাস্ত্রের যাত্রা মূল তত্ত্ব, গীতা তাকে এই দোহের যাত্রা মূল, এই জগতের যাত্রা মূল, সেই নিত্য তত্ত্ব লইয়া গিয়া,—ব্যবহার-শাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র এবং মোক্ষশাস্ত্র—এই তিনের সমতা তত্ত্বজ্ঞানের আধারে সিদ্ধ করিয়াছেন । যেমন ব্যাকরণ-শাস্ত্র কোন ভাষার সৃষ্টি করে না, কিন্তু প্রচলিত ভাষার নিয়ম দেখাইয়া দিয়া তাহার উন্নতির সাহায্য করে, নীতিশাস্ত্রের কন্য ঠিক সেইরূপ । গীতা তাহাই করিয়াছেন ।

প্রাচীন বৈদিক যুগে যত প্রকার সাধন পদ্ধতি ছিল, গীতা সে সমুদায়ের সারাংশ গ্রহণ করিয়াছেন । কিন্তু তথাপি গীতার যাত্রা সার রহস্য, তাহা সে সমুদায় হইতে ভিন্ন ।

উপনিষৎকৃত সন্ন্যাসধর্ম এবং “জ্ঞানে ভক্তি”—এই সিদ্ধান্ত গীতাতেও স্বীকৃত । কিন্তু গীতার সন্ন্যাসের বা বৈরাগ্যের অর্থ কন্যত্যাগ নহে, পরম কন্যে আসক্তি ত্যাগ, ফলাশা ত্যাগ । আবার ফলাশা ত্যাগই কন্যযোগ । পুনশ্চ বাসুদেবঃ সর্বম্ (৭.১৯) ইহাই—প্রকৃত জ্ঞান । এইরূপে গীতার, জ্ঞান ও সন্ন্যাসের সহিত কন্যযোগ ও ঈশ্বরভক্তি এমন সুকোশলে সংযোজিত ও সংমিশ্রিত হইয়াছে যে তদ্বারা কন্য জ্ঞান সন্ন্যাস ভক্তি—সবই সুন্দর সমাবেশ হইয়াছে ।

কন্যকাণ্ডী মৌমাংসকগণের মতন, বৈদিক যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠানও গীতার অনুমোদিত । কিন্তু তাহারই মধ্যে বিশেষ এই যে—নি ম যজ্ঞার্থং বুদ্ধিতে সে সকল আচরণ করিলে, তদ্বারাই মোক্ষ লাভ হয় (৩.৯) ।

অধিকন্তু গীতা যজ্ঞ শব্দের আরও ব্যাপক অর্থ গ্রহণ করিয়া, উক্ত মতের সহিত এই সিদ্ধান্তও জুড়িয়া দিয়াছেন যে, ফলাশা ত্যাগপূর্বক যাহা কিছু কন্ম করা হয়, সে সমুদায়ই মহাযজ্ঞ । যজ্ঞের এই তত্ত্ব জ্ঞাত হইয়া, সকলে তাদৃশ নিষ্কাম কন্মরূপ যজ্ঞানুষ্ঠানপূর্বক, মুক্তি লাভ করুক (৪।৩২) ।

জ্ঞানমার্গের মত এই যে, জ্ঞান হইতেই মুক্তি । কিন্তু জ্ঞান ও কন্ম পরস্পর বিরোধী । অতএব, সর্বলৌকিক কন্ম, লৌকিক বিষয় পরিত্যাগ-পূর্বক, কেবল তত্ত্ববিচার দ্বারা আত্মজ্ঞান লাভ কর । গীতা বলিতেছেন, এই সন্ন্যাসমার্গে তত্ত্ব বিচার দ্বারা সিদ্ধি লাভ হয় বটে, কিন্তু তাহা বড় ক্লেশসাধ্য (১২।৫) । ভগবানে আত্মসমর্পণপূর্বক স্বদর্শনারূপ কন্ম সকল আচরণ করিতে থাকিলে, ঈশ্বররূপায় সুলভে জ্ঞান ও সিদ্ধি লাভ হয় । (১০ ১১ ; ১৮ ৫৬) । এইরূপে গীতায় জ্ঞানমার্গের সহিত বাসুদেব ভক্তির ও কন্মের সমাবেশ দেখা যায় ।

সাদনার আর এক প্রণালী পাতঞ্জল যোগ । যোগ বলিলেই সাধারণে তাহাই বুঝিয়া থাকে । এই পাতঞ্জল যোগ গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ে গৃহীত হইয়াছে । এই যোগ সিদ্ধি হইলে আত্মদর্শন হয় । গীতা অলৌকিক চাতুর্য্যে ব্যাপক দৃষ্টি অবলম্বনপূর্বক, ধ্যানরূপে সেই আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞানের সহিত ঈশ্বরভক্তি ও কন্মযোগ মিশ্রিত করিয়া দিয়াছেন (৬।২৯—৩২) ।

সৃষ্টিতত্ত্ব উপদেশের সময় গীতা প্রথমে প্রধানতঃ সাংখ্যদর্শনের মতই গ্রহণ করিয়াছেন । কিন্তু সাংখ্যের বাহ্য চরন তত্ত্ব, গীতা সেই প্রকৃতি পুরুষ পর্য্যন্ত যাইয়াই ক্ষান্ত হইয়েন নাই ; পরন্তু সাংখ্য অতিক্রমপূর্বক বেদান্ত প্রতিপাদিত নিত্য পরমাত্মার সহিত সংযোগ করিয়া দিয়াছেন ।

গীতা মোক্ষ ধর্মকে গার্হস্থ্য জীবনের লৌকিক ধর্ম হইতে বিচ্ছিন্ন করে না এবং গীতা ধর্ম জাতিভেদ, বর্ণভেদ, দেশভেদ ও কালভেদ নাই । গীতা বলে তুমি যে জাতীয়, যে বর্ণীয় হও, যে দেশেই বা অবস্থিতি

কর না কেন, ঈশ্বরকে সর্বদা যেন চক্ষের উপর রাখিয়া আপন আপন কৰ্ম্ম করিয়া যাও। তাহাই তোমার ঈশ্বরার্চনা, তদ্বারাই সিদ্ধি লাভ করিবে। কৰ্ম্মের ছোট বড়, ভাল মন্দ নাই। ভোগ বা বিরাগ, ভাল বা মন্দ কোন বিষয়ে আগ্রহ না হইয়া যে স্বকৰ্ম্ম আচরণ দ্বারা জীবনযাত্রা নিৰ্ব্বাহ করে, সে ব্রাহ্মণ হইয়া নিত্য বিষ্ণু সেবা করুক, অথবা মেণ্ডর হইয়া নর্দমা মাফ করুক, তদ্বদৃষ্টিতে তহুভয়ে কোন প্রভেদ নাই; উভয়েই সমান পারমাণবিক কল্যাণের অধিকারী।

ভগবান্ সমস্ত মানব-দম্মশাস্ত্রের সার, সমস্ত দর্শনশাস্ত্রের সার, এবং সমস্ত নীতিশাস্ত্রের সার অংশটুকুনাও আচরণ করিয়া, অত্যন্ত যত্নচিত্তে তাহাদিগকে সুসম্মিলিত করিয়া, প্রেমরসপূর্ণ ধৰ্ম্মামৃত প্রস্তুত করিয়াছেন। তাহার কণিকা মাত্র আশ্বাদন করিতে পারিলে মানুষের সৰ্ব্ব ভয় দূর হয়। স্বপ্নম্ অপ্যশু ধম্মশু ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ—২।৪০।

ইহা সনাতন বৈদিক ধৰ্ম্মব্রহ্মের অত্যন্ত মধুর অমৃতরস ফল। বৈদিক কৰ্ম্মকাণ্ডে জ্ঞানের উপযোগ নাই; আবার উপনিষদের জ্ঞানকাণ্ড সাধারণের অগম্য। উপনিষদের বুদ্ধিগম্য ব্রহ্মজ্ঞানের সচিৎ, প্রেমগম্য ঈশ্বর-সেবার রাজগুহ্য সংযোগ করিয়া দিয়া এবং তহুভয়ের সহিত প্রাচীন কৰ্ম্মকাণ্ডের সারাংশ সম্মিলিত করিয়া, গীতা তাহার অতুল ধৰ্ম্মামৃত প্রস্তুত করিয়াছেন।

গীতার সার শিক্ষা এই ;—

১। তুমি দেহ নও; তুমি দেহী। দেহের জন্ম, মরণ, কৰ্ম্ম বুদ্ধিতে তোমার জন্ম মরণাদি হয় না।

২। আমার সনাতন অংশ তোমার ভিতরে জীব হইয়া রহিয়াছে।

৩। জীবের সংসার-প্রবৃত্তি আমি হইতে। আমি স্বয়ং সকলকে হাতে ধরিয়া চালাইতেছি। আমার কৰ্ম্মে তুমি নিমিত্ত

মাত্র ! তোমার ক্ষুদ্র কর্তৃত্বের অভিমানকে মুছিয়া ফেলিয়া, তোমার ক্ষুদ্র কর্মটুকুকে আমার মহান্ কর্মসাগরে মিশাইয়া দিয়া, আমার সহিত সততযুক্ত থাক ।

৪ । প্রকৃতির ধর্ম—প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি ও মোহ । ইহারা কায করিয়া থাক । তুমি তফাতে থাকিয়া দেখিতে থাক । যেমন লোকে তামাসা দেখে ।

৫ । কোন বিষয় বিশেষকেই বিশেষ আদর বা ঘৃণা করিও না । প্রবৃত্তি নিবৃত্তি, ভোগ বিরাগ—কাহারও নেশায় পড়িও না । সমস্ত ভাবই আমা হইতে । সং-অসং নির্কিশেষে সমস্ত ভাবের ভিতরেই আমাকে দেখ । আমাকে দেখিলেই কামাদি প্রশান্ত হইবে । নতুবা, কেবল সংযমে বিষয়রস শুকাইবে না ।

৬ । ভাগতিক প্রত্যেক সত্তার বাহিরের ধর্ম যাহাই হউক, সে সমুদায় আমার ভাব । এই ধারণা সতত যেন জাগাইয়া রাখ, আমাকে সর্বদা চখের সামনে দেখ এবং সর্ব সত্তার বাহিরের ধর্মকে চাড়িয়া, তাহাদের প্রত্যেকের অন্তরালে আমার প্রতি স্থির লক্ষ্য রাখ ;—

অহং ভাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষায়িত্যামি মা শুচঃ ।

গীতার জ্ঞান এই । তপশ্চা ভিন্ন এ জ্ঞান লাভ করা যায় না । আমাদের মত অযোগ্যের পক্ষে গীতাজ্ঞানলাভ করিতে হইলে, গীতা ভগবদ্বক্তৃ, Divine Revelation, এই দৃঢ় বিশ্বাসে ভক্তিপূর্বক নিত্য গীতা পাঠ করিতে হয় এবং পূর্বাপর সমুদয়ের অনুধ্যানপূর্বক সরল ভাবে প্রতিলোকের, প্রতিশব্দের, সহজ স্বাভাবিক অর্থ ভাবনা করিতে হয় ; তাহা অত্রান্ত সত্য বলিয়া নিঃসংশয়ে গ্রহণ করিতে হয় । সন্দেহ উপস্থিত হইলে শ্রীভগবানের শরণাপন্ন হইয়া ধ্যানস্থ হইতে হয় । তাঁহার আদেশ

তপস্ত্যাবিহীন ব্যক্তিকে গীতা বলিবে না (১৮।৬৭) । অর্থাৎ গীতাজ্ঞান লাভ করিতে হইলে, তপস্ত্য করিতে হয় । তপস্ত্যার অর্থ, অভিলষিত বিষয়ে নিয়মপূর্ব্বক যত্ন ও অশ্রুসন্ধান । তজ্জন্তু ঐকান্তিক আগ্রহ ; কাষ্মনপ্রাণে অবিচলিত ও নিরবচ্ছিন্ন চেষ্টা । অবিরত সেই বিষয় চিন্তা কর, অশ্রুতে বাহিরে তাহার অশ্রুসন্ধান কর, অবিচল অধ্যবসারে তত্ত্বাভ্যাসযোগী কৰ্ম্ম কর, পরিশ্রম কর । যতক্ষণ তাহা অধিগত না হয়, ততক্ষণ অপর সমস্ত বিষয়কে মন হইতে দূরীভূত কর । ইহার নাম তপস্ত্য । সে কালের অথবা এ কালের মহাশয়গণ ঈদৃশ তপস্ত্যার দ্বারাই সমুদয় মতঃ বিষয় লাভ করিয়াছেন । গীতাজ্ঞান লাভের জন্তু এইরূপ তপস্ত্য করিতে হয় । আলস্যে, আনন্দে, তর্কদ্বিষ্টিতে গীতা চর্চা করিলে, সে জ্ঞান লাভ হয় না । এই ভাবে তপস্ত্য করিতে পারিলে, এই ভাবে গীতা পাঠরূপ জ্ঞানযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে পারিলে, ক্রমশঃ গীতার্থের কণাঞ্চিৎ উপলব্ধি হইতে পারে, ক্রমশঃ গীতামধ্যে জ্ঞানের বিরাটরূপের কণাঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যাইতে পারে ।

কিন্তু জ্ঞানের সেই বিরাট রূপ গীতার যে প্রচ্ছন্ন আছে, ইহা আমাদেরই সৌভাগ্য । দারুণাতীত সেই রূপ পরিষ্কৃত থাকিলে, আমরা পাপকলুষিত হৃদয় লইয়া তাহার সন্মুখীন হইতেই পারিতাম না । তাহা প্রচ্ছন্ন আছে বলিয়াই এবং শ্রীগীতাকে ক্ষুদ্রতম দেখি বলিয়াই, আমরা প্রিয় শ্রুতদের শ্রায়, স্নেহময়ী মাতার শ্রায়, তাহার সহিত বিশ্রান্ত আলাপ করি ; আমাদের যেমন সাধনা, যেমন জ্ঞান, সেই ভাবে তাহার সহিত খেলা করি । মানুষের জ্ঞানে গীতা সম্যক্ অধিগম্য হইবার নহে ।

কৃষ্ণো জানাতি বৈ সম্যক্ কিঞ্চিৎ কুন্তীমুতঃ ফলম্ ।

ব্যাসো বা ব্যাসপুত্রো বা যাজ্ঞবল্ক্যো হথ মৈথিলঃ ।

অন্তো প্রবণতঃ শ্রদ্ধা লেশং সংকীৰ্ত্তয়ন্তি চ ।

তথু শাস্ত্রচর্চার জন্তু গীতাপাঠ করিতে না গিয়া, আমাদের আধ্যাত্মিক

জীবন-গঠনের নিমিত্ত গীতামধ্যে যে তত্ত্বরত্নানলী রহিয়াছে, যথাসম্ভব সেগুলিকে আমাদের জীবনের কার্য্যে লাগাইবার উদ্দেশে গীতাপাঠ করিলে তাহা সার্থক । পাণ্ডিত্যের জন্ত গীতাচর্চা অমুচিত ।

এই গীতাদেশ্য সর্বতোপরি নির্ভর ও ব্যাপক । জাতি-বর্ণ-দেশ-কাল নির্বিশেষে সর্বতোভাবে উপযোগী ও সকলের প্রতি সমান উদার ; সকলকে সমান ওজনে, সর্বভাবে সমান সদৃশ্য প্রদান করে ।

এই নীতি ধর্ম্মে দীক্ষিত মহাত্মাগণ—ধর্ম্মবীর, জ্ঞানবীর, কর্ম্মবীরগণ, যখন এই ভারতভূমি অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, তখন ভারত জ্ঞানগৌরব-ঐশ্বর্য্যের চরমসীমায় উপনীত হইয়াছিল । যে দিন হইতে তাহাদের মধ্য বিচ্ছেদ ঘটয়াছে, সেই দিন হইতে ভারতের অধঃপতন । হায়, ভগবান্ । কবে আবার জ্ঞান-ভক্তি-কর্ম্মের অপূর্ণ সন্মিলনে তোমার মহান্ উদার গীতাদেশ্যে দীক্ষিত মহাপুরুষগণ স্বকর্ম্মের দ্বারা তোমার অর্চনা করিবে !

প্রভু হে ! ধর্ম্মের শ্রানি নিবারণের জন্ত একবার আবির্ভূত হইয়াছিলে । সে অনেক দিন । আবার ধর্ম্মশ্রানি পূর্ণ হইয়াছে । সাম্প্রদায়িক বন্ধনে সনাতন-ধর্ম্মের পস্থা দুর্গম হইয়াছে । আবার একবার এস । আবার একবার বর্ত্তমানের উপযোগী ভাবে সেই অপূর্ণ ধর্ম্মমীমাংসা দ্বাইয়া দাও, অমৃতরাজ্যের পথ বলিয়া দাও । আর একবার দেখাইয়া দাও,—

পার্থের প্রতাপ তোমার মন্ত্রণা

রাজ-প্রতিষ্ঠিত যাহার অন্তরে,

রাজ-কুলনন্দী মুক্তি-সখী সহ

সেই নরবীরে আরাধনা করে ।

দাদপুর,
মশাগ্রাম, বর্দ্ধমান,
শ্রাবণ, ১৩৩৬ ।

}

অশীন
শ্রী আশুতোষ দাস

উপসংহার ।

ব্যাখ্যামধ্যে উদ্ধৃত ভাষ্যকার ও টীকাকারদিগের
নামের সাক্ষেপিক চিহ্ন ।

শং—শঙ্করাচার্য্য ।

রামা—রামানুজ স্বামী ।

শ্রী—শ্রীধর স্বামী ।

মধু—মধুসূদন সরস্বতী ।

গিরি—আনন্দগিরি ।

বল—বলদেব বিষ্ণাভূষণ ।

তিলক—৬ দালগঙ্গাধর তিলক সম্পাদিত গীতা-রহস্য ।



গীতা-মধুকরী ।

প্রথমোঃধ্যায়ঃ ।

বিষাদ-যোগঃ ।

কর্মেই তোমার সদা আছে অধিকার,
কর্মফল কভু নয় আয়ত্তে তোমার ।
কর্মফল হেতু তুমি কর্ম না করিবে,
কর্মত্যাগে অনুরাগী কভু না হইবে ।—২।৪৭

পূর্বশ্লোকঃ ।

উত্তীর্ণ অজ্ঞাতবাস বিরাট-ভবনে,
নিজ রাজ্য যুধিষ্ঠির চাহে হর্ষোদধনে ।
সদম্ভে হর্ষতি তার কহিল অমনি,
বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সূচ্যগ্র মেদিনী ।
এত বলি গয়ে সঙ্গে সেনা চতুরঙ্গে,
অবতীর্ণ পাপাশয় সমর-ভরণে ।
উদ্ধারিতে নিজ রাজ্য অনিবার্য রণ,
ধর্ম-রণে অবতীর্ণ ধর্মের নন্দন ।
মহারণে সন্নিহিত বীরেন্দ্র সকল,
কুরুক্ষেত্রে প্রজ্জ্বলিত সমর-অনল ।

দুৰ্য্যোধনে রক্ষা করে গঙ্গার কুমার,
 বীর্যবান্ সবাসাচী প্রতিযোদ্ধা তাঁর ।
 দশ দিন মহাযুদ্ধে মধি সৈন্তগণ,
 লইলেন শরশয্যা শাস্ত্র-নন্দন ।
 ক্রুত আসি হস্তিনার তখন সঞ্জয়,
 সংক্ষেপতঃ রণবার্তা কহে সমুদয় ।
 শুনিয়া কাতরে কহে অন্ধ নরমণি,
 কেমনে পড়িল হায় ! বীর-চুড়ামণি !
 শৌর্য্যে যিনি দেবরাজ, ধৈর্য্যে গিরিবর,
 সমর-বিজ্ঞার যিনি অনন্ত আকর ।
 সে বীরে পাণ্ডবসেনা নিপাতিত করে,
 দেখিলেও বিশ্বাস না জনমে অন্তরে ।
 বীরেন্দ্র গাজেন্দ্র যদি শয়ান সমরে,
 অতঃপর শ্রেয় নাই বুঝিহু অন্তরে ।
 রক্ষিতে আমার পুত্রে আছে কেবা আর,
 কার বলে বলীমান পাণ্ডুর কুমার ।
 বালবুদ্ধি দুৰ্য্যোধন কি করিল হায় !
 সবিত্তারে, হে সঞ্জয় ! বল পুনরায় ।

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ ।

ধৰ্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ ।

মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব কিমকুর্ষত সঞ্জয় ॥ ১ ॥

ধৰ্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে যুযুৎসবঃ সমবেতাঃ—যুদ্ধাভিলাষে সন্মিলিত ।
মামকাঃ—আমার পুত্রেরা । পাণ্ডবাঃ চ এব কিম্ অকুর্ষত—আর
পাণ্ডবেরাই বা কি করিল, কি ভাবে যুদ্ধারম্ভ করিল ।

ধৃতরাষ্ট্র ইতিপূর্বেই সঞ্জয়ের মুখে যুদ্ধের সংক্ষিপ্ত বিবরণ শুনিয়াছেন,
এখন তাহা সবিস্তারে শুনিতে ইচ্ছা করিয়া একরূপ প্রশ্ন করিলেন ।

কেহ কেহ এতদংশের অন্তরূপ ব্যাখ্যা করেন যথা,—উভয় পক্ষই
যখন যুদ্ধাভিলাষে সন্মিলিত, তখন তাহারা যুদ্ধই করিবেন । তবে
“কিম্ অকুর্ষত” একরূপ প্রশ্ন কেন ? ইহার উত্তর এই যে, তাহারা এখন
“ধৰ্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে” সন্মিলিত । সুতরাং ধৰ্ম্মক্ষেত্রের স্থান-মাহাত্ম্য
তাহাদের অন্তঃকরণে শাস্তিভাবের উদয় হইতে পারে এবং তাহা হইলে,
এ স্রোর যুদ্ধ না ঘটিয়া সন্ধি বা অন্তরূপেও বিবাদের নিষ্পত্তি হইতে পারে ।
এই সন্দেহে ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করিলেন, “কিম্ অকুর্ষত”—তাহারা কি
করিল ?

কিন্তু মহাভারত-অনুসরণ করিলে দেখা যায়, যে এ ব্যাখ্যা সঙ্গত
নহে । এই কথোপকথনের দশদিন পূর্বে হইতেই যুদ্ধ চলিতেছে, ধৃতরাষ্ট্র
তাহা সঞ্জয়ের মুখে অবগত হইয়াছেন ।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন ।

ধৃতরাষ্ট্রের প্রশ্ন । ধৰ্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে, বল, হে সঞ্জয় !

মম বৎসগণ আর পাণ্ডবনিচয়

সন্মিলিত হয়ে সবে যুদ্ধ-কামনার

কি করিল সবিশেষ বল সমদায় ॥ ১ ॥

মহাভারতীয় ভীষ্মপর্বে ১৩ হইতে ৪২ অধ্যায় পর্য্যন্ত অংশের নাম ভগবদ্গীতা-পর্বাদ্যায় । কিন্তু ২৩শ অধ্যায় হইতে প্রকৃত গীতার আরম্ভ । ২৩ হইতে ২৪ অধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম প্রথমেই কয়েকটি পর্যায়ে রচিয়া দিয়াছি ।

ধৃতরাষ্ট্র স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত নহেন । তিনি হস্তিনায় আপনার রাজত্ববনে । সঞ্জয় তাঁতাকে যুদ্ধবিবরণ শুনাইতেছেন । ব্যাসদেবের বরে সঞ্জয় দিব্য চক্ষু ও দিব্য জ্ঞান লাভ করিয়া হস্তিনায় থাকিয়াই যুদ্ধক্ষেত্রের সমস্ত ব্যাপার দেখিতেন ও সকলের মনের ভাব পর্য্যন্ত জানিতেন এবং সে সমস্ত ধৃতরাষ্ট্রকে বলিতেন । কিন্তু ১৩শ অধ্যায় পাঠে জানা যায় যে, সঞ্জয় প্রথম হইতে ধৃতরাষ্ট্রের নিকটে ছিলেন না । দশ দিন যুদ্ধ পর্য্যন্ত কুরুক্ষেত্রে ছিলেন ; পরে ভীষ্ম পতিত হইলে তিনি হস্তিনায় আসিয়া ধৃতরাষ্ট্রকে সমস্ত সংক্ষেপে শুনাইলেন । অকুরাজ ভীষ্মের পতন-বার্ত্তা অবগত হইয়া অতিশয় কাতর হইলেন এবং সমস্ত সবিস্তারে শুনিতে চাহিলেন । তখন যুদ্ধের প্রাক্কালে কৃষ্ণার্জুনে যে কণোপকথন হইয়াছিল, সঞ্জয় তাহা বলিতে লাগিলেন ; এই স্থানে গীতার আরম্ভ ।

কুরুক্ষেত্র—মহাভারতযুদ্ধে উত্তরে সরস্বতী ও দক্ষিণে দৃষদ্বতী, এই দুই নদীর মধ্যবর্ত্তী সমস্ত ভূভাগের নাম কুরুক্ষেত্র । বর্ত্তমান সময়ে উহা থানেশ্বরের দক্ষিণ ও আশালা হইতে ২০ ক্রোশ উত্তর । কুরু নামে এক জন চন্দ্রবংশীয় রাজা ঐ স্থানে তপস্বী করিয়াছিলেন । তাঁহার নামানুসারেই উহার নাম কুরুক্ষেত্র হইয়াছে ।

ধর্ম্মক্ষেত্র—ক্ষেত্রে যেমন শস্যের উৎপত্তি ও বৃদ্ধি হয়, তদ্রূপ পবিত্র কুরুক্ষেত্র ধর্ম্মবৃদ্ধির উৎপত্তির ও বিজ্ঞমান ধর্ম্মের বৃদ্ধির স্থান, তজ্জন্ত উহা ধর্ম্মক্ষেত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ ।

মামকাঃ—আমার পুত্রেরা । এই শব্দ মেহব্যঞ্জক । ধৃতরাষ্ট্র নিজ

সঞ্জয় উবাচ ।

দৃষ্ট্বা তু পাণ্ডবানীকং ব্যাঢ়ং দুৰ্য্যোধনস্তদা ।
 আচার্য্যমুপসঙ্গম্য রাজা বচনমব্রবীৎ ॥ ২ ॥
 পশ্যেতাং পাণ্ডুপুত্রাণামাচার্য্য মহতীং চমুন্ ।
 ব্যাঢ়াং দ্রুপদপুত্রেন তব শিষ্যেন ধীমতা ॥ ৩ ॥

পুত্রগণকে লক্ষ্য করিয়া “মামকাঃ” ও যুধিষ্ঠিরাদিকে লক্ষ্য করিয়া “পাণ্ডবাঃ” বলায়, তাহার নিজ পুত্রগণের প্রতি আত্মীয়তা ও পাণ্ডুপুত্র-গণের প্রতি অনাত্মীয়তা বা বিদ্রোহবুদ্ধি সূচিত হইতেছে । ১ ।

রাজা দুৰ্য্যোধনঃ তু ব্যাঢ়ং পাণ্ডবানীকং দৃষ্ট্বা—ব্যাহাকারে সজ্জিত পাণ্ডবসেনা দেখিয়া । আচার্য্যম্ উপসঙ্গম্য—দ্রোণাচার্য্যের সমীপস্থ হইয়া । বচনম্ অব্রবীৎ—কহিলেন ।

দ্রোণ—ভরদ্বাজপুত্র, কৌরবগণের এবং পাণ্ডবগণের উভয়েরই অস্ত্র গুরু । যুদ্ধার্থ সৈন্ত-সমাবেশের নাম ব্যাহ । ২ ।

সঞ্জয় কহিলেন ।

সঞ্জয়ের ব্যাহিত পাণ্ডবসেনা করি দরশন
উত্তর দ্রোণাচার্য্য-সন্নিধানে করিয়া গমন,
 দেখাইয়া আচার্য্যে পাণ্ডব-চমুচয়
 কহে রাজা দুৰ্য্যোধন শঙ্কিতহৃদয় । ২ ।
পাণ্ডব হে আচার্য্য পাণ্ডবের এই সৈন্তচয়,
সেনা এই দেখ, পুরোভাগে সুসজ্জিত রয় ।

শঙ্কিত—দুৰ্য্যোধন যে অন্তরে শঙ্কিত হইয়াছিলেন, তাহা ২—১২ শ্লোক পাঠ করিলে স্পষ্ট বুঝা যায় ; ১১২ দেখ । মূলে যে “তু” শব্দ আছে তাহার মর্ম্ম এই যে মহতী কুরুসেনা-দর্শনে পাণ্ডবেরা ভীত হন নাই, কিন্তু দুৰ্য্যোধন পাণ্ডব-সেনা দর্শনে ভীত হইয়াছিলেন ।

তত্র শূরা মহেষাসা ভীমার্জুনসমা যুধি ।

যুযুধানো বিরাটশ্চ দ্রুপদশ্চ মহারথঃ ॥ ৪ ॥

ধৃষ্টকেতুশ্চৈকিতানঃ কাশিরাজশ্চ বীৰ্য্যবান্ ।

পুরুজিৎ কুন্তিভোজশ্চ শৈব্যাশ্চ নরপুঙ্গবঃ ॥ ৫ ॥

হে আচার্য্য ! পাণ্ডুপুত্রাণাম্ এতাং মহতীং চমুং পশু—পাণ্ডবগণের এই মহতী সেনা দেখুন। অপবা হে পাণ্ডুপুত্রাণাম্ আচার্য্য ! এতাং মহতীং চমুং পশু। এখানে হৃর্গোধানের উক্তি শ্রোবাশ্রক বটে। অনন্তর সেই চমু—সেনা, কিরূপ, ৩—৬ শ্লোকে তাহা বলিতেছেন। তব শিষ্যেণ ধীমতা দ্রুপদপুত্রেন ব্যাচাম্। দ্রুপদ-পুত্র—ধৃষ্টদ্যুম্ন। দ্রুপদ দ্রোণের পুর্কশত্র। তাহা স্মরণ করাইয়া দ্রোণাচার্য্যকে উত্তেজিত করিবার জন্যই হৃর্গোধান তাঁহাকে দ্রুপদপুত্র বলিয়া অভিহিত করিলেন। ব্যাচা—ব্যাখ্যাকারে সম্বিদ্ধতা। ৩।

তত্র—সেই সেনায়। শূরাঃ (সন্তি)—বীরগণ আছেন। তাঁহারা মহেষাসাঃ—মহাধনুর্ধর। এবং যুধি—যুদ্ধে। ভীমার্জুনসমাঃ। অনন্তর

বুদ্ধিমান তব শিষ্য দ্রুপদ-কুমার,
এই যে বিশাল বাহ রচিত তাহার। ৩।
আছে তার বহু বহু মহাধনুর্ধর,
ভীমার্জুনসম যারা রণে ভয়ঙ্কর ;—
মহারথ সাত্যকি, দ্রুপদ মৎস্তরাজ,
বীৰ্য্যবান্ চৈকিতান আর কাশিরাজ,
ধৃষ্টকেতু যার কেতু দৃষ্টে জন্মে তার,
পুরুজিৎ বহু পুর যে করেছে অর,
পরাক্রান্ত যুধামন্যু, ভোজ-অধীশ্বর,
বীৰ্য্যবান্ উত্তমোজা, শৈব্যা নরবর,

যুধামন্যুশ্চ বিক্রান্ত উত্তমৌজাশ্চ বীর্যবান্ ।

সৌভদ্রো দ্রোপদেয়াশ্চ সর্ব্ব এব মহারথাঃ ॥ ৬ ॥

অস্মাকন্তু বিশিষ্টা যে তান্নিবোধ দ্বিজোত্তম ।

নায়কা মম সৈন্যস্ত সংজ্ঞার্থং তান্ ব্রবীমি তে ॥ ৭ ॥

সেই বীরগণের নাম-নিদেশ এবং নাম ও বিশেষণের দ্বারাই তাহাদের গুণ-গৌরব প্রকাশ করিতেছেন ।

যুধান—সাত্যকি । চেকিতান—রাজবিশেষ । বিক্রান্ত—পরাক্রান্ত । নরপুঙ্গব—নরশ্রেষ্ঠ । সৌভদ্র—সুভদ্রাপুত্র, অভিমন্যু । দ্রোপদেয়—দ্রোপদীর পঞ্চপুত্র ; প্রতিবিন্দ, শ্রুতসোম, শ্রুতকীর্তি, শতানীক ও শ্রুত-কর্ম্মা, যথাক্রমে যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চপাণ্ডবের ঔরসজাত । সর্ব্ব এব মহারথাঃ—ইহারা সকলেই মহারথ । মহারথ—যিনি অস্ত্র-শস্ত্রকুশল এবং একাকী দশ সহস্র ধনুর্ধরের সহিত যুদ্ধ করিতে পারেন । ৪—৬ ।

হে দ্বিজোত্তম ! অস্মাকন্তু যে বিশিষ্টাঃ—আমাদের মধ্যেও কিন্তু বাহারা বিশেষ গুণযুক্ত । তান্ নিবোধ—তাহাদিগকে অবগত হউন । তাহারা মম সৈন্যস্ত নায়কাঃ—নেতা । সংজ্ঞার্থং তান্ তে ব্রবীমি—পরিচয়ের জন্য তাহাদের বিষয় আপনাকে বলিতেছি ।

এ প্রোকে “তু” শব্দ দ্বারা, হৃষ্যোদন অস্ত্রের ভয় লুকাইয়া বাহিরে সাহস প্রকাশ করিতেছেন, এরূপ বুঝাইতেছে (গিরি) । ৭ ।

অভিমন্যু, দ্রোপদীর পঞ্চ পুত্র আর,—

মহারথ এরা সবে, সমরে ছর্য্যার । ৪—৬ ।

আমাদেরও মধ্যে কিন্তু বাহারা প্রধান

কুরুসেনা

কহি আমি দ্বিজোত্তম, কর অবধান ।

বাহারা নায়ক মম বিশাল সেনায়,

আপনার বিদিতার্থ কহি সমুদায় । ৭ ।

ভবান্ ভীষ্মচ্চ কৰ্ণচ্চ কৃপচ্চ সমিতিজ্ঞয়ঃ ।

অশ্বখামা বিকৰ্ণচ্চ সৌমদন্তির্জয়দ্রথঃ ॥ ৮ ॥

অন্যে চ বহবঃ শূরা মদার্থে ত্যক্তজীবিতাঃ ।

নানাশস্ত্রপ্রহরণাঃ সর্বেষা যুদ্ধবিশারদাঃ ॥ ৯ ॥

অপর্যাপ্তং তদস্ম্যাকং বলং ভীষ্মাভিরক্ষিতম্ ।

পর্যাপ্তং হ্রিদমেভেবাং বলং ভীষ্মাভিরক্ষিতম্ ॥ ১০ ॥

দুঃখ চর্যোদন স্বপক্ষীয় বীরগণের বর্ণনানসরে দোণাচার্য্যকে তুষ্ট করিবার ইচ্ছায় অগ্রেই তাঁহার ও শ্লোকের দ্বিতীয় চরণের প্রথমেই তাঁহার পুত্র অশ্বখামার উল্লেখ করিলেন । সমিতিজ্ঞয়ঃ—যুদ্ধজ্ঞতা । সৌমদন্তিঃ—সৌমদন্ত-পুত্র ভূরিশ্রবা । ৮ ।

এতদ্ব্যতীত অন্যে চ বহবঃ শূরাঃ মদার্থে ত্যক্তজীবিতাঃ—আমার জন্ত জীবনত্যাগে প্রস্তুত । তাহারা সর্বেষা নানাশস্ত্রপ্রহরণাঃ—যদ্ধারা প্রহার করা যায় তাহা প্রহরণ ; তাহারা প্রহার করিবার উপযুক্ত নানাবিধ অস্ত্রে সজ্জিত । ও যুদ্ধবিশারদাঃ—যুদ্ধে সুনিপুণ । ৯ ।

আপনি ও অশ্বখামা পুত্র আপনার,

ভীষ্ম, কৰ্ণ, রণজয়ী কৃপাচার্য্য আর,

ভূরিশ্রবা সৌমদন্ত-পুত্র বীরবর,

বিকৰ্ণ ও জয়দ্রথ সিদ্ধ-অধীশ্বর । ৮ ।

এইরূপ আরও বীর আছে বহুতর,

সবে যুদ্ধবিশারদ নানা অস্ত্রধর,

প্রস্তুত আমার তরে প্রাণ দিতে সবে ;—

অবশ্য অবশ্য জয় লভিব আহবে । ৯ ।

অপর্যাপ্ত মম সৈন্য ভীষ্মের রক্ষিত,

পর্যাপ্ত পাণ্ডব-সৈন্য ভীষ্মের রক্ষিত । ১০ ।

অয়নেষু চ সর্বেষু যথাভাগমবস্থিতাঃ ।

ভীষ্মমেবাভিরক্ষন্তু ভবন্তুঃ সর্ব্ব এ হি ॥ ১১ ॥

তস্মা সংজনয়ন্ হর্ষং কুরুবৃদ্ধঃ পিতামহঃ ।

সিংহনাদং বিনোদ্যোচ্চৈঃ শঙ্খং দদ্যৌ প্রতাপবান্ ॥ ১২ ॥

ভীষ্মাভিরক্ষিতম্ অস্মাকং তৎ বলং তু অপৰ্য্যাপ্তম্ । এতেষাং তু ভীষ্মাভিরক্ষিতম্ ইদং বলং পর্য্যাপ্তম্ । এখানে পর্য্যাপ্ত ও অপৰ্য্যাপ্ত পদদ্বয়ের অর্থে শ্লেষ আছে । দুর্যোধন বলিতেছেন, ভীষ্মরক্ষিত আমাদের এই সৈন্য অপৰ্য্যাপ্ত অর্থাৎ অপরিমিত, বহু ; আর ভীষ্মরক্ষিত ইত্যাদের (পাণ্ডবদিগের) এই সৈন্য পর্য্যাপ্ত অর্থাৎ পরিমিত, অল্প । পক্ষান্তরে একপ ভাবও প্রকাশ করিতেছেন যে, আমাদের সৈন্যগণ বহু হইলেও তাহারা পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধে অপৰ্য্যাপ্ত অর্থাৎ অসমর্থ ; আর পাণ্ডবসৈন্যগণ অল্প হইলেও, তাহারা যুদ্ধে পর্য্যাপ্ত অর্থাৎ সমর্থ ॥ ১০ ॥

এখন কর্তব্য সেনাপতি ভীষ্মকে রক্ষা করা । অতএব ভবন্তুঃ সর্ব্ব এব—আপনারা সকলেই । সর্বেষু চ অয়নেষু—সমস্ত দ্বাভ্যুপবেশপথে । যথাভাগম্ অবস্থিতাঃ—স্ব স্ব বিভাগানুসারে অবস্থান করিয়া । ভীষ্মম্ এব অভিরক্ষন্তু । দ্রোণাচার্য্যাকে যেন অনাদর করিয়াই দুর্যোধন পূর্ব্বোক্ত বাক্য কহিলেন । ১১ ।

২—১১ শ্লোক পাঠ করিলে স্পষ্ট দুঃখা যায়, যে দুর্যোধন অন্তরে শঙ্কিত হইয়াছিলেন । তাঁহার উক্তি সকল দেন ভীতিবিম্বাভিত ও অব্যবস্থিত । এই ভাব লক্ষ্য করিয়াই কুরুবৃদ্ধঃ প্রতাপবান্ পিতামহঃ (ভীষ্ম) তস্মা হর্ষং

আছে যত দূরপথ এ মম সেনায়,

আপন বিভাগ মত থাকি সে সবায়,

পিতামহে সবে রক্ষা করুন যতনে ;—

পিতামহ বিজ্ঞমানে কি আশঙ্কা রণে । ১১ ।

ততঃ শব্দাশ্চ ভৈর্যাশ্চ পণবানকগোমুখাঃ ।

সহসৈবাত্যাহন্তু স শব্দস্তুমুলোহভবৎ ॥ ১৩ ॥

সংজনয়ন্—তাহার উৎসাহ জন্মাইয়া । উচ্চৈঃ সিংহনাদং বিনোক্ত—
সিংহতুল্য নাদ (ধ্বনি) করিয়া । শব্দং দধৌ—শব্দধ্বনি করিলেন ।
সিংহনাদ—উপমানে গমুল প্রত্যয় । বিনোক্ত—ধ্বনি করিয়া । ভীষ্ম
বৃদ্ধ স্মৃতরাং বিচক্ষণ, সহজেই ছুর্যোধনের মনের ভাব বুঝিতে পারিলেন
এবং তিনি পিতামহ অতএব তাঁহার প্রতি স্নেহবানও বটেন । ১২ ।

ততঃ—অনন্তর অর্থাৎ ভীষ্মের রণোৎসাহ দেখিয়া । আর সকলেও
উৎসাহান্বিত হইল, এবং শব্দাঃ চ ভৈর্যাঃ চ পণব-আনক-গোমুখাঃ । সহসা
এব অত্যাহন্তু—তখনই বাদিত হইল । স শব্দঃ তুমুলঃ অভবৎ—মহান্
হইল । পণব—মৃদঙ্গ । আনক—নাগরা । গোমুখ—শিঙ্গা । এইরূপে
পাণী কৌরবগণের দ্বারাই যুদ্ধ সূচিত হইল । ১৩ ।

আপন হৃদয়ভীতি

লুকাইয়া নরপতি

কুরু-সেনার

বলে ছলে সাহসবচন ।

উৎসাহ

বুঝি বৃদ্ধ পিতামহ,

দিয়া তার রণোৎসাহ

শব্দধ্বনি করিল তখন ॥

ভীষ্ম করে শব্দধ্বনি,

সিংহ যেন করে ধ্বনি

উৎসাহিত করি সৈন্তদলে ।

ভীষ্মের উৎসাহ রণে

নিরখিয়া বীরগণে

রণোৎসাহে মাতিল সকলে ॥ ১২ ॥

শব্দ ভেরী শত শত

মৃদঙ্গ নাগরা কত

কত শিঙ্গা বাজিল অমনি ।

কুরুসৈন্তে কুরুবর,

সেই রোল ভয়ঙ্কর

কাঁপাইল আকাশ অবনী ॥ ১৩ ॥

ততঃ শ্বেতৈর্হরৈর্যুক্তে মহতি শ্রুদনে স্থিতৌ ।

মাধবঃ পাণ্ডবশ্চৈব দিব্যৌ শব্দৌ প্রদদ্যুতুঃ ॥ ১৪ ॥

পাঞ্চজন্মঃ হৃষীকেশো দেবদত্তঃ ধনঞ্জয়ঃ ।

পৌণ্ড্রঃ দ্রোণো মহাশব্দঃ ভীমকর্মা বৃকোদরঃ ॥ ১৫ ॥

অনন্তবিজয়ঃ রাজা কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ ।

নকুলঃ সহদেবশ্চ শ্রুঘোষমণিপুষ্পকৌ ॥ ১৬ ॥

১৪—১৮ শ্লোকে পাণ্ডব-পক্ষের বর্ণনা । ততঃ—কৌরবগণের উৎসাহ
প্রবণানন্তর । শ্বেতৈঃ হরৈঃ যুক্তে মহতি শ্রুদনে—শ্বেতাশ্বযুক্ত মহারথে ।
স্থিতৌ মাধবঃ পাণ্ডবঃ (অর্জুন) চ এব দিব্যৌ শব্দৌ প্রদদ্যুতুঃ । ১৪ ।

১৫—১৮ শ্লোকে শ্রেষ্ঠ বীরগণের ও তাঁহাদের শব্দের নাম বলিতে-
ছেন । কাশ্য—কাশিরাজ । পরমেষ্ঠাস—পরম ধনুর্ধর । অপরাজিত—
যিনি পরাজিত হয়েন না । ১৮ ।

এরূপে, হে মহীপতে, কৌরবেরই পক্ষ হ'তে

সূত্রপাত হ'ল কাল রণ ।

শ্বেত-অশ্ব-রথমাঝে কৃষ্ণাৰ্জুন-কর্ণে বাজে

কৌরবের সে নাদ ভীষণ ॥

পাণ্ডব-সেনার সে নিনাদ হর্ষজন্ম শুনি, শব্দ পাঞ্চজন্ম

উৎসাহ হৃষীকেশ বাজান তখন ।

বাজাইলা দেবদত্ত শব্দ, নাম 'দেবদত্ত'

ধনঞ্জয় অরাতি-মর্দন ॥

ভীমকর্মা বৃকোদর ' পৌণ্ড্রনামে শব্দবর

অনন্ত বিজয় যুধিষ্ঠির ।

বাজাইলা বজ্রঘোষ নকুল শব্দ শ্রুঘোষ

মণিপুষ্প সহদেব বীর ॥ ১৪—১৬ ।

কাশ্যচ্চ পরমেস্বাসঃ শিখণ্ডী চ মহারথঃ ।

ধুষ্টদ্যুম্নো বিরাটচ্চ সাত্যকিচ্চাপরাজিতঃ ॥ ১৭ ॥

দ্রুপদো দ্রৌপদেয়াচ্চ সর্বশঃ পৃথিবীপতে ।

সৌভদ্রচ্চ মহাবাহুঃ শঙ্খান্ দধ্মুঃ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ১৮ ॥

স ঘোষো ধার্ত্তরাষ্ট্রাণাং হৃদয়ানি ব্যদারয়ৎ ।

নভচ্চ পৃথিবীকৈব ভুমুলোহভ্যানুনাদয়ন্ ॥ ১৯ ॥

পাণ্ডব পক্ষের, সঃ ভুমুলঃ ঘোষঃ—সেই উচ্চৈঃ শব্দ । নভঃ চ পৃথিবীং চ এব, অভ্যানুনাদয়ন্—প্রতিধ্বনিত করিয়া । ধার্ত্তরাষ্ট্রাণাং—ধৃতরাষ্ট্রপক্ষীয় বীরগণের । হৃদয়ানি ব্যদারয়ৎ—হৃদয় বিদৌর্ণ করিল ।

কৌরবদিগের শঙ্খ-নির্নাদে পাণ্ডবগণ বিচলিত হইলেন নাই, কারণ তাঁহারা ধন্যবলে বলীয়ান্ ; কিন্তু পাণ্ডবদিগের শঙ্খধ্বনিতে পাপী কৌরবগণ বিচলিত হইল । দাম্ব্যকের সাহসে ও পাপীর সাহসে প্রভেদ অনেক । ১৯ ।

দধ্মুর্ধর কাশিরাজ,

ধুষ্টদ্যুম্ন, মৎস্তরাজ,

চিরঞ্জয়ী যুযধান আর ।

স্বরথী শিখণ্ডী বীর,

পঞ্চপুত্র পাঞ্চালীর

মহাবাহু স্তভদ্রা-কুমার ॥

দ্রুপদাদি বীর যত

পৃথক্ পৃথক্ কত

রণশঙ্খ করিয়া আরণ ।

সকলে হে মহীপাত,

সমর-উৎসাহে মাতি

ঘোর রোলে বাজান তখন । ১৭—১৮ ।

ভুমুল সে শঙ্খধ্বনি,

নাচাইয়া প্রতিধ্বনি,

পরশিয়া আকাশ অবনী,

ছিল যত কুরুপক্ষ,

তাহাদের বীরবক্ষ,

বিদৌর্ণ করিল নরমণি । ১৯

অথ ব্যবস্থিতান্ দৃষ্ট্বা ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ কপিধ্বজঃ ।

প্রবৃন্তে শত্রুসম্পাতে ধনুরুত্তম্য পাণ্ডবঃ ॥ ২০ ॥

দ্রুপীকেশং তদা বাক্যমিদমাহ মহীপতে ।

সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে রথং স্থাপয় মেহচ্যুত ॥ ২১ ॥

যাবদেতান্নিরীক্ষেহহং যোদ্ধুকামানবস্থিতান্ ।

কৈর্ময়া সহ যোদ্ধব্যমস্মিন্ রণসমুদ্যমে ॥ ২২ ॥

হে মহীপতে ! অথ—মহাশকানন্তর । কপিধ্বজঃ পাণ্ডবঃ—অর্জুন । ধার্ত্তরাষ্ট্রান্—ধৃতরাষ্ট্র-পক্ষীয়দিগকে । ব্যবস্থিতান্ দৃষ্ট্বা—যুদ্ধার্থ প্রস্তুত দেখিয়া । শত্রুসম্পাতে প্রবৃন্তে—শত্রুনিক্ষেপে উদ্ভূত হইয়া । ধনুঃ উত্তম্য—ধনুঃ উত্তোলনপূর্বক । তদা দ্রুপীকেশম্ ইদম্ বাক্যম্ আহ—তখন দ্রুপীকেশকে কহিলেন । উভয়োঃ সেনয়োঃ মধ্যে, মে রথং স্থাপয়—ততক্ষণ আমার রথ রাখ । যাবৎ—যতক্ষণ । এতান্ অহং নিরীক্ষে । কৈঃ সহ ময়া যোদ্ধব্যম্—কাহার সহিত আমার যুদ্ধ করিতে হইবে ।

কপিধ্বজ—অর্জুনের একটি নাম । দ্রুপীকেশ—দ্রুপীক শব্দের অর্থ সর্ব ইন্দ্রিয় । যিনি সর্বেন্দ্রিয়ের ঈশ অর্থাৎ নিয়ন্তা, তিনি দ্রুপীকেশ । দ্রুপীকেশ যখন অর্জুনের সারণি, তখন তাঁহার ইন্দ্রিয়বৈকল্যের সম্ভাবনা

নেতৃদর্শনে

অর্জুনের

প্রার্থনা ।

দেখি তবে কুরুগণে প্রস্তুত সমরে,

ধনজয় সমুদ্ভূত অস্ত্রপাত তরে,

তুলিয়া গাভীৰ্ব ধনু পাণ্ডুর নন্দন,

কহিলেন দ্রুপীকেশে করি সম্বোধন,—

উভয় সেনার মাঝে রাখ মম রথ, ২০—২১ ।

এ সমস্ত বীরগণে নিরখি যাবৎ ।

অবস্থিত যুদ্ধ-আশে কে কে বীরবর,

এই রণে কার সনে করিব সমর । ২২ ।

যোৎশ্রমানানবেক্ষেহহং য এতেহত্র সমাগতাঃ ।

ধার্তরাষ্ট্রশ্চ দুর্ব্বুদ্ধৈর্যুদ্ধে প্রিয়চিকীর্ষবঃ ॥ ২৩ ॥

সঞ্জয় উবাচ ।

এবমুক্তো হৃষীকেশো গুড়াকেশেন ভারত ।

সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে স্থাপয়িত্বা রথোত্তমম্ ॥ ২৪ ॥

ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখতঃ সর্ব্বেষাঞ্চ মহীক্ষিতাম্ ।

উবাচ পার্থ পশ্যেতান্ সমবেতান্ কুরুনিতি ॥ ২৫ ॥

নাই । অচ্যুত—ভগবানের একটি নাম । যিনি কোনরূপেই নিজ ভাব হইতে চ্যুত হইবেন না, তিনি অচ্যুত । যোদ্ধুকামান্—যুদ্ধাভিলাষী । রণসমুদ্যমে—যুদ্ধব্যাপারে । ২০—২২ ।

অত্র যুদ্ধে দুর্ব্বুদ্ধৈঃ ধার্তরাষ্ট্রশ্চ প্রিয়চিকীর্ষবঃ—প্রিয়াকাঙ্ক্ষী । যে এতে—এই যাহারা । অত্র সমাগতাঃ । যোৎশ্রমানান্—যুদ্ধাভিলাষী । তান্ অহম্ অবেক্ষে—তাহাদিগকে আমি দেখিব । ২৩ ।

দুর্ভবুদ্ধি ধৃতরাষ্ট্রপুত্র হৃষ্যোধন,
যুদ্ধে তা'র হিতাকাঙ্ক্ষী যে যে বীরগণ,
সমাগত রণস্থলে যুদ্ধ-কামনার,
যুদ্ধারম্ভে, হে অচ্যুত ! দেখি সে সবার । ২৩ ।

সঞ্জয় कहিলেন ।

অর্জুনের বাক্য শুনি, হে কুরুসত্তম !
উভয় সেনার মাঝে ল'য়ে রথোত্তম,
ভীষ্ম দ্রোণ আর আর যত রাজগণ
তাঁহাদের পুরোভাগে করিয়া স্থাপন,
কহিলেন হৃষীকেশ, দেখ ধনঞ্জয় !
সমবেত এই যত কোরব-নিচর । ২৪—২৫ ।

তত্রাপশ্যৎ স্থিতান্ পার্থঃ পিতৃনথ পিতামহান্ ।
 আচার্য্যান্ মাতুলান্ ভ্রাতৃন পুত্রান্ পৌত্রান্ সখীংস্তথা ।
 শশুরান্ স্নহদশ্চৈব সেনয়োরুভয়োৱপি ॥ ২৬ ॥
 তান্ সমীক্ষ্য স কোস্তেয়ঃ সৰ্ব্বান্ বন্ধুনবস্থিতান্ ।
 কৃপয়া পরয়াবিষ্টো বিষীদম্মিদমব্রবীৎ ॥ ২৭ ॥

হে ভারত ! শুড়াকেশেন এবম্ উক্লুঃ হুবীকেশঃ উভয়োঃ সেনয়োঃ
 মধ্যে, ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখতঃ সৰ্ব্বেষাং চ মহীক্ষিতাং প্রমুখতঃ—ভীষ্ম, দ্রোণ
 এবং সৰ্ব্ব রাজগণের সম্মুখে । রথোত্তমং স্থাপয়িত্বা, হে পার্থ ! সমবেতান্
 এতান্ কুরুন পশু ইতি উবাচ ।

ভারত—দ্রুমস্ত-শকুস্তলার পুত্র ভারত, ইনি কুরুবংশের একজন পূৰ্ব্ববর্তী
 রাজা । যাঁহারা সেই ভারতের বংশধর, তাঁহাদের সাধারণ নাম ভারত ।
 এখানে ধৃতরাষ্ট্রকে বুঝাইতেছে । মহীক্ষিৎ—রাজা । শুড়াকেশ—
 (শুড়াকা নিদ্রা, তাহার ঈশ, প্রভু) যিনি নিদ্রাকে জয় করিয়াছেন ;
 অর্থাৎ অৰ্জুন কার্যকালে নিদ্রিত বা মুগ্ধ হইবেন না । ২৪--২৫ ।

*পার্থঃ তত্র উভয়োঃ সেনয়োঃ মধ্যে স্থিতান্ পিতৃন অথ
 পিতামহান্ ইত্যাদি অপশ্যৎ—দেখিলেন । সখা—যে উপকার পাইয়া

সৈন্যদর্শন

উভয় সেনায় তথা দেখে ধনঞ্জয়
 পিতা, পিতামহ, সখা, স্নহদ-নিচয়,
 আচার্য, মাতুল, ভ্রাতা, পুত্র, পৌত্রগণ,
 শশুর প্রভৃতি যত আশ্রয় স্বজন । ২৬ ।
 অবস্থিত সেপা সেই বন্ধু সমুদয়,
 নিরখি পরম কৃপাবশে ধনঞ্জয়,
 ভুলি ঘেব, ভুলি হিংসা, বৈর-নিষ্যাতন,
 বিষন্ন-বদনে কৃক্ষে বলেন তখন । ২৭ ।

অৰ্জুন উবাচ ।

দৃষ্টেমান্ স্বজনান্ কৃষ্ণ যুযুৎসূন্ সমবস্থিতান্ ।

সীদন্তি মম গাত্ৰাণি মুখঞ্চ পরিশুশ্রুতি ॥ ২৮ ॥

বেপথুশ্চ শরীরে মে রোমহর্ষশ্চ জায়তে ।

গাণ্ডীবঃ স্রংসতে হস্তাং ত্বক্ চৈব পরিদহতে ॥ ২৯ ॥

ন চ শক্নোম্যবস্থাতুং ভ্রমতীব চ মে মনঃ ।

নিমিত্তানি চ পশ্যামি বিপরীতানি কেশব ॥ ৩০ ॥

অথবা কোন কারণে মিত্র হইয়াছে। শ্রুদ্—যে বিনা কারণে উপকারী। ২৬।

স কোন্তেয়ঃ তান্ সমীক্ষ্য ইত্যাদি। সমীক্ষ্য—দেখিয়া। পরমা ক্রপয়া আবিষ্টঃ—অত্যন্ত ক্রপাশ্রিত হইয়া। বিষীদন্—বিসন্ন হইয়া। ২৭।

দেখিয়া অৰ্জুন কি বলিলেন, অধ্যায়শেষ পর্য্যন্ত তাহা বর্ণিত হইয়াছে। হে কৃষ্ণ! যুযুৎসূন্—যুদ্ধাভিলাষী। ইমান্ স্বজনান্ সমবস্থিতান্ দৃষ্টা, মম গাত্ৰাণি সীদন্তি—গাত্ৰ অবসন্ন হইতেছে ইত্যাদি। বেপথু—কম্প। গাণ্ডীব—অৰ্জুনের ধনুকের নাম। স্রংসতে—পতিত হইতেছে।

অৰ্জুন কহিলেন।

অৰ্জুনের

বাক্য

কৃষ্ণ হে, এই যে মম আশ্রীয় নিচয়

দেখি, হায়! সমবেত সবে যুদ্ধাশয়,

অবসন্ন অঙ্গ মম, বিস্কন্ধ বদন,

কঁপিতেছে কায়, যেন ঘুরিতেছে মন,

ত্বক্ যেন দগ্ধ হয়, কণ্টকিত তনু,

ধসি পড়ে হস্ত হ'তে এ গাণ্ডীব ধনু।

না পারি দাঁড়াতে আর তুন, হে কেশব!

শকুনি প্রভৃতি হেরি ছনিমিত্ত সব। ২৮—৩০।

ন চ শ্রেয়োহনুপশ্যামি ইদা স্বজনমাহবে ।

ন কাজে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং সুখানি চ ॥ ৩১ ॥

কিং নো রাজ্যেন গোবিন্দ কিং ভোগৈর্জীবিতেন বা ।

যেষামর্থে কাঙ্ক্ষিতং নো রাজ্যং ভোগাঃ সুখানি চ ॥ ৩২ ॥

পরিদৃষ্টে—দৃষ্ট হইতেছে । মনঃ ভ্রমতি ইব—মন যেন ঘুরিতেছে ।

বিপরীতানি নিমিত্তানি—কু-লক্ষণ সকল । পশ্যামি—দেখিতেছি । ২৮-৩০ ।

আহবে—যুদ্ধে । স্বজনং ইদা—আত্মীয়গণকে বিনাশ করিয়া ।

শ্রেয়ঃ ন অনুপশ্যামি—মঙ্গল দেখি না । ন কাজে বিজয়ম্ ইত্যাদি—

“কৃষ্ণ হে, বিজয় রাজ্য সুখ নাহি চাই”—লৌকিক দৃষ্টিতে এ কথা বড়

মনোহর ; কিন্তু ইহা ধার্মিকের কথা নহে । যে বৈষয়িক মমতার মুগ্ধ

হইয়া সাধারণে ধর্ম বা কর্তব্য পালনে অক্ষম হয়, অর্জুনও এখন সেই

মায়ায় মুগ্ধ । ধর্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াও আত্মীয়গণের প্রতি মমতাহেতু

মোহবশতঃ এমন তিনি ধর্মপালনে পরাভূত । এইরূপ মোহবশেই

সাধারণে, যাহা যথার্থ ধর্ম তাহা প্রায়শঃ প্রতিপালন করিতে পারে না ।

অর্জুনের এই মোহ অপনোদনের ছলে ভগবান্ সমস্ত মানবধর্মের

গুণ রহিত বিবৃত করিয়াছেন । দেশ, কাল ও পাত্রানুসারে কর্তব্য যতই

কঠোর হউক, ধার্মিকের কখনই তাহা হইতে বিচলিত হওয়া উচিত নহে,

ইহা বিশেষরূপে বুঝাইবার জন্যই বোধ হয়, যে কর্তব্যপালন সর্বাপেক্ষা

স্বজনে বিনাশি শ্রেয় দেখিতে না পাই,

কৃষ্ণ হে, বিজয় রাজ্য সুখ নাহি চাই ॥ ৩১ ॥

কি হবে, গোবিন্দ ! রাজ্য-সুখ-ভোগে

কি হবে জীবনে হার !

আত্মসুখাশায়

কতু ধনঞ্জয়

রাজ্যার্থ্য নাহি চায় ।

ত ইমেহবস্থিতা যুদ্ধে প্রাণাংস্ত্যক্তা ধনানি চ ।
 আচার্যাঃ পিতরঃ পুত্রাস্তথৈব চ পিতামহাঃ ॥ ৩৩ ॥
 মাতুলাঃ শশুরাঃ পৌত্রাঃ শালাঃ সম্বন্ধিনস্তথা ।
 এতান্ ন হস্তমিচ্ছামি ব্রতোহপি মধুসূদন ॥ ৩৪ ॥

কঠোর, ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতি পূজনীয় গুরুজনকে যাহাতে স্বহস্তে বিনাশ
 করিতে হইবে, তাহাই উপলক্ষ্য করিয়া সমগ্র মানব জাতিকে ধার্মিকের
 কর্তব্যনিষ্ঠার আদর্শ দেখাইয়াছেন । ৩১ ।

হে গোবিন্দ ! নঃ রাজ্যেন কিম্—রাজ্যে আমাদের কি প্রয়োজন ।
 ভোগৈঃ জীবিতেন বা কিম্ । কারণ, যেহা অর্থে—যাহাদের জন্য । নঃ
 রাজ্যং ভোগাঃ সুখানি চ কামিতং । তে ইমে—এই সেই আত্মীয়গণ ।
 যুদ্ধে প্রাণান্ ধনানি চ ত্যক্তা অবস্থিতাঃ । তাঁহারা আমার আচার্যাঃ
 পিতরঃ ইত্যাदि । পিতরঃ—ভূরিশ্রবাদি পিতৃতুল্য ব্যক্তিগণ । পুত্রাঃ—
 পুত্র এবং পুত্রতুল্য লক্ষণাদি । এইরূপ মাতুলাঃ প্রভৃতি । হে মধুসূদন !
 ব্রতঃ অপি—হননকারী হইলেও অর্থাৎ যদি তাঁহারা আমাকে মারেন
 তথাপি, এতান্ হস্তং ন ইচ্ছামি ।

গোবিন্দ—গো, ইন্দ্রিয়বৃদ্ধি ; বিন্দ, যিনি জানেন । গোবিন্দ বলিয়া

যাহাদের তরে পার্থ ইচ্ছা করে
 ভোগ সুখ রাজ্য ধনে,
 তাঁরা প্রাণ ধন করি সমর্পণ
 এসেছেন দেখি রণে ।
 পূজ্য কৃপাচার্য্য, গুরু দ্রোণাচার্য্য,
 ভূরিশ্রবা পিতৃসম,
 লক্ষণাদি বত, অভিমন্যু মত,
 পিতামহ পূজ্যতম, ৩২-৩৩ ।

অপি ত্রৈলোক্যরাজ্যশ্চ হেতোঃ কিং নু মহীকৃতে ।

নিহত্য ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ নঃ কা প্রীতিঃ শ্চাজ্জনর্দ্দন ॥ ৩৫ ॥

পাপমেবাশ্রয়েদস্মান্ হৃদৈতানাততায়িনঃ ।

তস্মান্নার্বা বয়ং হস্তং ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ সবান্ধবান্ ॥ ৩৬ ॥

সম্বোধনের মন্ত এই যে তিনি মনের ভাব সমস্তই জানিতেছেন, তাঁহাকে
মুখে বলা নিশ্চয়োজন । ৩২—৩৪ ।

ত্রৈলোক্যরাজ্যশ্চ অপি হেতোঃ—ত্রৈলোক্যের রাজত্বের নিমিত্তেও ।
তাঁহাদিগকে বিনাশ করিতে চাহি না । মহীকৃতে নু কিম্—পৃথিবীর
নিমিত্তে কি কণা? কৃতে—নিমিত্তে । ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ নিহত্য—নিহত
করিয়া । নঃ—আমাদের । কা প্রীতিঃ শ্চাৎ । ৩৫ ।

এতান্ আততায়িনঃ হৃদা, অস্মান্ এব—আমাদিগকেই । পাপম
আশ্রয়েৎ । তস্মাৎ সবান্ধবান্ ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ হস্তং বয়ং ন অর্হাঃ ।

মদ্র ও শকুনি মাতুল আমার,

শালক সম্বন্ধী কত,

বৃহদ্ বত্তর পৌত্র কত আর

হেরি সবে সমাগত ।

নাহি রাজ্য ধন চাহি, জনর্দ্দন !

বিনাশি বান্ধবগণে ;

যদি তাঁরা তার বিনাশে আমার,

তাও শ্রের ভাবি মনে । ৩৪ ।

ত্রৈলোক্য-রাজ্যের তরে, পৃথিবী কি ছার,

চাহি না এঁদের আমি করিতে সংহার ।

অৰ্জুনের

কি প্রীতি পাইব বল, ওহে জনর্দ্দন !

যুদ্ধবিরাগ

ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রদের বধিয়া জীবন । ৩৫ ।

স্বজনং হি কথং হত্বা সুখিনঃ শ্যাম মাধব ॥ ৩৭ ॥

যদ্যপোতে ন পশ্যন্তি লোভোপহতচেতসঃ ।

কুলক্ষয়কৃতং দোষং মিত্রদ্রোহে চ পাতকং ॥ ৩৮ ॥

আততায়ী—যে গৃহে অগ্নি প্রদান করে, বিষপ্রয়োগ করে, অস্ত্রাঘাতে প্রাণ নাশ করে, ধন হরণ করে, ক্ষেত্র হরণ করে আর পত্নী হরণ করে,—
ইহারা ছয় জন আততায়ী । ন অর্হাঃ—উচিত নহে । ৩৬ ।

হে মাধব ! আত্মীয় স্বজন লইয়াই সংসারের সুখ, তবে স্বজনং হত্বা হি
কথং সুখিনঃ শ্যাম—আত্মীয়গণকে হত্যা করিয়া কেমনে সুখী হইব । ৩৭ ।

যদি বলেন যে কুরুগণ কুলক্ষয়াদিতে দোষ দেখিতেছে না, তবে কেন

যাকে

অৰ্জুনের

পাপভয়

সভা বাটে আততায়ী ছষ্ট দুর্গোদধন,

জহুগৃহ অঘিযোগে করিল দাহন,

বিষ'যোগে ভীমসেনে নাশিতে প্রয়াসে,

চল-দূতে রাজ্য হরি প্রেরে বনবাসে,

মনে আছে কৃষ্ণার সে কেশ আকর্ষণ,

তথাপি না পারি তা'র বধিতে জীবন ।

যদি আমি ক্রমীকেশ, বিনাশি তাহারে,

কুলনাশ জন্ত পাপ স্পর্শিবে আমারে ।

সবাক্রম দুর্গোদধনে, কৃষ্ণ, সে কারণ

আমাদের অনুচিত করিতে হনন । ৩৬ ।

স্বজনে বিনাশি এই বাক্রবাদি হীন

কি সুখ, শ্রীপতি, -ল'য়ে রাজত্ব শ্রীহীন । ৩৭ ।

লোভে অভিভূত-চিত্ত যত কুরুগণ

কুলনাশে দোষ যদি না করে দর্শন,

মিত্রদ্রোহে যদি পাপ নাহি ভাবে মনে,

কিছু বল, জনার্দন ! আমরা কেমনে, ৩৮ ।

কথং ন জ্জেষ্যমস্মাভিঃ পাপাদস্মান্নিবর্তিতুন্ম ।

কুলক্ষয়কৃতং দোষং প্রপশ্যন্তিৰ্জ্জনান্দন ॥ ৩৯ ॥

কুলক্ষয়ে প্রণশ্যন্তি কুলধৰ্ম্মাঃ সনাতনাঃ ।

ধৰ্ম্মে নষ্টে কুলং কৃৎস্নমধৰ্ম্মোহভিভবত্যত ॥ ৪০ ॥

অধৰ্ম্মাভিভবাৎ কৃষ্ণ প্রদুশ্যন্তি কুলপ্রিয়ঃ ।

স্ত্রীষু দুষ্টাশু বাৰ্হগ্যে জায়তে বর্ণ-সঙ্করঃ ॥ ৪১ ॥

আমরা তাহাতে দোষ দেখিয়া যুকে নিবৃত্ত হই? তদন্তরে বলিতেছি,
লোভোপহতচেতসঃ এতে—লোভাভিভূতচিত্ত এই কুরুগণ। কুলক্ষয়-
কৃতং দোষং মিত্র-দোহে চ পাতকং যদি ন পশ্যন্তি, তথাপি দোষং
প্রপশ্যন্তিঃ অস্মাভিঃ অস্মাৎ পাপাৎ নিবর্তিতুং কথং ন জ্জেষ্যম্ । ৩৮-৩৯ ।

অনন্তর ৪০—৪৪ শ্লোকে কুলক্ষয়ের দোষ বলিতেছেন। সনাতন—
পুরুষপরম্পরাপ্রাপ্ত। উত—আরও। ধৰ্ম্মে নষ্টে, অধৰ্ম্মঃ কৃৎস্নং কুলম্—
অবশিষ্ট সমস্ত কুলকে। অভিভবতি—অভিভূত করে। বাৰ্হগ্য—
ব্রহ্মবংশোৎপন্ন, কৃষ্ণ। বর্ণসঙ্কর—উৎকৃষ্টবর্ণা স্ত্রীর গর্ভে নিকৃষ্টবর্ণ পুরুষের
প্রেরণে উৎপন্ন সন্তান। আর পুরুষ উৎকৃষ্ট বর্ণের হইয়াও স্বধৰ্ম্মত্যাগী
হইলে তাহার প্রেরসজাত সন্তান বর্ণসঙ্কর। ৪০—৪১ ।

কুলক্ষয়-জন্ম দোষ হ'য়ে অবগত

সে পাপ হইতে হায় ! না হই বিরত । ৩৯ ।

কুলক্ষয়ে

কুলনাশে সনাতন কুলধৰ্ম্ম-নাশ,

দোষ

ধৰ্ম্মনাশে কুলে হয় অধৰ্ম্ম-প্রকাশ । ৪০ ।

অধৰ্ম্মের প্রাদুর্ভাবে কুলনারীগণ

দূষিতচরিত্রা হ'য়ে করে বিচরণ ।

দূষিতচরিত্রা যদি নারীগণ হয়

কৃষ্ণ হে, সঙ্করবর্ণ তা'হতে উদয় । ৪১ ।

সঙ্করো নরকায়েব কুলঘানাং কুলশ্চ চ ।

পতন্তি পিতরো হোষাং লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ ॥ ৪২ ॥

দোষৈরেতৈঃ কুলঘানাং বর্ণসঙ্করকারকৈঃ ।

উৎসাদ্যন্তে জাতিধর্ম্মাঃ কুলধর্ম্মাশ্চ শাস্বতাঃ ॥ ৪৩ ॥

উৎসন্নকুলধর্ম্মাণাং মনুষ্যাণাং জনাৰ্দ্দিন ।

নরকে নিয়তং বাসো ভবতীত্যমুশুশ্রম ॥ ৪৪ ॥

সঙ্করঃ—বর্ণসঙ্কর হওয়া। কুলঘানাং—কুলক্ষয়কারিগণের। কুলশ্চ চ—এবং তৎকুলের। নরকায় এব—নরকের নিমিত্তই হয়। এষাং পিতরঃ—পিতৃপুরুষগণ। লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ—পুত্রাদির অভাবে পিণ্ড ও উদক, তর্পণক্রিয়া বিনষ্ট হওয়ায়। নরকে পতন্তি—পতিত হয়। ৪২।

কুলঘানাং বর্ণসঙ্করকারকৈঃ এতৈঃ দোষৈঃ ধর্ম্মাঃ উৎসাদ্যন্তে ইতি অর্থঃ। উৎসাদ্যন্তে—উৎসন্ন হয়, নষ্ট হয়। জাতিধর্ম্ম—বর্ণধর্ম্ম। কুলধর্ম্ম—কৌলিক ধর্ম্ম ও গার্হস্থ্যাদি আশ্রমোচিত ধর্ম্ম (শ্রী)। শাস্বত—নিত্য। ৪৩।

উৎসন্নকুলধর্ম্মাণাং নিয়তং নরকে বাসঃ (ভবতি) ইতি অমুশুশ্রম—ইহা আমরা শুনিয়াছি। ৪৪।

সেই কুলভঙ্গাদের সে কুলের আর

সে সঙ্কর-দোষ হয় নরকের দ্বার।

পিণ্ডজল লুপ্ত হয় সন্ততি-বিহনে,

সে দোষে নরকে হার ! পড়ে পিতৃগণে। ৪২।

কুলঘের দোষে বর্ণ-সঙ্কর জন্মায়,

জাতি-কুল-নিত্য-ধর্ম্ম লুপ্ত হয় তার। ৪৩।

জনাৰ্দ্দিন ! কুলধর্ম্ম নষ্ট হয় যার

শুনেছি নরকে বাস নিয়ত তাহার। ৪৪।

অহো বত মহৎ পাপং কর্তুং ব্যবসিতা বয়ম্ ।
 যদ্রাজ্যাস্থলোভেন হন্তুঃ স্বজনমুদ্যতাঃ ॥ ৪৫ ॥
 যদি মামপ্রতীকারমশস্ত্রং শস্ত্রপাণয়ঃ ।
 ধার্ত্তরাষ্ট্রা রণে হন্যুস্তম্মে ক্ষেমতরং ভবেৎ ॥ ৪৬ ॥

সঞ্জয় উবাচ ।

এবমুক্ত্বা অর্জুনঃ সংখ্যে রথোপস্থ উপাविशৎ ।
 বিসৃজ্য শশরং চাপং শোকসংবিগ্নমানসঃ ॥ ৪৭ ॥

ইত্যর্জুনবিষাদো নাম প্রথমোহধ্যায়ঃ ।

অহো বত—হা কি কষ্ট! হায় হায়! ব্যবস্থিত—উদ্ধত,
 অধ্যবসায়ান্বিত । ৪৫ ।

অশস্ত্রম্ অপ্রতীকারং মাং—অস্ত্রহীন ও প্রতীকারপরাশ্রয় আমাকে ।
 শস্ত্রপাণয়ঃ ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ যদি রণে হন্যুঃ—যুদ্ধে হত্যা করে । তৎ মে
 ক্ষেমতরং ভবেৎ—তাঁহাও আমার পক্ষে অধিকতর মঙ্গল । ৪৬ ।

রাজ্যাস্থলোভে রত স্বজন-সংহারে !

সমুদ্ধত, হায় হায় ! ঘোর পাপাচারে । ৪৫ ।

নাহি ধরি অস্ত্র, নাহি প্রতীকার করি

যুদ্ধত্যাগে

ধৃতরাষ্ট্র পুত্রগণ তবু অস্ত্র ধরি,

অর্জুনের

যদি যুদ্ধে করে মম জীদন-সংহার,

নিশ্চয়

তাও ক্ষেমতর বলি করি অঙ্গীকার । ৪৬ ।

সঞ্জয় কহিলেন ।

এত বলি রণক্ষেত্রে বীর ধনঞ্জয়

ধর্ম্মহানি আশঙ্কায় কম্পিত হৃদয়,

দূরে ফেলি শশর গাণ্ডীব শরাদন,

বসিলেন রথোপরে শোকাকুল মন । ৪৭ ।

অৰ্জুনঃ এবম্ উক্তা, সংখ্যা—যুদ্ধে । রথোপস্থে—রথের উপর ।
সশরং চাপং বিন্ধ্য—শরযুক্ত ধনুঃ ত্যাগ করিয়া । উপাবিশৎ—উপবেশন
করিলেন । শোকসংবিগ্নমানসঃ—শোকাকুলচিত্ত । সংবিগ্ন—কম্পিত । ৪৭ ।

প্রথম অধ্যায় শেষ হইল । কুরু পাণ্ডব দুই পক্ষেরই নৈষ্ঠ্যসমূহ
যুদ্ধার্থ প্রস্তুত । উভয় পক্ষের পরস্পর অভিবাদনামূলক হর্ষধ্বনির পর,
অৰ্জুনের ইচ্ছানুসারে তাঁহার কপিধ্বজ রথ মধ্য-যুদ্ধস্থলে স্থাপিত হইলে,
তিনি একবার চারিদিক চাহিয়া দেখিলেন । তিনি দেখিলেন, যে
ভীষ্ম দ্রোণাদি বহু গুরুজন এবং অগ্ন্যাগ্ন অনেক আত্মীয় কুটুম্ব বন্ধু
বাকবাণি এই যুদ্ধে উপস্থিত । ইহাদিগকে নিহত করিয়া যুদ্ধে জয়লাভ
করিতে হইবে । অৰ্জুনের বীরসদয় বিচলিত হইল । গুরুহত্যা,
পিতৃহত্যা, বন্ধুবধ, কুলক্ষয়, মিত্রদ্রোহ ইত্যাদির চিন্তায় তিনি আকুল
হইলেন ; তাঁহার মাথা ঘুরিয়া গেল, মুখ শুষ্ক হইল, দেহ রোমাঞ্চিত হইল,
এবং হস্ত হইতে গাণ্ডীব খসিয়া পড়িল । তিনি কহিলেন, না, এতগুলি
মহাপাপের ভার গ্রহণ করিয়া আমি হস্তিনার রাজত্ব চাহি না । পুরুষবর
অৰ্জুন এই বলিয়া যুদ্ধত্যাগে কৃতনিশ্চয় হইয়া স্থিরভাবে রথের উপর
উপবিষ্ট হইলেন ।

ইহাই প্রথম অধ্যায়ের উপাখ্যান ভাগ ; কাব্যার্থে এ ভাগ বড়
সুন্দর । কিন্তু ইহার ভিতর গূঢ় অর্থ আছে । এই অধ্যায়ের নাম “বিষাদ-
যোগ” ; এই নাম হইতে তাহা বুঝা যায় । যোগ—উপায় । যে উপায়ে
পরমেশ্বরে যুক্ত হওয়া যায়, তাহার নাম যোগ ; ২।৩৯ দেখ । বিষাদও
তদ্রূপ একটি উপায় । যখন ধর্ম্ম নির্ণয়ের জন্ত, সত্য লাভের জন্ত প্রাণ
ব্যাকুল হইয়া উঠিবে, তীব্র জ্বালা উপস্থিত হইবে, বিষাদে হৃদয় ভরিয়া
যাইবে, বিষাদে যখন তোমার অঙ্গ অবসন্ন, মুখ শুষ্ক, শরীর কম্পিত, গাত্র
রোমাঞ্চিত এবং চক্ষু দগ্ধ হইতেছে মনে হইবে, যখন কিছুতেই স্থির হইতে
পারিবে না, মন ঘূর্ণিত হইতে থাকিবে, গাণ্ডীব—কর্ম্ম করিবার অস্ত্র,

হস্ত হইতে খসিয়া পড়িবে (২৮—৩০ শ্লোক দেখ) তখন জানিবে সেই তীব্র জ্বালা উপশমের সময় আসিয়াছে ; বিষাদযোগ সিদ্ধ হইয়াছে ; কেহ না কেহ তোমার বিষাদ দূর করিতে আসিতেছে । অনেক গীতার এই প্রথম অধ্যায়টি যত্নপূৰ্ব্বক পড়েন না, ইহার উপযোগিতা বুঝিবার জন্ত যত্ন করেন না । কিন্তু ইহার ভিতর যে তত্ত্ব রহিয়াছে, তাহার ধারণা না হইলে সমস্ত গীতার্থের ধারণা হইতে পারে না । ভগবান্ অৰ্জুনকে গীতা বলিয়াছিলেন । অতএব গীতা বুঝিতে হইলে আগে অৰ্জুনকে বুঝিতে হয়, নিজে অৰ্জুন হইতে হয় । অৰ্জুনের মত উন্নত হৃদয়, মণীয়সী ধন্যবুদ্ধি এবং সত্য নির্ণয়ের জন্ত প্রাণের তীব্র জ্বালা লইয়া শ্রীভগবানের—শ্রী গুরুর পরণাম হইতে হয় ; তবে ভগবান্ স্বয়ং তাহার বিধান করিয়া দেন ; আপনার গীতা আপনি বুঝাইয়া দেন । প্রাণের ভিতর বিষাদ ঘনীভূত না হইলে কেহ গীতা বুঝিতে পারিবে না ।

“বিষাদে” তোমার কৃপা-পেলে ধনঞ্জয়,

“আশুতোষে” সে বিষাদ দাও, দয়াময় ।

অৰ্জুনবিষাদ যোগ নামক প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ।

দ্বিতীয়োঃধ্যায়ঃ ।

—o*o—

সাংখ্য-যোগঃ ।

—o—

সঙ্কয় উবাচ ।

তং তথা কৃপয়াবিনষ্টমশ্রপূর্ণাকুলেক্ষণম্ ।

বিষীদন্তুমিদং বাক্যমুবাচ মধুসূদনঃ ॥ ১ ॥

শ্রীভগবানুবাচ ।

কুতস্তা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতম্ ।

অনার্যাজুন্টমম্বর্গামকীর্তিকরমর্জুন ॥ ২ ॥

শোকমোহহেতু

অর্জুনের ভ্রম

আশ্রয়ত্যাগজ্ঞানে বিদূরিত করি,

যা' হতে নিশ্চিত

শ্রেয়োলাভ হয়,

সেই কল্মষযোগ কহিলা শ্রীহরি ।

মধুসূদনঃ তথা—পূর্বোক্তরূপে । কৃপয়া আবিষ্টম্ অশ্রপূর্ণাকুলেক্ষণং
বিষীদন্তং তম্ ইদং বাক্যম্ উবাচ । আবিষ্টে—ব্যাগ্ৰ । ১ ।

সঙ্কয় কহিলেন ।

জ্ঞাত্যতিবধ, বদ্ধবধ চিন্তিয়া অন্তরে

এইরূপে অর্জুনের আধিজল করে ।

কক্লণ বিষয়চিন্তা সজল-নয়ন

পার্শ্বে বুঝাইয়া কৃষ্ণ বলেন তখন । ১ ।

ক্লেবাং মান্ম গমঃ পার্থ নৈতৎ ত্র্যুপপত্ততে ।

ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্বল্যং ত্যক্তে দৃষ্টিষ্ঠ পরস্তপ ॥ ৩ ॥

ভগবান্—ঐশ্বর্য্য, বীৰ্য্য, যশঃ, শ্রী, বৈরাগ্য ও জ্ঞান এই ছয় যাহাতে পূর্ণভাবে বর্তমান তিনি ভগবান্ ।

হে অর্জুন ! নিম্নে—সঙ্কট সময়ে (Critical moment) কৃতঃ উদং কশ্মলং ত্বা সমুপস্থিতং—এই মোহ, ত্রুষ্টি তোমাকে প্রাপ্ত হইল । কোথা হ'তে তোমার এ ত্রুষ্টি হইল ? সে মোহ কিরূপ ? অনার্য্যজুষ্টিম্—আর্য্যগণ কর্তৃক সেবিত, আর্য্যজুষ্টি ; যাহা তাহা নহে, আর্য্যগণ যাহার সেবা করেন না, তাহা অনার্য্যজুষ্টি । অনার্য্যগণ যাহা করিয়া থাকে । আর্য্য—শ্রেষ্ঠ, পূজনীয় । অনার্য্যম্—যাহাতে স্বর্গহানি হয় অর্থাৎ যাহা পাপজনক এবং যাহা অকৌটুকরম্—ইহলোকে অযশস্কর । ২ ।

হে পার্থ ! ক্লেবাং—ক্লীবের ভাব, কাতরতা । মান্ম গমঃ—প্রাপ্ত হইও না । এতৎ ত্রি ন উপপত্ততে—ইহা তোমার উপযুক্ত নহে । অতএব ক্ষুদ্রং হৃদয়-দৌর্বল্যং ত্যক্তা উষ্টিষ্ঠ—উখিত হও ; ক্লীবভাব ভ্যাগ করিয়া পুরুষের মত উখিত হও । এই যে ক্লীবের মত কাতর হইয়া

শ্রীভগবান্ কহিলেন ।

ভগবানের	কোথা হ'তে এই ঘোর সঙ্কট সময়
উত্তর—	এমন ত্রুষ্টি তব হ'ল, ধনঞ্জয় !
যুদ্ধভ্যাগেও	আর্য্যগণ হেন মোহে মোহিত না হয়
স্বর্গহানি	ইহা হ'তে স্বর্গ কীষ্টি—বিনষ্ট উত্তর । ২ ।
	ক্লীবের মতন পার্থ না হও কাতর,
	এ ভাব তোমার যোগ্য নহে নরনর !
	এ চিত্ত-দৌর্বল্য তুচ্ছ পরিহার করি ।
	উঠ উঠ পরস্তপ, শরাসন ধরি । ৩ ।

অৰ্জুন উবাচ ।

কথং ভীষ্মমহং সংখ্যে দ্রোণঞ্চ মধুসূদন ।

ইষুভিঃ প্রতিযোন্ত্যামি পূজার্হাবরিসূদন ॥ ৪ ॥

গুরুনহতা হি মহানুভাবান্,

শ্রেয়ো ভোক্তুং ভৈক্ষ্যমপীহ লোকে ।

হত্বার্থকামাংস্তু গুরুনিহৈব

ভুঞ্জীয় ভোগান্ কৃধিরপ্রদিক্তান্ ॥ ৫ ॥

তুমি যুদ্ধ ত্যাগ করিতেছ, ইহা তোমার ধার্মিকতার পরিচয় নহে ; পরন্তু ইহা কেবল তোমার দৃঢ়তার ফল—ইহা পাপজনক এবং সাধুজনবিগহিত । পরন্তুপ—শত্রুতাপন । ৩ ।

এতক্ষণ অৰ্জুন ভাবিতাছিলেন, যে যুদ্ধ করিলে তাঁহাকে গুরুত্বাদি পাপে পাপী হইতে হইবে ; অতএব যুদ্ধ না করাই ভাল । কিন্তু ভগবান্ কহিলেন, যে যুদ্ধ না করাও তাঁহার পক্ষে অনঙ্গ্য এবং অকৌত্তিকর ; যুদ্ধ করাই তাঁহার কর্তব্য । কিন্তু তাহা হইলেও, গুরুভক্তি পিতৃভক্তি বন্ধুপ্রেম আদি কোমল বৃত্তি সকল, যেগুলি মানবহৃদয়ে স্বভাবতঃ প্রবল, •

অৰ্জুন কহিলেন ।

অৰ্জুনের

সত্য তুমি পাপহতা, হে মধুসূদন !

যুদ্ধত্যাগের

কিন্তু প্রভু ! ও চরণে মম নিবেদন,

কারণ

পূজনীয় ভীষ্ম দ্রোণে কেমনে সমরে

প্রহার করিব বল, সুশাসিত শরে । ৪ ।

মহামতি গুরুগণে না করি সংহার

সেও ভাল, যদি করি ভিক্ষা অন্ন সার ।

গুরু বধি কৃধিরাক্ত অর্থকামভোগ,

ইহলোকে মাত্র হয় ! করিব সম্ভোগ । ৫ ।

ন চৈতদ্বিদ্যঃ কতরম্মো গরীয়ো,

যদ্বা জয়েম যদি বা নো জয়েয়ুঃ ।

যানেব হত্বা ন জিজীবিষাম-

স্তেহবস্থিতাঃ প্রমুখে ধাৰ্ত্তিরাষ্ট্রাঃ ॥ ৬ ॥

সেইগুলি অৰ্জুনের হৃদয় অধিকার করিয়া আছে । তিনি কহিলেন, হে মধুসূদন ! আপনি অরিসূদন, পাপহস্তা বটেন ; ধৰ্ম্মবিরুদ্ধ বাক্য আপনি বলিবেন না ; কিন্তু অহং সংখ্যো—যুদ্ধে । পৃজাহৌ ভীষ্মং দ্রোণং অতি কথং ইমুভিঃ যোংশ্চামি । ইমু—বাণ । ভগবান্ যে পাপবৈরী “মধুসূদন” ও “অরিসূদন” সম্বোধনে তাহা বুঝাইতেছে । ৪ ।

ইহাদিগকে বিনাশ না করিলে আমার যদি বিশেষ হানি হয়, তাহা শুউক । কারণ (হি) দ্রোণাচার্য্যাদি মহানুভবান্ গুরুন্ অহত্বা—হত্যা না করিয়া । ইহলোকে ভৈক্ষ্যম্ অপি—ভিক্ষালব্ধ অন্নও । ভোক্তুং শ্রেয়ঃ । অত্মপক্ষে গুরুন্ হত্বা । ক্রোধির-প্রদিক্কান্ অর্থকামান্ ভোগান্—শোণিত-সিক্ত এবং অর্থকামায়ক ভোগ্য বস্তু—পাপ অন্ন । ইহ এব দ্ভীষ্ম—ইহলোকে মাত্র ভোগ করিব ; কিন্তু পরলোকে নরক নিশ্চিত । অর্থকামান্—অর্থকামায়ক ; ভোগান্ এই পদের বিশেষণ । ৫ ।

যং বা জয়েম যদি বা নো জয়েয়ুঃ—জয়লাভ করি বা তাঁহারা আমা-
দিগকে জয় করেন, দুয়ের মধ্যে । নঃ—আমাদিগের । কতরং গরীয়ঃ—
কোনটী শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ ধৰ্ম্মসম্বন্ধে । এতং চ ন বিদ্যঃ—ইহাও জানি না ।
উপস্থিত ক্ষেত্রে, যান্ এব হত্বা—যাঁহাদিগকে বিনাশ করিয়া । ন

জয়ী হই যদি, কিংবা পরাজিত রণে,

এ দুয়ের ভাল মন্দ নাহি দৃষ্টি মনে ।

যাঁদিকে বিনাশি, কৃক, বাচিতে না চাই,

সম্মুখে সে কুরুগণে দেখিবারে পাই । ৬ ।

কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ

পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্মসংযুচেতাঃ।

যচ্ছে যঃ স্মান্নিশ্চিতং ক্রহি তন্মে

শিষ্যস্তেহহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্ ॥ ৭ ॥

জিজীবিষামঃ—বাচিতে ইচ্ছা করি না। তে ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ প্রমুখে—সেই
দ্রুতরাষ্ট্রপুত্রগণ সম্মুখে। অবস্থিতাঃ। ৬।

কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাব—যে আপনার সামান্য কতিও সহ্য করিতে
পারে না সে ক্রপণ, দান। এই দোষবশতই সাধারণে সামান্য কতি সহ্য
করিয়া মহৎ মঙ্গল লাভে সমর্থ হয় না। কেবল ব্যয়কুণ্ঠ ব্যক্তিই ক্রপণ
নহে। ক্রপণের ভাব কার্পণ্য—দৈন্ত, কাতরতা (গিরি, নীলকণ্ঠ);
অথবা ক্রপণ অর্থে—মহা ব্যসনপ্রাপ্ত। মনুষ্য যে অবস্থায় পতিত হইলে
শ্রমোমার্গ হইতে ভ্রষ্ট হয়, তাহার নাম ব্যসন। এ অবস্থায় বুদ্ধি

যদি করি রণ, তবে গুরুহত্যা-

পিতৃহত্যা-পাপ পরশে আমার;

সেই ভয়ে যদি কাস্ত হই তার,

ধর্মত্যাগ-পাপ হয় পুনরায়।

অজ্ঞানের কিংকর্তব্যমুচ দীন চিন্তে প্রভু,

কর্তব্যমুচতা জিজ্ঞাসি তোমার, ওহে শ্রীমুরারি!

এবং এ ঘোর সঙ্কটে কিবা কার্য্যাকার্য্য,
কিবা ধর্ম্মাধর্ম্ম বুঝিতে না পারি।

ধর্ম্মজিজ্ঞাসা বলহ আমার, হে মধুসূদন!

যাহা স্থনিশ্চিত মঙ্গল আমার,
শিখাও আমার, আমি শিষ্য তব,

লইলু শরণ চরণে তোমার। ৭।

ন হি প্রপশ্যামি মমাপমুদ্যাত্

যচ্ছোকমুচ্ছাষণমিস্ত্রিয়াণাম্ ।

অবাপ্য ভূমাবসপত্নমুদ্বগতঃ

রাজ্যং সুরাণামপি চাধিপত্যম্ ॥ ৮ ॥

কিংকর্তব্যবিমূঢ় (Helpless) হয় । অৰ্জুন পূর্বে বলিয়াছেন,—জ্ঞাতি বন্ধুগণকে নিহত করিয়া, পাপভার স্বীকার করিয়া আমি রাজত্ব চাহি না ; আমি ভিক্ষা মাগিয়া থাইব, সন্ন্যাস লইব । ইহাতে ভগবান বলিয়াছেন, না ; তাহাতে তোমার স্বর্গহানি হইবে, তুমি ক্রীবের মত হস্তাস্পদ হইবে ; তুমি যুদ্ধ কর । তখন অৰ্জুন দেখিলেন, যে যুদ্ধ করিলে, তিনি গুরু-হত্যা পিতৃহত্যাদি পাপে পাপী হইবেন আর যুদ্ধ না করিলেও লোক-সমাজে হস্তাস্পদ ও স্বর্গচ্যুত হইবেন, তখন তাঁহার কি করা উচিত, তাহা তিনি স্থির করিতে পারিতেছেন না । বুদ্ধির ঈদৃশ কিংকর্তব্য-জ্ঞানহীন দীন ভাবের নাম কার্পণ্য Helplessness.

কার্পণ্যদোষে আমার স্বভাব অর্থাৎ চিত্ত (গিরি) দূষিত হইয়াছে । এবং ধর্মসংমূঢ়চেতাঃ—ধর্ম অর্থাৎ কর্তব্য-অকর্তব্য-সম্বন্ধেও আমার বুদ্ধি লাস্ত হইয়াছে । তজ্জন্ত, স্বাং পৃচ্ছামি—আপনাকে জিজ্ঞাসা করি । যৎ মে—আমার । নিশ্চিতং শ্রেয়ঃ স্বাং—নিশ্চিত শ্রেয়োজনক হয় । তৎ ক্রতি—তাহা বলুন । অহং তে শিষ্যঃ । স্বাং প্রপন্নং মাং শাধি—আপনার শরণাগত আমাকে শিক্ষা দিন । শ্রেয়ঃ—যাহা ধর্মসঙ্গত, প্রশস্ত, পুণ্যজনক, ইহপরলোকে পরম কল্যাণদায়ক । ৭ ।

কিসে যাবে কৃষ্ণ, দেখিতে না পাই

ইন্দ্ৰিয়-শোষণ এ শোক আমার,

নিবৃণ্টক রাজ্য ঐশ্বর্য ধরায়

পেলেও অথবা স্বর্গ রাজ্য আর । ৮

সঞ্জয় উবাচ ।

এবমুক্তা হৃষীকেশঃ গুড়াকেশঃ পরমুপঃ ।

ন যোৎস্য ইতি গোবিন্দমুক্তা তুষ্ণীঃ বভূব হ ॥ ৯ ॥

অৰ্জুন আরও বলিতেছেন, ভূমো—পৃথিবীতে । অসপন্ন—শত্রুশূন্য । ঋদ্ধং—ঐশ্বর্য্যযুক্ত । রাজ্যং । অথবা সুরাণাম্ আধিপত্যম্ অবাধ্য অপি—দেবগণের আধিপত্য পাইয়াও । যৎ মম ইন্দ্রিয়াণাম্ উচ্ছোষণম্ শোকম্ অপনুশ্চাৎ—ইন্দ্রিয়শোষক শোক দূরীভূত করিবে । তাহা, নহি প্রপশ্যামি—দেখিতেছি না । ৮

এবম্ উক্তা ইত্যাদি স্পষ্ট । ন যোৎসো—যুদ্ধ করিব না । তুষ্ণীম্—মোনী, নীরব (অবাস্য শব্দ) ।

৪—৯ শ্লোকের মর্ম্ম এই । অৰ্জুন বলিতেছেন যে, ভীষ্ম দ্রোণ আমার পূজনীয় গুরুজন । গুরুজনকে হত্যা করিলে পাপভাগী হইব । অতএব, যুদ্ধ করাই যদি আমার উচিত হয়, তবে আমার শ্রেয়োলাভের অর্থাৎ সর্বাঙ্গীন কল্যাণলাভের উপায় কি, তাহা আপনি বলিয়া দিন । তাহা না বলিলে আমি যুদ্ধ করিব না । এতক্ষণ ভগবান্ যাহা বলিয়াছেন তাহা প্রিয় সখা অৰ্জুনের ভ্রমবশে যুদ্ধত্যাগে প্রবৃত্তি দর্শন করিয়া সেই ভ্রম নিবারণ এবং কর্তব্য প্রদর্শনের জন্য স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া বলিয়াছেন । এখন যখন অৰ্জুন কাতর হইয়া শিষ্যভাবে শরণাগত হইলেন, তখন প্রকৃত কথা (১১ শ্লোক হইতে) বলিতে লাগিলেন ।

সঞ্জয় কহিলেন ।

এত বলি হৃষীকেশে বীৰেন্দ্র পাণ্ডব,

“যুদ্ধ করিব না” বলি হইলা নীরব । ৯

তমুবাচ হৃষীকেশঃ প্রহসন্নিব ভারত ।

সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে বিষীদন্তুমিদং বচঃ ॥ ১০ ॥

যে কৰ্মসঙ্কটে পড়িয়া তাহার মীমাংসার জন্য অৰ্জুন এখন ভগবানের শরণাপন্ন। ভগবানকে ইহার মীমাংসা করিতে হইবে; কিরূপে অৰ্জুনের ইহপরলোকে—উভয় লোকেই শ্রেয়োলাভ হয়, তাহা বলিয়া দিতে হইবে। এই “কৰ্ম-মীমাংসা”তেই গীতার বিশেষত্ব। পাতঞ্জল যোগ, সাংখ্য ও উত্তরমীমাংসার নিরুত্তিধৰ্ম্ম, লৌকিক জীবনের কথা ছাড়িয়া দিয়া, মোক্ষ-মার্গের কথা বলিয়াছে এবং পূৰ্ব্বমীমাংসা ও স্মৃতি শাস্ত্রের প্রবৃতিধৰ্ম্ম, মোক্ষমার্গের কথা এক প্রকার ছাড়িয়া দিয়া, লৌকিক জীবনের কথা বলিয়াছে। কিন্তু যে সূত্রে প্রবৃতি ও নিরুত্তি—সংসার ও মোক্ষ দুইটী একত্র গাঁথা, যে সূত্র ধরিয়া চলিতে পারিলে ইহলোকে “শ্রী, বিজয়, অভ্যুদয় ও ধ্রুবা নীতি” এবং পরলোকে সৰ্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত হইয়া শাস্বত অব্যয় পদপ্রাপ্তি হয় (১৮ অঃ ৪৬, ৫৬, ৬৬ ও ৭৮ শ্লোক দেখ) সেই সূত্রের সন্ধান শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ভিন্ন আর কোথাও নাই। পর শ্লোক হইতে সেই অপূৰ্ণ “কৰ্ম-মীমাংসাসূত্রের” আরম্ভ। ৯।

হে-ভারত! হৃষীকেশঃ উভয়োঃ সেনয়োঃ মধ্যে বিষীদন্তুং তম্ উবাচ। প্রহসন্ ইব—যেন ঈষৎ হাসিয়া; কারণ কত যত্ন উৎসাহে আয়োজন করিয়া যুদ্ধ হইতেছে, তাহার প্রাক্কালে এই ভাব যেন অস্বাভাবিক। ১০।

রণপ্রতীক্ষয় আছে উভয় বাহিনী,
তা'র মাঝে বীর-সাজে বীরেন্দ্র কালুনি;
হৃষীকেশ দেখি তাঁরে বিষন্ন-বদন
ঈষৎ হাসিয়া যেন বলেন বচন। ১০।

শ্রীভগবান্ উবাচ ।

অশোচ্যানমশোচন্তুঃ প্রজ্জ্বাবাদাংশ্চ ভাষসে ।

গতাসূনগতাসূঃশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ ॥ ১১ ॥

ন হেবাহং জাতু নাসং ন হং নেমে জনাধিপাঃ ।

ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্বৈব বয়মতঃপরম্ ॥ ১২ ॥

অর্জুন সাংখ্যজ্ঞানের আধারে সম্যাস গ্রহণে উজ্জ্বল, অথচ অজ্ঞানীর মত মায়ায় ফাঁসে পড়িয়া শোকমোহে অভিভূত হইতেছেন। তজ্জন্তু পঞ্চমেই তাঁহার সেট ভ্রম দেখাইয়া, শ্রীভগবান্ কহিলেন—তুং অশোচ্যান্—যাহাদের জন্তু শোক করা অন্তচিত। তাহাদের জন্তু, অনশোচঃ—শোক করিতেছ। আবার, প্রজ্জ্বাবাদান্ ভাষসে চ—প্রজ্জ্বাবান্ পণ্ডিতের ক্রায় বাদ, বাক্য বলিতেছ (৪—৭ দেখ)। কিন্তু পণ্ডিতাঃ গতাসূন্—মৃত। অগতাসূন্ চ—এবং জীবিত। কাহারও জন্তু, ন অনশোচন্তি—শোক করেন না। অমু—প্রাণ। ১১।

শোক করেন না কেন? যেহেতু ভাবিয়া দেখ, জাতু—কদাচিৎ। অহং ন আসম্—আমি ছিলাম না, ইতি ন তু এব—একূপ নহে, অর্থাৎ ছিলাম।

শ্রীভগবান্ কহিলেন ।

গীতারম্ভ

যাহাদের তরে শোক উচিত না হয়,
তাহাদের তরে শোক কর, ধনঞ্জয় !
বিজ্ঞের মতন পুনঃ বলিছ বচন,
নিরখি তোমাতে কিন্তু অজ্ঞের লক্ষণ ।

দ্বায়তম্

জীবিত অথবা মৃত, কাহারও কারণ
কভু না করেন শোক পণ্ডিত যে জন ।
গূঢ় তত্ত্ব বিচারিয়া দেখ একবার
শোক-মোহ-হেতু নাই, কোরব-কুমার । ১১ ।

ছিলাম না আমি কভু, এমন ত নয় ;

দ্বায়ানিতা

তুমিও ছিলে না কভু, এও সত্য নয় ;

ত্বং ন আসীঃ—তুমিও ছিলে না। ইতি ন তু এব—ইহাও নহে অর্থাৎ ছিলে। ইমে জনাধিপাঃ—এই সমস্ত রাজগণও। ন আসন্—ছিলেন না। ইতি ন—অর্থাৎ সকলে ছিলেন। অতঃপরং চ সর্বে বয়ম্—দেহাত্মের পরও আমরা সকলে। ন ভবিষ্যামঃ—থাকিব না। ইতি ন—ইহাও নয়।

এই শ্লোকের মর্ম্মসম্বন্ধে দ্বৈতবাদী ও অদ্বৈতবাদী আচার্য্যগণের মধ্যে বিলক্ষণ মতভেদ আছে।

অদ্বৈতবাদমতে জীব ও ব্রহ্ম স্বরূপতঃ অভিন্ন, যে জীব সেই ব্রহ্ম। ব্রহ্ম হইতে জীবের যে ভেদ লক্ষিত হয়; তাহা অবিজ্ঞাকৃত এবং ব্যবহারিক মাত্র। তুমি আমি ও এই রাজগণ আমরা সকলে ছিলাম আছি ও থাকিব, এই ভগবদ্বক্তির মর্ম্ম, শঙ্করাদি অদ্বৈতবাদী আচার্য্যগণের মতে, জীব আত্মস্বরূপে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান, সর্ব্বকালেই স্থায়ী; অর্থাৎ জীব নিত্য। তবে মূলে যে “বয়ম্” [আমরা] এই বহুবচন আছে, তাহার কৈফিয়তে শঙ্কর বলেন, “দেহভেদানুবৃত্ত্যা বহুবচনম্। নাত্মভেদাভি-প্রায়েণ।” দেহভেদানুবৃত্তি-বশতঃ বহুবচন, আত্মার বহুত্ব-প্রতিপাদন ইহার অভিপ্রায় নহে।

কিন্তু রামানুজাদি বিশিষ্ট অদ্বৈতবাদী বা দ্বৈতবাদী আচার্য্যগণের মত অন্য রূপ। তাঁহারা বলেন, ভগবান্ বলিতেছেন, তুমি, আমি ও রাজগণ—আমরা সকলে ছিলাম, আছি ও থাকিব অর্থাৎ আমরা সকলেই নিত্য। “যথা আমি সর্ব্বেশ্বর পরমাত্মা নিত্য, সেইরূপ তোমরাও ক্ষেত্রজ বা জীবাশ্মাস্বরূপে নিত্য, ইহাই মর্ম্মার্থ। এইরূপে সর্ব্বেশ্বর ভগবান্ হইতে জীবাশ্মার এবং জীবসমূহের মধ্যে পরস্পরের ভেদ পারমার্থিক” (রামা)। আমরা ১৩।১৬।২৬ প্রভৃতি শ্লোকে এই বিরোধের মর্ম্ম বুঝিব। এখানে স্থূল মর্ম্ম এই যে, আত্মা দেহ হইতে স্বতন্ত্র এবং তাহা নিত্য। ১২।

এই যে ভূপতিগণ কেহ যে ছিল না,

পরেও আমরা আর কেহ থাকিব না,

এমন ত’ কিছু নয়, কোরদকুমার !

ছিলাম, আছি ও পরে থাকিব আবার।

দেহ হ’তে আত্মা ভিন্ন, নাশ নাই তার,

এই তত্ত্ব, দুঃখ পার্থ, তত্ত্ব সারাৎসার। ১২।

দেহিনোহস্মিন্ যথা দেহে কোমারং যৌবনং জরা ।

তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরন্তর ন মুহুতি ॥ ১৩ ॥

মাত্রাস্পর্শাস্তু কোন্মেষু শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ ।

আগমাপায়িনোহনিত্যা স্তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত ॥ ১৪ ॥

আশ্মার নিত্যত্ব দৃষ্টান্তদ্বারা বুঝাইতেছেন । যথা অস্মিন্ স্থলদেহে, দেহিনঃ—জীবের । কোমারং, যৌবনং, জরা । জীবের দেহান্তরপ্রাপ্তিঃ, তথা—তদ্রূপ অবস্থান্তর মাত্র । ধীরঃ তত্র ন মুহুতি—ধীমান্ ব্যক্তি তাহাতে মুগ্ধ হয় না ; আশ্মা জন্মিতেছে বা মরিতেছে মনে করে না । দেহী—আমার দেহ, ঐদৃশ অভিমান যাহার আছে । ১৩ ।

যদি বল আশ্মা যে নষ্ট হইবে না, তাহা যেন বুঝিলাম, কিন্তু তথাপি ভীষ্মাদির দেহান্তর হইলে তাঁহাদের বিরোগ জগৎ হুঃখ আমার কাতর করিবে । তজ্জগৎ হুঃখসুখোৎপত্তির রহস্য বলিতেছেন । হে কোন্মেষু :

জীবের

দেহান্তর

জীবগণ এই এক (ই) শরীরে যেমন

শৈশবের অবসানে লভয়ে যৌবন,

যৌবনান্তে জরা ; তথা তাহার আশ্রয়

দেহান্তরে । ধীর তাহে মুগ্ধ নাহি হয় ।

যৌবনেতে সেই রয়, শৈশবেতে যেই,

যাহা পুনঃ যৌবনেতে বার্কিক্যেতে সেই ।

সেই মত, সেই জীব রহে দেহান্তরে,

বুঝিয়া কাতর তুমি হবে না অন্তরে । ১৩ ।

যদি বল, অনন্তর বুঝি আশ্মারে ;

কিন্তু প্রিয় পরিজনে হারায় সংসারে

কার চিন্ত শোক হুঃখে না হয় কাতর ?—

হুঃখসুখ-তত্ত্ব তাই কহি নরবর !

মাত্রাস্পর্শাঃ তু শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ । যদ্বারা বিষয় সকল মিত অর্থাৎ
জ্ঞাত হওয়া যায়, তাহা মাত্রা,—ইন্দ্রিয়বৃত্তি সকল ; অথবা যাহা ইন্দ্রিয়ের
দ্বারা মিত বা জ্ঞাত হওয়া যায়, তাহা মাত্রা,—বাহ্য পদার্থ । আর
ইন্দ্রিয়ের সহিত ইন্দ্রিয়-বিষয়ের বা বাহ্য পদার্থের যে স্পর্শ, সংযোগ, যথা—
চক্ষুর সহিত দৃশ্য বস্তুর সংযোগ, কর্ণের সহিত শব্দের সংযোগ,—তাহা
মাত্রাস্পর্শ । ঐদৃশ সংযোগসমূহ শীত-উষ্ণ-সুখ-দুঃখাদির উৎপাদক ।
ইহারা আগম-অপায়িনঃ—আগম, উৎপত্তি ও অপায়, নাশবিশিষ্ট ; আসে
আবার যায় । অতএব অনিত্যাঃ । স্মরণ্যং হে ভারত ! তান্
তিতিক্ষস্ব—সে সকল সহ্য কর । শীতাতপ-সংযোগের দ্বারা সংসারের
সুখদুঃখ অনিত্য, তজ্জগৎ মূলে “শীতোষ্ণসুখ-দুঃখদাঃ” এই একটিমাত্র সমস্ত
পদ আছে ।

মাত্রাস্পর্শে বা বিষয়েন্দ্রিয়-সংযোগে, ইন্দ্রিয়স্থ স্নায়ুগুণীতে স্পন্দন
বা অনুভূতি (Sensation) উপস্থিত হয় ; সেই স্পন্দন স্নায়ুগুণীর
ক্রিয়াপরম্পরাধারাই মস্তিষ্কে নীত হইলে, মন তাহার সহিত যুক্ত হইয়া
অন্যকারে আকর্ষিত হয় ; পরে তথা হইতে কোষ হইতে কোষান্তরে
সংক্রমিত হইয়া, বিজ্ঞানময় কোষে (বুদ্ধি-ভূমিকায়) উপনীত হইলে বুদ্ধি
তদাকার ধারণ করে । তখন যেমন ঘটাদি জড় বস্তু সূর্য্যাদির জ্যোতিঃ-
সংস্পর্শে উজ্জ্বলিত হইয়া প্রকাশিত হয় তদ্রূপ ঐ স্পন্দন বা চিত্তবৃত্তি,
বুদ্ধিই আয়ুজ্যোতিতে উজ্জ্বলিত হইয়া প্রকাশিত হয়, সে বিষয়ে জ্ঞান
(perception) জন্মে । কিন্তু সূর্য্যের খেতরশ্মি যেমন রক্তকাচের
উপর পতিত হইয়া রক্তবর্ণের, হরিতপীতাদি বর্ণের কাচের উপর হরিত-
পীতাদি-বর্ণের প্রতিবিম্ব উৎপাদন করে, তদ্রূপ নিশ্চল আয়ুজ্যোতিঃ
বিভিন্ন চিত্তবৃত্তির সাহচর্য্যে বিভিন্ন জ্ঞান বা অনুভূতি উৎপাদন করে ।
সেই অনুভূতি দেশকালানুযায়ী প্রকৃতির অনুকূল হইলে তাহা সুখকর হয়,
আর প্রতিকূল হইলে দুঃখকর হয় । কিন্তু বাহ্য বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের

যে সংযোগ, তাহা অনিত্য ; অতএব সুখ দুঃখ অনিত্য । শীতাতপ-সহনের
শ্রায়, সে সকল সহ্য করিতে হইবে । দুঃখে অভিভূত না হওয়ার নাম
দুঃখ সহ্য করা, আর সুখ উপস্থিত হইলে আনন্দে বিহ্বল হইয়া আশ্বহারা
না হওয়ার নাম সুখ সহ্য করা । সুখের দিন সকলেরই এক সময়
আসে । তখন ভগবানের এই উপদেশটি স্মরণ করিয়া কার্য্য করিতে
পারিলে, দুঃখের দিনে দুঃখের ভার আপনা হইতে অনেক লঘু
হইবে ।

আর একটি বিশেষ কথা বলিতে বাকী আছে । এখানে সুখভোগ
বা দুঃখনিবারণের চেষ্টা না করিয়া সে সকল সহ্য করিতে বলিতেছেন ।
সর্ব্বত্রই কি এই নিয়ম ? তবে কি সংসারে কেহ সুখে সুখী হইবে না ; বা
দুঃখ নিবারণের চেষ্টা করিবে না ? তাহা নহে । সুখভোগ করিও না, বা
দুঃখনিবারণের চেষ্টা করিও না, এমন কিছু নয় । এ শ্লোকের মর্ম্ম এই
যে, সুখ হউক বা দুঃখ হউক, যাহা উপস্থিত হইয়াছে, তাহা সহ্য করা ভিন্ন
উপায় নাই । ধার্মিক তাহাতে অভিভূত না হইয়া ধীর ভাবে তাহা বহন
করিবেন । দুঃখে যে কাতর হয়, সেই দুঃখী । যে তাহাতে উদ্বিগ্ন হয় না,
সে দুঃখজয়ী ; তাহার দুঃখ থাকে না । ইহা দুঃখনাশ ও সুখবৃদ্ধির
অন্ততর উপায় । অন্য পক্ষে, সুখভোগের জন্য যাহার স্পৃহা বত বলবতী,
সে তত দুঃখী । ১৪ ।

সুখদুঃখ তত্ত্ব

চক্ষু কণ্ঠ আদি এই ইন্দ্রিয়-নিচয়,
রূপ রস আদি আর ইন্দ্রিয়-বিষয় ।
ইন্দ্রিয়ে বিষয়ে হয় সংযোগ যখন
অন্তরে পদার্থজ্ঞান জনমে তখন ।
এরূপ সংযোগে মাত্র সমুদ্ভূত হয়
শীত-উষ্ণ সুখ-দুঃখ আদি ভাবচয় ।
এ সংযোগ নিত্য নয়,—আসে পুনঃ যার ;
হে ভারত ! ধীর ভাবে সহ্য কর তার ।
ধর্ম্মার্থে যে সুখ দুঃখ জনমে, সুধীর !
ধার্মিক তাহাতে কভু না হয় অধীর ।
এ রহস্য সুখদুঃখ বুঝহ, চতুর !
জীবের জীবন যায় হয় সুমধুর । ১৪ ।

যং হি ন বাগয়ন্তোতে পুরুষং পুরুষৰ্ষভ ।

সমদুঃখসুখং ধীরং সোহমৃতত্বায় কল্পতে ॥ ১৫ ॥

নাসতো বিত্ততে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ ।

উভয়োরপি দৃষ্টোঃশ্রুত্বনয়োস্তুদদশিভিঃ ॥ ১৬ ॥

এইরূপ সুখদুঃখ-সহনের ফল বলিতেছেন । হে পুরুষৰ্ষভ ! এতে—
এই মাত্রাপ্পর্শসমূহ । যং ন বাগয়ন্তি—বাহাকে ব্যথিত করে না । সঃ
অমৃতত্বায় কল্পতে—মোক্ষপাভের উপযুক্ত হয় । অমৃতত্ব—মোক্ষ ।
সমদুঃখসুখ—সুখ এবং দুঃখ যে সমভাবে বহন করে ; বিশেষণ পদ ।

সুখ এবং দুঃখ পরস্পর আপেক্ষিক । আমাদিগের দুঃখের বোধ না
থাকিলে সুখের বোধ হয় না এবং সুখের বোধ না থাকিলে দুঃখের বোধ হয়
না । তজ্জন্ত দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তিতে সুখের নিবৃত্তি হয় । সুখ দুঃখ উভয়কে
যিনি সমান ভাবে বরণ করিতে সক্ষম, তিনি শান্তিলাভের অধিকারী । ১৫।

তত্ত্ববিচারদ্বারাও সুখদুঃখাদি সহ্য করাই উচিত । কারণ, অসতঃ
ভাবঃ ন বিত্ততে, সতঃ অভাবঃ ন বিত্ততে ।

অস্ বাতু ইহৈতে সৎ শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে ; অস্ বাতুর অর্থ বর্তমান
পাকা । যে বস্তুর অস্তিত্বের কখন ব্যভিচার হয় না, অর্থাৎ, যাহা চিরকালই

বিসয়ে ইন্দ্রিয়ে এই সংযোগ যাচার

ক্লদয়ে করে না কভু ব্যপার সকার,

ধীর যিনি, সুখ দুঃখ যার সম জ্ঞান,

মোক্ষ লাভে যোগ্য সেই পুরুষ প্রধান । ১৫ ।

অসৎ সে সুখ দুঃখ দেখ, ধনঞ্জয় !

দেশ কাল পাত্র ভেদে তা'দের উদয় ।

তা'দের প্রকৃত সত্তা নাই এ সংসারে,

সৎ সে আত্মার তা'রা স্থায়ী হ'তে নারে ।

আছে ও থাকিবে, তাহা সৎ। অসৎ তাহার বিপরীত। শীতল জল উষ্ণদেশে বা উষ্ণকালে সুখজনক ; কিন্তু শীতল দেশে ও শীতকালে নহে ; বালক বা যুবর মৃত্যু দুঃখ-জনক,—বৃদ্ধের মৃত্যু নহে ; এইরূপ দেশ-কাল-পাত্রভেদে যাহা দেখা যায় তাহা অসৎ। অসত্যো অনাত্মদর্শনাদ্ অবিদ্যমানশ্চ শীতোষ্ণাদেৱাত্মনি ন ভাবঃ (শ্রী)। আত্মা সৎ আর শীতোষ্ণাদি কারণবশে উৎপন্ন, অতএব তাহারা অসৎ, তাহাদের প্রকৃত সত্তাই নাই। সৎ বা নিত্য আত্মায় অসৎ বা অনিত্য শীতোষ্ণাদি স্থায়ী হইতে পারে না ; কারণ সৎ যে আত্মা, অসৎ শীতোষ্ণাদি তাহার বিপরীত ভাবাপন্ন। আর সৎ অর্থাৎ নিত্য যে আত্মা, তাহার কখন অভাব হয় না। শ্রী)। ভাব—সত্তা, অস্তিত্ব। অভাব—নাশ, অবিদ্যমানতা।

শব্দের ব্যাখ্যা একটু ভিন্নরূপ। যাহা অসৎ, তাহার ভাব অর্থাৎ সত্তা কোন কালেই নাই। আর যাহা সৎ, তাহার অভাব অর্থাৎ নাশ কখন হয় না। যাহা নাই, তাহা কখন হয় না ; আর যাহা আছে, তাহা কখন নষ্ট হয় না। পদার্থ নিত্য। সুখ দুঃখ বা দেহাদি যদি সত্য হইত, তবে কখনও তাহাদের অভাব হইত না। এই দার্শনিক সিদ্ধান্তকে “সৎকার্যবাদ” বলে। ইহা অধুনাতন বিজ্ঞান শাস্ত্রেও স্বীকৃত।

তত্ত্বদর্শিভিঃ তু অনয়োঃ উভয়োঃ অন্তঃ দৃষ্টেঃ । তত্ত্ব য়ে দর্শন করে সে তত্ত্বদর্শী, Scers of essence of things. অন্তঃ—নির্ণয়, সিদ্ধান্ত। দৃষ্টে—জ্ঞাত। তত্ত্ব সৎ ও অসতের স্বরূপ নির্ণয় করিয়া-ছেন। ১৬।

সৎ ও অসৎ দুয়ে বিপরীত ভাব,

সৎ যাহা, কভু তা'র না হয় অভাব।

অসৎ—অনিত্য যাহা, নিত্য সে অসৎ।

যাহা নাই

সৎ—নিত্য বস্তু যাহা, নিত্য তাহা সৎ।

যাহা হয় না

অসতের সত্তা নাই, অভাব সতের,

যাহা আছে

তত্ত্ব চরম তত্ত্ব জানে উভয়ের।

যাহা যায় না

অসৎ সে সুখদুঃখ কালেতে প্রকাশ,

জানি মনে, ধীর ভাবে সহ মহেশ্বাস। ১৭।

অবিনাশি তু তদ্বিক্রি যেন সৰ্বমিদং ততম্ ।

বিনাশমবায়শ্চাস্মি ন কশ্চিৎ কৰ্ত্তুমৰ্হতি ॥ ১৭ ॥

অন্তবন্তু ইমে দেহা নিত্যশ্চোক্তাঃ শরীরিণঃ ।

অনাশিনোঃ প্রমেয়শ্চ তস্মাদ্ যুধ্যস্ব ভারত ॥ ১৮ ॥

সং বস্তু আত্মার স্বরূপ বলিতেছেন । ইদং সৰ্বম্—এই সমস্ত অর্থাৎ জগতের সমস্ত বস্তু । যেন ততং—যে আত্মার দ্বারা ব্যাপ্ত ; যে আত্মা সৰ্বব্যাপী । তং তু অবিনাশি বিক্রি—তাহাকে কিন্তু অনশ্বর জানিবে ।

তত—ব্যাপ্ত, অমুপ্রবিষ্ট । কশ্চিৎ—কেহই । অব্যয়শ্চ অশ্চ বিনাশং কৰ্ত্তুং ন অৰ্হতি । অব্যয়—দাহার দেহাদির দ্বারা উপচয় অপচয়, বৃদ্ধি ক্ষয় নাই (শঃ) । অবিনাশী—একাধিক পদার্থের সংযোগে যাহা উৎপন্ন হইয়া, সংযোগের বিশেষে, বিনষ্ট হয় । বিনাশের অর্থ বিশিষ্ট হইয়া ধ্বংসে লয় হওয়া । আর সংযোগমাত্রেরই পরিণাম বিশেষ । আত্মার একাধিক বস্তুর সংযোগ নাই, এজন্য তাহা বিশিষ্ট হয় না, সুতরাং তাহার বিনাশ নাই । ১৭ ।

• নিত্যশ্চ অনাশিনঃ অপ্রমেয়শ্চ শরীরিণঃ ইমে দেহাঃ অন্তবন্তুঃ উক্তাঃ ।
নিত্য—সৰ্বদা একরূপে স্থিত (জী) । অতএব অনাশী—অনশ্বর ।

কিন্তু সেই বস্তু যাহা এই সমুদয়

যা' কিছু সংসারমাত্র আছে, ধনঞ্জয়,

আত্মা

ব্যাপ্ত, অমুহ্যাত সদ আছে অনিবার,

অবিনাশী

জানিও কখন নাশ না হয় তাহার ।

সৰ্বব্যাপী

এই যে অব্যয় আত্মা, নিত্য—নির্ভিকার,

ও অব্যয়

কীর সাধ্য পারে তারে করিতে সংহার । ১৭ ।

নিত্য তাহা, সৰ্বকাল একই ভাবে রয়,

অতএব কোনরূপে নষ্ট নাহি হয়,

য এনং নেতি হস্তারং যশ্চৈচনং মন্যতে হতম্ ।

উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে ॥ ১৯ ॥

অপ্রমেয়—অপরিচ্ছিন্ন (স্ত্রী), কিম্বা প্রত্যক্ষাদি প্রমাণে বাহার ইয়ত্তা হয় না । (শং) । শরীরী—শরীরাদিষ্ঠিত আত্মা অর্থাৎ জীবাত্মা । শরীরিণঃ—জীবাত্মার । ইমে দেহাঃ—এই সমস্ত দেহ, স্থূল বা সূক্ষ্ম শরীর । অন্তবস্তুঃ—বিনাশশীল ।

হে ভারত ! তস্মাৎ যুধ্যস্ব—অতএব যুদ্ধ কর । আত্মা অনশ্বর, অতএব ভীষ্মাদিকে মারিয়া ফেল,—এ বাক্যের মর্ম্ম একপ নহে । অর্জুন মর্ম্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াও শোকমোহবশতঃ যুদ্ধ করিতেছেন না । তাই ভগবান্ বুঝাইলেন যে, শোকমোহের হেতু নাই, তুমি যুদ্ধ কর । এখানে যুদ্ধ কর, ইহা বিদি নহে, অনুবাদ মাত্র (শং) । ১৮ ।

ভীষ্মাদির মৃত্যুনিমিত্ত শোক যে বৃথা তাহা বুঝান হইল ; কিন্তু তথাপি অর্জুন মনে করিতে পারেন, আত্মা অনশ্বর হউক, কিন্তু তিনি ভীষ্মাদির বধের কর্ত্তা হইবেন কেন ? ১।১৩ শ্লোকে বলিয়াছেন. এতান্

জীবজ্ঞানে প্রমাণে ইয়ত্তা নাহি তার,

আত্মা নিঃ চরাচর এই সব দেহ সে আত্মার,

দেহ অনিঃ নশ্বর সে সব দেহ, কহে জ্ঞানিগণ,

নশ্বর দেহের তরে শোক অকারণ ।

অবতীর্ণ ধর্ম্মরূপে বীরেন্দ্র-কেশরি !

বৃথা শোকমোহে আছ যুদ্ধ পরিহারি,

শোকমোহ-হেতু নাই, কুরু-বংশধর !

অতএব মোহ ত্যজি করহ সমর । ১৮ ।

তুমি হস্তা, ভীষ্ম আদি হত তব করে,—

আত্মা অহত্বা মিথ্যা এ ধারণা পার্শ্ব, ত্যজহ অন্তরে ।

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচি-

ন্মায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ ।

ন হন্তম্ ইচ্ছামি । তজ্জনা বলিতেছেন, যঃ এনং হন্তারং বেত্তি—আত্মাকে যে হন্তা বলিয়া জানে । যঃ চ এনং হন্তং মন্যতে—এবং যে ইহাকে হন্ত মনে করে । তৌ উভৌ ন বিজানীতঃ—তাহারা উভয়েই আত্মতত্ত্ব জানেন না ; কারণ অয়ম্ (আত্মা) ন হন্তি, ন হন্ততে—আত্মা কাহাকেও বিনাশ করে না এবং অণু কদৃক নষ্ট হয় না । ১৯ ।

পুনশ্চ । অয়ম্ আত্মা কদাচিৎ ন জায়তে--কখন জন্মায় না । ন বা ম্রিয়তে—এবং কখন মরে না । “বা” শব্দ “এবং” অর্থে প্রযুক্ত (ত্রী) । ন চ অয়ং ভূত্বা ভবিতা—উৎপন্ন হইয়া যে বিদ্যমানতা, তাহা ইহার নাই ; পরন্তু স্বতঃ সংক্ৰমে আছেন অর্থাৎ জন্মান্তর নাই । আর যখন স্বতঃ সংক্ৰমী, তখন ন বা ভূয়ঃ—পুনর্বার তাহার অন্তরূপ অস্তিত্ব নাই (ত্রী) অথবা, ন বা ভূয়ঃ—পুনর্বার অধিক হয় না, অর্থাৎ বৃদ্ধি নাই (বলাদেব) । “ন্মায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ” এস্থলে শঙ্করপ্রভৃতি পাঠ,—“ন্মায়ং ভূত্বা অভবিতা বা ন ভূয়ঃ ।” অয়ম্ আত্মা ভূত্বা পশ্চাৎ অভবিতা, ন চ অভূত্বা ভূয়ঃ ভবিতা (গিরি) । আত্মা প্রথমে জন্মিয়া পরে অভাবগুক্ত অর্থাৎ বিনষ্ট হয় না এবং অভাবগুক্ত হইয়া পুনঃ উৎপন্ন হয় না অর্থাৎ বারংবার জন্মমৃত্যুগ্রস্ত হয় না ।

অনুগা ৩

অন্বয়ঃ

আত্মাকে যে হন্তা বলি করে বিবেচনা,

কিন্তু তাহা হত বলি করে যে ধারণা,

আত্মার স্বরূপ সে ত, জানে না নিশ্চয়,

আত্মা নাহি হত্যা করে, নাহি হত হয় । ১৯ ।

না হয় জনম তার, না হয় মরণ,

জাতবন্তসম স্থিতি না হয় কখন,

অজ্ঞো নিত্যঃ শাস্তোহয়ং পুরাণো

ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥ ২০ ॥

বেদাবিনাশিনং নিত্যং য এনমজমব্যয়ম্ ।

কথং স পুরুষঃ পার্থ কং দাতয়তি হস্তি কম্ ॥ ২১ ॥

ন জায়তে, অতএব অজ । ন ম্রিয়তে, অতএব নিত্য—সর্বকাল
বর্তমান, কালের অপরিচ্ছিন্ন (Eternal now, not limited by
time) । শাস্ত—অপক্ষয়শূন্য । পুরাণ—পরিণামশূন্য অর্থাৎ রূপান্তর
পাইয়া নব ভাব ধরে না । আত্মা কোন নিমিত্তবশতঃ উৎপন্ন নহে ।
আর বাহ্য নিমিত্তের অতীত, তাহাতে বিকার বা পরিণাম সম্ভবে না ।
আত্মার জন্ম, বিনাশ, জন্মান্তরস্থিতি, বুদ্ধি, অপক্ষয় ও পরিণাম—এই
ভয় বিকার নাই । শরীরে হন্যমানে—শরীর নষ্ট হইলে । ন হন্যতে—
নষ্ট হয় না । ২০ ।

যঃ এনম্—এই আত্মাকে । অবিনাশিনং নিত্যম্ অজম্ অব্যয়ং বেদ । স
পুরুষঃ কথং কং দাতয়তি, কং হস্তি—কাহাকেই বা অস্ত্রের দ্বারা বিনাশ,
করাইবে আর কাহাকেই বা স্বয়ং বিনাশ করিবে ? ২১ ।

আত্মা আবক্ষিয স্বতঃ সংরূপী সত্তা, নাহি জন্মান্তর,
বুদ্ধি নাই, নব ভাবে নাহি রূপান্তর,
সদা বর্তমান, নাই জন্ম অপক্ষয়,
শরীরের নাশে তার নাশ নাহি হয় । ২০ ।
জন্ম নাই নাশ নাই, নিত্য ও অক্ষয়,—
এ ভাবে আত্মারে যে বা জানে ধনঞ্জয় !
কারে দিয়া কারে হত্যা করায় সে জন,
অথবা আপনি অস্ত্রে করে সে হনন ? ২১ ।

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়

নবানি গৃহ্ণাতি নরোহপরাণি ।

তথা শরীরানি বিহায় জীর্ণা-

ন্থন্যানি সংযাতি নবানি দেহৌ ॥ ২২ ॥

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ ।

ন চৈনং ক্লেশয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ ॥ ২৩ ॥

আর যদি আত্মা নিত্য জ্ঞানিয়াও দেহের বিনাশ জন্য খেদ কর, তাহাও
বৃথা । যথা নরঃ জীর্ণানি বাসাংসি বিহায়—ত্যাগ করিয়া । অপরাণি
নবানি গৃহ্ণাতি—গ্রহণ করে । তথা দেহৌ—জীবাত্মা । জীর্ণানি শরীরানি
বিহায়, অন্থানি নবানি শরীরানি সংযাতি—প্রাপ্ত হয় । ২২ ।

আত্মা ভৌতিক দেহবিশিষ্ট বস্তু নহে । অতএব শস্ত্রাণি এনং—এই
আত্মাকে । ন ছিন্দন্তি—ছেদন করে না । পাবকঃ এনং ন দহতি—দগ্ধ
করে না । মারুতঃ—পবন । ন শোষয়তি—শুক করে না । ২৩ ।

দেহের বিনাশে কিংবা যদি খেদ হয়,

জ্ঞানিও অপর দেহ মিলিবে নিশ্চয় ।

কল্পাংশ

নরগণ জীর্ণ বস্ত্র ছাড়িয়া যেমন

অপর নবীন বস্ত্র করে হে গ্রহণ,

সেইরূপ জীর্ণ দেহ করি পরিহার,

দেহী অন্য নব দেহ করে অধিকার । ২২ ।

অস্ত্র না করিতে পারে আত্মায় ছেদন,

পোড়াইতে নাহি তারে পারে হত্যাণন,

আত্মা

আর্দ্র না করিতে পারে কখন সলিল,

নির্মলিকার

শুকাইতে নাহি পারে অথবা অনিল । ২৩ ।

অচ্ছেদ্যোঃ স্যমদাহোঃ স্যমক্রেদ্যোঃ শোম্য এব চ ।

নিত্যঃ সৰ্বগতঃ স্থাগুরচলোঃ স্যঃ সনাতনঃ ॥ ২৪ ॥

অব্যক্তোঃ স্যমচিন্ত্যোঃ স্যমবিকার্যোঃ স্যমুচ্যতে ।

তস্মাদেবং বিদিত্বৈনং নানুশোচিতুমর্হসি ॥ ২৫ ॥

অয়ম্ আত্মা অচ্ছেদ্যঃ—ছিদ্র হইবার নয় । অয়ম্ অদাহঃ—দগ্ধ হইবার নয় । অক্রেদ্যঃ—জলে আর্দ্র হইবার নয় । অশোম্যঃ এব চ—এবং শুষ্ক হইবার নয় । ইহা নিত্যঃ—অবিনাশী । সৰ্বগতঃ—সৰ্বত্রগত, সৰ্বব্যাপ্ত, দেশ-কালের অপরিচ্ছিন্ন । স্থাগুঃ—সুস্তপদৃশ স্থিরস্বভাব । অচলঃ—পূৰ্বরূপ-অপরিভাগী । অয়ম্ সনাতনঃ—অনাদি ; অত্ৰ কোন কারণ হইতে উৎপন্ন নহে (শং) । ২৪ ।

অয়ম্ অব্যক্তঃ—চক্ষু আদি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অগোচর । অয়ম্ অচিন্ত্যঃ—মনের অগোচর । অয়ম্ অবিকার্যঃ—হস্তপদাদি কৰ্ম্মেন্দ্রিয়ের অগোচর (ত্রী) । অথবা দগ্ধ যেমন দধি প্রভৃতি অগ্ন্যযোগে বিকৃত হয়, আত্মার সে ভাব হয় না অর্থাৎ নির্বিকার (শং) । উচ্যতে—কথিত হয় । তস্মাৎ এনম্ এবং বিদিত্বা—আত্মাকে এরূপ জানিয়া । অনুশোচিতুং ন মর্হসি ।

অবিনাশী

ছিদ্র, দগ্ধ কিম্বা শুষ্ক হইবার নয়,

সৰ্বব্যাপী

সলিলে কখন তাহা সিক্ত নাহি হয়,

সনাতন, সৰ্বব্যাপ্ত, নিত্য—অনন্তর,

স্থাগুতুল্য স্থির, কভু নাহি রূপান্তর । ২৪ ।

চক্ষু আদি আমাদের ইন্দ্রিয় যে সব

আত্মা

তাহাতে আত্মার তত্ত্ব মিলে না, পাওর !

অব্যক্ত

চিন্তায় স্বরূপ তা'র বুঝা নাহি যায়,

অচিন্ত্য

হস্ত আদি কৰ্ম্মেন্দ্রিয় তাহারে না পায়,

অথ চৈনং নিত্যজাতং নিত্যং বা মন্যসে মৃতম্ ।

তথাপি ত্বং মহাবাহো নৈনং শোচিতুমর্হসি ॥ ২৬ ॥

জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যু ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ ।

তস্মাদপরিহার্যোংর্থো ন ত্বং শোচিতুমর্হসি ॥ ২৭ ॥

ভীষ্মাদি নান্দারী জীবের বিনাশপ্রসঙ্গে এই আত্মতত্ত্ব-কথার অব-
তারণা । অতএব এই প্রকরণ জীবাশ্মা বিষয়ক : সেই জীবাশ্মা নিত্য
সঙ্গত (সর্বব্যাপী), স্থায়ী, অচল, অবিকার্য ইত্যাদি । পাঠক ভগবদ্ভূপদিত্তে
জীবাশ্মার এই স্বরূপ সর্বদা স্মরণ রাখিয়া, গীতার আত্মতত্ত্ব—জীবাশ্মায় ও
পরমাশ্মায় সঙ্গত ও প্রভেদ কি তাহা দেখিবেন । ২৫ ।

অথ চ—আর যদি । এনং নিত্যজাতং—সর্বদা, দেহোৎপত্তির সহিত
উৎপন্ন । বা নিত্যং মৃতং মন্যসে—দেহনাশের সহিত মৃত মনে কর ;
অর্থাৎ আত্মা যদি অনিত্য হয় । তথাপি ত্বং, হে মহাবাহো ! এনং
শোচিতুং ন অর্হসি—ইহার জন্য শোক অনুচিত । ২৬ ।

তাহার কারণ, হি—যেহেতু । জাতস্য মৃত্যুঃ ধ্রুবঃ । মৃতস্য চ জন্ম
ধ্রুবম্ । ধ্রুব—নিশ্চিত । তস্মাৎ অপরিহার্যো অর্থ—অপরিহার্য বিষয়ে ।
ত্বং শোচিতুং ন অর্হসি । ২৭ ।

৩ অবিকার্য

উক্ত যথা অল্পযোগে লভয়ে বিকার
তাহার সে ভাব নাই,—নিত্য নিম্নিকার ;—
আত্মার স্বরূপ এই জানিয়া অন্তরে
সাজে না তোমারে পার্থ, শোক তা'র তরে । ২৫ ।
অথবা একপ যদি ভাব, মনজয় !
শরীরের জন্মমানে তা'র জন্ম হয়,
শরীর-বিনাশে হয় তাহার বিনাশ,
তথাপি অনাগ্য তব শোক, মহেবাস । ২৬ ।
জন্মিয়াছে যাহা তাহা অবশ্য মরিবে,
মরিয়াছে যাহা তাহা অবশ্য জন্মিবে,
লজ্জিতে এ বিধি কেহ কখন না পারে,
অতএব শোক মোহ সাজে না তোমারে । ২৭ ।

অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত ।

অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা ॥ ২৮ ॥

আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেনম্

আশ্চর্য্যবদ্ বদতি তথৈব চান্যঃ ।

আধার, ভূতানি—সকলজীব । অব্যক্তাদীনি—আদি অর্থাৎ তাহাদের দেহলাভের পূর্বাবস্থা অব্যক্ত, আমাদিগের জ্ঞানের অতীত । ব্যক্তমধ্যানি—মধ্যাবস্থায়, জন্ম ও মরণের মধ্যে স্থিতিকালে, ব্যক্ত, ইন্দ্রিয়গোচর হয় । অব্যক্তনিধনানি—নিধন, দেহনাশের পরে আবার অব্যক্ত । সুতরাং তত্র কা পরিদেবনা—সে বিষয়ে শোক বিলাপ কি ? (স্ত্রী) ।

আমরা যাহাকে নিধন বা মরণ বলি সে অবস্থায় জীবের যে ধ্বংস বা অত্যন্ত অভাব হয়, তাহা নহে । তখন জীব অব্যক্ত অদৃশ্য সূক্ষ্ম শরীরে বর্ত্তমান থাকে এবং কালে আবার ব্যক্ত সূক্ষ্ম শরীর প্রাপ্ত হয় । ২৮ ।

এই আত্মতত্ত্ব অতীব দুষ্কোষ । কশ্চিৎ—কেহ বা । এনং আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি ইত্যাদি । পশ্যতি—দেখে । বদতি—কীৰ্ত্তন করে । শৃণোতি—

দেহাত্মতত্ত্ব

ভূতগণের

ধ্বংস নাই

উৎপত্তির পূর্বে আর নিধনের পর,

ভূতচয় নাহি হয় ইন্দ্রিয় গোচর ।

যাথে মাত্র কিছু দিন প্রকাশিত রয়,

এ শোকবিলাপ তায় কেন, ধনঞ্জয় ? ২৮ ।

সুদুষ্কোষ আত্মতত্ত্ব কহিলু তোমায়

সাধনা-বিহনে ইহা বুঝা নাহি যায় ।

আত্মতত্ত্ব

দুষ্কোষ

থাকুক অস্ত্রের কথা শাস্ত্রজ্ঞ যে জন,

এ তত্ত্ব সম্যক্ সেও বুঝে না কখন ।

কেহ বা আশ্চর্য্যবৎ করে দরশন,

কেহ বা আশ্চর্য্যবৎ করয়ে কীৰ্ত্তন,

আশ্চর্য্যবচৈনমন্ত্যঃ শৃণোতি

শ্রদ্ধাপোয়নং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ ॥ ২৯ ॥

দেহী নিত্যমবধোহয়ং দেহে সর্ববশ্য ভারত ।

তস্মাৎ সর্বাণি ভূতানি ন হং শোচিতুমর্হসি ॥ ৩০ ॥

শ্রবণ করে । শ্রদ্ধা অপি কশ্চিৎ এব চ ন বেদ—কেহ বা দর্শন শ্রবণ বা কীর্ত্তন করিয়াও জানিতে পারে না (শ্রী) ।

সাধনা ব্যতীত এই আত্মজ্ঞান লাভ হয় না । তর্ক যুক্তিতে বুঝিলেও কথাটা আমাদের হৃদয়ে বড় প্রবেশ করে না, তদ্বিবরক জ্ঞান জাহ্নল্যমান প্রত্যক্ষ ব্যাপারে পরিণত হয় না ; সুতরাং ভ্রম ঘুচে না । ২৯ ।

অতঃপর আত্মতত্ত্ব প্রসঙ্গের উপসংহার করিতেছেন । অয়ং দেহী—দেহই আত্মা, জীবাত্মা । সর্বশ্চ দেহে অবধঃ । তস্মাৎ ইত্যাদি স্পষ্ট । আত্মা যখন অমর, তখন ভীষ্মাদির মরণ ধারণা তোমার ভ্রম, তুমি যুক্ত কর ।

১১—৩০ শ্লোকে আত্মতত্ত্ব বিবৃত হইল । ভীষ্মাদি নামধেয় জীবের বিনাশ-প্রসঙ্গে এই আত্মতত্ত্বের অবতারণা ; সুতরাং এই আত্মতত্ত্ব নিশ্চয়ই জীবাত্মার তত্ত্ব, পরমাত্মতত্ত্ব নহে । কিন্তু “নিত্য, অজ, অবিনাশী, সর্বব্যাপী” ইত্যাদি যাহা যাহা সেই জীবাত্মার স্বরূপরূপে উপদিষ্ট হইয়াছে, সে সকল পরমাত্মার স্বরূপ হইতে ভিন্ন নহে । অতএব স্পষ্ট বুঝা যায়,

কেহ বা আশ্চর্য্য চয় করিয়া শ্রবণ,

তিনিয়াও নাহি বুঝে কেহ বা কখন । ২৯ ।

চরাচরে সর্ব দেহে সকল সময়

বিরাজে অবধ্য আত্মা, ভরত-ভনয় !

যে জীবাশ্মার ও পরমাশ্মার মধ্যে স্বরূপতঃ কোন ভেদ ভগবান বলিতে-
ছেন না । আমরা ক্রমশঃ আরও স্পষ্ট ভাবে বুঝিব যে জীবাশ্মা ও পরমাশ্মা,
বাস্তবিকই হইে ভিন্ন বস্তু নহে । আশ্মা এক । তাহা অনাদি, অনন্ত,
অবিনাশী, নির্বিকার, সৰ্বব্যাপী । সেই এক অনন্ত সৰ্বব্যাপী আশ্মার
কিয়দংশ যখন প্রকৃতিস্থ হয় (১৩।২১), জীবের ভূতময় দেহে সংযুক্ত হয়,
তখন সেই ভূতদেহসংশ্লিষ্ট আশ্মাংশের নামই জীবাশ্মা হয় । জীবতাব্যুক্ত
আশ্মা—জীবাশ্মা । আর অনন্ত আশ্মার যে অংশ জীবের যে ভৌতিক
দেহে সংযুক্ত হয়, সেই অংশ, সেই দেহের সহিত এতই মাথামাথি
ভাবে থাকে, প্রকৃতির সবিকার সাক্ষ্য হুগ নামরূপাত্মক দেহেন্দ্রিয়ের
সহিত এত মিশিয়া যায়, যে তদ্বারা তাহার আপন স্বরূপ ঢাকা
পড়িয়া যায় এবং তাহা প্রকৃতির গুণ দ্বারা রঞ্জিত হইয়া পড়ে ।
ইহার ফলে জীবাশ্মা, নির্বিকার সৰ্বব্যাপী অনন্ত পরমাশ্মা হইতে
অভিন্ন হইয়াও যেন ভিন্ন হইয়া যায় ; যেন সবিকার, সাক্ষ্য, ক্ষুদ্র
হইয়া পড়ে । এইরূপে পরমাশ্মার অংশভূত জীবাশ্মা (১৫।৭ দেখ)
আপন স্বরূপ হারাইয়া, দেহের ধর্ম্ম স্মৃৎ হুঃখাদিকে যেন নিজ
ধর্ম্ম বলিয়া উপলব্ধিপর্যক, তদ্বারা অভিভূত হয় । আশ্মা যে স্বরূপতঃ
দেহ হইতে এবং দেহের ধর্ম্ম স্মৃৎ হুঃখাদি হইতে ভিন্ন, নির্বিকার
তত্ত্ব ; কেবল দেহের সহিত সম্বন্ধ-বশতঃ সবিকার কর্তা সাক্ষ্য কৰ্ম্ম করে
এবং কৰ্ম্মফল স্মৃৎ হুঃখাদির ভোক্তা হয়, এই তত্ত্ব হৃদয়ে অনুভূত হইলে,
আর স্মৃৎহুঃখে অভিভূত হইতে হয় না । এই জন্ত ভগবান গীতার প্রথমেই
আশ্মতত্ত্বের উপদেশ দিলেন । এখানে আশ্মতত্ত্ব বিরূত হইয়াছে ;
১৩।৫—৬ শ্লোকে দেহতত্ত্ব বিরূত হইবে । ৩০ ।

অতএব সৰ্ব্ব জীব যদি হত হয়,

তথাপি তাহাতে শোক সমুচিত নয় । ৩০ ।

স্বধৰ্ম্মমপি চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিতুমর্হসি ।

ধৰ্ম্ম্যাক্ষি যুদ্ধাচ্ছেয়োহন্যত্র কত্রিয়ন্ত ন বিতুষতে ॥ ৩১ ॥

অতঃপর স্বধৰ্ম্মপালনের প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিয়া বলিতেছেন, ভীষ্মাদির বিনাশ ধারণার তুমি এই যুদ্ধ পরিত্যাগে উত্তম ; এখন এই সাংখ্য জ্ঞানের আধারে দেখ (১১—৩০) তোমার সে ধারণা ভ্রমাত্মক । অতএব স্বধৰ্ম্মম্ অপি চ অবেক্ষ্য বিকম্পিতুম্ ন অর্হসি—তুমি তোমার স্বধৰ্ম্ম (যুদ্ধ) দর্শন করিয়া যে কম্পিত হইতেছ (১।২৯ দেখ) তাহা উপযুক্ত নহে । হি— কারণ । ধৰ্ম্ম্যাক্ষ যুদ্ধাৎ কত্রিয়ন্ত অন্যত্র শ্রেয়ঃ ন বিতুষতে—ধৰ্ম্ম যুদ্ধ অপেক্ষা কত্রিয়ের অন্য শ্রেয়ঃ নাই । পাণ্ডবেরা জ্ঞানতঃ প্রাপ্য রাজ্য প্রার্থনা করিলে যখন দুর্ঘোষন বলিল, বিনা যুদ্ধে সূচ্যত্র মেদিনী দিব না, তখন যুদ্ধই ধর্ম্মতঃ অবলম্বনীয়, নতুবা অধর্ম্মের, পাপাচরণের প্রশ্রয় দেওয়া হয় । অৰ্জুন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—কিসে আমার শ্রেয়োলাভ হইবে । ভগবান্ তাহার প্রথম উত্তর এই দিলেন, যে কত্রিয়ের ধর্ম্মযুদ্ধই শ্রেয়ঃ । ৩৮ শ্লোক হইতে অন্তান্ত কথা বলিবেন । ৩১ ।

এই আশ্বত্থ এবৈ অমৃতৈ বৃক্ষিণা

আপনার ভ্রম, পার্থ ! দেখ বিচারিয়া ।

ভ্রান্তিবশে ভীষ্মাদির ভাবিয়া বিনাশ

ধর্ম্মযুদ্ধ পরিহারে কর অতীলাষ ।

স্বধর্ম্ম

কম্পিত হতেছ তুমি স্বধর্ম্ম নেহারি,

পালনের

এ নর তোমার যোগ্য, কোরব-কেশরি !

গৌরব

এই যুদ্ধ ধর্ম্মযুদ্ধ, এ যুদ্ধের পর

অন্য আর কত্রিয়ের নাই শ্রেয়স্কর । ৩১ ।

যদৃচ্ছয়া চোপপন্নং স্বর্গদ্বারমপাবৃতম্ ।

সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ পার্থ লভন্তে যুদ্ধমীদৃশম্ ॥ ৩২ ॥

অথ চেৎ ভূমিমং ধর্ম্যং সংগ্রামং ন করিষ্যসি ।

ততঃ স্বধর্ম্যং কীর্ত্তিকং হিত্বা পাপমবাপ্স্যসি ॥ ৩৩ ॥

অকীর্ত্তিকাপি ভূতানি কথয়িষ্যন্তি তেহব্যয়াম্ ।

সম্ভাবিতশ্চ চাকীর্ত্তি মরণাদতিরিচ্যতে ॥ ৩৪ ॥

হে পার্থ ! যদৃচ্ছয়া উপপন্নম্—অপ্রাপ্তিতভাবে প্রাপ্ত । পাণ্ডবেরা যত্ন করিয়া এ যুদ্ধ উপস্থিত করে নাই । যাহাতে যুদ্ধ না হয়, তজ্জন্ত তাঁহারা যণাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন । অপাবৃতং স্বর্গদ্বারং—স্বর্গের মুক্ত দ্বারস্বরূপ । ইদৃশং যুদ্ধং সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ লভন্তে । কারণ ধর্ম্যযুদ্ধে জয় হইলে রাজ্যসুখ আর মৃত্যু হইলে স্বর্গসুখ লাভ হয় । ৩২ ।

অথ চেৎ—আর যদি । ধর্ম্যং—ধর্ম্যাসুগত । ইমং সংগ্রামং ত্বং ন করিষ্যসি ইত্যাদি । স্বধর্ম্যত্যাগ সকলের পক্ষেই পাপজনক । সেই পাপের ফল পরলোকে কি হয়, তাহা জানি না ; কিন্তু ইহলোকে তাহা যে পরম অমঙ্গল আনয়ন করে তাহা নিশ্চিত । স্বধর্ম্যত্যাগী অধুনা তন ভারতবাসী ইহার অতি জাজ্ঞ্যমান ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত । ৩৩ ।

ভূতানি চ—এবং সকললোকে । তে অব্যয়াং—দীর্ঘকালব্যাপিনী । অকীর্ত্তিং কথয়িষ্যন্তি । সম্ভাবিতশ্চ—মাননীয় ব্যক্তির । অকীর্ত্তিঃ । মরণাৎ অতিরিচ্যতে—মৃত্যু অপেক্ষাও অধিক । ৩৪ ।

অনায়াসে প্রাপ্ত, যেন মুক্ত স্বর্গদ্বার,

স্বধর্ম্যত্যাগে

হেন যুদ্ধ পারি সুখী ক্ষত্রিয়-কুমার । ৩২ ।

৩৩

না কর এ ধর্ম্য রণ মোহেতে মজিয়া

পাপভাগী হবে, ধর্ম্য কীর্ত্তি খোয়াইয়া । ৩৩ ।

শাস্তী অকীর্ত্তি তব ক'বে কত জন,

মানীর অকীর্ত্তি চেরে মঙ্গল মরণ । ৩৪ ।

ভয়াৎ রণাদুপরতং মংস্ত্রস্তে ত্রাং মহারথাঃ ।

যেষাঞ্চ ত্রং বহুমতো ভূত্বা যাস্ত্রসি লাঘবম্ ॥ ৩৫ ॥

অবাচ্যবাদাংশ্চ বহুন্ বদিস্মান্তি তবাহিতাঃ ।

নিন্দন্তুস্তব সামর্থ্যং ততো ত্রঃপতরং নু কিম্ ॥ ৩৬ ॥

ততো বা প্রাপ্সাসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ত্যসে মহীন্ ।

তস্মাদ্ উদ্ভিষ্ঠ কোন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ ॥ ৩৭ ॥

মহারথাঃ—দুর্যোধনাদি মহারথিগণ । ভয়াৎ রণাৎ উপরতং—তুমি ভয়বশতঃ যুদ্ধ ছইতে নিবৃত্ত ছইতেছ । মংস্ত্রস্তে—মনে করিবে । ত্রং যেষাং চ বহুমতঃ ভূত্বা লাঘবং যাস্ত্রসি—যে দুর্যোধনাদির নিকট মাননীয় ছইয়াছিলে, পরে আবার তাহাদেরই কাছে লজ্জা প্রাপ্ত ছইবে । ৩৫ ।

তব অহিতাঃ—শত্রুগণ । বহুন্ অবাচ্যবাদান্—অকণ্য কথা, কুকথা । বদিস্মান্তি—বলিবে, ইত্যাদি । ৩৬ ।

২।৬ শ্লোকে অর্জুন বলিয়াছেন, জয় ও পরাজয়ের মধ্যে কোন্টি যে শ্রেয়, তাহা বুঝিতেছি না, তদন্তরে বলিতেছেন, ততঃ বা স্বর্গং প্রাপ্সাসি ইত্যাদি স্পষ্ট ।

অর্জুন যে পাণ্ডিত্যের অভিমান করিতেছিলেন, তাহা যে রণা ; কীত্তিলোপের ভয়, অপঘণের ভয়, ইত্যাদি রাজসৌ বৃত্তি, কিরূপে তাঁচাকে দূরে প্ররোচিত করিবে, ৩১—৩৭ শ্লোকে তাহার ইঙ্গিত করিলেন । ৩৭ ।

স্বধর্ম ত্যাগে

দোষ

কি ভাবিবে বল দেখি মহারথিগণে,

প্রাণভয়ে অর্জুন বিরত এই রণে!

তোমাংরে মহান্ বলি মানিত যাহারা

কুদ বলি তুচ্ছভাবে হেরিবে তাহারা । ৩৫ ।

শত্রুগণ নিন্দা করি সামর্থ্য তোমার

অকণ্য বলিবে, কিবা ত্রঃপতর আর । ৩৬ ।

তত তও যদি, তবে পুর্গবাসী হবে,

জয়ী হও যদি আর রাষ্ট্রব্যর্থ্য পাবে ।

সুখদুঃখে সমে কৃতা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ ।

ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্যসি ॥ ৩৮ ॥

যুদ্ধে জয় হউক বা পরাজয় হউক উভয়েই অৰ্জুনের যে লাভ, ইহা বুঝাইলেন । কিন্তু ১।৩৬ শ্লোকে অৰ্জুন বলিয়াছেন যে, ছর্যোধানাদিকে বিনাশ করিলে তিনি পাপভাগী হইবেন । যে ভাবে যুদ্ধ করিলে পাপভাগী হইবেন না, এক্ষণে তাহা বলিতেছেন । ইহা পূর্বোক্ত সাংখ্যজ্ঞানের উপসংহার এবং পশ্চাৎ ব্যাখ্যাত কৰ্মযোগের উপক্রমণিকা । সুখদুঃখে সমে কৃতা—সুখ ও দুঃখ সমান জ্ঞান করিয়া অর্থাৎ সুখে হর্ষ ও দুঃখে বিষাদ পরিত্যাগ-পূর্বক, উভয় অবস্থাতেই চিত্তের সমতা রক্ষা করিয়া । এবং সুখ-দুঃখের কারণভূত, লাভালাভৌ—লাভ ও অলাভ । এবং লাভালাভের কারণভূত, জয়াজয়ৌ—জয় ও অজয় (পরাজয়) তুল্য জ্ঞান করিয়া । ততঃ—তদনন্তর । যুদ্ধায় যুজ্যস্ব—যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হও । এবম্—এই ভাবে কৰ্ম করিলে । পাপং ন অবাপ্যসি—পাপভাগী হইবে না ।

এখানে মৰ্ম্ম এই,—আত্মা স্বরূপতঃ নির্বিকার নিত্য অচল অকর তত্ত্ব । আত্মার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, সুখ নাই, দুঃখ নাই, লাভ নাই, অলাভ নাই । জন্ম মৃত্যু সুখ দুঃখ ইত্যাদি যাহা কিছু হয়, সে সব প্রকৃতিজ দেহেই হয় । এই তত্ত্ব বুঝিয়া, সেই নির্বিকার শাস্ত্র নিত্য স্বরূপে অবস্থান-পূর্বক কৰ্ম করিলে আর প্রকৃতির অনিত্য খেলা ও তজ্জনিত পাপ-পুণ্যাদি আমাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে না । এই সাংখ্য জ্ঞানের উপলব্ধি গীতোক্ত যোগের সোপান । ৩৮ ।

অতএব উঠ উঠ, কোরব-তনয় !

যুদ্ধের নিমিত্ত তুমি করহ নিশ্চয় । ৩৭

আত্মজ্ঞানে গুঢ় তত্ত্ব বলেছি সকল,

বুঝিয়াছ, শোক মোহ অজ্ঞানের ফল,

এষা তেহভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগে ত্রিমাং শৃণু ।
বুদ্ধ্যা যুক্তো যয়া পার্থ কৰ্ম্মবন্ধঃ প্রহাস্তসি ॥ ৩৯ ॥

অৰ্জুনের প্রশ্ন যে, “পার্য্যাম কি করা কর্তব্য; কি করিলে আমার শ্রেয়োলাভ হইবে” সাংখ্যজ্ঞানের আধারে তাহার উত্তর দিয়া, অতঃপর কৰ্ম্মযোগের আধারে তাহা বুঝাইবেন। ৩৯—৪১ শ্লোক সেই কৰ্ম্মযোগের গুণকীৰ্ত্তন ।

সাংখ্য—যদ্বারা বস্তুতত্ত্ব সম্যক্ প্রকাশিত হয় তাহা সাংখ্য, সম্যক্ জ্ঞান । তাহাতে প্রকাশমান যে আত্মতত্ত্ব, তাহা সাংখ্য । প্রাচীনেরা তত্ত্বজ্ঞান বা আত্মবিষয়ক জ্ঞানকে সাধারণভাবে সাংখ্য জ্ঞান বলিতেন ।

সাংখ্যে এষা বুদ্ধিঃ তে অভিহিতা—সাংখ্যজ্ঞানের আধারে তোমার এই উপদেশ দিলাম । এক্ষণে, যোগে তু ইমাং (বুদ্ধিং) শৃণু—কৰ্ম্মযোগ-জ্ঞানের আধারে এই বক্ষ্যমাণ উপদেশ শ্রবণ কর । কৰ্ম্মযোগ কি ৪৭—৪৮ শ্লোকে তাহা বলিবেন । যয়া বুদ্ধ্যা যুক্তঃ—যে বুদ্ধি লাভ করিলে । কৰ্ম্মবন্ধঃ প্রহাস্তসি—কৰ্ম্মবন্ধন ত্যাগ করিবে ।

জন্ম মৃত্যু সূখ দুঃখ নাহিক আশ্রয়,
নিকম্প অচল হির নিত্য নিকরিকার ।
আশ্রয় সে ভাব পার্থ ! হৃদয়েতে ধরি,
প্রশান্ত নিশ্চল ভাবে অবস্থিতি করি ।
সূখ দুঃখ, লাভালাভ, জয়পরাজয়,
তুল্য ভাবি, যুদ্ধ হেতু উঠ, ধনভয় !
এ ভাবে নিশ্চল চিত্তে করিলে সমর
পাপভর নাহি রয়, কুরুবংশধর ! ৩৮ ।

কৰ্ম্মযোগের

প্রশংসা

সাংখ্যজ্ঞান আধারে কহিলু সমুদায়,
কৰ্ম্মযোগতত্ত্ব এবে তুন পুনরায় ।
অমুরাগ জন্মে যদি অমুষ্ঠানে তার
কৰ্ম্মের বন্ধন আর রবে না তোমার । ৩৯ ।

নেহাভিক্রমনাশোহস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে ।

সঙ্গমপ্যস্ত ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ ॥ ৪০ ॥

কর্মবন্ধ—কর্মরূপ বন্ধন । আমরা যাহা করি, সে সকলের সংস্কার আমাদের মূহুর্ত্তে দেহে অঙ্কিত থাকে । মৃত্যুতেও সে সকল দূরীভূত হয় না ; ১৩।২১ দেখ । সেই সংস্কার সকলই আমাদের স্বভাব রূপে পরিণত হয় । তাহাতে যে বাসনাবীজ উপস্থ থাকে, পরজন্মে জীব তদনুরূপ যোনিতে জন্মলাভ করিয়া অনুরূপ আয়ুঃ ও ভোগ প্রাপ্ত হয় ;—পাতঞ্জলদর্শন সাধনপাদ, ১৩ সূত্র । সুতরাং কর্মই সংসার-বন্ধন । ৩৯ ।

ইহ—এই বক্ষ্যমাণ কর্মযোগে । অভিক্রমনাশঃ নাস্তি । অভিক্রম—উন্মোগ, আরম্ভ । ইহার উন্মোগ কখন নিষ্ফল হয় না । যোগবুদ্ধিতে কর্ম আরম্ভ করিলে, কোন প্রতিবন্ধকবশতঃ তাহাতে উদ্দিষ্ট ফললাভ না হইলেও সেই যোগবুদ্ধির অনুগামিনী চেষ্টার ফলে ক্রমশঃ উন্নতি হয়, ৬।৩৭—৪৪ দেখ ; সুতরাং তাহা নিষ্ফল নহে । কিন্তু কাম্য কর্ম অসিদ্ধ হইলে তাহা একবারেই নিষ্ফল । আবার কাম্য কর্মের অনুষ্ঠানে ত্রুটি হইলে তদ্বারা বিঘ্ন ও পাপসঞ্চয়ের সম্ভাবনা । কিন্তু কর্মযোগের মূল ধর্মবুদ্ধি, সুতরাং তদনুষ্ঠানে ত্রুটি হইলে তাহাতে প্রত্যবারঃ—বিঘ্ন, পাপ । ন বিদ্যতে । অস্ত ধর্মস্ত স্বল্পম্ অপি—ইহার অল্পমাত্র অনুষ্ঠানও । মহতঃ ভয়াৎ ত্রায়তে—সংসার পাশরূপ মহাতর হইতে পরিত্রাণ করে । ৪০ ।

কাম্য-কর্ম কর্মযোগে প্রভেদ বিস্তর ।

সংক্ষেপতঃ কহি তাহা শুন, নরবর !

কর্মযোগের

প্রশংসা

সকাম কর্মের চেষ্টা ব্যর্থ হ'তে পারে,

কিন্তু এই যোগে, যাহা কহিব তোমারে

তাহার উন্মোগ কভু বিফলে না যার,

কিন্তু তার অনুষ্ঠানে নাহি প্রত্যবার ।

মানব অত্যন্ত তার করি অনুষ্ঠান

মহান সংসার-ভয়ে পায় পরিত্রাণ । ৪০ ।

ব্যবসায়িক বুদ্ধিরে কেহ কুরুনন্দন ।

বহুশাখা হনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঃ ব্যবসায়িনাম্ ॥ ৪১ ॥

হে কুরুনন্দন ! ইহ—এই বক্ষ্যমাণ কর্মযোগে । ব্যবসায়িক বুদ্ধিঃ একা—একনিষ্ঠ নিশ্চয়িক বুদ্ধি (Determinate Reason) হইয়া থাকে । ব্যবসায়িনাম্—যাহাদের তাদৃশী নিশ্চয়িক বুদ্ধি নাই । তাহাদের বুদ্ধয়ঃ—বাসনায়িক কাম্যকর্মবিসয়িণী নানা বুদ্ধি । বহুশাখাঃ অনন্তাঃ চ—অসংখ্য ও নানা ভাগে বিভক্ত হয় ।

এই শ্লোকে বিশেষ প্রণিধান-যোগ্য অনেক কথা আছে ; তাহা দুইবার জ্ঞা, একটু মনস্তত্ত্বের আলোচনা আবশ্যক । প্রত্যেক কর্মারম্ভের পক্ষে নিম্নোক্ত মানসিক ক্রিয়া সকল হয় । (১) বাহ্য বিষয়ের অনুভূতি ক্রান্তিবিষয়ের দ্বারা দিয়া অন্তরে উপস্থিত হইলে, “মন” তাহাকে লইয়া “বুদ্ধির” সম্মুখে ব্যবস্থাপূর্বক স্থাপন করে । (২) “বুদ্ধি” তাহার স্বরূপ অবধারণ করে, তাহার সার অসার নির্ণয় করে, সে বিষয়ে কর্তব্যাকর্তব্য, তাহা গ্রাহ্য কিবা ত্যাগ্য, তাহা স্থির করে । বুদ্ধির এই সকল ব্যাপারের শাস্ত্রীয় নাম “ব্যবসায়” অথবা “ব্যবসায়” ; তজ্জ্ঞা বুদ্ধিকে ব্যবসায়িক বুদ্ধি বলে । অনন্তর তাহা ত্যাগ অথবা গ্রহণ করিবার জ্ঞা বাসনায়িক

একনিষ্ঠ স্থির বুদ্ধি এই যোগে হয়,

ধর্ম্মাধর্ম্ম-মোহ পার্থ, বাহাতে না রয় ;

সে শাস্ত্র নিশ্চল বুদ্ধি না হয় যা’দের

কর্মযোগের

কামনার বশীভূত হৃদয় তা’দের ।

কথা

স্বার্থকামী তা’রা করে কামনা অনন্ত,

অনন্ত কামনা বশে লালসা অনন্ত ;

অনন্ত লালসা বশে অনন্ত পন্থায়

বহুশাখা বুদ্ধি সেই নিরন্তর ধার । ৪১ ।

বুদ্ধির উদয় হয়। (৩) তখন মনই আবার তাহাকে বাহিরে আনিয়া উপযুক্ত কর্মেঞ্জিয়কে অর্পণ করে। তখন কর্ম আরম্ভ হয়।

এইরূপে প্রত্যেক বিষয়ের ঠিক ঠিক স্বরূপ নির্ণয় করা, সে বিষয়ে কার্য্যাকার্য্য নিরূপণ করা, বুদ্ধির মুখ্য ধর্ম্য হইলেও কার্য্যক্ষেত্রে কিন্তু অল্প রূপ দেখা যায়। কারণ বুদ্ধিও অন্যান্য শারীরিক বৃত্তির জায় একটা বৃত্তিমান। সংস্কার, সংসর্গ ও আহাৰাদিতে তাহাও ত্রিনিধি—সাহিত্যিকী রাজসী ও তামসী; ১৮।৩০—৩২ দেখ। ওদিকে সংসারে বিচার্য্য বিষয়ও বহু; যথা,—কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, রাজ-বিধান ইত্যাদি। ইহাদের প্রত্যেকটাই আমাদের স্বার্থ-বিজড়িত। যেখানে স্বার্থ বর্তমান, সেখানে সেই স্বার্থবোধ তাহার বুদ্ধিকে আপনার দিকে টানিয়া লয়। তখন তাহার সে বুদ্ধি আর স্থির নিশ্চল শুদ্ধ থাকে না; সুতরাং সেই স্বার্থমাগা বুদ্ধি যাহা বুদ্ধিমান, যেরূপ কর্তব্য নির্ণয় করে, অন্তের অপরবিধ স্বার্থমাগা বুদ্ধিতে তাহা কর্তব্য বলিয়া প্রতিপন্ন হয় না।

কেবল নিষ্কল সাহিত্যিকী বুদ্ধিই ঠিক ঠিক কার্য্যাকার্য্য নির্ণয় করিতে পারে; অতএব বাহাতে নিষ্কল সাহিত্যিকী বুদ্ধির বিকাশ হয়, অগ্রে তাহাই করিতে হইবে। “বুদ্ধি” বিত্ত্ব সাহিত্যিক শাস্ত্র স্থির হইবে, “মন” বুদ্ধির অনুগত থাকিবে, তবে মনের বশীভূত ইঞ্জিয়গণ ঠিক ঠিক কার্য্য করিবে। তবে সাহিত্যিক কার্য্য (১৮।২৩) করা সহজ ও স্বাভাবিক হইয়া যাইবে। পরবর্তী “বুদ্ধৌ পরমম্ অবিচ্ছ” (২।৪২) প্রভৃতি বাক্যের লক্ষ্য এই সাহিত্যিকী ব্যবসায়িক বুদ্ধি। তাহার অভাবে, অন্তরে বাসনাত্মিক বুদ্ধির বিবিধ তরঙ্গ উখিত হইতে থাকে এবং কু-কার্য্যকে সুকার্য্য বোধে, তদনুষ্ঠানে প্রবৃত্তি জন্মে।

এখন শ্লোকের মর্ম্ম দেখিব। বক্ষ্যমাণ এই কর্ম্মযোগে পূর্ব্বোক্ত সাহিত্যিকী বুদ্ধির বিকাশ হয়; সাহিত্যিকী বুদ্ধির বিকাশের সহিত সাহিত্যিক জ্ঞানে হৃদয় উদ্ভাসিত হয়। তখন প্রকৃত কার্য্যাকার্য্য নির্ণীত হয়।

অধ্যায়] “যুক্ত” “যোগী” প্রতিষ্ঠা শব্দের লক্ষ্য, ব্যবসায়িক বুদ্ধি। ৫৯

সাহিত্যিক ধৈর্যের দ্বারা মন প্রাণ ও ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া সংযমিত হয় এবং তখন সাহিত্যিক কর্মচারণ স্বাভাবিক হইয়া পড়ে। তাহাদের সেই শাস্ত হির সাহিত্যিক বুদ্ধি নাই, তাহারা কামনার বশীভূত হইয়া কর্ম করে। তাহাদের মন বাসনাত্মিক বুদ্ধির বশে, নানাদিকে ধাবিত হয়। অর্থ যশাদি নানা বিষয় কামনা করে। কিন্তু অর্থে লোভ করিলে যশ হয় না, বশে লোভ করিলে অর্থ হয় না; ইত্যাদিরূপে কোন দিকেই উৎকর্ষ লাভ হয় না; কিন্তু নিকাম কর্তব্যনিষ্ঠ বুদ্ধিতে সে দোষ হয় না।

কর্মযোগের কার্য, ব্যবসায়িক বুদ্ধিকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করা এবং বাসনাত্মিক বুদ্ধিকে শুদ্ধ করা। পশ্চাত্ত্ব হিতপ্রজ্ঞ মহাত্মার হৃদয়ে এই দুয়েরই সমাবেশ থাকে। এই ব্যবসায়িক এবং বাসনাত্মিক বুদ্ধিই পাশ্চাত্য পণ্ডিত (Kant) কান্টের Pure Reason এবং Practical Reason। বুদ্ধির এই স্বরূপ সর্বদা মনে না থাকিলে গীতা বুঝা যায় না। “বুদ্ধিমান্” “বুদ্ধিযুক্ত” অথবা কেবল “যুক্ত” কিবা “যোগী” শব্দের লক্ষ্য এই হির শাস্ত নিশ্চল নিশ্চল বুদ্ধি।

আমরা ক্রমশঃ দেখিব, মানুষের বাহ্য মনুষ্যত্ব, তাহা এই বুদ্ধির উপরেই প্রতিষ্ঠিত। “অর্থ-কাম” যেখানে জীবনের চরম লক্ষ্য, সেখানে বাসনাত্মিক বুদ্ধির মলিনতা যায় না; সেখানে কখনই প্রকৃত “মানুষ” জন্মায় না। কার্য্যাকার্য্য জ্ঞান, সত্যনিষ্ঠা, ইন্দ্রিয়সংযম, সমদৃষ্টি, স্বার্থত্যাগ, কর্তব্যপ্রেম, সাহস, ধৈর্য্য, কার্য্যকুশলতা, দয়া, তত্ত্ব ইত্যাদি বাহ্য কিছু বুদ্ধি মানবকে মানবের জীবজাতি হইতে উর্দ্ধে রাখিয়া থাকে, সেই সমুদায়ের মূল ঐ “ব্যবসায়িক বুদ্ধি।”

একদিন ভারতে এই “বুদ্ধি” ছিল; একদিন ব্রহ্মচারিব্রতধারী ছাত্রগণ পঠদশাতেই, উপযুক্ত শিক্ষার প্রভাবে, তাহা লাভ করিত। তাহার ফলে এক দিন ভারতে জ্ঞান ঐশ্বর্য্য গৌরব ছিল, সত্যনিষ্ঠা বিশ্বাস প্রজ্ঞা তত্ত্ব ছিল। অধুনাতন ধর্ম্মচার্য্যগণ শিখাইতেছেন, সংসার কিছু নয়, মারা,

যাম্ ইমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ ।

বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদ্ অস্তীতি বাদিনঃ ॥ ৪২ ॥

মিথ্যা। লৌকিক বিষয়, লৌকিক কর্ম, সরই পাপ। যত শীঘ্র পার, সে সব ছাড়িয়া পলাইয়া যাও ; নির্দোষ লাভ হইবে। আমরা সংসার ছাড়িয়া পলাইতে পারি নাই ; কিন্তু কর্ম ছাড়িয়াছি। তাহার ফলে সে সাদ্বিকী বুদ্ধি গিয়াছে ; সঙ্গে সঙ্গে, জ্ঞান গৌরব ঐশ্বর্য্য বীৰ্য্য গিয়াছে এবং তৎ-পরিবর্তে তামসীবুদ্ধি-সম্মত অজ্ঞান-আলস্য-প্রমাদ-মোহ-ঘোরে আমাদের অন্তঃকরণেই নির্দোষ লাভের উপক্রম হইয়াছে। ইতিহাস আলোচনায় দেখা যায় যে, যে দিন হইতে আমাদের মধ্যে কর্মের সহিত সম্বন্ধশূন্য সম্মাস, যোগ বা ভক্তিকর্মের প্রবলতা হইয়াছে, লৌকিক কর্ম হইতে ধর্ম্য বিচ্ছিন্ন হইয়াছে, সেই দিন হইতেই আমাদের জাতীয় জীবনের দ্রুত অধঃপতন। ৪১

সকাম কর্ম অপেক্ষা নিকাম কর্ম চারি বিষয়ে শ্রেষ্ঠ। (১) ইহা একেবারে নিষ্ফল হয় না ; (২) অসিদ্ধ হইলেও মনস্তাপের কারণ হয় না ; (৩) ইহাতে মন নানা দিকে ধাবিত হয় না ; (৪) এবং পাপ-সঞ্চয়ের সম্ভাবনা নাই।

কিন্তু বুদ্ধিযোগে অনুষ্ঠিত কর্ম জৈদৃশ মঙ্গলকর ও নিরবশ্য হইলেও সাধারণে তাহা ত্যাগ করিয়া সকাম কর্ম করে, কারণ তাহারা বেদের কদর্থকারীদের কথায় বিশ্বাস করিয়া ভ্রমে পতিত হয়। ৪২—৪৬ শ্লোকে সেই ভ্রমের নিরাস করিতেছেন।

অবিপশ্চিতঃ বেদবাদরতাঃ . . . যাম্ ইমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্তি, তয়া (বাচা) অপহৃতচেতসাং ভোগৈশ্বর্য্য-প্রসক্তানাং ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে।

বৈদিক কর্মের ফল করিয়া শ্রবণ
অনুরক্ত তাহে যত মূঢ়মতিগণ,

কামাত্মানঃ স্বৰ্গপরা জন্মকৰ্মফলপ্রদাম্ ।

ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্যাগতিং প্রতি ॥ ৪৩ ॥

ভোগৈশ্বর্যাপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম্ ।

ব্যবসায়ান্তিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে ॥ ৪৪ ॥

অবিপশ্চিতঃ—মৃত । বেদবাদরতাঃ—যাহারা “বেদের মুখ্য তাৎপর্য না জানিয়া অর্থবাদে রত ।” ন অকৃত্য অস্তি ইতি বাদিনঃ—বেদোক্ত কাম্য-কৰ্ম্মাশ্রয়ক ধৰ্ম্মব্যতীত আর কিছু ধৰ্ম্ম নাই, একরূপ যাহারা বলে । তাহারা কামাত্মানঃ—কামবশচিত্ত । এবং স্বৰ্গপরাঃ—স্বৰ্গলাভই তাহাদের পরম পুরুষার্থ ।

জন্ম-কৰ্ম্মফলপ্রদাং—জন্মই কৰ্ম্মের ফল, যাহা তাহা প্রদান করে (৭২) । জন্ম, তত্র কৰ্ম্ম ও কৰ্ম্মফল যাহা প্রদান করে (ত্রী) মৰ্ম্মার্থ একই । ভোগৈশ্বর্যা-গতিং প্রতি—ভোগৈশ্বর্যা-প্রাপ্তির সাধনভূতা । গতি—প্রাপ্তি । ক্রিয়া-বিশেষ-বহুলাং—ক্রিয়াবিশেষের বাহুল্য যাহাতে । তাদৃশী যাং পুষ্পিতাং—পুষ্পিতা বিষলতা-সদৃশী আপাতরমণীয়া । ইমাং বাচং—স্বর্গাদিকলঙ্কতিমূচক এই যে বাক্য । প্রবদন্তি—বলে ।

ভোগৈশ্বর্যে প্রসক্তানাং—আসক্তচিত্ত । এবং তয়া অপহৃতচেতসাং—পুলোক্ত বাক্যে কৃতজ্ঞান ব্যক্তিগণের । ব্যবসায়ান্তিকা—একনিষ্ঠা । বুদ্ধিঃ । সমাধৌ ন বিধীয়তে । সমাধি—চিত্তের সম্পূর্ণ একাগ্র অবস্থা । ন বিধীয়তে—উৎপন্ন হয় না । কৰ্ম্মকর্তৃ-বাচ্যে প্রয়োগ (ত্রী) । তাদৃশী একাগ্র বুদ্ধির উদয় হয় না, যাহা সমাধিস্থ হইবার যোগ্য । ৪২-৪৩

কৰ্ম্মকাণ্ডে বেদের বিহিত কাম্য কৰ্ম্ম,

সকাম

কহে যারা ইহা ভিন্ন নাহি আর ধৰ্ম্ম ;—

কন্মেন

কামনার বশীভূত থাকিয়া সংসারে

ভোগ

স্বৰ্গই পরম পদ যারা মনে করে,

এই স্থান হইতে গীতার বিশেষত্ব বড় পরিস্ফুট । গীতার ভিত্তি মূলতঃ বেদান্ত—উপনিষদ । কিন্তু গীতা সেই বৈদান্তিক কাঠামোর উপর, প্রাচীন আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক সম্পদের সার অংশটুকু মিশাইয়া দিয়া মানব-জাতিকে যে অতুল ধর্মামৃত দান করিয়াছে, তাহা অপূর্ব ।

বেদের জ্ঞানকাণ্ড প্রধানতঃ সত্ত্বগুণকে অবলম্বন করিয়া সন্ন্যাসাদি নিবৃত্তি ধর্মের উপদেশ দিয়াছেন । সাংখ্যাদি শাস্ত্র ইহার অনুবর্তী । এই মতে জগদতীত গুণাতীত ব্রহ্মই পরম তত্ত্ব । তাহাতে সংসার নাই, জগৎ নাই, জগতের কোন ব্যাপার নাই । তাহা লাভ করাই জীবের পরমা গতি । তাহার উপায় জ্ঞান । যতদিন উপযুক্ত জ্ঞানের বিকাশ না হয়, ততদিন কর্ম উপযোগী হইতে পারে । কিন্তু মুক্তির সাধকের পক্ষে কর্ম অবশ্যই বর্জনীয় । সনাজে মানুষে মানুষে যে মধুর সম্বন্ধ তাহা ত্যাগ করিয়া, সংসারের সমুদায় আনন্দ বিসর্জন দিয়া, কোন নিভৃত আশ্রমে থাকিয়া সাধকে কঠোর তপশ্চরণ করিতে হইবে । এই নীরস কঠোর পন্থাকে দূর হইতে প্রণাম করিয়া অনেকেই যে সরিয়া পড়িবে, ইহা খুবই স্বাভাবিক ।

আর বেদের কর্মকাণ্ড প্রধানতঃ সত্ত্বাভিমুখী রাজোগুণকে অবলম্বন করিয়া যজ্ঞাদি প্রবৃত্তি ধর্মের উপদেশ দিয়াছে । মীমাংসাদি শাস্ত্র ইহার অনুবর্তী । কিন্তু যে আধ্যাত্মিক জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত সত্যকে অবলম্বন করিয়া যজ্ঞাদি প্রবৃত্তি ধর্মের বিধান হইয়াছে, গীতা দেখিল, যে সেই আধ্যাত্মিক দিকটা চাপা পড়িয়া গিয়াছে । সুতরাং তাহাও আশানুরূপ ফলপ্রদ হইতেছে না ।

ভোগৈশ্বর্য্য-সাধনের উপায়-স্বরূপ

কহে তা'রা কাম্য-কর্ম কথা বহুরূপ ;

প্রস্তুট কুসুমরাশি মনোজ যেমন

সে সকল কথা, পার্থ ! মনোজ ভেমন ;—

ত্ৰৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিত্ৰৈগুণ্যো ভবাজ্জুন ।

নির্ঘন্থো নিত্যসব্ধন্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্ ॥ ৪৫ ॥

এই সমুদায় গহন ভাষের মীমাংসার গীতার ব্যবস্থা অতীব বিচিত্র । গীতা প্রথমেই কৰ্মকাণ্ডী মীমাংসকগণকে লক্ষ্য করিয়া বাহা বলিয়াছে, ৪২-৪৪ শ্লোকে তাহা দেখিলাম । মীমাংসকদিগের কথাকে গীতা “পুন্পিতাং কথাম্” বলিয়াছে । পুন্পিতাং বাক্য—ফুল ফোটান কথা । দজ্জাদির ফলে স্বর্গস্থ ভোগের কথা, যেমন প্রস্তুত ফুল—বাহিরে বড় মনোরম কিন্তু অন্তঃসারশূন্য । তারপর উভয় সম্পদায়কেই লক্ষ্য করিয়া গীতা ব্রহ্মগন্তোর নির্ঘোষে বলিতেছে, ত্ৰৈগুণ্যবিষয়া বেদা ইত্যাদি । ৪৪ ।

বেদাঃ ত্ৰৈগুণ্যবিষয়াঃ—সব্ব রজ ও তমোগুণের যে সমষ্টি, তাহার নাম ত্ৰৈগুণ্য । বেদসমূহের বিষয় Subject এই গুণত্রয় লইয়া । সব্বগুণ-প্রধান নিবৃত্তি প্রভৃতিকে অবলম্বন করিয়া বেদের জ্ঞানকাণ্ড আর রজো-গুণ-প্রধান প্রবৃত্তি প্রভৃতিকে অবলম্বন করিয়া বেদের কৰ্মকাণ্ড । উভয়ত্রই একটি গুণ প্রবল ও অপর দুইটী দুর্বল ভাবে বর্তমান । অতএব

কাম্য-কৰ্ম ফল-প্রদ, শ্রুতি-সুখকর,

বহুক্রিয়াপূর্ণ কণা বড় মনোহর ।

কাম্য কৰ্মে

ভোগৈশ্চৈব সমাসক্ত অবিবেকিগণ

বুদ্ধি হির

সে সকল বাক্যে হয় অপজ্ঞত-মন ;

হয় না

তা'দের সে কামবশা বুদ্ধি, ধনঞ্জয় !

নিশ্চল নিশ্চল হির কখন না হয় । ৪২—৪৪ ।

জ্ঞানকাণ্ডে বেদের প্রবল সব্বগুণ,

কৰ্মকাণ্ডে পুনরায় বলী রজোগুণ,

বেদের

উভয়ত্র অত্র দুই কীণবল রয়,

বিষয়

এইহেতু সৰ্ববেদ ত্ৰৈগুণ্যবিষয় ।

উভয়ত্রই তিনটি গুণই বর্তমান এবং ত্রিগুণসমূহ প্রবৃত্তি নিবৃত্তি, অমুরাগ বিরাগ, সুখ দুঃখ প্রভৃতি বন্দ ভাব বর্তমান । এ সমুদায় নীচের প্রকৃতির খেলা । তজ্জন্ত বলিতেছেন, হে অৰ্জুন ! নিম্নৈশ্বৰ্য্যঃ তব—নীচের প্রকৃতির ত্রিগুণের ধর্মের উপরে যাও । ত্রিগুণসমূহ প্রবৃত্তি নিবৃত্তি, ভালবাসা ঘৃণা, আদর অনাদর, সুখ দুঃখ প্রভৃতি বন্দ ভাবে বিমুক্ত না হইয়া নিবন্দ হও । এবং নিত্যসংগ্রহ—সৰ্ব্বদা “ধৃত্যৎসাহসমম্বিত” হইয়া । সহ—ধৈর্য্য, উৎসাহ, তেজ, (গীতা ১৭.৮, ১৮.২৬ দেখ) । নির্যোগক্ষেমঃ—যোগক্ষেমের অতীত হও । সাধারণ মানুষ যাহা পাইয়াছে তাহার রক্ষার জন্ত, আর যাহা পায় নাই তাহা পাইবার জন্ত ব্যস্ত হয় । কিন্তু ওপকল প্রকৃতির নিয়মে হয় । তুমি সেদিকে দৃষ্টি আবদ্ধ না রাখিয়া তাহার উপরে যাও । আত্মবান্ হও—আপনার মহিমায়, আপন স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত (Self-controlled) হও । তুমি যে নিত্যশুদ্ধ, নিত্যযুক্ত “অমৃতের পুত্র” । তুমি প্রকৃতির সর্ববিধ ভাববিকারের অতীত । প্রবৃত্তি নিবৃত্তি, অমুরাগ বিরাগ প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিকারে তুমি বদ্ধ হইও না । প্রকৃতির গুণত্রয়ের মধ্যে একটিও যতক্ষণ তোমার উপর আধিপত্য করিবে যতক্ষণ রাগ দ্বেষ ভালবাসা ঘৃণা প্রভৃতি বন্দভারে আবদ্ধ থাকিবে । তখন তুমি সুখ দুঃখ লাভ অলাভ প্রভৃতি নীচের প্রকৃতির বন্ধনে বদ্ধ রহিলে । ৪৫ ।

ত্রিগুণায়ক

ত্রিগুণের অধীনতা পরিহার করি

ত্রিগুণাতীত

তাহাদের পারে যাও, কোরব-কেশরী ।

হইতে

ত্রিগুণজ বন্দ ভাবে না হবে আকুল,

হইবে

অপ্রাপ্ত বস্তুর তরে না হও ব্যাকুল,

লব্ধ বস্তু রক্ষাতরে ব্যস্ত না হইবে ।

ধৃত্যৎসাহ সমাশ্রয়ে আত্মবশে রবে । ৪৫

যাবান্ অর্থ উদপানে সর্বতঃ সংপ্নুতোদকে
 তাবান্ সর্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ ॥৪৬॥
 কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন ।
 মা কর্মফলহেতু ভূর্মাতেসম্ভোহস্তকর্মণি ॥ ৪৭ ॥

পুনশ্চ, সর্বতঃ সংপ্নুতোদকে (দেশে)—যেখানে সকল স্থানই জলে
 প্রাবিত ; কূপ, পুকুরিণী ইত্যাদি জলে ভূবিয়া একাকার। সেখানে
 উদপানে যাবান্ অর্থ—কূপাদিতে যাদৃশ প্রয়োজন অর্থাৎ প্রয়োজন থাকে
 না। যাহাতে উদক অর্থাৎ জল পান করা যায়, তাহা উদপান, পুকুরিণী
 প্রভৃতি। তদ্রূপ বিজানতঃ ব্রাহ্মণস্য—ব্রহ্মবিৎ জ্ঞানীর পক্ষে। সর্বেষু
 বেদেষু তাবান্ অর্থঃ—সমস্ত বেদে তাদৃশ প্রয়োজন নাই। অন্তরে জ্ঞানের
 আলোক জালিয়া লইবার জন্য বেদাদি শাস্ত্র আবশ্যক, কিন্তু সে
 আলোক বাহার জালিয়াছে, তাহার আর সে সব শাস্ত্রে প্রয়োজন কি ?

৪২—৪৬ শ্লোকে একটু বেদ-নিন্দা আছে বলিয়া অনেকে মনে
 করেন। বস্তুতঃ কিন্তু তাহা নহে। বেদের অসম্যক অর্থের প্রতিষ্ঠিত
 যে সকল সাম্প্রদায়িক মত আছে, ও সকল তাহাদেরই নিন্দা। ৪৬।

অতঃপর ৪৭—৪৮ শ্লোকে ভগবান্ স্বীয় অনুমোদিত উপদেশ
 দিতেছেন। কর্মণি এব তে অধিকারঃ—কর্ম্মই তোমার অধিকার
 আছে। ফলেষু কদাচন মা—কিন্তু সেহে কর্ম্মসমূহের ফলে তোমার কখন

প্রাবিত সকল স্থান সলিলে যেখানে
 কূপাদির প্রয়োজন যেমন সেখানে,
 তেমনি বৈদিক কর্ম্ম প্রয়োজন তাঁর
 তদ্রূপ ব্রাহ্মণ যিনি, কোরব-কুমার। ৪৬।
 কর্ম্মই তোমার পার্থ, আছে অধিকার,
 কর্ম্মফল কভু নয় আরস্ত তোমার।

কর্ম্মযোগের

যোগস্থঃ কুরু কৰ্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয় ।

সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যাঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে ॥৪৮॥

অধিকার নাই । ফলাফল তোমার একত্বারে নয় । আর তুমি কর্মফল-
হেতুঃ মা ভূঃ—কর্মফলে হেতুর্যশ্চ স কর্মফলহেতুঃ । কর্মে ফললাভই বাহার
কর্মে প্রবৃত্তিহেতু (motive) সে কর্মফলহেতু । তুমি মাত্র ফলের
লোভে কর্ম করিও না । অতঃপক্ষে, অকর্ম্মণি তে সঙ্গঃ মা অস্ত—কর্ম্ম-
ত্যাগে যেন তোমার অনুরাগ আসক্তি নেশা না হয় । ৪৭ ।

এইরূপে, হে ধনঞ্জয় ! সঙ্গং ত্যক্ত্বা যোগস্থঃ সন্—ফলের আশায় কর্ম্ম
করা এবং কর্ম্ম পরিত্যাগ করা,—দুইয়েরই আসক্তি ত্যাগ করিয়া । এবং
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যাঃ সমোভূত্বা—কর্ম্মের সফলতা ও বিফলতার চিন্তকে সমানভাবে
স্থির রাখিয়া । যোগস্থঃ সন্ কর্ম্মাণি কুরু—যোগস্থ হইয়া কর্ম্ম কর । সমত্বং
যোগঃ উচ্যতে—চিন্তের সাম্যাবস্থাই যোগ নামে অভিহিত হয় ।

এই শ্লোকে “সঙ্গং ত্যক্ত্বা”—আসক্তি ত্যাগ করিয়া, এই কথাটির উপর
বিশেষ মনোযোগ আবশ্যক । আসক্তি দুই প্রকারে হয় । প্রথম বিষয়-

চতুঃশ্লোকা

অতএব যাহা কিছু কর, হে পাণ্ডব !

ফলের আশায় মাত্র না কর সে সব ।

ছাড়িবে ফলাশা, কিন্তু রেখ সদা মনে,

অনুরাগী হইও না কর্ম্ম বিসর্জনে । ৪৭ ।

না ভাবি অসিদ্ধি সিদ্ধি, যোগস্থ হইয়া,

কর্ম্মযোগ

“আমি কর্ত্তা” অভিমান দূরে সরাইয়া,

ফলের লালসা হৃদে না করি পোষণ

স্থির চিন্তে কর্ম্ম কর, ভরত নন্দন !

সিদ্ধ হয় কর্ম্ম যদি অসিদ্ধ বা হয়,

উভয়ে যে সমবুদ্ধি তারে যোগ কর । ৪৮ ।

অধ্যায়] বুদ্ধিকে “সম” করিয়া কৰ্ম কর—ইহাই “যোগ” । ৬৭

উপভোগের প্রতি আসক্তি । ইহার নামান্তর অমুরাগ । দ্বিতীয় বিষয় ভোগ ত্যাগের প্রতি আসক্তি । ইহার নামান্তর বিরাগ । অনেকের পলান্ন না হইলে ভোজন হয় না, আবার অনেকের আতপত'গুল হবিষ্ণান্ন না হইলে ভোজন হয় না । এই দুইটাই আসক্তি বা নেশা । অতএব আসক্তি ত্যাগের অর্থ ভোগ ও বিরাগ—দুইয়েরই নেশা ত্যাগ করা ।

লোকে সাধারণতঃ কিছু না কিছু উদ্দেশ্য সিদ্ধির উদ্দেশে কৰ্ম্মবিশেষে প্রবৃত্ত হয় । “মা কৰ্ম্মফলহেতুঃ ভূঃ” বাক্যে তাদৃশ উদ্দেশ্যের প্রতি নেশা রাখিয়া যে কৰ্ম্ম, তাহা নিষিদ্ধ হইয়াছে । ইহা প্রবৃত্তির নিষেধ । আর “মা তে সঙ্গঃ অন্ত অকৰ্ম্মণি” বাক্যে, কৰ্ম্মত্যাগের প্রতি নেশা নিষিদ্ধ হইয়াছে । ইহা নিবৃত্তির নিষেধ । এইরূপে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি উভয়েরই যুগপৎ নিষেধ এবং বিধান করিয়া, গীতা উভয়ের বিরোধ দূরীভূত করিয়া, উভয়ের মধ্যে শ্রীতি সংস্থাপনপূৰ্ব্বক কহিলেন, যে প্রবৃত্তি নিবৃত্তি, ভোগ ও বিরাগ উভয়েরই নেশা পরিত্যাগপূৰ্ব্বক তোমার কৰ্ম্ম করিয়া যাও । একটা ছাড়িয়া আর একটিকে ধরিলে, গুণত্রয়ের উপরে যাও না, নিতৈশ্ব'গুণ্য নিব্ব'ন্দ্ব হওয়া যায় না । যে আসিবার সে আসিবে, যে যাইবার সে যাইবে । ওসব প্রকৃতিগুণের খেলা । গুণা গুণেষু বৰ্ত্তন্তে (৩.২৮) । সে দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া আশ্রয়ান্ হও ।

যাহা হইতে গীতার সৃষ্টি, যাহা অৰ্জুনের মূল প্রশ্ন, “যৎ শ্রেয়ঃ স্তাৎ নিশ্চিতং ক্রুহি তন্মে,—যাহাতে আমার শ্রেয়োলাভ হয়, তাহা নিশ্চয় করিয়া আমাকে বলুন”—অৰ্জুনের এই যে “কৰ্ম্মজিজ্ঞাসা” বা “ধৰ্ম্ম-জিজ্ঞাসা,”—এই কৰ্ম্মযোগই তাহার উত্তর । অৰ্জুন উপলক্ষ্য মাত্র, পরন্তু ইহা সকলের পক্ষেই ঠিক সমান । মা কৰ্ম্মফলহেতুর্ভূ-র্মা তে সঙ্গোহ'ন্ব-কৰ্ম্মণি—ভবিষ্যৎ ফলের আশায়মাত্র কৰ্ম্মে প্রবৃত্ত হইও না ; কিন্তু তা' বলিয়া, কৰ্ম্ম ত্যাগে আগ্রহ করিও না । সংসারের কৰ্ম্মচক্রের যে অংশটুকু তোমার ভাগে আসিয়া পড়িয়াছে, তাহা নিকাম শুদ্ধ শাস্ত চিন্তে, সরল

দুরেণ হবরং কর্ম বুদ্ধ্যিযোগাদ্ ধনঞ্জয়।

বুদ্ধৌ শরণম্ অন্নিচ্ছ কৃপণাঃ ফলহেতবঃ ॥ ৪৯ ॥

প্রাণে করিয়া যাও। তদ্বারাই তোমার শ্রেয়োলাভ হইবে, তুমি অনামক মোক্ষধামে গমন করিবে (২।৫১)। ইহাই অর্জুনের প্রশ্নের উত্তর, ইহাই গীতার অপূর্ণ “কর্ম-মীমাংসা”—গীতার মুখ্য তাৎপর্য (তিলক)।

১১—৩৮ শ্লোকে ভগবান্ যে সাংখ্যজ্ঞানের উপদেশ দিয়াছেন, তাহার মর্ম এই পর্য্যন্ত যে অর্জুনের শোকমোহ কেবল ভ্রম। জীবাত্মা নিত্য বস্তু, তাহার জন্ম মরণ নাই; আর জীবের যে মরণ, তাহাতে জীবের ধ্বংস হয় না; তখন সে অদৃশ্য সূক্ষ্ম শরীর প্রাপ্ত হইয়া থাকে মাত্র (২।২৮)। সুতরাং জীষাদির বিনাশ ভাবনার যুদ্ধ ত্যাগ করা সম্পূর্ণ ভ্রম। তদ্বারা অর্জুন ধর্ম ও কীর্তি খোঁরাইয়া পাপভাগী হইবেন (২।৩৩)। সাংখ্যজ্ঞানে সেই শোক মোহ অপনৌত করিয়া কর্মযোগাচরণই কর্তব্য। ৪৮।

হে ধনঞ্জয়! বুদ্ধ্যিযোগাৎ (কর্মণঃ)—এই বুদ্ধ্যিযোগে অনুষ্ঠিত কর্ম হইতে (শং)। অন্নিচ্ছ (রামা) অর্থাৎ কাম্য কর্ম (শ্রী)। দুরেণ হি অবরম্—নিশ্চয়ই অত্যন্ত নিকৃষ্ট। অবর—নিকৃষ্ট। অতএব বুদ্ধৌ শরণম্ অন্নিচ্ছ—যোগবুদ্ধির আশ্রয় প্রার্থনা কর; বুদ্ধ্যিযোগে কর্ম করিতে যেন মতি থাকে, একরূপ প্রার্থনা কর। ফলহেতবঃ—যাহারা ফলের আশায় কর্ম করে, তাহারা। কৃপণাঃ—দীন, ক্ষুদ্রাশয়।

এখানে “বুদ্ধ্যিযোগ হইতে কাম্য কর্ম নিকৃষ্ট” এই উপদেশের মর্ম, আরও বিশদভাবে বুঝিতে হইবে। সাংখ্যিকী বুদ্ধির চারি রূপ,—(১) জ্ঞান (২) ধর্ম (৩) বৈরাগ্য ও (৪) ঐশ্বর্য—(সাংখ্যকারিকা ২৩)। অতএব বুদ্ধ্যিযোগে কর্মের অর্থ,—(১) জ্ঞানযোগে কর্ম, (২) ধর্মবুদ্ধ্যিযোগে কর্ম, (৩) বৈরাগ্য বুদ্ধ্যিযোগে কর্ম এবং (৪) ঐশ্বর্যবুদ্ধ্যিযোগে কর্ম। কর্ম জ্ঞানের দ্বারা পরিচালিত হইলে, যে কর্ম জ্ঞানে কর্তব্য বলিয়া স্থির হয়, তাহা করা যায়। ধর্মবুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হইলে, যে কর্ম ধর্মাসুগত

বুদ্ধিযুক্তো জহাতিহ উভে স্কৃতদুষ্কতে ।

তস্মাৎ যোগায় যুজ্যস্ব যোগঃ কৰ্মসু কোশলম্ ॥৫০॥

বলিয়া হির হয়, তাহা করা যায় । বৈরাগ্য বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত কৰ্মে আসক্তি থাকে না ; আর ঐশ্বর্য্য-বুদ্ধিতে সমাজের নেতা ও রক্ষকভাবে লোকসংগ্রহার্থ কৰ্ম করা যায় । এই বুদ্ধিতে অনুষ্ঠিত যে কৰ্ম, তাহাই “বুদ্ধিযোগ,”—তাহাই ভগবদ্রূপদ্বিষ্ট “কৰ্মযোগ” । ইহা যে কাম্য কৰ্ম হইতে শ্রেষ্ঠ, তাহা সকলেই বুঝিবেন । ৪৯ ।

৫০—৫১ শ্লোকে কৰ্মযোগের ফল বলিতেছেন । বুদ্ধিযুক্তঃ—পূৰ্ব্বোক্ত যোগবুদ্ধি-সম্পন্ন ব্যক্তি । ইহলোকে, কৰ্ম করিয়াও উভে স্কৃত-দুষ্কতে জহাতি—পুণ্য পাপ উভয়ই ত্যাগ করে, কৰ্মোৎপন্ন পুণ্যপাপের ভাগী হয় না । তস্মাৎ যোগায় যুজ্যস্ব—যোগসাধনে প্রবৃত্ত হও । যোগঃ কৰ্মসু কোশলম্—যোগ অর্থাৎ পূৰ্ব্বোক্ত চিত্তের সমতা, সৰ্ব কৰ্মের মধ্যে একটি কোশল । প্রবৃত্তি নিবৃত্তি, রাগদ্বेषের বাহিরে থাকিয়া করিতে পারিলে কৰ্ম নিশ্চয়ই সুসম্পন্ন হয় । যিনি মত শাস্ত্র চিত্তে কাজ করেন, তিনি তত নিপুণ কৰ্মী । অথচ তাদৃশ কৰ্মে পাপপুণ্যের ভোক্তা হইতে হয় না ।

এই যোগবুদ্ধি হ’তে, জানিও নিশ্চয়,

কাম্য কৰ্ম

কাম্য কৰ্ম অত্যন্ত নিকটে, ধনজয় !

নিকটে

কর বাঞ্ছা,—বুদ্ধিযোগে রর ধেন মতি ;

ফলাকাঙ্ক্ষী যা’রা, তা’রা সূত্রাশয় অতি । ৪৯ ।

বুদ্ধিযোগে

এই যোগবুদ্ধি হৃদে বদ্ধমূল ধার

পাপ পুণ্য

পাপ পুণ্য এ সংসারে না হয় তাহার ।

নষ্ট হয় ।

অতএব যত্ন কর যোগ লাভ করে,

কোশল এ “যোগ” সৰ্ব কৰ্মের তিতরে । ৫০ ।

কর্মজং বুদ্ধিবুদ্ধাঃ হি ফলং ত্যক্তাঃ মনীষিণঃ ।

জন্মবন্ধবিনিমুক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যানাময়ম্ ॥৫১ ॥

কোন কর্মই নিজে ভাল মন্দ নহে। কারণ কর্ম যাত্রই অচেতন অন্ধ জড়ের অবস্থাস্তর যাত্র। দৈবাৎ কেহ খুন করিয়া ফেলিলে— চিকিৎসকের অস্ত্রোপচারে যদি কেহ মারা যায়, তবে তাহা হত্যা অপরাধ মধ্যে পরিগণিত হয় না; ইচ্ছাপূর্বক খুন করিলেই হত্যা অপরাধ হয়। অতএব কর্মের ভাল মন্দ ভাব, কর্তার বুদ্ধির উপর নির্ভর করে। বুদ্ধি যদি নির্মল অর্থাৎ রাগ-দ্বेष বিহীন থাকে, তবে কোন কর্মই পাপ পুণ্য হয় না। ৪৯—৫১ শ্লোকে সেই কথা বলিতেছেন। যদি কর্মের অন্তর্ভুক্ততা দূর করিতে চাও, তবে আপনার বুদ্ধিকে শুদ্ধ কর।

An action done from duty derives its moral worth, *not from the purpose* which is to be attained by it, but from the *maxim* by which it is determined. * * * The moral worth of an action can not lie anywhere but in the *principle of the will*, without regard to the *end* which can be attained by action.—Kant, *Metaphysic of Morals*. ৫০।

পূর্বোক্ত বুদ্ধিবুদ্ধাঃ মনীষিণঃ—জ্ঞানিগণ। কর্মজং ফলং—কর্মফল, পাপ পুণ্য। ত্যক্তাঃ। জন্মরূপ বন্ধন হইতে বিনিমুক্তাঃ—মুক্ত হইয়া। অনাময়ং পদং গচ্ছন্তি—মোক পদ লাভ করেন। ৫১।

এইরূপ বুদ্ধিবুদ্ধ বাহারা সংসারে

কর্মযোগের

কর্মফল তাহাদিকে পরশিতে নারে।

কল মোক

জন্মরূপ সংসার-বন্ধনে মুক্তি পায়,

অনাময় শান্তিধামে তা'রা চলে যায়। ৫১।

যদা তে মোহকলিলং বুদ্ধি ব্যতীতরিষ্যতি ।

তদা গন্ত্যসি নির্বেদং শ্রোতব্যান্ত্ৰ শ্রুতন্ত্ৰ চ ॥ ৫২ ॥

নিষ্কাম ভাবে কৰ্ম করিতে করিতে কখন সেই মোহ পদ লাভ হয়, বলিতেছেন। “এই দেহ, আমি, আর ইহা আমার,” এই মিথ্যা জ্ঞানের নাম মোহ। এই মোহবশতঃই “ইহা আমি করিলাম ও ইহার ফল আমি ভোগ করিব,” এরূপ মনে হয়। ইহা হইতে চিত্ত বিষয়ে আকৃষ্ট হয়; কিন্তু যদা তে বুদ্ধিঃ। মোহ-কলিলং—ফলাসক্তির হেতুভূত মোহরূপ কলিল, কালুষ বা মলিনতা হইতে। ব্যতীতরিষ্যতি—উত্তীর্ণ হইবে; অস্তুরূপে “অহং, মম” ভ্রম থাকিবে না। তদা—তখন। শ্রোতব্যান্ত্ৰ শ্রুতন্ত্ৰ চ—কৰ্মফলসম্বন্ধে বেদে বা অন্তত্ৰ যাহা তুমি শুনিবে ও যাহা শুনিয়াছ। তাহাতে নির্বেদং গন্ত্যসি—বৈরাগ্য লাভ করিবে। নির্বেদ—নিঃ নিকৃষ্ট, বেদ জ্ঞান, হেয়জ্ঞান, উদাসীনতা, বৈরাগ্য। ৫২।

মোহবশে মনে তর জানিও, পাওব।

কখন

এই দেহ আমি আর আমার এ সব।

মোহলাভ

সেই মোহ—ভ্রান্ত জ্ঞান, তাহা হ’তে হয়

হয়

ফলভোগহেতু কৰ্ম প্রবৃত্তি উদয়।

এই যোগ-সাধনার চিত্ত হ’তে যবে

মোহের কালিমা সেই দূরীভূত হ’বে,

কাম্য কৰ্ম বিষয়ে যা’ শুনেছ,—শুনিবে,

সে সবে তখন তব হের জ্ঞান হবে। ৫২।

শ্রুতিবিপ্রতিপন্নো তে যদা শাস্তি নিশ্চলা ।

সমাধাবচলা বুদ্ধিস্তদা যোগম্ অবাপ্স্যসি ॥ ৫৩ ॥

অর্জুন উবাচ ।

স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা সমাধিস্থস্য কেশব ।

স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত কিম্ আসীত ব্রজেত কিম্ ॥৫৪ ॥

এবং, শ্রুতিবিপ্রতিপন্নো তে বুদ্ধিঃ—শ্রুতি অর্থাৎ নানাবিধ লৌকিক-বৈদিকার্থ শ্রবণ (শ্রী) ; তদ্বারা বিপ্রতিপন্নো, বিক্লিপ্তা তোমার বুদ্ধি । কর্মযোগাশুষ্ঠানের ফলে নিশ্চলা—অন্ত বিষয়দ্বারা অনাকৃষ্ট । অতএব অচলা—স্থির হইয়া । যদা সমাধৌ শাস্তি—যখন সম্যক্ একাগ্রতার স্থাপিত হইবে ; তখনই স্থির শাস্ত নিশ্চল ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি (Pure Reason) প্রতিষ্ঠিত হইবে (২।৪১) । তদা যোগম্ অবাপ্স্যসি—তখন যোগ লাভ করিবে । তখন জানিবে তোমার যোগ সিদ্ধ হইয়াছে । সমাধি—মন বুদ্ধির সম্যক্ নিশ্চল শাস্তি স্থির অবস্থা । ৫৩ ।

যোগীর প্রচলিত অর্থ পাতঞ্জল যোগমার্গাবলম্বী সম্যাসী । কিন্তু ভগবান্ কহিলেন, সর্ব অবস্থাতেই যাহার চিন্তের সমতা Harmony অটুট ভাবে বর্তমান থাকে তিনি যোগী । যোগীর এই নূতন অর্থ শুনিয়া অর্জুন যোগীর প্রকৃত লক্ষণ জানিবার ইচ্ছায় বলিতেছেন ।

বহু বহু লৌকিক বৈদিক কর্মফল

শ্রবণে তোমার বুদ্ধি বিক্লিপ্ত—চঞ্চল ।

কখন যোগী

কর্মযোগ-সাধনার সেই বুদ্ধি যবে

হওয়া যায়

বিষয়ের রসে আর ধাবিত না হবে,

অভ্যাসে অভ্যাসে হবে অবিচল স্থির,

তবে তব যোগ লাভ হবে, কুরুবীর ! ৫৩ ।

অর্জুন কহিলেন ।

কৃষ্ণ হে, নিশ্চল স্থির শাস্ত চিন্তা যার,—

যোগীর

স্থিরবুদ্ধি যোগী যিনি,—কি লক্ষণ তাঁর ?

শ্রীভগবান্ উবাচ ।

প্রজ্ঞহাতি যদা কামান্ সর্বান্ পার্থ মনোগতান্ ।

আত্মন্যোবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে ॥ ৫৫ ॥

হে কেশব ! সমাধিস্থ স্থিতপ্রজ্ঞ কী ভাষা ?—পূর্বোক্তরূপে
নিকাম কর্ম্মশূষ্ঠানে যাহার বুদ্ধি স্থিতা,—শান্ত স্থির হওয়াতে, সমাধিস্থ,
অসম্পূর্ণ নিশ্চল একাগ্র হয়, সেই স্থিতপ্রজ্ঞের ভাষা অর্থাৎ লক্ষণ কি ?
স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত—স্থিতপ্রজ্ঞ কি ভাবে কথা বলেন। কিম্
আসীত—কি ভাবে উপবেশন করেন। ব্রজেত কিম্—এবং কি ভাবে
গমন করেন। অর্থাৎ তিনি কি রূপে জীবন যাপন করেন।

স্থিতপ্রজ্ঞ—প্র, প্রকৃষ্ট জ্ঞান—প্রজ্ঞা। সাধনাবশে কামের কালিমা
দূরীভূত হইলে, চিত্ত নিশ্চল নির্মল, ব্যবসায়াদ্বিক বুদ্ধিগত হইলে, জদয়ে
যে জ্ঞানের বিকাশ হয়, তাহা প্রজ্ঞা। যাহার চিত্তে সেই প্রজ্ঞা স্থিরীভূত
হয়, যাহাতে কানাদি কোনরূপ মলিনতা আর আসে না, তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ।
তাঁহার প্রজ্ঞা—পরম জ্ঞান, প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ২:৪১ শ্লোকোক্ত ব্যব-
সায়াদ্বিক বুদ্ধির ফল এই নিশ্চলা প্রজ্ঞা। ৫৪।

৫৫ শ্লোক হইতে অধ্যায়শেষ পর্য্যন্ত স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষের লক্ষণাদি
বলিতেছেন। স্থিতপ্রজ্ঞের সাম্য বুদ্ধিতে ব্যবসায়াদ্বিক বুদ্ধির স্থিরতা

লক্ষণ

কি ভাবে কহেন তিনি কিরূপ বচন,

বিজ্ঞান

কিরূপ আসন তাঁর, কিরূপ গমন,

জীবন যাপন হয় কিস্তাবে তাঁহার ?—

হে কেশব ! কৃপা করি বল একবার। ৫৪।

শ্রীভগবান্ কহিলেন ।

কামনা করিয়া নর ভোগ্য বস্তু কত

লালায়িত এ সংসারে হার ! অবিরত ।

দুঃখেষু অমুদ্রিয়মনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ ।

বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীমু নিরুচ্যতে ॥ ৫৬ ॥

এবং বাসনাশ্রিক। বুদ্ধির শুদ্ধতা—হৃদয়েরই সমাবেশ হয়। এই অবস্থাই সিদ্ধাবস্থা বা জীবমুক্ত অবস্থা (তিলক)।

৫৫—৫৬ শ্লোকে হিতপ্রজ্ঞের স্বরূপ বলিতেছেন। হে পার্থ! সাধক যদা মনোগতান্—যখন মনোগত, অন্তরে প্রবিষ্ট। সর্বান্ কামান্—সমস্ত কাম্য বস্তুর সম্ভোগলালসা। সাধারণে যাহাকে সাধ মেটাবার “সাধ” বলে, তাহার পারিভাষিক নাম কাম। প্রজ্ঞহাতি—সর্বতোভাবে ত্যাগ করে; এবং আত্মনি এব আত্মনা তুষ্টে—আপনা আপনি তুষ্টে; বাহ্য কোন বিষয়ের প্রত্যাশা না রাখিয়া যথালোভে তুষ্টে। তদা হিতপ্রজ্ঞঃ উচ্যতে। ৫৫।

যে, দুঃখেষু অমুদ্রিয়মনাঃ—অশুদ্ধচিত্ত। সুখেষু বিগত-স্পৃহঃ—বিষয়-সুখের প্রতি স্পৃহাশূন্য। বীতরাগ-ভয়-ক্রোধঃ—যাহার অন্তরে রাগ, ভয় ও ক্রোধ নাই। ঈদৃশ মুনিঃ স্থিতধীঃ—হিতপ্রজ্ঞ উচ্যতে।

দেহ থাকিতে কৰ্ম্ম অপরিহার্য্য (৩.৫, ১৮.১১) এবং কৰ্ম্ম থাকিতে সুখ দুঃখ অপরিহার্য্য। এ অবস্থায় সুখ দুঃখে বিচলিত না হইয়া, আপন অধিকার অনুসারে প্রাপ্ত কৰ্ম্ম নিকাম (২.৪৮ দেখ) সাম্য বুদ্ধিতে আজীবন অনুষ্ঠান করাই স্থির বুদ্ধির (স্থিতধীর) লক্ষণ—(তিলক)।

হিতপ্রজ্ঞ

হৃদয়ের সে সকল লালসা যখন

নিকামী

সমুদয়, ধনঞ্জর! করি বিসর্জন,

আপনি যে তুষ্ট রয় আপনার মনে,

হিতপ্রজ্ঞ বলা হয় সেই সাধু জনে। ৫৫।

দুঃখ উপস্থিত হ'লে উদ্বিগ্ন না হয়,

হিতপ্রজ্ঞ

কিবা যার সুখতোগে লালসা না রয়,

যঃ সৰ্বজ্ঞানভিন্বেহস্তত্ত্বং প্রাপ্য শুভাশুভম্ ।

নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৫৭ ॥

পূৰ্ব্ব শ্লোকে অশ্রাপ্ত ভোগ্য বস্তু পাইবার জন্য লালসা নিষিদ্ধ হইয়াছে, এখানে শ্রাপ্ত বিষয়ের প্রতি স্পৃহা নিবারণিত হইল। এই লালসা ও স্পৃহাই দুঃখের হেতু, এই দুইই পরিত্যাগ্য, ভোগ সৰ্ব্বথা পরিত্যাগ্য নহে (৩৮ দেখ)। ৫৬।

কিম্ প্রভাষেত, এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন। যে পুত্র, মিত্র দেহ, ইত্যাদি সৰ্ব্বত্র অনভিন্বেহঃ—স্নেহবর্জিত। এবং তৎ তৎ শুভাশুভং প্রাপ্য—সেই সেই বিষয়ে শুভাশুভ প্রাপ্ত হইলে। ন অভিনন্দতি—শুভ ঘটিলে আনন্দিত হয় না। অথবা অশুভ ঘটিলে, ন দ্বেষ্টি—বিষেয প্রকাশ করে না। তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা—তাহার দ্বন্দ্বেরে পরম জ্ঞানের আলোক নিশ্চলভাবে উদ্ভাসিত হইয়াছে। সে রাগ, ঘেয, হর্ষ, বিষাদের বশীভূত নয়, স্মৃতরাং নিরপেক্ষ ও ধর্মসম্বৃত কথাই কহে।

কামনা মনের ধর্ম। অতএব নিকাম হইতে হইলে কতকগুলি বৃত্তিকে দমন করিতে হয়, কারণ তাহারাই কামের আধার। ৫৬—৫৭ শ্লোকে সেই গুলির বিষয় বলিয়াছেন। দুঃখ—সন্তাপজনক রাজসী চিত্তবৃত্তি। সুখ—প্রীতিজনক সাদ্বিকী চিত্তবৃত্তি। স্বীয় প্রকৃতির সহিত বাহ্য পদার্থের বা বাহ্য ঘটনার সামঞ্জস্য হইতে সুখ আর অসামঞ্জস্য হইতে দুঃখ হয়।

সুখদুঃখ

রাগ, ভয়, ক্রোধ নাই দৃঢ়তা মাঝারে,

নিশ্চল

ঈর্শ যে মুনি, বলে হিতপ্রজ্ঞ তাঁরে। ৫৬।

দেহ, প্রাণ, পত্নী, পুত্র গৃহাদি যে আর

হিতপ্রজ্ঞ

এ সকলে স্নেহ নাই সংসারে বাহার,

হর্ষদ্বেষে

হর্ষ নাই সে সবার ঘটিলে মঙ্গল,

নির্বিকার

ঘেয নাই কিবা যদি ঘটে অমঙ্গল,

যদা সংহরতে চারুং কৃশ্মোহঙ্গানীব সর্ববিশঃ ।

ইন্দ্রিয়ানীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্মৈ প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৫৮ ॥

উদ্বেগ—হঃখ হইতে উৎপন্ন। লাস্তিক্রূপা তামসী বৃত্তি। স্পৃহা—সুখকর ভাবের অভাবে লালসাক্রূপা তামসী লাস্তি। রাগ—প্রাপ্ত বিষয়ে রাজসী আসক্তি। ভয়, ক্রোধ—শ্রিয় বিষয়ের বিষয়সম্ভাবনায় তন্নিবারণে আপনাকে অসমর্থ বোধ করিলে, অন্তরে যে তামসিক ব্যাকুলতা জন্মে, তাহা ভয়; আর তন্নিবারণে সমর্থ বোধ হইলে, যে রাজসিক দীপ্ত ভাব জন্মে, তাহা ক্রোধ। মেহ—“আমার” এই অভি-
মানে, স্ত্রী পুত্রাদিতে তামসী মমতা। দ্বেষ—হঃখকর বিষয়ে অনুরা-
জিত তামসী লাস্তি। অভিনন্দন—সুখকর বিষয়ে হর্ষাত্মক তামসী বৃত্তি। ৫৬—৫৭।

“কিম্ আসীত” এই প্রশ্নের উত্তরে ৫৮—৬৩ এই ছয় শ্লোক।
কৃশ্মঃ অঙ্গানি ইব—কচ্ছপ তাহার অঙ্গসমূহের স্থায়। যদা চ অরুং
স্থিতপ্রজ্ঞঃ ইন্দ্রিয়ানি ইন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ সংহরতে—ইন্দ্রিয়গণকে বিষয়সমূহ
হইতে সঙ্কুচিত করে। তখন, তস্মৈ প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা। প্রজ্ঞা—
২।৫৪ দেখ।

এ শ্লোকে কচ্ছপের উপমার প্রতি মনোযোগ আবশ্যক। কচ্ছপ
তাহার হস্ত পদাদি সঙ্কুচিত করিয়া রাখে, ধ্বংস করে না; আবার সমর-
মত তদ্বারা আবশ্যক কার্য্য সকল করিয়া থাকে। ইন্দ্রিয়-সম্বন্ধেও সেই
নিয়ম। তাহাদের সংযমই ধর্ম্ম, ধ্বংস নহে। “ইন্দ্রিয়গণকে যোগ্য

আনন্দ বিষাদ নাই,—শান্ত নিরমল,

তা’রই চিত্তে প্রজ্ঞালোক প্রকাশে নিষ্ঠল। ৫৭।

কৃশ্ম যথা নিজ অঙ্গ সঙ্কুচিত করে

স্থিতপ্রজ্ঞে

সে তা’বে যে জন নিজ ইন্দ্রিয়-নিকরে

বিষয়া বিনিবর্তন্তে নিরাহারশ্চ দেহিনঃ ।

রসবর্জঃ রসোহপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ততে ॥ ৫৯ ॥

মর্যাদার ভিতর রাখিয়া আপন আপন কার্য্য করিতে দেওয়ার নাম ইন্দ্রিয়সংযম—(তিলক) । ৫৮ ।

কিন্তু ইন্দ্রিয়-সংযমের উপায় কি ? কঠোর সংযমে বিষয়রস-স্পৃহাকে সংযত করিলেই কি তাহার সংযত হইবে । না—তাহা নহে । ভোগ ত্যাগ করিলেই কামনা যায় না ; জরাগ্রস্ত বা আতুর ব্যক্তির যথেষ্ট উপ-ভোগের সামর্থ্য থাকে না, কিন্তু বাসনা থাকে । কিন্তু ইহা অপেক্ষাও শোচনীয় অবস্থা আছে । লোকনিন্দাভয়ে বা পবিত্র চরিত্রের ভাণ করিয়া বা অযথা কালে সন্ন্যাসাদি ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া, অনেকে ভোগ ত্যাগ করে, কিন্তু বাসনা ত্যাগ করিতে পারে না । তারপর এক দিন বালির বীধ ভাঙ্গিয়া পানের স্রোতে সব ভাসিয়া যায় । এইরূপ মানসিক অবস্থা বড় শোচনীয় । ঈশ্বরে অনুরাগ না জন্মিলে ইহা দূরীভূত হয় না । এই তত্ত্ব বুঝাইয়া বলিতেছেন, বিষয়া বিনিবর্তন্তে ইত্যাদি ।

ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয়-গ্রহণের নাম আহার (শ্রী) । স্মৃতরাং নিরাহার শব্দে জরা, পীড়া বা ত্রুতাদির নিমিত্ত অথবা সন্ন্যাসাদি ধর্ম্ম অবলম্বনের ব্যপদেশে আহার বা অন্ত্যান্ত ভোগত্যাগী ব্যক্তিকে বুঝায় । নিরাহারশ্চ দেহিনঃ—উপবাসী বা ভোগত্যাগী ব্যক্তির । বিষয়াঃ বিনিবর্তন্তে—

কচ্ছপের

ভোগের বিষয় হ'তে ফিরাইয়া আনে,

উপমা

জানিও তাহার বুদ্ধি অবিচল জ্ঞানে । ৫৮ ।

ভাবিও না কিন্তু, মাত্র সংযমের বলে

সংযমে

স্বপ্নে রাখিবে তুমি ইন্দ্রিয় সকলে ।

রসপ্রবাহ

কঠোর সংযমে ভোগ করি বিসর্জন

তৃপ্তি যায় না

নিরাহার—ভোগত্যাগী সংসারে যে জন,

যততো হপি কৌন্তেয় পুরুষশ্চ বিপশ্চিতঃ ।

ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ ॥ ৬০ ॥

বিষয়ভোগ নিবৃত্ত হয়। কিন্তু রসবর্জক—রস, রাগ তৃষ্ণা, বিষয় বাসনা, তদ্বর্জ, তদ্ব্যতীত; অর্থাৎ বিষয়-বাসনা নিবৃত্ত হয় না। কিন্তু পরং দৃষ্টা—পরমেশ্বরকে দৃষ্টি অর্থাৎ উপলব্ধি করিলে। অশ্রু রসঃ অপি নিবর্ত্ততে—তাহার তৃষ্ণা পর্য্যন্ত নিবৃত্ত হয়। হৃদয়ে ঈশ্বরদর্শনের পূর্বে কখন বিষয় বাসনার নিঃশেষ হয় না—ভগবানের এই কথাটা অনেকেই লক্ষ্য করেন নাই ও করেন না। বাসনার ক্ষয় হইলে তবে ঈশ্বর দর্শন হইবে—এমন কথা নয়। জগৎময় ঈশ্বরদর্শন কর, বাসনার ক্ষয় হইবে। গ্রন্থান্তরে এ তত্ত্বের আলোচনা করিবার বাসনা আছে। ৫৯।

দেখ, প্রমাথীনি ইন্দ্রিয়াণি, যততঃ বিপশ্চিতঃ পুরুষশ্চ অপি মনঃ—যত্নশীল জ্ঞানীরও মনকে। প্রসভং হরন্তি—বলপূর্ব্বক হরণ করে। প্রমাথী—যাহা হৃদয়কে মথিত করিয়া বিষয়াভিমুখী করে। ৬০।

বাহিরে তাহার ভোগ নিবারিত হয়,

অন্তরে বিষয়রস দিকি দিকি বয়।

কিন্তু যে হৃদয়ে ব্রহ্ম-দর্শন পায়

কামনার রসও তা'র শুকাইয়া যায়। ৫৯।

অতিশয় বলবান্ ইন্দ্রিয়নিচয়,

ইন্দ্রিয়ের

তাদের সংযম পার্থ, ছকর নিশ্চয়।

প্রভাব

ইহারা, যতনশীল বিবেকী যে জন

তাঁহারও মথিয়া চিত্ত, বলে হরে মন। ৬০।

তানি সৰ্ব্বাণি সংযম্য যুক্ত আসৌত মৎপরঃ ।

বশে হি যন্তোদ্ভিয়াণি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৬১

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেযুপজায়তে ।

সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোহভিজায়তে ॥৬২ ॥

পূর্বে ইন্দ্রিয় জয়ের যে উপায় ইঙ্গিত করিয়াছেন, অতঃপর তাহা স্পষ্টতঃ বর্ণিতোছেন ।

তানি সৰ্ব্বাণি সংযম্য—সেই ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া । যুক্তঃ—নিশ্চল একাগ্রচিত্ত যোগী মৎপরঃ আসৌত—মৎপরায়ণ হইয়া স্থিতি করে । আর ইন্দ্রিয়াণি যন্ত হি বশে, তন্ত প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা । ৬১ ।

কেবল বাহিরে কৰ্ম্মেই সংযত করিয়া কৰ্ম্ম ত্যাগপূৰ্ব্বক সম্যাসৌ সাজিলেই ইন্দ্রিয় জয় হয় না । বিষয়ান্ ধ্যায়তঃ পুংসঃ—যে বাহিরে ভোগ ত্যাগ করিয়া, মনে মনে নানা বিষয় চিন্তা করে, তাহার । তেষু সঙ্গঃ উপজায়তে—সেই বিষয় সকলে আসক্তি জন্মে । সঙ্গাৎ কামঃ সংজায়তে । কামাৎ ক্রোধঃ অভিজায়তে । কাম, ক্রোধ—২।৫৭ দেখ ।

সেহেতু ইন্দ্রিয়গণে, কোরব-কেশরি ।

ভোগের বিষয় হতে বিনিবৃত্ত করি,

আমাতে অর্পণ করি চিত্ত ভক্তিতরে

একাগ্র হৃদয়ে যোগী অবস্থান করে ।

ইন্দ্রিয় সকল রহে বশীভূত যার ।

জানিও অজ্ঞান, প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা তার । ৬১ ।

যে জন বাহিরে ভোগ করি বিসর্জন,

মনে মনে করে ভোগ্য বিষয় স্মরণ,

ক্রমশঃ ক্রমশঃ তার অধোগতি হয়,

তার সর্বনাশ, পার্থ জানিও নিশ্চয় ।

ক্রোধাদ্ ভবতি সংমোহঃ সংমোহাৎ স্মৃতিবিলম্বঃ ।

স্মৃতিবিলম্বাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্চতি ॥ ৬৩ ॥

রাগদ্বেষবিমুক্তৈস্তু বিষয়ান্ ইন্দ্রিয়ৈশ্চরন ।

আত্মবশৈ বিধেয়াত্মা প্রসাদম্ অধিগচ্ছতি ॥৬৪ ॥

ক্রোধাৎ সংমোহঃ—কার্য্যাকার্য্য জ্ঞানের অভাব । ভবতি । সংমোহাৎ স্মৃতিবিলম্বঃ—সংমোহ উপস্থিত হইলে কার্য্যকালে শাস্ত্রের বা জ্ঞানীর উপদেশ স্মরণ হয় না । এবং স্মৃতিবিলম্বাৎ—স্মৃতি নষ্ট হইলে । বুদ্ধিনাশঃ । বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্চতি—বুদ্ধি নষ্ট হইলে উৎসন্ন হয় । ৬২—৬৩ ।

কোন বস্তু উপভোগ কর বা না কর, তদ্বিষয়ে আসক্তি ও লালসাই সর্ব্ব অনর্থের মূল । বিষয় ভোগ করিয়াও যদি তাহাতে আসক্তি না থাকে তবে তাহাই জিতেন্দ্রিয়ার লক্ষণ । যাঁহাদের বুদ্ধি স্থির হইয়াছে, তাঁহারা বিষয় ভোগ করেন কিন্তু আসক্ত হইবেন না । এই বিষয় দুইয়া ৬৪—৭১ শ্লোকে “ব্রহ্মেত কিম্” এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন ।

<u>বিষয়</u>	যে বিষয়ে অমুখ্যান সতত যাহার ;
<u>চিন্তার</u>	তাহাতে আসক্তি জন্মে হৃদয়ে তাহার ;
<u>পরিণাম</u>	আসক্তি হইতে ভোগ লালসা উদয়,
<u>অধোগতি</u>	না পেলে সে কাম্য বস্তু ক্রোধ উপজয়,
	ক্রোধে হিতাহিতজ্ঞান নষ্ট, শুড়াকেশ !
	না হয় স্মরণ তাহে শাস্ত্র উপদেশ,
	স্মৃতি নষ্ট হ'লে, বুদ্ধি নষ্ট, ধনঞ্জয় !
	বুদ্ধি নষ্ট হ'লে জীব সমুৎসন্ন হয় । ৬২—৬৩ ।
	কি কাজ ত্যজিয়া ভোগ, তৃষ্ণা যদি রয় ?
	সেই ধন, যে অর্জন, তৃষ্ণা করে জয় ।

যাহার আত্মা অর্থাৎ চিত্ত বা মন, বিধেয়—বশীভূত, তিনি বিধেয়াত্মা । তিনি রাগ-দেব-বিমুক্তঃ ।—অমুরাগ ও বিদেবশূন্য । আত্মবশৈঃ ইন্দ্রিয়ৈঃ—আপনার বশীভূত ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা । বিষয়ান্ চরন্—বিষয়সমূহ উপভোগ করিয়া । প্রসাদম্ অধিগচ্ছতি—প্রসন্নতা লাভ করেন ।

এই শ্লোকে একটি কথা আছে, যাহা আর কোন ধর্ম্মাচার্য্য পরিহার করিয়া বলিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না । তাহা এই যে, জিতেছির ব্যক্তি রাগ-দেব-বিমুক্ত হইবেন । অর্থাৎ তিনি যেমন ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ে আসক্ত হইবেন না, তেমনি বিদেব-বুদ্ধির বশবর্তী হইয়া তাহা পরিত্যাগও করিবেন না । কোন বিষয়ের প্রতি তাঁহার অমুরাগও থাকিবে না এবং ঘৃণাও থাকিবে না । মোক্ষ ধর্ম্মের আধারে ভালবাসা ও ঘৃণা, দুইই মন্দ ।

যদি শাস্ত্রবিধি বা দেশ-কাল-পাত্র অনুসারে কোন বিষয়বিশেষ ত্যাগ করা অথবা গ্রহণ করা কর্তব্য হয়, তবে তাহা সেই কর্তব্য-বুদ্ধিতেই ত্যাগ বা গ্রহণ করিবে । মন্দ ভাবিয়া বিদেববশে ত্যাগ করিবে না, অথবা ভাল ভাবিয়া অমুরাগবশে গ্রহণ করিবে না । ভাল মন্দ বলিয়া বিশেষ কোন পদার্থ নাই, ভাল মন্দের কোন বিশেষ লক্ষণ নাই । অবস্থা-বিশেষে বিষও উপকারী এবং দুঃস্থ ঘৃণিতও অপকারী (২৫০ টীকা) ।

ইন্দ্রিয়-ভোগ্য-বিষয়ে অমুরাগ হইতে যে অনেক কুফল ফলে, সকলেই তাহা জানেন ; কিন্তু তাহাতে বিদেব হইতেও যে কুফল ফলে, অনেকে তাহা লক্ষ্য করেন না । কিন্তু অনুসন্ধান করিলে তাহারও প্রচুর দৃষ্টান্ত মিলে । অনেক প্রসিদ্ধ দেবস্থানে, ন্যাক্তিবিশেষের চিরকৌমারব্রত অবলম্বন করিবার বিধি আছে । সেই সকল স্থানে উপরোক্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে চরিত্র-দোষ-জনিত কলঙ্কের কথা বিরল নহে । ফল কথা কেবল নিয়ম-বিশেষ প্রতিপালনজন্য অথবা লোক-লজ্জাদি কারণে, বিষয়বিশেষে বিরত থাকিয়া, যে মনে মনে তাহা স্বরণ করে, আর যে ব্যক্তি আসক্তচিত্তে প্রকাশ্যভাবে তাহা ভোগ করে, তদ্ব্যতিরিক্তই হৃদয় সমান মলিন । দেখিতে

পাওয়া যায়, অনেক কিছুতেই পাড়ওয়ালা ধুতি বা গোড়তোলা জুতা পরিবেশ না। ইহাদের মন এখনও পবিত্র হয় নাই।

আমাদের সাধারণ বিশ্বাস ও অনেক ধর্ম্যাচার্যের উপদেশের সহিত শ্রীভগবানের এই উপদেশ বড় মিলিবে না। কামিনী-কাঞ্চনই সকল অনর্থের মূল, অতএব তাহা ত্যাগ করা অবশ্য কর্তব্য, ইহাই অনেকের বিশ্বাস এবং উপদেশ। কামিনী-কাঞ্চন যে বহু অনর্থের মূল, তাহাও সর্ববাদিসম্মত। কিন্তু তা' বলিয়া যে তদুত্তর সর্বদাই পরিত্যাগ, ভগবানের এমন আদেশ নহে। তাহাদেরও প্রয়োজন সংসারে আছে। তাহাদিগকে যোগ্য মর্যাদার ভিতর রাখিয়া কার্য্য করাইতে হয়।

কামিনী-কাঞ্চন হ্রদের হেতু, অতএব তাহা ভোগ করিতে হইবে,— ইহা রাগ। আর তাহা বহু অনর্থের হেতু, অতএব ত্যাগ করিতে হইবে,—ইহা দ্বेष। ভগবানের উপদেশ, রাগ বা দ্বেষ, কাহারও বশীভূত না হইয়া, যে বিষয় ভোগ করিতে পারে সেই ক্ষিতে প্রিয়। যে বিষয়ী স্ত্রী বা অর্থের অভাবে কাতর, আর যে সম্রাসী তদুত্তরের সংযোগ-শঙ্কায় কাতর, সে দুয়ের মধ্যে কেহই শান্তিলাভের অধিকারী নহে। উভয়কেই অতি সন্তুর্পণে কালযাপন করিতে হয়। পরন্তু যে তাহাদের সংযোগে বা বিরোধে বিচলিত হয় না, সেই গুণাভীত পুরুষই ধন্য (১৪।২২)। যাহার জ্ঞান পরিপক্ব হইয়াছে, বিষয়ে আসক্তি গিয়াছে, অন্তরে ঈশ্বর-ভক্তির সঞ্চার হইয়াছে, তাহার পক্ষে কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ করা বা না করা দুইই সমান; অন্যপক্ষে যাহার অন্তরে তাদৃশ জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ভক্তির সঞ্চার হয় নাই, তাহার যে কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ, সে ত্যাগ রাজস; তাহাতে কোন ফল নাই (১৮।৮)। ৬৪।

* জিতেপ্রিয়ের মন যার আপনার বশীভূত হয়,
বিষয়ভোগ রাগ-দ্বেষ-বশ নয় ইচ্ছিয়নিচর,

প্রসাদে সর্বদুঃখানাং হানিরশোপজায়তে ।

প্রসন্নচেতসো হ্যশু বুদ্ধিঃ পর্যাবতিষ্ঠতে ॥৬৫॥

নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য ন চাযুক্তস্য ভাবনা ।

ন চাভাবয়তঃ শান্তিরশান্তস্য কুতঃ সুখম্ ॥৬৬॥

প্রসাদে—চিন্তা প্রসন্ন হইলে । অশু সর্বদুঃখানাং হানিঃ উপজায়তে—তাহার সর্ব দুঃখ নষ্ট হয় । এবং ঐদৃশ প্রসন্নচেতসঃ—প্রসন্নচিত্ত ব্যক্তির বুদ্ধিঃ । আশু পর্যাবতিষ্ঠতে—শীঘ্র সম্যকরূপে প্রতিষ্ঠিত হয় । Reason attaineth equilibrium. ৬৫ ।

অনুপক্ষে অযুক্তশু বুদ্ধিঃ নাস্তি—বাহার বুদ্ধি অযুক্ত, অসমাহিত non-harmonized, তাহার প্রকৃত বুদ্ধিই নাই । আর অযুক্তশু । ভাবনা চ ন—স্থির শান্ত চিন্তাশক্তি Concentration নাই ।

অভাবয়তঃ—আর বাহার শান্ত স্থির “দৃঢ় উদ্যোগ” নাই, যে বাসনার

আত্মবশ ইন্দ্রিয়ে বিষয় করি ভোগ

জিতেন্দ্রিয় সেই পার্থ, করে শান্তি ভোগ ।

অমুরাগ বশেতে যে নিত্য ভোগাসক্ত,

রাগ-দ্বেষ অথবা বিদ্বেষবশে সম্ভোগে বিরক্ত,

পার্কিতে সমান মলিন হায় ! দৌড়ায় হৃদয়,

শান্তিলাভ ভোগাসক্ত ভোগত্যাগী সমান উভয় ।

ইয় না রাগ নাই, দ্বেষ নাই—শান্ত শুদ্ধ মন,

স্থিতপ্রজ্ঞ সুখে নিত্য করে বিচরণ । ৬৪ ।

নির্মল প্রশান্ত হেন হৃদয় বাহার

সংযমীর শান্তিলাভে সর্ব দুঃখ দূরে যায় তার ।

দুঃখনাশ প্রশান্ত হৃদয়ে তা’র শীঘ্র, ধনঞ্জয় !

নিশ্চল প্রশান্ত বুদ্ধি প্রতিষ্ঠিত হয় । ৬৫ ।

ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাং যন্মনোহনুবিধীয়তে ।

তদ্ অন্ত্র হরতি প্রজ্ঞাং বায়ু নাবম্ ইবাস্তসি ॥৬৭॥

বশে নানা কাম্য বিষয়ের অন্ত্র লালারিত, তাহার শাস্তি: চ ন—শাস্তিও নাই। অশাস্ত্র—যাহার শাস্তি বা বিষয়-তৃষ্ণার নিবৃত্তি হয় নাই। তাহার কুত: সুখম্—সুখ কোথায়? কাম্য সুখের প্রত্যাশা বা বিষয়-তৃষ্ণাই হুঃখ। তৃষ্ণাসঙ্গে সুখ নাই।

ইন্দ্রিয়-পরায়ণ ব্যক্তির যে বুদ্ধি নাই, সাধারণ ভাবে ইহা বলা যায় না। কিন্তু বুদ্ধি বলিলে আমরা সাধারণত: যাহা বুদ্ধি, তাহা বুদ্ধি শব্দের অর্থ নয়। নিশ্চয়াত্মিক অস্তঃকরণ বৃত্তির নাম বুদ্ধি, ইহার তাৎপর্য ২।৪১ শ্লোকের টীকার বুঝাইয়াছি। ৬৬।

ইন্দ্রিয়গণ সংহত না হওয়ার দোষ এই যে, মন: চরতাম্ ইন্দ্রিয়াণাং যৎ অনুবিধীয়তে—বিষয়ে ব্যাপ্ত ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে যেটাকে মাত্র লক্ষ্য করিয়া মন ধাবিত হয়। তৎ তন্ত্ৰ প্রজ্ঞাং হরতি—তাহাই তাহার প্রজ্ঞা হরণ করে। প্রজ্ঞা—২।৫৫ দেখ। বায়ু: অন্তসি নাবম্ ইব—যেমন বায়ু জল মধ্যে নোকাকে বিঘূর্ণিত করে। ৬৭।

কর্মযোগ হ'তে শুদ্ধা বুদ্ধির উদয় ;

অযুক্তের অতএব যোগযুক্ত সংসারে যে নয়,

সুখ কিংবা তাহার সে বুদ্ধি নাই—সাম্বিক নির্মল,

শাস্তি নাই নাই পুন: চিন্তাশক্তি—প্রশান্ত নিশ্চল !

শান্ত চিন্তা বিনা কেহ শাস্তি নাহি পায়,

তৃষ্ণাকুল হৃদয়ের সুখ বা কোথায়। ৬৮।

মিলে যাবে অল্পকুল ভোগের বিষয়।

তাহাতে ব্যাপ্ত হয় ইন্দ্রিয়-নিচয়।

তস্মাদ্ যস্য মহাবাহো নিগৃহীতানি সর্বশঃ ।

ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥৬৮॥

যা নিশা সর্বভূতানাং তস্যাং জাগর্তি সংযমী ।

যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মূনেঃ ॥৬৯॥

তস্যাং হে মহাবাহো ইত্যাদি স্পষ্ট । শত্রুজয়ী মহাবাহু অর্জুন তাঁহার অন্তরের শত্রু ইন্দ্রিয়গণকেও জয় করিতে সমর্থ, ইহাই “মহাবাহো” সম্বোধনের মর্ম্ম । ৬৮ ।

পূর্বোক্ত হিতপ্রজ্ঞতালাভ হইলে যে জ্ঞানের বিকাশ হয়, সেই জ্ঞান এবং সাধারণ লোকের যে বিষয় জ্ঞান, এতদ্ব্যতিরিক্ত তারতম্য দেখাইতে-ছেন । যা—যে তত্ত্বজ্ঞান । সর্বভূতানাং নিশা—অজ্ঞান সাধারণের পক্ষে নিশার স্থায় অপ্রকাশক । তস্যাং—সেই তত্ত্বজ্ঞানে । সংযমী জাগর্তি—জাগ্রত থাকে । আর যস্যাং—যে বিষয়জ্ঞানে । ভূতানি জাগ্রতি—সাধারণ জীবগণ জাগ্রত থাকে । পশ্যতঃ মূনেঃ—পরমার্থতত্ত্ব যে দর্শন করিয়াছে, তাদৃশ জ্ঞানীর পক্ষে । সা নিশা—তাহা নিশার স্থায় অন্ধকার-

উল্লিখনশ সেই পক্ষ ইন্দ্রিয়ের মাঝে, ধনঞ্জয়,
চণ্ডার যাচাতে যাচাতে মন অশুরাণী হয়,
দোন তাহাই তাহার প্রজ্ঞা করে হে হরণ,—
 তুফানে ডুবায় তারি ঝটিকা যেমন ।
 এক হ’তে এত যদি অনর্থ-সঞ্চার,
 কি হয় সমস্ত হ’তে কর হে, বিচার । ৬৭ ।
 অতএব, বীরবর ! জানিও নিশ্চয়
ইন্দ্রিয়জয়ে ভোগ্য বস্তু হ’তে যার ইন্দ্রিয়-নিচর
প্রজ্ঞার সর্বরূপে বিনিবৃত্ত—বশীভূত রর,
প্রতিষ্ঠা এ সংসারে তার প্রজ্ঞা অবিচল হয় । ৬৮ ।

ময় । পশ্চতঃ—যে চক্ষে দেখিয়াছে, হৃদয়ে অনুভব করিয়াছে, উপদেশ শ্রবণে বা পুস্তকপাঠে নয় ।

এখানে নিশা এবং জাগরণ শব্দ দুইটী উপলক্ষণ মাত্র । নিশা শব্দে নিশাসুলভ অন্ধকার ও নিদ্রা বা অজ্ঞান আর জাগরণ শব্দে জাগরণের অনুষঙ্গী আলোক ও চেতনা বা জ্ঞান বুঝাইতেছে । এই বৈচিত্র্যময় জগতের অন্তরাংশে যে নিত্য সত্য রহিয়াছে, সেই সত্যের উপলব্ধি করাই জ্ঞানের ফল । সাধারণ অজ্ঞানী লোকের কাছে সে তত্ত্ব যেন অন্ধকারাবৃত—সে বিষয়ে তাহারা যেন নিদ্রিত । কিন্তু যাহার অজ্ঞানের ঘুম কাটিয়া গিয়াছে, প্রজ্ঞানেত্র উন্মীলিত হইয়াছে, লোকে দিবালোকে জাগ্রত চেতন অবস্থায় যেমন এই জগৎকে স্পষ্ট দেখিয়া থাকে, তিনি সেইরূপ স্পষ্টভাবে সেই সত্যের দর্শন করেন । অতুপক্ষে, সাধারণে জাগ্রত চেতন অবস্থায় যে জগৎ দর্শন করে, জ্ঞানী তাহাতে যেন নিদ্রিত—তাহার চক্ষে সে দর্শন হয় না । যতক্ষণ জগৎজ্ঞান ফুটিয়া থাকে, ততক্ষণ ব্রহ্মদর্শন হয় না, আর যখন ব্রহ্মজ্ঞান ফুটিয়া উঠে, তখন জগৎ দর্শন হয় না । স্মৃণ কথা এই যে, জগৎ জগৎই থাকে, জগৎ কোথাও উড়িয়া যায় না । তবে অজ্ঞানীর চক্ষে তাহা অনিত্য স্মৃণ জড় বিষয়, কিন্তু জ্ঞানীর চক্ষে তাহা সন্নিধানন্দময় ব্রহ্মের লীলাবিলাস । ৬৯ ।

জ্ঞানী ও
অজ্ঞানীর
দৃষ্টির
তারতম্য

জিতেদ্রিয় স্থির বুদ্ধ ঐদৃশ বে জন,
তার উন্মীলিত হয় জ্ঞানের নয়ন ।
এই যে অনিত্য বিশ্ব ইহার অন্তরে
যে নিত্য পরম তত্ত্ব অবস্থিতি করে,
অজ্ঞানীর কাছে তাহা নিশার আধার,
অন্ধকারে নিদ্রাঘোরে কাল কাটে তার ;
তাহে কিন্তু জাগরিত থাকি জ্ঞানিজন—
দেখে তাহা, দিবালোকে স্পষ্ট যেমন ।
আর এই সংসারের যতেক বিষয়,
এই যত জীব বাহে জাগরিত রয়,
হৃদয়ে হয়েছে তত্ত্ব দর্শন যার
তার কাছে সে সকল নিশার আধার । ৭০ ।

আপূর্য্যমাণম্ অচলপ্রতিষ্ঠং

সমুদ্রম্ আপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ ।

তদ্বৎ কামা যঃ প্রবিশন্তি সর্ব্বৈ

স শান্তিম্ আপ্নোতি ন কামকামী ॥৭০॥

ঈদৃশ হিতপ্রজ্ঞের কোনরূপ চিন্তা-বিক্ষেপ হয় না, তাহা দৃষ্টান্তদ্বারা বুঝাইতেছেন । আপূর্য্যমাণং—স্বরং সর্ব্বতোভাবে পূর্ণ । অচলপ্রতিষ্ঠম্—যাহার প্রতিষ্ঠার কখন ব্যতিক্রম হয় না ; অচলভাবে স্থিত । প্রতিষ্ঠা—স্থিতি, মর্যাদা । সমুদ্রং । আপঃ যদ্বৎ প্রবিশন্তি,—ঈদৃশ সমুদ্রে আপঃ বারি অর্থাৎ নদী সকল যেমন প্রবেশ করে । তদ্বৎ সর্ব্বৈ কামাঃ যঃ প্রবিশন্তি—কামনাসমূহ যাহাতে প্রবেশ করে । স শান্তিম্ আপ্নোতি—সে শান্তি লাভ করে । কিন্তু কামকামী ন—কামভোগপ্রার্থী ব্যক্তি নহে ।

এখানে “নদীজল যেমন সমুদ্রে প্রবেশ করে” এই বাক্যের মর্ম্মানুধাবন আবশ্যক । নদীজল সমুদ্রে প্রবেশ করিয়া সমুদ্রজলে মিশাইয়া যায়, তাহাতে সমুদ্রের জলবৃদ্ধি ইত্যাদি বিকার হয় না । সেইরূপ সিদ্ধাবস্থার নিকাম ঘোঁণী, বিষয়ে প্রবৃত্ত থাকিলেও, তাহাতে তাহার কোনরূপ চিন্তাবিকার উপস্থিত হয় না ; সমস্তই যেন তাহাতে মিশাইয়া যায় (রামা) ৭০ ।

যথা পরিপূর্ণ বিশাল সমুদ্রে

সহস্র তটিনী আসিয়া মিশার,

জিতেন্দ্রিয়ে অটল অচল মহাসিদ্ধ-বক্ষে

সমুদ্রের কখন বিকার নাহি হয় তার ।

উপমা মিশার কামের সহস্র তটিনী

জিতেন্দ্রির বেই পুরুষে তেমন ;

না হয় বিকার হির বক্ষে তার,

সেই শান্তি পায়,—নহে কামী জন । ৭০ ।

বিহার্য কামান্ যঃ সৰ্বান্ পুমাংচরতি নিম্পৃহঃ ।

নিৰ্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিম্ অধিগচ্ছতি ॥৭১॥

অতএব যঃ পুমান্ সৰ্বান্ কামান্ বিহার্য নিম্পৃহঃ চরতি—যে ব্যক্তি সমস্ত কাম্য বস্তু উপেক্ষা করিয়া (ত্যাগী) নিম্পৃহভাবে বিচরণ করে। কাম্যন্তে ইতি কামাঃ (কামা) যাহা কামনা করা যায়, তাহা কাম, অর্থাৎ কাম্য বস্তু বা ভোগলালসা। কাম্য বস্তু ও ভোগ্য বস্তু এক জিনিষ নহে। এ সংসারে যাহা কিছু আছে সে সমস্তই কাহারও না কাহারও ভোগ্য ; কিন্তু প্রত্যেকেই সেই সমস্তগুলিকে কামনা করে না। আত্মপ্রীতির উদ্দেশে যখন যে বস্তু কেহ কামনা করে, তখন তাহা তাহার পক্ষে কাম্য বস্তু হইয়া থাকে। ভগবানের উপদেশ, সেই ভোগ-লালসার বশবর্তী হইয়া কোন বস্তু-সংগ্রহের চেষ্টা করিও না ; স্বাভাবিক কৰ্ম্ম-প্রবাহ-বশে যাহা তোমার নিকট উপস্থিত হইবে, তুমি শুদ্ধ বুদ্ধিতে তাহাতেই আবৃত্ত হইবে।

আর, যে ব্যক্তি কোন বস্তুই প্রার্থনা করে না, তাহার কোন অপ্রাপ্ত বস্তুতে ম্পৃহাও থাকিতে পারে না। সে নিম্পৃহভাবে কেবল জগৎ-চক্র-প্রবর্তনের জন্ত যথালাত বিষয়ভোগ করে (চরতি)। এইরূপে যে ব্যক্তি ভোগ্য বস্তুর জন্ত লালসারিত নহে, এবং যে নিৰ্মমঃ নিরহঙ্কারঃ—মমতা এবং অহংভাব-শূন্য। স শান্তিম্ অধিগচ্ছতি—সে শান্তি লাভ করে।

ইন্দ্রিয় স্রুথের সৰ্ব কামনা ত্যাগিয়া

বিষয় স্রুথের ম্পৃহা দূরে সরাইয়া,

নিকামীরই সংসার আমার নয় জানিয়া নিশ্চয়,

শান্তিলাভ সৰ্বভাবে অহংবুদ্ধি ত্যাগি ধনজয়।

হয়। যে জন করিতে পারে জীবন যাপন

এ সংসারে শান্তি লাভ করে সেই জন ॥৭১॥

এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহুতি ।

স্থিত্বাস্ত্যাম্ অন্তকালেহপি ব্রহ্মনিৰ্ব্বাণম্ ৰাচ্ছতি ॥৭২॥

ইতি সাংখ্যযোগো নাম দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ।

এই সকল বস্তু আমার ও এই সকল আমার নহে, এইরূপ বুদ্ধির নাম যমতা। এবং ইন্দ্রিয়-মাংস-শোণিতাদির সমবায় এই দেহই আমি, তদ্বারা নিম্পন্ন যে ক্রিয়া, তাহা আমার কৰ্ম্ম, জৈদৃশ বুদ্ধির নাম অহঙ্কার।

গীতার সাধনার সার তত্ত্ব ভগবান্ এই শ্লোকে বলিয়াছেন। এ দেহ আমার নহে, বুদ্ধি ইন্দ্রিয় মন প্রাণ আমার নহে, জগতের কিছুই আমার নহে। সব জৈশ্বরের। সংসার ও সংসারের সমুদায় ব্যাপার সেই জৈশ্বরের—এই কথা যিনি ভাবিতে পারেন, বুঝিতে পারেন, হৃদয়ে উপলব্ধি করিতে পারেন, তাঁহার সাধনার পথ উন্মুক্ত হইয়াছে। তাঁহার বিষয়-স্বথের কামনা দূরীভূত হয়, ভোগলালসা অপগত হয়, বুদ্ধি স্থির নিশ্চল হয়; তখন ব্রহ্মজ্ঞানে অধিকার জন্মে। সংসার আমার নয় (নিৰ্ম্মমতা) এবং আমি এখানকার কৰ্ম্মকর্ত্তা নহি (নিরহঙ্কারিতা)—এই জ্ঞানই ইহার ভিত্তি। ৭১।

সমুদ্রের জ্বালা নির্বিকার নিকাম নিম্পৃহ নিৰ্ম্মম নিরহঙ্কার এই যে অবস্থা, হে পার্থ! এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ—ইহাই নির্বিকার ব্রহ্মরূপে অবস্থান। এনাং প্রাপ্য—এই ভাব প্রাপ্ত হইলে। আর কেহ ন মুহুতি—মোহ প্রাপ্ত

এই যে অবস্থা পার্থ! নিত্য শান্তিময়,

যে পার এ ভাব, তার ব্রহ্মে স্থিতি হয়।

ব্রহ্মনিৰ্ব্বাণ নিৰ্ম্মম, নিরহঙ্কার, নিম্পৃহ-হৃদয়,

এ ভাব পাইলে আর মোহ নাহি রয়;

মরণকালেও যদি এই ভাব পার,

শান্তিময় ব্রহ্মপদে জীবন জুড়ায়। ৭২।

হয় না ; ধর্ম্যাধর্ম বা কার্য্যাকার্য্য বিষয়ে কর্তব্যামুদ্র হয় না । অস্তকালে অপি অশ্রাম স্থিতা—মৃত্যুকালেও এই ভাবে অবস্থান করিলে । ব্রহ্মনির্কীর্ণম্ ঋচ্ছতি—ব্রহ্মনির্কীর্ণ লাভ করে ।

ব্রহ্মনির্কীর্ণ—ব্রহ্মণি নির্কীর্ণং লয়ং নিবৃন্তিম্ । ব্রহ্মে আমাদের অহঙ্কারের নির্কীর্ণ । আমাদের অহঙ্কার সর্বদা দাঁউ দাঁউ ক'রে জলছে । আমি এই সব কর্ম্মের কর্তা, আমার সংসার । আর তার সঙ্গে জড়ান থাকে কত কামনা বাসনা ভাবনা । ব্রহ্মজ্ঞানের উদয়ে সেই অহঙ্কারের নির্কীর্ণ হয় । তখন আমি একজন শক্তিশালী জীব এবং এ সংসার আমার—এই ভ্রান্ত বোধের নিবৃন্তি হইয়া থাকে । নির্কীর্ণের অর্থ ধ্বংস নহে । ৭২ ।

দ্বিতীয় অধ্যায় শেষ হইল । প্রথম অধ্যায়ে দেখিয়াছি, অর্জুন গুরুহত্যা, মিত্রদ্রোহ, কুলক্ষয় আদি পাপের আশঙ্কায়, যুদ্ধে বিরত হইয়া গাণ্ডীব পরিত্যাগপূর্ব্বক বিষন্ন চিত্তে উপবিষ্ট হইলেন । তদর্শনে শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন (দ্বিতীয় অধ্যায়ে) হে অর্জুন ! এই ঘোর সঙ্কট সময়ে তোমার এ দুর্ব্বুদ্ধি কেন হইল ? এই যে কাপুরুষের মত যুদ্ধ ছাড়িয়া বসিলে, ইহাতে তোমার কীর্ত্তিহানি, স্বর্গহানি, পাপসঞ্চার হইবে (২—৩) ।

এ কথায় অর্জুন আরও বিচলিত হইলেন । পূজনীয় ভীষ্ম দ্রোণকে তিনি হত্যা করিতে পারেন না ; করিলে পাপ হয় ; আবার যুদ্ধ না করিলেও স্বর্গহানি অর্থাৎ পাপ হয় । এই ঘোর ধর্ম্ম-সঙ্কটে তিনি কর্তব্য-বিমুদ্র হইয়া, শ্রীকৃষ্ণের পরণাগত হইয়া কহিলেন, কৃষ্ণ হে ! তবে এখন কি করিলে আমার ধর্ম্মচ্যুতি না হয়, পরন্তু আমার শ্রয়োলাভ হয় । তখন সর্ব্বধর্ম্মগোপ্তা শ্রীভগবান্ প্রিয় সখা অর্জুনের ধর্ম্মচ্যুতি নিবারণ জন্য, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গীণ শ্রয়োলাভের পন্থা নির্দেশের জন্য, অপূর্ব্ব কর্ম্মমীমাংসার উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন । গীতা আরম্ভ হইল (৪—১০) ।

তগবান্ দেখিলেন, যারার চক্রে পড়িয়া অর্জুন কর্তব্যবিমূঢ় হইয়াছেন ; অতএব প্রথমে, ১১—৩৮ শ্লোকে, কিছু আত্মজ্ঞানের উপদেশ দিলেন। আত্মা অবিনশ্বর নির্বিকার নিত্য বস্তু ; তাহার জন্ম, মরণ, ক্ষয়, বৃদ্ধি নাই ; আর জীবের যে মরণ, তাহাতে জীবেরও ধ্বংস হয় না, কেবল তাহার সূক্ষ্ম দেহটী নষ্ট হইয়া যায় এবং সে অদৃশ্য সূক্ষ্ম শরীর লাভ করিয়া বর্তমান থাকে। উপযুক্ত কালে আবার সে সূক্ষ্ম শরীর প্রাপ্ত হয় ; তাহার পুনর্জন্ম হয়। সুতরাং ভীষ্মাদির বিনাশধারণায় যুদ্ধ বা স্বধর্ম-ত্যাগ দম্য মাত্র ; তদ্বারা ধর্ম ও কীর্তি উভয়ই বিনষ্ট হইয়া পাপসঞ্চার হইবে।

এইরূপে অর্জুনের ভ্রম নিরস্ত করিয়া, বর্তমান ক্ষেত্রে তাঁহার যাহা করা উচিত, তাহা বলিতে লাগিলেন। হে পার্থ ! বৈদিক কশ্যপাণ্ডুর কদর্থকারীদের কথায় বিশ্বাস করিয়া কাম্য কর্মে আস্থা রাখিও না ; পরন্তু তুমি নিষ্কাম হইয়া কর্মযোগ আচরণ কর। দেখ, কর্ম করা অপবা না করা সকলের ইচ্ছাধীন, কিন্তু কর্মের ফল কাহারও আয়ত্তাধীন নহে। অতএব ফলাশা পোষণ করিয়া কর্মে প্রবৃত্ত হইবে না ; কিন্তু তা' বলিয়া কর্মত্যাগে বা সম্মাস-গ্রহণে তোমার যেন আসক্তি (নেশা) না হয়। সিদ্ধি ও অসিদ্ধি, উভয় অবস্থাতেই বুদ্ধিকে “সম” করিয়া কর্মে প্রবৃত্ত হও। ইহার নাম “যোগ” বা কর্মযোগ। এই যোগবুদ্ধির বশে কর্ম করিলে, পাপ পুণ্য ছইই নষ্ট হয়, মোহ নষ্ট হয়, লালসা-পরবশ অস্থির বুদ্ধি স্থির নিশ্চল হয়, এবং পরিণামে অনাময় মোক্ষপদ প্রাপ্তি হয় (৩৯—৫৩)।

হে পার্থ ! এই যোগ সাধন করিতে করিতে যখন বুদ্ধি স্থির, শান্ত, সর্বদা ও সর্বত্র নিশ্চল “সম” হয়, তখন দেহের ধর্ম স্পৃহাখাদি আর পুরুষকে বিচলিত করিতে পারে না ; তখন সুখদায়ক বিষয় গ্রহণের ও দুঃখদায়ক বিষয় ত্যাগের ইচ্ছা তাহার থাকে না ও সেই ইচ্ছাধ্বংসের দ্বারা পরিচালিত কর্ম-প্রবৃত্তিও থাকে না। এই জ্ঞান যতই দৃঢ় হয়, ততই সুখদুঃখবোধ ধর্ম হয়, কামনা স্পৃহা মমতা অহঙ্কার দূরীভূত হয়,

ইন্দ্রিয় বশীভূত হয়, লাভালাভ, শুভাশুভ তুল্য বোধ হয় এবং বিষয়ভোগে আর চিন্তাবিকার জন্মে না । ঈদৃশ জ্ঞানী আত্মস্থত্বের কোন কিছু কামনা করেন না ; তাঁহার অহং মম বুদ্ধি থাকে না এবং বুদ্ধি, হির শাস্ত নিশ্চল নির্বিকার হইয়াছে । তাঁহার শাস্তিলাভ হয় । হে অৰ্জুন ! তুমি সেই শুদ্ধ বুদ্ধিতে অবস্থিত হইয়া প্রশান্তচিত্তে যুদ্ধ কর । (৫৪—৭২) ।

ভগবানের এই সকল কথার সার মর্ম্ম এই ;—তিনি বলিতেছেন, হে পার্থ ! তুমি যে শোকমোহে অধীর হইয়াছ, সাংখ্য জ্ঞানের আধারে দেখ, তাহা তোমার ভ্রম । জ্ঞানে সেই মোহ বিদূরিত করিয়া তুমি যোগবুদ্ধিতে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও ; তাহা হইতে তোমার বুদ্ধি নির্মল নিশ্চল শাস্ত হইবে, কামক্রোধাদি প্রশমিত হইবে, আসক্তি মমতা অহংকার নষ্ট হইবে ; তখন তুমি পাপ পুণ্য উত্তরবিধ কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া মোক্ষলাভ করিবে ।

অৰ্জুনের “শ্রেয়োলাভের” এই উপায় ভগবান্ নির্দেশ করিলেন । এই যুদ্ধে কে মরিবে, কতলোক করিবে এবং তাহাতে কাহার কিরূপ লাভালাভ শুভাশুভ হইবে, তাহা তিনি বলিতেছেন না । বরং প্রকারান্তরে বলিতেছেন, যে ইহাতে ভীষ্ম মরিবে, কি দ্রোণ মরিবে সে বিচার গোণ । মুখ্য কথা এই যে, তুমি কিরূপ বুদ্ধিতে, কিরূপ হেতু বা উদ্দেশে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইয়াছ । যদি তোমার বুদ্ধি স্থিতপ্রজ্ঞের মত শুদ্ধ হয় ; যদি তোমার ব্যবসায়াত্মিক বুদ্ধি হির নিশ্চল হয় ও বাসনাত্মিক বুদ্ধি বিবর্তন হয় ; আর যদি ঐ শুদ্ধ বুদ্ধিতে তুমি তোমার কর্তব্য পালনে প্রবৃত্ত হও, তবে ভীষ্মই মরুক, আর দ্রোণই মরুক, সে পাপ তোমার লাগিবে না । তুমি তাহা-দিগকে হত্যা করিবার ইচ্ছাতে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও নাই । তোমার ধর্ম্মতঃ প্রাপ্য রাজ্যের উদ্ধারের জন্তই তোমার যুদ্ধ । সর্ব্বত্র অপহরণেচ্ছু দুর্কৃত্ত দম্ভ্যদলের হস্ত হইতে আপনার বা অন্তের রক্ষার জন্ত, যদি দম্ভ্যগণকে হত্যা করিতে হয় এবং স্বীয় গুরু বা কোন আত্মীয় যদি ঐ দম্ভ্যদলের মধ্যে থাকিয়া নিহত হয়, তবে তাহাতে গুরুহত্যার বা নরহত্যার পাপ হয় না ।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমগ্র গীতার সূচী-স্বরূপ । ১—১০ শ্লোকে কৰ্ম-জিজ্ঞাসা, ১১—৩০ শ্লোকে আত্মজ্ঞান, ৩১—৩৮ শ্লোকে স্বধৰ্ম-পালনের প্রয়োজন, ৩৯—৫৩ শ্লোকে কৰ্ম-জিজ্ঞাসার উত্তরস্বরূপ কৰ্মযোগ, ৫৪—৭২ শ্লোকে সেই যোগে সিদ্ধ জীবন্ত পুরুষের জীবন ও আচরণ উপদিষ্ট হইয়াছে ।

তুচ্ছা বুদ্ধি পেয়ে প্রভু ! পার্থ সিদ্ধ হয়,
কবে হবে “দাসের” সে বুদ্ধির উদয় !
সাংখ্যযোগ নামক দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ।

তৃতীয়োঃধ্যায়ঃ ।

—•••—

কৰ্ম-যোগঃ ।

—•—

অৰ্জুন উবাচ ।

জ্যায়সী চেৎ কৰ্মণস্তে মতা বুদ্ধিৰ্জনর্দিন ।

তৎ কিং কৰ্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি কেশব ॥১॥

কৰ্মযোগে আর কৰ্মের সম্বন্ধে

জন্মেছে সংশয় পার্থের অন্তরে ;

তাই কৰ্মযোগ কহিলা বিস্তারে

উভয়ে অভেদ বুঝাবার তরে ।

তৃতীয় অধ্যায়ের নাম কৰ্মযোগ । যোগ শব্দের আভিধানিক অর্থ, যুক্তি, মিলন, সাধন, উপায়, কৌশল বা তৎসদৃশ ব্যাপার । অতএব কৰ্মযোগ শব্দের মৌলিক অর্থ, কৰ্ম করিবার উপায় বা কৌশল । যোগঃ কৰ্মসু কৌশলম্ (২।৫০) । কৰ্ম করিবার অনেক উপায় বা কৌশল থাকিতে পারে, কিন্তু যাহা শুদ্ধ ও নিরবলম্ব, কৰ্মযোগ বলিলে পণ্ডিতগণ

অৰ্জুন কহিলেন ।

হে কেশব ! মনে বড় হতেছে সংশয়,—

অৰ্জুনের

কৰ্ম হ'তে বুদ্ধিযোগ শ্রেষ্ঠ যদি হয়,

সন্দেহ

কি হেতু আমার তবে, বল দ্বীকেশ !

এই ঘোর যুদ্ধে তুমি দাও উপদেশ ? ১ ।

তাহাই বুঝিয়া থাকেন ; আর যাহাতে কৰ্ম্মাচরণের সেই শুদ্ধ পন্থা নির্ণীত হইয়াছে, তাহার নাম কৰ্ম্মযোগশাস্ত্র বা সংক্ষেপে যোগশাস্ত্র । গীতা সেই “যোগশাস্ত্র” ।—তিলক ।

ভগবান্ ২।৩২—৫৩ শ্লোকে অৰ্জুনকে বুদ্ধিযোগের বা কৰ্ম্মযোগের উপদেশ-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, “বুদ্ধৌ শরণম্ অস্বিচ্ছ কৃপণাঃ ফলহেতবঃ । যোগবুদ্ধি অবলম্বন কর ; যাহারা ফলাশায় কৰ্ম্ম করে, তাহারা কুজ্ঞানময় (২৪২) । এই বুদ্ধিযোগে কৰ্ম্ম করিলে, কৰ্ম্মফল পাপ পুণ্য উভয়রূপ বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া অনাময় পদ লাভ হয় । এই যোগবুদ্ধিতে কৰ্ম্ম করিতে করিতে যখন তোমার বুদ্ধি শুদ্ধ স্থির নিশ্চল হইবে, তখন তুমি যোগে সিদ্ধ হইবে” ।

কিন্তু অৰ্জুন এই বুদ্ধিযোগতত্ত্ব তখন বুঝিতে পারেন নাই । স্বধৰ্ম্মানুসারে প্রাপ্ত এই যুক্তি যে যোগবুদ্ধিতে অনুষ্ঠিত হইয়া নিঃশ্রেয়স লাভের হেতু হইতে পারে, তাহা বুঝেন নাই । বরং মনে করিতেছিলেন যে, কৰ্ম্মযোগবুদ্ধির আধারে এই যুক্তি করা যায় না ; কারণ, কৰ্ম্মযোগের ফলাশা ত্যাগ করিতে হয় ; পরন্তু “হতো বা প্রাপ্যাসি স্বৰ্গং জিত্বা বা ভোক্ত্যসে মহীম্, হত হও স্বৰ্গ পাবে, জয়ে রাজ্য ধন” ইত্যাদি বাক্য হইতে বুঝা যায় যে, এই যুক্তি বিলক্ষণ ফলাশা রহিয়াছে । অতএব তিনি যুক্তি করিবেন, কিহা তাহা হইতে বিরক্ত হইয়া সম্যাস গ্রহণ করিবেন সে বিষয়ে সন্নিহান হইয়াছেন ; অধিকন্তু ইহাকে ঘোর হিংসাত্মক অবর (নিকৃষ্ট) কাম্য কৰ্ম্ম বুঝিয়া বলিতেছেন ;—

হে জনাৰ্দ্দন ! ৫৮—৪৮ । কৰ্ম্মণঃ বুদ্ধিঃ জ্ঞায়সৌ তে যতা—সকাম কৰ্ম্ম অপেক্ষা কৰ্ম্মযোগবুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, এমন আপনার অভিপ্রায় হয় । তৎ কিং ঘোরে কৰ্ম্মণি মাং নিরয়োজয়সি—তবে আমার ঘোর হিংসাময় কৰ্ম্ম কেন নিবৃত্ত করিতেছেন ?

ভগবদ্ব্যপবিষ্ট কৰ্ম্মযোগমার্গে কৰ্ম্ম অপেক্ষা বুদ্ধিই প্রধান ; তবে সে

ব্যামিশ্ৰেণেব বাক্যেন বুদ্ধিঃ মোহয়সীব মে ।

তদ্ একং বদ নিশ্চিত্য যেন শ্ৰেয়োহহম্ আপ্নুয়াম্ ॥২॥

বুদ্ধি কামকলুষিত সমল বুদ্ধি নহে ; পরন্তু নিকাম, নির্মল, সৰ্ব্বত্র এবং সৰ্ব্বদা “সম” (Harmonized) সাত্বিকী বুদ্ধি (২।৪৯ দেখ) ।১।

ব্যামিশ্ৰেণ ইব বাক্যেন মে বুদ্ধিঃ মোহয়সি ইব—যেন সন্দিক্তার্থক বাক্যে আমার বুদ্ধিকে যেন মুগ্ধ করিতেছেন । ব্যামিশ্ৰ—সন্দেহোৎপাদক (ambiguous) । একবার বলিয়াছেন, তুমি যুদ্ধ কর ; ইহাতে হত হইলে স্বৰ্গ পাইবে আর জয়ী হইলে রাজ্য পাইবে ;—আবার বলিয়াছেন ফলকামনার কোন কৰ্ম করিও না, তুমি ফলাশা ত্যাগ করিয়া বুদ্ধিযোগ অবলম্বনে কৰ্ম কর । এ কথার মৰ্ম যেন পরিষ্কার বুঝা যায় না । অতএব

কৰ্মযোগে সৰ্বিশেষ উপদেশ দিলে

ফলাশা ত্যাগিয়া কৰ্ম করিতে কহিলে,

কিন্তু পুনঃ এই যুদ্ধে—কহিলে এমন,

কৰ্মাচরণ হত হই স্বৰ্গ পা'ব, জয়ে রাজ্য ধন ।

ও কৰ্মত্যাগ অতএব ছাড়কেশ ! নাহি বুঝি মনে,

হুয়ে শ্ৰেয় বুদ্ধিযোগে এইযুদ্ধ করিব কেমনে ?

কোনুটি নিকৃষ্ট সকাম কৰ্ম এই ঘোর রণ,

তা'ছাড়ি কর্তব্য মানি সন্ন্যাস-গ্রহণ ।

যোগ—যুদ্ধ, পরস্পর বিরুদ্ধ সাধনা,

জটিল সন্দেহ বাক্য না হয় ধারণা ।

মনে হয় এ সকল অস্পষ্ট যেমন,

মনে হয় তাহে মম বিমোহিচ্ছ মন ।

অতএব একমাত্র বল, কৃপাময় !

যাহাতে নিশ্চিত মম শ্ৰেয়োলাভ হয় । ২ ।

শ্রীভগবান্ উবাচ ।

লোকেহস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ ।

জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কৰ্মযোগেন যোগিনাম্ ॥৩৥

তৎ একং নিশ্চিত্য বদ—হির করিয়া সেই একটা কথা বলুন ; যুদ্ধ করিব কিনা, তাহা স্পষ্ট করিয়া বলুন ! যেন অহং শ্রেষ্টঃ আপ্পুরাম্—বাহাতে আমি শ্রেষ্টোলাভ করিতে পারি । ২ ।

ভগবান্ দেখিলেন, অৰ্জুন তাঁহার উপদিষ্ট বুদ্ধিযোগের মৰ্ম্ম বুঝিতে পারেন নাই, অতএব আবার সবিস্তারে বলিতে আরম্ভ করিলেন । বেক্রমে স্বধৰ্ম্মোচিত এই যুদ্ধ কৰ্ম্মযোগ বুদ্ধির আধারে করা যায় এবং তদ্বারাই পরম শ্রেষ্টোলাভ হয়, ক্রমশঃ তাহা বুঝাইতে লাগিলেন । সমগ্র তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায়ে তাহা বুঝাইয়াছেন ।

হে অনঘ !—নিম্পাপ-স্বভাব অৰ্জুন ! অস্মিন্ লোকে দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা ময়া প্রোক্তা—এ সংসারে ব্রহ্মনিষ্ঠার দুই ভাব,—ইহাই আমি পূৰ্বে বলিয়াছি । নিষ্ঠা দ্বিবিধা তথাপি এক বচন । কারণ, ব্রহ্মনিষ্ঠা একই ; কেবল অধিকারিভেদে তাহার সাধনপ্রণালী দ্বিবিধা । সাংখ্যানাং জ্ঞানযোগেন—সাংখ্য জ্ঞানীদের নিষ্ঠা জ্ঞানযোগে । এবং যোগিনাং কৰ্ম্মযোগেন—যোগিগণের নিষ্ঠা কৰ্ম্মযোগে । ২।১১—৩৮

শ্রীভগবান্ কহিলেন ।

ব্রহ্মনিষ্ঠার ইতিপূর্বে, হে নিম্পাপ ! বলেছি তোমারে,

দ্বিবিধ দ্বিবিধ সাধন-পন্থা আছে এ সংসারে ।

সাধনা সাংখ্য জ্ঞানে জ্ঞানী এই সংসারে বাহারী

জ্ঞানযোগে নিষ্ঠাবান্, অৰ্জুন, তাঁহারী ;

যোগিগণ কৰ্ম্মযোগে নিষ্ঠাবান্ হয়,

একই মাত্র ব্রহ্মনিষ্ঠা প্রকাশে উভয় । ৩ ।

শ্লোকে সাংখ্য-নিষ্ঠা এবং ২।৩৯—৭২ শ্লোকে কৰ্মযোগ-নিষ্ঠা বিবৃত হইয়াছে ।

একটীর উপর প্রাণঢালা ভালবাসার নাম নিষ্ঠা । একটা বিষয়ে বুদ্ধিকে স্থির, নিমগ্ন রাখাই সেই বিষয়ে নিষ্ঠা । নিষ্ঠা—স্থিতি (শং) । জ্ঞান প্রাপ্তির পর সৰ্ব্ব কৰ্ম সম্যাসপূৰ্ব্বক আত্মজ্ঞানে চিত্ত নিবিষ্ট রাখার নাম সাংখ্য-নিষ্ঠা ; আর জ্ঞান লাভের পর জ্ঞানে আসক্তির কৰ্ম করিয়া অনুর্তের কৰ্মে প্রবৃত্ত থাকার নাম কৰ্মযোগ নিষ্ঠা । এই দুই ভিন্ন আর তৃতীয় নিষ্ঠা ভগবদনুমোদিত নহে । অজ্ঞান-নিষ্ঠা এই দুয়ের অন্ততরের অন্তর্গত । যাহার বুদ্ধি কামনার আবেগে চঞ্চল, ইন্দ্রিয় অবশীভূত, তাহার পক্ষে কোন নিষ্ঠাই সম্ভব নহে । পরন্তু যে নিকাম, স্থিরবুদ্ধি, জিতেন্দ্রিয়, সে জ্ঞাননিষ্ঠও হইতে পারে, কৰ্মনিষ্ঠও হইতে পারে, ফল একই । যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্ যোগৈরপি গম্যতে (৫।৫) ।

এই শ্লোকে আর একটি কথা আছে, সমুদায় গীতার মৰ্ম-বোধের জন্য স্মরণ রাখা আবশ্যক ; কিন্তু হৃৎকের বিষয় অনেকেই তাহা স্মরণ রাখেন না । “যোগিগণের নিষ্ঠা কৰ্মযোগে” এই বাক্যে কৰ্মযোগ-নিষ্ঠ ব্যক্তিগণকে ভগবান্ “যোগী” শব্দে নির্দেশ করিলেন । ৬।১ ও ৬।৪ শ্লোকেও তাহাই বলিয়াছেন । আবার ২।৩৯, ২।৪৮, ২।৫০, ৫।৫ শ্লোকেও “যোগ” শব্দে কৰ্মযোগ নির্দেশ করিয়াছেন । ফলতঃ ভগবান্ গীতার “কৰ্মযোগ” এবং “কৰ্মযোগী” এই দুইটিকে সংক্ষেপে “যোগ” এবং “যোগী” শব্দে নির্দেশ করিয়াছেন । “যোগ” “যোগী” এবং “যুক্ত” শব্দের অর্থ সব্বক্ষে ইহা স্মরণ রাখিলে, গীতার তাৎপর্য নির্ণয়ে আর কোন গোলযোগ উপস্থিত হয় না । ভগবানের স্পষ্ট উক্তি উপেক্ষা করিয়া আপন আপন মনের মত অর্থ-কল্পনা করাতেই, গীতার তাৎপর্য সব্বক্ষে এত মতভেদের সৃষ্টি । ৩ ।

ন কৰ্মণাম্ অনারম্ভান্নৈকৰ্ম্মাং পুরুষোহশ্নুতে ।

ন চ সন্ন্যাসনাদ্ এব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি ॥৪॥

উপরোক্ত দ্বিবিধ সাধনমার্গের মধ্যে অর্জুন এখন সাংখ্য-নিষ্ঠা অর্থাৎ সন্ন্যাস অবলম্বনে উত্তম ; কিন্তু ভগবান তাঁহাকে কৰ্মযোগনিষ্ঠা অবলম্বনের উপদেশ দিয়াছেন । অতএব সন্ন্যাসমার্গের অন্ত্রবিধা কি ? কৰ্মযোগ মার্গের স্ত্রবিধা কি ? এবং এই যুদ্ধই বা কিরূপে সেই যোগ-বুদ্ধির আধারে অমুষ্ঠিত হইতে পারে, এক্ষণে তাহা বলিতেছেন ।

তুমি সন্ন্যাস অবলম্বনে উত্তম বটে, কিন্তু কৰ্মণাম্ অনারম্ভাৎ—কৰ্ম্ম আরম্ভ না করিলেই । আরম্ভ—উজ্জোগপূর্বক অমুষ্ঠান । পুরুষঃ নৈকৰ্ম্মাং ন অশ্নুতে—নির্কৰ্ম্মভাব বা জ্ঞাননিষ্ঠ সন্ন্যাস লাভ করে না । আরও সন্ন্যাসনাৎ এব—কেবল কৰ্ম্মত্যাগ হইতেই । ন চ সিদ্ধিম্ অধিগচ্ছতি—সিদ্ধি লাভ করে না । নৈকৰ্ম্মা—কৰ্ম্ম-শূন্যতা, সন্ন্যাস । কৰ্ম্ম করিলেই তাহার কিছু না কিছু ফলভোগ আছে ; অতএব সৰ্ব্ব কৰ্ম্ম ত্যাগ করিয়া নির্কৰ্ম্ম হইতে পারিলেই, কৰ্ম্মফল ভোগের দায় হইতে নিষ্কৃতি লাভ হয় । সাংখ্যনিষ্ঠ সন্ন্যাসবাদ মতে ইহাই “নৈকৰ্ম্ম্যর” তাত্পর্য্য ।

কিন্তু গীতার শিক্ষা অন্তরূপ । নিঃশেষে সৰ্ব্বকৰ্ম্মত্যাগ কখন হয় না ; স্মৃতরাং ঐরূপ কৰ্ম্মশূন্যতা অসম্ভব । তবে কৰ্ম্ম, বিভিন্ন জড় পদার্থের বিভিন্ন সমাবেশ মাত্র । তাহা স্বয়ং কাহারও বন্ধনের কারণ নহে । কৰ্ম্মের মূল আমাদের মনের ইচ্ছা ঘেষ । ঐ ইচ্ছা ঘেষ হইতে তাহাতে আসক্তি বা বিঘেষ জন্মে । তাহাই বন্ধনের কারণ । ঐ আসক্তি নষ্ট

কৰ্ম্ম ছাড়ি সমুত্তম সন্ন্যাস গ্রহণে,

মাত্র কিন্তু পার্থ, নিগূঢ়ার্থ তাবি দেখ মনে ;

কৰ্ম্মত্যাগ কৰ্ম্মত্যাগ মাত্র কেহ সন্ন্যাসী না হয়,

সন্ন্যাস নয় অথবা সন্ন্যাসে মাত্র সিদ্ধি লাভ নয় । ৪ ।

ন হি কশ্চিৎ কৰণম্ অপি জাতু তিষ্ঠত্যকৰ্মকৃৎ ।

কাৰ্য্যতে হবশঃ কৰ্ম সৰ্ব্বঃ প্রকৃতিজৈৰ্গুণৈঃ ॥৫॥

কৰ্ম্মেন্দ্রিয়ানি সংযম্য য আন্তে মনসা স্মরন্ ।

ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে ॥৬॥

করিয়ৱা কৰ্ম্ম করিতে পারিলে, তাহা না করার সমান হয়। উহাই
যথার্থ নৈকৰ্ম্ম্য। ন কৰ্ম্মণাম্ অনারম্ভাৎ ইত্যাদি বাক্যে ভগবান্ এই
কথা বলিয়াছেন। ৪।

আরও দেখ, কৰ্ম্মত্যাগ অসম্ভব। কৰ্ম্ম অপি কশ্চিৎ অকৰ্ম্মকৃৎ
জাতু ন হি তিষ্ঠতি—কৰ্ম্ম না করিয়া কণকালও কেহই কোন অবস্থাতেই
থাকে না। জাতু—কদাচিৎ। হি—কারণ। সৰ্ব্বঃ প্রকৃতিজৈঃ গুণৈঃ অবশঃ
কৰ্ম্ম কাৰ্য্যতে—সকলেই প্রকৃতিজাত রাগ বিদ্বেষাদি প্রবৃত্তির দ্বারা
পরিচালিত হইয়া অবশভাবে কৰ্ম্ম করে। আমরা ইচ্ছা করিয়া কৰ্ম্ম করি
না, প্রকৃতি আমাদিগকে কৰ্ম্ম করিতে বাধ্য করে। কৰ্ম্ম-প্রবাহ অনাদি।
কোন অগম্য উদ্দেশে ঈশ্বর হইতে ইহার উদ্ভব। তাহার গতি রোধ
করিতে জীবের সাধ্য নাই, অধিকারও নাই। ৫।

যঃ বিমূঢ়াত্মা—মূৰ্খ। হস্ত পদাদি কৰ্ম্মেন্দ্রিয়ানি সংযম্য। ইন্দ্রিয়ার্থান্

কৰ্ম্মত্যাগ

হউক অজ্ঞানী, পার্থ। কিহা তত্ত্ববিৎ,

অসম্ভব

কৰ্ম্ম ছাড়ি কেহ কভু না রাখে কচিৎ।

বশীভূত প্রকৃতির গুণে জীব যত

কেবল

করে হে, অবশ ভাবে কৰ্ম্ম অবিরত। ৫।

কৰ্ম্মেন্দ্রিয়

যে মূৰ্খ সংযত করি কৰ্ম্মেন্দ্রিয়গণ

সংযম

মনে মনে করে ভোগ্য বিষয় স্মরণ,

মিথ্যাচার

দান্তিক কপটাচারী তারে বলা হয়,

তাহার এ কৰ্ম্মত্যাগে সিদ্ধি নাহি হয়। ৬।

যত্নিন্দ্রিয়ানি মনসা নিয়ম্যারভতেহৰ্জুন ।

কৰ্মেন্দ্রিয়ৈঃ কৰ্মযোগম্ অসক্তঃ স বিশিষ্যতে ॥৭॥

নিয়তঃ কুরু কৰ্ম যৎ কৰ্ম জ্যায়ো হ্যকৰ্মণঃ ।

শরীরযাত্ৰাপি চ তে ন প্রসিধ্যোদ্ অকৰ্মণঃ ॥৮॥

মনসা স্মরন্ আন্তে—ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয় সকল মনে মনে স্মরণপূৰ্ব্বক অবস্থিতি করে । সঃ মিথ্যাচারঃ—কপটাচারী, দাস্তিক । উচ্যতে । ৬ ।

কৰ্ম যখন কিছুতেই ছুটিবে না, তখন যঃ তু—বরং যিনি । ইন্দ্রিয়ানি মনসা নিয়ম্য—জ্ঞানেন্দ্রিয় সকলকে মনে মনে সংযত করিয়া । অসক্তঃ—অনাসক্ত চিন্তে । হস্তপদাদি কৰ্মেন্দ্রিয়ৈঃ । কৰ্মযোগম্ আরভতে, স বিশিষ্যতে—যে কৰ্মযোগ আরম্ভ করে, সে শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য । ৭ ।

অতএব যৎ নিয়তঃ কৰ্ম কুরু—কৰ্ম কর । অকৰ্মণঃ—কৰ্ম না করা অপেক্ষা । কৰ্মজ্যায়ঃ—শ্রেষ্ঠ । প্রত্যা ত অকৰ্মণঃ তে শরীরযাত্ৰা অপি ন চ প্রসিধ্যোৎ—কৰ্ম না করিলে তোমার শরীরযাত্ৰাও চলিবে না ।

নিয়ত শব্দের এক অর্থ, সৰ্বদা ; ৫ শ্লোক হইতে এই অর্থই সমগ্রস ও সঙ্গত হয় । উহার আর এক অর্থ, নিয়মযুক্ত । আর এক অর্থ, যে কৰ্ম শাস্ত্রোপদিষ্ট, যাচাতে যাচার অধিকার (অর্থাৎ সমাজ-চক্রের যে

তা'র চেয়ে শ্রেষ্ঠ জানি সেই মহাজন

নিষ্কার

অস্তরে সংযত করি জ্ঞানেন্দ্রিয়গণ

কৰ্মী শ্রেষ্ঠ

কৰ্মেন্দ্রিয়ে নিত্য কৰ্ম করে সমুদয়,

মুঢ় কৰ্মত্যাগী হ'তে শ্রেষ্ঠ সেই হয় । ৭।

সেহেতু নিয়ত কৰ্ম কর অনুষ্ঠান,

অকৰ্ম অপেক্ষা

অকৰ্ম হইতে কৰ্ম শ্রেষ্ঠ, মতিমান ।

কৰ্ম ভাল

সৰ্ব কৰ্ম যদি তুমি কর বিসৰ্জন,

অসম্ভব হবে তব শরীর ধারণ । ৮ ।

যজ্ঞার্থাৎ কৰ্মগোহমাত্র লোকোহয়ং কৰ্মবন্ধনঃ ।

তদর্থং কৰ্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর ॥৯॥

অংশে যে অবস্থিত এবং তদনুসারে যে কৰ্মাংশটুকু বাহার ভাগে পড়িয়াছে) তাহাই তাহার নিয়ত কৰ্ম । ইহারই নামান্তর “স্বধৰ্ম্ম” । এখানে নিয়ত শব্দে পূৰ্ব্বোক্ত সমুদায় অর্থই আছে বলা যায় ।৮।

৫—৮ শ্লোকের মূল মৰ্ম্ম এই । বাহিরে কৰ্ম্মত্যাগ নৈকৰ্ম্ম্য বা সন্ন্যাস নহে । ভিতরে বিষয়চিন্তা ছাড়িতে না পারিলে, বাহিরে কৰ্ম্মত্যাগ কপটাচার মাত্র । তাহাতে কোন ফল নাই । অপি চ, কৰ্ম্মত্যাগ করিলে দেহধারণের জন্ত অন্তের গলগ্রহ হইতে হইবে । অন্য পক্ষে, কৰ্ম্মত্যাগ অত সহজ ব্যাপার নহে । বিশ্ব জুড়িয়া প্রকৃতি যে কৰ্ম্মপ্রবাহ চালাইতেছে তাহার গতি রোধ করা মানুষের পক্ষে অসম্ভব । অতএব সে চেষ্টা না করিয়া, যে ভাবে কৰ্ম্ম করিলে কৰ্ম্মের প্রকৃতি বিগুহ্ব হইয়া যায়, গীতা তাহার উপায় নির্দেশ করিয়াছে । ইহাই কৰ্ম্মযোগ । সাংখ্যা দি শাস্ত্রের উদ্দেশ্য, প্রকৃতিকে ছাড়িয়া জীবলীলা বন্ধ করা । গীতার উদ্দেশ্য নীচের প্রকৃতিকে গুহ্ব করিয়া উপরের দিব্য প্রকৃতির দিব্য খেলার বিকাশ-পূৰ্ব্বক ভগবানের সহিত যোগে থাকিয়া, তাহার দিব্য লীলার সহচর হওয়া । যজ্ঞাবম্ আগতাঃ, যযোব নিবসিষ্যসি প্রভৃতি বাক্যে গীতা এই কথা বলিয়াছে । যে ভাবে কৰ্ম্ম করিলে তাহা সিদ্ধ হয়, অতঃপর তাহা বলিতেছেন ।

যজ্ঞার্থাৎ কৰ্ম্মণঃ—যজ্ঞের নিমিত্ত যে কৰ্ম্ম, তত্ত্বিন্ন । অন্তত্ব অন্ত কৰ্ম্মে (শং) । অয়ং লোকঃ—এই সংসার । কৰ্ম্মবন্ধনঃ—কৰ্ম্মই বাহার বন্ধন, তাহা কৰ্ম্মবন্ধন ; তাদৃশ কৰ্ম্ম এ সংসারে বন্ধনস্বরূপ, ২।৩৯ দেখ । অতএব মুক্তসঙ্গঃ সন্—সঙ্গ অর্থাৎ কলাসক্তি ও কর্তৃত্বাভিনিবেশ ত্যাগ-পূৰ্ব্বক, নিকাম হইয়া (ত্রী) ২।৪৮ দেখ । তদর্থং কৰ্ম্ম সমাচর—যজ্ঞার্থ কৰ্ম্ম কর ।

ভগবান্ পূর্বে বলিয়াছেন, “যুদ্ধ কর,” আর এখানে বলিতেছেন, যজ্ঞার্থে কৰ্ম ভিন্ন অন্য কৰ্ম সংসারে বন্ধনস্বরূপ । সুতরাং এই মহাযুদ্ধও অৰ্জুনের ‘যজ্ঞার্থে কৰ্ম’ । অতএব যজ্ঞ শব্দের অর্থের উপর এ শ্লোকের অর্থগোচর নির্ভর করে । যজ্ঞকে আমরা এখন “যগ্গি”তে পরিণত করিয়াছি । একটা ধুমধাম তৈ তৈ ব্যাপারই আমাদের দৃষ্টিতে যজ্ঞ । কিন্তু যজ্ঞের আদিম অর্থ

যজ্ঞার্থেকৰ্মকরণেআদেশযজ্ঞ ভিন্নসকল কৰ্মসংসার-বন্ধন

বুঝ পার্থ ! বিচারিয়া, বুঝ কি কারণ
প্রবৃত্তি-প্রধান কৰ্মে আছে প্রয়োজন ।
শরীর পাকিতে কৰ্ম ছাড়া নাহি যায়,
কৰ্মভাগ মাত্রে জ্ঞান কেত নাহি পার ।
কামনা পাকিতে বুঝা সম্মাস-গ্রহণ
সেহেতু সহসা কৰ্ম না কর বর্জন ।
দেব নর পশু পক্ষী—যত কিছু আছে,
অৰ্জুন ! শুনী তে তুমি সে সবার কাছে ।
অধিনারে সেট শুন, তাদের সেবার
আত্মভাগ যাহা, তারে “যজ্ঞ” বলা যায় ।
যে কৰ্মের মূলে নাই স্বার্থসিদ্ধি-আশা,
মূলে নাই যার আত্ম-স্থলের পিপাসা,
সকল-ভূত-সেবা হেতু আত্ম সমর্পণ,—
এই আত্মসমর্পণ—ঈশ্বর অর্চন—
তহা “যজ্ঞ” ;—কর কৰ্ম যজ্ঞের উদ্দেশে ;
ইহা ভিন্ন যাহা কিছু কর কামবশে,
বন্ধন স্বরূপ হয় তাহাই সংসারে,
তা’র ফলভোগে জীব জন্মে বারে বারে ।
যজ্ঞার্থে করহ কৰ্ম নিকাম হৃদয়,
সে কৰ্মে সংসার কৰ্মবন্ধন না হয় । ৯ ।

রূপ নহে । প্রাচীন ভাষ্যকারেরা এ অর্থ গ্রহণ করেন না । যজ্ঞঃ—
পরমেশ্বরারাদনম্, যজ্ দেবপূজারাম্ (নীলকণ্ঠ) । যজ্ঞঃ কলাতিসন্ধিরহিতং
ভগবদারাদনম্ (রামা ১৬।১) । ইজ্যতে পূজ্যতে পরমেশ্বরঃ অনেনেতি
যজ্ঞঃ (গিরি) । অতএব যজ্ঞ শব্দের মৌলিক অর্থ ঈশ্বর-আরাধনা । যজ্ঞের
প্রতিশব্দ “যজ্ঞন” শব্দে এ অর্থ স্পষ্ট ।

দৈবযজ্ঞ ঋষিযজ্ঞ পিতৃযজ্ঞ নৃ-যজ্ঞ ও ভূতযজ্ঞ—এই পঞ্চ যজ্ঞ, সকল
গৃহস্থেরই অন্তর্গত বলিয়া যে শাস্ত্রবিধি আছে, তাহার মর্ম্মানুধাবন করিলে
এই যজ্ঞার্থ কর্ম্মের মর্ম্ম বেশ বুঝা যায় । রামানুজ তাহাই বলিয়াছেন ।
আমরা জগতের সহিত নানা ভাবে সম্বন্ধ । দেবগণ, ঋষিগণ, পিতৃগণ,
মহুযগণ ও ভূতগণ—ইহাদের সকলের সহিত আমরা সম্বন্ধ ও সকলের
কাছেই ঋণী । সেই ঋণ পরিশোধ করা আমাদের কর্তব্য ।

(১) আমাদের জন্ম, স্থিতি, বৃদ্ধি প্রভৃতির জন্ত আমরা দেবগণের
নিকট ঋণী । দেবশক্তি বা ভূমি, জল, বায়ু, আদিত্য, বিদ্যাৎ প্রভৃতির
শক্তির (৩।১১) ব্যয়েই জীবজগতের স্থিতি । সেই ঋণ শোধের জন্ত,
দৈবযজ্ঞ—যাগ হোমাদি করিতে হয় ; ৩।১৬ টীকার যজ্ঞতত্ত্ব দেখ । (২)
ঋষিগণজ্ঞান ও ধর্ম্মের প্রবর্তক ও রক্ষক ; আমরা পরম্পরাক্রমে তাহা
লাভ করি । সেই ঋণ শোধের জন্ত ঋষিযজ্ঞ—সমাজে সেই জ্ঞান ও ধর্ম্মের
প্রচার, আচরণ ও প্রতিষ্ঠা করিতে হয় । (৩) পিতৃগণের নিকটে আমরা
দেহ লাভ করিয়া তাঁহাদের যত্নেই মানুষ হই । সেই ঋণ শোধের জন্ত
পিতৃযজ্ঞ—শ্রাদ্ধ, পিতৃতর্পণ, শাস্ত্রবিধি-অনুসারে সুসন্তান উৎপাদন ও
তাহাদের উপযুক্ত পালন ও শিক্ষাদির দ্বারা উপযুক্ত বংশ রক্ষা করিতে হয় ।
(৪) মানুষের নিকট, সমাজের নিকট আমরা বিশেষরূপে ঋণী—সমাজের
সহায়তা বিনা আমরা প্রকৃত মানুষ হইতাম না । এই ঋণ শোধের জন্ত
নৃ-যজ্ঞানুষ্ঠান—সর্ব্বতোভাবে সমাজের মঙ্গলোদ্দেশে কর্ম্ম করা, বধা—জ্ঞান
নীতি ও ধর্ম্মের প্রচার ও আচরণ, রাজশাসন ও যুদ্ধাদির দ্বারা সমাজ রক্ষা,

অধ্যায়] ত্যাগাত্মক সৰ্ব্ব কৰ্মই যজ্ঞ—তাহাই ঈশ্বরার্চনা । ১০৫

সমাজের উন্নতির জন্য কৃষি বাণিজ্য শিল্পাদি, অতিথির সেবা, বিপন্নের সেবা, সাধুর সেবা ইত্যাদি কর্তব্য । (৫) ভূতগণের নিকট—গো-মেবাদি পশু, পক্ষী, উদ্ভিদ প্রভৃতির নিকট, কত উপকার, কত প্রয়োজনীয় বস্তু আমরা পাই ; জ্ঞানতঃ অজ্ঞানতঃ তাহাদের কত হিংসা করিয়া থাকি । এই ঋণ শোধের জন্য ভূতযজ্ঞ—ঐ সকল ভূতগণের উপযুক্ত রক্ষণ ও পালনাদি করিতে হয় ।

অতএব যজ্ঞের মন্ব্যভাগ ঋণ পরিশোধার্থ ত্যাগ (Sacrifice) । পূৰ্ব্ব কালে যজ্ঞ বলিলে লোকের মনে এই ত্যাগের ভাব, ঋণ পরিশোধের ভাবই কুটিয়া উঠিত । সৰ্ব্ব ভূতের নিকটে আমাদের ঋণ পরিশোধের জন্য অধমর্গের ভাবে (in the spirit of a debtor) এই যে ত্যাগাত্মক কৰ্ম্মনিষ্ঠা, ইহাই যজ্ঞ । রামানুজ বলেন “যজ্ঞ” কৰ্ম্মযোগ । ইহাই ঠিক সন্দর্ভ । যজ্ঞের মন্ব্য আত্মত্যাগ এবং কৰ্ম্মযোগী আত্মত্যাগী বা আত্মবিস্মৃত কৰ্ম্মী ।

একণে শ্রোকের মন্ব্য এই—ঈশ্বর আরাধনা বা যজ্ঞানুষ্ঠান যে কৰ্ম্মের উদ্দেশ্য নহে, তাহা সংসার-বন্ধন মাত্র । অতএব যজ্ঞানুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে কৰ্ম্ম কর । অর্থাৎ যজ্ঞার্থ কৰ্ম্ম করিতেছি,—মনুষ্য, পশু, পক্ষী ইত্যাদি সৰ্ব্বভূতের নিকটে ঋণপরিশোধের জন্য, সমাজ স্থিতির জন্য, ভূমি জল বায়ু প্রভৃতি যে সকল প্রাকৃতিক শক্তির ব্যয়ে জীব-জগৎ বর্দ্ধিত, সেই সকল শক্তির পূরণের জন্য কৰ্ম্ম করিতেছি এবং তাহারই কারণ জ্বা-সংগ্রহ অর্থাৎপার্জন কৃষি বাণিজ্যাদি কৰ্ম্ম করিতেছি—এই ভাবে কৰ্ম্ম করিতে হয় । ভাবিতে পারিলে, করিতে পারিলে জীবনের সমস্ত কৰ্ম্মই যজ্ঞার্থ কৰ্ম্মে পরিণত করা যায়—জীবনকে যজ্ঞময় করা যায় । ইহা হইতেই পরম শ্রেয়ঃ—সাংসারিক ও পারলৌকিক সৰ্ব্বাত্মীন কল্যাণ সাধিত হয় ;—ইহলোকে অভ্যুদয় ও জীবনশ্রুতি ও পরলোকে মোক্ষ লাভ হয় ।

সারাংশ এই যে, এ সংসার কৰ্ম্মময় । কৰ্ম্ম হই তাবে করা যায় । সকাম ভাবে অর্থাৎ আত্মস্থের উদ্দেশ্যে, আর নিকাম ভাবে অর্থাৎ জগৎ-চক্র

সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্টা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ ।

অনেন প্রগবিষ্যধ্বম্ এষ বোহস্তিস্টিকামধুক্ ॥১০॥

প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে । মীমাংসকগণ সকাম যজ্ঞাচরণের বিধি দিয়া থাকেন । সকাম যজ্ঞে অনিত্য স্বর্গাদি লাভ হয় (৯।২০) । ভগবান্ মীমাংসকদিগের যজ্ঞানুষ্ঠান বিধি স্বীকার করিয়াছেন বটে, কিন্তু সকাম যজ্ঞের নিন্দা করিয়াছেন (২।৪২—৪৫) এবং যজ্ঞ শব্দের ব্যাপক অর্থ স্বীকার করিয়া সর্ব কৰ্মই যজ্ঞ-বুদ্ধিতে অর্থাৎ ঋণপরিশোধ ও ঈশ্বর-অর্চনা জ্ঞানে করিতে বলিয়াছেন । অধিল সংসার ঈশ্বরের এবং অধিল সংসারের অধিল কৰ্মও সেই ঈশ্বরের । এই তত্ত্ব বুঝিয়া যদি আমরা আপনাদিগকে ঈশ্বরের কৰ্মে যজ্ঞস্বরূপ ভাবিয়া, নিজ নিজ কর্তৃত্বকে তাঁহার চরণে অর্পণ করিতে পারি, তবে সে সমুদায়ই ঈশ্বরের অর্চনাস্বরূপ হয় । এ শ্লোকে “যজ্ঞার্থ কৰ্ম” আর ১৮।৪৬ শ্লোকে “স্বকৰ্ম দ্বারা ঈশ্বরার্চনা” এই উভয় বাক্যে ভগবান্ একই কথা বলিয়াছেন ; এবং “কৰ্মকোশল” বা “কৰ্মযোগ” শূত্রে ইহলোক ও পরলোক উভয়কে একত্র গাঁথিয়া দিয়াছেন । পরলোকের জন্য ইহলোককে অথবা ইহলোকের জন্য পরলোককে উপেক্ষার উপদেশ তাঁহার শ্রীমুখ হইতে নিঃসৃত হয় নাই ।৯।

যজ্ঞ সম্বন্ধে নিজের এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়া সে বিষয়ে ১০—১৩ শ্লোকে প্রজাপতির অভিমত শুনাইতেছেন ।

পুরা—পূর্বে সৃষ্টিকালে । প্রজাপতিঃ সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্টা উবাচ—
সহযজ্ঞাঃ অর্থাৎ যজ্ঞরূপী কৰ্মের সহিত বর্তমান প্রজাগণকে সৃষ্টি করিয়া

যজ্ঞের মাহাত্ম্য এই কৌরব-কুমার !

পুরাকালে চতুর্মুখ করিলা প্রচার ।

যজ্ঞের ফল

সৃষ্টিকালে প্রজাপতি করিয়া সৃজন

অভ্যাস

বর্ণাশ্রম ধর্ম সহ যত প্রজাগণ

দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ ।

পরম্পরং ভাবয়ন্তুঃ শ্রেয়ঃ পরম্ অবাপ্স্যাথ ॥১১॥

ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্ত্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ ।

তৈর্দত্তান্ অপ্রদায়ৈতো যো ভুঙ্ক্তে স্তেন এব সঃ ॥১২॥

অর্থাৎ প্রজানৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের গুণধন্যাক্রূপ কন্ম সৃষ্টি করিয়া বলিয়াছিলেন । অনেন প্রসবিষ্যধ্বম্—এই কন্মরূপী যজ্ঞ দ্বারা তোমরা উত্তরোত্তর অভ্যাদয় লাভ কর । প্রসব—বৃদ্ধি । এষঃ তু বঃ ইষ্টকামধুক্ অস্ত—ইহা তোমাদিগের সর্ব অতীষ্টপ্রদ হউক । ১০ ।

কিরূপে যজ্ঞ সর্ব-অতীষ্টপ্রদ, অতঃপর তাহা বুঝাইতেছেন । তোমরা অনেন দেবান্ ভাবয়ত—এই যজ্ঞদ্বারা দেবগণকে সংবর্দ্ধিত, প্রীত কর । তে দেবাঃ বঃ ভাবয়ন্তু—সেই দেবগণ তোমাদিগকে সংবর্দ্ধিত করুক । এইরূপে, পরম্পরং ভাবয়ন্তুঃ—পরম্পরকে সংবর্দ্ধিত করিয়া । পরং শ্রেয়ঃ অবাপ্স্যাথ—পরম শ্রেয়োলাভ করিবে । ১১ ।

দেবাঃ যজ্ঞভাবিতাঃ—যজ্ঞ দ্বারা প্রীত, সংবর্দ্ধিত হইয়া । ইষ্টান্ ভোগান্ বঃ দাস্ত্যন্তে হি—বাঞ্ছিত ভোগ্য বস্তু সকল তোমাদিগকে নিশ্চয়ই

কহিলেন সম্বোধন করি সে সবার
প্রজাগণ ! কর সবে যজ্ঞ সমুদায় ।
নিত্য নিত্য অভ্যাদয় ইহা চ'তে পাবে
কামধেয় সম ইহা অতীষ্ট পুরাবে । ১০ ।

স্বর্গে ও

পৃথিবীতে

বিনিময়

যজ্ঞ দ্বারা দেবগণে কর সংবর্দ্ধন,
দেবগণ করিবেন মঙ্গল সাধন ;
এইরূপে সংবর্দ্ধনা করি পরম্পর
পরম্পর শ্রেয়োলাভ কর নিরন্তর । ১১ ।

অযাজিক

যজ্ঞে প্রীত হ'রে সেই দেবতা-নিচর
বিবিধ বাঞ্ছিত জব্য দিবেন নিশ্চয় ।

যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্বকিঞ্চিভৈঃ ।

ভুঞ্জতে তে হুং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাং ॥১৩॥

দিবেন । তৈঃ দত্তান্ (ভোগান্) তাঁহাদের প্রদত্ত ভোগ্য বস্তুসমূহ ।
এত্যাঃ অপ্রদায়—তাঁহাদিগকে না দিয়া । যঃ ভুঙ্ক্তে—যে ভোজন
করে । সঃ স্তেন এব—সে নিশ্চয়ই তত্বর । তাহার চৌর্য্যাপরাধ হয় ।

পুরাণাদিতে দেবগণের ষেরূপ বর্ণনা আছে, তাহা হইতে এ সকল
উক্তির মর্ম্ম অনুধাবন করা সহজ নয় । উপনিষৎ হইতে জানা যায়,
যে দেবতারা প্রাকৃতিক পদার্থসমূহের অন্তর্নিহিত বিশিষ্ট ভাবযুক্ত চৈতন্ত-
প্রবাহ । অষ্ট বসু, একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ অদিত্য, ইন্দ্র ও প্রজাপতি,—এই ৩৩
দেবতা । অগ্নি, পৃথিবী, বায়ু, অন্তরীক্ষ, আদিত্য, জ্যোঃ (আকাশ),
চন্দ্রমা (রস) ও নক্ষত্র সকল,—এই অষ্ট বসু । দশ প্রাণ (দশ ইন্দ্রিয়)
ও আত্মা (মন),—এই একাদশ রুদ্র । বৎসরের দ্বাদশ মাস, দ্বাদশ
আদিত্য ; ইহারা জীবের আয়ুঃ আদান (গ্রহণ) করে । স্তনয়িত্ব (অশনি,
বিদ্যুৎ) ইন্দ্র । যজ্ঞই প্রজাপতি । (পশু সকলকে যজ্ঞ বলা হইয়াছে, কারণ
তাঁহারা যজ্ঞের সাধন ও আশ্রয় ।—বৃহদারণ্যক ৩.৯.২—৬ ; শাকর ভাষ্য) ।
চতুর্বর্ণের আশ্রমধর্ম্ম যথারীতি অনুষ্ঠিত হইলে, ঐ সকল প্রাকৃতিক শক্তি
সুসংবর্দ্ধিত (দেবগণের পুষ্টি) এবং তাহার ফলে বিবিধ সুখ লাভ হয় ।
১৬ শ্লোকের টীকায় এই তত্ত্ব বিশদ ভাবে বুঝিব । ১২ ।

যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তোঃ—যজ্ঞাবশেষ জব্যাদির দ্বারা অর্থাৎ অগ্নে দেবতা
পিতৃ মনুষ্যাদি সকলের সেবা করিয়া (পরের কাজ করিয়া) বাহা

চৌর্য্যাপরাধী

নাহি দিয়া তাঁ'দিকে তাঁদের দত্ত ধন

আপনি যে খায়, সে'ত তত্বর যেমন । ১২ ।

যজ্ঞে পাপ

অনুষ্ঠের যজ্ঞ কর্ম্ম করি সমাপন

নষ্ট হয়

অবশেষ বাহা রয়, ওহে প্রজাগণ,

অম্নাদ্ ভবন্তি ভূতানি পৰ্জন্তাদ্ অন্নসম্ভবঃ ।

যজ্ঞাদ্ ভবতি পৰ্জন্তো যজ্ঞঃ কৰ্মসম্ভবঃ ॥১৪॥

, অবশিষ্ট থাকে, তদ্বারা যে সাধুগণ দেহ-যাত্রা নির্বাহ করেন (৪।৩১ দেখ) ।
তাহারা সৰ্বকিঞ্চিৎ—সৰ্ব পাপ হইতে । মুচ্যন্তে । যে তু আত্ম-
কাৰণাৎ পচন্তি—আপনার জন্ত পাক করে অর্থাৎ আত্মস্থূত্বের জন্ত
সংসারে কৰ্ম করে । তে পাপাঃ—সে পাপিগণ । অথৎ ভুঞ্জতে—
পাপ অন্ন ভোজন করে । ১৩ :

জগৎ-চক্র-প্রবর্তনের জন্তও কৰ্ম করা অবশ্য কর্তব্য । ১৪—১৬-
শ্লোকে সেই জগৎ-চক্র কি, তাহা বলিতেছেন । অম্নাৎ ভূতানি ভবন্তি,
পৰ্জন্তাৎ অন্নসম্ভবঃ । অন্ন হইতে জীবের ও মেঘ অর্থাৎ বৃষ্টি হইতে
অন্নের অর্থাৎ আহাৰ্য্য দ্রব্যের উৎপত্তি । পৰ্জন্ত—মেঘ । যজ্ঞাৎ পৰ্জন্তঃ
ভবতি, যজ্ঞঃ কৰ্মসম্ভবঃ—যজ্ঞ হইতে মেঘ এবং কৰ্ম হইতে
যজ্ঞ হয় । ১৪ ।

দেহ-যাত্রা সমাধান করিয়া তাহার

সাধুগণ সৰ্বপাপে মুক্ত হয়ে যান ।

অবশিষ্ট

আপনার তরে কিছু পাক করে যারা

পাপভোজী

পাপ অন্ন ভুঞ্জে, হয় মহাপাপী তা'রা ।

অগ্রে অপরের সেবা করিয়া যে জন

পরে নিজ কৰ্ম করে, সাধু সেই জন । ১৩ ।

নিরখি সংসার-চক্র অর্জুন । আবার

কৰ্মচক্র বা

অশুচিত হয় তব কৰ্ম-পরিহার ।

সংসারচক্র

অন্ন হ'তে জন্মে জীব, বৃষ্টি হতে অন্ন,

(১৪—১৬) : যজ্ঞে বৃষ্টি, যজ্ঞ পুনঃ কৰ্মে সমুৎপন্ন । ১৪ ।

কৰ্ম ব্রহ্মোক্তবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবম্ ।

তস্ম্যাৎ সৰ্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্ ॥১৫॥

এবং প্রবর্তিতং চক্রং নানুবর্তয়তীহ যঃ ।

অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি ॥১৬॥

কৰ্ম ব্রহ্মোক্তবং বিদ্ধি—ব্রহ্ম অর্থাৎ বেদ হইতে কৰ্ম উৎপন্ন জানিও ;
কৰ্মের বিষয় বেদে বিধিবদ্ধ আছে । ব্রহ্ম অক্ষর-সমুদ্ভবং—বেদ পরম
ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন । তস্ম্যাৎ সৰ্বগতং ব্রহ্ম যজ্ঞে নিত্যং প্রতিষ্ঠিতম্ ।
অতএব বেদ সৰ্বগত অর্থাৎ সৰ্বার্থ-প্রকাশক হইলেও তাহার তাৎপর্য
সদা যজ্ঞে অর্থাৎ জ্ঞানযুক্ত কৰ্মে প্রতিষ্ঠিত । জ্ঞানযুক্ত কৰ্মের বিধান
দেওয়াই বৈদিক যজ্ঞ বিধির তাৎপর্য । ১৫ ।

অতএব যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া, এবম্—এই ভাবে । প্রবর্তিতং চক্রং—
কৰ্মচক্র বা জগৎচক্র । ইহলোকে যঃ ন অনুবর্তয়তি—যে ব্যক্তি অনুবর্তন
করে না । সঃ অঘায়ুঃ—সেই ব্যক্তি, জ্ঞানী হউক কিম্বা অজ্ঞানী হউক
তাহার জীবন পাপস্বরূপ । সে ইন্দ্রিয়ারামঃ—ইন্দ্রির সুখেই তাহার
আরাম, সে মোক্ষার্থী নহে । সঃ মোঘং জীবতি—তাহার বাঁচিয়া
থাকা বৃথা । এই জগৎচক্র কেবল মনুষ্যালোক লইয়া নহে, পরন্তু
মনুষ্যালোক ও দেবলোক উভয়ই ইহার অন্তর্গত ।

যজ্ঞতত্ত্ব । ৯—১৬ শ্লোকে ভগবান্ যজ্ঞের উপযোগিতা উল্লেখপূর্বক

বেদ হতে প্রবর্তিত কৰ্ম সমুদয়

বেদের প্রকাশ পুনঃ ব্রহ্ম হতে হয় ;

সে হেতু যদিও বেদ প্রকাশে সকল,

প্রতিষ্ঠিত মৰ্ম তার যজ্ঞেই কেবল ;—

বেদের তাৎপর্য সেই যজ্ঞের বিধান,

বাঁহতে জগৎ লভে পরম কল্যাণ । ১৫ ।

যজ্ঞানুষ্ঠানের উপদেশ দিয়াছেন । যজ্ঞের উপযোগিতা সম্বন্ধে অনেক কথা ৯ শ্লোকের টীকার বুলিয়াছি । যজ্ঞ যে আমাদের সর্বতোভাবে পরম উপকারী এখানেও তাহা পুনর্বার বুলিতে চেষ্টা করিব ।

শাস্ত্রের উপদেশ, যজ্ঞে যে ঘৃত প্রভৃতি নিকিপ্ত হয়, তাহা এক অপূর্ণ শক্তিবৃদ্ধ হইয়া ধূম ও বাষ্পাকারে সূর্য্যরশ্মিপথে উর্দ্ধে উখিত ও জলীয় বাষ্পের সহিত মিলিত হইয়া তাহাকে বৃষ্টিতে পরিণত করে (গিরি, মধু) । বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা বিবেচনা করেন, জলীয় বাষ্পকে মেঘরূপে,

এই যে, সংসারচক্র, তুমি ধনঞ্জয় !

ব্রহ্ম হ'তে বেদ, কন্ধ্য বেদ হ'তে হয় ;

কন্ধ্যচক্র বা কন্ধ্য যজ্ঞ, যজ্ঞে বৃষ্টি, বৃষ্টি হ'তে অন্ন,

সংসার অন্ন হ'তে সর্ব ভূত হয় সমুৎপন্ন ।

গতিমান্ মহাযজ্ঞ সম এ সংসার ;

ব্রহ্মাদি বা' কিছু বস্তু, সবই অঙ্গ তা'র ।

প্রত্যেক অঙ্গের আছে ক্রিয়া স্বতন্ত্র,

নিজ শক্তি মত সবে সদা কন্ধ্যপর ।

প্রতি জীব, প্রতি অণু, পরমাণু আর

সাহায্য করিছে সদা ক্রিয়ায় তাহার ।

নিজ নিজ কন্ধ্য যদি নাহি করে সবে,

ক্রিয়ার ব্যাঘাত তার এ যজ্ঞের তবে ।

এ সংসার মাঝে করি শরীর ধারণ,

এ চক্রের অনুবর্তী না হয়ে যে জন,

জ্ঞানযুক্ত কন্ধ্যযজ্ঞ করে পরিহার

পাপের স্বরূপ হয় ! জীবন তাহার ।

ইন্দ্রিয়ের মুখ তা'র জীবনের সার,

সংসারে বাঁচিয়া থাকা বিকল তাহার । ১৬।

বৃষ্টিরূপে পরিণত করিবার পক্ষে তড়িভের ক্রিয়াবিশেষই প্রধান সহায় । বিদ্যুৎস্রবণ ব্যতীত মেঘ ও বৃষ্টি প্রায়শঃ দৃষ্টিগোচর হয় না ; অতএব যে কোন উপায়ে উর্দ্ধস্থ বাষ্পে তড়িভের সংযোগবিরোগদ্বারা অতিবৃষ্টির ও অনাবৃষ্টির প্রতীকার হইতে পারে । প্রাচীন ঋষিগণ এ স্থলে যজ্ঞানুষ্ঠানের ব্যবস্থা দিরাছেন । বৃহৎ যজ্ঞাগ্নিকূণ্ডে বহু পরিমাণে যে ঘৃতাদি নিক্ষিপ্ত হয়, তাহা বাষ্পাকারে উর্দ্ধে উখিত হইবার সময়, হয়ত বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন করে এবং সেই ঘৃতবাষ্পকণা সমূহ কেন্দ্রস্বরূপ (nucleus) হইয়া জলীয় বাষ্পকে মেঘ ও বৃষ্টিতে পরিণত করিবার পক্ষে সহায় হয় ।

আবার বৈজ্ঞান্য হইতে জানি যে অশ্বখ যজ্ঞডুমুরাদি যে সকল কাষ্ঠে যজ্ঞাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয়, সে সমস্তই উৎকৃষ্ট সংশোধক ও বিষনাশক । আর জীবদেহের গঠন ও পোষণ পক্ষে গব্য ঘৃত উৎকৃষ্ট পদার্থ । যজ্ঞ-ক্রিয়ার দ্বারা ঐ সকল পদার্থের সার অংশ বায়ুর সহিত সন্মিলিত ও অপূর্ব শক্তিতে (হোমিওপ্যাথিক ঔষধ শক্তির নিয়মে) সর্ব দিকে প্রসারিত হইয়া, দূষিত ভূমি জল বায়ুকে বিশোধিত করে এবং বৃষ্টির সহিত পুনর্বার ভূমিতে পতিত হইয়া তাহার উর্বরতাশক্তি বৃদ্ধি করে । ঘৃতাদির অম্ল-সমূহ-সংযোগে উর্বরা সেই ভূমিতে যে শস্তাদি জন্মে, তাহাতে জীবদেহ-গঠন-পোষণের উপযোগী পদার্থ অধিক পরিমাণে থাকে ; সুতরাং সে সকল বস্তু জীবের স্বাস্থ্য ও আয়ু-বৃদ্ধিকর হয় ।

অতএব যজ্ঞ যে আমাদের “ইষ্টকামধুক্” (৩১০) অভীষ্ট ফলপ্রদ, তাহা বেশ বুঝিতে পারি । যজ্ঞদ্বারা আমরা পৃথিবী জল, বায়ু, আদিত্য, বিদ্যুৎ (ইন্দ্র) প্রভৃতি দেবতাগণের কৰ্ম্মশক্তির সহায় হই (দেবান্ ভাবয়তানেন) এবং তদ্বারাই আবার আমাদের সুখ, স্বাস্থ্য ও আয়ু-বৃদ্ধি হয় (তে দেবাঃ ভাবয়ন্ত বঃ) । সে যজ্ঞের যুগ আর নাই । সে দৈবযজ্ঞ নাই । সেই সূজলা সূফলা ভারতভূমিতে আর এখন সূজল

যত্নানুরতিরেব স্তাৎ আত্মতৃপ্তঃ মানবঃ ।

আত্মশ্চেব চ সন্তুষ্টস্তীর্থা কার্যং ন বিচ্যতে ॥১৭॥

নাই, বৃক্ষে ফল নাই, কলে ফল নাই, রসের পোষণী শক্তি নাই। দেশ স্বাভাবিক, সংক্রামক ব্যাধির ও অন্তর্ভুক্ত আবাসভূমি। এই ভিত্তি বোধ হয় ভগবান্ বলিয়াছেন, “যে তাঁহাদের দত্ত ধন তাঁহাদিগকে না দিরা আপনি খারসে চোর, সে পাপী ও পাপভোজী”! হার! যজ্ঞত্যাগী আমরা এখন এই পাপী ও পাপভোজীগণের সন্তানরাভূত। আর আমাদের সেই ঋষিযজ্ঞ নাই; জ্ঞানগৌরবমণ্ডিত সেই ঋষিসমাজও আর নাই। সেই পিতৃযজ্ঞ নাই; আর পিতৃকুলের মুখোজ্জল-কারক ব্রহ্মচারি-ব্রতধারী সেই ছাত্রসমাজও নাই। সেই ভূতযজ্ঞ নাই; আর রাজা ও রাজতুল্য ধনকুবেরগণের সেই “বিরাট” গো-গৃহও নাই, অমৃতবর্ষিনী পরশ্বিনী ধেনুকুলও নাই এবং আয়ুঃ সন্ত-বলারোগ্য-প্রীতি-সুখ-বিবর্ধন (১৭৮) দৃঢ়-দধি-ঘৃত ভোজনও নাই। দৈবযজ্ঞ এখন লোকদেখান প্রতিমাপূজার, ঋষিযজ্ঞ অর্থকরী বিজ্ঞান, পিতৃযজ্ঞ নিয়মবদ্ধ শ্রাদ্ধতর্পণে, নৃ-যজ্ঞ দেশের নিকট মানসম্মত-অর্জনে, এবং ধনকুবেরগণের ভূতযজ্ঞ সখের তুরঙ্গ-পালনে, পর্যাবসিত হইয়াছে। আমাদের মনে হয় আমাদের গ্রামে গ্রামে, গৃহে গৃহে, সেই প্রাচীন যজ্ঞের প্রথা পুনঃ প্রবর্তিত হইলে দেশের জল, বায়ু ও ভূমির অবস্থার উৎকর্ষ, স্বাস্থ্যের উৎকর্ষ এবং ইহপারত্রিক সর্বোচ্চ উৎকর্ষ সাধিত হইতে পারে। ১৬।

যঃ তু মানবঃ—কিঞ্চ যে মানব। আত্মরতিঃ এব আত্মতৃপ্তঃ চ আত্মনি এব সন্তুষ্টঃ স্তাৎ—আত্মাতেই প্রীত, আত্মাতেই তৃপ্ত এবং আত্মাতেই

<p><u>জ্ঞানীর</u> <u>নিজের অন্ত</u> <u>কোন কর্ম</u> <u>পাকে না</u></p>	<p>অতএব ভাবি দেখ, কোরব-কুমার ! পৃথিবীতে কর্ম করা উচিত সবার । কিঞ্চ হে, জনয়ে ধার, হর জ্ঞানোদয়, আত্মাতেই প্রীতি ধার, বিবরেতে নর, আত্মাতেই তৃপ্ত, নহে অন্নাদির রসে, আত্মাতেই তৃপ্ত, নহে কামভোগবশে, সংসারে তাঁহার কার্য নাই, ধনজর । কোন কর্মে কোন স্বার্থ তাঁহার না রর । ১৭ ।</p>
--	---

নৈব তস্য কৃতেনার্থো নাকৃতেনেহ কশ্চন ।

ন চাস্ত্য সৰ্বভূতেষু কশ্চিদ্ অর্থব্যাপাশ্রয়ঃ ॥১৮॥

তস্মাদ্ অসক্তঃ সততং কার্য্যং কৰ্ম্ম সমাচর ।

অসক্তো হ্যচরন্ কৰ্ম্ম পরম্ আপ্নোতি পুরুষঃ ॥১৯॥

সন্তুষ্ট ; যিনি নিজের জ্ঞান সংসারের কোন বিষয়েরই প্রত্যাশী নহেন ।
তস্য কার্য্যং ন বিস্ততে—তাঁহার (আপনার স্বার্থের জ্ঞান) কোন কার্য্য
থাকে না । ১৭ ।

তস্য—সেই জ্ঞানীর । ইহলোকে কৃতেন—কার্য্য করার । অর্থঃ ন
এব—প্রয়োজন বা স্বার্থ নাই । অকৃতেন চ—না করাতেও কোন
স্বার্থ নাই । কৰ্ম্ম করার অথবা না করার তাঁহার লাভালাভ নাই ।
অস্ত্য সৰ্বভূতেষু কশ্চিদ্ অর্থব্যাপাশ্রয়ঃ চ ন অস্তি—অর্থ প্রয়োজন ;
তন্নিমিত্ত ব্যাপাশ্রয়, অবলম্বন বা আশ্রয়ের বস্তু নাই ; সংসারে এমন কিছুই
নাই, স্বার্থ-সিদ্ধির জ্ঞান যাহা তিনি অবলম্বন করেন । তিনি স্বার্থাস্বার্থের
অতীত । ১৮ ।

তস্মাৎ—সেই জ্ঞানী পুরুষ, যিনি কিছুরই অপেক্ষা রাখেন না,
কৰ্ম্ম করাতে কিম্বা না করাতে যাহার কোন স্বার্থ নাই, তাঁহার পক্ষেও

কৰ্ম্মাকৰ্ম্মে

তাঁর স্বার্থ

নাই

কৰ্ম্ম-অনুষ্ঠানে কিম্বা কৰ্ম্ম পরিত্যাগে

স্বার্থাস্বার্থ কিছু তাঁর নাই এ সংসারে ।

সৰ্বভূতে কোন কিছু এমন না রয়,

স্বার্থহেতু যাহা তিনি করেন আশ্রয় । ১৮ ।

যদিও কৰ্ম্মেতে তাঁ'র নাই প্রয়োজন,

জ্ঞানীর মত

অনাসক্তভাবে

কৰ্ম্ম কর

কিন্তু জগচ্চক্রবিধি করিয়া স্বরণ,

কৰ্ম্ম করা তাঁ'রও যদি সমুচিত ধৰ্ম্ম,

অতএব তুমি কর তোমার যা'কৰ্ম্ম ;

কর সদা অনাসক্ত বলকামনার,—

অনাসক্ত কৰ্ম্মে জীব মোক্ষপদ পায় । ১৯ ।

(১৬ শ্লোকোক্ত) অগচ্ছ প্রবর্তনের জন্ত, কৰ্ম করা বধন আবশ্যক, তখন তুমিও অগচ্ছ প্রবর্তনের জন্ত । সততম্ অসক্তঃ—সদা অনাসক্ত থাকিরা । কার্য্যং কৰ্ম সমাচর—তোমার অশ্রুষ্ঠের কৰ্ম,—যে কৰ্মে তোমার অধিকার আছে, বাহা তোমার কৰ্ত্তব্য (duty) তাহার আচরণ কর । কারণ (হি), পুরুষঃ অসক্তঃ—অনাসক্ত ভাবে । কৰ্ম আচরন্, পরম্ আপ্রোতি —পরম পদ প্রাপ্ত হয় ।

১৭—১৯ এই তিনটি শ্লোক লইয়া হেতু এবং অনুমানযুক্ত একটি বাক্য এবং ১৬ শ্লোক তাহার পূর্ববর্তী বাক্য । জ্ঞানী চটক অজ্ঞানী চটক, অগচ্ছ প্রবর্তনের জন্ত সকলেরই কৰ্ম করা উচিত ; কিন্তু যিনি জ্ঞানী, তাঁহার নিজের জন্ত কোন কৰ্ম নাই, কৰ্ম করাতে অথবা না করাতে তাঁহার কোন স্বার্থ নাই । অতএব তুমিও সেই জ্ঞানিগণের মত স্বার্থ চিন্তা না করিয়া, লাভালাভের ভাবনা না ভাবিয়া, অনাসক্তভাবে তোমার কৰ্ত্তব্য পালন করিয়া যাও ; তদ্বারাই মোক্ষ লাভ করিবে ।

ইহাই এখানে সরল ও স্বাভাবিক অর্থ । কিন্তু সন্ন্যাসবাদী অচার্য্যগণ এ কথা স্বীকার করেন না । কৰ্মযোগ চইতে যে মোক্ষ লাভ হয়, এ কথা তাঁহারা গ্রাহ্য করেন না । “অসক্তোচ্ছাচরন্ কৰ্ম পরমাপ্রোতি পুরুষঃ”—ভগবানের এমন স্পষ্ট উপদেশ-সংকেত নহে ।

তাঁহার ১৭ শ্লোকের “তন্ত কার্য্যং ন বিজ্ঞতে” এই বাক্যকে গীতার সিদ্ধান্ত বাক্যরূপে উপস্থাপিত করিয়া বলেন, যে অবস্থাত (১৭-১৮ শ্লোকোক্ত) জ্ঞানিগণই কেবল কৰ্মত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণের উপযুক্ত, অন্তে নহে । তোমার সেই সম্যক্ জ্ঞান লাভ হয় নাই, অতএব তুমি কৰ্ম কর (শং, শ্রী) ।

এখানে বক্তব্য এই যে “তন্ত কার্য্যং ন বিজ্ঞতে,” ইহা বিধিবাক্য নহে ; “ন বিজ্ঞতে” লটের পদে “করিবে না” (must not do.) এরূপ বিধি বুঝায় না । জ্ঞানলাভের পরেও জ্ঞানী কৰ্ম করিবেন, কি না করিবেন, সে

বিষয়ে বাচ্য বিধি, তাহা ভগবান্ এখানে বলেন নাই; পরবর্তী ২৫ ও ২৬ শ্লোকে বলিয়াছেন। “যোজয়েৎ সৰ্ব্বকৰ্ম্মাণি বিদ্বান্ বৃক্ণঃ সমাচরন্।” “কুৰ্ব্ব্যাৎ বিদ্বাংস্তথাসক্ণ শ্চিকৌৰ্ব্বঃ লোকসংগ্রহম্।” এখানে, “যোজয়েৎ” এবং “কুৰ্ব্ব্যাৎ” এই দুইটী সেই বিধিবাচ্য। বিদ্বানের নিজের প্রয়োজন না থাকিলেও লোকসংগ্রহের বা জগচ্চক্র-প্রবর্তনের (৩.১৬) জন্ত তিনি স্বয়ং অবশ্যই কৰ্ম্ম করিবেন (must do); ইহাই ভগবানের নিশ্চিত উপদেশ।

পুনশ্চ ভগবান্ যদি সত্য সত্যই অৰ্জুনকে অজ্ঞানী জানিয়া ঐরূপ বলিয়া থাকেন, তবে স্পষ্ট কথায়,—“হে অৰ্জুন! সম্যক্ জ্ঞান না হইলে সন্ন্যাসে অধিকার হয় না, তোমার সে জ্ঞান নাই, তুমি এখন জ্ঞানলাভের জন্ত কৰ্ম্ম কর।” এমন ভাবে না বলিয়া, তিনি कहিলেন “অকৰ্ম্ম অপেক্ষা কৰ্ম্মই ভাল” (৩.৮) ; “মহন্ত এই কৰ্ম্মযোগের অনুষ্ঠান যে ব্যক্তি না করে সে গণ্ডমূৰ্খ, নির্বোধ ও নষ্ট” (৩.৩২) ; “সাংখ্যযোগ অপেক্ষা কৰ্ম্মযোগ বিশিষ্ট” (৫.২) ; “জ্ঞানে সৰ্ব্ব সংশয় ছেদনপূৰ্ব্বক যুদ্ধার্থ উত্থিত হও” (৪।৪২) ইত্যাদি। জ্ঞানলাভের পর কৰ্ম্মত্যাগ করাই যদি স্থির সিদ্ধান্ত হয়, তবে পূৰ্ব্বোক্ত ভগবদুক্তি-সম্বন্ধে বলিতে হয়, যে ভগবান্ আপনার অত্যন্ত প্রিয় ভক্তের মনে “ধোঁকা” দিয়া মিথ্যা কথা कहিলেন। বাহারা ভগবানের উপরে এরূপ অসত্যের আরোপ করিয়া স্বপক্ষ-সমর্থনের চেষ্টা করেন, তাঁহাদের সহিত কোন বিচার নাই (তিলক)।

গীতা সন্ন্যাসের নিন্দা করেন না, প্রত্যাৎ প্রশংসাই করেন; কিন্তু সে সন্ন্যাস গৃহত্যাগ নয়, পরিচ্ছদত্যাগ নয়, লৌকিক-কৰ্ম্ম-বিষেব নয়, অথবা স্ত্রী-পুত্র-কন্যা-ভ্রাতৃ-বন্ধু-আত্মীয়-স্বজন-স্বদেশ-ত্যাগ নয়। সে সন্ন্যাস ও কৰ্ম্মযোগ বস্তুতঃ এক (৩.২)। সে সন্ন্যাসের ভিত্তি জ্ঞান। জ্ঞানে জগতের গূঢ়তম হৃদয়ঙ্গম হইলে, জ্ঞানে আসক্তির ক্ষয় হইলে, অন্তরে সন্ন্যাসী থাকিয়া জানী জ্ঞানবৃক্ণ,—নীতিবৃক্ণ কৰ্ম্মাচরণ দ্বারা জগৎ পালন

করবেন। তদ্বারা ভগতের লৌকিক ভাগ ও আধ্যাত্মিক ভাগ—কোন ভাগেরই বিচ্ছেদ বা উপেক্ষা হইবে না; হুই দিকেরই কার্য সুসম্পন্ন হইবে। ৩২৫—২৬, ৫১২—১২ প্রভৃতি শ্লোকে এ কথা অতি স্পষ্ট।

সে সন্ন্যাস আর নাই; কিন্তু তাহার গন্ধটা এখনও ভারতের হাওয়ার সর্বত্র মিশিমা আছে। লৌকিক বিষয় সব পাপ, তাহা ছাড়িয়া সন্ন্যাস অবলম্বনই শ্রেয়ঃ; সন্ন্যাস পরম পবিত্র, সর্বতোভাবে আদরণীয়—সন্ন্যাসের এই অবিরাম সঙ্গীতধ্বনি প্রত্যেকের কাণে বাজিতেছে; প্রতি যুহুর্ন্তে, প্রতি পলে, প্রতি দণ্ডে সারাজীবনকালব্যাপী সেই ধ্বনি শুনিয়া শুনিয়া আমরা সন্ন্যাসের পক্ষপাতী হইয়া পড়িয়াছি। বিদ্যালয়ে শিশুপাঠ্য গ্রন্থ হইতে আরম্ভ করিয়া ধর্মশাস্ত্র ও উচ্চাঙ্গের দর্শনশাস্ত্র পর্যন্ত, সর্বত্রই সেই সন্ন্যাসের বাতাস। যাত্রার অভিনয়ে, কথকের কথকতার, ভগবানের গুণানুকীর্ণনে, তিথারীর ভিক্ষার, রাখালের গানে, সর্বত্র সেই সুর।

যে বিষয় পুনঃ পুনঃ আমাদের জ্ঞানের পথে আসে, সে বিষয়ের একটা দৃঢ়সংস্কার হৃদয়ে বদ্ধমূল হয় এবং উপযুক্ত সময়ে তাচা ক্রিয়া করে। সেই সংস্কারের বলেই আমরা গীতার আসল সন্ন্যাসের অভাবে, ঘোর আধ্যাত্মিক স্বার্থপর ইদানীন্তন সকল সন্ন্যাসেরই আদর করি।

কিন্তু ঐরূপ বৈরাগ্যের কপার পরিবর্তে আমাদের আচার্য্যগণ যদি আমাদেরকে গীতার মতান উদার সঙ্গীত শুনাইতেন, যদি আমরা আজীবন শুনিয়া আসিতাম যে, কর্তব্যনিষ্ঠাকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, জ্ঞানে আসক্তির ক্ষর করিয়া, কাম-ক্রোধ স্বার্থবশে বিচলিত না হইয়া, অকপট নিঃস্বার্থ হৃদয়ে, সংযত শান্ত চিত্তে, ব্রহ্মসাক্ষ্যসারে প্রাপ্ত কর্মের অনুষ্ঠানই জীবনের অর্চনা, তদ্বারাই সিদ্ধি লাভ হয় (১৮.৪৬); যদি শুনিয়া আসিতাম, পরের অস্ত, দেশের অস্ত, ধর্মের অস্ত, লোকসংগ্রাহের অস্ত, ভগতের অস্ত, আপনার সাধ্যানুরূপ কারিক, বাচনিক বা মানসিক

১১৮. কৰ্মযোগের অভাবে জাতীর জীবনের অবনতি । [তৃতীয়

অভ্যাস নিঃস্বার্থ কৰ্মও মহাভর হইতে জ্ঞান করে (২।৪০) ; আর তাহাই ঈশ্বরের অর্চনা, তদ্বারাই সিদ্ধি লাভ হয়, ইহপরলোকে কল্যাণ সাধিত হয়—ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ লাভ হয় ; তবে নিশ্চয়ই আমাদের “কর্ম থসিয়া” যাইত না । তবে নিশ্চয়ই অতুল ঈশ্বরের অধিকারী ভারত আজ একমুষ্টি আগ্নেয় কান্দাল হইত না, ম্যানচেষ্টারের বস্ত্রে লজ্জা নিবারণ করিত না, বিলাতী গাঢ় ছুখে সন্তান পালন করিত না, এবং সর্বাপেক্ষা লজ্জার কথা, বিলাতী বেদব্যাখ্যা শুনিয়া জ্ঞানপিপাসা মিটাইত না ।

যদি আমরা ভগবদ্রূপদিষ্ট কর্মযোগবুদ্ধি হৃদয়ে লইয়া, কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হই, যদি নীতিযুক্ত শক্তি লইয়া কার্যে অগ্রসর হই, তবে যে কর্মেই প্রবৃত্ত হই না,—শ্রম, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, রাজবিধান, ইত্যাদি যে কোন কার্যেই ব্যাপৃত হই না, তদ্বারাই “শ্রী, বিজয়, অভ্যুদয় ও ধ্রুবা নীতি” প্রাপ্তি অবশ্যস্তাবী (১৮।৭৮) ।

কর্মের ছোট বড় নাই । মুটের মুটেগিরি হইতে ব্রাহ্মণের বিষ্ণুসেবা ও যোগীর যোগসাদনা, সবই সেই ভগবানের কর্ম । শুদ্ধ সাধিক চিত্তে, অকপট সরল প্রাণে, করিলে সেই সমস্ত তাঁহারই অর্চনা ; সকলেই ফুল সমান ; ১৮ অঃ ৪৫—৪৯ শ্লোক দেখ ।

ভগবান্ বলিয়াছেন, “যে মদ্রূপদিষ্ট কর্মযোগের অনুষ্ঠান না করে, সে সর্বজ্ঞানবিমূঢ় মূর্থ ; সে নষ্ট হইয়া গিয়াছে জানিও” (৩।৩২) । আমরা ভগবানের উপদেশ উপেক্ষা করিয়াছি, ফলে বাস্তবিকই উৎসরে গিয়াছি ।

আর একটা কথা, অপ্রাসঙ্গিক হইলেও, এখানে বলা আবশ্যক মনে করি । পরমহংস দেব বলিতেন, হাঁড়ি পোড়ান হলে আর নোয় না ; তেমনি পাকা হাড়ে উপদেশে ফল হয় না । অতএব বৃদ্ধ-বৃদ্ধাগণকে না হউক, কিন্তু কোমলমতি বালকবালিকাগণকে গীতার কর্মযোগটী বেশ বুঝাইয়া দিলে, আশা হয় কালে নিশ্চয়ই সফল ফলিবে । শিক্ষাবিত্তাদের কর্তৃপক্ষগণ এ বিষয়ে একটু বিবেচনা করিবেন কি ? ১৯ ।

কৰ্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিঃ আস্থিতাঃ জনকাদয়ঃ ।

লোকসংগ্রহম্ এবাপি সংপশ্যন্ কৰ্ত্তুম্ অৰ্হসি ॥২০॥

অনন্তর দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতেছেন । দেখ, জনকাদয়ঃ কৰ্ম্মণা এব—কৰ্ম্মের দ্বারা। সংসিদ্ধিঃ আস্থিতাঃ—সম্যক্ সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন । সিদ্ধি—সফলতা, পুরুষার্থ, ঐশ্বর্য্য, বিজয়, জ্ঞান এবং মোক্ষ । তাঁহারা এই সমুদায়ই লাভ করিয়া রাজর্ষি হইয়াছিলেন ; রাজরূপে প্রজাপালন এবং ঋষিরূপে ব্রহ্মদর্শন করিয়াছিলেন ।

পুনশ্চ । জ্ঞানীর যখন কৰ্ম্মাকৰ্ম্মে কোন স্বার্থ, কোন অর্থব্যাপাশ্রয় নাই, তখন কৰ্ম্ম তাহার কৰ্ত্তব্যরূপে আসিবে কোথা হইতে ? উত্তরে বলিতেছেন, লোকসংগ্রহম্ এব অপি সংপশ্যন্—লোক সংগ্রহের প্রতি দৃষ্টি করিয়াও । কৰ্ত্তুম্ অৰ্হসি—তোমার কৰ্ম্ম করা উচিত (৩,২৫) । আপনার কৰ্ম্ম অপেক্ষা লোকসংগ্রহার্থ কৰ্ম্মে জ্ঞানীর অধিক মনঃ, “এবাপি” শব্দের ইহাই তাৎপর্য্য (তিলক) ।

লোকসংগ্রহ—দৃষ্টান্ত দেখাইয়া লোককে ধর্ম্মার্থ কৰ্ম্মে প্রবর্তিত করা । জ্ঞানীগণের কৰ্ম্ম দেখিয়া অন্য সাধারণে কৰ্ম্ম করে । অতএব স্বয়ং সাধারণের মধ্যে থাকিয়া, তাহাদের একজন হইয়া, যুক্ত চিন্তে কৰ্ম্মাচরণ-পূর্ব্বক, তাহাদিগকে সর্ব্বাঙ্গোণ মঙ্গলের পথে পরিচালিত করার নাম লোকসংগ্রহ ।

লোকসংগ্রহ পদে, লোক শব্দ, কেবল যে মনুষ্যালোক বুঝাইতেছে, এমন নহে । ভূলোক পিতৃলোক দেবলোক মর্ত্যালোকাदि সমন্বিত সমগ্র

জ্ঞানীর দেখ হে, জনক আদি রাজর্ষির দ্বারা

লোকসিদ্ধির কৰ্ম্মেই সফলকাম হইলেন তাঁ'রা ।

অন্য কৰ্ম্মে লোকসিদ্ধি প্রতিষ্ঠা হে, দৃষ্টিপাত করি

দৃষ্টান্ত কৰ্ম্মই কৰ্ত্তব্য তব, কৌরব-কেশরি । ২০ ।

যদ্যদ্ আচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদ্ প্রসত্তরো জনঃ ।

স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদ্ অনুবর্ততে ॥২১॥

জগতের ধারণ, পোষণ, পরিপালন,—এই ব্যাপক অর্থ ঐ লোকশব্দে রহিয়াছে ; কেবল মনুষ্যলোকের নয়, সর্বলোকের শ্রেয়ঃ সম্পাদন তদ্বারা বুঝাইতেছে । জ্ঞানিগণই এই তত্ত্ব বুদ্ধিতে পারেন ; স্মৃতরাং লোক-সংগ্রহার্থ কৰ্ম্ম তাঁহাদের “বেগারের কৰ্ম্ম” নহে ; ইহা তাঁহাদের অত্যন্ত মহত্বপূর্ণ সর্বোত্তম কৰ্ত্তব্য । জ্ঞানী যখন, “সৰ্বভূতস্বম্ আত্মানং সৰ্ব-ভূতানি চাশ্বনি” (৬।২৯), আত্মাকে সৰ্বভূতে এবং সৰ্বভূত আত্মাতে অবস্থিত দেখিয়া থাকেন, তখন তিনি আর নিষ্কৰ্ম্ম হইয়া থাকিতে পারেন না ; তাঁহার কৰ্ম্ম কখনই শেষ হয় না (তিলক) ।

যদি কেহ বলেন যে, যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি পালন করিবেন, অস্তুর এত ভাবনা কেন ? কিন্তু জ্ঞানী একথা বলিতে পারেন না । “আমি” “তুমি” ও “ঈশ্বর” এ ভেদ জ্ঞান বাহার আছে তিনি জ্ঞানী নহেন । সৰ্বভূতে এক অব্যয় ভাব (১৮।২০) এক অদ্বৈত ব্রহ্ম দৰ্শন যদি বথার্থ সাধিক জ্ঞান হয়, তবে জ্ঞানী যে ঈশ্বরেরই স্তায় জগতে পালন-পোষণে, সৰ্বভূত-হিতে কৰ্ম্ম করিবেন, (৪।১৪-১৫) ইহা স্থির ।

বর্ত্তমানকালে ভারতের জ্ঞানিগণ বোধ হয় ভগবানের এই উপদেশটি বিশ্বস্ত হইরাছেন, তজ্জন্তই বুদ্ধি এখন আমাদের এই হৃদয় । ২০ ।

শ্রেষ্ঠঃ (লোকঃ) যৎ যৎ আচরতি । ইতরঃ জনঃ—সাধারণ লোক ।
তৎ তৎ এব—সেই সেই কৰ্ম্মই করে । স যৎ প্রমাণং কুরুতে—তিনি, যে

জ্ঞানী	এ সংসারে যাহা কিছু করে শ্রেষ্ঠ জন
সাধারণের	তাহা দেখি কৰ্ম্ম করে অল্প সাধারণ ।
নেতা	যে রূপ করেন তাঁরা প্রামাণিক বলি, সেই রূপ করে পার্থ অপরে সকলি ।

ন মে পার্থাস্তি কৰ্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন ।

নানবাপ্তম্ অবাপ্তব্যং বৰ্ত্ত এব চ কৰ্ম্মণি ॥২২ ॥

যদি হহং ন বৰ্ত্তেয় জাতু কৰ্ম্মণ্যতদ্বিতঃ ।

মম বত্সানুবৰ্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সৰ্ব্বশঃ ॥২৩॥

কৰ্ম্ম প্রাণাণিক বলিয়া গ্রহণ করেন। লোকঃ তৎ এব অনুবৰ্ত্ততে—
সাধারণ লোকে তাহারই অনুগরণ করে। ২১।

হে পার্থ ! ত্রিষু লোকেষু—ত্রিভুবনে। মে কিঞ্চন কৰ্ত্তব্যং নাস্তি।
কারণ আমার কিছুই অনবাপ্তম্ অবাপ্তব্যং ন—অপ্রাপ্ত বা প্রাপ্য নাই।
তথাপি কৰ্ম্মণি এব চ বৰ্ত্তে—আমি কৰ্ম্ম করিতেছি। ২২।

যদি অহং তি অতদ্বিতঃ—তদ্ভ্রাশ্রুত, অনলম হইয়া। জাতু—কদাচিৎ।
কৰ্ম্মণি ন বৰ্ত্তেয়—কৰ্ম্মে প্রবৃত্ত না হই। তাহা হইলে মনুষ্যাঃ
সৰ্ব্বশঃ—সৰ্ব্ব প্রকারে। মম বত্সানুবৰ্ত্তন্তে—আমার অনুমত পথের
অনুগমন করিবে। ২৩।

শ্রদ্ধা-পালন তুমি কর, নরবর !

ভগবান্ তা' দেখি অপরে হবে শ্রদ্ধা তৎপর : ২১।

আপনিউ আমার কৰ্ত্তব্য কিছু নাই এ সংসারে,

দৃষ্টান্ত কারণ কিছুই নাই ব্রহ্মাণ্ড-মাঝারে,

অপ্রাপ্ত বা প্রাপ্য যাহা অর্জন, আমার,

তবু দেখ, আমি কৰ্ম্ম করি অনিবার। ২২।

আলস্ত ত্যজিয়া যদি আমি কদাচিৎ

লোকহিতের নাহি করি নিরন্তর কৰ্ম্ম সমুচিত,

নিবৃত্ত সৰ্ব্বশঃ আমার পথে করিয়া গমন

তাঁহার কৰ্ম্ম পার্থ হে, ছাড়িবে কৰ্ম্ম সৰ্ব্ব সাধারণ। ২৩।

উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুৰ্য্যাঃ কৰ্ম্ম চেদ্ অহম্ ।

সঙ্করশ্চ চ কৰ্ত্তা শ্চাম্ উপহৃত্যাম্ ইমাঃ প্রজাঃ ॥২৪॥

দেখ, চেৎ—যদি । অহং কৰ্ম্ম ন কুৰ্য্যাম্—আমি কৰ্ম্ম না করি ।
তবে ইমে লোকাঃ উৎসীদেয়ুঃ—কৰ্ম্মলোপবশতঃ এই প্রজাগণকে আমি
উৎসর্গে দিব । আর সঙ্করশ্চ চ কৰ্ত্তা শ্চাম্—কৰ্ম্মলোপবশতঃ ধৰ্ম্মসঙ্কর
হইবে ; সুতরাং আমিই সেই ধৰ্ম্মসঙ্করের কারণ হইব । অতএব
উপহৃত্যাম্ ইমাঃ প্রজাঃ—আমিই এই প্রজাগণের মালিক বা বিনাশের
হেতু হইব ।

সঙ্কর—পরস্পর বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন পদার্থের একত্র সংমিশ্রণের নাম
সঙ্কর । এখানে সঙ্কর শব্দে ধৰ্ম্মসঙ্কর বুঝাইতেছে (মধু) । ভগবচ্ছক্তির

তাই যদি আমি কৰ্ম্ম না করি সাধন
আমিই উৎসর্গ দিব এই প্রজাগণ ।
অপরে ছাড়িতে কৰ্ম্ম দেখিয়া আমারে,
আমা হ'তে হবে ধৰ্ম্মসঙ্কর সংসারে ।

উচ্চারণ

কৰ্ম্মত্যাগে

দোষ

যজ্ঞ দান তপশ্চাদি লোকধননাশ,
ব্যাধি কলহাদি হ'তে প্রজার বিনাশ,
কু'ষ বাণিজ্যাদি গানি, তার অর্থক্ষতি,
পরদারদোষে বর্ণসঙ্কর সন্ততি,
হত্যা, চৌর্যা, দুর্ভিক্ষ, যুদ্ধাদি অমঙ্গল
আমার আলস্য হ'তে হবে এ সকল ।
সমাজ শৃঙ্খলা হবে আমা হ'তে নষ্ট,
আমা হ'তে প্রজাগণ মলিন বিনষ্ট ।
সে হেতু আমি হে, করি কৰ্ম্ম নিরন্তর,
আমার দৃষ্টান্তে তুমি হও কৰ্ম্ম-পর ॥২৪॥

সত্ত্বাঃ কৰ্মণ্যবিদ্যাংস্মৈ যথা কুৰ্ব্বন্তি ভারত ।

কুৰ্যাদ্ বিদ্যাংস্তথাঃসত্ত্বশ্চিকীৰ্ণলৌকসংগ্রহম্ ॥২৫॥

‘মৰ্ম্ম’ এই যে, তিনি কৰ্ম্মত্যাগ করিলে, তাঁহার দৃষ্টান্তে অন্তেও নিজ নিজ কৰ্ত্তব্য পালনে বিরত হইবে ; তাহার ফলে ঘোরতর বিশৃঙ্খলা (disorder) যথা চোৰা, হত্যা, ছদ্মিষ্ক, দান তপস্তাদি ধর্ম্মের তিরোত্তাব, পরদারা-সক্তি ইত্যাদি বহুতর অমঙ্গল উপস্থিত হইবে । ইহার নাম ধর্ম্ম-সঙ্কর ।

বর্ত্তমান সময়ে ভারতের প্রায় সৰ্ব্ব সমাজে এই দোষ সম্পূর্ণরূপে স্পর্শ করিয়াছে । পূৰ্ব্বতন মহাত্মগণ যে কৰ্ম্ম-জ্ঞান-ভক্তিময় মন্য প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা কালক্রমে কৰ্ম্ম হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে । বর্ত্তমান সময়ে সংসারের কৰ্ম্মক্ষেত্রে আমাদের আদর্শ কিছু নাই । সেই প্রাচীন রাজর্ষি জনক বা আধুনিক রাজর্ষি রাজা রামানন্দ রায় * আর নাই । আমাদের বিশ্বাস, সংসারাত্মকে থাকিয়া কেহই যথার্থ ধান্টিক হইতে পারে না ; কন্ম পাঁকিলে ধন্য হয় না । সংসারাত্মকত্যাগ ভিন্ন সাধনার পন্থাই নাই । অগচ সংসার ছাড়িয়া থাকিতেও পারি না । এইরূপে উভয় সঙ্কটে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছি । ২৪

অতএব জ্ঞানিগণও লোকস্থিতির ভ্রম, অজ্ঞানীকে কন্মের আদর্শ দেখাইবার ভ্রম, কন্ম করিবেন । অবিদ্যাংসঃ—অজ্ঞানিগণ । কন্মণি সত্ত্বাঃ —

অতএব লোকস্থিতি মনে ঠিক্কা করি
জ্ঞানীর প্রতি জ্ঞানীও করবে কন্ম ভরত-কেশরী ।
কন্মের বিধি কিন্তু কামবশে করে যেমন অজ্ঞানী
সতত নিছকমে তথা করিবেন জ্ঞানী । ২৫।

রামানন্দ রায় ত্রিচৈতন্য দেবের সমসাময়িক । তিনি উড়িষ্যার রাজা প্রতাপ রুদ্রের রাজত্বের দক্ষিণাংশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন । তিনি পরম রাজনীতিজ্ঞ ও সঙ্গীত-মালা-বেশ-ভূষা-রচনাদি কলা বিদ্যার সুদক্ষ অগচ, উত্তম পণ্ডিত, পরম ধান্টিক, জ্ঞানী, নিম্পৃহ নিষ্কাম ভক্ত ছিলেন । এক দিকে যোগ এক দিকে ভোগ তাহাতে বর্ত্তমান ছিল ।

১২৪ জ্ঞানীর প্রতি কর্মযোগ আচরণের আদেশ (২৫—২৬)। [তৃতীয়

ন বুদ্ধিতেদং জনয়েদ্ অজ্ঞানাং কর্মসঙ্গিনাম্ ।

যোজয়েৎ সর্বকর্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্ ॥২৬॥

আসক্ত হইয়া। যথা কুর্কন্তি—যে রূপ করে। বিদ্বান্ অসক্তঃ—আসক্ত না হইয়া। লোক-সংগ্রহম্ চিকীর্ষুঃ—লোকহিতের ইচ্ছার। তথা কুর্যাৎ—অবশ্য সেইরূপ করিবেন (must do) ; ৩। ২০ টীকা দেখ।

কার্যের ভিতর আসক্তি বা আগ্রহ যত কম থাকে, কার্য তত ভাল হয়। ভাববশে পরিচালিত হইলে, মন চঞ্চল হয়, মস্তিষ্কের স্নায়ুগুলি উত্তেজিত হয় এবং শক্তির বিশেষ অপব্যয় হয়। যে শক্তিটুকু কার্যরূপে পরিণত হওয়া উচিত ছিল, তাহা বৃথা ভাবুকতার পর্য্যবসিত হইয়া ক্ষয় হইয়া যায়। মন শান্ত থাকিলে আমাদের সমস্ত শক্তি কার্যে পর্য্যবসিত হয়। স্থিরচিত্ত ধীর ব্যক্তিই সর্বাপেক্ষা অধিক কার্য করে। অগতের বড় বড় জ্ঞানী কার্যকুশল সমস্ত ব্যক্তিই ইহার প্রমাণ। কিছুতেই তাহাদের চিন্তের সমতা—সামঞ্জস্য ভয় হইত না। গীতার যে আদর্শ কর্ম, তাহাতে ভীষ্ম কর্মশীলতা থাকিবে কিংবা কামনার অশান্তি বা চাঞ্চল্য থাকিবে না। জ্ঞানিগণ যদি কর্ম না করেন তবে সাধারণের পক্ষে কর্মের আদর্শ বা সংকর্মের পথপ্রদর্শক কেহ থাকে না; তাহাতে সংসারের অধোগতি ও বিনাশ নিশ্চিত। তাদৃশ আদর্শ কর্মীর অভাবে ভারতের বর্তমান দুর্দশা, ইহার দৃষ্টান্ত। ২৫।

যদি তুমি মনে কর, যে অজ্ঞানীর উপকারার্থে লৌকিক কর্ম করা জ্ঞানীর আবশ্যক নহে, তাহাকে তৎজ্ঞানে উপদেশ দিলেই কার্য হইবে। তাহা নহে। যদি তুমি অজ্ঞানীর মনে সহসা জ্ঞানোদ্রেক করিতে যাও, তাহাতে তাহার জ্ঞান লাভ হইবেই না, পরন্তু কর্মের প্রতিও অনাহা

অজ্ঞানীকে উপদেশ দিলে, ধনঞ্জয় !

কর্মে তার পূর্বমত শ্রদ্ধা নাহি রয় ;

অগ্নিবে। তাহার উত্তর কুল্য নষ্ট হইবে। অজ্ঞানীকে, আত্মা নিজ্জিন্ন, শুদ্ধ, বুদ্ধ, যুক্ত ইত্যাদি উপদেশ দিলেই সে পাপাচরণে নিবৃত্ত হইবে না, অথচ সে মনে করিতে পারে যে, আত্মা যখন নিজ্জিন্ন তখন সে কোন কৰ্ম্মের জন্ত দায়ী নহে। সুতরাং তদ্বারা তাহার পাপাচরণ বর্জিত হইবার সম্ভাবনা। অতএব, অজ্ঞানান্ কৰ্ম্মসঙ্গিনাম্ বুদ্ধিতেদং ন জনয়েৎ—কৰ্ম্মাসক্ত অজ্ঞানীকে জ্ঞানোপদেশ দিয়া তাহার কৰ্ম্ম বিষয়ে বুদ্ধির অন্তর্গত ভাব জন্মাইও না। অপি তু—বরং। বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্—যুক্ত চিত্তে কৰ্ম্ম করিয়া। অজ্ঞানীকে, সৰ্ব্বকৰ্ম্মাণি যোজয়েৎ—সৰ্ব্ব কৰ্ম্ম করাইবে। জ্ঞানী স্বয়ং উপযুক্ত কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া, সাধারণকে প্রত্যক্ষ আদর্শ দেখাইয়া, তাহাদিগকে ক্রমশঃ উন্নতির পথে লইয়া যাইবেন। সন্ন্যাসমার্গ অপেক্ষা কৰ্ম্মযোগমার্গের ইহাই বিশেষ মহত্ত্ব।

৯ হইতে ২৬ শ্লোকে মানবসমাজের মূল তত্ত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে মনুষ্যযোনি প্রাপ্ত হইয়া প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করিতে হইলে বাহ্য বাচ্য করিতে হয়, এখানে ভগবান্ তাহার উপদেশ দিয়াছেন। দেখিলাম, তাহা স্বার্থত্যাগ, আত্মোৎসর্গ। যিনি গৃহী, স্ত্রী-পুত্র-ধন-জন-সম্পদ লইয়া আছেন, তিনি পয়ের জন্ত,—দেবতা পিতৃ মনুষ্য পশু প্রভৃতির সেবার জন্ত, সৰ্ব্বভূতহিতের জন্ত, আত্মোৎসর্গ করিবেন (৩১৩) ; আর যিনি জ্ঞানী, তত্ত্বদর্শী ঋষি, যিনি সংসারের সমস্ত বিষয়ের প্রত্যাশা পরিত্যাগ

অথচ তাহাতে জ্ঞান অজ্ঞানী না পায় ;

অজ্ঞানীব কৰ্ম্ম-মার্গ, জ্ঞান-মার্গ-, দুই দিক যায় ।

বুদ্ধিতেদ সে হেতু যে অজ্ঞ, কৰ্ম্মে অনুরক্ত রয়,

অনুচিত তার বুদ্ধিতেদ কভু উচিত না হয় ।

যুক্ত চিত্তে কৰ্ম্ম করি জ্ঞানী অবিরত ।

অজ্ঞানীকে সৰ্ব্ব কৰ্ম্মে রাখিবে নিরত । ২৬।

করিয়া আশ্রয়িত হইরাছেন, সেই সর্বস্বসংগী সন্ন্যাসীও, জ্ঞানে অবস্থিত হইয়া, সেই পরের জন্য আত্মোৎসর্গ করিবেন (৩।২৫ ও ৫।২৫)। গার্হস্থ্য-শ্রমী হউক, সন্ন্যাসাশ্রমী হউক, ত্যাগাত্মক কৰ্ম্মই মনুষ্যত্বের কেন্দ্রভূমি।

বিগত কয়েক শতাব্দী ধরিয়া ভারতে ভগবানের এই আদেশ উপেক্ষিত হইতেছে। অদ্বৈত ব্রহ্মজ্ঞান ও কৰ্ম্মসন্ন্যাসের উপর যৌক দিয়া, শঙ্কর ভারতকে নিরীশ্বর নোদ্ধর্ম্মের কবল হইতে উদ্ধার করিয়া তাহাতে মৃতপ্রায় বৈদিক সন্ন্যাসধর্ম্মকে পুনর্জীবিত করিলেন বটে, কিন্তু তদ্বারা ভারতের জাতীয় জীবনে বিশেষ উপকার হইল না। অধঃপতনোন্মুখ ভারত, কি আধ্যাত্মিক কি লৌকিক, কোন দিকেই উন্নতির পথ পাইল না।

ভগবান্ বলিতোচন, বিদ্বান্ ব্যক্তি যুক্তচিত্তে স্বয়ং কৰ্ম্ম করিয়া অবিদ্বান্কে সর্ব কৰ্ম্মে নিয়োজিত করিবেন; অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানকে লৌকিক কৰ্ম্ম হইতে বিচ্ছিন্ন করিবেন না। জ্ঞানী ব্যক্তি লৌকিক কৰ্ম্মের মধ্যে থাকিয়াই যুক্ত চিত্তে স্বয়ং কৰ্ম্ম করিয়া, অজ্ঞানীকে শ্রেয়োলাভের পথ দেখাইয়া দিবেন; কখন তাহার বুদ্ধিভেদ করিবেন না।

কিন্তু শঙ্করপ্রমুখ আচার্য্যগণ ভগবানের সে আদেশ উপেক্ষা করিয়া অজ্ঞানীর বুদ্ধি ভেদ করিয়া দিলেন। তাঁহারা কহিলেন, কৰ্ম্ম মাত্রই অবিজ্ঞানমূলক স্মৃতরাং হয়। কৰ্ম্মযোগেরও মূল্য বড় বেশী নয়। উহা নিম্ন স্তরের উপযোগী সহকারী গৌণ উপায় মাত্র। সর্ব-কৰ্ম্ম-সন্ন্যাস-পূর্বক আত্মজ্ঞাননিষ্ঠারূপ ধর্ম্ম হইতেই মোক্ষলাভ হয় (শঙ্কর ভাষ্যোপক্রমণিকা)।

সে শঙ্কর আর নাই। কিন্তু তাঁহার সেই সন্ন্যাসের যৌক, আকিমের নেশার মত আজিও বর্ত্তমান। টোল, চতুশ্পাঠী আদি যে স্থানেই প্রাচীন শাস্ত্রের চর্চা, কথকের কথায়, বাতায় গানে যেখানে ধর্ম্মকথা, সেই স্থানেই সেই সন্ন্যাস; সেই স্থানে এই কথা যে, সংসার কিছু নয়। কল

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি-কৃতৈঃ কৰ্ম্মাণি সৰ্ব্বশঃ ।

অহংকারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহম্ ইতি মন্যতে ॥২৭॥

এই হইয়াছে যে, তদ্বারা সাধারণে কেহ বড় জ্ঞান ভক্তির কিছুই পাইল না, পাইবার কথাও নয় ; কিন্তু কৰ্ম্মের প্রতি যে আগ্রহ এবং উৎসাহ থাকা আবশ্যক, তাহা নষ্ট হইল ; অধঃপতনোন্মুখে ভারত অধিকতর বেগে অধঃপতিত হইতে লাগিল ।

ইহা অবশ্য সত্য যে কেহ কেহ সন্ন্যাসমার্গে যাইয়াই অপাধিব ঐশ্বর্য লাভ করিয়াছেন ; কিন্তু ইহাও সত্য যে তদ্বারা ভারতের জাতীয় জীবনে ভিল মাত্র উন্নতি হয় নাই । বহু বিস্তৃত কণ্টকাক্রান্ত জঙ্গলের মধ্যেও দৈবাৎ দুই একটি শুরস ফলবান্ তরু থাকিতে পারে ; কিন্তু তাহাতে সেই জঙ্গল মূল্যবান্ উন্মাদন মধ্যে গণনীয় হয় না । ইহাও ঠিক তদ্রূপ ।

ভগবদ্ উপদিষ্ট কৰ্ম্মযোগজ্ঞান অবলম্বন করিয়াই ইক্ষাকু প্রভৃতি রাজর্ষিগণ রাজশাসনদণ্ড পরিচালিত করিয়াছিলেন (৪। ১—২), সেই জ্ঞান আশ্রয় করিয়াই মুনিগণ ভগবানের সাধন্য লাভ করেন (১৪।১-২) সেই জ্ঞান যেখানে বর্ত্তমান, সেখানে শ্রী, বিজয় অদ্ভাস ও ক্রবা নীতি বিরাজিত (১৮.৭৮) । অতএব, হে হিন্দুসন্তান, তোমরা তর্কের সিদ্ধান্তে মুগ্ধ না হইয়া “শ্রীভগবানের” উপদেশ শিরোধার্য্য কর । জ্ঞানযুক্ত বৈরাগ্যে আসক্তি নষ্ট করিয়া কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ধর্ম্মনিষ্ঠা সত্যনিষ্ঠাকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, শূন্যাত্মক নামধণের চেয়ে আকাঙ্ক্ষাকে বিসর্জন দিয়া, ভগবানকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া, তৎপ্রদর্শিত কৰ্ম্মপথে, আপন আপন কর্ত্তব্য—স্বধর্ম্ম পরিপালনে অগ্রসর হও (do your duty) । আবার নিশ্চয়ই তোমাদের সেই প্রাচীন জ্ঞান গৌরব ঐশ্বর্য্য বীৰ্য্য যশঃ শ্রী লাভ হইবে । ২৬ ।

জ্ঞানী ও অজ্ঞানীর কৰ্ম্মের বাহ্য রূপ এক হইলেও তিতরে প্রভেদ অনেক । ২৭।২৮ শ্লোকে তাহা বলিতেছেন । প্রকৃতেঃ কৃতৈঃ সৰ্ব্বশঃ কৰ্ম্মাণি ক্রিয়মাণানি—প্রকৃতির জ্ঞানের দ্বারা সর্ব্ব কৰ্ম্ম হয় । আমরা প্রকৃতির জ্ঞানে

তত্ববিৎ তু মহাবাহো গুণকর্ম্মবিভাগয়োঃ ।

গুণা গুণেষু বর্ত্তন্ত ইতি মত্বা ন সম্ভজতে ॥২৮॥

পরিচালিত হইয়া কর্মে প্রবর্ত্তিত হই। প্রকৃতির গুণ Law of Nature. কিন্তু অহংকারবিমূঢ়াত্মা—অহং বুদ্ধির বশে যুক্ত হইয়া। অহং কর্ত্তা ইতি মত্বতে—আমি কর্ম্ম করিলাম মনে করে। প্রকৃতি আপনার কার্য্য আপনি করে কিন্তু অজ্ঞানী তাহাতে ভ্রান্ত কর্ত্তৃত্বের অভিমান করিয়া থাকে। ২৭।

তু—কিন্তু। হে মহাবাহো! গুণকর্ম্মবিভাগয়োঃ তত্ববিৎ—প্রকৃতির গুণের, সত্ত্ব রজ ও তম এই যে বিভাগ এবং গুণবিভাগহেতু কর্ম্মের যে বিভাগ, সে সকল তত্ত্ব যে জ্ঞাত আছে। সে গুণাঃ—

কর্ম্ম করে জ্ঞানী আর অজ্ঞানী উভয়,

উভয়ে যে ভেদ তাহা গুন, ধনঞ্জয় !

জ্ঞানী ও সত্ত্ব, রজ, তম,—তিন প্রকৃতির গুণ,

অজ্ঞানীতে অধিল সংসার এই তা'হতে অর্জুন !

প্রভেদ যাহা কিছু কর্ম্ম তুমি দেখ এ সংসারে।

সেই প্রকৃতির গুণে জানিবে সবারে।

কিন্তু অহংকারে হ'রে মোহিত-হৃদয়

মূঢ় জন তাবে—“আমি করি সমুদয়”। ২৭।

গুণময়ী প্রকৃতির ভিন্ন ভিন্ন গুণ

তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্ম যা' অর্জুন !

সেই তত্ত্ব যেই জন জানে সমুদয়

সে বুঝে প্রকৃতিগুণে যত কর্ম্ম হয় ;

গুণ গুণে আপনা আপনি খেলা চলে,

বুঝিয়া আসক্ত নাহি হয় সে সকলে। ২৮।

প্রকৃতে গুণসংমূঢ়াঃ সজ্জন্তে গুণকর্মসু ।

তান্ অকৃৎস্নবিদো মন্দান্ কৃৎস্নবিন্ বিচালয়েৎ ॥২৯॥

প্রকৃতির গুণসমূহ। গুণে বর্ত্ততে—গুণসমূহে প্রবৃত্ত থাকে ; গুণে গুণেই ক্রিয়া চলিতে থাকে। ইতি মত্বা ন সজ্জতে—ইহা বুঝিয়া, আসক্ত হইবে না।

কর্ম্মে আমাদের স্বাধীন কর্ত্ত্ব নাই। যে কর্ত্ত্ব মনে হয়, তাহা অজ্ঞানসম্মত অহংকারের ফলমাত্র। সুখকর বিষয়ে অনুরাগ ও অসুখকর বিষয়ে বিদ্বেষ চিন্তের স্বাভাবিক ধর্ম্ম (৩৩৪)। আমাদের মন সেই রাগদ্বেষের বশে পরিচালিত হইয়া তদনুরূপ চেষ্টা উৎপাদন করে এবং তদ্বারা পরিচালিত হইয়াই কর্ম্মশ্রিয়গণ কর্ম্ম করে। জীর্ণিত বিষয়ে যে অনুরাগ জন্মে, তাহা রজোগুণের ধর্ম্ম ; যে সুখ বোধ হয়, তাহা সত্ত্বগুণের ধর্ম্ম আর তমোগুণবশে সেই সুখে মোহিত হই ; তাহার প্রকৃত স্বরূপ বুঝি না। সর্ব্ব কর্ম্মের মূলেই এইরূপে গুণত্রয়ের কর্ত্ত্ব। চতুর্দশ, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ অধ্যায় ২০—৪৪ শ্লোকে এই গুণবিভাগ ও তাহাদের কর্ম্মবিভাগ বিস্তারিত হইয়াছে ।২৮।

প্রকৃতেঃ গুণসংমূঢ়াঃ—প্রকৃতির গুণে মূঢ় পূর্কোক্ত অজ্ঞানিগণ। গুণকর্ম্মসু সজ্জন্তে—প্রকৃতির গুণ ও তাহাদের কর্ম্মসমূহে আসক্ত হইবে। কৃৎস্নবিন্—সম্যকদর্শী জ্ঞানী। অকৃৎস্নবিদঃ মন্দান্ তান্ ন বিচালয়েৎ—অসম্যকদর্শী মন্দ-বুদ্ধি সেই অজ্ঞানিগণের বুদ্ধিকে বিচলিত করিয়া দিবে না ; ২৬ শ্লোক দেখ। পুরাতনকে একবারে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া সম্পূর্ণ

জ্ঞানবান্ মোহিত প্রকৃতিগুণে অজ্ঞানি-নিচয়

অজ্ঞানীর প্রকৃতির গুণ-কর্ম্মে সমাসক্ত হইবে।

বুদ্ধিভেদ সেই সব মন্দমতি অজ্ঞানীর মন

করিবে না। বিচলিত করিবে না কভু জ্ঞানিগণ ।২৯।

ময়ি সৰ্ববাণি কৰ্ম্মাণি সংশ্ৰুত্যাধ্যাত্মচেতসা ।

নিরাশী নিৰ্ম্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ ॥৩০॥

নূতন কিছু গড়িবার চেষ্টা প্রায় সফল হয় না। বাহা আছে তাহা এক দিনে হয় নাই। বহু কাল ধরিয়া স্বাভাবিক নিয়মের উপরেই তাহা হইয়াছে। অতএব পুরাতনকে বজায় রাখিয়া তাহারই উপর স্বাভাবিক নিয়মের অনুকূলেই উন্নতির দিকে চলিতে হয়। ২৯

অতএব কৰ্ম্মত্যাগ না করিয়া, অধ্যাত্মচেতসা—আত্মা অর্থাৎ ঈশ্বরের অভিপ্রেতে যে চেতঃ, তাহা অধ্যাত্মচেতঃ, তদ্বারা। সংসার তাঁহার নিয়মে তাঁহার কর্তৃত্বে চলিতেছে, আমার কর্তৃত্বে নয়, এই জ্ঞানে, সৰ্ব্বাণি কৰ্ম্মাণি ময়ি সংশ্ৰুত—আমায় অর্পণ করিয়া। এবং নিরাশীঃ—ফলকামনাশূন্য, নিকাম হইয়া। অতএব নিৰ্ম্মমঃ—মমতাশূন্য হইয়া। আমার দেহ, আমার মন, আমার বুদ্ধি, আমার সামর্থ্য, আমার বস্তু চেষ্টা মনে করিয়া, তদবলম্বনে সংসারের উপর তোমার যে মমতা আছে, লাভালাভ শুভাশুভাদির যে কামনা আছে, তাহা পরিত্যাগ করিয়া। বিগতজ্বরঃ যুধ্যস্ব—জ্বর, সন্তাপ অর্থাৎ বন্ধুবধ জন্ম শোক ত্যাগ করিয়া, যুদ্ধ কর।

ভগবান্ পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন, অহংজ্ঞানই সকল অনর্থের মূল। “অহং” থাকিতে কিছু হয় না; অথচ, যতই চেষ্টা করা হউক, অহং যায় না। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস বলিতেন, “অহং” যদি যাবে না, তবে থাক্

	সংসার আমার নয়, “তীর” সমুদায়,
<u>ঈশ্বরে</u>	“তীর” কৰ্ম্ম,—করে যাই তাঁহার ইচ্ছায়,
<u>কৰ্ম্ম</u>	এই জ্ঞানে সৰ্ব্ব কৰ্ম্ম আমায় অর্পিয়া,
<u>সমর্পণ</u>	কামনা মমতা সব দূরে সরাইয়া,
	নিকাম নিৰ্ম্মম চিত্তে, শোক পরিহরি,
	সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও, কোরব-কেশরি। ৩০।

যে মে মতম্ ইদং নিত্যম্ অনুতিষ্ঠন্তি মানবাঃ ।

শ্রদ্ধাবস্তোহনসূর্যস্তো মুচ্যন্তে তেহপি কর্ম্মভিঃ ॥৩১॥

যে হেতদ্ অভ্যসূর্যস্তো নানুতিষ্ঠন্তি মে মতম্ ।

সর্বজ্ঞানবিমূঢ়াঃস্তান্ বিদ্ধি নষ্টান্ অচেতসঃ ॥৩২॥

শালা 'দাস আমি' হ'য়ে । দাস আমিতে দোষ নাই । মিষ্টি খেলে অবল
হয়, কিন্তু মিছরিতে হয় না । এখানে অধ্যাত্মচেতনা বাক্যে, ভগবান্
সেই 'দাস আমার' কথা বলিয়াছেন । কর্ম্ম তাঁহার, আমি তাঁহার দাস ।
—গীতোক্ত সাধনতত্ত্বের মূল সূত্র এখানে বলিয়াছেন । ঈশ্বরে চিত্তসমর্পণ
ও ঈশ্বরে কর্ম্ম সমর্পণ—এই দুইটির উপদেশই গীতার বিশেষত্ব । ৯ । ২৭
শ্লোকে এ তত্ত্ব সবিস্তারে বুঝিবার যত্ন করিব । ৩০ ।

যে মানবাঃ শ্রদ্ধাবস্তাঃ—দৃঢ়বিশ্বাসী । এবং অনসূর্যস্তাঃ—অসূর্য্যাবিহীন
হইয়া । যে ইদং মতং—ঈশ্বরে চিত্তার্পণ ও কর্ম্ম সমর্পণ সম্বন্ধে আমার
এই মত । নিত্যম্ অনুতিষ্ঠন্তি—সদা অনুষ্ঠান করে । তে কর্ম্মভিঃ অপি—
তাঁহার সর্ব কর্ম্ম হইতেও । মুচ্যন্তে—মুক্ত হয়ে যার ৩১ ।

যে তু মে এতৎ মতম্ অভ্যাসূর্যস্তাঃ—কিন্তু যাহারা, হৃৎখাদ্যক কর্ম্মে
আমি প্রবর্ত্তিত করিতেছি বলিয়া, আমার এই মতে দোষারোপপূর্ব্বক ।

<u>কর্ম্মযোগ</u>	অসূর্য্য-বিহীন যারা, যারা শ্রদ্ধাবান্
<u>অবলম্বনে</u>	নিত্য মম এই মত করে অনুষ্ঠান,
<u>মুক্তি</u>	যদিও করে হে, তা'রা কর্ম্ম সমুদায়,
<u>তাপে</u>	তব্ কর্ম্ম-পাশ হ'তে মুক্ত হয়ে যার ৩১।
<u>বিনাশ</u>	কিন্তু মম এই মতে দোষ দৃষ্টি করি, করে না পালন যারা কৌরব-কেশরি । বুদ্ধিহীন তা'রা সবে, সর্ব-জ্ঞানহারা ; বিনষ্ট বলিয়া, হার । জানিও তা'হারা ৩২।

সদৃশং চেষ্টতে স্বস্থাঃ প্রকৃতে স্তানবান্ অপি ।

প্রকৃতিং বাস্তি তূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি ॥৩৩॥

ন অমুতিষ্ঠন্তি—অমুষ্ঠান করে না। তান্ সৰ্বজ্ঞানবিমূঢ়ান্, অচেতসঃ, নষ্টান্ বিদ্ধি । অচেতসঃ—নির্কোষ ।

১৭ হইতে ৩২ শ্লোকের মৰ্ম্ম বিশেষরূপে প্রাণধানযোগ্য । অনেকে জ্ঞান বা বৈরাগ্য-মার্গের ব্যপদেশে ইচ্ছাপূৰ্ব্বক লৌকিক কৰ্ম্ম ত্যাগ করেন । এই আধ্যাত্মিক স্বার্থপর বৈরাগ্যপন্থী শৈব ও শাক্ত সন্ন্যাসী বা ভেদধারী বৈকবগণ সম্বন্ধে আমরা যতই কেন প্রশংসা করি না, ভগবান্ বলিতেছেন “সৰ্বজ্ঞান-বিমূঢ়াংস্তান্ বিদ্ধি নষ্টান্ অচেতসঃ,”—তাহাদের কোন জ্ঞান নাই, তাহারা গণ্ডমূৰ্খ । তাহাদিগকে নষ্ট বলিয়া জানিও । তাহারা পেটের দ্বারে ভিক্ষা করিতে লজ্জা বোধ করে না, তাহারা কিন্তু পরার্থে নিঃস্বার্থভাবে কোন কৰ্ম্ম করিতে লজ্জা পায় । বড়ই আশ্চর্য্য !

ইহাতেও যদি কেহ, কৰ্ম্মযোগ কেবল নিম্নাধিকারীর জন্ত মনে করেন এবং আপনাকে উচ্চাধিকারী ভাবিয়া, তাহার অমুষ্ঠান না করেন, তবে তিনি নিশ্চয়ই ভ্রান্ত । শ্রীভগবান্ আদর্শ কৰ্ম্মযোগেশ্বর, অৰ্জুনও প্রধান কৰ্ম্মবীর । সমগ্র গীতা শ্রবণপূৰ্ব্বক তিনি कहিলেন,—“আমার মোহ দূর হইয়াছে, এখন আমি আপনার আজ্ঞা পালন করিব,” (১৮।৭৩) এই বলিয়া তিনি ক্ষত্রিয়োচিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন ; পরন্তু তিনি ধনুর্ক্ষণ পরিত্যাগপূৰ্ব্বক সন্ন্যাসী হইয়া অবশিষ্ট জীবন যাপন করেন নাই । “প্রাণারাম-সাধন রূপ স্বধৰ্ম্ম” অবলম্বনে “আত্মার উদ্ধার” করিয়াছিলেন, এমন কথাও মহাভারতে নাই । ৩২।

কৰ্ম্মময় মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করিয়া তাহারা ভগবানের উপদেশমত কৰ্ম্মযোগাচরণে অবহেলাপূৰ্ব্বক, কেবল সন্ন্যাসের পক্ষপাতী, তাহাদের প্রতি বলিতেছেন । মনে করিলেই সন্ন্যাসী হওয়া যায় না । জ্ঞানবান্

ইন্দ্রিয়শ্চেন্দ্রিয়স্থার্থে রাগদ্বेषৌ ব্যবস্থিতৌ ।

ভয়ো ন বশম্ আগচ্ছৎ তো হস্ত পরিপস্থিনৌ ॥৩৪॥

অপি বস্তাঃ প্রকৃতেঃ সদৃশং চেষ্টতে—জ্ঞান-দোষ-বিচারকম্ জানীও আপনার প্রকৃতি বা স্বভাবের অনুরূপ কৰ্ম করে । প্রকৃতি—পূৰ্বকৃত কৰ্মের সংস্কার অনুযায়ী স্বভাব (ত্রী) । তুতানি প্রকৃতিং বাস্তি—সৰ্ব জীবই স্বভাবের অনুরূপ করে । নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি—প্রকৃতির নিগ্রহ করিলে কি হইবে ? ৩৩ ।

সংসারে, ইন্দ্রিয়শ্চ ইন্দ্রিয়শ্চ অর্থে—ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে প্রত্যেকেরই স্ব স্ব বিষয়ে । বীপস্য দ্বিকৃতিঃ ! অর্থ—বিষয় । রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ—অনুরাগ ও দ্বেষ অবশ্যজ্ঞাবী । কিন্তু ভয়োঃ বশং ন আগচ্ছৎ—সেই রাগ দ্বেষের বশে আসিও না । কারণ তোঁ হি—সেই দুইটাই । অস্ত পরিপস্থিনৌ—ইহার অর্থাৎ সকলেরই, শত্রু (রামা) ।

জন্ম কৰ্মময় এ মনুষ্যলোকে

পূৰ্বমত কৰ্ম করে না যে জন,

সকলেই

শ্রান্ত সে অজ্ঞান ! শুধু ইচ্ছা মাতে

প্রকৃতিবশে

না হয় সন্ন্যাসী কভু কোন জন ।

কৰ্ম করে

তাহার কারণ, বর্তমানে রয়ে

যত পূৰ্ব পূৰ্ব কৰ্ম-সংস্কার,

জানী বা অজানী ভেদ কিছু নাই,

সংস্কার-বশে প্রকৃতি সবার ।

ইন্দ্রিয়ের

জানীও আপন প্রকৃতির বশে

নিগ্রহ

সৰ্বরূপ কৰ্ম করেন সাধন,

নিগম

কি কল কলিবে ইন্দ্রিয়-নিগ্রহে ?

স্বভাবের বশে চলে কৃতগণ ।৩৩

কোন ব্যক্তির সম্মুখে প্রলোভনের বস্তু উপস্থাপিত হইলে, তাহাতে তাহার চিত্ত স্বতাবতই আকৃষ্ট হয়; কিন্তু কেবল তদ্বারাই মনে করা উচিত নয়, যে সে ব্যক্তি পাপী। সেই আকর্ষণ প্রকৃতির নিয়মে “ব্যবস্থিত”; তাহা Law of Nature. তাহার বশীভূত হওয়াই পাপ।

৩৩—৩৪ শ্লোকের মর্ম এই। যেমন প্রবল স্রোতে পতিত নৌকাকে বলপূর্বক স্রোতের প্রতিকূলে চালনার চেষ্টা করিলে ফল হয় না, তাহা না করিয়া বরং স্রোতের অনুকূলে যাইয়াই তাহারই মধ্যে কৌশলপূর্বক ক্ষেপণীর সাহায্যে তীরের দিকে যাইতে হয়। তদ্রূপ প্রকৃতির বশে, প্রকৃতির রজোগুণজ বাসনার বশে, প্রয়োজন (necessity) বশে যে কার্য্যে আমার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি, বলপূর্বক সেই প্রবৃত্তির গতি রুদ্ধ করিয়া তাহার প্রতিকূলে কর্ম্মচেষ্টার ফল হয় না। তবে কিন্তু নিশ্চেষ্টে জড় পদার্থবৎ সেই প্রবৃত্তির স্রোতে ভাসিয়া না যাইয়া তাহারই মধ্যে কৌশল অবলম্বন করিয়া, সেই প্রবৃত্তিকে নিয়মিত করিয়া উন্নতির দিকে যাইতে হয়। যে কার্য্যে যাহার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি, সেই স্বাভাবিক কর্ম্ম-প্রবৃত্তিকে বলপূর্বক রুদ্ধ না করিয়া, তাহাকে নিয়মিত পথে চালাইয়া, সৃষ্টির নিয়মানুসারে যে অংশ যাহার ভাগে পড়িয়াছে, তাহা ভগবানের কর্ম্ম জানিয়া, শুদ্ধ বুদ্ধিতে অকপট চিন্তে করিতে হয়। তদ্বারা প্রবৃত্তির বেগ ক্রমশঃ মন্দীভূত হয় এবং নীচের প্রকৃতি পরিত্যক্ত হইয়া উপরের দৈবী প্রকৃতির বিকাশ হইতে থাকে। ভগবান্ তাঁহার বিশ্বলীলার মধ্যে

অনুকূল অর্থ পাইলে ইচ্ছির

রাগ ঘেষ

তাহাতে তাহার অন্তে অনুরাগ,

স্বাভাবিক

তেমনি আবার স্বতাবতঃ তা'র

প্রতিকূল অর্থে জনমে বিরাগ।

শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মো অমুষ্টিতাৎ ।

স্বধর্মো নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ ॥৩৫॥

বাহাকে যেখানে আনিয়া রাখিয়াছেন ও বাহা কিছু দিয়াছেন, তদ্ব্যতীত কাহাকেও কিছুই ত্যাগ করিতে হইবে না, অথবা নূতন কিছু গ্রহণ করিতে হইবে না । পরশ্লোকে স্বধর্মপালনপ্রসঙ্গে সেই কথা বলিতেছেন । ৩৪ ।

স্বধর্মঃ বিগুণঃ—অসম্পূর্ণ ভাবে অনুষ্ঠিত হইলেও । তাহা স্ম-অনুষ্টিতাৎ পরধর্মো—সুসম্পন্ন পরধর্ম হইতে । শ্রেয়ান্—উত্তম । স্বধর্মো বর্তমান থাকিয়া, নিধনম্ অপি শ্রেয়ঃ । তথাপি পরধর্ম (অবলম্বন করা) ভয়াবহঃ ।

এই শ্লোকের মর্ম্ম বুঝিবার জন্য প্রথমে স্বধর্ম্ম শব্দের মর্ম্ম বুঝিব । সকলের প্রকৃতি সমান নহে । কাহারও প্রকৃতি সত্ত্বপ্রধান, কাহারও রজঃপ্রধান, কাহারও বা তমঃপ্রধান । বাহার প্রকৃতি সত্ত্বপ্রধান, সত্ত্ব-গুণোচিত কর্ম্ম—জ্ঞানচর্চা, সমাজে জ্ঞান ও ধর্ম্মরক্ষার উপযোগী শম, দম, তপঃ, শৌচাদি-সাধন তাহার পক্ষে স্বাভাবিক । ইহা ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম ; (১৮ ৪২) । বাহার প্রকৃতি রজঃপ্রধান, রজোগুণোচিত কর্ম্ম—সমাজ শাসন, নেতৃত্ব, সমাজরক্ষার জন্য যুদ্ধ, ইত্যাদি তাহার পক্ষে স্বাভাবিক । ইহা ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম ; (১৮।৪৩) । বাহার প্রকৃতি রজ ও তমঃপ্রধান, রজ ও তমোগুণোচিত কর্ম্ম—কৃষি, বাণিজ্যাদি তাহার পক্ষে স্বাভাবিক । ইহা বৈশ্যের ধর্ম্ম ; (১৮.৪৪) । আর বাহার প্রকৃতি তমঃপ্রধান, তমো-গুণোচিত কর্ম্ম—অন্তের পরিচর্যা অর্থাৎ অন্তের নেতৃত্বে বা আজ্ঞাধীনে

ইন্দ্రిয়ে বিষয়ে এই নিত্য ধর্ম্ম,

তাহাদের

অন্তথা তাহার না হয় কখন,

বশীভূত

এই রাগ দেব শত্রু সকলের,

হইও না

ইহাদের বশে না কর গমন । ৩৪ ।

১৩৬ রাগদেব নাশ করিবার উপায়, নিকামে স্বধর্ম পালন । [তৃতীয়

পাকিয়া কর্ম করা তাহার পক্ষে স্বাভাবিক । ইহা শূদ্রের ধর্ম ; (১৮।৪৪) ।
এই নিয়মানুসারে সমাজ মধ্যে যে, নিজ প্রকৃতির অনুরূপ যে কর্মের
উপযুক্ত ও অবস্থানুসারে যে কর্মে নিয়োজিত, তাহাই তাহার অনুর্তের
কর্ম । যাহাতে সমাজ ব্যবহার সুশৃঙ্খলে ও সরলভাবে চলিতে পারে,
তদ্বৎসেই শাস্ত্রকার ঋষিগণ শ্রম-বিভাগরূপ চতুর্কর্ণ সংস্থানের ব্যবস্থা
করিয়াছেন । এই কর্মবিভাগ হইতে বর্ণবিভাগ হইয়াছে । মানুষ মাতা-
পিতৃজ শরীর হইতে অনুরূপ প্রকৃতি পায় বলিয়া, এই বিভাগ কালক্রমে
পুরুষপুরুষরূপে হইয়াছে । ইহাই বর্ণাশ্রম ধর্ম । স্বধর্ম বলিলে সে
কালে এই বর্ণাশ্রম ধর্মই বুঝাইত । কারণ ইহা সমাজকে ধারণ অর্থাৎ রক্ষা
করে । ধু—ধারণকরা, রক্ষা করা+মন—ধর্ম ।

কিন্তু এই স্বধর্মোচ্চরণেও বিঘ্ন আছে । অনেক সময়ে তাহা বিঘ্ন
(গুণহীন) মনে হয় । অর্জুনের স্বধর্ম এই যুদ্ধ এখন তাঁহার নিকট ঘোর
ভয়াবহ মনে হইতেছিল । আমাদেরও অনেক সময় এইরূপ হয় । ভগবানের
উপদেশ—স্বধর্ম বিঘ্ন হইলেও তাহা করাই কর্তব্য ।

স্বধর্ম ত্যাগ করিয়া পরধর্ম গ্রহণ ভয়াবহ । কারণ পরধর্ম স্বাভাবিক
নহে । কামনার দ্বারা পরিচালিত না হইলে কেহ স্বধর্ম ত্যাগ করিয়া
পরধর্ম গ্রহণ করে না । আবার ইহা সমাজের পক্ষেও ভয়াবহ । ব্রাহ্মণ

কিন্তু সর্ব কর্ম অপিচ আমার

স্বধর্ম পালন করে হে, যে জন,

তা'র রাগ দেব দূরীভূত হয়,—

কর হে অর্জুন, স্বধর্ম-পালন ।

স্বধর্ম

পরধর্ম যদি সুসম্পন্ন হয়,

পালন

বিঘ্ন স্বধর্ম তবু শ্রেয়কর ;

স্বধর্ম-সাধনে মৃত্যুও মঙ্গল,

পরধর্ম কিন্তু তবু ভয়কর । ৩৫ ।

যদি শূদ্রের কর্ম, শূদ্র ব্রাহ্মণের কর্ম, স্বর্ণকার কারুকের কর্ম ইত্যাদি গ্রহণ করে, তবে সমাজে ঘোর বিশৃঙ্খলা, উৎকট জীবন-সংগ্রাম উপস্থিত হয়। যেমন বর্তমান সময়ে এ দেশে হইয়াছে।

সে কালে চাতুর্কর্ণ্য ব্যবস্থাই প্রচলিত ছিল, সুতরাং তাহা অবলম্বন করিয়াই ভগবান্ স্বধর্মের কথা বুঝাইয়াছেন ; পরন্তু ঐ নীতিতত্ত্ব কেবল চাতুর্কর্ণ্য-সমাজ-বিধানের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে, কিন্তু সর্বসামান্য আধ্যাত্মিক জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং সর্বদা ও সর্বত্র উপযোগী (তিলক)।

একগে স্বধর্ম শব্দের অর্থসম্বন্ধে কিছু বলা যাইবে। স্ব—আপনার+ধর্ম। যাহা ধারণ করে, তাহার নাম ধর্ম। এখন যত প্রকার ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ধর্ম শব্দ প্রযুক্ত হয়, তাহার প্রত্যেকের সহিত “স্ব” শব্দ যোগ করিয়া, ভিন্ন ভিন্ন অর্থ হয়, যথা,—

(ক) লোকের স্বাভাবিক অবস্থার নাম ধর্ম। যেক্রপ প্রকৃতি লইয়া যাহার জন্ম ; দেশ, কাল, শিক্ষা ইত্যাদির ভেদে শরীরের ও মনের গঠনের সঙ্গে সঙ্গে, যে যেমন ভাবে গঠিত, তাহাই তাহার ধর্ম বা নিত্য-স্বভাব। ইংরাজী Nature ; এবং তদনুক্রম কার্য্য করা, স্বধর্ম-পালন।

(খ) শাস্ত্রানুযায়ী আচার ব্যবহারকে ধর্ম বলে। নিজ দেশ বা সমাজ-প্রচলিত শাস্ত্রানুযায়ী আচার ব্যবহার প্রতিপালন, স্বধর্ম-পালন। ইহার নামান্তর বর্ণাশ্রম ধর্ম। ইংরাজী Caste-System.

(গ) দেশ বা জাতি বিশেষের উপাসনা-প্রণালীর নাম ধর্ম, এবং স্বদেশ ও স্বজাতি মধ্যে প্রচলিত রীতি অনুসারে উপাসনা স্বধর্ম-পালন। ইংরাজী Religion.

(ঘ) কর্তব্য পালনের নাম ধর্ম। দেশকালত্রোতে পড়িয়া, নিজ প্রয়োজনবশতঃ বা অন্ত কারণে, যে ব্যক্তি যে কার্য্যের ভার আপনি

অর্জুন উবাচ ।

অথ কেন প্রযুক্তোহয়ং পাপং চরতি পুরুষঃ ।

অনিচ্ছন্নপি বাঞ্ছো'য় বলাদ্ ইব নিয়োজিতঃ ॥৩৬॥

স্বীকার করিয়া লইয়াছে, বা তাহার উপর অর্পিত হইয়াছে, তাহা যথাযথ বহন করার নাম স্বধর্ম-পালন । ইংরাজী Duty.

(ঙ) বন্দারা লোকস্থিতি সিক হয়, তাহা ধর্ম । যাহাতে নিজ দেশ জাতি ও সমাজের স্থিতি অর্থাৎ রক্ষা সাধিত হয়, তাহা স্বধর্ম-পালন । ইংরাজী Patriotism.

(চ) সমাজ-ব্যবহার নাম ধর্ম ; যথা রাজধর্ম, দেশধর্ম, জাতিধর্ম, কুলধর্ম ইত্যাদি । সেই সমাজব্যবহার অনুকূল ভাবে কর্ম করা স্বধর্ম পালন । ৩৫।

৩৪ শ্লোকে বলিয়াছেন, ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ে ইন্দ্রিয়ের রাগ এবং ঘেব অবশ্যস্তাবী । ইচ্ছা না থাকিলেও মানুষ তাহাদের বশীভূত হইয়া কার্য্য করে । এখন অর্জুন প্রশ্ন করিতেছেন, কেন এমন হয় ?

হে বাঞ্ছো'য় ! অথ কেন প্রযুক্তঃ—কাহার প্রেরণায় । অয়ং পুরুষঃ অনিচ্ছন্ অপি—ইচ্ছা না করিলেও । বলাৎ নিয়োজিতঃ ইব—যেন সবলে চালিত হইয়া । পাপং চরতি । বাঞ্ছো'য়—বৃক্ষিকুল প্রসূত, কৃষ্ণ । ৩৬ ।

অর্জুন কহিলেন ।

পাপের	বল, কৃষ্ণ ! বল মোরে, না ঘুচে সংশয়,
প্রণোদক	বিষয়ে এ রাগ ঘেব কোথা হ'তে হয় ?
কে ?	কে করে পুরুষে বল, পাপে প্রণোদিত,
	অনিচ্ছাসত্ত্বেও যেন বলে নিয়োজিত ? ৩৬ ।

শ্রীভগবান্ উবাচ ।

কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ ।

মহাশনো মহাপাপ্য বিদ্ব্যনম্ ইহ বৈরিণম্ ॥৩৭॥

ধূমেনাব্রিয়তে বহি যথাদর্শো মলেন চ ।

যথোল্লেনাবৃতো গৰ্ভ স্তথা তেনেদম্ আবৃতম্ ॥৩৮॥

ভগবান্ বলিতেছেন,—রাগ ঘেষের হেতু, পাপের প্রণোদক, রজো-
গুণসমুদ্ভবঃ এষঃ কামঃ এষঃ ক্রোধঃ—এই কাম, এই ক্রোধ । কাম আর
ক্রোধ দুইটি ; কিন্তু এক বচন প্রযুক্ত হইয়াছে ; অর্থাৎ কাম ও ক্রোধ
একই বস্তু, দুইটি পৃথক নহে ; আত্মপ্ৰীতি-সাধন ইচ্ছার নাম কাম ।
আর সেই ইচ্ছার পূরণে বিঘ্ন উপস্থিত হইলে, কাম প্রতিহত হইলে, তাহাই
ক্রোধরূপে পরিণত হয় । কাম মহাশনঃ—যাহা অত্যধিক অশন, ভোজন
করে, অর্থাৎ হুঙ্গুরণীয়া । মহাপাপ্য—অত্যাগ্ৰ (শ্রী) । এনং বৈরিণং
বিদ্ধি—ইহাকেই শত্রু জানিও । ৩৭ ।

জীবের জ্ঞান এই কামে আবৃত হয় । তাহার দৃষ্টান্ত—(যথা বহিঃ
ধূমেন আব্রিয়তে । আদর্শঃ—দর্পণ । মলেন আব্রিয়তে (শং) । যথা চ

শ্রীভগবান্ কহিলেন ।

“আত্মেন্দ্রিয়ে প্ৰীতি ইচ্ছা, তারে বলি কাম,”

প্রতিহত কাম ক্রোধে পায় পরিণাম ।

পাপের বুল এই কাম, এই ক্রোধ, রজো গুণোদ্ভব,

কাম ক্রোধ পাপ পথে ল'য়ে যায় ইহাই, পাণ্ডব !

কেহ না কামের ক্ষুধা মিটাইতে পারে,

অতিশয় উগ্র, শত্রু জানিবে ইহারে । ৩৭ ।

অগং ধূমে সমাবৃত রহে, যথা হতশন,

কামে মলে সমাচ্ছন্ন রয় যেমন দর্পণ,

আবৃত্তং জ্ঞানম্ এতেন জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা।

কামরূপেণ কোন্তেয় দুম্পূরেণানলেন চ ॥৩৯॥

গর্ভঃ উষেন—জরায়ুদ্বারা আবৃত। তথা তেন—সেই কামের দ্বারা।

ইদং—এই সম্মুখে যাহা রহিয়াছে অর্থাৎ সমগ্র জগৎ। আবৃত্তম্ (৭।২৭)।

যতক্ষণ অগ্নি ধূমে, দর্পণ মলে ও গর্ভ জরায়ুতে আবৃত থাকে, ততক্ষণ তাহাদের প্রকাশ হয় না। তদ্রূপ যতক্ষণ হৃদয়ে রজোগুণ প্রবল থাকিয়া সৎস্বভাবকে আবৃত করিয়া রাখে, ততক্ষণ সৎস্বভাবোৎপন্ন জ্ঞানের বিকাশ হয় না। সেই সেই আবরণ যেমন যেমন অপসৃত হয়, তদনুরূপ বিকাশ তাহাদের হয়। তদ্রূপ রাজসিক কাম-বাসনা ভাবনা যেমন যেমন ক্ষীণ হয়, তদনুরূপ জ্ঞানের বিকাশ হয়। ৩৮।

কাম যে সর্ব অনর্থের মূল, সাধারণে বিষয়ভোগকালে সাময়িক মুখে মুগ্ধ হইয়া, তাহা বুঝিতে পারে না; কিন্তু জ্ঞানী তাহা বুঝিয়া, তাহাকে নিত্য শত্রু বলিয়া জানে। তজ্জন্তু বলিতেছেন, হে কোন্তেয়! জ্ঞানিনঃ নিত্যবৈরিণা এতেন কামরূপেণ দুম্পূরেণ অনলেন—জ্ঞানীর চিরশত্রু এবং অনলসদৃশ দুম্পূরণীয় কামে। জ্ঞানম্ আবৃত্তম্।

অনল—যাহার অলম্ অর্থাৎ পর্যাপ্তি নাই; দহন করিয়া বাহার তৃপ্তি নাই (৭।২৭)। ভোগের দ্বারা কামের শাস্তি হয় না, পরন্তু বর্দ্ধিত হইয়া সন্তাপের হেতু হয়, অতএব তাহা অগ্নিতুল্য দুম্পূর—দুম্পূরণীয়। ৩৯।

আবৃত্ত

জরায়ুতে গর্ভ রয় আবৃত্ত যেমন

কামে সমাচ্ছন্ন রয় জগৎ তেমন। ৩৮।

কোন্তেয়! দুম্পূর কাম অনল সমান,

নিত্য শত্রু জ্ঞানীর, আবৃত্ত করে জ্ঞান। ৩৯।

ইন্দ্রিয়ানি মনো বুদ্ধিরস্তাধিষ্ঠানম্ উচ্যতে ।

এতৈ বিমোহয়তোষ জ্ঞানম্ আবৃত্য দেহিনম্ ॥৪০॥

সেই কাম থাকে কোথায় ? ইন্দ্রিয়ানি মনঃ বুদ্ধিঃ অস্ত অধিষ্ঠানম্—
আশ্রয়, থাকিবার স্থান । উচ্যতে । এবঃ—কাম । এতৈঃ—এই সকল
অর্থাৎ ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধির দ্বারা । জ্ঞানম্ আবৃত্য, দেহিনং—দেহাভিম্বানী
জীবকে । বিমোহয়তি—মুগ্ধ করে ; অকৃত্রিম জ্ঞানযুক্ত করে ।

চক্ষু কর্ণাদির দ্বারা যাহা দেখা শুনা যায়, মন তাহার স্বরূপ কি, তাহা
বুঝিতে চায় এবং বুদ্ধি, সে বিষয় কি, তাহা অবধারণপূর্বক, তাহা হের কি
প্রেম, তাহা স্থির করে । অতঃপর তাহা ত্যাগ বা গ্রহণ করিবার কামনা
হয় । অতএব ইন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধি কামের আশ্রয় ।

কাম কিরূপে জ্ঞানকে আবৃত করে ? চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের
সহিত বাহ্য বিষয়ের সংযোগ ঘটিলে সেই সেই বিষয়ের যেরূপ অনুভূতি
(sensation) হয়, তাহা গায়ুমণ্ডলীর ক্রিয়াদ্বারা মনে, পরে মন হইতে
বুদ্ধিতে উপস্থিত হয় । অস্তঃকরণস্থ বুদ্ধি একখানি দর্পণস্বরূপ । বুদ্ধিরূপ
দর্পণে সেই অনুভূতি যে ভাবে প্রতিফলিত হয়, সে বিষয়ের সেইরূপ জ্ঞান
(perception) হয় । গৃহের আলোক-প্রবেশপথে রত্নিন কাচ দেওয়া
থাকিলে যেমন গৃহের আলোক রত্নিন হয় ও গৃহের সমস্ত বস্তু রত্নিন
দেখায়, তদ্রূপ আমাদের অস্তঃকরণ মধ্যে জ্ঞানপ্রবেশপথ—ইন্দ্রিয়, মন
ও বুদ্ধি, কামরূপ রত্নিন কাচে আবৃত থাকায়, জ্ঞানের আলোকও রত্নিন
হইয়া দাঁড়ায়, এবং জ্ঞাতব্য বিষয়ও সেই রঙ্গে রঞ্জিত দেখায় । তাহার

বুদ্ধি আর মন আর ইন্দ্রিয় সকলে

কামের

কামের আশ্রয়স্থান, সাধুগণ বলে ।

আশ্রয়

এদের ছলায় কাম জ্ঞানে আবরিয়া

দেহ-অভিম্বানী জীবে রাখে ভুলাইয়া । ৪০

তস্মাৎ ত্বম্ ইন্দ্রিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভরতর্ষভ ।

পাপপ্লানং প্রজহি হেনং জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্ ॥৪১॥

প্রকৃত স্বরূপ দেখা যায় না। এইরূপে কাম, ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধির সহারে, জ্ঞানকে আবৃত করে। আজ সর্ব-বাসনা-বর্জিত হও, কাল এই সৃষ্টিকে আর এক রূপে দেখিবে।

একটি প্রবাদ আছে—“যার সঙ্গে যার মজে মন।” এই প্রবাদ হইতেও আমরা এই তত্ত্ব অনেকটা বুঝিতে পারি। যার সঙ্গে যার মন মজিয়াছে, সে তাহার দোষ দেখিতে পার না। তাহার সমস্ত দোষকে সে দোষ বলিয়া ধরে না। ইহার কারণ ঐ “মন মজা”—ঐ কাম। কামই তাহার যথার্থ স্বরূপ, তাহার দোষ গুণ, দেখিতে দেয় না। ৪০।

অতঃপর সেই কামজয়ের কথা বলিতেছেন। তস্মাৎ—ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধিই যখন কামের আশ্রয় তখন। ত্বম্ আদৌ—মোহ উৎপাদন করিবার পূর্বেই। ইন্দ্রিয়াণি নিয়ম্য—ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধিকে সংযত করিয়া (স্ত্রী)। পাপপ্লানং—পাপস্বরূপ। জ্ঞানবিজ্ঞান-নাশনম্ এনম্ হি প্রজহি—জ্ঞান-বিজ্ঞান-বিনাশী এই কামকে নিঃশেষে হনন কর।

শাস্ত্রপাঠ ও উপদেশলব্ধ যে শিক্ষা তাহার নাম জ্ঞান; আর তাহা নিজ হৃদয়ে অনুভব করিয়া, তাহার যে স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করা যায়, সে বিষয়ে যে অভিজ্ঞতা জন্মে, তাহার নাম বিজ্ঞান। চিনি মিষ্ট, ইহা জানা চিনির জ্ঞান, আর চিনি খেয়ে মিষ্টতার উপলব্ধি করা চিনির বিজ্ঞান। জ্ঞান বিজ্ঞান অর্থাৎ পরোক্ষ ও অপরোক্ষ সর্ববিধ জ্ঞান। ৪১।

জিনিলে আশ্রয় সেই, হবে কামজয় ;

কামজয়ের অতএব বিমুক্ত না করিতে হৃদয় ;

উপায় অগ্রে করি মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয় সংযত,

সর্বজ্ঞাননাশী পাপ কামে কর হত ।৪১।

ইন্দ্রিয়ানি পরাণ্যাহরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ ।

মনসন্তু পরা বুদ্ধি বুদ্ধে র্যঃ পরতন্তু সঃ ॥৪২॥

অতঃপর ইন্দ্রিয় ও কাম উভয়েই বদ্ধারা বশীভূত হয়, তাহা বলিতেছেন । ইন্দ্রিয়ানি—চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয় সকল ; ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সূক্ষ্ম পদার্থ সকল হইতে । পরাণি—শ্রেষ্ঠ । আহঃ—পণ্ডিতগণ এরূপ বলেন । ইন্দ্রিয় শব্দে ইন্দ্রিয়শক্তি । চক্ষুতে কোন বস্তুর ছায়া পড়িলে যে শক্তির দ্বারা সেই বস্তু সম্বন্ধে দর্শনজ্ঞান জন্মে, তাহাই দর্শনেন্দ্রিয় । তাহা চক্ষু গোলক নহে ; মস্তিষ্কস্থ স্নায়ুকেন্দ্র বিশেষে তাহা অবস্থিত । অন্ত্রাত্ম ইন্দ্রিয়গণ-সম্বন্ধেও এই নিয়ম । ইন্দ্রিয়শক্তি সকল সূক্ষ্ম এবং তাহার জীবের সূক্ষ্ম দেহের (১৩।৫) উপকরণ । সূক্ষ্ম দেহের ধ্বংসে তাহার বিনষ্ট হয় না । কিন্তু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় সকল সূক্ষ্ম ও বিনাশশীল । অতএব ইন্দ্রিয়ের বিষয় হইতে, ইন্দ্রিয়গণ শ্রেষ্ঠ । আবার মনোযোগ বিনা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা কোন ক্রিয়া হয় না, কিন্তু ইন্দ্রিয়ের সাহায্য না পাইলেও মনের ক্রিয়া হইতে পারে । অতএব ইন্দ্রিয়েভ্যঃ মনঃ পরম্ । মনসঃ তু বুদ্ধিঃ পরা—বুদ্ধি মন হইতেও শ্রেষ্ঠ । অস্তঃকরণের নিশ্চয়াস্থিত্য বৃত্তিকে বুদ্ধি বলে । রূপ রসাদি বিষয় সকল চক্ষু আদি ইন্দ্রিয়পথে, স্নায়ুগুণীর ক্রিয়ার দ্বারা অস্তঃকরণে নীত হইলে মন

রূপ রস আদি যত ভোগ্য এ সংসারে,

সকলেরই ভোগ হয় ইন্দ্রিয়ের দ্বারে ।

ইন্দ্রিয় মন সে হেতু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য যা' কিছু বিষয়

বুদ্ধি আত্মা তা'হতে ইন্দ্রিয়গণে শ্রেষ্ঠ বলা হয় ।

পর পর শ্রেষ্ঠ ইন্দ্রিয় হইতে মন শ্রেষ্ঠ নরবর !

বুদ্ধি পুনঃ হয় সেই মনের উপর ।

বুদ্ধির পরেও কিছু শ্রেষ্ঠ বাহা হয়

সেই শ্রেষ্ঠতম বস্তু আত্মা, ধনজয় !৪২।

এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধা সংসৃত্যাত্মানম্ আত্মনা ।

অহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদম্ ॥৪৩॥

ইতি কৰ্ম্মযোগো নাম তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ।

সেই অশুভ্রুত বিষয় কি, তাহা জানিতে চায়। অনন্তর বুদ্ধি, পূর্বানুভূত বিষয়সমূহের সহিত তাহার তুলনা করিয়া, উহা কি, তাহা নিশ্চয় করে। অতএব মন হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ।

বুদ্ধেঃ যঃ তু পরতঃ—কিন্তু সেই বুদ্ধি হইতেও বাহা শ্রেষ্ঠ, বাহা বুদ্ধিরও আত্মান্তর (৭৭)। তাহা মঃ—সেই আত্মা, কাম বাহাকে আবৃত করে। আত্মা কিরূপে ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি আদির পশ্চাতে থাকিয়া তাহাদিগকে প্রকাশ করে, ১৩।২০ শ্লোকের টীকায় তাহা বুঝিয়াছি। ৪২।

এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধা—বুদ্ধি হইতেও শ্রেষ্ঠ ঈশ্বর যে আত্মা, তাহাকে জানিয়া, অর্থাৎ তাহার স্বরূপ হৃদয়জন্মপূর্বক। আত্মনা আত্মানং সংসৃত্য—অচঞ্চলা বুদ্ধিযোগে মনকে সংসৃত করিয়া। কামরূপং দুরাসদং শত্রুং অহি—কামরূপ শত্রুকে বিনাশ কর। দুরাসদ—বাহা দুঃখে আসাদ-নীর, প্রাপ্য অর্থাৎ দুর্কিঙ্কেষয় (৭৭, শ্রী) অথবা দুর্কর্ষ (বল)।

হৃদয়ে ঈশ্বরতত্ত্বের উপলব্ধি হইলে মনের ভাবচঞ্চলতা আপনা আপনি

	বুদ্ধি পরে আত্মা সেই, সর্বসারাসার
	করি ধ্যান মতিমান, স্বরূপ তাহার,
<u>কামজরের</u>	অচঞ্চলা বুদ্ধিযোগে আপনার মন
<u>উপায়</u>	হির ভাবে তত্পরি করিয়া স্থাপন,
<u>ঈশ্বরে</u>	কর নাশ, মহাবাহু তুমি ধনঞ্জয় !
<u>চিত্তার্পণ</u>	কামরূপ শত্রু সেই দুঃকেষয়—দুর্কর্ষ ।
	জাগে না ঈশ্বর তব হৃদয়ে বাহার
	ধনঞ্জয় ! কামজর ছকর তাহার । ৪৩ ।

প্রশান্ত হয়। কঠোর সংযম মাত্র চিত্ত স্থির করিবার, কাম জর করিবার উপায় নহে। মন সম্পূর্ণ স্থির না হইলে যে ঈশ্বর তত্ত্বের উপলব্ধি হইবে না—এমন কিছু নয়। মন স্থির হইলেই সাধনার শেষ হয়। সাধনাবস্থায় চঞ্চল মন দিয়াই ঈশ্বরদর্শন হয়। ঈশ্বরদর্শন হইলেই মন প্রশান্ত হয়, কামজর হয়। ইহাই ভগবদ্রূপনিষ্ঠ ইন্দ্রিয় জরের কামজরের উপায়। ঈশ্বরে চিত্ত সমর্পিত না হইলে, নিগ্রহ নিষ্ফল—নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি ৩।৩৩।৪৩।

তৃতীয় অধ্যায় শেষ হইল। দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভগবান্ সাংখ্য ও কর্মযোগসম্বন্ধে বাহ্য বলিরাছেন, তাহাতে কর্ম্যাচরণ ও কর্ম্যত্যাগ সম্বন্ধে অর্জুনের সন্দেহ-ভঞ্জন হয় নাই। তজ্জন্তু সমগ্র তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায়ে ভগবান্ পুনরায় সবিস্তারে তাহা বুঝাইতেছেন।

কর্ম্যমার্গ ও সন্ন্যাসমার্গ ব্রহ্মনিষ্ঠার দ্বিবিধ পন্থা প্রচলিত আছে। কিন্তু কর্ম্য পরিত্যাগ মাত্রই সন্ন্যাস নহে। কর্ম্যময় মনুষ্যালোকে কর্ম্যব্যতিরেকে কেহই থাকিতে পারে না। জ্ঞানে আসক্তির ক্ষয় করিয়া কর্ম্য করাই ভাল (৫)। আর কর্ম্যমাত্রই যে মন্দ, সংসারবন্ধনস্বরূপ, তাহা নহে। যজ্ঞস্থিষ্ঠানের কামনায় কর্ম্য করিলে তদ্বারা সংসারপাশ ঘটে না। অতএব আমাদের জীবনের সর্ব কর্ম্মই যজ্ঞবুদ্ধিতে করিতে হয়; আহারবিহারাদি সর্ব কর্ম্মকেই যজ্ঞার্থ কর্ম্মে পরিণত করিতে হয়। অগতের পালন পোষণে যজ্ঞার্থ কর্ম্মের বিশেষ প্রয়োজন। তদ্বারা বর্গে, মর্ত্যে বিনিময় চলে, এবং তদ্বারাই ইহপারলৌকিক সর্ব্বাঙ্গীণ প্রয়োলাভ হয় (৯—১৬)। জ্ঞানী ব্যক্তি লোকস্থিতির অস্ত্র বুদ্ধিযুক্ত হইয়া কর্ম্য করিবেন (২৫) যেমন আমি করিতেছি (২২)। লোকসংগ্রাহের অস্ত্র কর্ম্য করা জ্ঞানীর বিশেষ কর্তব্য মধ্যে পরিগণিত (২৫—২৬)। “তোমার কর্ম্ম” তোমার সংসার ইত্যাদি ধারণা পরিত্যাগপূর্ব্বক সমুদায় ঈশ্বরে সমর্পণ করিয়া আপনার কায় করিয়া বাও (৩০)। ইচ্ছা মাত্রই কেহ জ্ঞানী অথবা সন্ন্যাসী হইতে পারে না। সকলেই প্রকৃতির বশে সমুৎপন্ন রাগদ্বेष-কামক্রোধবশে, কর্ম্ম

করিতে বাধ্য (৩৩) । . কামক্রোধাদি বিকার মানুষকে বলপূর্বক পাপে প্রবর্তিত করে (৩৭) । . অতএব প্রত্যেকের কর্তব্য যে তাঁহারা ইন্দ্রিয়-সংযমপূর্বক আপনার মনকে আপন বশে রাখিবার জন্ত যত্ন করেন । আর যে ব্যক্তি ঈশ্বরে চিত্ত সমর্পণপূর্বক ভগবানের উপদেশমত কৰ্ম্ম করে, সে কাম জয় করিয়া জিতেজির সম্যাসী হইতে পারে । ঈশ্বরে চিত্তার্পণই ইন্দ্রিয় জয়ের মুখ্য উপায় (৩৫—৪৩) ।

এইরূপে তৃতীয় অধ্যায়ে কৰ্ম্মযোগের উপযোগিতা ও কামজয়ের উপায় দেখাইলেন । পরে সেই কৰ্ম্মযোগ হইতে কিরূপে জ্ঞানের বিকাশ হয়, চতুর্থ অধ্যায়ে তাহা বলিয়াছেন ।

কৰ্ম্মযোগ পেয়ে পার্থ করে কাম জয় ;
হায় প্রভু ! “আশুতোষ” কামকূপে রয় ।
কৰ্ম্মযোগ নামক তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ।

চতুর্থোঃধ্যায়ঃ ।

জ্ঞান-যোগঃ ।

শ্রীভগবান্ উবাচ ।

ইমং বিবস্মতে যোগং প্রোক্তবান্ অহম্ অব্যয়ম্ ।

বিবস্মান্ মনবে প্রাহ মনুরিক্ষ কবেহত্রবীৎ ॥১॥

দেখায়ে আদর্শ কৰ্ম স্থাপন করিতে ধৰ্ম

যুগে যুগে অবতীর্ণ হ'ন ভগবান্ ;

লক্ষ্য সেই কৰ্মপথ চলে যার মনোরথ,

আপনি লভিয়া জ্ঞান, পার সে নির্বাণ ।

তৃতীয় অধ্যায়ে ভগবান্ বুঝাইয়াছেন, যে আত্মোন্নতির জন্য সংসারের
খেলা বন্ধ করিয়া প্রকৃতির পারে যাওয়া আবশ্যক নহে । ইহায়ে আত্ম-

শ্রীভগবান্ কহিলেন ।

ভগবান্‌ই এই কৰ্মযোগ বাহা দিহু উপদেশ

এই যোগের সেই যোগ অভিনব নয়, শুড়াকেশ !

প্রবর্তক অধুনা তোমার মাত্র উৎসাহিতে রণে
বলি হে, নূতন কথা ভাবিও না মনে ।

অব্যয় এ যোগ, কভু না হয় বিকল,

সবিতার পূর্বে আমি কহিহু সকল ;

তিনি কহিলেন তাহা নপুত্র মনুরে,

মহু কহিলেন পুনঃ পুত্র ইন্দ্রাকুরে । ১

এবং পরম্পরাপ্রাপ্তম্ ইমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ ।

স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরম্পর ॥২॥

সমর্পণপূর্বক আপন আপন অধিকারগত কৰ্মের সম্যক আচরণই শ্রেয়স্কর হইয়া থাকে ।

একণে চতুর্থ অধ্যায়ে, সেই কৰ্মযোগ হইতে কিরূপে জ্ঞানলাভ হয়, তাহার ফল কি, জ্ঞানী সেই জ্ঞানে অবস্থিত হইয়া কি ভাবে কৰ্ম করেন, তাহা বলিতেছেন । প্রথমে সেই কৰ্মযোগের প্রাচীনত্ব, গৌরব ও সম্প্রদায়-পরম্পরা দেখাইয়া বলিতেছেন ।

ইমম্ অব্যয়ং যোগং—সদা সমান ফলপ্রদ এই কৰ্মযোগের বিষয় । অহং বিবস্বতে প্রোক্তবান্—আমি সূর্য্যকে বলিয়াছিলাম । বিবস্বান্—সূর্য্য । মনবে প্রাহ । মমুঃ ইক্ষাকবে অত্রবীৎ—ইক্ষাকুকে বলিয়াছিলেন ।

এই কৰ্মযোগ নূতন নহে । জগতের রক্ষা ও পরিপালনের অস্ত্র জগৎ-প্রতিপালক ক্ষত্রিয়কুলের আদি পুরুষ সূর্য্যকে ভগবান্ ইহা বলিয়াছিলেন । ভগবান্ই ইহার প্রবর্তক ও উপদেষ্টা । ১ ।

হে পরম্পর ! এবম্—এই ভাবে । পরম্পরাপ্রাপ্তম্ ইমম্—এই যোগ । রাজর্ষয়ঃ বিদুঃ—রাজর্ষিগণ জানিতেন । ইহ—ইদানী । সঃ যোগঃ মহতা কালেন—সর্বগ্রাসী সুদীর্ঘ কালবশে । নষ্টঃ । ২ ।

বংশ-পরম্পরাক্রমে, ওহে শুড়াকেশ

রাজর্ষিগণ এইরূপে ক্রমে ক্রমে লভি উপদেশ

ইহা জেনেছিল। এই যোগ রাজর্ষিগণ,—

জানিতেন দীর্ঘ কাল বশে তাহা বিলুপ্ত এখন । ২।

স এবায়ং ময়া তেহু যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ ।

ভক্তোহসি মে সখা চেতি রহস্যং হেতদ্ উত্তমম্ ॥৩॥

তুমি মে ভক্তঃ সখা চ অসি । ইতি—এই জন্তু । অয়ং সঃ পুরাতনঃ যোগঃ অন্ত ময়া তে প্রোক্তঃ । এতৎ হি উত্তমং রহস্যম্—উত্তম গুহ্য বিষয় ; ইহার মর্ম্ম বুঝিতে পারা স্মকঠিন বটে, কিন্তু বুঝিতে পারিলে ইহা নিশ্চয়ই অতি উত্তম ।

১—৩ শ্লোক হইতে স্থির জানা যায় যে, যে জানে ইক্ষ্বাকু আদি রাজর্ষিগণের জ্ঞান নিরঙ্কুশ রাজদণ্ড পরিচালনের ক্ষমতা লাভ হয়, যে জানে রাজচক্রবর্তী রাজার ঐশ্বর্য্য ভোগ করিয়াও পরিণামে মোক্ষলাভের অধিকারী হওয়া যায়, গীতায় সেই জ্ঞান উপদিষ্ট হইয়াছে । যে আধারে রাজভোগ ও মোক্ষ একত্র বর্ত্তমান, তাহাই গীতার ব্রহ্মজ্ঞান । অপিচ ইহা সংসারত্যাগী সন্ন্যাসিগণের বিদ্যা নহে ; পরন্তু ইহা রাজর্ষিগণের বিদ্যা ; এবং ভগবান্ ধর্ম্ম-সংস্থাপনের জন্তু অবতীর্ণ হইয়া আপনার পরম প্রিয় সখাকে কর্ম্মযোগ অবলম্বনের উপদেশ দিতেছেন । অতএব ভগবানের মতে, কর্ম্মযোগই ধর্ম্মসংস্থাপনের প্রকৃষ্ট উপায় ; কর্ম্ম-সন্ন্যাস নহে । কিন্তু ভারতের কি চর্ভাগ্য, কোন ভাষ্যকার, কোন টীকাকার, ইদানীন্তন কোন ধর্ম্মাচার্য্য, গীতাজ্ঞানের সেই দিক্‌টা দেখাইয়া দেন নাই । ৩ ।

ভক্ত তুমি, সখা তুমি, তাই হে এখন,

কহিলু তোমার সেই যোগ পুরাতন ।

উত্তম এ গুহ্য তত্ত্ব জানিবে নিশ্চয়,

যতনে ইহার মর্ম্ম বখ. ধনঞ্জয় । ৩।

অর্জুন উবাচ ।

অপরং ভবতো জন্ম পরং জন্ম বিবস্বতঃ ।

কথম্ এতদ্ বিজানীয়াং ত্বম্ আদৌ প্রোক্তবান্ ইতি ॥৪॥

শ্রীভগবান্ উবাচ ।

বহুনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জুন ।

তাশ্চহং বেদ সৰ্ব্বাণি ন ত্বং বেথ পরস্তপ ॥৫॥

ভবতঃ—আপনার । জন্ম । অপরং—পরে । বিবস্বতঃ জন্ম পরং—
পূর্বে । কথম্—কিভাবে । এতদ্ বিজানীয়াং ইত্যাদি স্পষ্ট ।৪।

উত্তরে শ্রীভগবান্ কহিলেন, হে অর্জুন ! মে বহুনি জন্মানি
ব্যতীতানি । তব চ বহুনি জন্মানি ব্যতীতানি । অহং তানি সৰ্ব্বাণি
বেদ—আমি সে সমস্ত জানি । কিন্তু, ত্বং ন বেথ—তুমি জান না ।
রাগ-দ্বेष-লোভাদি রাজসিক ভাবে তোমার জ্ঞান সমাচ্ছন্ন । আমা-
দিগের মধ্যেও যদি কেহ কখন সেই জ্ঞানের অধিকারী হইতে
পারেন, তখন তিনিও ভগবানের স্তায়, সমস্ত জন্মের স্মৃতি লভি
করিবেন ।৫।

অর্জুন কহিলেন ।

অগ্রে আদিত্যো জন্ম, তব জন্ম পরে,

কি সে বুঝি, তুমি পূর্বে কহিলা ভাস্করে ?

শ্রীভগবান্ কহিলেন ।

বহু জন্ম পরস্তপ, গিয়াছে আমার,

অবতার তত্ত্ব সেইরূপ বহু জন্ম গিয়াছে তোমার ।

(৫—৮) জান না সে সব কিন্তু তুমি, ধনজয় !

নিত্য-বুদ্ধ-মুক্ত আমি জানি সমুদয় ।৫।

অজোহপি সন্নব্যাসাত্মা ভূতানাম্ ঈশ্বরোহপি সন্ ।

প্রকৃতিং স্বাম্ অধিষ্ঠায় সন্তুভাম্যাত্মমায়য়া ॥৬॥

যদিও তোমরা সকলে এবং আমি পুনঃ পুনঃ জগতে প্রকাশিত হই, তথাপি আমার প্রকাশে এবং তোমাদের প্রকাশে বিশেষ প্রভেদ আছে । দেখ, অজ্ঞানই জীবের পুনর্জন্মের হেতু, কিন্তু আমি অব্যাসাত্মা—আমার জ্ঞান বুদ্ধি ইত্যাদির ক্ষয় নাই (৭৭) । তজ্জন্ম অজঃ সন্ অপি—জন্মহীন হইয়াও । অথবা অজ ও অব্যাসাত্মা—অনন্তরস্বভাব (ত্রী) অর্থাৎ জন্মমৃত্যুহীন ও নির্বিকার হইয়াও । এবং অস্ত্রে প্রকৃতি-বশীভূত, ধর্ম্মামশ্রম কশ্ম-পরতন্ত্র, কিন্তু আমি ঈশ্বরঃ সন্ অপি—সকলের নিরস্তা, স্মৃতরাং প্রকৃতিবশ ও কশ্মপরতন্ত্র না হইয়াও । স্বাং প্রকৃতিং—আমার ত্রিগুণা-শ্রিকা প্রকৃতিতে । অধিষ্ঠায়—অধিষ্ঠান বা আশ্রয়পূর্ব্বক । আত্মমায়য়া সন্তুভামি—আপন মায়ী দ্বারা উৎপন্ন হই । অস্ত্রে যেমন কশ্ম-ফলের অধীন হইয়া জন্ম লাভ করে (৮।১৯ ও ৯।৮ দেখ), সেরূপ কশ্মাধীন হইয়া আমি জন্ম গ্রহণ করি না । আমি আপন মায়ীশক্তি-বলে আপন প্রকৃতিতে অধিষ্ঠানপূর্ব্বক নিজ ইচ্ছায় দেহবানের জ্ঞান আবির্ভূত হই । ৬ ।

তোমরাও আস, আসি আমিও সংসারে,
অবতার বিস্তর প্রভেদ কিন্তু চরের মাঝারে ।
 যদিও আমার জন্ম নাহি, ধনঞ্জয় !
 অজ্ঞানেতে জন্ম,—জ্ঞান আমার অক্ষর,
ভগবানের জনম-মরণ-হীন আমি নির্বিকার,
দিবা তন্ম এ সংসারে আমি হই নিরস্তা সবার,
 তবু নিজ প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান করি
 আপন মায়ীর আমি জীবরূপ ধরি । ৬।

যদা যদা হি ধৰ্ম্মস্ত গ্ৰানি ভবতি ভারত ।
 অভ্যুত্থানম্ অধৰ্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥৭॥
 পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্ ।
 ধৰ্ম্মসংস্থাপনার্থায় সন্তুভামি যুগে যুগে ॥৮॥

কখন শরীর ধারণ করিয়া আবির্ভূত হই? যদা যদা হি ইত্যাদি স্পষ্ট । ধৰ্ম্ম—জগতঃ স্থিতিকারণং প্রাণিনাং সাক্ষাদভ্যাদয়-নিঃশ্রেয়সহেতুঃ (. ৭৭)—যাহাতে জগতের স্থিতি ও যাহা হইতে সর্ব জীবের সাক্ষাৎভাবে অভ্যাদয় ও শ্রেয়োলাভ হয়, তাহা ধৰ্ম্ম । “হিংস্রদিগের হিংসানিবারণার্থই ধর্ম্মের সৃষ্টি হইয়াছে । উহা প্রাণিগণকে ধারণ (রক্ষা) করে বলিয়া ধর্ম্ম নামে নির্দিষ্ট হইয়াছে । অতএব যদ্বারা প্রাণিগণের রক্ষা হয়, তাহাই ধর্ম্ম ।” মহাভারত বনপর্ব ৭০ অধ্যায় । ৭ ।

আমার আবির্ভাবের উদ্দেশ্য কি? পরিত্রাণায় সাধুনাং ইত্যাদি

	যাহে জগতের স্থিতি, যাহে অভ্যাদয়, যাহা হ'তে সর্ব জীবে শ্রেয়োলাভ হয়,
<u>ভগবান্</u>	ধর্ম্ম তাহা ; করে যাহা জগৎ-ধারণ,
<u>অবতীর্ণ</u>	হিংস্র-হিংসা-নিবারণে ধর্ম্মের সৃজন ।
<u>হরেন</u>	জগতে ধর্ম্মের গ্ৰানি যখন যখন,
<u>কখন ?</u>	অধর্ম্মের অভ্যুত্থান,—আমিও তখন, শরীর-স্বীকার করি, ভারত-কেশরি, আপনিই আপনাকে প্রকাশিত করি । ৭ ।
<u>অবতারের</u>	পুণ্যকর্ম্ম সাধুদের রক্ষার কারণ,
<u>কার্য্য ধর্ম্ম-</u>	দুষ্টকর্ম্ম পাপীদের করিতে নিধন,
<u>সংস্থাপন</u>	ধর্ম্ম-সংস্থাপন তাহে করিতে সংস্কারে যুগে যুগে আবির্ভূত হই বারে বারে । ৮ ।

জন্ম কর্ম চ মে দিব্যম্ এবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ ।

ভ্যক্তুঃ। দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মাম্ এতি সোহর্জুন ॥৯॥

স্পষ্ট। ধর্মসংস্থাপন—ধর্মের সম্যক স্থাপন, স্থিরীকরণ। বিনাশায় চ
হ্রুতাম্—হ্রুত বিনাশের অশ্রু তাঁহার আবির্ভাব। এখানে আপত্তি
হইতে পারে, যে হ্রুতের বিনাশ ভিন্ন অশ্রু উপায়ে কি ধর্মের
সংস্থাপন হইতে পারিত না? খৃষ্ট বুদ্ধ চৈতন্যাদির শ্রায় উপদেশাদির
দ্বারা অথবা স্বীয় অসাধারণ ইচ্ছাশক্তির বলে কি তিনি কার্য্যসিদ্ধি
করিতে পারিতেন না? পারিতেন কি না, তাহা তিনিই জানেন; কিন্তু
তাঁহার যাহা উপদেশ, তাহা ৩.১৯—২৬ শ্লোকে দেখিয়াছি। জ্ঞানী ব্যক্তি
সাধারণ লোক সকলের মধ্যে থাকিয়া, স্বয়ং তাহাদের সঙ্গে কর্ম করিয়া
তাঁহাদিগকে সঙ্গাচারের আদর্শ দেখাইবেন। তিনি তাহাই দেখাইয়াছেন।
মহাশূন্যের যে মহান চিত্র তিনি গীতার আঁকিয়াছেন, তাহারই অনুরূপ
কার্য্য স্বয়ং আচরণ করিয়া, সেই চিত্রের সজীব আদর্শ তিনি দেখাইয়াছেন।
গীতানীতিবাক্য আর কৃষ্ণজীবন তাঁহার দৃষ্টান্ত। অমানুষী-শক্তির

যদিও অব্যক্ত আমি, ভরত-নন্দন !

তথাপি সংসারে ধর্ম প্রতিষ্ঠা কারণ

যে রূপে স্ব প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান করি

আপন মায়াতে আমি ব্যক্ত রূপ ধরি,

অবতারের আদর্শ কর্মের পন্থা ভাবে দেখাবারে

কর্তৃত্ব যে ভাবে নিকামে কর্ম করি হে সংসারে,

জ্ঞানে মুক্তি আমার সে দিব্য জন্ম আর দিব্য কর্ম

যে জন জেনেছে তাঁ'র বর্ণাধর্ম মর্ম,

সে জন সে ভাবে কর্ম করিয়া সংসারে

দেহাঙ্গে না লভে জন্ম, পায় সে আমারে ॥৯॥

সাহায্যে যে কর্ম, তাহা ধর্মসংস্থাপনের জন্য যথেষ্ট নহে। তিনি অমানুষী শক্তি যোগে না হয় একটা অঘটন ঘটাইয়া গেলেন, কিন্তু অস্ত্রে সে শক্তি কোথায় পাইবে? সুতরাং এমন একটা আদর্শ দেখান চাই, যাহা মানুষী শক্তিতেই করা যায়। তিনি তাহাই করিয়াছেন। ৮।

মে এবং দিব্যং জন্ম কর্ম চ—আমার পূর্বোক্তরূপ দিব্য জন্ম এবং দিব্য কর্ম। যঃ তদ্বতঃ বেত্তি—যে ষথার্থভাবে জানে। সঃ দেহং ত্যক্তা—দেহান্তের পর। পুনর্জন্ম ন এতি—পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হয় না। পরন্তু মাম্ এতি—আমাকে প্রাপ্ত হয়।

অক্ষর অব্যক্ত হইয়াও আপনার মায়াক্রিয়াদ্বারা আপনারই প্রকৃতিতে অধিষ্ঠানপূর্বক ব্যক্ত মানুষী তনুতে আবির্ভাব (৬ শ্লোক) ভগবানের দিব্য জন্ম; আর মানুষী তনু ধারণপূর্বক ধর্ম-সংস্থাপনের জন্য (৭ শ্লোক) আদর্শ কর্ম প্রদর্শন (৩২২-২৪) তাঁহার দিব্য কর্ম; তদ্বত্বের তত্ত্ব ষথায়থ জানিয়া, সেই আদর্শ অনুসারে কর্মোচরণ করিলে মোক্ষ প্রাপ্তি হয়। ভগবানের দিব্য কর্ম, কর্মযোগেরই আদর্শ।

এ শ্লোকে “মাম্ এতি”—এই বাক্যে “মাম্” এই শব্দের প্রতি মনো-যোগ আবশ্যক। ভগবান্ নানা স্থানে বলিয়াছেন “আমাকে ভক্তি কর” “আমাকে পূজা কর” “আমাকে পাইবে” ইত্যাদি। এই সকল বাক্যে “আমি” শব্দের প্রকৃত মর্ম্মানুধাবন আবশ্যক; নতুবা প্রকৃত অর্থবোধ হইবে না ও সাম্প্রদায়িক দোষ আসিয়া পড়িবে। এই “আমি” শব্দের লক্ষ্য শ্রীকৃষ্ণ নামে প্রসিদ্ধ দেবকীসমুত নরদেহধারী পুরুষ-বিশেষ নহে। ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য ভগবান্ যে ব্যক্ত লীলাবিগ্রহ ধারণ করিয়াছিলেন, সেই “শ্রীকৃষ্ণ রূপ” তাঁহার অনন্ত বিভূতির মধ্যে একটা বিভূতি মাত্র। বৃকীনাং বাসুদেবোহস্মি পাণ্ডবানাং ধনঞ্জয়ঃ (১০.৩৭)। ইন্দ্র চন্দ্র হিমালয়াদি যেমন ভগবানের বিভূতি, শ্রীকৃষ্ণরূপও তেমনি তাঁহার বিভূতি,—তাঁহার অবতীর্ণ রূপ, তাঁহার স্ব প্রকৃতিতে অধিষ্ঠানপূর্বক আত্মমায়াদ্বারা অভিব্যক্ত

বীতরাগভয়ক্রোধা মন্যয়া মাম্ উপাশ্রিতাঃ ।

বহবো জ্ঞানতপসা পূতা মস্তাবম্ আগতাঃ ॥১০॥

•মানুষী তনু-আশ্রিত ভাব মাত্র। স্মৃতরাং “আমি” “আমার” ইত্যাদি শব্দে ভগবানের বাহা যথার্থ স্বরূপ, যে সৰ্ব্বময়, সৰ্ব্বনিয়ন্তা, সৰ্ব্বেশ্বর পরম ভাব, ৭ম হইতে ১৫শ অধ্যায়ে বাহা বর্ণিত হইয়াছে, তাহাই বুঝিতে হইবে। তবে যে “আমি” “আমার” ইত্যাদি শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে তাহার কারণ, শ্রীকৃষ্ণ যোগযুক্ত হইয়া ঐশ্বরীয় শক্তি প্রকটিত করিয়া গীতার উপদেশ দিয়াছিলেন। ১১ ৪৭ শ্লোক দ্রষ্টব্য। ৯।

এই কৰ্মযোগ অন্য নূতন প্রচার করিতেছি না। পূর্বেও বহবঃ—অনেকে, যাহারা আমার দিব্য জন্ম ও দিব্য কৰ্মতত্ত্ব অবগত হইয়াছিলেন। তাঁহারা বীত-রাগ-ভয়-ক্রোধাঃ—রাগ, ভয় এবং ক্রোধশূন্য নিষ্কাম হইয়া। এবং মন্যয়াঃ—মদেকচিত্ত। মাম্ উপাশ্রিতাঃ—আমাকে আশ্রয় করিয়া। এইরূপে জ্ঞানতপসা পূতাঃ—জ্ঞান সাধনার দ্বারা পবিত্র হইয়া। মস্তাবম্ আগতাঃ—আমার ভাব পাইয়াছেন।

কহিলু যে শুহ তত্ব এই, ধনঞ্জয় !

পরম এ ধর্মতত্ত্ব অভিনব নয়।

পূর্বেও এ যোগতত্ত্ব অনেকে জানিয়া,

দিব্য জন্ম, দিব্য কৰ্ম আমার বুঝিয়া,

ঘুচায়ৈ বিষয়-রাগ আর ক্রোধ ভয়,

জ্ঞান কৰ্ম নিশ্চল হৃদয়ে হ’রে আমাতে তনয়,

ভক্তির আমাকে আশ্রয় করি, কৌরব-কেশরি,

সমন্বয় মহান্ সাধনে হেন জ্ঞান লাভ করি,

জ্ঞান তপস্যার পূত, নিম্পাপ অস্তর,

পেয়েছে আমার ভাব, কুরুবংশধর। ১০।

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।

মম বত্সানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ ॥১১॥

যখন জীবের অন্তরে থাকে ভগবানের অনন্ত সত্তার অটুট শক্তি, অবিকল্প সাম্য, আত্মায় থাকে তাঁহার সহিত ঐক্য বোধ আর বাহিরের প্রকৃতিতে ফুটিয়া উঠে দিব্যভাব, যে প্রকৃতি সজ্ঞানে, স্বাধীন ভাবে ভগবানের বিশ্বলীলার যজ্ঞরূপে পরিচালিত হয়, যখন “বান্দেবঃ সর্বম্”—এই জ্ঞানে প্রবুদ্ধ হইয়া সর্বভূতে প্রীতি প্রেম প্রসারিত হয়। জ্ঞানে কর্মে ও প্রেমে তাঁহার সহিত নিবিড় ভাবে যুক্ত হয়। তখন তিনি হয়েন,—“মস্তাবম্ আগতঃ”। ১০।

যদি, যে ব্যক্তি বীত-রাগ-ভয়-ক্রোধ হইয়া একান্ত ভক্তিতে ভজনা করে, সেই তাঁহার অনুগ্রহ লাভ করে, অন্তে নহে, তবে আর ঈশ্বর সর্বত্র সমান কিরূপে? তজ্জন্তু বলিতেছেন; যে যথা—যাহারা যে প্রকারে, যে প্রয়োজনে, যে ফল কামনা করিয়া (৭৭)। মাং প্রপদ্যন্তে—আমাকে ভজনা করে, আশ্রয় করে। তান্ তথা এব—তাহাদিগকে তদনুরূপ ফলদানে (৭৭)। ভজামি—ভজনা করি, (৭৭), তাহার নিকট তদনুরূপ ভাবে আপনাকে প্রদর্শন করি। যে যাহা চায়, তাহার কাছে আমি তাহাই। হে পার্থ, মনুষ্যাঃ সর্বশঃ—সর্ব প্রকারে, মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়াদি সমস্ত করণ-দ্বারে (রামা)। মম বত্সানুবর্তন্তে—আমার পথের অনুসরণ করে।

আমার শরণ লয় যে ভাবে যে জন।

যেমন ভাব আমি করি সেই ভাবে তাহার ভজনা।

তেমন লাভ সর্ব ভাবে এ সংসার মাঝে নরগণ

করে হে, আমার পথে সবে আগমন। ১১

যে ব্যক্তি যে পথেই চলুক, পরিণামে সে আমার কাছেই আসিতেছে ।

“All men are struggling along paths which lead in the
•end to me.” (বিবেকানন্দ) ।

বৈকুণ্ঠাচার্য্যগণের গোপীভাবের মূল এই শ্লোকে । ঈশ্বর সৰ্বশক্তিমান্ সৰ্বনিরস্তা প্রভু, এবং আমরা তাঁহার অধীন, নিকৃষ্ট জীব ; এই ভাবে ভজনা করিলে তিনি এই ভাবেই অনুগ্রহ করিবেন ; তিনি নিরস্তা প্রভু, এবং আমরা তাঁহার অধীন নিকৃষ্টই থাকিব । তবে তিনি ভক্তের প্রেমে, ভক্তের অধীন হইবেন কিম্বে ? অতএব তাঁহাকে প্রভু না ভাবিয়া সখা, পিতা, মাতা বা পুত্রের স্থায় ভাবিতে হইবে । অথবা তদপেক্ষাও ঘনিষ্ঠতর যে পতিপত্নীর ভাব, সেই ভাবে ভাবিতে হইবে । ইহাই ভক্তিমার্গ—রাগমার্গ । ৯ অঃ ১৭—১৯ শ্লোকেও এই রাগমার্গের প্রসঙ্গ আছে । ৯।১৯ শ্লোকের টীকায় ও একাদশ অধ্যায়ের উপসংহারে, এই ভাবসম্বন্ধে অস্তান্ত কথা বলা হইবে ।

এতদ্ব্যতীত “যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তপৈব ভজাম্যহম্” এই বাক্যের আরও অর্থ আছে । আমরা ভাবিতে শিখিয়াছি, যে ভগবান্ সপ্ত স্বর্গের পারে । অনন্ত আকাশের অনন্ত দূরে, বৈকুণ্ঠ নামক কোন এক অজ্ঞেয় লোকে বিরাজিত । সুতরাং “তপৈব ভজাম্যহম্” এর নিয়মে, তিনি আমাদের চক্ষে অনন্ত দূরেই রহিয়াছেন । কিন্তু যিনি সকল কুণ্ডা, সকল সঙ্কোচ-বিরহিত হইয়া (বিগতা কুণ্ডা—বৈকুণ্ঠ) “এই তিনি রহিয়াছেন” বলিয়া, নেত্রপাত করিতে পারে, তাঁহার চক্ষে—এই তিনি সৰ্বময় । “এই তিনি রহিয়াছেন”—ইহা যিনি ভাবিতে শিখিয়াছেন, তাঁহার চক্ষে এই মূন্ময় জগৎ চিম্নর হইয়া যায় । তিনি দেখিয়া থাকেন, সৰ্বভূতহম্ আত্মানং সৰ্বভূতানি চাশ্বনি । যো মাং পশ্যতি সৰ্বত্র সৰ্বং চ ময়ি পশ্যতি । তত্তাহং ন প্রপশ্যামি স চ মে ন প্রপশ্যতি (৬।৩০) একথা তাঁহার অন্ত । ১১ ।

কাঙ্ক্ষন্তঃ কৰ্মণাং সিদ্ধিং যজন্ত ইহ দেবতাঃ ।

ক্ষিপ্ৰং হি মানুষে লোকে সিদ্ধিৰ্ভবতি কৰ্মজা ॥১২॥

চাতুৰ্বৰ্ণ্যং নয়া সৃষ্টং গুণকৰ্মবিভাগশঃ ।

তস্ম কৰ্ত্তারম্ অপি মাং বিদ্যাকৰ্ত্তারম্ অব্যয়ম্ ॥১৩॥

কিন্তু প্রকৃতিবশ জীব ইচ্ছা-দেবের বশবর্তী ; ৭।২৭ দেখ । তজ্জন্ত তাহারা বস্তুবিশেষে অনুরক্ত হইয়া তাহাই চাহে, সাক্ষাৎভাবে আমাকে চাহে না । তাহারা সেই অনুরাগবশে, কৰ্মণাং সিদ্ধিং কাঙ্ক্ষন্তঃ—কাম্য কৰ্মের সফলতা কামনা করিয়া । ইহলোকে ইন্দ্রাদি-দেবতাঃ যজন্তে । হি—কারণ । মানুষে লোকে, কৰ্মজা সিদ্ধিঃ ক্ষিপ্ৰং ভবতি—কাম্য কৰ্মের সফলতা শীঘ্র হয় । কাম্য বস্তুতে সহজেই চিন্তের একাগ্রতা জন্মে এবং তাহার ধারণাও সহজ, স্মরণও তদুদ্দেশ্যে যে ক্রিয়া, তাহা যত্নে অনুষ্ঠিত ও শীঘ্র সফল হয় । নিকাম কৰ্মে অপরিণামদর্শী মানুষের চিন্তের একাগ্রতা সহজে হয় না, কাজেই তাহার ফলও শূন্য । ১২ ।

ভিন্ন ভিন্ন লোকের যে ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি, তাহার কারণ, সকলের প্রকৃতি এক রূপ নহে । জীব যাত্রেই স্বভাব সত্ত্ব, রজঃ ও তম এই গুণত্রয়ে গঠিত । তন্মধ্যে সত্ত্ব হইতে জ্ঞান, সূক্ষ্ম প্রভৃতি রজঃ হইতে

কিন্তু হে, প্রকৃতিবশ জীব, ধনঞ্জয় !

সকাম নিরন্তর ইচ্ছা-দেষ-বশীভূত রয় ।

সাধনা সেই ইচ্ছা-দেষবশে, হায় ! এ সংসারে

শীঘ্র ফলে কাম্য বস্তু চায় তা'রা, চায় না আমারে ।

কামবশে কৰ্মফল করিয়া কামনা,

ইন্দ্রাদি দেবতাগণে করে আরাধনা,

কারণ, কামনা-বশে অহুষ্ঠান যার

নরলোকে সফলতা শীঘ্র হয় তা'র । ১২ ।

রাগ ঘেব প্রভৃতি এবং তমঃ হইতে আলস্ত প্রমাদ প্রভৃতি, উৎপন্ন হয় ; ১৪ অঃ ৫—১৮ শ্লোক দেখ । এই সকল গুণের ইত্যরবিশেষ হয় । যে জীবে প্রকৃতির যে গুণের যেক্রপ বিকাশ, তাহার স্বভাবেরও সেইক্রপ বিকাশ ও তদনুসারে কৰ্ম্মভেদ হয় । তজ্জন্ত বলিতেছেন, গুণকৰ্ম্ম-বিভাগঃ—গুণানুযায়ী কৰ্ম্মের এই তারতম্যানুসারে । চাতুৰ্কৰ্ম্মাং—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বর্ণ । স্বার্থে ঋণ্ প্রত্যয় । ময়া সৃষ্টম্—আমার দ্বারা সৃষ্ট ; আমার ঐশী নিয়মে উৎপন্ন ; ১৮। ৪১—৪৪ দেখ । কিন্তু তন্তু কর্তারম্ অপি—সেই জাতি-ভেদের কর্তা হইলেও । মাম্ অকর্তারম্ অবায়ং বিদ্ধি—আমাকে বস্তুতঃ অকর্তা জানিও, কারণ আমি অবায়, নিষ্কিঁকার । মৰ্ম্ম এই যে, কোন নির্দিষ্ট সময়ে ঈশ্বর স্বয়ং উপস্থিত হইরা মনুষ্যসমাজে জাতিভেদ-প্রণালী স্থাপনা করেন নাই ; তবে মনুষ্য-সমাজমধ্যে যে ঐশী শক্তি অন্তর্নিহিত আছে, সেই শক্তিপ্রভাবে কাল সহকারে, তাহাদের স্বকৃত কৰ্ম্মজনিত স্বভাবের অনুরূপ, ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের সৃষ্টি, সমাজমধ্যে চইয়াছে, হইতেছে ও চইবে । ঈশ্বর ইচ্ছাপূৰ্ব্বক কাহাকেও ছোট কাহাকেও বড় করেন নাই । অতএব ঈশ্বর প্রকারান্তরে জাতিভেদের কর্তা হইলেও সাক্ষাৎসম্বন্ধে কর্তা নহেন ।

বিভিন্ন কামনাবশে পুনঃ জীবগণ

সংসারে বিভিন্ন বস্তু করে আকিঞ্চন ।

একপ প্রবৃত্তিতেই কারণ, অর্জুন !

সব, ব্রহ্ম, তম, তিন প্রকৃতির গুণ ।

গুণকৰ্ম্মভেদে গুণত্রয় ভেদে হয় প্রকৃতি বিভিন্ন,

জাতিভেদ প্রকৃতি প্রভেদে হয় কৰ্ম্ম ভিন্ন ভিন্ন

এইক্রপ গুণ কৰ্ম্ম প্রভেদে প্রভেদে,

সৃজিয়াছি চারি বর্ণ ব্রাহ্মণাদি ভেদে ।

ন মাং কৰ্ম্মাণি লিম্পস্তি ন মে কৰ্ম্মফলে স্পৃহা ।

ইতি মাং যোহভিজানাতি কৰ্ম্মভি ন স বধ্যতে ॥১৪॥

মানুষ স্বভাবতই নিজ প্রকৃতির অনুরূপ কোন না কোন কৰ্ম্মে অনুরক্ত । ইচ্ছামাত্রেরেই তাহা ত্যাগ করিতে পারে না । যুদ্ধ অৰ্জুনের প্রকৃতি-গত কৰ্ম্ম, ইচ্ছামাত্রেরেই তিনি তাহা ত্যাগ করিতে পারিবেন না । ইহা বুঝাইবার জন্য এখানে জাতিভেদ-সম্বন্ধীয় প্রস্তাবের অবতারণা । ১৩ ।

ভগবান্ কর্তা হইয়াও অকর্তা, এই তত্ত্ব ৯ম অঃ ৪—৯ শ্লোকে সবিশেষ বলিয়াছেন । এখানে চাতুর্কণ্য-বিভাগ কখন-প্রসঙ্গে সংক্ষেপে তাহা বলিয়া আবার কৰ্ম্মযোগ-সম্বন্ধে অন্ত্যন্ত কথা কহিতেছেন । কৰ্ম্মাণি মাং ন লিম্পস্তি—সৃজন পালনাদি কৰ্ম্মসমূহ আমাকে লিপ্ত করে না । কারণ, কৰ্ম্মফলে মে স্পৃহা ন অস্তি—আমার স্পৃহা নাই । ইতি মাং যঃ অভিজানাতি—যে আমাকে এই তাৎপর্য্যে অকর্তা বলিয়া জানে । সঃ কৰ্ম্মভিঃ ন বধ্যতে—সে কৰ্ম্মে বদ্ধ হয় না । ১৪ ।

এরূপ যে ভেদ,—বটে আমি কর্তা তায়,
তথাপি জানিবে তুমি অকর্তা আমার ।
প্রকৃতি যেমন যার, অনুরূপ তা'র,
কালে তির বর্ণ হয়, নিরমে আমার ।
অতএব আমি সেই ভেদকর্তা নই,
অব্যয়,—সর্বত্র সম—আমি নিত্য রই । ১৩

ঈশ্বরের কৰ্ম্মাণি কভু লিপ্ত করে না আমার ;
নিষ্কাম কারণ, আমার পার্থ ! স্পৃহা নাই তার ।

জ্ঞানে মুক্তি এ ভাবে আমার তত্ত্ব জানেন যে জন
কৰ্ম্ম না করিতে পারে তাঁহারে বন্ধন । ১৪ ।

এবং জ্ঞাত্বা কৃতং কৰ্ম পূৰ্বেইরপি মুমুকুভিঃ ।

কুরু কৰ্মৈব তস্মাৎ ত্বং পূৰ্বেঃ পূৰ্বতরং কৃতম্ ॥১৫॥

কিং কৰ্ম কিম্ অকৰ্ম্যেতি কবয়োহপ্যত্র মোহিতাঃ ।

তৎ তে কৰ্ম প্রবক্ষ্যামি যজ্ঞ জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেহশুভাৎ ॥১৬॥

এবং জ্ঞাত্বা—নিস্পৃহ হইলে কৰ্ম সংসার-বন্ধন-স্বরূপ হয় না, ইহা জানিয়া । পূৰ্বেঃ মুমুকুভিঃ অপি—পূর্বা কালের মুক্তিকামী সাধুগণ-কর্তৃকও । কৰ্ম কৃতম্ । তস্মাৎ ত্বং পূৰ্বেঃ পূৰ্বতরং কৃতং—পূৰ্ব কালের প্রাচীনগণ যেরূপ করিয়াছিলেন সেইরূপ । কৰ্ম এব কুরু—কৰ্মই কর । ১৫ ।

তুমি মনে করিতেছ, কৰ্ম আশ্রয় করিলে অর্থাৎ যুদ্ধ করিলে, তোমার গুরুহত্যা পাপ হয় ; অতএব যুদ্ধ পরিত্যাগপূর্বক সন্ন্যাস (অকৰ্ম) আশ্রয় করিব । কিন্তু কিং কৰ্ম কিম্ অকৰ্ম, ইতি অত্র—এ বিষয়ে । কবরঃ অপি—পণ্ডিতগণও । মোহিতাঃ । তৎ তে—অতএব তোমাকে । কৰ্মসম্বন্ধে প্রবক্ষ্যামি—বলিব । যৎ জ্ঞাত্বা, অশুভাৎ মোক্ষ্যসে—পূর্বোক্ত

মুমুকুর স্পৃহাবশে মাত্র জীব কৰ্মে বদ্ধ হয় ।

নির্লিপ্ত পূৰ্ব কালে এই তত্ত্ব জানি, ধনঞ্জয় !

কৰ্ম মুক্তিকামিগণ কৰ্ম করিলে যেমন
তুমিও নিস্পৃহ ভাবে কর চে, তেমন । ১৫ ।

কৰ্ম-তত্ত্ব যুদ্ধ কৰ্মে করি তুমি পাপের ভাবনা

(১৬—২৩) করিছ অকৰ্মরূপ সন্ন্যাস কামনা ।

কিন্তু কৰ্ম করে বলে, কিবা কৰ্ম নয়,

নিরূপণে পণ্ডিতেও বিমোহিত হয়,

কহিব তোমাতে তাই রহস্ত তাহার,

বা' জানি সংসারপাশ ঘুচিবে তোমার । ১৬ ।

কর্মণো হ্যপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যঞ্চ বিকর্মণঃ ।

অকর্মণশ্চ বোদ্ধব্যং গহনা কর্মণো গতিঃ ॥১৭॥

কর্মণ্যকর্ম যঃ পশ্যেদ্ অকর্মণি চ কর্ম যঃ ।

স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্মকৃৎ ॥১৮॥

রূপ অন্তত্ব হইতে মুক্ত হইবে । ১৬—২৩ শ্লোকে কর্ম এবং অকর্ম সম্বন্ধে ভগবান্ আপনার শিক্ষাস্ত বলিয়াছেন । ১৬ ।

কর্মণঃ অপি (তত্ত্বং) বোদ্ধব্যং হি—কর্মের প্রকৃত তত্ত্ব নিশ্চয়ই জানা উচিত । বিকর্মণঃ অপি—বিগর্হিত কর্মেরও তত্ত্ব জানা উচিত । অকর্মণঃ চ—কর্ম-অভাবেরও তত্ত্ব জানা উচিত । কর্মণঃ গতিঃ গহনা—কর্মগতি, কর্মপথ, Law of কর্ম । গহনা—হুজুরিয়া । এই কর্মতত্ত্ব বুঝা স্নকঠিন । তৃতীয় পরিশিষ্ট দেখ । ১৭ ।

কর্ম ও অকর্মের তত্ত্ব ১৯—২৩ শ্লোকে বলিবেন । এক্ষণে এই জটিল কর্মতত্ত্ব বাহারা বুঝিতে পারেন, সেই স্মদর্শী জ্ঞানিগণের প্রশংসা করিয়া বলিতেছেন । যঃ কর্মণি—দেহাদির ব্যাপারে (৭৭) । অকর্ম পশ্যেৎ—

যদি বল, ইন্দ্রিয়ে বা দেহে, মনে আর
যাহা কিছু ক্রিয়া হয়, কর্ম নাম তা'র
কর্মতত্ত্ব ক্রিয়ার অভাব যাহা, তাহাই অকর্ম,
হুজুরিয়া তা নয়, হে মতিমান্ ! কন্মাকন্ম-মন্ম ।
কি বা কর্ম, কি বিকর্ম, অকর্ম কি হয়,
তিনের প্রকৃত তত্ত্ব জানিবে নিশ্চয় ।
স্বকর্ম কুকর্ম আর অকর্ম, কোস্তের !
জানিও তিনের তত্ত্ব অতীব হুজুরিয়া । ১৭ ।
স্মদর্শী কর্ম বলি মনে ভাবে যার,
কর্মতত্ত্ব কর্মের অভাব তার দেখিতে যে পার ;

কৰ্মের অভাব দেখে । অকৰ্মণি চ—এবং দেহাদির ক্রিয়ার অভাবেও । তাহাতে যঃ কৰ্ম পশ্যেৎ । ন মনুষ্যেষু বুদ্ধিয়ান্ ইত্যাদি । মৰ্মার্থ এই,—অনুরাগ বা বেষবশতঃ যে যাহা কিছু করে, তাহার ফল তাহাকে ভোগ করিতে হয় । ইহা সাধারণ নিয়ম । কিন্তু যদি এমন কোন উপায় থাকে, যে কৰ্ম করিলেও তাহার ফল ভোগ করিতে হয় না, তবে সে স্থলে কৰ্ম করিলেও তাহা না করার সমান । যে উপায়ে তাহা হয়, ১৯—২৩ শ্লোকে তাহা সবিশেষ বলিয়াছেন । ইহাই কৰ্মে অকৰ্ম । আবার কোন কারণ বশতঃ কর্তব্য কৰ্মের অনুষ্ঠান না করিলে, কর্তব্যের অপালনজন্য পাপভাগী হইতে হয় । ইহাই অকৰ্মে কৰ্ম । আবার যত্নপূৰ্ব্বক কৰ্ম ত্যাগ করিলে, সেই কৰ্মত্যাগের নিমিত্ত যে চেষ্টা, তাহাও অকৰ্মে কৰ্ম । অর্জুন অভিমানবশে যুদ্ধ করিব না বলিয়া তৃকৌস্তাব অবলম্বন করিয়াছেন । ইহাও অকৰ্মে কৰ্ম ।

এই তত্ত্ব যিনি বুঝিতে পারেন তিনিই মনুষ্যেষু—মনুষ্যমধ্যে । যথার্থ বুদ্ধিয়ান্ । এবং যুক্তঃ—যোগী (৭৭) । তিনি স্থির ব্যবসায়াত্মিক বুদ্ধিযুক্ত, তাঁহাই বুদ্ধির সমতা হইয়াছে ; ২।৪১ টীকা দেখ । এবং কৃৎসকৰ্মকৃৎ—সৰ্ব কৰ্ম করিতে পারেন । তিনি জানেন যে, কৰ্ম হইতে বিরত হওয়াই অকৰ্ম নয় এবং অনুষ্ঠেয় কৰ্ম ত্যাগ না করিয়া, কিরূপে জানে আসক্তির ক্ষয় করিয়া, বুদ্ধিযোগে যুক্ত হইয়া কামসঙ্করাদি রাজসিকী বৃত্তিকে নিয়মিত করিয়া, সৰ্ব অনুষ্ঠেয় কৰ্ম করিতে হয়, তাহাও তিনি জানেন এবং তদনুরূপ আচরণ করিতে পারেন ।

যে জানে আবার অকৰ্ম যাহা দেখে অস্ত জন,

সে বুদ্ধিয়ান্ যে জন তাহাতে কৰ্ম করে দরশন ;

সে যথার্থ বুদ্ধিয়ান্,—তা'রই বুদ্ধি স্থির,

সৰ্ব কৰ্ম সে করিতে জানে, কুরুবীর । ১৮ ।

আবার লৌকিক ভাবেও এ শ্লোকের মর্ম বড় সুন্দর ও উপদেশপূর্ণ।
 যথা,—(১) কোন প্রকাশ্য সভামধ্যে যখন কোন বক্তা, বহু অঙ্গভঙ্গিসহ
 সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন, তখন লোকে মনে করে যে, বক্তা একটা কর্মই
 করিতেছেন ; কিন্তু কার্যাতঃ তিনি হয়ত কিছুই করিলেন না, তাঁহার সে
 দীর্ঘ বক্তৃতায় কোন ফল হইল না। এ কর্মকে অকর্ম বলা যাইতে
 পারে। (২) আবার শিশু যখন আপনার ক্ষুদ্র হস্তপদগুলি সঞ্চালিত
 করিয়া খেলা করে, লোকে ভাবে যে, সে কোন কর্মই করিতেছে না ;
 কিন্তু সে সেই সময়েই আপনার ভবিষ্যৎ জ্ঞান-ভাণ্ডার সঞ্চয় করিতেছে।
 ইহা অকর্মের কর্ম। (৩) “তুই জন বন্ধু যাচ্ছে, এক জায়গায় ভাগবত পাঠ
 হচ্ছিল। এক জন বলে, এস ভাই একটু শুনি। এই ব’লে সে শুন্তে
 লাগলো। আর এক জন উকি মেরে দেখে চলে গিয়ে এক বেঞ্চালয়ে
 গেল। বেঞ্চালয়ে থানিক পরে ভাবতে লাগলো, ধিক্ আমাকে, আমি কি
 করছি। বন্ধু হরিকথা শুন্ছে আর আমি এ নরকে পড়ে আছি। এ দিকে,
 সে বন্ধু ভাবতে লাগলো, আমি কি বোকা। কি ব্যাড্ ব্যাড্ করে
 বক্চে, আর আমি এখানে বসে আছি ! বন্ধু কেমন আমোদ করছে ! এরা
 যখন মরে গেল, তখন যে ভাগবত শুনেছিল তাকে যমদূতে নিয়ে গেল,
 আর যে বেঞ্চালয়ে গিছিলো তাকে বিষ্ণুদূতে নিয়ে গেল। ভগবান্ মন
 দেখেন, কে কি কাজে আছে তাহা দেখেন না। ভাবগ্রাহী জনার্দন—”
 (কথামৃত)। এখানে সুকর্মও কুকর্ম এবং কুকর্মও সুকর্ম। (৪)
 অনেক সময় এমন ঘটে (যথা আদালতে মোকদ্দমায়) যে সত্য বলিলে
 আপনার বা কোন আত্মীয় বন্ধুর ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা, অথচ মিথ্যা
 বলিতেও চক্ষুসজ্জা হয়, এরূপ স্থলে, উভয় দায় হইতে নিষ্কৃতি পাইবার
 জন্ত, তিনি সত্য মিথ্যা কিছুই না বলিয়া কোনরূপে সরিয়া পড়েন।
 তাহাতে বিবাদের বিষয়ের অবধারূপে নিষ্পত্তি হয় ; এবং তজ্জন্ত সত্যের
 অবতাকাই পাপভাগী হইতে হয়। এখানে অকর্মও কুকর্ম। (৫)

যশ্চ সর্বৈ সমারম্ভাঃ কামসকলবর্জিতাঃ ।

জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্মাণং তন্ম আহঃ পণ্ডিতং বুধাঃ ॥১৯॥

নরহত্যা কুকর্ম । কিন্তু বিচারক শাস্ত্রানুযায়ী বিচারে অপরাধীর যে প্রাণদণ্ড করেন, তাহা শূকর্ম । জায়সম্মত যুদ্ধে যে নরহত্যা, তাহাও শূকর্ম । (৬) দয়া করা শূকর্ম ; কিন্তু অপরাধীকে দয়া করিয়া দণ্ড না দিয়া ছাড়িয়া দেওয়া কুকর্ম । ইত্যাদি । অতএব বাহ্য লক্ষণ দেখিয়া অকর্ম শূকর্ম বা কুকর্ম নির্ণীত হয় না, কর্তার অভিপ্রায় হইতেই হয় । পরবর্তী ১৯—২৩ শ্লোকে সেই কর্মাকর্ম্যত্ব বলিতেছেন । ১৮ ।

যশ্চ সর্বৈ সমারম্ভাঃ কাম-সকলবর্জিতাঃ । যাহার আরম্ভ অর্থাৎ অনুষ্ঠান করা যায়, তাহা সমারম্ভ ; সাধারণে যাহাকে কর্ম বলে । যাহা কামনা করা যায়, তাহা কাম অর্থাৎ অনুষ্ঠিত কর্ম হইতে প্রাপ্য কাম্য বস্তু (ক্রী) । সকল—সম্যক্ কলনা ; যে উপায়ে যাহা পাওয়া যায়, কলনাপূর্বক তাহা স্থির করা । যাহার সমস্ত উদ্যোগ বা কর্মচেষ্টা, কাম্য বস্তু লাভের সকল-বর্জিত ; অর্থাৎ যে ব্যক্তি রাজসিক প্রবৃত্তির বশে কর্ম করে না, পরন্তু কেবল সাহসিক বুদ্ধির বশেই করে । জ্ঞানাগ্নিদগ্ধ-কর্মাণং তং বুধাঃ পণ্ডিতন্ম আহঃ—জ্ঞানিগণ জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্য। সেই

সংসারের কোন কর্মে যার, ধনজয় ।

কাম্য বস্তু সংগ্রাহের সকল না রয় ;

নিষ্কামীর নিষ্কাম সে কর্মী ;—তা'র জ্ঞানাগ্নি-পিধায়

সর্ব কর্ম দগ্ধ হইবে যার সেই কর্ম সমুদায় ।

অকর্মভূতা সংসারে তাহার কর্ম অকর্ম যেমন,

তাহাকে পণ্ডিত, পার্থ, কহে বুধগণ ।

কামরাগে যাহা কিছু অনুষ্ঠিত হয়

শূকর্ম কুকর্ম বস্তু তা' হ'তে উদয় । ১৯

তাত্ত্ব। কৰ্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ ।

কৰ্মণ্যভিপ্রবৃত্তোহপি নৈব কিঞ্চিৎ কৰোতি সঃ ॥২০॥

ব্যক্তিকে পণ্ডিত বলেন। জ্ঞানে আসক্তির ক্ষয় হইলে ফলাশা যায়। ফলাসক্তি না থাকিলে কোন কৰ্মই শুভাশুভ ফলপ্রসূ হয় না ; পরন্তু দগ্ধ বীজবৎ নিষ্ফল হয়। ইহার নাম জ্ঞানান্নিতে কৰ্ম দগ্ধ হওয়া। আর বাসনার বশে যাহা কিছু করা হয়, তাহাই শুভাশুভ ফলপ্রসূ হইয়া থাকে ; সুতরাং তাহাই কৰ্মমধ্যে গণনীয় হয়, এবং তাহা অবস্থা-বিশেষে সুকৰ্মও হইতে পারে অথবা কুকৰ্মও হইতে পারে। ১৯।

সঃ—পূৰ্বোক্ত কৰ্মী। কৰ্মফলাসঙ্গং তাত্ত্বা—কৰ্মসঙ্গ ও ফলাসঙ্গ কৰ্মফলাসঙ্গ। আমি ইহা করিলাম, এই জ্ঞান কৰ্মাসঙ্গ ; আর ইহার ফল আমি ভোগ করিব, এই জ্ঞান ফলাসঙ্গ (মধু)। তদন্তর ত্যাগ করিয়া। নিত্যতৃপ্তঃ—যে ব্যক্তি কোন বস্তু লাভের জন্য আকাঙ্ক্ষা রাখে, সে যতক্ষণ তাহা না পায় ততক্ষণ তাহার তৃপ্তি নাই। কিন্তু অমুক বস্তু আমার চাই, এরূপ কামনা না করিয়া যে বদৃচ্ছালাভে সন্তুষ্ট হইয়া কৰ্ম করে, তাহার

আমি কৰ্ম করি,—নাই এ ধারণা যার,
আসক্তি- না রয় কৰ্মের ফলে আসক্তি বাহার,
শূন্য কৰ্ম কাম্য বস্তু লাভ তরে লালান্নিত নয়,
অকৰ্মতুল্য আপনি আপন মনে নিত্য তৃপ্ত রয়,
 এমন কিছুই নাই এ সংসারে যার,
 জীবন যাপন করে আশ্রয়ে বাহার,
 সন্তত প্রবৃত্ত কৰ্মে যদিও সে রয়,
 জানিবে, সে কিছুই না করে, ধনঞ্জয় !
 ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া মাত্র করিলে বর্জন,
 অকৰ্ম বলে না পার্থ, তা'রে জ্ঞানিগণ। ২০।

নিরাশী যতচিন্তায়া ত্যক্তসৰ্বপরিগ্রহঃ ।

শারীরং কেবলং কৰ্ম কুৰ্বন্ নাপ্রোতি কিম্বিষম্ ॥২১॥

উদ্বেগের কোন হেতু নাই ; সে নিত্যতৃপ্ত । আর যে নিরাশ্রয়ঃ—সংসারে এমন কিছুই নাই, সে যাহাকে আশ্রয় করিয়া, অবলম্বন করিয়া, যাহার মুখ চাহিয়া পাকে । সঃ কস্যনি অভিপ্রবৃত্তঃ অপি—সে কন্মে সৰ্বদা প্রবৃত্ত থাকিলেও । ন কিঞ্চিং করোতি এব—স্বল্পদর্শনে কিছুই করে না । সেই যথার্থ অকৰ্ম্মা ; কেবল কন্মেজ্রিয়ের ক্রিয়া বন্ধ করিলেই অকৰ্ম্ম হয় না ; ৩.৪—৬শ্লোক । ২০ ।

যে নিরাশীঃ—যাহার আশী অর্থাৎ ফলকামনা নাই । যতচিন্তায়া—যাহার চিন্তা, অস্তঃকরণ এবং আত্মা অর্থাৎ শরীর, সংযত (৭৭) । ত্যক্তসৰ্বপরিগ্রহঃ—দান গ্রহণের নাম পরিগ্রহ । যে ব্যক্তি কোন দান গ্রহণ করে না । যে কাহারও দান গ্রহণ করে, দাতা তাহার হৃদয়ের উপর আধিপত্য করে ; তাহার মনের স্বাধীনতা নষ্ট হয় ; সে হীন বইয়া যায় । তিনি, কেবল শারীরং কৰ্ম কুৰ্বন্—কেবল শরীরের দ্বারা কৰ্ম করিয়া কিম্বিষং ন

কৰ্ম্মফলে তৃপ্তা নাই অস্তরে যাহার,
শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বশীভূত যার,
কখন কাহারও দান গ্রহণ করে না,
“আমি করি” অভিমান অস্তরে রাখে না,

নিকাম কেবল শরীরে করে কৰ্ম্ম সমুদয়,
জিতেন্দ্রিয়ের কৰ্ম্মদোষ—পাপপুণ্য তাহার না হয় ।

সৰ্ব কৰ্ম্ম অল্প পক্ষে, যদি চিন্তে ভোগাসক্তি রয়,

অকৰ্ম্মত্বলা না রয় স্ববশে যদি ইন্দ্রিয়-নিচয়,
সৰ্ব কৰ্ম্ম যতপি সে করে, হে বৰ্জ্জন
ঘুচে না তাহাতে তা'র সংসার-বন্ধন ॥২১॥

যদুচ্ছালাভসমুচ্চৈ বিন্দ্বাতীতো বিমৎসরঃ ।

সমঃ সিদ্ধাবসিকৌ চ কৃত্বাপি ন নিবধ্যতে ॥২২॥

আপ্নোতি—পাপপুণ্যরূপ দোষ প্রাপ্ত হয় না। কিবিশ—দোষ; পাপেত্র
গ্রাস পুণ্যও সংসারপাশের হেতু বলিয়া, তাহাও মুক্তিকামীর পক্ষে দোষ।

কেবলং শারীরং কৰ্ম—যিনি কৰ্মকে কেবল দেহেন্দ্রিয়াদি শারীরিক
ব্যাপার বলিয়াই জানেন (৫।১১); কৰ্ম করিয়াও সে সকলে “আমি
করিতেছি” এমন অভিমান যাহার থাকে না, তিনি কৰ্মজনিত পাপপুণ্যের
ভাগী হয়েন না। অন্য পক্ষে যদি কৰ্মে অহংবুদ্ধি থাকে, চিন্তে আসক্তি
থাকে, দেহেন্দ্রিয় সংযত না হয়, তবে সৰ্ব্ব কৰ্ম ত্যাগ করিলেও তদ্বারা
কখন সংসারপাশ ছিন্ন হয় না। ২১।

যদুচ্ছালাভসমুচ্চৈঃ—যাহা স্বভাবতঃ পাওয়া যায়, তাহা যদুচ্ছালাভ;
তাহাতে সমুচ্চৈঃ। সূতরাং বিন্দ্বাতীতঃ—প্রবৃত্তি নিবৃত্তি, সুখ দুঃখাদি বিন্দ্ব-

বিন্দ্বাতীত

সমদর্শীর

সৰ্ব্বকৰ্ম

অকৰ্মতুল্য

যে রহে যদুচ্ছালাভে তুচ্ছ নিরস্তর,
শীত-উষ্ণ-সুখ-দুঃখে না হয় কাতর,
অনুয়া বিবেচ বুদ্ধি মনে নাই যার,
সকলে বিফলে কৰ্মে তুল্য ব্যবহার;
ঘটে না বন্ধন তা’র কৰ্ম করি যত,
সে সব অকৰ্মরূপে হয় পরিণত।
অন্য পক্ষে, কাম্য বস্তু তরে যে ব্যাকুল,
আত্মপর, ভালমন্দ চিন্তায় আকুল,
কুটিল বিবেচ বুদ্ধি পূরিত অন্তর,
বাসনা সফলে দৃষ্ট, বিফলে কাতর;
তাজি শত্রু বৃথা তা’র অরণ্যে নিবাস,
হয় না বিচ্ছিন্ন তার সংসারের পাশ। ২২।

গতসঙ্গস্য মুক্তশ্চ জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ ।

যজ্ঞায়াচরতঃ কৰ্ম সমগ্রাং প্রবিলীয়তে ॥২৩॥

ভাবের অতীত । বিমৎসরঃ—বিদ্বেষ, অহুয়া, বৈরবুদ্ধিশূন্য । আর সৰ্ব্বত্র সমদৰ্শন হইলে শত্রু-মিত্র-বুদ্ধি দূর হয় । সিন্ধো অসিন্ধো চ সমঃ, ২।৪৮ দেখ । কৰ্ম কৃৎস্না অপি ন নিবধাতে—সে কৰ্ম করিয়াও কৰ্মফলে বদ্ধ হয় না । অশ্রু পক্ষে যাহার প্রকৃতি তাদৃশী নহে, যুদ্ধাদি স্বধৰ্ম ত্যাগ করিয়া বনবাসী হইলেও তাহার কৰ্ম ক্ষয় হয় না । ২২ ।

গতসঙ্গশ্চ—যাহার আসক্তি সৰ্ব্বতোভাবে নিরুদ্ধ হইয়াছে (৭৭) । মুক্তশ্চ—রাগ-দ্বेषাদি হইতে মুক্ত (শ্রী) । ক্রোধবশে কাজ করা যেমন দোষ, ভালবাসার খাতিরে কাজ করাও তেমনি দোষ । জ্ঞানাবস্থিত-চেতসঃ—জ্ঞানে অবস্থিত হইয়া কৰ্ম করা কিরূপ, পর শ্লোকে তাহা বিবৃত হইয়াছে । যজ্ঞার কৰ্ম আচরতঃ—আর যে যজ্ঞাশুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে সৰ্ব কৰ্ম করে (৭৭, রামা) ; ৩৯ টীকা দেখ । তাহার সৰ্ব কৰ্ম । সমগ্রাং প্রবিলীয়তে,—সম্পূর্ণভাবে বিলীন হয় ; তদ্বারা পাপ পুণ্য হয় না ।

কৰ্ম এবং অকৰ্মের স্বরূপ ভগবান্ বুঝাইলেন । বাহিরের কৰ্ম ত্যাগ প্রকৃত অকৰ্ম নহে ; পরন্তু নিকামীর কৰ্ম অকৰ্মতুল্য (৪।১২), আসক্তিশূন্য কৰ্ম অকৰ্মতুল্য (২০) জিতেন্দ্রিয়ের কৰ্ম অকৰ্মতুল্য (২১) যদৃচ্ছালাভসম্বষ্ট সমদৰ্শীর কৰ্ম অকৰ্মতুল্য (২২) এবং গতসঙ্গ জ্ঞানীর যজ্ঞার্থ কৰ্ম অকৰ্ম-

আসক্তির লেশ নাই অন্তরে যাহার

রাগ নাই, দ্বেষ নাই, নাই অহংকার,

জ্ঞানীর সদা চিত্ত অবস্থিত অবিচল জ্ঞানে,

যজ্ঞার্থ কৰ্ম যাহা কিছু করে, তাহা যজ্ঞ বলি মানেন,

অকৰ্মতুল্য তাহার সমস্ত কৰ্ম কৰ্মফল আর

বিলীন হইয়া যায়, কোরব-কুমার । ২৩ ।

১৭০ অধিকারী ভেদে বিবিধ লাক্ষণিক যজ্ঞ (২৪—২৯)। [চতুর্থ

ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবি ব্রহ্মার্থো ব্রহ্মণা হৃতম্ ।

ব্রহ্মৈব তেন গম্ভব্যং ব্রহ্মকৰ্ম্মসমাধিনা ॥২৪॥

তুল্য (২৩)। এই যজ্ঞার্থ কৰ্ম্মই ভগবানের বিশেষ অনুমোদিত কৰ্ম্ম ; ৩।১ শ্লোক দেখ। অতঃপর যখন যজ্ঞের বহু প্রচার ছিল, সেই প্রাচীনকালে প্রচলিত কতকগুলি লাক্ষণিক যজ্ঞের উল্লেখপূর্বক (২৪—৩৩) কোন শ্রেণীর লোকে কি ভাবে কিরূপ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, তাহা প্রদর্শনপূর্বক প্রস্তাবিত যজ্ঞার্থ কৰ্ম্মতত্ত্ব সবিস্তারে বুঝাইতেছেন। ২৩।

যিনি জ্ঞানে অবস্থিত হইয়া কৰ্ম্ম করেন, তিনি যজ্ঞের প্রতি অগ্নে ব্রহ্ম দর্শন করেন। তিনি দেখেন হোমকার্য্যের ভিতর অর্পণং ব্রহ্ম—হুতাদি অর্পণ কৰ্ম্মরূপে ব্রহ্ম। হবিঃ—হুতরূপে। ব্রহ্ম। ব্রহ্মার্থো—ব্রহ্মরূপী অগ্নিতে। ব্রহ্মণা—ব্রহ্মরূপী হোতা কর্তৃক। হৃতম্—হোম। অগ্নি, হোতা ও হোম সমস্তই ব্রহ্ম। ব্রহ্মকৰ্ম্মসমাধিনা তেন—এই ভাবে যাহার চক্ষে সমস্তই ব্রহ্ম, তাদৃশ পুরুষ-কর্তৃক। ব্রহ্ম এব গম্ভব্যম্—ব্রহ্মই লাভ হয়।

<u>বিবিধ</u>	এ ভাবে যজ্ঞার্থ কৰ্ম্ম করে যে সাধন
<u>লাক্ষণিক</u>	তাহার সমস্ত কৰ্ম্ম অকৰ্ম্ম যেমন।
<u>যজ্ঞ</u>	অধিকারী ভেদে যজ্ঞ বিবিধ প্রকার সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ কহি বিবরণ তা'র। গতসঙ্গ জ্ঞানী যিনি, জ্ঞানে অবস্থিত তাঁর চক্ষে সর্বময় ব্রহ্ম বিরাজিত। ব্রহ্ম ঋষি, ব্রহ্ম হবিঃ, ব্রহ্ম হোমানল, ব্রহ্মজ্ঞানীর <u>জ্ঞানযজ্ঞ</u>
	ব্রহ্ম হোতা, ব্রহ্ম হোম, ব্রহ্মই সকল ;— সর্ব ভাবে সর্ব কৰ্ম্মে করি ব্রহ্ম জ্ঞান ব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হয় সেই জ্ঞানবান্। ২৪।

দৈবম্ এবাপরে যজ্ঞং যোগিনঃ পৰ্য্যাপাসতে ।

ব্রহ্মাণ্যাবপরে যজ্ঞং যজ্ঞেনৈবোপজুহ্বতি ॥২৫॥

হোম কার্যকে উপলক্ষ করিয়া এখানে সৰ্ব্ব কৰ্ম্মেরই ভিতরের কথা উক্ত হইয়াছে । সমুদায় জাগতিক ব্যাপারে,—যিনি কর্ত্তা, যাহা কৰ্ম্ম, যে ক্রিয়া, যে সকল করণ, যাহা অধিকরণ—এই সমস্তই ব্রহ্মের বিভিন্ন ভাব ব্যতীত আর কিছুই নহে । যজ্ঞঃ সৰ্ব্বং প্রবর্ত্ততে (১০।৮ দেখ) । সূত্রায় আমাদের অন্তরের অসংখ্য কৰ্ম্ম সংস্কার, বাহিরের অসংখ্য কৰ্ম্মচেষ্টা, কৰ্ম্মের অধিষ্ঠান ইত্যাদি সব ব্রহ্মেরই ভাবান্তর । জৈদৃশী ধারণা যখন ঘনীভূত হয়, সত্যপ্রতিষ্ঠ হয়, তখন জ্ঞানে সমস্ত ব্রহ্ম হইয়া যায় । ইহার নাম ব্রহ্মসমাধি । তাহা হইলে কি হয় ? ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যম্ ।

“এখন ঠিক্ দেখ্ছি,—তিনিই বলি, তিনিই হাড়কাঠ, তিনিই কামার ।” “আমার দপু করে দেখিয়ে দিলে, মা’ই সব হ’য়ে রয়েছেন ; তিনিই জীব, তিনিই জগৎ ।”—কণামুক্ত । ইহা ব্রহ্মজ্ঞান । ২৪ ।

অপরে যোগিনঃ—অন্ত কৰ্ম্মযোগিগণ । দৈবম্ এব যজ্ঞং পৰ্য্যাপাসতে—ব্রহ্মসহ অনুষ্ঠান করে (শ্রী) । জগতের মঙ্গল কামনার, জগচ্চক্র-প্রবর্ত্তনের কামনার, দেবশক্তির পুষ্টির জন্ত কৰ্ম্মযোগিগণ দৈবম্ এব যজ্ঞম্—দৈব যজ্ঞেরই অনুষ্ঠান করে । অপরে—ব্রহ্মবিদগণ (৭২) । যজ্ঞেন—জ্ঞানযজ্ঞের দ্বারা, অর্থাৎ সমস্তই ব্রহ্ম, এই জ্ঞানে । ব্রহ্মাণ্যো—

দৈবযজ্ঞ

কৰ্ম্মযোগী দেবতার পোষণের তরে

ব্রহ্মান্তরে দৈব যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে ।

ব্রহ্মজ্ঞানী করি বিশেষ ব্রহ্মদর্শন,

অন্তবিদ

ব্রহ্মাণিতে করে সেই যজ্ঞের বহন ;

জ্ঞানযজ্ঞ

দ্রব্যময় দৈব যজ্ঞ ত্যজি জ্ঞানবান্

ভাবময় জ্ঞানযজ্ঞ করে অনুষ্ঠান । ২৫ ।

শ্রোত্রাদীনৌদ্দ্রিয়াণ্যন্তে সংযমাগ্নিষু জুহ্বতি ।

শব্দাদীন্ বিষয়ান্ অন্য ইন্দ্রিয়াগ্নিষু জুহ্বতি ॥২৬॥

ব্রহ্মরূপী অগ্নিতে । যজ্ঞম্ উপজুহ্বতি—যজ্ঞকে আহুতি দেয় । অর্থাৎ যাহার ব্রহ্মজ্ঞান জন্মে, তিনি জীব্যময় পূর্বোক্ত দৈবযজ্ঞ ত্যাগ করিয়া (আহুতি দিয়া) ভাবনাময় জ্ঞানযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন । জগতের সমুদায় ক্রিয়াকে এক বিরাট যজ্ঞের অঙ্গরূপে ভাবনা করেন । ২৫ ।

অন্তে—সংযমী মহাত্মগণ । শ্রোত্রাদীনি ইন্দ্রিয়ানি, সংযমাগ্নিষু জুহ্বতি—সংযমরূপ অগ্নিতে আহুতি দেয় ; ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করে (৭৭) । অন্তে শব্দাদীন্ ইন্দ্রিয়াগ্নিষু জুহ্বতি—ইন্দ্রিয়রূপ অগ্নিতে শব্দাদি বিষয়কে আহুতি দেয়, অনাসক্তভাবে বিষয় ভোগ করে (শ্রী) । ২।৬৪ দেখ ।

যজ্ঞের মূল ত্যাগ । ইন্দ্রিয়ের সহিত, ভোগ্য বিষয়ের সংযোগ হইলেও, যদি সে বিষয়সম্বন্ধে রাগদ্বेष না জন্মে, তবে তাহা ইন্দ্রিয়াগ্নিতে ভস্মীভূত হইল বলা যায় এবং তাহা ত্যাগাত্মক যজ্ঞমধ্যে গণনীয় । ২৬ ।

কেহ বা আহুতি দেয় সংযম-অনলে

ইন্দ্রিয় সংযম নয়ন শ্রবণ আদি ইন্দ্রিয় সকলে ;—

যজ্ঞ ইন্দ্রিয়-সংযম-যজ্ঞ করি অনুষ্ঠান

জিতেন্দ্রিয় তাহে পার্থ ! সেবে ভগবান্ ।

নিকাম শব্দাদি বিষয়ে পুনঃ, আর অশুভন

ভোগযজ্ঞ ইন্দ্রিয়-অনলে করে আহুতি অর্পণ ;—

অনাসক্ত ইন্দ্রিয়ে বিষয় করি ভোগ

সংসারী জীবরে ভজে সাধি কৰ্ম্মযোগ । ২৬ ।

সৰ্বাণীন্দ্রিয়কৰ্ম্মাণি প্রাণকৰ্ম্মাণি চাপরে ।

আত্মসংযমযোগাথৌ জুহ্বতি জ্ঞানদীপিতে ॥২৭॥

অপরে চ—এবং ধ্যাননিষ্ঠগণ । জ্ঞানদীপিতে—জ্ঞানরূপ তৈলে দীপিত উজ্জলীকৃত । আত্ম-সংযম-যোগাথৌ—আত্মসংযমরূপ যোগাথিতে । সৰ্বাণি ইন্দ্রিয়কৰ্ম্মাণি, প্রাণকৰ্ম্মাণি চ জুহ্বতি—সমস্ত ইন্দ্রিয়-কৰ্ম্ম ও প্রাণাদি পঞ্চ বায়ুর কৰ্ম্ম উপরম করেন (ত্রী) । সৰ্ব্ব ব্যাপার নিরুদ্ধ করিয়া আত্মার চিত্ত স্থির করেন (গিরি) । অথবা আত্মসংযম—মনঃ-সংযমরূপ যোগাথিতে ইত্যাদি । মনঃসংযমদ্বারা ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চ বায়ুর কৰ্ম্ম-প্রবণতা নিবারণ করাই আত্মসংযমযোগ । ইহা ধ্যানযোগ ।

ইন্দ্রিয়ের কৰ্ম্ম—চক্ষুর কৰ্ম্ম দর্শন, কর্ণের শ্রবণ, নাসিকার আঘ্রাণ, জিহ্বার রসাস্বাদন ও ত্বকের স্পর্শজ্ঞান । ইহারা পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় । হস্তের কৰ্ম্ম গ্রহণ ; পদের গমন, মুখের বাক্যোচ্চারণ, পায়ু ও উপস্থের মল মূত্রাদি পরিত্যাগ । ইহারা পঞ্চ কৰ্ম্মেন্দ্রিয় । প্রাণাদি পঞ্চ বায়ুর কৰ্ম্ম—প্রাণের কৰ্ম্ম বহির্গমন, নিশ্বাস ; অপানের অধোনয়ন, প্রশ্বাস ;

অন্তবিধ যজ্ঞ করে ধ্যাননিষ্ঠগণ,
কহি তুন, নিষ্ঠাবান্ ! তা'র বিবরণ ।

দর্শন স্পর্শন আদি ইন্দ্রিয়ের কৰ্ম্ম
নিশ্বাস প্রশ্বাস আদি প্রাণাদির কৰ্ম্ম ।

জ্ঞান তৈলে দীপ্ত আত্মসংযম-অনল,
তাহাতে আহুতি দেয় সে কৰ্ম্ম সকল ।

কৰ্ম্মাসক্ত প্রাণ আর ইন্দ্রিয়-নিকরে

ধ্যানযজ্ঞ

ধ্যানযোগে ধ্যাননিষ্ঠ সংযমিত করে ;—

রোধিয়া সমস্ত ক্রিয়া করে আত্মধ্যান ।

অন্তবিধ যজ্ঞ পুনঃ তুন, মতিমান্ ! ২৭ ।

দ্রব্যযজ্ঞাস্তপোযজ্ঞা যোগযজ্ঞা স্তথাপরে ।

স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ যতয়ঃ সংশিতব্রতাঃ ॥২৮॥

ব্যানের ব্যাধি, আকুঞ্চন, প্রসারণাদি ; সমানের ভুক্ত দ্রব্য পাক করা ;
উদানের উর্দ্ধনয়ন, কণ্ঠস্বরোৎপাদন । ২৭ ।

কেহ দ্রব্যযজ্ঞাঃ—দ্রব্যদ্বারা অনুষ্ঠেয় যজ্ঞ ; যথা দৈবযজ্ঞ পিতৃযজ্ঞ নৃযজ্ঞ
ও ভূতযজ্ঞ ইত্যাদি । কেহ তপোযজ্ঞাঃ—তপোরূপ যজ্ঞ (১৭।১৪—১৬) ।
শারীরিকী ও মানসিকী বৃত্তি সকলকে যোগ্য মর্যাদার ভিতরে রাখিয়া,
উপযুক্ত কর্মে নিয়োগ করিবার জন্য ঐকান্তিকী চেষ্টার নাম তপস্তা ।
সত্যাচরণ, ইন্দ্রিয়সংযম, ব্রহ্মচর্যা, চিত্তের একাগ্রতা সাধন, শম দমাদি সমস্ত
তপোযজ্ঞের অন্তর্গত । কেহ যোগযজ্ঞাঃ—চিত্তবৃত্তি-নিরোধ রূপ যোগযজ্ঞ ।
তথা অপরে, স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাঃ চ—স্বাধ্যায়যজ্ঞ, নিয়মিত বেদ পাঠ
এবং জ্ঞানযজ্ঞ, শাস্ত্রার্থ-পরিজ্ঞান (৭৭) অথবা বেদান্ত্যাসে যে জ্ঞান লাভ
হয়, তদ্রূপ যজ্ঞ (ত্রী) অনুষ্ঠান করে । গীতাপাঠও 'জ্ঞানযজ্ঞের
অন্তর্গত ; ১৮।৭০ দেখ । ইহারা যতয়ঃ—যত্নশীল । এবং সংশিত-
ব্রতাঃ—দৃঢ়ব্রত । দ্রব্যযজ্ঞ প্রভৃতি পদগুলি বহুব্রীহি-সমাস-নিম্পন্ন
বিশেষণ পদ । দ্রব্যাদানাদিরূপ যজ্ঞ যাহারা অনুষ্ঠান করে, এইরূপ
পদচ্ছেদ । ২৮ ।

দ্রব্যযজ্ঞ কেহ অন্নদান আদি দ্রব্য-যজ্ঞ করে,

তপোযজ্ঞ ব্রত আদি তপোযজ্ঞ সাধে বা অপরে ।

যোগযজ্ঞ চিত্ত-বৃত্তি রুদ্ধ করি কেহ যোগযজ্ঞ,

ঋষিযজ্ঞ বেদপাঠে শাস্ত্রপাঠে কেহ জ্ঞানযজ্ঞ ।

যত্নশীল দৃঢ়ব্রত ইহারা সকল,

যতনে সাধিয়া যজ্ঞ লভে শুভ ফল । ২৮

অপানে জুহ্বতি প্রাণঃ প্রাণেহপানং তথাপরে ।

প্রাণাপানগতৌ রুদ্ধা প্রাণায়ামপরায়ণাঃ ।

অপরে নিয়তাহারাঃ প্রাণান্ প্রাণেষু জুহ্বতি ॥২৯॥

তথা অপরে, অপানে—অপান বায়ুর বৃত্তিতে । প্রাণ জুহ্বতি—প্রাণবায়ুর বৃত্তিকে নিক্ষেপ করে, অর্থাৎ প্রশ্বাস বায়ু গ্রহণ করিয়া নিশ্বাস ত্যাগ করে না । ইহা পূরক । কেহ প্রাণে অপানং জুহ্বতি—নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া প্রশ্বাস গ্রহণ করে না । ইহা রেচক (৭৭) ।

অপরে, নিয়তাহারাঃ—পরিমিতাহারী । অথবা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা

উর্দ্ধগামী শ্বাস বায়ু, তারে বলে প্রাণ,

অধোগামী শ্বাস বায়ু তাহাই অপান ।

অপানে নিক্ষেপ করে প্রাণ কোন জন,—

পূরক

রুদ্ধ করে দেহ-মধ্যে প্রশ্বাস পবন ।

প্রাণে বা নিক্ষেপ করে অপান অপরে,—

রেচক

ত্যাগিয়া নিশ্বাস বায়ু শ্বাস রুদ্ধ করে ।

দ্বিবিধ এ প্রাণায়াম,—পূরক রেচক,

মনের স্থিরতা তরে সাধয়ে সাধক ।

যে কোণে রুদ্ধ এই দ্বিবিধ পবন

তাহাকে কুস্তক-যোগ কহে যোগিগণ ।

প্রাণায়ামে রত কেহ সংযত-আহারী

সাধিয়া কুস্তক-যোগ, কোরব-কেশরি !

প্রাণ ও অপান, ব্যান, সমান, উদান,

কুস্তক

স্তম্ভিত করিয়া এই পঞ্চবিধ প্রাণ,

তাহাতে আহতি দেয় ইন্দ্রিয়নিচয়,—

জ্ঞানেন্দ্রিয় কর্মেন্দ্রিয় বৃত্তি করে লয় । ২৯

সর্বৈহপ্যেতে যজ্ঞবিদো যজ্ঞকরিতকল্মষাঃ ॥৩০॥

বিষয়-গ্রহণের নাম আহার । এই বিষয়ভোগরূপ আহার যাহারা সংযত করে । প্রাণায়াম-পরায়ণাঃ—প্রাণসংযমপরায়ণ হইয়া (ত্রী) । প্রাণাপানগর্তী রুক্ষা—নিশ্বাস প্রশ্বাস দুই রুক্ষ করিয়া । প্রাণান্—ইন্দ্রিয়গণকে । প্রাণেষু জুহ্বতি—প্রাণাদি বায়ুতে লয় করে । ইহা কুস্তক (ত্রী) ।

প্রাণায়াম—সাধারণতঃ নিশ্বাস বায়ুকে প্রাণ বলে; এবং অনেকে তাহা হইতে শ্বাস প্রশ্বাস রুক্ষ করাকে প্রাণায়াম বলেন । বস্তুতঃ তাহা নহে । শ্বাস বায়ু প্রকৃত প্রাণ নহে এবং শ্বাসরোধ করাও প্রাণায়াম নহে । যে অধঃ অনন্ত সর্বব্যাপিনী শক্তি এই ব্রহ্মাণ্ড ধারণ করিয়া আছে, যে শক্তি সূর্য্যো, চন্দ্রে, গ্রহ উপগ্রহাদি সমস্ত পদার্থে,—প্রতি অণু পরমাণুতে ক্রীড়া করিতেছে, তাহাই প্রাণ । বাহ্য ও অন্তর্জগতের সমুদায় শক্তির যে মূল অবস্থা, তাহাই প্রাণ । তাহারই যে অংশটুকু আমাদের দেহকে পরিচালিত করিতেছে, তাহাই আমাদের প্রাণ—জীবনীশক্তি । এই প্রাণই ঐশ্বর্যমণ্ডলীর ভিতর দিয়া আমাদের দেহযন্ত্রটির ধারণ এবং পরিচালন করে বলিয়া, আমাদের দর্শনাদি ইন্দ্রিয়ক্রিয়া ও শ্বাস প্রশ্বাসাদি সমস্ত জৈব ক্রিয়া চলিতে থাকে । এই প্রাণশক্তির আয়াম, নিয়মন (regulation) বা তাহাকে বশে আনাই প্রাণায়াম । এই প্রাণায়াম-তত্ত্ব গ্রহণার্থে বুঝা যায় না । জানিতে হইলে গুরুর আবশ্যক । ইহাতে সমস্ত বায়ুর ক্রিয়া একীভূত হয় ও তাহাতে সমস্ত ইন্দ্রিয়ক্রিয়া বিলীন হয় । ২৯ ।

যজ্ঞানুষ্ঠানের ফল বলিতেছেন । পূর্বোক্ত সর্বৈ অপি এতে যজ্ঞবিদঃ— এই সমস্ত যজ্ঞতত্ত্ববেত্তৃগণই । যজ্ঞকরিতকল্মষাঃ—যজ্ঞানুষ্ঠানদ্বারা নিষ্পাপ হইবেন । যাহারা যজ্ঞ করিতে ঠিক জানেন, তাহার প্রাণায়ামাদি যোগযজ্ঞই করুন বা অন্য যজ্ঞই করুন, তদ্বারাই নিষ্পাপ হইবেন । ৩০ ।

যজ্ঞে

যজ্ঞভেদে যোগী এই বিবিধ প্রকার

পাপকর

যজ্ঞবিৎ সবে, যজ্ঞে নষ্টপাপভার । ৩০

যজ্ঞশিষ্টামৃতভূজো যনাস্তি ব্রহ্ম সনাতনম্ ।

নায়ং লোকোহন্ত্যযজ্ঞশ্চ কুতোহন্ত্যঃ কুরুসত্তম ॥৩১॥

এবং বহুবিধা যজ্ঞা বিততা ব্রহ্মণো মুখে ।

কৰ্ম্মজান্ বিদ্ধি তান্ সৰ্ব্বান্ এবং জ্ঞাত্বা বিমোক্ষ্যসে ॥৩২॥

যজ্ঞশিষ্টামৃতভূজঃ—যজ্ঞ সাধনের পর অন্নাদি যে যে বস্তু অবশিষ্ট থাকে, তাহা অমৃত-সদৃশ । ঐ অমৃততুল্য অন্নাদির দ্বারা যাহারা জীবন ধারণ করেন, তাহারা যজ্ঞশিষ্টামৃতভূজঃ । তাহারা ক্রমমুক্তিদ্বারে সনাতনং ব্রহ্ম যাস্তি । অযজ্ঞশ্চ—যজ্ঞহীন ব্যক্তির । অয়ং (মনুষ্য) লোকঃ নাস্তি । অন্তঃ কুতঃ—স্বর্গাদি অন্ত লোক লাভত দূরের কথা ; ৩.১৩ দেখ । ৩১ ।

এবম্—এবমিধ । বহুবিধাঃ যজ্ঞাঃ ব্রহ্মণো মুখে বিততাঃ—বেদের ব্রাহ্মণাংশে সবিস্তারে কথিত আছে । তান্ সৰ্ব্বান্ কৰ্ম্মজান্ বিদ্ধি—বাক্য মন ও শরীরে অনুষ্ঠিত কৰ্ম্ম হইতে সেই যজ্ঞ সকল নিষ্পন্ন হয় জানিও । এবং জ্ঞাত্বা—যেক্রমে ভিন্ন ভিন্ন লোকে ভিন্ন ভিন্ন যজ্ঞের অনুষ্ঠানপূৰ্ব্বক যজ্ঞাবশেষ অন্ন ভোজনে নিষ্পাপ হয় এবং পরিণামে সনাতন ব্রহ্মধামে গমন করে, তাহার মৰ্ম্ম জ্ঞাত হইয়া, ব্রহ্মমুখে বিস্তারিত যজ্ঞ সকল আচরণপূৰ্ব্বক, ৩.৯ দেখ । বিমোক্ষ্যসে—মুক্তি লাভ করিবে ।

সাধিয়া বিবিধ যজ্ঞ অন্নাদি যা' রয়

অমৃত সমান তাহা, সাধুগণে কর ।

বাজিকের

শরীর ধারণ করে সে অমৃতে যারা ।

ব্রহ্মলাভ

সনাতন ব্রহ্মধামে যায় সবে তা'রা ।

এ সংসার-মাঝে করি শরীর ধারণ,

অবাজিক

সে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে না যে জন,

ইহ-পর-

মনুষ্যালোকেও হয় । হানি নাই-তা'র;

লোকে বটে

অন্ত যে উত্তম-লোক ; কথা কি জাহার । ৩১

শ্রেয়ান্ দ্রব্যমগ্নাৎ যজ্ঞাজ্ জ্ঞানযজ্ঞঃ পরস্তপ ।

সর্বং কৰ্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে ॥৩৩॥

১৮ শ্লোকে বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি কৰ্ম্ম ও অকৰ্ম্ম তত্ত্ব বুঝিতে পারে, সেই বুদ্ধিমান, সেই কৃৎস্নকৰ্ম্মকৃৎ । ১৯—২৩ শ্লোকে সবিস্তারে সেই তত্ত্ব বুঝাইবার প্রসঙ্গে যজ্ঞার্থ কৰ্ম্মের অনুমোদন করিয়া ২৪-৩২ শ্লোকে বিবিধ লাক্ষণিক যজ্ঞের উল্লেখ করিয়াছেন । সেই যজ্ঞসমূহের যেরূপ উপদেশ দিয়াছেন, তাহার মৰ্ম্ম অনুধাবন করিলে দেখা যায়, যে তিনি মৌমাংসক-দিগের সমুচিত যজ্ঞবিধি গ্রহণ করেন নাই । যজ্ঞ শব্দের মৌলিক অর্থ ঈশ্বর আরাধনা ; ৩.৯ টীকা দেখ । সেই মৌলিক অর্থ এবং যজ্ঞবিধির যাহা ব্যাপকস্বরূপ, তাহা স্বীকারপূর্বক বলিতেছেন যে, নিজাম সাংস্কৃতিক বুদ্ধিতে, জ্ঞানযুক্তচিত্তে করা হইলে আমাদের জীবনের সৰ্ব্ব কৰ্ম্মই যজ্ঞস্বরূপ হয় এবং সেই সকল যজ্ঞার্থ কৰ্ম্মে মোক্ষ লাভ হয় । এই তত্ত্ব বুঝিয়া যে সেই যজ্ঞার্থ কৰ্ম্ম করিতে পারে, সেই কৰ্ম্মাকৰ্ম্মতত্ত্ব বুঝিয়াছে । তুমি তাহা বুঝিয়া জ্ঞানযুক্ত যজ্ঞার্থ কৰ্ম্ম অনুষ্ঠানপূর্বক মুক্ত হও । ৩২ ।

তবে, পূৰ্ব্বোক্ত যজ্ঞ সকলের মধ্যে দ্রব্যমগ্নাৎ যজ্ঞাৎ—দ্রব্যসাধ্য যজ্ঞ

বেদ মধ্যে হেন বহু যজ্ঞের বিষয়

সবিস্তারে বিধিবদ্ধ আছে, ধনঞ্জয় !

সৰ্বযজ্ঞই কায়-মন-বাক্য হ'তে যত কৰ্ম্ম হয়,

কৰ্ম্মজ সে কৰ্ম্ম-সমুত সেই যজ্ঞ সমুদয় ।

এই যজ্ঞতত্ত্ব বিভিন্ন প্রকৃতি ভেদে তিন্ন তিন্ন জন

জ্ঞানে মুক্তি বিভিন্ন বিভিন্ন যজ্ঞ, করে, হে, সাধন ।

যজ্ঞহীন ইহলোকে স্থান নাহি পায়,

যজ্ঞশিষ্টাশ্রুতভোজী ত্রয়লোকে বার ।

যজ্ঞের রহস্য এই অন্তরে জানিয়া

মুক্ত হও কৰ্ম্ম করি যজ্ঞের লাগিয়া । ৩২ ।

অপেক্ষা । জ্ঞানযজ্ঞঃ শ্রেষ্ঠান্—শ্রেষ্ঠ । হে পার্থ ! অধিলং—নিরবশেষ ।

সর্বং কর্ম জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে—পরিসমাপ্ত হইবে, কর্ম হইয়া যাইবে ।

যজ্ঞসমূহ সাধারণতঃ দ্বিবিধ । দ্রব্যযজ্ঞ ও জ্ঞানযজ্ঞ । যে সকল যজ্ঞ করিতে নানাবিধ দ্রব্যের আবশ্যক হয়, তাহারাই দ্রব্যযজ্ঞ ; যেমন আমাদের শ্রামাপূজা বিষ্ণুপূজাদি অথবা অস্ত্র ত্রতাদি । জ্ঞানযজ্ঞ কোন দ্রব্যের দ্বারা করিতে হয় না ; পরন্তু মনের ও বুদ্ধির ব্যাপারেই হইয়া থাকে ; এই জ্ঞানযজ্ঞ কিরূপ তাহা ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবিঃ ইত্যাদি ৪।২৪ শ্লোকের ব্যাখ্যায় দেখিয়াছি । যজ্ঞের দ্বারা ব্রহ্মাগ্নিতে যজ্ঞের আহুতি (২৫), ইন্দ্রিয়াগ্নিতে বিষয় সকলের আহুতি (২৬), আত্মসংযম-যোগাগ্নিতে ইন্দ্রিয় কর্মের ও প্রাণ-কর্মের আহুতি (২৭) ইত্যাদি জ্ঞানযজ্ঞ । ৯।২৭ শ্লোকের ব্যাখ্যায় উদ্ধৃত সাধক রামপ্রসাদের সঙ্গীতটীও ঐরূপ জ্ঞানযজ্ঞ । হৃদয়ে যখন ব্রহ্মতত্ত্ব কুটিরা উঠে, তখন এ জগতে স্থাবর জঙ্গম যাহা কিছু সত্তা আছে, ভিতরে বাহিরে যাহা কিছু ক্রিয়া চলিতেছে, সে সমুদায়কে ব্রহ্মের অবিচ্ছিন্ন কর্ম-প্রবাহের বিশেষ বিশেষ ভাব বলিয়া দেখা যায় । তখন দেখা যায় বিশ্ব ব্যাপিয়া বিশ্বের এক বিরাট যজ্ঞ সর্বদা চলিতেছে ; আগতিক প্রত্যেক ব্যাপার সেই বিরাট যজ্ঞের এক একটা অংশ । ইন্দ্রিয়কার্য্য সকল এক একটা যজ্ঞ ; প্রাণকর্ম্ম খাস প্রশ্বাস একটা যজ্ঞ ; আহার বিহারাদি যাবতীয় ক্রিয়া এক একটা যজ্ঞ । সমস্ত ব্রহ্মশক্তির ব্যাপার । এই জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইলে, প্রত্যেক কর্ম্মটী জ্ঞানময় হইবে ; প্রত্যেক কর্ম্মটী জ্ঞানযজ্ঞে পরিণত হইবে । তখন সেই জ্ঞানাগ্নিতে প্রত্যেক কর্ম্মটী দগ্ধ হইয়া বিলীন হইয়া যাইবে । তখন—কেবল তখনই কর্ম্ম পরিসমাপ্যতে ।

যদিও সমানকল যজ্ঞ সমুদায়

তথাপি বিশেষ যাহা শুন, ধনজয় !

বহুবিধ দ্রব্যযোগে দার অশুষ্ঠান

দ্রব্যময় সেই যজ্ঞ হ'তে, মতিমান !

তদ্ বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।

উপদেক্ষ্যস্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥ ৩৪ ॥

সৰ্ব্বং কৰ্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে। প্রকৃতির কৰ্ম্ম-প্রবাহ বন্ধ হইবে না। কৰ্ম্ম কর, তবে জ্ঞানযুক্ত হইয়া কর। তাহা হইলেই তাহা পরিসমাপ্ত হইবে। কেবল কৰ্ম্মচেষ্টা ত্যাগ করিলে কৰ্ম্ম শেষ হয় না। বাহিরের কৰ্ম্ম বন্ধ হইলেও ভিতরের কৰ্ম্ম চলিতে থাকে। ৩৩।

সেই জ্ঞান লাভের উপায় তত্ত্বদর্শী গুরুর সেবা। প্রণিপাতেন—সম্যক ভাবে প্রণত হইয়া। পরিপ্রশ্নেন—ঈশ্বর কি, জীব কি, সংসার কি, কিসে মুক্তি, ইত্যাদি প্রশ্নের দ্বারা। এবং সেবয়া—তঁাহার সেবার দ্বারা। তৎ জ্ঞানং বিদ্ধি। তত্ত্বদর্শিনঃ জ্ঞানিনঃ—যে জ্ঞানিগণ পরমার্থতত্ত্বের দ্রষ্টা তাঁহারা। তে জ্ঞানম্ উপদেক্ষ্যস্তি—তোমাকে সেই জ্ঞান উপদেশ দিবেন। যাঁহারা কেবল গ্রন্থপাঠে জ্ঞানী, তাঁহারা তত্ত্বোপদেষ্টা গুরু হইতে পারেন না। ৩৪।

জানিবে উত্তম যজ্ঞ, যাহা জ্ঞানময়,
মন বুদ্ধি হ'তে যার অনুষ্ঠান হয়।
যাহা কিছু কর কৰ্ম্ম, নিঃশেষে সে সব,
জ্ঞানে ক্ষয় হ'রে যার, জানিও, পাণ্ডব ! ৩৩।

জ্ঞানলাভের গুরুপাশে সেই জ্ঞান করিবে সন্ধান।

সহায় ভক্তিভরে গুরুপদে প্রণিপাত করি,

গুরুপদেশ শুশ্রূষায় তাঁর মনে সন্তোষ বিতরি,

প্রশ্নে প্রশ্নে সেই জ্ঞান লভ, গুড়াকেশ !

তত্ত্বজ্ঞ যে জানী সেই দিবে উপদেশ।

পরমার্থ-তত্ত্বদর্শী বিহনে অপর

পারে না সে জ্ঞান দিতে কভু, নরবর ! ৩৪।

যজ্ঞজ্ঞান ন পুন মোহম্ এবং যাস্তসি পাণ্ডব ।

যেন ভূতান্শেষেণ দ্রক্ষ্যস্তাত্মন্থো ময়ি ॥ ৩৫ ॥

৩২ জ্ঞান—যে জ্ঞান লাভ হইলে । এবং মোহ—ধর্ম্মাধর্ম্ম কার্য্যাকার্য্য-বিষয়ে ঈদৃশ কর্তব্যমুচ্ছতা । ন পুনঃ যাস্তসি । যেন—যে জ্ঞানে । অশেষেণ ভূতানি—স্বাবর জন্ম সর্ব্ব ভূত (৩৭) । আস্তানি দ্রক্ষ্যসি—আপনাতে প্রতিষ্ঠিত দেখিবে । অথ—অনন্তর । তাহাও ময়ি—আমাতে, সর্ব্বাত্মা পরমেশ্বর বাসুদেবে, প্রতিষ্ঠিত দেখিবে (৩৭) ।

জ্ঞানের স্বরূপ এবং তাহা লাভ হইলে কি হয় ? তাহা এখানে বিবৃত হইল । যে উপায়ে সেই জ্ঞান লাভ হয়, ৩৮ শ্লোকে তাহা বলিয়াছেন ।

জ্ঞান আমাদের সাত্বিক বুদ্ধির ভাববিশেষ ; অমানিত্ব অদম্বিত্ব ইত্যাদি বিংশতি ইহার রূপ ; ১৩:৭—১১ দেখ । কিন্তু বুদ্ধি প্রকৃতিরই এক ভাব, স্তত্রাং স্বভাবতঃ সাত্বিক হইলেও তাহাতে রজস্তমের সংশ্রব থাকে ; মলিন রাজসিক ও তামসিক ভাবে তাহার নির্মল সাত্বিক ভাব আবৃত থাকে । সাধনার দ্বারা, মহা গুণের বিকাশ দ্বারা, সেই রজ ও তমকে অভিলুপ্ত করা যায় ; তখন বুদ্ধি নির্মল সাত্বিক হয়, তখন আর তাহা রাজসিক রাগদ্বेषাদি সমুৎপন্ন বাসনার দ্বারা বিক্ষিপ্ত হয় না অথবা

যে জ্ঞান পাইলে পার্থ, এ প্রকার আর

ধর্ম্মাধর্ম্ম মোহ করু রবে না তোমার ।

জ্ঞানের

যে জ্ঞানে সমস্ত ভূত, জড় বা চেতন,

স্বরূপ

আপনাতে সমুদায় করিবে দর্শন ;

আবার সে সমুদায়, দেখিবে পশ্চাতে,

আত্মার ও

হে পাণ্ডব ! প্রতিষ্ঠিত রয়েছে আমাতে ;—

ঈশ্বরে

অভেদ সমস্ত ভূতে আত্মার আমার,

সর্ব্বদর্শন

দেখিবে সংসার মাঝে আমি সমুদায় । ৩৫ ।

অপি চেদ্ অসি পাপেভ্যঃ সৰ্বেভ্যঃ পাপকৃতমঃ ।

সৰ্বং জ্ঞানপ্ৰবেশেনৈব বৃদ্ধিনং সন্তুরিষ্যসি ॥ ৩৬ ॥

যথৈধাংসি সমিক্কাহগ্নি ভস্মসাৎ কুরুতেহর্জুন ।

জ্ঞানাগ্নিঃ সৰ্বকৰ্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা ॥ ৩৭ ॥

তামসিক মোহে আবৃত হয় না। তখন বুদ্ধি শাস্ত নিশ্চল নিশ্চল (ব্যবসায়িক, ২।৪১) হয়; তখন তাহার প্রকৃত জ্ঞানস্বরূপ প্রকাশিত হয়, মেঘমুক্ত আদিত্যের ন্যায় পরম জ্ঞানের বিকাশ হয়; যাহাতে পরমাত্মতত্ত্ব জানা যায়, যাহাতে এই বৈচিত্র্যময় জগতের অন্তরালে যে অব্যয় এক তত্ত্ব আছে (১৮।২৩), যাহা বিভক্তের ন্যায় প্রতীয়মান সৰ্ব ভূত মধ্যে এক অবিভক্ত তত্ত্ব (১৩।১৬), তাহার তত্ত্ব জানা যায়। “বাসুদেবঃ [সৰ্বম্” (৭।১২), “যো কুচ্ ছায় সব তুহি ছায়।” যেন ভূতাত্মশেষেণ দ্রব্যাত্মাত্মত্বো ময়ি। ইহাই প্রকৃত অদ্বৈত জ্ঞান। সপ্তম নবম ও ত্রয়োদশ অধ্যায়ে এই তত্ত্ব পরিস্ফুট হইবে। ৩৫।

অপি চেৎ অসি পাপেভ্যঃ ইত্যাদি স্পষ্ট। পাপেভ্যঃ—সৰ্ব পাপী হইতে। বৃদ্ধিনং—পাপরূপ সমুদ্র। প্ৰব—নৌকা। ৩৬।

যথা সমিক্কাঃ—প্রজলিত। অগ্নিঃ। এধাংসি—কাষ্ঠরাশিকে। ভস্মসাৎ কুরুতে। তথা জ্ঞানাগ্নিঃ—জ্ঞানরূপ অগ্নি। সৰ্বকৰ্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে—সৰ্ব কৰ্ম্মকে (অর্থাৎ কৰ্ম্মজাত শুভাশুভ ফলকে) ভস্মীভূত করে।

কেহ কেহ বলেন, যতদিন জ্ঞানলাভ না হয়, ততদিন চিত্তশুদ্ধির জন্ত, জ্ঞানের জন্ত, কৰ্ম্মযোগ সাধন করিতে হয়; কিন্তু জ্ঞানলাভ হইলে পর,

জ্ঞানফল সৰ্ব পাপী হ'তে যদি হও মহাপাপী।

পাপক্ষয় জ্ঞানপোতে পাপসিদ্ধ তরিবে তথাপি। ৩৬।

জ্ঞান প্রজলিত অগ্নি কাষ্ঠে ভস্ম করে যথা

কৰ্ম্ম-ক্ষয় জ্ঞান-অগ্নি সৰ্ব কৰ্ম্মে ভস্ম করে তথা। ৩৭।

ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রম্ ইহ বিদ্যতে ।

তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি ॥ ৩৮ ॥

সৰ্ব্ব কৰ্ম্ম সন্ন্যাসপূৰ্ব্বক জ্ঞানযোগ অবলম্বন কৰিতে হয় । তাঁহারা প্রমাণ-
স্বরূপ এই শ্লোকের উল্লেখ করেন । কিন্তু এ শ্লোক হইতে, বা সমগ্র গীতা
হইতে এ সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত হয় না । জ্ঞানী কৰ্ম্ম কৰিবেন কি না, সে
সম্বন্ধে কোন বিধি এখানে নাই । সে বিধি ৩ অঃ ২৫—২৬ শ্লোকে
আছে । নিজের প্রয়োজন না থাকিলেও জ্ঞানী লোকসংগ্রাহের জন্য
কৰ্ম্ম কৰিবেন । তিনি জ্ঞানে অবস্থিত হইয়া সেই যে কৰ্ম্ম করেন, তাহার
পরিণাম কি, এখানে কেবল তাহাই উপদিষ্ট হইয়াছে । তদ্বদনশী
অধিগণ (৫।২৫) ব্রহ্মোপাসক জ্ঞানিগণ (১২।৪) সৰ্ব্বভূত-হিতার্থে যে
সকল কৰ্ম্ম করেন, সে সকলের শুভাশুভ ফল তাঁহাদের জ্ঞানায়িত্তে ভস্ম
হইয়া যায়, যেমন অগ্নিতে কাষ্ঠরাশি ভস্ম হয় । কিন্তু অজ্ঞানীর কৰ্ম্ম
ভক্ষণ হয় না । তাহা শুভাশুভ ফল উৎপাদন করে । জ্ঞানী ও অজ্ঞানীর
কৰ্ম্মে এই গুরুতর প্রভেদ । ৩৭ ।

জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রং—শুদ্ধিকর । ইহলোকে ন হি বিদ্যতে ।
কিন্তু সে জ্ঞান সহসা মিলে না । কালেন যোগসংসিদ্ধঃ—কালসহকারে
সাধনার পরিপাকে যখন যোগে সিদ্ধ হইবেন । তখন তিনি আত্মনি স্বয়ম্
(এব) বিন্দতি—আপনার অন্তঃকরণে তাহা আপনি লাভ করেন ।
কৰ্ম্মযোগ ব্যতীত সে জ্ঞান কখন হয় না (শ্রী) ।

এ সংসার মাঝে সেই জ্ঞানের মতন

কিছুই পবিত্র নাই, ভরত-নন্দন !

কিন্তু হে, কামের কালি রহিবে যাবৎ

জ্ঞানলাভের ফোটে না হৃদয় মাঝে সে জ্ঞান তাবৎ ।

উপায় অতএব কৰ্ম্মযোগ সাধন করিয়া

গুরুসেবা প্রথমেতে সেই কালি ফেলিবে মুছিয়া ।

যোগসংস্কৃতি—কর্মেযোগে সিন্ধু (শ্রী, মধু, রামা, বল) ; কর্মযোগে ও সমাধিযোগে সিন্ধু (৭৭) । জ্ঞানলাভের জন্য প্রথমে চিত্তশুদ্ধি আবশ্যিক । চিত্ত দম্ভ, অহংকার, রাগ, দ্বেষ, হিংসা, কাম, ক্রোধাদির বশীভূত থাকিলে, বুদ্ধি নির্মল না হইলে, সুসংস্কার অর্জিত না হইলে, শাস্ত্র ও গুরুবাক্যের ধারণা হয় না, তাহাতে দৃঢ় বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা জন্মে না । তজ্জন্ত প্রথমে কর্মযোগ সাধনা করিয়া ঐ সকল গুণ অর্জনপূর্বক জ্ঞানলাভের অধিকারী হইতে হয় ; পরে জিজ্ঞাসু হইয়া গুরুর নিকট প্রপন্ন হইতে হয় । গুরুরূপদেশ “শ্রবণের” পর “মনন” অর্থাৎ শ্রদ্ধার সহিত হৃদয়ে তদ্বিষয়ের অনুধ্যান আবশ্যিক । সতত তাহা চিন্তা কর, দিবারাত্র চিন্তা করিতে থাক, যে পর্য্যন্ত না উহা প্রাণে প্রাণে মিশিয়া যায়, যে পর্য্যন্ত না হৃদয় ঐ ভাবে বিভোর হইয়া যায় । হৃদয় বিভোর হইলে, সেই কথার মর্ম তোমার হৃদয়ঙ্গম হইবে । উপদেশাদিতে যে জ্ঞান লাভ হয়, তাহা পরোক্ষ জ্ঞান । তাহা শোনা কথার মত ফাঁকা ফাঁকা ; চক্ষে দেখার মত জাজ্বল্যমান নয় । তদ্বারা আত্মতত্ত্ব প্রত্যক্ষ হয় না, আত্মবিজ্ঞান লাভ হয় না । আত্মবিজ্ঞান লাভের জন্য, ধ্যানস্থ হইয়া হৃদয়মধ্যে তাহা প্রত্যক্ষ করিবার জন্য যত্ন করিতে হয়,—সাধনা করিতে হয় । এই ভাবে দৃঢ় যত্নসহ অগ্রসর হইলে, কালে যখন চিত্ত সম্পূর্ণ নির্মল হয়, তখন আপনি জ্ঞান-স্বর্ষা কুটিয়া উঠে ।

শ্রবণ একরূপে নির্মলা বুদ্ধি করিয়া অর্জন

মনন গুরুরূপে উপদেশ করিবে শ্রবণ ।

ধ্যান গুরুরূপে গূঢ়তত্ত্ব রহস্য পাইয়া

যোগসিদ্ধি ধারণা করিবে হৃদে ধ্যানস্থ হইয়া ।

এই ভাবে দৃঢ় যত্নে করিয়া সাধন

কালে যোগসিদ্ধি তুমি হইবে যখন,

তখন আপনা হ’তে অন্তরে তোমার

পাইবে সে জ্ঞান তুমি, কৌরব-কুমার ! ৩৮ ।

শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ ।

জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শান্তিঞ্চ অচিরেণাধিগচ্ছতি ॥ ৩৯ ॥

অজ্ঞশ্চাশ্রদধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি ।

নায়ং লোকোহস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ ॥ ৪০ ॥

ইহারই নাম যোগসংস্কি। এই জ্ঞান প্রত্যেককে নিজের এই ভাবেই অর্জন করিতে হয়। ইহার অন্ত পূর্ণ নাই। শ্রবণ মনন ও নিদিধাসনই জ্ঞানলাভের উপায়। কৰ্ম্মযোগে ইহার আরম্ভ এবং কৰ্ম্মযোগেরই নীৰ্ব্বাহনীয় ধ্যানযোগে ইহার শেষ। শ্রীশঙ্কর তাহাই ইঙ্গিত করিয়াছেন। ৩৮।

কাহার জ্ঞান লাভ হয়? যিনি সংযতেন্দ্রিয়ঃ ও উপদেশাদিতে শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া। তৎপরঃ—তজ্জগৎ বিশেষ প্রযত্ন করিতে থাকেন। তিনি জ্ঞানং লভতে—লাভ করেন। সেই জ্ঞানলাভের ফল কি? জ্ঞানং লব্ধ্বা, অচিরেণ—অবিলম্বে। পরাং শান্তিঞ্চ অধিগচ্ছতি—মোক্শলাভ করেন (ত্ৰী)। ৩৯।

অন্ত পক্ষে, যে অজ্ঞঃ—শাস্ত্রাদিতে অনভিজ্ঞ। অশ্রদধানঃ চ—এবং যে অজ্ঞ না হইলেও শাস্ত্রাদির উপদেশে শ্রদ্ধাহীন। আর যে সংশয়াত্মা—

	শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে, পার্থ! সংযত অস্তরে
<u>কাহার</u>	নিত্য যত্ন বার, সেই জ্ঞান লাভ করে।
<u>জ্ঞানলাভ</u>	জ্ঞান লাভ হ'লে পর অচিরে তখন
<u>হয়?</u>	লভয়ে পরমা শান্তি জানিও সে জন। ৩৯।
	অজ্ঞ যে অথবা চিন্তে শ্রদ্ধা নাহি বার,
<u>কাহার</u>	সতত সন্দেহপূর্ণ হৃদয় বাহার,
<u>জ্ঞান লাভ</u>	তাহার মঙ্গল, পার্থ, কখন না হয়,
<u>হয় না?</u>	বিশেষতঃ যার চিন্তে সতত সংশয়।

যোগসংযুক্তকৰ্মাণং জ্ঞানসংছিন্নসংশয়ম্ ।

আত্মবস্তুং ন কৰ্ম্মাণি নিব্রুন্তি ধনঞ্জয় ॥ ৪১ ॥

সৰ্বদা সন্দেহযুক্ত চিত্ত, গুরু বা শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাসহীন, সৰ্বদা সন্দিগ্ধ । সে বিনশ্ৰুতি—নষ্ট হয় অর্থাৎ তাহার জ্ঞানলাভ হয় না (শ্রী) । এই তিনের মধ্যেও আবার সংশয়াত্মনঃ—সন্দিগ্ধচিত্ত ব্যক্তির । ন অয়ং লোকঃ অস্তি, ন পরলোকঃ অস্তি, ন সুখম্ অস্তি ।

সংশয়ই সৰ্বনাশের মূল । অজ্ঞ ব্যক্তি, উপদেশে বিশ্বাসপূৰ্ব্বক কৰ্ম্ম করিলে উত্তীর্ণ হইতে পারে ; শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তির পারলৌকিক সুখ লাভ না হইলেও ঐহিক সুখ লাভ হইতে পারে ; কিন্তু যে সংশয়াত্মা, সে নিদোষকে সন্দোষ মনে করে, পবিত্রকে অপবিত্র ভাবে, মিত্রকে শত্রু ভাবিয়া সন্দেহ করে, গুরুবাক্যে অবিশ্বাস করে ইত্যাদি ইত্যাদি । সংসারে তাহার সুখলাভ দুর্লভ । সে পাপিষ্ঠতম (শং) । ৪০ ।

যোগ-সংযুক্ত-কৰ্ম্মাণম্—সৰ্বনিয়ন্তা ভগবান্ প্রত্যেক পদার্থে, প্রতি অণু পরমাণুতে ওতপ্রোত ভাবে থাকিয়া প্রত্যেকের প্রত্যেক কৰ্ম্মকে পরিচালিত করিতেছেন, আমরা ভ্রান্ত কর্তৃষের বোঝা ষাড়ে লইয়া ভ্রান্ত কর্তা সাজিয়া আছি, সে কর্তৃষ তাঁহার । এই জ্ঞানে সৰ্ব কর্তৃষ যে

অজ্ঞ যে, তরিতে পারে বিশ্বাসের ভরে,
শ্রদ্ধাহীনও ইহলোকে সুখী হ'তে পারে,
কিন্তু হে, বিশ্বাস নাই হৃদয়ে যাহার,
ইহলোক পরলোক—কিছু নাই তার । ৪০ ।

জ্ঞানযুক্ত নিষ্কামে সংযুক্ত যার কৰ্ম্ম সমুদয়,
কৰ্ম্মযোগী জ্ঞানে বিদূরিত যার সমস্ত সংশয়,
কৰ্ম্মে বদ্ধ আত্মবান্, স্থিরবুদ্ধি,—তাঁহারে কখন
হয় না কৰ্ম্মচয়, ধনঞ্জয় ! করে না বন্ধন । ৪১।

তস্মাদ্ অজ্ঞানসমুতং হৃৎস্থং জ্ঞানাসিনাত্মনঃ ।

হিঁদৈনং সংশয়ং যোগম্ আতিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভারত ॥ ৪২ ॥

ইতি জ্ঞানযোগো নাম চতুর্থোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বরে অর্পণ করিরাছে, সে যোগসংক্রান্তকৰ্ম্ম। এবং জ্ঞানসংহ্রী-
সংশয়ম্—জ্ঞানে যাহার সৰ্ব্বসংশয় অপগত হইয়াছে, যে ভিতরের রহস্য
জানিয়াছে। এবং আত্মবস্তু—অপ্রমাদী আপন মাহিমায় সদা প্রতিষ্ঠিত ;
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি, অমুরাগ বিবেক ইত্যাদি প্রকৃতির ধর্ম যাহাকে বিচলিত
করিতে পারে না। তাদৃশ পুরুষকে কৰ্ম্মাণি ন নিবদন্তি—বন্ধ
করে না। ৪১।

তস্মাৎ—অতএব। আত্মনঃ অজ্ঞান-সমুতং—নিজ অজ্ঞান-সমুৎপন্ন।
হৃৎস্থম্ এনং সংশয়ং জ্ঞানাসিনা ছিদ্ৰা—শোকমোহাদিসমুৎপন্ন হৃদয়স্থ এই
সংশয়কে জ্ঞানখড়্গে ছেদনপূর্বক। সেই জ্ঞানে অবস্থিত হইয়া, যোগম্
আতিষ্ঠ—কৰ্ম্মযোগে অবস্থান কর। এবং উত্তিষ্ঠ—যুদ্ধার্থ উত্তীর্ণ হও
(শং, শ্রী, রামা)। হে ভারত ! ক্ষত্রিয় ভারতের পুত্র, অতএব যুদ্ধ
তোমার স্বধর্ম। তুমি তোমার সেই স্বধর্ম পালন কর। ৪২।

চতুর্থ অধ্যায় শেষ হইল। ভগবান্ পূর্বে যে কৰ্ম্মযোগের উপদেশ
দিয়াছেন, স্বয়ং তিনিই তাহার আদি উপদেষ্টা ও প্রবর্তক। আদি
সৃষ্টি কালে তিনি সূর্য্যমণ্ডল-মধ্যবর্তী-বিষ্ণুরূপে সেই যোগ বিবস্থান্কে

অতএব শোক-মোহ-অজ্ঞান-সঞ্চিত

অতএব এই যে সংশয়ে তব চিত্ত ব্যাকুলিত,

জ্ঞানযুক্ত জ্ঞান-খড়্গে হৃদয়ের ছেদি সে সংশয়

যোগ বুদ্ধিতে কৰ্ম্মযোগে অবস্থান কর, ধনঞ্জয় !

যুদ্ধ কর উঠ হে ভারতমণি ! ধর্ম শরাসন,

ধর্ম যুদ্ধে, হে ধার্মিক ! কর ধর্মরপ। ৪২।

বলিয়াছিলেন ; ইক্ষাকু প্রভৃতি রাজর্ষিগণ পরম্পরাক্রমে তাহা প্রাপ্ত হইয়া সেই জ্ঞানেই পৃথিবী পালন করিয়াছিলেন। কালক্রমে তাহা নষ্ট হওয়ায় ধর্মের গ্লানি উপস্থিত হইয়াছে ; তজ্জন্তু সেই যোগ পুনঃ প্রচার করিয়া ধর্মসংস্থাপনের জন্তু তিনি আপনারই ঐশী শক্তি-যোগে বহুদেব-পুত্ররূপে, বিভূতির ভাবে অবতীর্ণ। যখনই ধর্মের গ্লানি উপস্থিত হয়, তখনই তিনি অবতীর্ণ হইবেন। তাঁহার সেই অবতারের কর্মের রহস্য বুঝিয়া সেই আদর্শে কর্ম করিলে, তাঁহাকে লাভ করা যায় (১-১০)।

প্রকৃতির গুণকর্ম-ভেদানুসারে মনুষ্যগণ ঐশী নিয়মে ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণে বিভক্ত ও ভিন্ন ভিন্ন কর্মে অনুরক্ত। ইচ্ছামাত্রেই কেহ কর্ম ত্যাগ করিতে পারে না। ইহা বুঝিয়া ভগবান্ কর্তৃক প্রবর্তিত ও প্রাচীনগণ-সেবিত কর্মমার্গ অবলম্বনই কর্তব্য (১১-১৫)।

ইহার পর প্রকৃত অকর্ম বা সন্ন্যাস কাহাকে বলে তাহা বলিতেছেন। বাহিরে কর্মত্যাগ করা প্রকৃত অকর্ম বা সন্ন্যাস নহে। পরন্তু যিনি অন্তরে নিকাম, নিস্পৃহ, জিতেন্দ্রিয়, রাগ দ্বেষ কাম ক্রোধে অবিচল সমবুদ্ধিসম্পন্ন, তিনি কর্ম করিলেও তাঁহার সে সব কর্ম অকর্মতুল্য ; আর জ্ঞানী জ্ঞানযুক্ত চিন্তে যজ্ঞবুদ্ধিতে যাহা কিছু করেন, সে সকলও অকর্মতুল্য (১৬-২৩)। অতএব বাহিরে কর্মত্যাগ না করিয়া, নিকাম চিন্তে যজ্ঞার্থ কর্ম করাই ষথার্থ অকর্ম অর্থাৎ সন্ন্যাস।

পূর্বোক্ত যজ্ঞার্থ কর্মের অর্থ এমন নয় যে, সর্বদাই নানাবিধ দ্রব্যের আয়োজনপূর্বক যজ্ঞাগ্নিতে আহুতি দিতে হয়। নিকাম নিশ্চল বুদ্ধিতে করিলে, জীবনের সর্ব কর্মই যজ্ঞস্বরূপ হইয়া থাকে। নিকাম যজ্ঞানুষ্ঠানে পাপকর হয় এবং যজ্ঞশেষভোজী ব্রহ্মধামে গমন করে ; কিন্তু যে ব্যক্তি যজ্ঞহীন, ইহলোকেও তাহার সদগতি হয় না। এই তত্ত্ব বুঝিয়া তুমি যজ্ঞবুদ্ধিতে সর্ব কর্ম কর ; তদ্বারাই মুক্ত হইবে (২৪—৩২)।

বেদে বহুবিধ যজ্ঞের উপদেশ আছে। কতকগুলি বিবিধ দ্রব্যসাধ্য,

কতকগুলি মনের ও বুদ্ধির ব্যাপারসাধ্য। সেই মনবুদ্ধিব্যাপার-সাধ্য জ্ঞানযজ্ঞ সকলই শ্রেষ্ঠ ; কারণ জ্ঞানেই কৰ্ম্ম কর হইয়া যায় (২৩)। অতএব সেই জ্ঞান লাভের জন্ত যত্ন কর ; তজ্জন্ত তৎসদৃশী গুরুর নিকট উপদেশ লও। দৃঢ় প্রকার সহিত সাধনা করিতে থাক। যখন তুমি যোগসিদ্ধ হইবে, তখন তোমার হৃদয়ে আপনি সেই জ্ঞানের বিকাশ হইবে (৩৮)। সেই জ্ঞানে সৰ্ব্ব ভূতকে প্রথমে আত্মাতে, অনন্তর ঈশ্বরে দর্শন হয় (৩৫), সৰ্ব্ব পাপ ক্ষয় হয় (৩৬), সৰ্ব্ব কৰ্ম্মবীজ নষ্ট হয় (৩৭) ; তুমি সেই জ্ঞানে অবস্থিত হইয়া নিষ্কাম যোগবুদ্ধিতে যুদ্ধার্থ উৎখিত হও (৪১-৪২)।

অৰ্জুনের প্রতি ভগবানের এই আদেশ। কিন্তু তিনি যে ভাবে কৰ্ম্ম করিতে আদেশ করিলেন, বর্তমান সময়ে, আমাদের পক্ষে কার্য্যতঃ তাহা অসম্ভব। কিন্তু এক দিন তাহা সম্ভব ছিল। লক্ষ লক্ষ প্রজার সুখদুঃখের বিধাতা স্বৈচ্ছাতন্ত্র রাজার অপেক্ষা অধিক কার্গ্যে ব্যস্ত লোক আর কেহ হইতে পারে না। উপনিষদ্ পাঠে জানা যায় যে, ব্রহ্মবিজ্ঞার অধিকাংশই জনক, জৈবলি প্রবাহন, চিত্র, অজাতশত্রু, কৈকেয় প্রভৃতি সিংহাসনাধিকৃত কার্গ্যে ব্যস্ত সেই ক্ষত্রিয় রাজগণের হৃদয়েই প্রথম প্রতিভাত হইয়াছিল। এই বিজ্ঞা কেবল অরণ্যবাসী সন্ন্যাসিগণের ধ্যানলব্ধ সম্পত্তি নহে। রাজবিগণই এই বিজ্ঞার প্রধানতঃ জ্ঞেয় ও উপদেষ্টা। তাঁহারা ইহা জানিতেন, ইমং রাজর্ষয়ো বিদ্বঃ (৪২)। জ্ঞানে অবস্থিত হইয়া, অন্তরে সন্ন্যাসী থাকিয়া কৰ্ম্ম করা, রাজত্ব পরিচালনা করা, এক দিন সম্ভব ছিল। ব্রহ্মবিৎ জ্ঞানী যে সংসারত্যাগী ভিক্ষাজীবী ডোরকোপিনধারী কিম্বা দিগম্বর সন্ন্যাসী নহেন, প্রতিও স্পষ্ট বাক্যে তাহা বলিয়াছেন। বক্রণ স্বীয় পুত্র ভৃগুকে পরম ব্রহ্মবিজ্ঞার উপদেশ দিয়া উপসংহারে বলিতেছেন,—“যঃ এবং বেদ প্রতিষ্ঠিষ্ঠতি। অন্নবান্ অন্নাদঃ ভবতি। মহান্ ভবতি প্রজয়া পণ্ডতি ব্রহ্মবর্চসেন মহান্ কীর্ত্ত্য।”—তৈত্তিরীয়। যিনি এই ব্রহ্মবিজ্ঞা জ্ঞানে তিন প্রতিষ্ঠাবান্ হইবেন। তিনি অন্নবান্ (ধনধান্যশালী)

অন্নভোক্তা (ভোগী) হয়েন । তিনি পুত্র পৌত্রাদি (প্রজা) হস্তী অশ্বাদি পশু এবং ব্রহ্মতেজে মহান্ হয়েন ; আর মহাকীর্তিশালী হয়েন । গীতা সেই জ্ঞানের পথ দেখাইয়া দেয় । এক দিন সেই বিজ্ঞা পাইয়াছিল বলিয়াই আজিও ভারত জগৎপূজ্য । হে ভারতের বিজ্ঞার্থী বালক বালিকাগণ ! তোমরা গীতা হইতে সেই বিজ্ঞা শিখিয়া লও । আবার তোমাদের প্রসুপ্ত শক্তি উদ্বোধিত হইবে ; অধুনা মোহমেষাবৃত সেই অতীতের গৌরব রবি আবরণ অপসৃত করিয়া আবার প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিবে ; ঋদ্ধির সহিত সিদ্ধি লাভ হইবে ।

জ্ঞানযুক্ত হ'য়ে পার্থ সাধে কৰ্ম্মযোগ,

“দাসের” ঘুচিবে কবে রুখা কৰ্ম্মভোগ ।

জ্ঞান-যোগ নামক চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ।



পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ।

—:~:~:~:—

সন্ন্যাস-যোগঃ ।

—•—

অৰ্জুন উবাচ ।

সন্ন্যাসং কৰ্ম্মণাং কৃষ্ণ পুনর্যোগঞ্চ শংসসি ।

যচ্ছ্যয় এতয়োৰেকঃ তস্মৈ ব্রহ্মি স্থনিশ্চিতম্ ॥ ১ ॥

কৰ্ম্মের সন্ন্যাসে কৰ্ম্মযোগে আর

অস্মেছে সংশয় পার্থের অন্তরে,

নাশি সে সংশয়, কহিলা পঞ্চমে

জিতেন্দ্রিয় কি সে মুক্তিলাভ করে ।—শ্রীধর

অৰ্জুন কহিলেন ।

প্রণমেতে কৰ্ম্মযোগে দিয়া উপদেশ

সন্ন্যাসে ও

কৰ্ম্মময় বজ্রে তুমি করিলে আদেশ ।

কৰ্ম্মযোগে

জ্ঞানের প্রশংসা কৃষ্ণ, করি পুনরায়

অৰ্জুনের

কঠিলে জ্ঞানেতে শেষ কৰ্ম্ম সমুদায় ;

সন্দেহ

আবার কহিলে কৰ্ম্ম করিতে সাধন,

জ্ঞানের অসিতে করি সংশয় ছেদন ।

কৰ্ম্ম-সন্ন্যাসের কথা কহ একবার,

কৰ্ম্ম ও

কৰ্ম্মযোগে উপদেশ দাও পুনর্বার ।

সন্ন্যাস

এ সকল কথা আমি বুঝিতে না পারি,

হৃদের

অতএব কৃপা করি, ওহে শ্রীমুগ্ধারি ।

কোনটি

এ হৃদের মধ্যে বাহা শ্রেয়স্কর হয়

শ্রেয়ঃ ?

তাহাই আমারে তুমি বলহ নিশ্চয় ।১।

শ্রীভগবান্ উবাচ ।

সন্ন্যাসঃ কর্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ ।

তয়োস্তু কর্মসন্ন্যাসাৎ কর্মযোগো বিশিষ্যতে ॥ ২ ॥

চতুর্থ অধ্যায় ৪১—৪২ শ্লোকে ভগবান্ বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি যোগবুদ্ধিতে সর্ব কর্ম সন্ন্যাস করিয়াছে, জ্ঞানে বাহ্যর সংশয় নষ্ট হইয়াছে, কর্ম সেই আত্মবান্ ব্যক্তিকে বন্ধ করে না । তুমি সেই জ্ঞানে অবস্থিত হইয়া কর্মযোগ সাধন কর । এখানে জ্ঞানে অবস্থিত হইয়া কর্ম-সন্ন্যাসের ও কর্মাক্ষুণ্ঠানের মর্ম অর্জুন ঠিক বুঝিতে পারেন নাই । কর্ম-সন্ন্যাসের অর্থ কর্মত্যাগ বুঝিয়া এবং তজ্জন্ম একজন একই সময়ে কিরূপে কর্ম-সন্ন্যাসী ও কর্মযোগী হইতে পারে, তাহা না বুঝিয়া, বলিতেছেন ।

হে কৃষ্ণ ! কর্মণাং সন্ন্যাসং পুনঃ যোগং চ শংসসি—কর্মত্যাগ ও কর্মযোগ দুয়েরই কথা বলিতেছেন । এতয়োঃ—এই দুয়ের মধ্যে । যৎ মে শ্রেয়ঃ শ্রীৎ, তৎ একং স্ননিশ্চিতং ব্রূহি—সেই একটা নিশ্চয় করিয়া বল । ১।

অনন্তর ভগবান্ কর্ম-সন্ন্যাসের প্রকৃত মর্ম কি এবং কিরূপে অস্তুরে সন্ন্যাসী থাকিয়া বাহিরে কর্ম করা যায়, তাহা বুঝাইতে লাগিলেন ।

সন্ন্যাসঃ—কর্মত্যাগ (শং) বা জ্ঞানযোগ (রামা) । কর্মযোগঃ চ । উভৌ নিঃশ্রেয়সকরৌ—উভয়ই নিরপেক্ষভাবে (৫ ৫) মুক্তিপ্রদ (রামা) । তয়োঃ তু—কিন্তু সেই দুয়ের মধ্যে । কর্মসন্ন্যাসাৎ কর্মযোগঃ বিশিষ্যতে—কর্ম সন্ন্যাস অপেক্ষা কর্মযোগ বিশেষরূপে গুণযুক্ত ।

শ্রীভগবান্ কহিলেন ।

বুঝিলে না মম বাক্য তুমি, ধনঞ্জয় !

কর্মযোগই সন্ন্যাস ও কর্মযোগ ভিন্ন বল নয় ।

উত্তর উত্তর হ'তেই যোদ্ধা মিলে, নরবর !

কিন্তু হে, সন্ন্যাস চেয়ে যোগ শ্রেষ্ঠতর । ২

জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসন্ন্যাসী যো ন ঘেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি ।

নির্বন্দো হি মহাবাহো সুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে ॥ ৩ ॥

গীতার মহাশিক্ষা এই যে, সাধনাবস্থার চিন্তাভাবের অন্ত, জ্ঞানের অন্ত কর্ম করিতে হয়, পরে জ্ঞান লাভ হইলে, সেই জ্ঞানে আসক্তির কর্ম করিয়া, দেহ মন ইন্দ্রিয়াদিকে নিয়মিত, পরিচালিত করিয়া, প্রবৃত্তির বশতা পরিত্যাগপূর্বক অন্তরে সন্ন্যাসী থাকিয়া, বাহিরে লোকহিতার্থে মুক্ত চিন্তে কর্ম করিতে হয়; ৩।২৫—২৬। ইহাই সন্ন্যাসযোগ। সমগ্র পঞ্চম অধ্যায়ে এই তত্ত্ব বুঝাইয়াছেন। জনকাদি রাজর্ষিগণ, ব্যাস-বশিষ্ঠাদি মহর্ষিগণ ও জ্ঞানাবতার শ্রীশঙ্করও তাহাই করিয়া-ছিলেন। ২।

সন্ন্যাসী কাহাকে বলে ? যঃ ন ঘেষ্টি, ন কাঙ্ক্ষতি—যে কোন বিষয়ে ঘেব বা কোন বিষয়ে আকাঙ্ক্ষা করে না। যে বদৃচ্ছাপ্রাপ্ত সর্ব বিষয়ে সমান সন্তুষ্ট। সঃ নিত্য সন্ন্যাসী জ্ঞেয়ঃ—সে কর্মে থাকুক আর নাই থাকুক, নিত্যই সন্ন্যাসী জানিবে। নির্বন্দঃ হি—প্রবৃত্তি নিবৃত্তি ভালবাসা দৃশ্য প্রভৃতি সংসারের বন্ধতাব হইতে মুক্ত পুরুষই। সুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে—সুখে সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হয়। ৩।

নাই যার কোন কিছু বিষয়ে বিঘেব,
কোন কিছু কখন চাহে না, শুড়াকেশ !

সন্ন্যাসীর

লক্ষণ

সর্বদা যদিও কর্মে প্রবৃত্ত সে হয়,
সতত সন্ন্যাসী তা'রে জানিবে নিশ্চয় ।
কোনরূপ বন্ধতাব চিন্তে নাই যার,
সংসার-বন্ধন সুখে বুচে যার তা'র। ৩।

সাংখ্যযোগো পৃথক্ বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ ।

একম্ অপ্যাস্থিতঃ সম্যগ্ উভয়ো বিবন্দতে ফলম্ ॥ ৪ ॥

যৎ সাংখ্যোঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্ যোগৈরপি গম্যতে ।

একং সাংখ্যক্ যোগক্ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥ ৫ ॥

সাংখ্যযোগো—সাংখ্য—জ্ঞাননিষ্ঠা এবং যোগ—কৰ্মনিষ্ঠা । এই দুই পৃথক্, ইতি বালাঃ—বাল-বুদ্ধি লোক । প্রবদন্তি—বলে । ন পণ্ডিতাঃ । কারণ, একম্ অপি—এ দুয়ের মধ্যে একটিকেও । সম্যক্ আস্থিতঃ—সর্বতোভাবে আশ্রয় করিলে । উভয়োঃ যৎ ফলং—উভয়ের ফল যে মোক্ষ । তৎ বিবন্দতে—তাহা লাভ করে । ৪।

সাংখ্যোঃ—জ্ঞাননিষ্ঠ সন্ন্যাসিগণ কর্তৃক । যৎ স্থানং প্রাপ্যতে—যে স্থান প্রাপ্তি হয় । যোগৈঃ অপি—কৰ্মযোগনিষ্ঠ ব্যক্তিগণের দ্বারাও । তৎ স্থানং গম্যতে । সাংখ্য ও যোগ পদদ্বয় মতূপ অর্থে, অর্শাদিগণীয় অচ্ প্রত্যয়ে সিদ্ধ । সাংখ্যঃ চ (কৰ্ম) যোগঃ চ—সন্ন্যাস এবং কৰ্মযোগ । একং—সমান ফল, অতএব এক । যঃ পশ্যতি, সঃ পশ্যতি—যে দেখে তাহার দর্শনই যথার্থ দর্শন ; সেই ঠিক বুঝিয়াছে ।

গীতায় ব্রহ্মনিষ্ঠার দুইটীমাত্র পন্থা ভগবান্ স্বীকার করিয়াছেন ।

জ্ঞাননিষ্ঠা, কৰ্মনিষ্ঠা,—দুয়ে ভিন্ন ফল

সন্ন্যাস ও বালকেই বলে, নহে পণ্ডিত সকল ।

কৰ্মযোগ সম্যক্ সাধনা কর একের কেবল

ফলে একই মোক্ষ পাবে তার, বাহা উভয়ের ফল । ৪।

(৩—৬) জ্ঞাননিষ্ঠ সন্ন্যাসী যে মোক্ষ পদ পায়,

কৰ্মনিষ্ঠ কৰ্মযোগী সেই স্থানে যায় ।

এরূপে সমান ফল জ্ঞান কৰ্ম আর

যে দেখে, যথার্থ পার্থ । দর্শন তাহার । ৫ ।

অধ্যায়] সন্ন্যাসমার্গে ও কর্মযোগমার্গে সমতা ও বিষমতা । ১২৫

একটি সাংখ্যানিষ্ঠা বা সন্ন্যাস আর একটি যোগনিষ্ঠা বা কর্মযোগ (৩৩) ।
তন্মৈত্রৈঃগন্তব্যং হানি এক । এই দুই পন্থায় যে যে অংশে সমতা এবং
বিষমতা আছে, তাহা এই স্থানে দেখিব ।

(১)

সন্ন্যাসমতে—জ্ঞানে মোক্ষ, কর্মে নহে । সেই জ্ঞান লাভের জন্য
ইন্দ্রিয়সংযমপূর্বক বুদ্ধিকে স্থির, একাগ্র, সম করিয়া এবং চিত্তকে নিকাম
করিয়া, ব্ধকর্মাক্রমক কর্ম করা প্রয়োজন ।

কর্মযোগমতে—পূর্বোক্ত ঐ সমুদায়ই স্বীকৃত ।

(২)

সন্ন্যাসমতে—জ্ঞানলাভের পর লৌকিক বিষয় কর্ম উপেক্ষা এবং
পরিত্যাগ করা কর্তব্য । কারণ, তৃষ্ণামূলক কর্ম দুঃখদায়ক এবং জ্ঞানের
বিরোধী ; অপিচ তাহা সংসার-বন্ধনের হেতু ।

কর্মযোগমতে—লৌকিক কর্ম পরিত্যাগ না করিয়া, ফলাশা
ত্যাগপূর্বক আজীবন সে সকল আচরণ করা উচিত । অচেতন কর্ম স্বয়ং
কোহাকেও বন্ধ বা মুক্ত করিতে পারে না । উহাতে কর্মকর্তার মনে যে
তৃষ্ণামূলক ফলাশা, তাহাই বন্ধক ; তাহাই কেবল ত্যাগ কর ।
নিকাম কর্ম জ্ঞানের বিরোধী নহে । অপিচ, সর্ব কর্ম পরিত্যাগ অসম্ভব ।
শরীর বাত্মা নির্ঝাহের জন্য কর্ম আবশ্যক ।

(৩)

সন্ন্যাসমতে—যতদিন চিত্ততৃষ্ণা না হয়, ততদিন, চিত্ততৃষ্ণার জন্য
গার্হস্থ্যশ্রমে থাকিয়া শাস্ত্রীয় যজ্ঞাদি কর্ম করা আবশ্যক ; কিন্তু চিত্ত-
তৃষ্ণার পরে, যত শীঘ্র সম্ভব, তাহা ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করা
বিশেষ কর্তব্য ।

কর্মযোগমতে—কেবল চিত্ততৃষ্ণা কর্মের একমাত্র প্রয়োজন নহে ।
অগণ্যব্যাপার অব্যাহত রাখিবার জন্য, কর্ম অপরিহার্য । সন্ন্যাসই- যদি

১৯৬ সন্ন্যাসমার্গে ও কর্মযোগমার্গে সমতা ও বিষমতা । [পঞ্চম

পরম কর্তব্য হয়, আর সকলেই যদি তাহা অবলম্বন করে, তবে অচিরকাল
মধ্য জগতে মনুষ্য জাতি থাকিবে না । অতএব চিন্তিত্বের পরেও জগৎ
ব্যাপার অব্যাহত রাখিবার জন্য কর্ম করা প্রয়োজন ।

(৪)

সন্ন্যাসমতে—সন্ন্যাস লইয়া বনজ ফল মূলাদি অথবা ভিক্ষালব্ধ অন্ন
জীবন ধারণ করিবে । জীবিকা অর্জনের জন্য অন্তরূপ কর্ম করিবে না ।

কর্মযোগমতে—স্বোপার্জিত দ্রব্য অন্নের পোষণ করিয়া, পরে নিজ
দেহের উপযুক্ত পোষণমাত্রের উদ্দেশে পান ভোজনাদি করিবে । আদান
প্রদানেই সমাজের স্থিতি । যে স্বার্থের অনুরোধে সমাজকে ত্যাগ
করিয়াছে, যে সমাজকে কিছু দেয় না, সমাজ তাহাকে ভিক্ষা দিতে বাধ্য
নয় । পেটের দারে নিলজ্জ ভাবে ভিক্ষা করা অপেক্ষা, জগচ্চক্র-প্রবর্তনের
উদ্দেশে আপন অধিকার অনুযায়ী কর্মে প্রবৃত্ত থাকিলে তাহাতে সমাজ-
স্থিতি ও ঐশ্বর্যার্চনা, দুইই সাধিত হয় ।

(৫)

সন্ন্যাসমতে—জ্ঞানপ্রাপ্তির পর কোন কর্ম করার বা না করার
জ্ঞানীর বধন কোন স্বার্থ নাই (৩।১৮) তখন জগতের পালন-পোষণ-
কর্মেও তাঁহার প্রয়োজন নাই । তবে যদি কেহ, আপনার ব্যবহারিক
অধিকার, জনকাদির জ্ঞান পালন করিতে পারে, তবে তাহাতে দোষ
নাই । কিন্তু ইহা অপবাদ—সাধারণ বিধি নহে ।

কর্মযোগমতে—কর্ম জ্ঞানীর প্রয়োজন না থাকিলেও কর্ম কাহাকেও
ছাড়ে না । আর গুণবিভাগরূপ চাতুর্কর্য্য-ব্যবহাসুসারে ছোট বড়
কর্ম অধিকার সকলেরই থাকে । সেই অধিকার অনুযায়ী কর্ম নিয়ম
বুদ্ধিতে লোক সংগ্রহের জন্য করা জ্ঞানীর নিরপবাদ কর্তব্য । জগতের
কর্মচক্র স্বয়ং ভগবান্ জগদ্ধারণের জন্য করিয়াছেন । যে ব্যক্তি অনুবর্তন
করে না, সে পাপাত্মা ; তাহার জীবন বৃথা (৩।১৬) ।

সন্ন্যাসস্ত মহাবাহো দুঃখম্ আপ্তুম্ অযোগতঃ ।

যোগযুক্তো মুনিব্রহ্ম ন চিরেণাধিগচ্ছতি ॥ ৬ ॥

(৬)

সন্ন্যাসমতে—এই পক্ষা শ্রুতিস্মৃতি-অনুমোদিত ; শুক যাজ্ঞবল্ক্য আদি এই পণে গিয়াছিলেন । ফল পরম শান্তি ।

কৰ্মযোগমতে—এই পক্ষা শ্রুতিস্মৃতি-অনুমোদিত ; ব্যাস, বশিষ্ঠ, জনক এবং স্বয়ং ভগবান্ এই পণে গিয়াছিলেন । ফল পরম শান্তি ।

জ্ঞানলাভের পর, সৰ্ব লৌকিক কৰ্ম ত্যাগ করা, বিশ্বলীলা হইতে সরিয়া পড়া এবং জ্ঞানলাভের পর স্বধৰ্ম্মানুসারে উপস্থিত কৰ্ম ত্যাগ না করিয়া বিত্ত চিন্তে সে সমুদায়ের আচরণ করা, জ্ঞানে, প্রেমে ও কৰ্মে ভগবানের সহিত নিবিড়ভাবে যুক্ত হইয়া বিশ্বলীলার অনুবর্তী হওয়া,— ইহাই উভয়ের মধ্যে ভেদ । সিদ্ধ সন্ন্যাসী ও সিদ্ধ কৰ্মযোগী—উভয়েই জ্ঞানী ; উভয়েরই স্থিতি ও শান্তি এক । তবে কৰ্মদৃষ্টিতে উভয়ের ভেদ এই যে, সন্ন্যাসী আপনার শান্তিসাগরে আপনি ডুবিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন, কিন্তু কৰ্মযোগী আপনি শান্তি লাভ করিয়াই নিশ্চিন্ত নহেন ; পরন্তু যুক্ত চিন্তে স্বয়ং কৰ্মাচরণপূৰ্ব্বক কৰ্মাকৰ্মের প্রত্যক্ষ আদর্শ দেখাইয়া দিয়া, সাধারণকেও শান্তিমার্গে আকৃষ্ট করেন । সংসারে কৰ্মাকৰ্ম ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ম নিরূপণপূৰ্ব্বক সাধু কৰ্মের প্রত্যক্ষ আদর্শ দেখাইতে হইলে, হিতপ্রসক্ত কৰ্ম-যোগীই তাহা দেখাইবেন ; কৰ্মত্যাগী সন্ন্যাসী যোগী অথবা বৈরাগী বৈকব তাহা পারিবেন না । কৰ্মযোগীর জ্ঞানযুক্ত কৰ্মদ্বারাই এক দিন ভারত উন্নত হইরাছিল, আর জ্ঞানযুক্ত কৰ্মের অভাবেই তাহার বৰ্ত্তমান হুর্দশা । “তন্নোক্ত কৰ্মসন্ন্যাসাৎ কৰ্মযোগো বিশিষ্যতে” (৫।২) এই ভগবদ্বাণী ঋব সত্য (তিলক) । ৫।

যোগযুক্তো বিশুদ্ধাত্মা বিজিতাত্মা জিতেन्द्रিয়ঃ ।

সর্বভূতাত্মভূতাত্মা কুৰ্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে ॥ ৭ ॥

কৰ্মযোগ বিশিষ্ট কেন, পুনর্বার তাহা বলিতেছেন। অযোগতঃ সন্ন্যাসঃ তু হঃখম্ আশ্রমম্—কৰ্মযোগ ব্যতীত সন্ন্যাস হঃখ প্রাপ্তির নিমিত্ত মাত্র। পরন্তু যোগযুক্তঃ—কৰ্মযোগনিষ্ঠ। মুনিঃ—মনন বা চিন্তাশীল ব্যক্তি। ন চিরেণ ব্রহ্ম অধিগচ্ছতি—অচিরে ব্রহ্ম লাভ করেন। ৬।

যিনি যোগযুক্তঃ—কৰ্মযোগে অভিনিবিষ্ট-চিন্ত। বিশুদ্ধাত্মা—নির্মলচিন্ত (৭)। এবং বিজিতাত্মা—বশীকৃতমনা (রামা)। অতএব জিতেन्द्रিয়ঃ। আর যিনি সর্বভূতাত্মভূতাত্মা—বাহ্যর আত্মা সর্বভূতের আত্মভূত, যিনি সকলকে আত্মরূপে দেখেন। তিনি কুৰ্ব্বন্ অপি ন লিপ্যতে—কৰ্ম করিয়াও লিপ্ত হয়েন না। ৭।

জ্ঞাননিষ্ঠা তরে কেন বৃথা অশ্রুযোগ,

কৰ্মযোগ সন্ন্যাস যন্ত্রণামাত্র বিনা কৰ্মযোগ।

ব্যতীত থাকিতে কামের কালি সন্ন্যাস না হয়,

সন্ন্যাস কিন্তু পার্থ, কৰ্মযোগে নিষ্ঠা যার রয়,

হয় না অচিরে মনের কালি তা'র মুছে যার,

অবিলম্বে সেই মুনি ব্রহ্মপদ পায়। ৬।

কৰ্মযোগে যুক্ত সদা হৃদয় বাহার

কামের কলঙ্ক লেখা চিন্তে নাই যার,

যোগযুক্ত মন যা'র নিরন্তর বশীভূত রয়,

পুরুষ বশীভূত রহে যার ইন্দ্রিয়-নিচর,

কৰ্মে লিপ্ত সতত যে আত্মতুল্য দেখে সমুদার,

হয় না কৰ্ম করিলেও লিপ্ত না হয় সে তার। ৭।

নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তদ্বিৎ ।
 পশ্যন্ শৃণ্বন্ স্পৃশন্ জিহ্বমগ্ৰন্ গচ্ছন্ স্বপন্ শ্বসন্ ॥ ৮ ॥
 প্রলপন্ বিস্মজন গৃহ্মু নিষম্মিষম্মপি ।
 ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু বৰ্ত্তন্ত ইতি ধারয়ন্ ॥ ৯ ॥
 ব্রহ্মণ্যাধায় কৰ্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ ।
 লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্যপত্রম্ ইবাস্তসী ॥ ১০ ॥

পূর্বোক্ত কৰ্মযোগে যুক্তঃ—অভিনিবিষ্ট-চিত্ত । তদ্বিৎ ব্যক্তি (৭৭) ।
 পশুন্ শৃণু ইত্যাদি—দৰ্শন শ্রবণাদি কৰ্ম কৰিয়াও । ইচ্ছিয়াণি ইচ্ছিয়ার্থেষু
 বৰ্ত্তন্তে ইতি ধারয়ন্—ইচ্ছিয়গণ স্ব স্ব ইচ্ছিয়-বিষয়ে প্রবৰ্ত্তিত হইতেছে,
 ইহা নিশ্চয় কৰিয়া । নৈব কিঞ্চিৎ কৰোমি ইতি মন্তেত—আমি কিছুই
 কৰি না, এইরূপ মনে করেন । স্বপন্—অবসাদ বশতঃ বুদ্ধির ক্রিয়া-বিস্তি
 হইলে নিদ্রাবেশ হয় । বিমূৰ্জন্—ত্যাগ কৰিয়া । ৮—৯ ।

কর্মে কর্তৃত্বাভিমান থাকিতে কর্মফলমগ্ন অনিবার্গ্য। কিন্তু
কর্ম্মাণি ব্রহ্মাণি আধায়—পরমেশ্বরে অর্পণ করিয়া, আমি যাহা করিতেছি

তত্ত্ববিৎ সেই যোগী দেখে, ধনঞ্জয় !
 ইন্দ্রিয়ের-ধর্ম মাত্র কর্ম সমুদয় ;—
 চক্ষু করে দরশন, শ্রবণ শ্রবণ,
 স্পর্শ স্পর্শ, নাসা শ্রাবণ, বদন ভোজন,
কর্মযোগীর নিদ্রা যায় বুদ্ধি, হস্ত করয়ে গ্রহণ,
ইন্দ্রিয়ে বাগিন্দ্রিয় কহে বাণী, চরণ গমন,
কর্ম, মনে নিশ্বাস উন্মেষ আদি প্রাণ আদি বায়ু,
সম্মাস বিসর্গ আনন্দ দেয় উপহৃত ও পায়ু ।
 করি সর্ক, তাবে যোগী, সে কিছু না করে,
 ইন্দ্রিয় সকল স্ব স্ব বিষয়ে বিহরে । ৮—৯ ।

তাহা সেই ঈশ্বরের কাৰ্য । অথবা ঈশ্বরই সকলের হৃদয়ে থাকিয়া সকল করাইতেছেন, এই ভাবে ঈশ্বরে সমস্ত অর্পণ করিয়া ; ১৮।৬১ দেখ । এবং সঙ্গত্যাগ—কর্তৃহর অভিমান কিংবা আসক্তি ত্যাগ করিয়া । যঃ কৰোতি । মঃ পদ্বপত্রম্ অস্ত্রসা ইব—পদ্বপত্র যেমন জলে লিপ্ত হয় না, তদ্রূপ । পাপেন ন লিপ্যতে । অস্ত্রসা—জলের দ্বারা । পাপ—কাম্য কৰ্ম যাত্ৰেরই ফলাফল নিবন্ধন জীব সংসারে লিপ্ত হয়, অতএব কৰ্মের সেই ফলাফলই পাপ । ন লিপ্যতে—লিপ্ত হয় না, এই বাক্যে পাপ শব্দের অর্থ নির্দেশ করিতেছে, ৫।১৫ দেখ । এখানে পদ্বপত্র ও জলের উপমাটি লক্ষ্য করা উচিত । জল পদ্বপত্রে লিপ্ত হয় না, তদ্রূপ পাপ তাঁহার হৃদয়ে প্রবেশ করে না ।

যিনি কৰ্মযোগে যুক্ত, যঁহার চিত্ত বিত্ত্বক সাংখ্যিক ভাবাপন্ন এবং দেহ মন ইন্দ্রিয়ের উপর যঁহার আধিপত্য জন্মিয়াছে, যিনি জ্ঞানে অবস্থিত তদ্বিবৎ, তিনি প্রকৃতির গুণ হইতে নিস্পন্ন, দর্শন, শ্রবণ, গমনাদি কৰ্মকে আপনার কৰ্ম বলিয়া ধারণা করেন না এবং সে সকলে আসক্ত হয়েন না । তিনি কৰ্ম সকল ব্রহ্মে সমর্পণপূর্বক পদ্বপত্রস্থ জলের দ্বারা নির্লিপ্তভাবে, লোকস্থিতির জন্ত, কৰ্ম করেন । এইরূপে একই সময়, একই ব্যক্তি, সন্ন্যাসী হইয়াও কৰ্মযোগী হয়েন । ইহাই গীতোক সাধনার মূল তত্ত্ব । ভগবান্ স্বয়ং এই ভাবেই কৰ্ম করিয়া কৰ্মের আদর্শ দেখাইয়াছেন । ১০ ।

এইরূপে এ সংসারে যত কিছু কৰ্ম
জানি মনে সে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ধর্ম,
কৰ্মযোগীর ব্রহ্মে যে সে সমুদয় করি সমর্পণ,
কৰ্ম ব্রহ্মে “আমি করি” অভিমান করি বিসর্জন,
অর্পিত ফলের আকাঙ্ক্ষা ত্যজি করে সমুদায়,—
ভূত্যা যথা করে কৰ্ম প্রভুর সেবার,
পদ্বপত্র যথা লিপ্ত নাহি হয় জলে,
সে জন না লিপ্ত হয় তা’র ফলাফলে । ১০ ।

কায়েন মনসা বুজ্জা কেবলৈরিন্দ্রিয়ৈরপি ।

যোগিনঃ কর্ম কুর্বন্তি সঙ্গং তাত্ত্বাঅশুদ্ধয়ে ॥ ১১ ॥

(কর্ম) যোগিনঃ আশুদ্ধয়ে—চিন্তাশক্তির অস্ত । সঙ্গং তাত্ত্বা—আসক্তি ত্যাগ করিয়া । কেবলৈঃ কায়েন, মনসা, বুজ্জা, ইন্দ্রিয়ৈঃ অপি কর্ম কুর্বন্তি—কেবল কায়, মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ের দ্বারা কর্ম করে । কেবল—মমত্ববর্জিত (৭৭), কর্মে অভিনিবেশশূন্য (৩৩) । কেবল শব্দ, কায় মন বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় ইহাদের প্রত্যেকেরই বিশেষণ ।

প্রকৃতপক্ষে কেবল কায়, মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই কর্ম হয় । বাহ্য বিষয় চক্ষুকর্ণাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বার দিয়া মনের দ্বারা অস্তঃকরণে নীত হইলে, বুদ্ধি তাহার বিষয় বিচার-পূর্বক তাহার স্বরূপ নিশ্চয় করে । তখন তাহা হইতে সুখ দুঃখ বোধ হয় । সুখদুঃখবোধ হইতে জীপ্সিত বিষয় গ্রহণ বা ত্যাগ করিবার ইচ্ছা হয় । তাহা মনকে পরিচালিত করে । পরে মন আমাদের যে গ্রহণশক্তি, যাহা স্বল্প বাহ্য ইন্দ্রিয়, তাহাকে পরিচালিত করে । তাহা আবার স্থূল হস্তকে পরিচালিত করে । তবে গ্রহণ বা ত্যাগাত্মক কর্ম হয় । জ্ঞানেন্দ্রিয়গণ বাহিরের বিষয়কে ভিতরে আনিয়া ইচ্ছা ঘেযাদি উৎপাদন করে আর কর্মেন্দ্রিয়গণ অস্তরের বিষয়কে

ইচ্ছা ঘেয কাম ক্রোধ ঈর্ষা অ'ভমান,
এরা সদা মনোমাঝে ভাসে, মতিমান !
এরাই চিন্তের কালি আনিও, পাণ্ডব !
সেই চিন্তা “শুদ্ধ”, যাহে না রয় এ সব ।

কর্মযোগের কর্মযোগী চিন্তাশক্তি লাভের কারণ,
দ্বারা চিন্তাশক্তি করি সেই ইচ্ছা ঘেয ঈর্ষাদি বর্জন,
বুদ্ধীন্দ্রিয় মনে আর শরীরে কেবল
এ সংসার মাঝে কর্ম করে হে সকল । ১১ ।

২০২: ফলাশাত্যাগে শান্তি—যুক্তি, ফলাশাতেই সংসার-বন্ধন । [পঞ্চম

যুক্তঃ কৰ্মফলং ত্যক্ত্বা শান্তিম্ আপ্নোতি নৈষ্ঠিকীম্ ।

অযুক্তঃ কামকারেণ ফলে সন্তো নিবধ্যতে ॥ ১২ ॥

বাহিরে আনিয়া দিয়া, বাহিরের কৰ্ম সম্পাদন করে । স্তুতরাং মন বুদ্ধি
প্রভৃতিই কৰ্মের নির্বাহক । এইরূপ সৰ্বত্র ।

হৃদের জলে যতক্ষণ তরঙ্গ থাকে, ততক্ষণ তাহাতে সূর্যাদির প্রতিবিম্ব
ঠিক পড়ে না । আমাদের চিত্ত যেন একটা হৃদ । কাম ক্রোধ রাগ দ্বেষ হিংসা
ঈর্ষা পরচর্চাদি তাহার তরঙ্গ । তরঙ্গ থাকিতে তাহাতে জ্ঞানসূর্য ঠিক
প্রতিভাসিত হয় না । কৰ্মযোগের কার্য্য সেই তরঙ্গ নাশ করিয়া চিত্তকে
স্থির নিশ্চল শাস্ত করা । ইহাই আত্মশুদ্ধি বা বুদ্ধির নিশ্চলতা । ১১ ।

কৰ্মের দ্বারা কে বদ্ধ হয়, আর কেই বা মুক্ত হয় ? কৰ্মযোগ যুক্ত
ব্যক্তি কৰ্মফলং ত্যক্ত্বা । নৈষ্ঠিকীম্—নিষ্ঠা, দৃঢ়তা ; তাহা হইতে প্রাপ্ত,
নৈষ্ঠিকী অর্থাৎ নিশ্চলা, আত্মস্থিকী । শান্তিম্ আপ্নোতি । আর যে
ব্যক্তি কৰ্মযোগে অযুক্তঃ—ফলাশায় কৰ্ম করে । সে কামকারেণ ফলে
সন্তোঃ—কামের প্রেরণায়, প্রবৃত্তিবশে কৰ্মে প্রবৃত্ত হওয়ায়, ফলে আসক্ত
হইয়া । নিবধ্যতে—সংসারপাশে বদ্ধ হয় । সে কামের প্রেরণায়, কামের
অধীন হইয়া ফলাশায় কৰ্ম করে, স্তুতরাং পরাধীন, বদ্ধ । ১২ ।

কৰ্মযোগে যার চিত্ত সদা যুক্ত রয়,

সেই যোগী কৰ্মফল ত্যজি সমুদয়

কৰ্মযোগীর অনন্ত শান্তির সুখ-পারাধারে ভাসে,

শান্তিলাভ স্থির নিষ্ঠা হ'তে পার্থ ! যে শান্তি বিকাশে ।

অযোগীর কিন্তু সেই নিষ্ঠা নাই বাহার অন্তরে,

বন্ধন কামের প্রেরণে মাত্র সৰ্ব কৰ্ম করে,

সেই হে, আসক্ত হয়ে কৰ্মফলে যত,

হায় রে ! আবদ্ধ হয় সংসারে নিরন্ত । ১২ ।

সৰ্বকৰ্মাণি মনসা সংশ্ৰুতান্তে সুখং বশী ।

নবদ্বারে পুরে দেহী নৈব কুৰ্বন্ ন কারয়ন্ ॥ ১৩ ॥

কৰ্মযোগ-সংসিদ্ধিতে বাহ্য দেহ, মন, ইন্দ্ৰিয়ের উপর আধিপত্য হয় (৫।১০ টীকা দেখ) সেই বশী দেহী—জিতেছির ব্যক্তি । সৰ্ব-কৰ্মাণি মনসা সংশ্ৰুত—মনে মনে (প্রত্যাক্তঃ নহে) সৰ্ব কৰ্ম ইন্দ্ৰিয়াদির উপর সম্যাক্রূপে স্থাপন করিয়া অর্থাৎ স্বভাব-প্রেরিত ইন্দ্ৰিয়াদিই স্ব স্ব বিষয়োপযোগী কৰ্মে ব্যাপৃত, মনে ইহা স্থির জানিয়া । ন এব কুৰ্বন্, ন কারয়ন্—স্বয়ং কৰ্ম না করিয়া বা না করাইয়া ; অর্থাৎ আমি কিছু করিতেছি বা করাইতেছি, এরূপ না ভাবিয়া (গিরি) । নবদ্বারে পুরে সুখম্ আন্তে—নব দ্বারযুক্ত দেহরূপ-গৃহে সুখে থাকেন । অথবা নবদ্বারে পুরে সৰ্ব কৰ্মাণি মনসা সংশ্ৰুত—সমুদায় কৰ্মই দেহের ধর্মমাত্র মনে করিয়া (রামা) ইত্যাদি ।

তিনি জানেন, স্বভাবস্থ প্রবর্ততে (৫।১৪) স্বভাব পরিচালিত ইন্দ্ৰিয়াদি হইতেই সৰ্ব কৰ্ম হয় (৫।১১) ; এবং এইরূপে দেহাদি হইতে আত্মার

শরীর স্বরূপ গৃহে নম্রটী দ্বার,—

ডুই ডুই চক্ষু কৰ্ণ, ডুই নাসা আর

বদন, উপহ, শুষ্ক ; নব দ্বারময়

কৰ্মযোগী এই গৃহে জিতেছির যোগী, ধনঞ্জয় !

বাহিরে কৰ্ম, দেহ মন, ইন্দ্ৰিয়াদি হ'তে যত কৰ্ম

মনে সন্ন্যাস, জানিয়া সে সব মাত্র স্বভাবের ধর্ম,

কল শাস্তি দেহাদিতে সে সকল করিয়া অর্পণ,

নিরন্তর সুখে কাল করেন যাপন ;

আমি কোন কৰ্ম করি, অথবা করাই,

তাঁহার হৃদয়মাঝে এ ধারণা নাই । ১৩ ।

২০৪ প্রকৃতির কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব—আত্মা অকর্তা (১৪—১৫) । [পঞ্চম

ন কর্তৃত্বং ন কৰ্ম্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ ।

ন কৰ্ম্মফলসংযোগঃ স্বভাবস্তু প্রবর্ততে ॥ ১৪ ॥

স্বাতন্ত্র্য উপলব্ধি করেন বলিয়াই তিনি কোন কৰ্ম্ম করিতেছেন বা করাইতেছেন, মনে করেন না; সুতরাং রাগদ্বেষাদি-জনিত হর্ষ-বিষাদ তাঁহার থাকে না; তিনি নিত্য প্রসন্ন—সুখী এবং কৰ্ম্মী হইয়াও সন্ন্যাসী । ১৩ ।

পূর্বোক্ত ত্রিতেজস্বী শুদ্ধচিত্ত (১১) যোগী সাধনার আরও পরিপাক দশায় আত্মার স্বাভাবিক স্বরূপ দেখিতে পান (রামা) । তিনি দেখেন, আত্মা প্রকৃতির অধীন নহেন, পরন্তু তিনিই প্রকৃতির প্রভু, নিয়ন্তা । সেই প্রভুঃ—আত্মা (৭৭) । কর্তৃত্বং ন সৃজতি—জীবের কর্তৃত্ব সৃষ্টি করেন না; অর্থাৎ জীবগণ যাহা কিছু করে, আত্মা তাহার প্রবর্তক নহেন । ন কৰ্ম্মাণি সৃজতি—লোকের গৃহ নির্মাণাদি কৰ্ম্মমালারও কর্তা হইবেন

আত্মার স্বরূপ, পার্থ, দেখে সেই জন ।
সেই দেখে,—যাচা কিছু করে জীবগণ
আত্মার আত্মা সে সকল কৰ্ম্ম কিছু না করায়,
অকৰ্ম্ম করে না জীবের কিছা কৰ্ম্ম সমুদায় ;
স্বরূপ ঘটায় সংযোগ কিছা কৰ্ম্মফল সনে
করে না হঃখী বা সুখী কভু জীবগণে ।
পূৰ্ব্বে কালে পূৰ্ব্বে জন্মে যে কৰ্ম্ম যে করে
সংস্কার রহে তা'র তাহার অন্তরে ।

স্বভাবই সেই পূৰ্ব্বে সংস্কার অনুরূপ ভাব
কৰ্ম্ম করায় যথাকালে ব্যক্ত হয় ;—ইহাই স্বভাব ।

এই যে স্বভাব পার্থ, ইহাই করায়

এ সংসারে ভাল মন্দ কৰ্ম্ম সমুদায় । ১৪ ।

নাদন্তে কস্তচিৎ পাপং ন চৈব স্কৃতং বিভুঃ ।

অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহুন্তি অস্তবঃ ॥ ১৫ ॥

না। ন কৰ্ম্মফলসংযোগঃ—অশুষ্টিত কৰ্ম্মের ফলে উৎপন্ন যে সুখ-দুঃখাদি, তাহার সহিত জীবের যে সংযুক্ত, তাহাও আত্মা করেন না। তবে এ সকল কোথা হইতে হয়? স্বভাবতঃ প্রবর্ততে—স্বভাবই কৰ্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। প্রাণিগণের জন্মান্তরকৃত কৰ্ম্মের অব্যক্ত সংস্কার, বাহ্য বর্ত্তমানে বশোপযুক্ত কালে প্রাকুরূপ কার্য্যে অভিব্যক্ত হয়, তাহার নাম স্বভাব (শং ১৮:৪১) অর্থাৎ পূৰ্ব্বকৰ্ম্ম-সংস্কারের নাম স্বভাব (জী)। সেই স্বভাবই জীবকে কখন পাপ কৰ্ম্মে, কখন পুণ্য কৰ্ম্মে আকৃষ্ট করে। স্বভাবই প্রবর্ত্তক। আমরা আপনিই কৰ্ম্ম করি, আপনিই আপনাদের অদৃষ্ট সৃষ্টি করি; আপনাদের লালার গুটিপোকায় মত আপনাই বৃদ্ধ হই। অজ্ঞ লোকেই সে সকল আত্মার কৰ্ম্ম বলিয়া মনে করে। ১৪।

তিনি আরও দেখেন যে, আত্মা বিভুঃ—পরিপূর্ণ; অর্থাৎ কোন দেহ-বিশেষে আবদ্ধ নহে, পরন্তু সৰ্ব্বব্যাপী। সেই আত্মা কস্তচিৎ পাপং ন আদন্তে—কাহারও পাপ গ্রহণ করে না। ন চ স্কৃতম্ এব—এবং কাহারও পুণ্যও গ্রহণ করে না। যে কৰ্ম্ম রাগদ্বेषাদি উৎপাদনে চিত্তকে কলুষিত করে, জ্ঞানকে আবৃত করে, তাহা পাপ; আর যাহা রাগদ্বেষাদি নষ্ট করিয়া চিত্তকে নিৰ্ম্মল করে, তাহা পুণ্য। সংসারদশাতে দেহরূপেও

সৰ্ব্বময় আত্মা,—পুনঃ দেখে সেই জন

আত্মাতে কা'রো পাপ কা'রো পুণ্য করে না বহন।

পাপপুণ্যও অজ্ঞানে জীবের জ্ঞান সমাচ্ছন্ন হয়

নাই, তাহা তাহাতে সকল জীব বিমোহিত হয়;

অজ্ঞানে তাই তা'রা তা'বে আত্মা করে সমুদয়

পাপ পুণ্য ভাল মন্দ বত কৰ্ম্ম হয়। ১৫।

জ্ঞানেন তু তদ্ অজ্ঞানং যেষাং নাশিতম্ আত্মনঃ।

তেষাম্ আদিত্যবজ্ জ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎ পরম্ ॥ ১৬ ॥

আত্মা প্রকৃতিকৃত কৰ্মোৎপন্ন পাপ-পুণ্য দ্বারা দগ্ধিত হয় না। জ্বা কুহুমের নিকটে শুভ্র ফটিকের রক্তিমতা ভাব যেমন, আত্মাতে পাপপুণ্যের সংযোগও তেমন। কিন্তু অজ্ঞানেন জ্ঞানম্ আবৃতং—জীবের জ্ঞান অজ্ঞানে আবৃত ; ৩৩৯ দেখ। তেন জন্তবঃ মুহুৰ্দ্ধি—তজ্জন্তু জীবগণ মুগ্ধ হয়।

১৪—১৫ শ্লোকের মৰ্ম্ম এই। যেমন অগ্নির সাহায্যে স্থালীতে রন্ধন হয়, কিন্তু রন্ধনের ভাল মন্দের জন্তু অগ্নি দায়ী নহে; অথবা যেমন আলোকের সাহায্যে চক্ষু বস্তু দর্শন করে, কিন্তু ভাল মন্দ দর্শনের জন্তু আলোক দায়ী নহে, আলোক দৃশ্য বিষয় প্রকাশ করিয়া দেয় মাত্র; তদ্রূপ আত্মার অধিষ্ঠানবশতই জীবের অন্তরে ভৌতৃত্বের উদয় হয় বটে, কিন্তু জীব আপন স্বভাবের বশে ভাল মন্দ কৰ্ম্ম করিয়া সুখ দুঃখ ভোগ করে, আত্মা তাহার জন্তু দায়ী নহে; আত্মা তাহার প্রকাশক মাত্র। স্বার্থপর প্রভুর গ্রাম আত্মা স্বীয় স্বার্থের জন্তু কাহাকেও কোন কৰ্ম্মে নিয়োগ করে না। জীবের অনাদি কৰ্ম্ম-সংস্কার-জনিত বাসনা বা কামট আত্ম-বিষয়ক সত্য জ্ঞানকে আবৃত করিয়া (৩৩৮-৩৯) তাহাকে কৰ্ম্মে প্রেরিত করে। কিন্তু অজ্ঞানমুগ্ধ জীব সেই বাসনার প্রেরণায় কৰ্ম্ম করিয়া মনে করে যে, আত্মা কৰ্ম্ম করিয়া ও কৰ্ম্ম করাইয়া সুখ দুঃখ—পাপ পুণ্য ভোগ করে। ১৫।

তু—পরন্তু। যেষাং তৎ অজ্ঞানং আত্মনঃ—জ্ঞানেন নাশিতং— ১৪এবং ১৫ শ্লোকোক্ত আত্মার স্বরূপ জ্ঞান লাভ করিয়া, যাহাদের সেই অজ্ঞান নষ্ট হইয়া যায়। বুদ্ধির রাজসিক ও তামসিক ভাব নষ্ট হইয়া

আত্মজ্ঞানে আত্মার স্বরূপ দেখি, কিন্তু ধনঞ্জয় !

অজ্ঞান নাশ যাহাদের সে অজ্ঞান দূরীভূত হয়,

তদ্বুদ্ধয়স্তদাত্মানস্তন্নিষ্ঠাস্তৎপরায়ণাঃ ।

গচ্ছন্ত্যপুনরারুতিং জ্ঞাননিধৃতকল্মষাঃ ॥ ১৭ ॥

বিজ্ঞাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি ।

শুনি চৈব শ্বপাকে চ পশুভাঃ সমদর্শিনঃ ॥ ১৮ ॥

তাহা হির শাস্ত নিশ্চল সাত্বিক হয়, ৪।৩৫ শ্লোক ও ৫।১১ শ্লোক দেখ । তেবাং তৎ জ্ঞানং পরং—পরমার্থ তত্ত্ব (শং), পূর্ণ ঈশ্বরস্বরূপ (ত্রী) প্রকাশরূতি । আদিত্যবৎ—যেমন সূর্য্য অন্ধকার নষ্ট করিয়া সমস্ত জগৎ প্রকাশ করে । ১৬।

তদ্বুদ্ধয়ঃ—সেই জ্ঞানে প্রকাশিত যে পরম তত্ত্ব, সেই তত্ত্বে যাঁহাদের বুদ্ধি অর্পিত । তদাত্মানঃ—যাঁহারা তন্ময় । তন্নিষ্ঠাঃ—সর্বদা তাহাতে নিষ্ঠাযুক্ত । তৎপরায়ণাঃ—তাঁহাটো যাঁহাদের পরম আশ্রয় । জ্ঞাননিধৃত-কল্মষাঃ—জ্ঞানে যাঁহাদের কল্মষ, পাপাদি দোষ নিরস্ত হইয়া যায় । তাঁহারা অপুনরারুতিং গচ্ছন্তি—আর পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হইবেন না । ১৭ ।

সেই জ্ঞান যাঁহারা লাভ করিয়াছেন, সেটো জ্ঞানিগণের হৃদয়ে যে সকল

ও পরম তাঁ'দের হৃদয় মাঝে আদিত্য সমান
জ্ঞানের আপনি কুটির উঠে সে পরম জ্ঞান,
বিকাস যে জ্ঞান হে নরবর, তাঁদের অন্তরে
পরমার্থ গূঢ় তত্ত্ব প্রকাশিত করে । ১৬ ।
এরূপে পরম তত্ত্ব পেয়ে, ধনঞ্জয় !

তাঁহাতে যাঁহা বুদ্ধি অবিচল হয়,
সেই জ্ঞানীর তাঁহাতেই নিষ্ঠা, রহে তাঁহাতেই মন,
যুক্তিলাভ করেন তা'তেই মাত্র আশ্রয় গ্রহণ,
জ্ঞানের পবিত্র তোরে ধোত পাপতার
যা'ন সেথা যেথা হ'তে না আসেন আর । ১৭ ।

ইহৈব তৈ জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ ।

নির্দোষঃ হি সমঃ ব্রহ্ম তস্মাদ্ ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ ॥ ১৯ ॥

সদ্বশুণের বিকাশ হয়, ১৮—২৬ শ্লোকে তাহা বলিতেছেন । পণ্ডিতাঃ—
সেই পণ্ডিতগণ । বিজ্ঞাবিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণে, গবি, হস্তিনি ত্ত্বনি স্বপাকে
চ—সদ্ব্রাহ্মণ, গো, কুকুর, চণ্ডাল ও হস্তীতে । সমদর্শিনঃ—সমদর্শী হয়েন ।
তাঁহারা সমগ্র জগৎকে ব্রহ্মময় দেখেন, স্মৃতরাং তাঁহাদের কাছে সকলই
সমান ; ৬।৩২ টীকা দেখ । ১৮ ।

এই রূপে, যেষাং মনঃ সাম্যে স্থিতং—যাহাদের মন সর্বত্র সমভাবে
বিরাজিত ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত । তৈঃ ইহ এব সর্গঃ জিতঃ—এই জীবদ্দশাতেই
তাঁহাদের সংসার নিরস্ত হয় । কারণ (হি) ব্রহ্ম নির্দোষঃ সমঃ—নির্দোষ-
ভাবে সম, Absolute homogeneity ; তাঁহাতে স্বজাতীয়, বিজাতীয়,
স্বগত, দেশ, কাল প্রভৃতি কোন ভেদ নাই, তিনি সমস্ত ভেদরহিত

জ্ঞানের আলোকে দীপ্ত যাহার হৃদয়,

সেই জানী উত্তম অধম তাঁর তুল্য সমুদয় ;—

সর্বভূতে বিজ্ঞা ও বিনয়যুক্ত ব্রাহ্মণ উত্তম,

সমদর্শী গো, হস্তী, কুকুর কিম্বা চণ্ডাল অধম,
এক আত্মা জানি সেই সবার অন্তরে,
পণ্ডিত সমান চক্ষে সবে দৃষ্টি করে । ১৮ ।

সর্বত্র একরূপ যার সমদৃষ্টি হয়

সেই সংসারেই থাকি করে সংসার বিজয় ।

জানীর ব্রহ্মে নাই গুণময়ী প্রকৃতির দোষ,

ব্রাহ্মী হিতি সর্বত্র সম সে ব্রহ্ম,—সর্বাত্মে নির্দোষ ।

এই জ্ঞান লাভ করি সেই জ্ঞানবান্

এ সংসারের ব্রহ্মভাবে করে অবস্থান । ১৯ ।

ন প্রকৃষ্ণে প্রিয়ং প্রাপ্য নোদ্বিজেৎ প্রাপ্য চাপ্রিয়ম্ ।

স্থিরবুদ্ধিরসংযুতো ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মণি স্থিতঃ ॥ ২০ ॥

বাহ্যস্পর্শেষসক্তাত্মা বিন্দত্যাত্মনি যৎ সুখম্ ।

স ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা সুখম্ অক্ষয়ম্ অশ্নুতে ॥ ২১ ॥

“একমেবাদ্বিতীয়ম্” । ব্রহ্ম সর্ব জীবের হৃদয়ে থাকিলেও, জীবের প্রকৃতি-জাত রাগদ্বেষাদি দোষে কখন লিপ্ত করেন না, ত্রিগুণভেদে ভিন্ন করেন না । তিনি নিরঞ্জন, নিগুণ, আকাশবৎ সর্বত্র সম, নির্দোষ সম । তন্মাত্র—এই সমদর্শন হইতে । তে ব্রহ্মণি স্থিতাঃ—ব্রাহ্মী স্থিতি লাভ করেন ; নির্জিকার সৎ-চিত্ত-আনন্দময় ভাবে অবস্থান করেন । ১৯ ।

তিনি ব্রহ্মবিৎ হইয়া ব্রহ্মণি স্থিতঃ—ব্রহ্ম ভাবে অবস্থিতি করেন । প্রিয়ং প্রাপ্য ন প্রকৃষ্ণে, অপ্রিয়ং চ প্রাপ্য ন উদ্বিজেৎ (২।৫৬ দেখ) । স্থিরবুদ্ধিঃ—স্থিতপ্রজ্ঞ । অসংযুতঃ—যোক্তবর্জিত । ২০ ।

তিনি বাহ্যস্পর্শেষু অসক্তাত্মা—ইন্দ্রিয়ভাগা বাহ্য বিষয়ে অনাসক্তচিত্ত হইয়া । আত্মনি যৎ সুখং—অন্তঃকরণে প্রকাশমান যে সাত্বিক

শ্রদ্ধা যে একবিৎ ব্রহ্ম স্থিতি যার,
সিদ্ধগোপা ইষ্টে লাভে ভ্রম নাট কখন তীহার ;
উদ্ভানিতে অনিষ্ট সন্ধারে তাঁর উদ্বেগ না হয়
নির্জিকার স্থিরবুদ্ধি, তাঁর হৃদে মোহ নাট রয় । ২০ ।
 অনাসক্ত থাকি বাহ্য ইন্দ্রিয়-বিষয়ে
অনাসক্ত জাগে যে সাত্বিক সুখ তীহার হৃদয়ে,
যোগীর আপনার অন্তরের সে সুখ-উচ্ছ্বাসে
সুখ ব্রহ্মবিৎ সেই জ্ঞানী নিরন্তর ভাসে ।
 নিরন্তর ব্রহ্মে রাখি নিবিষ্ট হৃদয়
 করেন সে সুখ ভোগ, যে সুখ অক্ষয় । ২১ ।

যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখযোনয় এব তে ।

আত্মস্তুবন্তঃ কোন্তেয় ন তেষু রমতে বুধঃ ॥ ২২ ॥

শক্ৰোতীহৈব যঃ সোঢ়ুং প্রাক্ শরীরবিমোক্ষণাৎ ।

কামক্রোধোন্তবং বেগং স যুক্তঃ স সুখী নরঃ ॥ ২৩ ॥

সুখ (১৮।৩৭) । তৎ বিন্ধতি—লাভ করেন । ব্রহ্মযোগযুক্তায়া—ব্রহ্মে নিবিষ্টমনা । সঃ অক্ষয়ং সুখম্ অশ্নুতে । অনাসক্তি শব্দের অর্থ দ্রী, পুত্র, বন্ধু, বা অর্থাদি বিষয়ে প্রীতিশূন্যতা নহে । আসক্তি ও প্রীতি এক বস্তু নহে । যিনি তত্ত্বদর্শী, তাহার পক্ষে, সর্ব ভূতে ঈশ্বর আছেন জানিয়া, সেই সেই বস্তুতে যে প্রীতি, তাহা আসক্তি নহে এবং তাহা ত্যাগ্য নহে । ২১ ।

তিনি বাহ্য সুখ চাহেন না ; কারণ, সংস্পর্শজাঃ যে ভোগাঃ—বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগ হইতে উৎপন্ন যাহা কিছু ভোগ-সুখ । তে দুঃখযোনয়ঃ এব—সে সকল দুঃখের যোনি অর্থাৎ কারণ মাত্র । আত্মস্তুবন্তঃ—তাহাদের আরম্ভ ও শেষ আছে ; আসে আবার যায় । অতএব বুধঃ তেষু ন রমতে—জানী সে সকলে প্রীতি লাভ করেন না । ২২ ।

কাম-ক্রোধ-জনিত আবেগ—বাসনা, ভাবনা চিত্তকে চঞ্চল করিয়া তাহার সমতা ও শান্তি নষ্ট করে । কিন্তু যঃ শরীরবিমোক্ষণাৎ প্রাক্—দেহত্যাগের পূর্ব পর্য্যন্ত অর্থাৎ যাবজ্জীবন (ত্রী) । কামক্রোধোন্তবং

বিষয়-সন্তোগ হ'তে সুখ যাহা হয়

বিষয়সুখ

দুঃখের কারণ মাত্র তাহা সমুদয় ।

দুঃখের

কোন্তেয়, সে সুখ যত আসে পুনঃ যায় ;—

হেতুমাত্র

বুধগণ প্রীতি লাভ নাহি করে তার । ২২ ।

কামের ক্রোধের বেগ, তন নরবর !

কামক্রোধ-

নির্মল সুখের পথে বিঘ্ন নিরন্তর ।

যোহন্তঃসুখোহন্তরারামস্তথাস্তর্জ্যোতিরেব যঃ ।

স যোগী ব্রহ্মনির্বাণং ব্রহ্মভূতোহধিগচ্ছতি ॥ ২৪ ॥

বেগং—কামক্রোধ হইতে উৎপন্ন শারীরিক এবং মানসিক বিকার । ইহ
এব—তাহা উৎপন্ন হওয়া যাত্রেই, অর্থাৎ বাহ্য বিষয়ে প্রবর্তিত হওয়ার
পূর্বেই (শ্রী) । যঃ সোচ্চুং শক্নোতি—যে ব্যক্তি সহ্য বা প্রতিরোধ
করিতে সমর্থ হয় । সঃ যুক্তঃ—সেই ব্যক্তি যোগে যুক্ত, স্থির নিশ্চলচিত্ত ।
সঃ নরঃ সুখী । ২৩ ।

কাম-ক্রোধাদিজনিত আবেগই নির্মূল আনন্দ ভোগের বিঘ্ন । কিছু
চাহিতেছি কিন্তু পাইতেছি না, ফল ভুঞ্জে, ক্রোধ । অতএব যখন কাম-
ক্রোধাদির জয় হয়, বাহ্য বিষয়ের প্রত্যাশা আর থাকে না, তখন জীব
আপনার অন্তরে আপনি সুখী, আহার্য্যাম হয় । এইরূপে যঃ অন্তঃসুখঃ,
অন্তরারামঃ । আরাম—প্রীতি, আনন্দ । তথা এব চ অন্তর্জ্যোতিঃ—
অন্তর্দৃষ্টি । ব্রহ্মভূতঃ—যে ব্রহ্মভাবে প্রাপ্ত হইয়াছে । স যোগী ব্রহ্মনির্বাণম্
অধিগচ্ছতি—সেই কন্মযোগী ব্রহ্মনির্বাণ লাভ করে । ২৪ ।

ভদ্রী নবট সে হেতু, সে বেগ চিন্তে উন্নিত যেমন
যোগী এবং অমনি যে পারে তারে করিতে দমন ;
সুখী আমরণ করে ছেন কামক্রোধে জয়,
তারই চিত্ত যোগে যুক্ত—সেই সুখী হয় । ২৩ ।
কাম-ক্রোধ-জয়ী সেই যোগী ধনঞ্জয়,
আহার্য্যামীর আপন অন্তর সুখে নিত্য সুখী রয়,
ব্রহ্মনির্বাণ বাহ্য বস্তু ত্যজিয়া অন্তরে ক্রীড়া করে,
দৃষ্টি রাখে নিরন্তর অন্তরে অন্তরে ;
নির্জিকার ব্রহ্মভাবে করি অবস্থান
শান্তিময় ব্রহ্মপদে লভে সে নির্বাণ । ২৪ ।

লভন্তে ব্রহ্মনির্ব্বাণম্ ঋষয়ঃ ক্রীণকল্মষাঃ ।

ছিন্নদ্বৈধা যতাত্মানঃ সর্বভূতহিতে রতাঃ ॥ ২৫ ।

কামক্রোধবিকৃতানাং যতীনাং যতচেতসাম্ ।

অভিতো ব্রহ্মনির্ব্বাণং বর্ততে বিদিতাত্মনাম্ ॥ ২৬ ॥

পূর্ব্বোক্ত গুণসম্পন্ন ঋষয়ঃ—তত্ত্বদর্শী জ্ঞানিগণ । ঋষ্ দর্শনে । তত্ত্ব
যিনি প্রত্যক্ষ করেন, তিনি ঋষি । ক্রীণকল্মষাঃ—যাহাদের পাপক্ষয়
হইয়াছে । ছিন্নদ্বৈধাঃ—সর্ব সংশয় ছিন্ন হইয়াছে । যতাত্মানঃ—দেহ মন
সংযত হইয়াছে । এবং সর্বভূতহিতে রতাঃ । তাঁহারা ব্রহ্মনির্ব্বাণ
লভন্তে । পাঠক দেখিবেন, ব্রহ্মবিৎ ঋষিগণও লোকহিতকর কর্মে
প্রবৃত্ত । ২৫ ।

কামক্রোধ হইতে বিযুক্তানাং যতচেতসাং বিদিতাত্মনাং—আত্মতত্ত্ব
যাহারা বিদিত হইয়াছেন । তাদৃশ যতীনাং । অভিতঃ—উভয়তঃ, জীবিত
ও মৃত উভয় অবস্থাতেই (৭৭, ত্রী) । ব্রহ্মনির্ব্বাণং বর্ততে । তাঁহারা
যে কেবল দেহান্তেই মুক্ত তাহা নহে, পরন্তু জীবদশাতেও মুক্ত । যতী—
সংযতেন্দ্রিয় সন্ন্যাসী । ২৬ ।

	এই ভাবে যাহাদের ক্রীণ পাপচয়,
<u>জীবহিতে</u>	বশীভূত দেহ মন, বিগত-সংশয়,
<u>জ্ঞানীর</u>	সর্বভূতহিতে রত সেই ঋষিগণ
<u>কণ্ঠ</u>	ব্রহ্মানন্দ লাভ করি জুড়ায় জীবন । ২৫ ।
	কাম নাই, ক্রোধ নাই, সংযত হৃদয়,
	পরমার্থ-তত্ত্ববেত্তা সন্ন্যাসি-নিচয়,
	এ দেহে দেহান্তে কিবা ব্রহ্মানন্দে রয়,—
	জীবনে মরণে তাঁরা মুক্ত, ধনঞ্জয় ! ২৬ ।

স্পর্শান্ কৃতা বহির্বাশাংশ্চক্ষুশ্চৈবাস্তরে ভ্রুবোঃ ।

প্রাণাপানৌ সমৌ কৃতা নাসাত্যস্তরচারিণৌ ॥ ২৭ ॥

যতেन्द्रিয়মনোবুদ্ধি মূৰ্ণি মৌক্ষপরায়ণঃ ।

বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধো যঃ সদা মুক্ত এব সঃ ॥ ২৮ ॥

একপে ধ্যানযোগের কথা বলিতেছেন । ধ্যানযোগে কৰ্ম্মযোগের অন্তর্গত যোগ-যজ্ঞ (৪:২৮) এবং “কন্মযোগের শীর্ষস্থানীয়” (বল), উচ্চতম সোপান । ইহার দ্বারা চিত্তের সমস্ত চাক্ষুশ্য নিবৃত্ত হয় । তখন সেই স্থির চিত্তে একের নিগুণ অক্ষর আশ্রয় আর তাঁহার সত্ত্ব পরমেশ্বরভাব, দুইই প্রতিভাত হয় । ২৭—২৮ শ্লোকে তাহা বলিতেছেন । এই দুই শ্লোক, পরবর্তী ষষ্ঠ অধ্যায়ের সূত্ররূপ ।

বাহ্যান্ স্পর্শান্ বহিঃ কৃতা—বাহ্য বিষয় সকল বাহিরে রাখিয়া । কাম্য বিষয় সকল চিন্তাধারা মনোমধ্যে প্রবেশ করে, অতএব তদ্বিষয়ক চিন্তা পরিত্যাগ করিলে তাহারা মনোমধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না (ত্রি) । চক্ষুঃ চ ভ্রুবোঃ অস্তরে এব (কৃতা)—ক্রমদ্যে চক্ষু অর্থাৎ দৃষ্টি স্থাপন

কেমনে নিৰ্ভাম কৰ্ম্মে চিত্ত শুদ্ধ হয়,
কেমনে নিশ্চল চিত্তে জ্ঞানের উদয়,
কেমনে জনম মাঝে নিশ্চল সে জ্ঞান,
প্রকাশে আদিত্যবৎ পূর্ণ ভগবান,
যে জ্ঞানে না রয় চিত্তে মিশ্রা ভেদ জ্ঞান,
ব্রাহ্মণ চণ্ডাল—বাহে সকলি সমান,
যে জ্ঞানে সন্ন্যাসী থাকি অস্তরে অস্তরে
অবিগল জীবহিতে সদা কৰ্ম্ম করে,—
বলেছি সকল,—এবে করহ শ্রবণ
বাহ্য হ’তে হয় ব্রহ্ম-রূপ দর্শন ।

ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্বলোকমহেশ্বরম্ ।

সুহৃদং সর্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমুচ্ছতি ॥ ২৯ ॥

ইতি সন্ন্যাস-যোগো নাম পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ।

করিয়া। নাসাত্যন্তরচারিণৌ প্রাণ-অপানৌ সমৌ কৃত্বা—নিশ্বাস ও প্রশ্বাসকে সমান করিয়া নির্দিষ্ট পরিমাণে শ্বাস গ্রহণ কর; নির্দিষ্ট পরিমাণে নিশ্বাস ত্যাগ কর। শ্বাস প্রশ্বাস ঠিক তালে তালে গ্রহণ ও ত্যাগ করিতে হয়। এইরূপে শ্বাস যজ্ঞের কার্য্য নিয়মিত করিলে তদ্বারা সমস্ত দেহ যজ্ঞের অসামঞ্জস্য দূর হয়। (কৰ্ম্মযোগে বিবেকানন্দ)। যঃ মুনিঃ সংযত-ইন্দ্রিয়-মনঃ-বুদ্ধিঃ বিগত-ইচ্ছা-ভয়-ক্রোধঃ হইয়াছেন। স সদা মুক্তঃ এব—তিনি এ দেহে বা দেহান্তে সর্বদা মুক্তই। মুক্তি বা ব্রহ্মনির্বাণ—২।৭২ শ্লোকের ব্যাখ্যা দেখ। ২৭—২৮।

এইরূপ ধ্যানযোগে তাঁহারা আমাকেই (শং) যজ্ঞ-তপসাং ভোক্তারং

ধ্যানযোগে কাম্য বিষয়ের চিন্তা উদিলে মানসে

ব্রহ্মনির্বাণ চিন্তাচারে সে সকল মনোমাত্মে পশে,

অতএব সেই চিন্তা ত্যজি, ধনঞ্জয় !

মনের বাহিরে রাখি সে সব বিষয়,

ক্রমুগল মধ্যে দৃষ্টি করিয়া স্থাপন,

প্রাণ ও অপান নামে যে দুই পবন

নিশ্বাস প্রশ্বাস রূপে নাসায় সঞ্চারে,

সে দুয়ে যে সংযমিত করিয়া অন্তরে,

যতনে দুয়ের বেগ সমান করিয়া,

ইন্দ্রিয় ও মন বুদ্ধি স্বৰূপে রাখিয়া,

ত্যাজে ইচ্ছা ভয় ক্রোধ, মোক্ষপরায়ণ,

সদা মুক্ত সেই জন, কোরব-নন্দন ! ২৭—২৮ ।

অধ্যায়] ঈশ্বরকেই সর্বকর্তা ও সর্ব-সুহৃদরূপে দর্শনে শাস্তি । ২১৫

—সমুদায় যজ্ঞ তপস্তার অর্থাৎ বাবতীর কৰ্ম্মের ভোক্তা, Enjoyer. ৯।২৪ দেখ । সর্বলোক-মহেশ্বর—সমগ্র বিশ্বের মহান্ ঈশ্বর supreme controller. (১৩।২২ দেখ) । সর্বভূতানাং সুহৃদং জ্ঞাত্বা, শাস্তিম্ প্রাপ্তি—শাস্তি লাভ করেন । এই শাস্তিই সর্ব সাধনার চরম লক্ষ্য । শাস্তির জন্যই কৰ্ম্ম ও জ্ঞান । তর্ক যুক্তি বা অধ্যয়নের দ্বারা তত্ত্ব দর্শন হয় না, যোগজ দৃষ্টিতেই হয় । তখনই প্রকৃত শাস্তি লাভ হয় ।

পঞ্চম অধ্যায় শেষ হইল । অর্জুন সন্ন্যাস গ্রহণে ইচ্ছুক । কিন্তু সন্ন্যাসের প্রকৃত অর্থ তিনি বুঝেন নাট । বরং কৰ্ম্ম-সন্ন্যাসের অর্থ কৰ্ম্মভাগ বুঝিয়া বলিতেছেন যে, কৰ্ম্মসন্ন্যাস (কৰ্ম্মভাগ) এবং কৰ্ম্মযোগ (নিকাম কৰ্ম্মাচরণ) এই দুয়ের মধ্যে কোনটী ভাল, তাহা আমাকে বলুন । অতএব ভগবান্ প্রকৃত সন্ন্যাস কি, তাহা বলিতেছেন ।

কৰ্ম্মভাগ মাত্র সন্ন্যাস নহে । পরন্তু রাগদেব বিমুক্ত হইয়া নিম্প্রহ ভাবে যে কৰ্ম্ম করে, তাহাই ষণার্থ সন্ন্যাস । কৰ্ম্মযোগানুষ্ঠানে যাহার রাগদেবাদি দূরীভূত হইয়া চিত্ত শুদ্ধ সাংখ্যিক ভাবাপন্ন হইয়াছে তাহারই আদিত্যবৎ জ্ঞানের বিকাশ হয় (১৬) । তিনি প্রকৃত তদ্বিৎ হইয়া প্রকৃতিকৃত দর্শন শ্রবণাদি কৰ্ম্ম, আত্মার কৰ্ম্ম নহে বলিয়া বুঝেন । তিনি ব্রহ্মে সর্ব কৰ্ম্ম অর্পণপূর্বক, পদ্মপত্রজ জলের ভায়, কেবল মেহাদির দ্বারা কৰ্ম্ম করেন (৭—১১) । সে কৰ্ম্ম সকল আমি করিলাম

এই ভাবে যোগী যবে যোগে মগ্ন হয়,

এ বিশাল বিশ্বে দেখে আমি সর্বময় ;

যোগে

আমি সর্ব যজ্ঞ তপস্তার ভোক্তা,

ঈশ্বরদর্শনে

সর্ব লোক মাঝে আমি মহেশ্বর,

শাস্তি

আমি সর্ব ভূতে নিরপেক্ষ বহু,

জানিয়া অন্তরে শাস্তি পাই নর । ২৯

বা করাইলাম, একপ ধারণা তাঁহার থাকে না (১৩)। কর্মে আসক্তি হইতেই সংসার বন্ধন ঘটে ; সেই আসক্তি না থাকার তাঁহার সে সংসার-বন্ধন ঘটে না (১২)।

সেই জ্ঞানী আত্মার প্রকৃত স্বরূপ দর্শন করেন (১৪—১৫)। তাঁহার নিকট ব্রাহ্মণ চণ্ডাল সমান—সমস্তই ব্রহ্মময়। তাঁহার ব্রাহ্মী স্থিতি লাভ হয় (১৮—১৯)। তত্ত্বদর্শী স্থিরবুদ্ধি সেই ঋষিগণের চিন্তে পাপ থাকে না, কোন দ্বিধা থাকে না, চর্যোদ্ধেগের চাঞ্চল্য থাকে না। তাঁহারাই আত্মারাম সন্ন্যাসী। তাঁহারাই কামক্রোধে বিচলিত না হইয়া সর্বভূতহিতকর কর্মে প্রবৃত্ত থাকেন। ঈদৃশ নিষ্কাম সর্বভূতহিতৈষী তত্ত্বদর্শী ঋষিগণ সদাই ব্রহ্মে যোগযুক্ত এবং সর্বাবস্থাতেই মুক্ত (২০—২৮)। তাঁহারি ধ্যানযোগে ঈশ্বরকে সর্বলোকমহেশ্বর এবং সকলের সুহৃদ্রূপে প্রত্যক্ষ করিয়া শান্তি লাভ করেন (২৯)।

জ্ঞানে অবস্থিত হইয়া স্থির শান্ত নিঃশ্লিষ্ট নিম্পৃহ চিন্তে যে সর্বভূত-হিতকর কর্মে প্রবৃত্ত থাকে, সেই সন্ন্যাসী। তীব্র কর্মচেষ্টার সহিত অনন্ত শান্তি—এই শিক্ষা গীতার প্রত্যেক পৃষ্ঠার স্বর্ণাকরে দেদীপ্যমান;—ইহাই গীতার সন্ন্যাসযোগ, ইহাই গীতার কর্মযোগ ও সাধন-তত্ত্ব। দ্বিতীয় শ্লোকে কর্মযোগ নিঃশ্রেয়সকর এবং কর্মসন্ন্যাস অপেক্ষা বিশিষ্ট বলিয়াছেন। সেই কথাই সমগ্র পঞ্চম অধ্যায়ে বুঝাইলেন।

— ০ —

অন্তরে সন্ন্যাসী থাকি পার্থ কর্ম করে,
আসক্তির কূপে কেন “দাস” ডুবে মরে !

সন্ন্যাস-যোগ নামক পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ।

ষষ্ঠোঃধ্যায়ঃ ।

— — — — —
ধ্যান-যোগঃ ।
— — — — —

শ্রীভগবান্ উবাচ ।

অনাশ্রিতঃ কৰ্মফলং কাৰ্ণাং কৰ্ম্য কৰোতি যঃ ।

স সম্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নি ন চাক্রিয়ঃ ॥ ১ ॥

কন্মে শুদ্ধ মন

জিতেন্দ্রিয়গণ

কি উপায়ে যোগ করেন সাধন,

অস্থির জন

কি সে স্থির হয়,—

ষষ্ঠ কৃষীকেশ করিলা বর্ণন ।—বলদেব ।

• ৫ অঃ ১৭—২৮ শ্লোক যে ধ্যানযোগ সূত্রিত হইয়াছে ষষ্ঠ অধ্যায় তাহার বিস্তৃতি । চতুর্থ অধ্যায়ে কৰ্ম্যযোগের অন্তর্গত বিবিধ যজ্ঞের কথা উক্ত হইয়াছে, যথা—ইন্দ্রিয়গণকে সংযমায়িত হোম, বিষয় সকলকে ইন্দ্রিয়ায়িত হোম (৪২৬), সমুদায় প্রাণকৰ্ম্য ও ইন্দ্রিয়কৰ্ম্যকে আত্ম-সংযমযোগায়িত হোম (৪২৭) অপান বায়ুতে প্রাণ বায়ুর হোম, প্রাণ বায়ুতে অপান বায়ুর হোম (৪২৮) ইত্যাদি । এষ্ট সমস্তই এষ্ট অধ্যায়ে

শ্রীভগবান্ কহিলেন ।

ধ্যানযোগ আচরণে

যুক্ত হয় যোগীগণে

সংক্ষেপে বা' বলেছি তোমার,

কিবা তা'র আচরণ

কিরূপ সে যোগী জন,

সবিস্তারে তুমি পুনরায় ।

বর্ণিত ধ্যানযোগের অন্তর্গত। পূর্বোক্ত সন্ন্যাসযোগ ও এই ধ্যানযোগ আত্মবিজ্ঞানলাভের শেষ সাধন। ধ্যানযোগ কৰ্মযোগেরই উচ্চতম অঙ্গ। সম্পূর্ণ ইন্দ্রিয়সংযম ব্যতীত কৰ্মযোগ সিদ্ধ হয় না। পূর্ণ ইন্দ্রিয়সংযমের জ্ঞাত ধ্যানযোগের প্রয়োজন; অতঃপর সেই ধ্যানযোগের উপদেশ দিতেছেন। ইহা পাতঞ্জল দর্শনোক্ত অষ্টাঙ্গ যোগ সাধনার প্রায়শঃ অনুরূপ।

পাতঞ্জল দর্শনের অনুবর্তী যোগিগণ সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী। গীতার যোগিগণকেও পাছে সেইরূপ কৰ্মত্যাগী সন্ন্যাসী মনে হয়, তজ্জ্ঞাত ভগবান্ অগ্রে সেই যোগীর লক্ষণ বলিতেছেন।

কৰ্মফলম্ অনাশ্রিতঃ যঃ কার্য্যং কৰ্ম কৰোতি—কৰ্মফলের আশা না রাখিয়া (২।৪৮) যিনি আপন কর্তব্য কৰ্ম সকল করিয়া থাকেন। সঃ সন্ন্যাসী চ যোগী চ—তিনিই প্রকৃত সন্ন্যাসী এবং তিনিই প্রকৃত যোগী; ৫।৩ দেখ। নিরগ্নিঃ ন—অগ্নিহোত্রাদি ইষ্টকৰ্মবর্জিত সন্ন্যাসী প্রকৃত যোগী নহে। অক্ৰিয়ঃ চ ন—এবং যজ্ঞাদি লোক-হিতকর পূৰ্ত্ত কৰ্মত্যাগী ব্যক্তিও প্রকৃত যোগী নহে। এ যোগী কৰ্মযোগী। ১।

তাজি মাত্র লোকধৰ্ম,

অগ্নিহোত্র আদি কৰ্ম

যতিবেশে সন্ন্যাস না হয়,

কিবা তাজি যজ্ঞ ব্রত

শাস্ত্রমত কৰ্ম যত

যোগীর

নিষ্কন্ডা হলেই যোগী নয়।

লক্ষণ কৰ্ম-ফল-তৃষ্ণা যত

পরিহরি অবিরত

নিত্য কৰ্মে যিনি মনোযোগী

পাৰ্ধ, সেই মহাজন

যথার্থ সন্ন্যাসী হ'ন,

যথার্থ তিনিই হ'ন যোগী। ১।

যং সন্ন্যাসম্ ইতি প্রাহু যোগং তং বিদ্ধি পাণ্ডব ।

ন হসংযুক্তসংকল্পো যোগী ভবতি কশ্চন ॥ ২ ॥

আকুরুক্ষোমূর্নৈর্যোগং কৰ্ম কারণম্ উচ্যতে ।

যোগাক্রুতস্ত তস্মৈব শমঃ কারণম্ উচ্যতে ॥ ৩ ॥

যং সন্ন্যাসম্ ইতি প্রাহঃ—যাহাকে সন্ন্যাস বলা যায় । তং যোগং বিদ্ধি—তাড়াই কৰ্মযোগ জানিও (শ্রী, রামা) । যেহেতু (হি) অসংযুক্তসংকল্পঃ কশ্চন—কৰ্মী হউক বা জ্ঞানী হউক, কাম্য কৰ্ম বা কৰ্মফলবিষয়ে সঙ্কল্প ত্যাগ করিতে না পারিলে কেহই । যোগী ন ভবতি—যোগী হয় না । কৰ্মযোগীই—সন্ন্যাসী । ৫৩ শ্লোকেও এই তত্ত্বই উপদিষ্ট হইয়াছে । যোগী—৩৩ টীকা এবং দ্বিতীয় পরিশিষ্ট দেখ । ২ ।

যোগম্ আকুরুক্ষোঃ মূনৈঃ—যোগে আরোহণ অর্থাৎ যোগজ জ্ঞান লাভ করিতে যাহার ইচ্ছা, কিন্তু এখনও তাহা লাভ হয় নাই । তাঁহার পক্ষে, কৰ্ম তদারোহণে কারণম্ উচ্যতে—কারণ বলিয়া কথিত হয় ; তাঁহাকে কৰ্মযোগ সাধন করিতে হয় । কারণ—সাধন, উপায় । যোগাক্রুতস্ত তস্ত এব—আবার যোগে আক্রুত হইলে, অর্থাৎ সেই জ্ঞান লাভ হইলে পর, তখন তাঁহারই পক্ষে । শমঃ কারণম্ উচ্যতে—শমকেই কারণ বলা হয় ।

যাহারে সন্ন্যাস কর

তাই কৰ্মযোগ হয়

যোগ ও

জানিবে, হে পাণ্ডুর নন্দন !

সন্ন্যাস

যেই জন এ সংসারে

সঙ্কল্প ত্যজিতে নারে,

এক

যোগী হ'তে পারে না সে জন । ২ ।

যোগী হ'তে ইচ্ছা যার,

কৰ্মই সাধন তা'র,

কৰ্মই সে সিদ্ধ যোগধৰ্ম্ম ;

যবে যোগে সিদ্ধ হয়

স্থির শান্ত চিত্তে রয়,

বিনিবৃত্ত সদা সর্ব কৰ্ম্মে । ৩ ।

যদা হি নেন্দ্রিয়ার্থেষু ন কৰ্ম্মস্বশ্লুষজ্জতে ।

সৰ্বসংকল্পসন্ন্যাসী যোগাক্রুতস্তদোচ্যতে ॥ ৪ ॥

এখানে শম শব্দের অর্থ-সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের মধ্যে মতভেদ আছে । আমাদের সে বিষয়ে তর্কবিতর্কে প্রয়োজন নাই । পর শ্লোকে ভগবান্ আপনিই যোগাক্রুতের লক্ষণ বলিয়াছেন । তাহা হইতে আমরা ইহার অর্থ বুঝিব । ৩ ।

কখন সাধককে যোগাক্রুত, যোগী বলা যায় ? যদা হি ইন্দ্রিয়ার্থেষু—যখন সাধক ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয় সকলে । এবং কৰ্ম্মস্ব—সেই বস্তু লাভের উপায়ভূত কৰ্ম্ম সকলে । ন অশ্লুষজ্জতে—আসক্ত হয় না । এবং সৰ্ব-সঙ্কল্প-সন্ন্যাসী—সেই আসক্তির মুগ্ধভূত তদ্বিষয়ক সঙ্কল্প সকল ত্যাগ করে । তদা যোগাক্রুত উচ্যতে । তখন তাঁহাকে যোগাক্রুত বলা হয় ।

এখন পূর্ব শ্লোকের মর্ম্ম বুঝিব । এখানে দেখি, “যোগাক্রুত” ব্যক্তি সঙ্কল্পত্যাগী, কন্ম্যে আসক্তিত্যাগী । কন্ম্যত্যাগী নহে । সঙ্কল্প ও আসক্তি বা কামই যোগের অন্তরায় ; ৫২৩ দেখ । এই সঙ্কল্প ও আসক্তি নষ্ট করিয়া সর্বদা অন্তঃকরণকে সংযত হির শান্ত রাখিতে পারিলেই, যোগে

অতঃপর কাহি তুন, কেমন সে জন ।

যোগাক্রুত বলি যারে জানে সাধুগণ ।

এ সংসার মাঝে আছে ভোগ্য বস্তু যত

যোগাক্রুত কৰ্ম্ম হতে সে সকল মিলে, হে ভারত !

যোগীর সেই কৰ্ম্ম আর সেই ভোগের বিষয়ে

লক্ষণ সঙ্কল্প হইতে কন্ম্যে আসক্তি হ্রদয়ে ।

তাজি সে আসক্তিমূল সঙ্কল্প-নিচর,

কৰ্ম্ম আর কৰ্ম্মজাত ভোগের বিষয়,

অনাসক্ত চিত্তে যোগী রহেন যখন,

যোগাক্রুত কহে তাঁরে পণ্ডিত তখন । ৪ ।

উক্রেদেদ্ আত্মনাত্মানং নাত্মানম্ অবসাদয়েৎ ।

আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধু রাত্মৈব রিপুৱাত্মনঃ ॥ ৫ ॥

আকৃষ্ট থাকি যায় । অতএব শম শব্দের অর্থ অন্তরেস্ত্রিষের সংযম, অর্থাৎ
অন্তঃকরণের স্থিরতা বা শান্তি । গীতার ১০৪ ও ১৮।৪২ শ্লোকেও এই
অর্থেই শম শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে । সিদ্ধি লাভের পরও শরীর থাকে,
আর শরীর থাকিলেই কৰ্ম্ম থাকে ; কিন্তু কৰ্ম্ম থাকিলেও তিনি “ন
কৰ্ম্মসু অনুবজ্জতে”—সেই কৰ্ম্ম সকলে আসক্ত হয়েন না ; সুতরাং
তাহাতে তাঁহার যোগের বিষয় হয় না । ৩য় শ্লোকের ব্যাখ্যায়
তিলক বলেন,—যোগারোহণে ইচ্ছাযুক্ত ব্যক্তির পক্ষে, কৰ্ম্মই শম
অর্থাৎ শান্তির কারণ আর যোগাকৃষ্ট হইবার পর শমই কৰ্ম্মের কারণ ।
যোগাকৃষ্টত্ব তত্শ্রী শমঃ (কৰ্ম্মণি) কারণম্ । কারণ বলিলেই কিছু না
কিছু কার্য্য থাকা অনুষ্মিত হয় । সাধনাবস্থায় কৰ্ম্ম শান্তির কারণ, আর
শিদ্ধাবস্থায় শম (শান্তি) কৰ্ম্মের কারণ ; এইরূপে কার্য্যকারণ পরিবর্তিত
হয় । সিদ্ধ যোগী যাবজ্জীবন শাস্ত চিন্তে, নিকাম ভাবে, লোকসংগ্রাহের
জন্তু কৰ্ম্ম করিতে থাকেন । ৪ ।

সেই যোগী হ’তে যদি হয়, হে, বাসনা

আপনার যত্নে তুমি করিবে সাধনা ।

পুরুষকার আপন পুরুষকার আশ্রয় করিয়া

আত্মসংযম ক্রমে ক্রমে ইচ্ছাদি প্ৰবণে আনিয়া

ধীরে ধীরে ক্রমোন্নতি করিবে আত্মার

এ ভাবে আপনি কর আপন উদ্ধার ।

প্রবৃত্তির বশে তুমি করিয়া গমন,

আপনার অবনতি না কর সাধন ।

আপনি জানিও তুমি বন্ধু আপনার,

তুমিই তোমার শত্রু জানিবে আবার । ৫।

বন্ধুরাত্মানন্তস্ত যেনাত্মৈবাত্মনা জিতঃ ।

অনাত্মানন্ত শত্রুত্বে বর্তেতাত্মৈব শত্রুবৎ ॥ ৬ ॥

পূর্বোক্ত সিদ্ধাবস্থা লাভ করিতে হইলে, আত্মনা—আপনার দ্বারা, আপনার উত্তমে পুরুষকার প্রকাশপূর্বক ইন্দ্রিয়াদিকে বশীভূত করিয়া, আসক্তির ক্ষয় করিয়া । আত্মানম্ উদ্ধরেৎ—আপনাকে উদ্ধার করিবে । আপনার স্বভাবে, মনকে, আত্মাকে উন্নত করিবে । ইন্দ্রিয়াদির বশীভূত হইয়া, আত্মানম্ ন অবসাদয়েৎ—আপনার আত্মার অবনতি সাধন করিবে না । হি—কারণ । আত্মা এব আত্মনঃ বন্ধুঃ, আত্মা এব আত্মনঃ রিপুঃ ! যদি ইন্দ্রিয়াদিকে বশে রাখিয়া যথোপযুক্ত ভাবে কর্ম করিতে পার, তবে তাহারাই আত্মার বন্ধু । অশ্রুথা তাহারাই আত্মার শত্রু । তুমিই তোমার মিত্র, তুমিই তোমার অমিত্র ।

কেবল যোগ বা জ্ঞান লাভে কেন, সর্বত্রই এই নিয়ম । কোন বস্তু লাভ করিতে হইলে, যত্ন ও অধ্যবসায় সহ স্বয়ং চেষ্টা করিতে হয় ; অন্তের উপর নির্ভর করিলে, পরের মুখ চাহিয়া থাকিলে হয় না । ৫ ।

যেন পুরুষেণ আত্মনা এব আত্মা জিতঃ—যে ব্যক্তি নিজের চেষ্টায়, আপনি আপনাকে জয় করিয়াছে, আপনার দেহ ইন্দ্রিয়াদিকে বশ করিয়াছে (শং, প্রী) । আত্মনঃ তন্ত আত্মা বন্ধুঃ—সেই জিতেদ্রিয়, আত্মনির্ভরশীল ব্যক্তির দেহ মন প্রভৃতি তাহার বন্ধু । অনাত্মনঃ তু

আপন উত্তমে পার্থ, সংসারে যে জন

আপনিই

বশে রাখে আপনার দেহেন্দ্রিয় মন,

আপনার

বশীভূত ইন্দ্রিয়াদি জানিও তাহার

মিত্র বা

বন্ধুর স্বরূপ হয়, কোরব-কুমার ।

অমিত্র

কিন্তু যার ইন্দ্রিয়াদি বশীভূত নয়,

তা'রা তার শত্রুবৎ অপকারী হয় । ৬ ।

জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্ত পরমাত্মা সমাহিতঃ ।

শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু তথা মানাপমানয়োঃ ॥ ৭ ॥

জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থো বিজিতেन्द्रিয়ঃ ।

যুক্ত ইত্যাচ্যতে যোগী সমলোষ্ট্রাশ্মকাক্ষনঃ ॥ ৮ ॥

আত্মা এব—অবিজিতেन्द्रিয় ব্যক্তির নিজ মন প্রভৃতিই । শত্রুৎস
শত্রুৎসে—অপকার-করণে । বর্ত্তেত—অবস্থান করে । ৬ ।

ঈদৃশ সাধনার, শীতোষ্ণ-সুখ-দুঃখেষু তথা মান-অপমানয়োঃ জিতা-
ত্মনঃ—শীতোষ্ণাদিতে যাহার দেহ, মন, ইन्द्रিয়, নির্বিকার (রামা) ।
অতএব প্রশান্ত—যাহার শান্তি লাভ হইয়াছে । তাহার হৃদয়ে পরমাত্মা
সমাহিতঃ ; অথবা তাহার আত্মা পরম্ সমাহিতঃ—সম এবং স্থির হয় ।
“দেহী আত্মা সামান্যতঃ সুখ দুঃখাদিতে মগ্ন থাকে ; কিন্তু ইन्द्रিয়াদি
জিত হইলে ঐ আত্মা প্রসন্ন পরমাত্ম-ভাব প্রাপ্ত হয়” (তিলক) । ৭ ।

ঈদৃশ ব্যক্তি যিনি জ্ঞান বিজ্ঞান—জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা লাভ করার
(৩৪১ দেখ) তৃপ্তাত্মা হয়েন । অতএব কূটস্থঃ—ভোগ্য বস্তু বিদ্যমান
থাকিলেও যিনি নির্বিকার । অতএব বিজিতেन्द्रিয়ঃ । অতএব সম-

দ্বন্দ্বভাব শীতাতপে সুখ-দুঃখে যার

কিহা মান অপমানে চিত্ত নির্বিকার,

সিদ্ধ যোগীর রাগ নাহি, ঘেব নাহি,—প্রশান্ত হৃদয় ;

লক্ষণ (৭-৮) পরমাত্মা তাঁরই হৃদে প্রতিষ্ঠিত হয় । ৭ ।

সেই যোগী কৰ্ম্মযোগ সাধিয়া যে জন

বহু জ্ঞান অভিজ্ঞতা করিয়া অর্জন,

ত্যাগিয়া বিবর-তৃকা সমুদ্রে নিরত,

নির্বিকার চিত্ত যার সেহেতু সত্তত,

সুহৃন্মিত্রাযুঁদাসীন-মধ্যস্থদেহ্যবন্ধু ।

সাধুসপি চ পাপেষু সমবুদ্ধি বিশিষ্যতে ॥ ৯ ॥

যোগী যুঞ্জীত সততম্ আত্মানং রহসি স্থিতঃ ।

একাকী যতচিত্তাত্মা নিরানীরপরিগ্রহঃ ॥ ১০ ॥

লোষ্ট্র-অশ্ব-কাঞ্চনঃ—যুৎপিণ্ড, প্রস্তর ও স্বর্ণ বাহার সমান । সঃ যুক্তঃ
ইতি উচ্যতে—তাঁহাকে যোগাক্রুত বলা হয় । ৮ ।

পূর্বোক্ত জিতাত্মা সমলোষ্ট্র-অশ্ব-কাঞ্চন যোগী হইতেও যিনি সুহৃৎ
মিত্র অরি উদাসীন ইত্যাদি সকলের প্রতি সমবুদ্ধি-সম্পন্ন । তিনি
বিশিষ্ট—বিশিষ্ট, যোগীর মধ্যে বিশেষরূপে শ্রেষ্ঠ । সুহৃৎ—বিনা কারণে
স্বভাবতঃ উপকারী । অরি—পরোক্ষে অনিষ্টকারী । দেহ্য—সমক্ষে অগ্রিম-
কারী । উদাসীন—ভাল মন্দতে নিরপেক্ষ । মধ্যস্থ—বিবাদে প্রবৃত্ত উভয়েরই
হিতৈষী । বন্ধু—সম্বন্ধবশতঃ উপকারী । পাপ—পাপকন্ডকারী । ৯ ।

১০—২৬ শ্লোকে ধ্যান যোগের সাধনপ্রণালী বলিতেছেন । যোগী—
পূর্বোক্ত গুণসম্পন্ন ব্যক্তি । আত্মানং সততং যুঞ্জীত—সদা মনকে যোগ-

অতএব বশীভূত হৈ'ন্দ্র-নিকর,
যার কাছে তুলা লোষ্ট্র কাঞ্চন প্রস্তর,
তাঁহাকেই যোগাক্রুত সাধু জনে ৮,
সংসারে তাহার চিত্ত চঞ্চল না হয় । ৮ ।

সমনীত আবার সুহৃৎ, মিত্র, উদাসীন, সাধু,
শ্রেষ্ঠ যোগী অরি, বন্ধু, মধ্যস্থ, বা দেহ্য ও অসাধু,
সকলের প্রতি যার হৃদয় সমান
যোগীর মাঝেও পুনঃ তিনি গুণবান্ । ৯ ।
যোগের সাধনে যোগ্য সেই মহাজন,
যোগ সাধন অতঃপর কহি শুন তাঁ'র বিবরণ ।

যুক্ত সমাহিত করিবেন । কি উপায়ে তাহা হয়, ক্রমশঃ তাহা বলিতে-
ছেন । একাকী—সঙ্গশূন্য । সাধনার সময় একাকী নির্জনে সাধনা
করিতে হয় । গোলমাষে বিষয় হয় । রহসি—নিঃশব্দ স্থানে (রায়া) ।
ষতচিন্তায়া—বাহ্য চিন্তা অর্থাৎ অন্তঃকরণ ও আত্মা অর্থাৎ শরীর (শ্রী) ।
বশীভূত । নিরাশীঃ—নিরাশঙ্ক । অপরিগ্রহঃ—যে অস্ত্রের নিকট
হইতে কোন কিছু উপহার কিম্বা দান লয় না ; যাহা কিছু প্রয়োজন
সে সমস্ত তাহার যোগার্জিত হইয়া থাকে ।

পাতঞ্জল দর্শনে যোগের আটটি অঙ্গ এই :—

(১) যম—অহিংসা, সত্যনিষ্ঠা অস্ত্রের (চুরি না করা), ত্র্যমচর্য্য ও
অপরিগ্রহ (দান গ্রহণ না করা) । ১০ ও ১৪ শ্লোক ।

(২) নিয়ম—শৌচ, সন্তোষ, তপঃ, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর প্রণিধান,
ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ । ১৪ শ্লোক ।

যম ও নিয়ম চরিত্র গঠনের জন্য একান্ত আবশ্যিক । ইহা ভিত্তি-
স্বরূপ না থাকিলে কোনকপ সাধনাই হয় না ।

(৩) আসন—১১ শ্লোক ।

(৪) প্রাণায়াম—৪ অধ্যায় ২৯ শ্লোক । এই অধ্যায়ে প্রাণায়ামের
উল্লেখ নাই । বোধ হয় ভগবদ্রূপদ্বিষ্ট রাজযোগে প্রাণায়াম
অবশ্য প্রয়োজনীয় নহে ।

(৫) প্রত্যাহার—বাহ্য ভোগ্য বিষয় চর্চাতে ইন্দ্রিয়গণকে নিবৃত্ত
করা । ১২, ২৪, ও ২৬ শ্লোক ।

(১০-২৬) নিকাম যে, স্তম্ভযত যার দেহ মন,

হান কভু যে অস্ত্রের দান করে না গ্রহণ

যম একাকী নিঃশব্দ স্থানে থাকিয়া, ভারত !

একাগ্র করিবে চিন্তা যোগী অবিরত । ১০ ।

- (৬) ধারণা—চিস্তকে বিবরাস্তর হইতে নিবৃত্ত করিয়া একটীমাত্র বিষয়ে স্থিরীকরণ। ১৩, ও ২৬ শ্লোক ।
- (৭) ধ্যান—অবিচ্ছেদে বিষয়-বিশেষের চিস্তা। ১৪ ও ৩৫ শ্লোক ।
- (৮) সমাধি—সাধারণ জীবের তিনটি অবস্থা—জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্ত । জাগ্রৎ অবস্থায় পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় পঞ্চ-জ্ঞানেন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার এই ত্রয়োদশ করণ কাজ করিতে থাকে । স্বপ্নাবস্থায় মন বুদ্ধি ও অহঙ্কার কায করে ; দশ ইন্দ্রিয় কায করে না । আর সুষুপ্ত অবস্থায় কোন করণই কায করে না । এ অবস্থায় জগদজ্ঞান একবারেই থাকে না । এই তিন ছাড়া আর একটা অবস্থা আছে । তাহার নাম তুরীয় বা সমাধি । এ অবস্থায় বাহিরে জগৎ জ্ঞান থাকে না—চক্ষু দর্শন করে না, কণ শ্রবণ করে না, নাসিকার শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া স্তব্ধ হইয়া যায় ইত্যাদি । কিন্তু ভিতরে আত্মসত্তাটি সম্পূর্ণ জাগ্রত থাকে । বাহিরে নিজা কিন্তু ভিতরে পূর্ণ জাগরণ । এ অবস্থায় মন বুদ্ধির সহিত আত্মা-চক্রে সংযুক্ত থাকে ।

অবশ্য এই মন বুদ্ধির যোগরূপ সমাধি ব্যতীত জগতের কোন কর্ম হয় না ; বুদ্ধির সহিত মনের সংযোগ না হইলে কোন জ্ঞানই হয় না,—কোন কর্মই হয় না । যখনই কোন জ্ঞান—কোন কর্ম হয়, তখনই মন অজ্ঞাতসারেও কণকালের জন্য বুদ্ধির সহিত যুক্ত হয় । তবে মনবুদ্ধির এই অজ্ঞাতসারে কণস্থায়ী সংযোগকে যোগশাস্ত্রে সমাধি বলে না । যখন জ্ঞাতসারে এই সংযোগ সংঘটিত হয়, যখন উহা প্রত্যক্ষ করিতে পারা যায়, যোগশাস্ত্রে তাহাকেই সমাধি বলে । বহু সূক্ততির ফলে তাহা ঘটিয়া থাকে । ১০ ।

শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরম্ আসনম্ আত্মনঃ ।

নাত্যচ্ছিতং নাতিনীচং চেলাজ্জিনকুশোস্তরম্ ॥ ১১ ॥

তত্রৈকাগ্রং মনঃ কৃৎস্না যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ ।

উপবিষ্ঠাসনে যুগ্মাদ্ যোগম্ আত্মবিশুদ্ধয়ে ॥ ১২ ॥

প্রথমে আসন । শুচৌ দেশে—পবিত্র স্থানে । আত্মনঃ—আপনার । আসনং প্রতিষ্ঠাপ্য—স্থাপন করিয়া । সেট আসন কিরূপ ? স্থিরং—নিশ্চল । ন অতি উচ্ছিতং—অনতি উচ্চ । ন অতি নীচং । চেল বস্ত্র, অজ্জিন ব্যাঘ্রাদির চর্ম্ম, এবং কুশ উত্তরে, ক্রমে ক্রমে উপরিতলে যে আসনে । অগ্রে কুশ, তার পর চর্ম্ম, তার পর বস্ত্র, এইরূপ বিপরীত ক্রমে (৭৭) । তত্র—আসনে । মনঃ একাগ্রং কৃৎস্না । যত-চিত্ত-ইন্দ্রিয়-ক্রিয়ঃ সন্ উপবিষ্ঠা । আত্মবিশুদ্ধয়ে—চিত্তে সাংখ্যিক ভাব বিকাশের জন্য । সাংখ্যিক চিত্তের লক্ষণ ১৩।৭-১১ এবং ১৮।২০-৩৯ শ্লোকে দেখ । যোগং যুগ্মাৎ—যোগ অভ্যাস করিবে (শ্রী) । আত্মশুদ্ধি—৫।১১ দেখ । ১১—১২ ।

শুপবিত্র স্থানে যোগী কুশাসন পরে
আসন ব্যাঘ্রাদির চর্ম্ম রাখি, বস্ত্র ততপরে,
করিবে নিশ্চল স্থানে আপন আসন,
অতি উচ্চ, অতি নিম্ন না হয় যেমন ।

সে আসনে বসি, মন একাগ্র করিয়া,
উপবেশন সংঘমি চিত্তের আর ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া,
যোগিগণ চিত্তশুদ্ধি লাভের কারণ

করিবেন যোগাত্ম্যাস, কৌরব-নন্দন ! ১১—১২ ।

সমং কারশিরোগ্রীবং ধারয়ন্নচলং স্থিরঃ ।

সংপ্ৰেক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্বং দিশশ্চানবলোকয়ন্ ॥ ১৩ ॥

প্রশাস্তাত্মা বিগতভীত্বন্ধচারিত্রতেস্থিতঃ ।

মনঃ সংযম্য মচ্ছিত্তো যুক্ত আসীত মৎপরঃ ॥ ১৪ ॥

সাধনোপযোগী উপবেশনাদির বিষয় বলিতেছেন । কায়ঃ—দেহ-
মধ্যভাগ, শিরঃ ও গ্রীবা—কারশিরোগ্রীবং—মূলাধার হইতে মূৰ্দ্ধা পর্যন্ত
অংশ (ত্রী) । সমম্ অচলং ধারয়ন্—সরল এবং স্থির ভাবে ধারণ করতঃ ।
স্থিরঃ—স্থির হইয়া । স্বং নাসিকাগ্রং সংপ্ৰেক্ষ্য—আপনার নাসাগ্রে দৃষ্টি
নিষ্কেপপূৰ্ব্বক । এবং দিশঃ চ অনবলোকয়ন্—ইতস্ততঃ দৃষ্টি না করিয়া ;
অর্থাৎ চাক্ষুষী বৃত্তিকে অন্য দিক হইতে আকর্ষণপূৰ্ব্বক নাসাগ্রস্থ
আকাশের প্রতি স্থির রাখিয়া । ১৩ ।

প্রশাস্তাত্মা—যাহার শান্তি লাভ হইয়াছে । বিগতভীতঃ—নির্ভয় ।
১৬ । ১ দেখ । এবং ব্রন্ধচারিত্রতে—এন্ধচর্য্যে । স্থিতঃ । মনঃ সংযম্য—
মনকে বাহ্য বিষয় হইতে ফিরাইয়া লইয়া । মচ্ছিত্তঃ ও মৎপরঃ—ঈশ্বর-
পরায়ণ হইয়া । যুক্তঃ আসীত—যোগী পুরুষ অবস্থান করিবেন ।

মন, চিত্ত ;—অস্তঃকরণের চারি ব্রাহ্ম,—মন বুদ্ধি চিত্ত ও অহঙ্কার ।

	কায় শির গ্রীবা ধরি সরল অচল,
ধারণা	অনন্ত দৃষ্টিতে দেখি নাসাগ্র কেবল,
	ইতস্ততঃ না দেখিয়া, প্রশান্ত হৃদয়,
যম	ব্রন্ধচারী ব্রত ধরি ত্যজি সর্ব ভয়,
প্রত্যাহার	বাহ্য বস্তু হ'তে মনে লয়ে ফিরাইয়া,
ধ্যান	সতত আমাতে চিত্ত অর্পণ করিয়া,
নিয়ম	একমাত্র আমাকেই করিয়া আশ্রয়
	যোগযুক্ত রহিবেন যোগী, ধনঞ্জয় ! ১৩—১৪ ।

যুগ্মসেবং সদাশ্রিতঃ যোগী নিয়তমানসঃ ।

শান্তিঃ নির্বাণপরমাঃ মৎসংস্থাম্ অধিগচ্ছতি ॥ ১৫ ॥

নাভ্যন্তরন্তু যোগোহস্তি ন চৈকান্তম্ অনন্ততঃ ।

ন চাতিস্বপ্নশীলন্তু জাগ্রতো নৈব চার্জুন ॥ ১৬ ॥

প্রথমে ইন্দ্রিয়ের বাহ্য বিষয়ের ছাপ পড়ে । পরে “মন” তদ্বিষয়ে সংশয় উৎপাদন করে, ইহা “এই বস্তু” কি না ? পরে “বুদ্ধি” নিশ্চয় করে “ইহা এই ।” দূরে কোন বস্তু দেখিয়া মনে হইল, ইহা কি ?—মানুষ বা অন্ত কিছু । ইহা মনের ক্রিয়া । পরে নিশ্চয় হইল ইহা বৃক্ষ । ইহা বুদ্ধির ক্রিয়া । আর যে বস্তুর দ্বারা আমরা অহরহঃ নানা বিষয় দেখিতে, শুনিতে, জানিতে চেষ্টিত, তাহার নাম “চিত্ত”, অমুসন্ধিৎসা বৃত্তি ; এবং যদ্বারা আমি ইহা দেখিলাম, পাইলাম ইত্যাদি মনে হয়, তাহা “অহংকার” । ১৪ ।

এইরূপে ঈশ্বরে যোগযুক্ত হওয়ার ফল বলিতেছেন । নিয়তমানসঃ যোগী আশ্রয়ানম্ এবং যুগ্ম—এরূপে মনকে ঈশ্বরে যুক্ত করিয়া । নির্বাণপরমাঃ—নির্বাণই যাহাতে পরম প্রাপ্য বস্তু, মোক্ষ লাভের সাধনভূতা । এবং মৎসংস্থাম্—যাহা আমাতে সংস্থিত (রামা) ; মদধীনা (৭৭) ; যাহা আমাতে স্থিতির ফল । তাদৃশী শান্তিম্ অধিগচ্ছতি । ১৫ ।

ধ্যান এবং সুসংযত-চিত্ত, পার্থ ! সেই যোগিগণ

যোগফল এই ভাবে আমাতেই স্থির করি মন,

শান্তি যে শান্তি না পায় কেহ না পেলো আমার,

যে শান্তিতে মোক্ষ হয়,—সেই শান্তি পায় । ১৫ ।

অত্যন্ত অধিক যে বা কররে ভোজন,

যোগীর অতিশয় অন্নাহারী অথবা যে জন

আহার অত্যন্ত নিদ্রিত কিংবা আগরিত রয়,

বিহার তাহার অর্জুন ! যোগে সিদ্ধি নাই হয় । ১৬ ।

যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্ঠস্য কর্ম্মসু ।

যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা ॥ ১৭ ॥

যদা বিনিয়তং চিন্তম্ আত্মশ্চেবাবতিষ্ঠতে ।

নিম্পৃহঃ সর্বকামেভ্যো যুক্ত ইত্যাচ্যতে তদা ॥ ১৮ ॥

যোগীর আহারাদির নিয়ম বলিতেছেন । অতি অন্ততঃ—অতি ভোজনশীল ব্যক্তির । যোগঃ ন অস্তি ইত্যাদি স্পষ্ট । ১৬ ।

যুক্তাহারঃ ইত্যাদি । যুক্ত-স্বপ্ন-অববোধ—উপযুক্ত নিদ্রা এবং জাগরণ যাহার । রাত্রিমানকে তিন ভাগ করিয়া, প্রথম ও শেষ ভাগে জাগরণ ও মধ্য ভাগে নিদ্রা (মধু) । ১৭ ।

কখন যোগ সিদ্ধি লাভ হইয়াছে বলা যায় ? যদা বিনিয়তং—বিশেষরূপে সংযত । চিন্তম্ । আত্মনি এব অবতিষ্ঠতে—আত্মাতেই অবিচল ভাবে স্থিতি করে । এবং সর্বকামেভ্যঃ নিম্পৃহঃ—সর্ব কামা বস্তুতে নিম্পৃহ হয় । তদা যুক্তঃ ইতি উচ্যতে—তখন যোগী বলা হয় । ১৮ ।

উপযুক্ত মত করে আহার বিহার,

সর্বকর্মে উপযুক্ত চেষ্টা রহে যার,

উপযুক্ত নিদ্রা যার আর জাগরণ,

দুঃখহারী যোগে হয় সুসিদ্ধ সে জন । ১৭ ।

যোগযুক্তের যবে চিন্তা সুসংযত হ'য়ে, ধনঞ্জয় !

লক্ষণ একমাত্র আত্মাতেই স্থির ভাবে রয়,

কোনরূপ কামতোগে স্পৃহা নাহি থাকে,

তখন পণ্ডিতগণ যোগী বলে তাকে । ১৮ ।

যথা দীপো নিবাতশ্চো নেত্রতে সোপমা স্মৃতা ।

যোগিনো যতচিত্তস্ত যুগ্মতো যোগম্ আত্মনঃ ॥ ১৯ ॥

যত্রোপরমতে চিত্তং নিরুদ্ধং যোগসেবয়া ।

যত্র চৈবাত্মনাত্মানং পশ্যন্নাত্মনি তুষ্যতি ॥ ২০ ॥

নিবাতশ্চঃ দীপঃ যথা ন ইত্রেতে—বায়ুপ্রবাহ-শূন্য স্থানে দীপশিখা যেমন চঞ্চল হয় না। সা—সেই দীপশিখা। আত্মনঃ যোগং যুগ্মতঃ—আত্মযোগ-সাধনায় প্রবৃত্ত যোগীর। যতচিত্তস্ত উপমা স্মৃতা—সংযত অন্তঃকরণের উপমা বলিয়া কথিত হয়। অচঞ্চলা দীপশিখা যেমন পদার্থকে সমভাবে প্রকাশিত করে, অচঞ্চলা চিত্তবৃত্তিতে তদ্রূপ আত্মতত্ত্ব সমভাবে প্রকাশিত হয়। ১৯।

কোন্ অবস্থায় নাম যোগ, ২০—২৩ শ্লোকে তাহা বলিতেছেন। যত্র চিত্তম্ উপরমতে—যে অবস্থায় চিত্তের সমস্ত চাঞ্চল্য নিবৃত্ত হয়। তৎ যোগসংজ্ঞিতম্—তাহার নাম যোগ। ২৩ শ্লোকের সহিত অনুর। ইহাই ধ্যানযোগের স্বরূপ লক্ষণ। যোগচিত্তবৃত্তি-নিরোধঃ—পাতঞ্জল সূত্র।

যত্র—যে অবস্থায়। যোগসেবয়া নিরুদ্ধং চিত্তম্ উপরমতে—যোগাত্ম্যাসের দ্বারা অবরুদ্ধ, বাহ্যবিষয় চইতে নিবৃত্ত, চিত্ত উপশম প্রাপ্ত

পবন-প্রবাহ যথা নাই, ধনঞ্জয় ।

দীপশিখা যথা সেপা চঞ্চল না হয়,

যোগীর সংযত চিত্ত বৃত্ত সেই মত,

যোগ-সাধনার যোগী যবে হয় রত । ১৯ ।

চিত্তের সমস্ত বৃত্তি যবে সাধনার

যোগবৃত্ত

নিরুদ্ধ, নিবৃত্ত হয়,—“যোগ” বলে তার ।

অবস্থা

বাক্যতে কদরে করি আত্মদরশন,

(২০—২৩)

আত্মাতেই পরিতুষ্ট হ’য়ে যোগিগণ, ২০ ।

সুখম্ আত্যন্তিকং যৎ তদ্ বুদ্ধিগ্রাহম্ অতীন্দ্রিয়ম্ ।

বেত্তি যত্র ন চৈবায়ং স্থিত শ্চলতি তত্ততঃ ॥ ২১ ॥

যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ ।

যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেণ গুরুণাপি বিচাল্যতে ॥ ২২ ॥

হয় ; চিত্তের সর্ব চাক্ষুশ্য নিবৃত্ত হয় । যত্র আত্মনা আত্মানং পশুন্—যে অবস্থায় নির্মল অন্তঃকরণের দ্বারা আত্মাকে দর্শন করিয়া । আত্মনি এষ তুচ্ছতি—আত্মাতেই তুচ্ছ হয় । বাহ্য বিষয়ের প্রত্যাশা থাকে না । ২০ ।

এবং যত্র বুদ্ধিগ্রাহং—যে অবস্থায় কেবল অনুভবগম্য (গিরি) । অতীন্দ্রিয়ং—ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয়-সম্ভোগ হইতে বাহ্য পাওয়া যায় না । আত্যন্তিকং যৎ সুখং তৎ বেত্তি—বিষয়-সম্ভোগকালে যে সুখ হয়, তাহা সাত্ত্বিক চিত্তবৃত্তির ভাব-বিশেষ ; তাহা দুঃখ-মিশ্রিত । সেই সুখ হইতে এই সুখ স্বতন্ত্র । আনন্দ-স্বরূপ আত্মার ভূমি সুখভাব নির্মল চিত্তে প্রতি-
বিম্বিত হইলে, বুদ্ধি যাহা গ্রহণ করে, তাহাই এই আত্যন্তিক সুখ । ইহাতে দুঃখের লেশ থাকে না । গীতা সুখ ত্যাগ করিতে বলে না, পরন্তু প্রকৃত সুখ যে কি, তাহা দেখাইয়া দেয়, আর তাহাই পাইবার পন্থা বলিয়া দেয় ।

কি এক অনন্ত সুখে ভাসমান রয়,
বিষয়-সম্ভোগ হ'তে যে সুখ না হয়,
কেবল অন্তরে মাত্র অনুভব বাক,
যে ভাব করিয়া লাভ, কৌরব-কুমার,
আনন্দের হ'লে বোগী খলিত না হয়,
যা' লভিলে অস্ত লাভে তুচ্ছ মনে হয়,
যে তাবে করিলে স্থিতি কত এ সংসারে
অনন্তর দুঃখও না টলাইতে পারে । ২১—২২ ।

তং বিজ্ঞানং দুঃখসংযোগবিরোগং যোগসংজ্ঞিতম্ ।
স নিশ্চয়েন যোক্তব্যো যোগোহনির্ক্লিষ্টচেতসা ॥ ২৩ ॥
সংকল্পপ্রভবান্ কামাংস্ত্যক্ত্বা সর্বান্ অশেষতঃ ।
মনসৈবেन्द्रিয়গ্রামং বিনিয়ম্য সমস্ততঃ ॥ ২৪ ॥

এবং যত্র চ স্থিতঃ অযং (যোগী) । তত্বতঃ ন চলতি—যাহা তব, যাহা প্রকৃত সত্য, তাহা হইতে বিচলিত হয় না । ২১ ।

এবং যং লব্ধ্বা—যে অবস্থা লাভ করিলে । অপরং লাভং । ততঃ—তাঁহা হইতে । অধিকং ন মন্যতে । এবং যস্মিন্ স্থিতঃ—যে অবস্থায় স্থিত হইলে । গুরুণা অপি দুঃখে ন—গুরুতর দুঃখেও । ন বিচাল্যতে । ২২ ।

দুঃখ-সংযোগ-বিরোগং—দুঃখ সংযোগের বিরোগ অর্থাৎ অভাব যাহাতে ; দুঃখসংস্পর্শ-শূন্য যে অবস্থা । তং যোগসংজ্ঞিতং বিজ্ঞানং—তাহার নাম যোগ জানিবে । সঃ যোগঃ নিশ্চয়েন—দৃঢ় অধ্যবসায় সহ । অনির্ক্লিষ্ট-চেতসা যোক্তব্যঃ—নির্ক্লেশ-রহিত চিত্তে অভ্যাস করা কর্তব্য । হায় ! আমার আর হইবে না—ঈদৃশ নৈরাশ্রের নাম নির্ক্লেশ । ২৩ ।

যোগাভ্যাসের বিধি বলিতেছেন । সংকল্প-প্রভবান্ সর্বান্ কামান্ অশেষতঃ ত্যক্ত্বা । সংকল্প—শোভন-অধ্যাস (গিরি) ; অথবা সম্যক্

দুঃখের সংযোগ মাত্র সাধাতে না রয়,
জানিবে তাহার নাম “যোগ”, ধনঞ্জয় !

যোগ

সুদৃঢ় যতনে তাহা করিবে অভ্যাস

(২০—২৩)

অমতন করিবে না তাবিয়া মিরান । ২৩।

যোগসাধন

সংকল্প-সমুত্ত কাম যত, ধনঞ্জয় !

প্রণালী

একবারে বিসর্জন করি সমুদয়,

(২৪—২৬)

ধরিয়া মনের বল, ইন্দ্রিয়-নিচয়ে

প্রত্যাহার

সর্ব ভোগ্য বস্তু হইতে কিরাইরা ল'য়ে । ২৪ ।

শনৈঃ শনৈ রূপরমেদ্ বুদ্ধ্যা ধৃতিগৃহীতয়া ।

আত্মসংস্থং মনঃ কৃতা ন কিঞ্চিদ্ অপি চিন্তয়েৎ ॥ ২৫ ॥

কল্পনা। ভোজ্য পানীয় স্ত্রী প্রভৃতি বস্তুর সংস্পর্শ হইতে অথবা তাহাদের চিন্তা হইতে, যাহা যাহা আমাদের মনে সুখজনক বলিয়া বোধ হয়, তাহা তাহা পাইবার ইচ্ছা হয়। এই ইচ্ছাই “কাম”। ইহা সঙ্কল্প-প্রভব, সঙ্কল্প হইতে উৎপন্ন। এই সকল বিষয়াভিলাষ সর্বতোভাবে ত্যাগ করিয়া (২।৫৫)। এবং মনসা এব ইন্দ্রিয়গ্রামং সমস্ততঃ বিনিয়ম্য—মনের বলে ইন্দ্রিয় সকলকে সর্ব বাহ্য বিষয় হইতে বিশেষরূপে সংযত করিয়া, চিন্তকে অন্তর্মুখ করতঃ। ২৪।

ধৃতি-গৃহীতয়া বুদ্ধ্যা—সাধন-ধৈর্য্যাগত বুদ্ধির দ্বারা। ধৃতি—ধৈর্য্য, ধারণা। শনৈঃ শনৈঃ—ক্রমশঃ অভ্যাসের দ্বারা, সহসা নহে। মনঃ আত্ম-সংস্থং কৃতা—মনকে আত্মাতে সম্যক স্থিত, নিশ্চল করিয়া (শ্রী)। উপরমেৎ—বিলীন করিবে। ন কিঞ্চিদ্ অপি চিন্তয়েৎ—আর কিছু চিন্তা করিবে না।

চিন্তা চিন্তবস্তির তরঙ্গ। অতএব কুচিন্তা হউক, সুচিন্তা হউক, কোনরূপ চিন্তা থাকিতে,—চিন্তে কোনরূপ তরঙ্গ থাকিতে, তাহা স্থির নিশ্চল হইতে পারে না। যখন সর্ব চিন্তা প্রশমিত হয়, সমুদায় বিষয়ের চিন্তা দূরীভূত হইয়া মন শূন্য Vacant হইয়া পড়ে, তখন সে মন—প্রকৃতির নিয়মে, স্বভাবতই দৈব ভাবে পরিপূরিত হয়। প্রকৃতি অপূর্ণতা রাখে না। Nature abhors vacuum. পার্থিব বিষয়ের ভাব যেমন

সাধন-ধৈর্য্যের যোগে ধরি বুদ্ধি-বল,

স্থাপন করিয়া মনে আত্মার নিশ্চল,

সমাধি

ক্রমশঃ ক্রমশঃ তা’র করিয়া বিলয়

চিন্তা না করিবে আর অপর বিষয়। ২৫।

যতো যতো নিশ্চরতি মনশ্চঞ্চলম্ অস্থিরম্ ।

ততস্ততো নিয়ম্যৈতদ্ আত্মশ্চেব বশং নয়েৎ ॥ ২৬ ॥

প্রশান্তমনসং হেনং যোগিনং সুখম্ উত্তমম্ ।

উপৈতি শান্তরজসং ব্রহ্মভূতম্ অকল্মষম্ ॥ ২৭ ॥

যেমন মন হইতে সরিয়া যাইবে ; প্রকৃতির নিয়মে, সেই পরিমাণে দৈব ভাব আসিয়া সেই শূন্য স্থান পূর্ণ করিবে । দিব্যজ্ঞান, দিব্যশক্তি, দিব্য প্রেমের বিকাশ হইতে থাকিবে । ২৫ ।

চেষ্টা করিলেও রজোগুণের প্রভাববশতঃ যদি মন চঞ্চল হয়, তবে কি করা উচিত ? চঞ্চলম্ অস্থিরং—চঞ্চল-স্বভাবহেতু অস্থির (রামা) । মনঃ যতঃ যতঃ নিশ্চরতি—যে যে বিষয়ে ধাবিত হয় । ততঃ ততঃ নিয়ম্য—সেই সেই বিষয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া । এতৎ আত্মনি এব বশং নয়েৎ—ইহাকে আত্মায় স্থির করিবে (শ্রী) । ২৬ ।

এইরূপ পুনঃ পুনঃ চেষ্টার রজোগুণ প্রশমিত হইয়া মন নিশ্চল হইলে যোগীর অন্তরে কি ভাব হয়, ২৭—২৮ শ্লোকে তাহা বর্ণিত হইছে । শান্ত-

ধারণা

স্বভাব-চঞ্চল মন সতত অস্থির

রজোগুণে যথা যথা ধায়, কুরুবীর,

সেথা সেথা হ'তে তারে আনি ফিরাইয়া

সযতনে আত্মবশে আসিবে লইয়া । ২৬।

এইরূপে পুনঃপুনঃ সংযমে, অর্জুন !

ক্রমে ক্রমে তিরোহিত কর রজোগুণ ।

রজোগুণ নাশে হয় প্রশান্ত হৃদয়,

ধর্ম্মাধর্ম্ম পাপপুণ্য তাহাতে না রয় ;

জীবমুক্ত ব্রহ্মভাবে অবহান করে,

আপনি উত্তম সুখ আসে তার তরে । ২৭।

যুগ্মেন্বেবং সদা আনং যোগী বিগতকল্মষঃ ।

সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শম্ অত্যন্তং সুখম্ অশ্নুতে ॥ ২৮ ॥

সর্বভূতস্বম্ আনং সর্বভূতানি চাশ্বনি ।

ঈকতে যোগযুক্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ ॥ ২৯ ॥

রজসং—বিগত-রজোত্তম । অত্যন্তং—সম্পূর্ণরূপে শান্ত, মানসং—মন বাহার । ব্রহ্মভূতং—ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত (ত্রী) ; সৎ-চিত্ত-আনন্দময় ব্রহ্ম-স্বরূপে, অবস্থিত । ১৮।৫৫ দেখ । অকল্মষম্—সংসারের হেতুভূত ধর্ম্মাধর্ম্ম, পাপ পুণ্য-বর্জিত (৭৭) । এনং হি যোগিনম্—ঈদৃশ যোগীর নিকট । উত্তমং সুখম্ উপৈতি—আপনি আসিয়া উপস্থিত হয় । ২৭ ।

এবম্—এই ভাবে । আনং সদা যুগ্ম—মনকে সদা যোগযুক্ত করিয়া । বিগতকল্মষঃ—নিষ্পাপ । যোগী ; সুখেন—অনার্যাসে । অত্যন্তং সুখং—নিরতিশয় সুখস্বরূপ । ব্রহ্ম-সংস্পর্শম্ অশ্নুতে—ব্রহ্মের সংস্পর্শ, অপরোক্ষাভূতিরূপ সুখ লাভ করে । ২৯-৩০ শ্লোকে সেই ব্রহ্মসংস্পর্শ কি তাহা বলিতেছেন । ২৮ ।

তখন যোগযুক্তাত্মা—যোগে যুক্তচিত্ত যোগী । আনং সর্বস্বং—আত্মাকে সর্বভূতে বিরাজিত । আশ্বনি চ সর্বভূতানি—এবং আত্মাতে

সেই যে নিষ্পাপ যোগী ভরত-নন্দন,

এই ভাবে যোগযুক্ত সদা রাধি মন

নিশ্চল করিয়া চিত্ত, অনার্যাসে তার

পরম আনন্দময় ব্রহ্মে হৃদে পায় । ২৮ ।

যোগ-সমাহিত-চিত্ত যোগী যেই জন

যোগজ দৃষ্টি অগতে সর্বত্র করে ব্রহ্ম দর্শন,

সম ভূতে আত্মাকে সে দেখিবারে পায়,

দেখে পুনঃ সর্ব ভূত বিরাজে আত্মায় । ২৯ ।

অধ্যায়] যোগজদৃষ্টি—সৰ্বভূতে এক আত্মা, এক আত্মাতে সৰ্বভূত । ২৩৭

যো মাং পশ্যতি সৰ্বত্র সৰ্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি ।

তস্মাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি ॥ ৩০ ॥

সৰ্বভূতকে । ঈক্ষতে—দৰ্শন করেন । এবং সমদৰ্শনঃ হয়েন । তখন তিনি দেখেন, সব সমান, সব আত্মা, সব ব্রহ্ম । এক ব্রহ্মই জগৎ হইয়া রহিয়াছেন । বাসুদেবঃ সৰ্বম্ (৭।১২) । এক আত্মা—এক ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই স্বতন্ত্র সত্তা নাই । আমরা জগতে যে নানা দেখিতেছি, সে নানা নাই (১৩।২৭ দেখ) । এক ব্রহ্ম অবিভক্ত হইয়াও বিভক্তের দ্বায় সৰ্বভূতে বিরাজিত (১৩।১৬) আর তাঁহাতেই সৰ্বভূত-ভাব অবস্থিত (২.৪—৬) । ২২ ।

ঈদৃশ যোগী, যিনি যোগযুক্তায়া—যোগে সমাহিতচিত্ত । এইরূপে যঃ সৰ্বত্র—বহির্জগতে স্থাবর জঙ্গম সৰ্ব পদার্থরূপে এবং অন্তর্জগতে ইন্দ্রিয়-বৃত্তি মন বুদ্ধি আদিক্রমে যাচা কিছু আছে, সে সমুদায়ে । মাং পশ্যতি—আমাকে—ঈশ্বরকে, আত্মাকে, ব্রহ্মকে দেখে । সৰ্বং চ ময়ি পশ্যতি—অন্তরে বাহিরে যাচা কিছু আছে, সে সকলকে আমাতে দৰ্শন করে ; আমাতেই সে সমুদায় ভাব প্রতিষ্ঠিত (৭।১২ দেখ) সে সকল আমারই ভাব বলিয়া বুঝিয়া পাকে । অহং তস্মৈ ন প্রণশ্যামি, স চ ন মে প্রণশ্যতি—আমি তাহার পরোক্ষ হই না, সেও আমার পরোক্ষ হয় না ।

যোগী ও ভগবান

পরস্পর

প্রত্যক্ষ

এ ভাবে জগৎময় যে দেখে আমার,
আমাতে সমস্ত বস্তু দেখিতে যে পায়,
কখন পরোক্ষ আমি না হই তাহার,
সেও না পরোক্ষ হয় কখন আমার ;
জগতে চাহিয়া দেখে সৰ্বত্র আমারে,
আমিও প্রত্যক্ষ হ'য়ে কৃপা করি তারে । ৩০।

এখানে পশ্চাতি—দর্শন করে, এ কথার অর্থ এমন নহে, যে তাঁহাকে এই চক্ষে দেখা যাইবে ; যেমন আমরা এই সব জাগতিক বস্তু দেখিতেছি, ঈশ্বরকেও তদ্রূপ দেখিব। তাহা হইতেই পারে না। তিনি জগতের সামিল একটা কিছু ভৌতিক বস্তু নহেন। তবে তিনি ভৌতিক পদার্থের জায় দৃশ্য বস্তু হইবেন কিরূপে ? তিনি কখনই দৃশ্য হইবেন না, তিনিই যে দ্রষ্টা। এখানে দর্শন অর্থ হৃদয়ে অনুভব করা। যে সর্বত্র তাঁহাকে দর্শন করে অর্থাৎ এই সব—তুমি, আমি, গাছ, মাটি, পাথর, জল, আকাশ ইত্যাদি সমুদায় যাহা কিছু আমাদের মন বুদ্ধির গভীর মধ্যে আসে, সে সকলই যে তাঁহার ভাবাস্বরূপ, অথবা তিনি স্বয়ং ইহা হৃদয়ে বসিতে পারেন। আর ইহা গিনি বুঝিয়াছেন, তিনি ভগবানে নিত্যযুক্ত যোগী।

এই যোগ লাভ হইলে, আর আত্মপর ভেদ থাকে না, দ্বৈত জ্ঞান থাকে না। পূর্বে যিনি পরোক সহানুভূতির বশে পরকে আপনার করিয়া লইয়া কন্ম করিতেন, এখন তিনি,—সেই পর ও আপনি যে এক,—তাঁহা প্রত্যক্ষ করিয়া, সেই পরার্থ কন্ম আপনারই কন্ম দেখিয়া, শ্রীভগবানের অমৃত মহিমা দর্শন করিতে করিতে ভক্তিপরিপ্লুত হৃদয়ে ঈশ্বরে তন্ময় হইয়া, তাঁহার ধর্মসংস্থাপনরূপ কন্মের সহায়স্বরূপে সর্বভূত-হিতে, সর্বলোক সংগ্রহে—দ্যালোক ভুলোকাদি সর্ব লোকের পালন ও পোষণোপযোগী কন্মে রত থাকেন (৫।২৫)। তখন কন্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ সব এক হইয়া যায়। ইহাই গীতার যোগতত্ত্ব ; ইহাই পরম নিঃশ্রেয়স, পরম পুরুষার্থ।

এ দ্বোকে আর একটা প্রশ্ন এই যে, যোগী ও ঈশ্বর পরস্পর পরস্পরের প্রত্যক্ষ ; তবে অযোগী কি ঈশ্বরের দৃষ্টির বহির্ভূত ? না। ভগবান্ বলিয়াছেন, “আমারে ভজে যে ভাবে, আমি তজি সেই ভাবে” (৪।১১) অর্থাৎ ভক্ত বা জ্ঞানী হৃদয়ই ঈশ্বরকে (১৫।১৫) সর্বদা দেখেন,

সর্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকতম্ আস্থিতঃ ।

সর্বথা বর্তমানোহপি স যোগী ময়ি বর্ততে ॥ ৩১ ॥

আত্মোপমোন সর্বত্র সমং পশ্যতি যোহর্জুন ।

সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ ॥ ৩২ ॥

ঈশ্বরও সর্বদা তাঁহাকে দেখেন ; কিন্তু অন্তে ঈশ্বরকে দেখিয়াও দেখেন না, ঈশ্বরও তাহাকে দেখিয়াও দেখেন না (মধু)। বস্তুতঃ তিনি সকলকেই সমান চক্ষে দেখিয়া থাকেন । ৩০ ।

এইরূপে সর্বভূতে আমাকে : আমাতে সর্ব ভূতকে দর্শনপূর্বক, যঃ একতম্ আস্থিতঃ—যে ব্যক্তি একত্রে বা অভেদ জ্ঞানে অবস্থিত হইয়া। সর্বভূতস্থিতং মাং ভজতি—সর্বভূতে বিরাজিত আমাকে ভজনা করে। স যোগী সর্বথা বর্তমানঃ অপি—যেন তেন প্রকারে থাকিলেও। ময়ি বর্ততে—আমাতে স্থিতি করে (শং) । ৩১ ।

পূর্বোক্ত যোগিগণের মধ্যেও যঃ সুখং বা দুঃখং যদি বা—যিনি সুখ এবং দুঃখ। এখানে “বা” শব্দ “এবং” অর্থে (শং)। আত্ম-উপমোন—আপনার সুখ দুঃখের মত। সর্বত্র সমং পশ্যতি। স যোগী পরমঃ মতঃ—সর্বোত্তম অভিপ্রেত।

যোগজ দৃষ্টিতে যিনি এক আত্মাকে সর্বভূতে অবস্থিত দেখেন (২৯) সর্বাত্মা ঈশ্বরকে সর্বত্র ও ঈশ্বরে সমুদায় দেখেন (৩১), যিনি এইরূপ

সর্বভূতে আছি আমি, আমাতেই সব,

এরূপ অভেদ জ্ঞানে আমার, পাণ্ডব !

ভজরে যে, থাকুক সে যেমন তেমন,

জানিও আমাতে স্থিতি করে চে, সে জন । ৩১ ।

শ্রেষ্ঠ যোগী

অপরের সুখ দুঃখ আপন সমান

সর্বত্র যে দেখে, তারে করি শ্রেষ্ঠ জ্ঞান । ৩২ ।

একত্রে আস্থিত হইয়া সর্বাঙ্গী ঈশ্বরকে ভজনা করেন ও তাঁহাতে অবস্থিতি করেন, তাঁহার কাছে কোন ভেদ থাকে না । তিনিই প্রকৃত সমদর্শী তিনিই সর্ব জীবের সুখ দুঃখ আপনার সুখ দুঃখের মত দেখিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়েন । তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ ।

যেখানে এক জন অপরকে দেখে, সেখানে আমি তুমি ভেদ থাকে, কিন্তু যেখানে সবই আত্মময়, সেখানে আর ভেদ থাকে না ;—সবই আমি বা সবই তুমি । তখনই কেবল আমরা প্রেম কাহাকে বলে বুঝিতে পারি ; কেবল তখনই সমুদয় জগৎকে প্রেমালিঙ্গন করিতে পারি । যদি কাহারও একরূপ ভাব কখনও উদ্ভিত হয়, তখন বুঝিব যে সে ঈশ্বরানুভব করিয়াছে । ইহাই যথার্থ আত্মজ্ঞান এবং এই জ্ঞানই জীবের যথার্থ পুরুষার্থ ।

তখনই মানুষ যথার্থ ভালবাসে, তখন সে দেখিতে পায়, যে তাহার ভালবাসার জিনিষ স্বয়ং ভগবান্ । স্ত্রী স্বামীকে আরও অধিক ভাল বাসিবেন যদি তিনি জানেন, স্বামী সাক্ষাৎব্রহ্মস্বরূপ । তিনি শত্রুকেও প্রীতি করিবেন, যিনি জানেন সেই শত্রুও ব্রহ্ম । তখনই তিনি, নিজের সুখদুঃখের অতীত হইলেও, সাধারণে যাহাতে সুখ দুঃখ পায় তাহা জানিয়া স্বয়ং রাগদ্বেষের অতীত থাকিয়াই, আত্মসংস্থ হইয়া কৰ্ম্ম করেন ; তখন কৰ্ম্ম জ্ঞান ভক্তি এক হইয়া যায় ।

পুনশ্চ, মানব-নৈতিশাস্ত্রের মূল তত্ত্ব এই একত্ব জ্ঞানে । আমাদের জীবনের সমুদায় কৰ্ম্মকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করি । এক স্ত্রীপুত্রাদির জন্য লৌকিক কৰ্ম্ম ; আর এক, ভগবদ্ আরাধনারূপ পারলৌকিক কৰ্ম্ম । কিন্তু পূর্বোক্ত একত্ব জ্ঞান যাহার হইয়াছে, যাহার কাছে সবই আত্মময়, তাহার কাছে আর কৰ্ম্মের ঐ দুই ভেদ থাকিতে পারে না । শ্রীতার মহাশিক্ষা এই যে, কৰ্ম্মের ঐরূপ ভেদ করনা করিয়া কতকগুলিকে পরিত্যাগ পূর্বক, অপর কতকগুলিকে অবলম্বন করা কর্তব্য নহে । এক

অৰ্জুন উবাচ ।

যোহয়ং যোগ ত্বয়া প্রোক্তঃ সাম্যেন মধুসূদন ।

এতশ্চাহং ন পশ্যামি চঞ্চলত্বাৎ স্থিতিং স্থিরাম্ ॥ ৩৩ ॥

ভগবান্‌ই জগৎময়, এ জগৎ তাঁহার এবং সমুদায় কৰ্ম্মও তাঁহার, ইহা বুঝিয়া “স্বকৰ্ম্মণা তম্ অভ্যাস্য” স্বকৰ্ম্ম দ্বারা তাঁহার অর্চনা করিয়া, সিদ্ধিলাভ কর (১৮।৪৬) । আপন আপন অধিকার অনুরূপ কৰ্ম্ম, অকপট শুদ্ধ চিত্তে অনুষ্ঠান করিলে ঈশ্বরেরই কৰ্ম্ম করা হয় বা তাঁহারই অর্চনা করা হয় এবং তদ্বারাই সিদ্ধি লাভ হয় । ৩২ ।

অনন্তর অৰ্জুন কহিলেন, হে মধুসূদন ! সাম্যেন—মনের সমতার । সাম্য,—রাগদ্বেষাদিশূন্য সর্বত্র সমদর্শন (মধু) ; কিংবা লয়-বিক্ষেপশূন্য আত্মাকারে অবস্থিতি (শ্রী) ; কিম্বা সর্বভূতে সম বা ব্রহ্মদর্শন । সকল অর্থই মন্যতঃ এক । যঃ অয়ং যোগঃ ত্বয়া প্রোক্তঃ । চঞ্চলত্বাৎ—মনের চঞ্চলতা হেতু । এতশ্চ স্থিরাৎ স্থিতিং—দীর্ঘকাল স্থায়িত্ব । অহং ন পশ্যামি—আমি দেখি না । ৩৩ ।

অৰ্জুন কহিলেন ।

কৃষ্ণ হে ! যে যোগতত্ত্ব কহিলে আমার

যোগে

এ সংসারে সর্বময় সমদৃষ্টি দ্বার,

স্থিতির

বিকার-বিক্ষেপহীন চিত্ত অচঞ্চল,

অন্তরায়

রাগ নাই দ্বেষ নাই, সমান সকল ;

মনের

বেরূপ চঞ্চল কিহু মন, হে কংসারি !

চঞ্চলতা

সে তাবে স্থায়িত্ব তা'র বুঝিতে না পারি । ৩৩ ।

চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদৃঢ়ম্ ।

তস্মাহং নিগ্রহং মন্ত্রে বায়োরিব স্তূহকরম্ ॥ ৩৪ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ ।

অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্ ।

অভ্যাসেন তু কোন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে ॥ ৩৫ ॥

কারণ, হে কৃষ্ণ! মনঃ হি, চঞ্চলং—মন স্বভাবতই চঞ্চল। এবং প্রমাথি—দেহ ইন্দ্রিয়াদিকে মথিত করে, বিক্লিষ্ট করে, পরবশ করে (৩৭)। অপরক্ সে বলবৎ স্তূতরাং জয় করা ছকর। অপিচ দৃঢ়ং—জন্মজন্মান্তরের বিষয়-বাসনা-বিজড়িত পাকায় হৃদেস্ত (শ্রী)। তস্য নিগ্রহং, বায়োঃ নিগ্রহম্ ইব—বায়ুকে নিরুদ্ধ করার আয়। অহং স্তূহকরং মন্ত্রে । ৩৪ ।

মনোনিগ্রহের উপায় বলিতেছেন। অসংশয়ং মহাবাহো! ইত্যাদি স্পষ্ট। মনোনিগ্রহের বহু উপায় থাকিলেও ভগবান্ অভ্যাস ও বৈরাগ্য, এই দুইটি মাাত্রের উল্লেখ করিলেন। অভিপ্রায় এই যে এই দুটাই

স্বভাবতঃ মন কৃষ্ণ! সতত চঞ্চল,
বিমথিত করে দেহ ইন্দ্রিয় সকল,
একে ত' সে বলবান্, দৃঢ় পুনরায়
লিপ্ত থাকি জন্ম-জন্ম-বিষয়-তৃষ্ণায় ।
তাহার নিগ্রহ মানি ছকর তেমন
ছকর রোধিতে যথা চঞ্চল পবন । ৩৪ ।

শ্রীভগবান্ কহিলেন ।

সত্য বটে যা' কহিলে,—চঞ্চল সে মন,
সত্য বটে স্তূহকর তাহার দমন ।

মনোনিগ্রহের কিন্ত, ওহে মহাবাহ! ত্বন তথ্য সার,
উপায় অভ্যাসে বৈরাগ্যে হর দমন তাহার ।

শ্রেষ্ঠ উপায় । কোন বিষয়ে পুনঃ পুনঃ চেষ্টার নাম অভ্যাস ; আর ইন্দ্রিয়-ভোগ্য বিষয়,—পানীয়, ভোজ্য, স্পর্শ বস্তু ইত্যাদিতে রাগ অর্থাৎ তৃষ্ণা বা আসক্তি (১৪।৭) পরিত্যাগের নাম বৈরাগ্য ।

অনেকে মনে করেন, ধর্মমার্গে যে বৈরাগ্যের কথা আছে, তাহার মর্ম, গৃহস্থাস্রম ত্যাগ করিয়া বনেচর হওয়া । ফলতঃ এরূপ ত্যাগের সহিত বৈরাগ্যের সম্বন্ধ বড় অল্প । যে আসক্তি, ত্যাগ করিতে পারিয়াছে, তাহার কাছে বন বা নগরী, ছুইই সমান । সেই বিরাগী । পরন্তু যাহার আসক্তি যায় নাই, সে গিরিশুহাবাসী হইলেও বিরাগী নহে ।

হঠকারিতার দ্বারা চিত্ত সংযত হয় না । শূন্য-দর্শনে চিত্ত চঞ্চল হইতে পারে বলিয়া, তাহা দেখিব না,—এ ভাবে চিত্ত-সংযমের চেষ্টা করা বৃথা । পরন্তু তাহার অসারতা পর্যালোচনাপূর্বক চিত্তসংযমের অভ্যাসই শ্রেয়ঃ । কি ভাবে সে অভ্যাস করিতে হয়, ২৬ শ্লোকে তাহা বলিয়াছেন । যখনই মন অশুচিত বিষয়ে ধাবিত হয়, তখনই তাহাকে ফিরাইয়া আনিয়া আপনার বশে রাখিতে হয় । পুনঃ পুনঃ এইরূপ করাই অভ্যাস । হঠযোগ-মতে, কুস্তক-দ্বারা প্রাণবায়ুক রুদ্ধ করিলে, দ্রবীভূত দশ্যস্বরূপ মন অবরুদ্ধ হয় বটে, কিন্তু দশ্য অবরোধযুক্ত হইলে আবার দশ্যবৃত্তি করে,—বিষয়ে ধাবিত হয় । গৌতম উপদেশ মনকে অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা সাধু করা ।

অভ্যাস ও রূপ, রস, আদ্য বস্তু ভোগের পদার্থ

বৈরাগ্য সমস্ত ছ'দিন পরে হয় অপদার্থ,

এইরূপে অসারতা চিন্তি সে সবার,

সে সকলে অগুরাগ কর পরিহার ।

যদি ও সে সবে মন ধার বারে বারে

পুনঃপুনঃ ফিরাইয়া আনিবে তাহারে ।

অভ্যাসে বৈরাগ্যে হেন সূক্ষ্ম যতনে

পারিবে ক্রমশঃ তুমি শাসিবারে মনে । ৩৫ ।

বৈরাগ্য-সিদ্ধির প্রকৃত কোশল সৰ্বত্র জৈশ্বরদর্শন । যদি ইচ্ছা হয়, শত বর্ষ বাঁচিবার কামনা কর ; যত কিছু সাংসারিক বাসনা আছে, ভোগ করিয়া লও । তবে তাহাদিগকে ব্রহ্মস্বরূপে দর্শন কর ; উহাদিগকে স্বর্গীয় ভাবে পরিণত করিয়া লও । সংসার ত্যাগ কর, স্ত্রী-পুত্রাদিকে ত্যাগ কর,—ইহার এমন অর্থ নহে যে, উহাদিগকে রাস্তার ফেলিয়া দাও, যেমন অনেক নরপত্নী করিয়া থাকে । উহা'ত ধর্ম্য নহে । উহা পাশবিক কাণ্ড । তবে কি করিবে ? উহাদের মধ্যে জৈশ্বরদর্শন কর ; এবং উহাদের জন্ত যে কর্ম্ম, তাহাকে জগৎ-চক্র প্রবর্তনের নিমিত্ত কর্ম্ম-রূপে, লোকস্থিতির নিমিত্ত কর্ম্মরূপে—জৈশ্বের নিমিত্ত কর্ম্মরূপে, সাত্বিক কামরূপে, (৭।১১) পরিণত কর । ইহাই প্রকৃত বৈরাগ্য । ইহাই প্রকৃত পথ । যে নির্লোভ সংসারের বিলাস-বিলম্বে মগ্ন, সে প্রকৃত পথ পায় নাই । তাহার পা পিছলাইয়াছে । অপরদিকে যে জগৎকে অভিসম্পাত করিয়া বনে গিয়া ধীরে ধীরে শুকাইয়া আপনাকে মারিয়া ফেলে, জদয়কে শুক মরুভূমি কঠোর নীরস বীভৎস করিয়া ফেলে, সেও পথ ভুলিয়াছে । দুইটিই বাড়াবাড়ি । দুইটিই ভ্রম—এ দিক আর ও দিক ।

চিস্তাসংঘম অত্যাশ প্রণালীর মধ্যে কয়েকটি উৎকৃষ্ট প্রণালীর বিবরণ বলা হইতেছে ;—

(১) গুরুদত্ত ইষ্টমন্ত্র জপ । যে সময়ে মন অপেক্ষাকৃত স্থির থাকে, তখন একাগ্রচিত্তে গুরুদত্ত মন্ত্র জপ করিতে হয় । প্রথম অবস্থায় মালায় বা করে সংখ্যা রাখিয়া ১০৮ বার জপ করা বিধি । মনকে একাগ্র করিতে হয় ; যেন জপের সময় মনে অন্য বিষয় উদ্ভিত না হয় । যদি ১০৮ সংখ্যা পূর্ণ হইবার পূর্বে মনে অন্য বিষয় উদ্ভিত হয়, তবে পূর্ব সংখ্যা ত্যাগপূর্বক পুনর্বার এক হইতে আরম্ভ করিবে । এই ভাবে অবিচলিত বস্ত্রে অত্যাশ করিতে হয় ও ক্রমশঃ জপসংখ্যা বর্দ্ধিত করিতে হয় ।

অসংযতাত্মনা যোগো দুস্প্রাপ ইতি মে মতিঃ ।

বশ্যাত্মনা তু যততা শক্যোহবাশ্তুম্ উপায়তঃ ॥ ৩৬ ॥

(২) মনকে সর্বদা ধর্ম ও নীতিসঙ্গত, লোকহিতকর কার্যে ব্যাপৃত রাখিতে হয় ।

(৩) কোন দেবমূর্তি বা সাধু পুরুষের মূর্তি বা তাঁহার চরিত্র, অথবা যাহা কিছু পরম পবিত্র বলিয়া মনে হয়, তাহা ধ্যান করিতে হয় । তাঁহার আদর্শে নিজ চরিত্র পবিত্র করিতে চেষ্টা করিতে হয় ।

“যাঁচার। যোগী হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের প্রত্যেক জিনিস একটু একটু করিয়া ঠোঁকরান ভাব একবারে ত্যাগ করিতে হইবে । একটা পবিত্র ভাব লইয়া ক্রমাগত তাহাই চিন্তা করিতে থাক । শয়নে, স্বপনে, সর্বদা উহা লইয়াই থাক । তোমার মস্তিষ্ক, শ্বাস, শরীরের সর্বত্রই সেই চিন্তায় পূর্ণ থাকুক । অল্প সময়ের চিন্তা পরিত্যাগ কর । ইহাই সিদ্ধ হইবার উপায় । খুব দৃঢ়ভাবে সাধনা কর । মর, বাঁচ, কিছুই গ্রাহ্য করিও না । “মস্তকের সাধন কিম্বা শরীর পতন ।” ফলাফলের দিকে লক্ষ্য না করিয়া সাধন-সাগরে ডুবিয়া দাইতে হইবে । তাহা হইলে, যদি তুমি খুব সাহসবান্ হও, তবে ছয় মাসের মধ্যেই একজন সিদ্ধ যোগী হইতে পারিবে ।”—রাজযোগে বিবেকানন্দ ।। ৩৫ ।

সার কথা এই যে, অসংযতাত্মনা—অভ্যাস ও বৈরাগ্যে যাহার মন বশীভূত নহে, তাহার পক্ষে । যোগঃ দুস্প্রাপঃ ইতি মে মতিঃ । বশ্যাত্মনা তু যততা—যত্নশীল ও সংযতচিত্ত ব্যক্তির দ্বারা । উপায়তঃ—পূর্বোক্ত

অভ্যাসে বৈরাগ্যে চিত্ত বশে নহে যার,

আমার বিশ্বাস যোগ দুস্প্রাপ্য তাহার ।

কিন্তু চিত্ত বশে যার, দৃঢ় যত্ন আর,

অভ্যাসাদি দ্বারা যোগ হ’তে পারে তা’র । ৩৬ ।

অর্জুন উবাচ ।

অযতিঃ শ্রদ্ধয়োপেতো যোগাচলিতমানসঃ ।

অপ্রাপ্য যোগসংসিদ্ধিং কাং গতিং কৃষ্ণ গচ্ছতি ॥ ৩৭ ॥

কচ্চিন্নোভয়বিভ্রষ্টশ্চিন্নাত্মন ইব নশ্যতি ।

অপ্রতিষ্ঠো মহাবাহো বিমূঢ়ো ব্রহ্মণঃ পথি ॥ ৩৮ ॥

অভ্যাসাদি উপায়ে (গিরি) । যোগঃ অবাধুং শক্যঃ—যোগ লাভ হইতে পারে । উপায়—পুরুষকার (মধু) । ৩৬ ।

অর্জুন কহিলেন, হে কৃষ্ণ ! যে প্রথমে শ্রদ্ধয়া উপেতঃ—শ্রদ্ধার সহিত প্রবৃত্ত হইয়া । পরে, অযতি—মনের চাকল্যাহেতু শিথিলপ্রযত্ন হওয়ার । অন্নার্থে নঞ । যতি—যত্নশীল । যোগাৎ—যোগ হইতে । চলিত-মানসঃ হয় । সে যোগসংসিদ্ধিম্ অপ্রাপ্য—যোগে সিদ্ধি লাভ করিতে না পারায় । কাং গতিং গচ্ছতি—কি গতি প্রাপ্ত হয় । ৩৭ ।

হে মহাবাহো ! কৰ্ম্ম এবং জ্ঞান উভয় হইতে বিভ্রষ্টঃ—স্থলিত হইয়া । এবং অপ্রতিষ্ঠঃ—নিরাশ্রয় । অতএব ব্রহ্মণঃ পথি—ব্রহ্মপ্রাপ্তিমার্গে,

অর্জুন কহিলেন ।

প্রথমে আরম্ভ করি শ্রদ্ধার সহিত
অনন্তর যত্নভাবে হ'রে বিচলিত
যোগভ্রষ্টের বিষয়-প্রবণ চিন্তা যোগ হ'তে যার
কি হয় ? ভ্রষ্ট হয়, বল কৃষ্ণ, কি হয় তাহার ?
না লাভিয়া যোগে সিদ্ধি, হার রে, তখন
কি দশা তাহার হয় বল, জনার্দন । ৩৭ ।
সাধনা সন্ন্যাস মার্গে না হয় তাহার,
কৰ্ম্মযোগমার্গে সিদ্ধি নাই আরবার,

এতন্মে সংশয়ঃ কৃষ্ণং ছেতুং অহংশেষতঃ ।

তদ্ব্যক্তঃ সংশয়স্তাস্ত্র ছেতা ন হ্যপপদ্যতে ॥ ৩৯ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ ।

পার্শ্ব নৈবেহ নামুত্র বিনাশস্তস্ত্র বিদ্যতে ।

ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি ॥ ৪০ ॥

দেবদানমার্গে (৮।২৪) । বিমূঢ়ঃ (হইয়া) : কচ্চিৎ ছিন্নাত্মম্ ইব ন
নশ্রুতি—সে কি ছিন্ন মেঘের স্তায় বিনষ্ট হয় না ? ৩৮ ।

হে কৃষ্ণ ! এতৎ মে সংশয়ম্ অশেষতঃ—সম্পূর্ণরূপে । ছেতুং অহংসি—
দূর করিতে যোগ্য । হি—যেহেতু । তৎ-অন্তঃ—তুমি ভিন্ন অন্য ব্যক্তি ।
অন্ত সংশয়স্ত্র ছেতা ন উপপদ্যতে—এ সংশয় নাশের যোগ্য নহে । ৩৯ ।

ভগবান্ কহিলেন । হে পার্শ্ব ! তস্ত্র ন এব ইহ, ন অমুত্র বিনাশঃ
বিদ্যতে—তাহার ইহপরকালে বিনাশ নাই ; ইহলোকে অকীর্ত্তি প্রভৃতি

এই ভাবে, মহাবাহ ! উত্তর হারায়,

না পায় বিমূঢ় ব্রহ্মলভের উপায় ।

নিরাশ্রয়, জ্ঞান কর্ম ছই পথ ভ্রষ্টে,

ছিন্ন মেঘ মত সে কি হয় হে, বিনষ্ট ? ৩৮ ।

দূর কর এ সংশয় নিঃশেষে আমার,

কে অন্ত পারিবে তাকা তুমি ভিন্ন আর ? ৩৯ ।

শ্রীভগবান্ কহিলেন ।

বিসর্জন কর বৎস ! বৃণা এ সংশয়,

যোগব্রহ্মের যে কল্যাণকারী, তার দুর্গতি না হয় ।

অসদ্গতি ইহলোকে কোন মন্দ না কর তাহার

হয় না পরজন্মে নীচ গতি কিবা নাই তা'র । ৪০ ।

প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকান্ উষিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ ।

শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোহভিজায়তে ॥ ৪১ ॥

অথবা যোগিনাম্ এব কূলে ভবতি ধীমতাম্ ।

এতন্ধি দুর্লভতরং লোকে জন্ম যদ্ ঈদৃশম্ ॥ ৪২ ॥

পাতিত্যা ও পরলোকে হীন জন্মপ্রাপ্তি হয় না (শং) । অমুত্র—পরলোকে ।
ন হি ইত্যাদি ন্পষ্ট । তাত—অর্জুন এখন শিষ্য, পুত্রস্থানীর, তজ্জন্তু তাত
(বৎস) সম্বোধন । ৪০ ।

সেই যোগভ্রষ্টঃ । পুণ্যকৃতাং—পুণ্যকর্ম্মকাণ্ডিগণেরু । লোকান্ প্রাপ্য ।
তত্র শাশ্বতীঃ সমাঃ উষিত্বা—বহু বর্ষ বাস করিয়া । শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে
অভিজায়তে—সদাচারী ধনীর গৃহে জন্ম লাভ করেন । (সাধু ব্যক্তি উত্তম
জীবকে পুত্ররূপে লাভ করেন) । ৪১ ।

অথবা ধীমতাং যোগিনাম্ এব কূলে ভবতি—জন্মলাভ করে । ঈদৃশং
যৎ জন্ম, তৎ হি লোকে দুর্লভতরম্ । ৪২ ।

যে সমস্ত লোকে যার পুণ্যকর্ম্মাগণ,
সে সমস্ত পুণ্য লোকে করিয়া গমন,
যোগভ্রষ্ট বহু বর্ষ থাকিয়া সেথার,
ভোগশেষে নরলোকে আসি পুনরায়
ধনবান্ মাঝে যার চরিত্র পবিত্র
জন্ম লাভ করে তাঁর গৃহে সুপবিত্র । ৪১ ।

যোগভ্রষ্টের অথবা যে জ্ঞানবান্ যোগী, ধনঞ্জয় !
ধান্ডিকের তাঁহার পবিত্র-কূলে তাঁর জন্ম হয় ।
কূলে জন্ম যোগীর পবিত্র-কূলে ঈদৃশ জন্ম
হয় এবং এ সংসারে সুদুর্লভ, তরত-সস্তম ! ৪২ ।

তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌৰ্ব্বেদেহিকম্ ।

যততে চ ততো ভূয়ঃ সংসিকৌ কুরুনন্দন ॥ ৪৩ ॥

পূৰ্ব্বাভ্যাসেন তেনৈব হ্রিয়তে হবশো হপি সঃ ।

জিহ্মাসুরপি যোগস্য শব্দব্রহ্মাতিবর্ততে ॥ ৪৪ ॥

ততঃ—ধনী বা যোগীর কুলে জন্ম লাভ করিয়া । তং পৌৰ্ব্বেদেহিকং বুদ্ধিসংযোগং লভতে—সেই পূৰ্ব দেহে লব্ধ বুদ্ধি লাভ করে । ততঃ চ—এবং তাহার পরে । পূৰ্বসংস্কারবশে সংসিকৌ ভূয়ঃ যততে—সিদ্ধিলাভার্থ অধিক যত্ন করে ।

যত্ন ও অভ্যাসের ফল এ জন্মে না ফলিলেও নিরাশ হইবার কারণ নাই । পর পর জন্মে ফলিবে । এই জন্মেই সমস্ত কুরাইয়া যায় না । ৪৩।

সঃ তেন এব পূৰ্বাভ্যাসেন অবশঃ অপি—পর জন্মে সেই পূৰ্বাভ্যাসের বশে অবশভাবে পরিচালিত হইয়াই । হ্রিয়তে—ব্রহ্মনিষ্ঠার আকৃষ্ট হয় ।

এরূপে সে যোগব্রহ্ম, মহাত্মা স্বজন
সেই সেই কুলে করি জনম গ্রহণ,
পূৰ্ণজন্মের পূৰ্ব দেহে ছিল তাঁ'র সাধনা যেমতি
বুদ্ধি লাভ জ্ঞান বুদ্ধি পর দেহে লভে হে, তেমতি ।
হয় । সেই সংস্কারবশে পুন সেই জন
সিদ্ধিলাভ তরে করে অধিক যতন । ৪৩ ।

অতি বলবান্ সেই অভ্যাস নিচর
স্বভাবতঃ অবশ ভাবেতে তাঁ'র চিত্ত হরি লয় ।

যোগমার্গে বিষয়ের তুচ্ছ স্থখ করি বিসর্জন

আকৃষ্ট হয় যোগমার্গে স্বভাবতঃ ধার তাঁ'র মন ।

সবে মাত্র প্রবেশিয়া যোগের পন্থায়

সকাম যজ্ঞাদি চেয়ে শ্রেষ্ঠ ফল পায় । ৪৪ ।

প্রযত্নাদ্ যতমানস্তু যোগী সংশুদ্ধকিঞ্চিৎ ।

অনেকজন্মসংসিদ্ধ স্তুতো যাতি পরাং গতিম্ ॥ ৪৫ ॥

তপস্বিত্যোহধিকো যোগী জ্ঞানিত্যোহপি মতোহধিকঃ ।

কর্মিত্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্ যোগী ভবাজ্জুন ॥ ৪৬ ॥

এবং যোগস্ত জিজ্ঞাসুঃ অপি—যোগতত্ত্বের জিজ্ঞাসুমান হইয়াই ; যোগ-
মার্গে প্রবেশমান । শব্দব্রহ্ম অতিবর্ত্ততে—বেদকে অতিক্রম করে ; অর্থাৎ
বেদোক্ত কাম্য কর্ম অপেক্ষা অধিক ফল লাভ করে । ৪৪ ।

সেই যোগী । প্রযত্নাৎ যতমানঃ তু—পূর্ব্বাপেক্ষা ক্রমশঃ অধিক
মত্তবান্ । সংশুদ্ধ-কিঞ্চিৎ—নিষ্পাপ হইয়া । অনেক-জন্মসংসিদ্ধঃ—অনেক
জন্মে ক্রমশঃ সিদ্ধ হয় । ততঃ—তাহার ফলে । পরাং গতিং যাতি । ৪৫ ।

যোগী—মহত্ম এই যোগের যে অনুষ্ঠান করে, তাদৃশ যোগী ।
তপস্বিত্যঃ অধিকঃ—তপস্বী হইতে শ্রেষ্ঠ । জ্ঞানিত্যঃ অপি অধিকঃ
ইত্যাদি । তপস্বী—তপঃপরায়ণ, ১৭।১৪—১৬ দেখ । জ্ঞানী—কর্মসন্ন্যাস-
নিষ্ঠ জ্ঞানী । কর্মী—কাম্য কর্মী । তপস্বী, জ্ঞানী ও কাম্য কর্মী হইতে

অধিক যতন করি ক্রমশঃ ক্রমশঃ

বিধৌত কলুষরাশি ক্রমশঃ ক্রমশঃ

জন্মে জন্মে ক্রমে হয়ে পবিত্র-হৃদয়

লভয়ে পরমা গতি যোগী, ধনঞ্জয় ! ৪৫ ।

বিবিধ তপস্তা নিত্য করে যে সাধন,

অথবা সন্ন্যাসনিষ্ঠ জ্ঞানী যিনি হ'ন,

যোগীর

কিন্তু যে সকাম কর্মে সতত তৎপর,

শ্রেষ্ঠত্ব

অর্জুন, এ সব হ'তে যোগী শ্রেষ্ঠতর ।

অতএব যোগী হও, তুমি বুদ্ধিমান !

বুদ্ধিবৃত্ত হ'য়ে কর্ম কর অনুষ্ঠান । ৪৬ ।

যোগিনাম্ অপি সৰ্বেষাং মদগতেনাস্তরাত্মনা ।

শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ॥ ৪৭ ॥

ইতি ধ্যান-যোগো নাম ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ।

কর্ণযোগী শ্রেষ্ঠ । অতএব হে অৰ্জুন ! যোগী ভব—তুমি যোগী হও ; তোমাকে যে উপদেশ দিলাম, সেই যোগ অর্থাৎ “কৌশল,” যুক্তি অবলম্বন কর । কর্ণযোগমার্গ যে সম্মাসনিষ্ঠ জ্ঞানসাধন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং কাম্য কৰ্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, ৫।২ ও ২।৫০ শ্লোকে তাহা বলিয়াছেন । ৪৬।

সৰ্বেষাম্ অপি যোগিনাম্ মধ্যে শ্রদ্ধাবান্ যঃ মদগতেনাস্তরাত্মনা—
আমাতে মনোনিবেশপূৰ্ব্বক (শ্রী) । মাং ভজতে,—আমার ভজনা করে ।
স মে যুক্ততমঃ মতঃ—সে আমার মতে সৰ্বোত্তম । ৪৭ ।

ষষ্ঠ অধ্যায় শেষ হইল । এই অধ্যায়ে যে ধ্যানযোগ উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহা পাতঞ্জল যোগের অনুরূপ বটে, কিন্তু ঠিক তাহা নহে । গীতার যোগী নিকাম কৰ্মী (৫।১ দেখ) কিন্তু পাতঞ্জলের যোগী কৰ্ম্মভ্যাগী সম্মাসী । আর পাতঞ্জল যোগে ঈশ্বর-প্রতিধান সাধনার, অন্ততম উপায় মাত্র (যোগসূত্র ১.২৩) কিন্তু গীতার ভক্তই শ্রেষ্ঠ যোগী (৬।৪৭) । অধিকন্তু পাতঞ্জলের ঈশ্বর, বিশ্বের সৃষ্টিস্থিতির-কর্তা নহেন । তিনি কেবল কৰ্ম, কৰ্মফল ও ক্লেশ দি বর্জিত সৰ্বজ্ঞ পুরুষবিশেষ (যোগসূত্র—১।২৪-২৬) । সুতরাং পাতঞ্জল যোগে যে আত্মদর্শন হওয়ার উপদেশ আছে, তাহা গীতার ঈশ্বর দর্শন (৬.৩০) হইতে ভিন্ন । ফলতঃ গীতার ধ্যানযোগ, কৰ্ম-যোগেরই—উচ্চতম সোপান । এই যোগযুক্ত অবস্থার রাগ দ্বেষাদি

ভক্তই

সকল যোগীর মাঝে আবার যে জন

সৰ্বশ্রেষ্ঠ

আমাতে সতত মন করি সমর্পণ,

যোগী

আন্তরিক শ্রদ্ধাসহ ভজরে আমারে,

যোগিগণ মাঝে আনি শ্রেষ্ঠতম তারে । ৪৭ ।

সমস্ত মলিনতা নষ্ট হইয়া চিত্ত স্থির শান্ত এবং সম্পূর্ণ নির্মল হইয়া জ্ঞান লাভের উপযুক্ত হয় । তখন আত্মতত্ত্ব ও জৈশ্বরতত্ত্ব জানা যায় । তর্ক যুক্তি উপদেশাদির দ্বারা জৈশ্বর জীব ও জগৎ সম্বন্ধে যে জ্ঞান লাভ হয়, তাহা পরোক্ষ জ্ঞান ; শোণা কথার মত । সে জ্ঞানকে প্রত্যক্ষ করিতে না পারিলে, সে জ্ঞানে স্থিতি লাভ করিতে না পারিলে, কিছুই হয় না । ধ্যান-যোগে তাহা হয় । যোগকৌশলে মন ও ইন্দ্রিয়গণকে অন্তর্মুখ করিতে পারিলে, চিত্তে আর কোন বাহ্য বিষয়ের ছায়া পড়িতে পারে না । তখন বুদ্ধিতে আত্মার যাহা যথার্থ স্বরূপ, তাহা প্রতিভাসিত হয় ও তাহার সঙ্গে জৈশ্বর-দর্শনও হয় । সমাধি অবস্থায় এই আত্মদর্শন ও জৈশ্বরদর্শন সিদ্ধ হয় । একবার এই দর্শন সিদ্ধ হইলে, সব পরিষ্কার হইয়া যায় । জ্ঞানযোগে যাহা পরোক্ষভাবে জানা গিয়াছিল, এখন তাহা প্রত্যক্ষভাবে জানা যায় । এই প্রত্যক্ষজ্ঞানের আর প্রচ্যুতি নাই । যে জীবনে একবার মাত্রও চিনি খাইয়াছে, সে আর কখন চিনির মধুর আশ্বাদ বিস্মৃত হয় না ।

মূর্ত্তের জন্তও যদি কাহারও ভাগ্যে এই আত্মদর্শন, সমদর্শন, একটু অবস্থিতি ঘটয়া থাকে, তবে তাঁহার চক্ষে সমুদয় জগৎটা পরিবর্তিত হইয়া যায়, পবিত্র হইয়া যায় । তাঁহার চক্ষে ব্রাহ্মণ চণ্ডাল, গাভী কুকুর, শত্রু মিত্র, সাধু অসাধু, সব সমান ।

পূর্বোক্ত এই যোগের অনুরায় মনের চঞ্চলতা । অতঃপর মনঃসংযমের উপায় এবং যোগভ্রষ্টের গতি বলিতেছেন । মানুষের মন স্বভাবতঃ চঞ্চল বটে, কিন্তু সূদৃঢ় অভ্যাস এবং অকপট বৈরাগ্যের দ্বারা মনকে সংযত করিয়া যোগসাধন-মার্গে প্রবৃত্ত হওয়া যায় ; এবং প্রবৃত্ত হইয়া কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইতে পারিলে আর পতন নাই । কোন কারণে যোগভ্রষ্ট হইয়া ইহজন্মে সিদ্ধিলাভ না হইলেও পরলোকে স্বর্গভোগ হয় এবং স্বর্গভোগান্তে পবিত্রচেতা ধনবানের কুলে অথবা পবিত্র যোগীর কুলে জন্ম

লাভ হয় ; এবং সেই পর জন্মে পূর্বসংস্কারবশে আবার সাধনপথে অগ্রসর হওয়া যায় । এই যোগমার্গ বা “কর্মকোশল”-মার্গ (২।৫০) তপশ্চাদি অপেক্ষা উত্তম । আর ঈশ্বরে ভক্তিমান্ হইয়া ইহার আচরণ, সর্বোত্তম ।

—•—

ধ্যানযোগে দেখে পার্থ তুমি সর্বময়,
“দাসের” নয়ন কেন বিষ্মিতে রয় !

ধ্যানযোগ নামক ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত ।

—

সপ্তমোহধ্যায়ঃ ।

--:~:--

জ্ঞানবিজ্ঞান-যোগঃ ।

—•—

শ্রীভগবান্ উবাচ ।

ময্যাসক্তমনাঃ পার্থ যোগং যুঞ্জন্ মদাশ্রয়ঃ ।

অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্তসি তচ্ছৃণু ॥ ১ ॥

পার্শ্বের ঈশ্বর-ভক্তি উদ্দীপিত করি

সপ্তমে ঈশ্বর-তত্ত্ব कहিলা শ্রীহরি ।

অৰ্জুনের মূল প্রশ্ন—যচ্ছ্রেয়ঃ শ্রাৎ নিশ্চিতং ক্রহি তন্মে (২।৭)
যাহা নিশ্চিত শ্রেয়স্বর তাহা আমাকে বলুন, ইহার উত্তরে ভগবান্ ২।৪৮
শ্লোকে कहিলেন যে, “যোগস্থ হইয়া বুদ্ধিকে সম করিয়া কন্ড কর,—
কন্ডযোগ আচরণ কর ।” তার পর ক্রমশঃ তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম

শ্রীভগবান্ कहিলেন ।

কহিয়াছি কন্ডযোগতত্ত্ব, নরবর !

আমার ঈশ্বর তত্ত্ব कहি অতঃপর ।

যেক্রমে আমাতে সঙ্গা অনুরক্ত মন,

জ্ঞান বিজ্ঞান একান্তে আমাতে করি আশ্রয় গ্রহণ,

(৭—১৭ অধ্যায়) সেই যোগ অনুষ্ঠান করিতে করিতে,

নিশ্চয় আমারে তুমি পারিবে জানিতে,

ঈশ্বর্য্যবিত্তিযুত আমি, হে, যেমন

যেক্রমে জানিবে সব, কর তা' শ্রবণ ।১।

অধ্যায়ে ঐ কর্মযোগসিদ্ধি-সম্বন্ধে নানা কথা বলার পর বুদ্ধির অস্তিম সমতা এবং কর্মযোগসিদ্ধির কারণস্বরূপ ইন্দ্রিয়সংযম, তথা ইন্দ্রিয় সংযমের কারণ স্বরূপ ধ্যানযোগসাধন বর্ষ অধ্যায়ে বলিয়াছেন । কিন্তু ধ্যায়োগ-কৌশলে ইন্দ্রিয়গণ বাহ্যবিষয় হইতে নিবৃত্ত হইলেই যে বিষয়াসক্তি যায় এমন কিছু নয় । বিষয় বাসনা ক্ষয়ের জন্য ঈশ্বরজ্ঞান আবশ্যক,—এ কথা ২:৫৯ শ্লোকে একবার বলিয়াছেন, এবং ৬৪৭ শ্লোকে ঈশ্বরে ভক্তিমান্ যোগীই শ্রেষ্ঠ,—এই বাক্যে আবার সেই কথাই বলিয়া, এক্ষণে সপ্তম হইতে সমগ্র ঈশ্বর তত্ত্বজ্ঞানের বাহা নিশ্চিত উপায়, তাহা বলিতেছেন । এই অধ্যায় হইতে গীতার জ্ঞানস্রোত সম্পূর্ণ ভিন্ন মুখে ছুটিয়াছে । দ্বিতীয় হইতে বর্ষ অধ্যায়ে বাহা পাইরাছি, তাহা প্রচলিত সাধনপন্থা সমূহের নূতন সংস্করণ । আর এখান হইতে বাহা বলিতেছেন, তাহা ভগবানের নিজের অভিমত ও অনুমোদিত পন্থা । ইহা ভারতীয় ব্রহ্মবিদ্যার সার । মানবীয় জ্ঞানের চরম পরিণতি ।

হে পার্থ ! তুমি মরি আসক্তমনাঃ—আমার প্রতি নিবিষ্টচিত্ত ও মদীশ্রয়ঃ—আমার শরণাপন্ন হইরা । যোগং যুজন্—মহাপদটি কর্মযোগ অভি্যাস করিতে করিতেই । সমগ্রং—বিভূতি বল শক্তি ঐশ্বর্যাদিসমুক্ত সমস্ত গুণসম্পন্ন আমাকে (৭২) । যথা অসংশয়ং জ্ঞানশ্রুতি—যেমন নিশ্চিতরূপে জানিবে । তৎ শৃণু—তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর ।

যোগং যুজন্—এখানে যোগ অর্থে কেহ কেহ কেবল ভক্তিব্যোগ, জ্ঞানকর্মের সহিত সম্পর্কপূর্ণ কেবল ঈশ্বরভক্তি, বুঝিয়াছেন । কিন্তু এরূপ বিশেষ অর্থ বঙ্গনা করিবার আবশ্যক নাই । যোগ একই । যোগের অর্থ মিলন । ঈশ্বরের ঐশী নীতির সত্তিতে আমাদের চিত্তবৃত্তির মিলন বা সামঞ্জস্যের নাম যোগ । ঈশ্বরের সহিত সর্জন্য যোগে থাকিয়া সংসারক্ষেত্রে বিচরণ করাই যোগ । এ সংসার তাঁহা হইতে আসিয়াছে, তাঁহার উপরই রহিয়াছে, কালে আবার তাঁহাতেই ফিরিয়া যাইবে, এই

জ্ঞানং তেহহং সবিজ্ঞানম্ ইদং বক্ষ্যাম্যশেষতঃ ।

যজ্ জ্ঞাত্বা নেহ ভূয়ো হৃদয়জ্ জ্ঞাতব্যম্ অবশিষ্যতে ॥ ২ ॥

মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে ।

যততাম্ অপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্ মাং বেত্তি তদ্বতঃ ॥ ৩ ॥

“পুরাণী সংসার প্রবৃত্তির মূল উৎস তিনি” (১৫।৪) এই সত্য হৃদয়ঙ্গম-পূর্বক সর্বদা তাঁহার দিকে মুখ ফিরাইয়া রাখার নাম যোগ । তাঁহাকে ছাড়িয়া আমরা যে এক মুহূর্ত্ত থাকিতেই পারি না; আহার বিহার শয়ন উপবেশনাদি হইতে, ছোট বড়, ভাল মন্দ সর্ব কন্ঠেই যে আমরা তাঁহার সহিত যুক্ত, তাঁহার যোগবিচ্ছিন্ন হইলে যে আমাদের অস্তিত্বই থাকে না—এই জ্ঞানে সর্বদা প্রবুদ্ধ থাকার নাম যোগ । ভগবান্ সেই যোগ অভ্যাসের কথা—ঐ তবুটী সর্বদা স্মৃতিপথে রাখিবার জন্য যত্ন, চেষ্টা, অভ্যাসের কথা বলিতেছেন । ১ ।

সবিজ্ঞানম্ ইদং জ্ঞানং তে অপেষতঃ বক্ষ্যামি—আমি তোমাকে এই বক্ষ্যমাণ জ্ঞান, বিজ্ঞান সহিত অপেষপ্রকারে বলিব । যৎ জ্ঞাত্বা ইহ—এই সংসারে । ভূয়ঃ অন্তঃ জ্ঞাতব্যম্ ন অবশিষ্যতে—পুনর্বার অন্ত কিছুই জানিবার বিষয় অবশিষ্ট থাকিবে না । জ্ঞান—উপদেশাদি লব্ধ শিক্ষা । বিজ্ঞান—হৃদয়ে অমুভূত জ্ঞান । ২ ।

মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ সিদ্ধয়ে যততি—সিদ্ধি লাভার্থ যত্ন করে ।

অপেষতঃ সেই জ্ঞান कहিব তোমার,

যে জ্ঞানে হৃদয়ঙ্গমাবে পাবে সমুদায়,

যা’ জানিলে আর কিছু এমন না রয়

এ সংসারে পুনরায় জানিতে যা’ হয় । ২ ;

সহস্র সহস্র মধ্যে কতু কোন জন

সিদ্ধিলাভ করে, পার্থ ! করেন যত্ন ।

ভূমিরাপো হনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ ।

অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥৪॥

অপরেয়ম্ ইত শুশ্রাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাং ।

জীবভূতাঃ মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥৫॥

আবার যততাং সিদ্ধানাম্ অপি—এবং যত্নশীল সিদ্ধগণের মধ্যেও ।
কিচ্চৎ মাং তদ্বতঃ বেত্তি । তদ্বতঃ—যথাবৎ, আমার বাহা প্রকৃত স্বরূপ,
ঠিক সেই ভাবে জানে । ৩ ।

অতঃপর যেক্রমে ঈশ্বর হইতে এই জগতের বিকাশ অথবা জগৎরূপে
তাঁহার প্রকাশ এবং যে ভাবে তিনি এই জগতের অন্তরালে বিরাজিত,
৪—১২ শ্লোকে তাহা বলিতেছেন । ভূমিঃ, আপঃ (জল), অনলঃ,
বায়ুঃ, ধম্ (আকাশ), মনঃ, বুদ্ধিঃ, অহঙ্কারঃ এব চ, ইতি অষ্টধা ভিন্না—
এই আট প্রকারে বিস্তৃত । ইয়ং মে প্রকৃতিঃ—এই দৃশ্যমান আমার
প্রকৃতি, বিশ্বলীলা শক্তি । ৪ ।

ইয়ং তু অপরা—কিন্তু ইহা আমার অপরা প্রকৃতি । অপরা—অপ্রধানা ।

যত্নশীল সিদ্ধমায়ে কেহ বা সংসারে

যথাবৎ অবগত হইবে, আমারে । ৩ ।

পরম অধ্যাত্ম জ্ঞান করি অতঃপর,

অধ্যাত্ম জ্ঞান সযতনে অবধান কর, নরবর !

ভূমি, জল, তেজ আর অনিল, আকাশ,

অপরা প্রকৃতি মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার—আমারি বিলাস ।

বড় দেহ

মম বিশ্বলীলাশক্তি—প্রকৃতি আমার

এই অষ্ট ভাবে, পার্থ ! বিকাশ তাহার । ৪ ।

অপরা—নিকটী, এই প্রকৃতি আমার,

এ হ’তে উত্তম আছে অতঃপাৰ আর,

২৫৮ অপরা প্রকৃতি হইতে দেহ—পরা প্রকৃতি হইতে জীব । [পঞ্চম

ইতঃ অত্যাং—ইহা হইতে তিন্ন তাবাগরা । জীবত্বত্যাং—জীবরূপে এক-
টিতা, জীবস্বরূপা (প্রী) কেন্দ্রজলক্ষণা, প্রাণধারণনিমিত্তত্বতা (শং) ।
যে পরাং প্রকৃতিং বিদ্ধি—আমার পরা প্রকৃতি জানিও । যরা ইদং জগৎ
ধারণ্যতে—যাহা এই জগৎকে ধারণ করিয়া আছে (শং) ।

প্রকৃতি—তগবানের বাহা পরম ভাব, তাহাতে জগৎ নাই । সে
ভাবে তিনি একম্ এবাষিতীয়ম্ জগদতীত অব্যক্ত অক্ষর তত্ত্ব । বহুত্বময়
জগৎলীলার আসিরা, সেই ভাবাতীত সীমাতীত অব্যক্ত চৈতন্ত লীলা-
রসে যেন জ্ঞানগম্য সসীম ভাব লইয়া প্রকাশ পায়, কিছু না কিছু বিশিষ্ট
স্থূলরূপ লইয়া প্রকটিত হয় ।

অব্যক্ত অনন্ত চৈতন্তের এই যে সীমাবিশিষ্ট ঘন স্থূল ভাবে প্রকাশ,
ইহাই তাহার প্রকৃতি ।

তগবানের সেই প্রকৃতি অর্থাৎ “অনন্তের সীমাবদ্ধ ভাবে প্রকাশ”
(বিবেকানন্দ শ্রামী) সর্বত্র ও সর্বদা একভাবেই নহে । বিভিন্ন স্থানে
তাহা বিভিন্ন ভাবে ও বিভিন্ন আকারে প্রকাশিত । এক দিকে তাহার
ভূমি, জল, অনল, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার—এই আট
প্রকারের বিশিষ্ট ভাব । এই আটটি একশ্রেণীভূক্ত—সকলেই অচেতন
জড় তাবাগর । তজ্জন্ত ইহাদিগকে অপরা অর্থাৎ অপ্রধানা প্রকৃতি
বলে । ইহারা যথাযোগ্য ভাবে মিলিত হইয়া জগতের—জগতস্থ সর্ব
ভূতের সর্ববিধ স্থূল দেহের রচনা করে ৬ আর ঐ আটটি ও শুহৎপর
জগৎ চৈতন্তময়ের যে জ্যোতিতে প্রকাশিত সেই জ্যোতিই পরা অর্থাৎ

পরাপ্রকৃতি জীবস্বরূপিনী যাহা সঁসার মাঝারে

জীব জানিবে আমার পরা প্রকৃতি তাহারে ।

অন্তরে থাকিরা দেহে জীবতাব দিয়া

এ জগৎ যাহা পার্শ্ব, রেখেছে ধরিয়া । ৫ ।

প্রধানা প্রকৃতি । কারণ ইহাই জগতে জীবতাব একটি করিয়া জগৎ-ধারণ করে, বিশ্বের বিশ্বস্ত রক্ষা করে ।

এই প্রকৃতি “আমার”—এই কথায় ভগবান্ প্রকৃতির সহিত ও তদ্বৎ-পর জগতের সহিত আপনার সম্বন্ধ করিলেন । জগৎ-তত্ত্ব বুঝিবার জন্য ইহা স্মরণ রাখা আবশ্যক ।

৪—৫ শ্লোকে সংক্ষেপে যে জীবতত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে, তাহা আরও বিশদভাবে বুঝিতে হইবে ।

চৈতন্ত্যং যদধিষ্ঠানং লিঙ্গদেহশ্চ যঃ পুনঃ ।

চিচ্ছারা লিঙ্গদেহস্থা তৎ-সত্ত্বা জীব উচ্যতে ॥—পঞ্চদশী ৪।১০

অধিষ্ঠান (আশ্রয়) স্বরূপ চৈতন্ত্যময় আত্মা, পাক্‌ভৌতিক স্থূল দেহের অন্ত্যস্তরস্থ সূক্ষ্ম দেহ ও সেই সূক্ষ্ম দেহে আভাসিত চিৎ-ছারা বা আভাস-চৈতন্ত্য—এই তিনের যে সমবায়, তাহার নাম “জীব” । এই তিনের মধ্যে যিনি চৈতন্ত্যময় আত্মা, তিনি পুরুষ । তাহার দুই প্রকৃতি ; (১) আভাস-চৈতন্ত্য-রূপিনী পরা-প্রকৃতি আর (২) জড় দেহের উপাদানস্বরূপা, অচেতন-ভাবাপন্ন অপরা প্রকৃতি ।

জীবের পাক্‌ভৌতিক স্থূল দেহের অন্ত্যস্তরে আর একটা দেহ আছে । তাহাকে সূক্ষ্ম দেহ বা লিঙ্গ দেহ বলে । মন, বুদ্ধি, অচক্ষুর, দশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ তন্মাত্র, এই ১৮টা সূক্ষ্ম ভবে তাহা গঠিত । ১৩অঃ ৫—৬ শ্লোকে এই দেহতত্ত্ব উল্লেখ্য । উত্তরবিধ দেহই অচেতন ; কিন্তু তাহাদের মধ্যে একটা প্রভেদ আছে । সূক্ষ্ম দেহটা স্বচ্ছ ক্ষটিক মণির স্থায় নির্মল এবং ইন্দ্রিয়ের অগোচর ; কিন্তু স্থূল দেহ মৃৎপিণ্ডের স্থায় মলিন এবং ইন্দ্রিয়ের গোচর ।

সর্বতোব্যাপী সূর্যালোকে মণি ও মৃৎপিণ্ড দুইটাই স্থাপিত হইলে সূর্যালোক সংস্পর্শে নির্মল মণি সূর্যাসন্ন জ্যোতির্ময় হয়, কিন্তু মৃৎপিণ্ড হয় না । তদ্রূপ সর্বতোব্যাপী আত্মার চৈতন্ত্যজ্যোতিঃসংস্পর্শে নির্মল ঐ

সূক্ষ্ম দেহটী যেন চেতনামায়ুক্ত হয়, একরূপ আত্মার ভাব প্রাপ্ত হয়, কিন্তু সূক্ষ্ম দেহটী হয় না ; এবং ক্ষটিক যেমন রক্তপীতাদিবর্ণের সংসর্গে রক্তপীতাদি বর্ণ ধারণ করে, তদ্রূপ সৎ-চিৎ-আনন্দময় আত্মার সংসর্গে ত্রিগুণ-জাত ঐ সূক্ষ্ম দেহে আত্মার সৎজাতাবের ছায়াম্বরূপ “অহং কর্তা” ভাব, চিৎজাতাবের ছায়াম্বরূপ “অহং জ্ঞাতা” ভাব ও আনন্দজাতাবের ছায়া স্বরূপ “অহং ভোক্তা” ভাব প্রতিভাসিত হয় । আত্মার সৎ-চিৎ-আনন্দভাব যেন ঐ দেহের ভিন্ন ভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়া প্রকাশিত হইয়া তিন্ন তিন্ন আকার ধারণ করে । সূক্ষ্ম দেহে প্রতিভাসিত এই “অহংকর্তা-জ্ঞাতা-ভোক্তা ভাব” বা “আমি ক্ত ভাবই” জীবভাব এবং সেই “অহংজ্ঞান” রূপ জীবভাববিশিষ্ট চিৎছায়াই জীবভূতা জীবরূপে জাতা পরা প্রকৃতি । আর সেই পরা-প্রকৃতিরূপা চিৎ-ছায়া-সমন্বিত চেতনবৎ ঐ সূক্ষ্ম শরীরই ভূত বা জীব ।

যাহা আত্মা, তাহা পুরুষ, ক্ষেত্রজ ; আর সেই পুরুষের যাহা ছায়া, যাহা পুরুষের জ্ঞান লক্ষণযুক্ত (ক্ষেত্রজলক্ষণা—৭৭) তাহা, তাঁহার জীবভূতা পরা প্রকৃতি । অপরা প্রকৃতি দেহ-রচনা করে, আর এই পরা প্রকৃতি সেই দেহে ভূতজাতাবের বিকাশ করাইয়া, সর্ব ভূতের প্রাণধারণের নিমিত্ত-ভূতা (৭৭) হয় ; পরা প্রকৃতিই প্রাণিগণকে প্রাণযুক্ত করে ।

পুনশ্চ, যেমন সর্বব্যাপী সূর্যালোক-সাগরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু মণিখণ্ড স্থাপিত হইলে, তাহাদের প্রত্যেকেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সূর্য্যবৎ হয়, তদ্রূপ প্রকৃতি-রচিত অসংখ্য বহু পরিচ্ছিন্ন সূক্ষ্ম শরীর, অপরিচ্ছিন্ন অনন্ত চিৎ-সাগরে নিমজ্জিত থাকিয়া, অসংখ্য-বহু পরিচ্ছিন্ন জীবরূপে প্রতিভাসিত হয় । কিন্তু যে সকল দেহের মধ্য দিয়া সেই সকল জীব জাতাবের বিকাশ, তাহারা বহুবিধ ; এবং যেমন এক সূর্যালোক, বহু আকারের বহু দ্রব্যের উপর পড়িয়া, প্রত্যেক আকৃতিতে তদাকারে আকারিত হইয়া, তাহাদিগকে প্রকাশ করে, তদ্রূপ সেই বহুবিধ দেহে প্রতিভাসিত চিৎ-ছায়া, বহুবিধ আকারে আকারিত হইয়া বহুবিধ জীবভাব প্রকাশ করে । তদন্তঃ সূক্ষ্ম-

দেহাকারে প্রতিভাসিত “অহং” দেখে, আমি মাহু, পশুদেহাকারে প্রতিভাসিত “অহং” দেখে আমি পশু, ইত্যাদি। এইরূপে বস্তুতঃ এক হইয়াও প্রত্যেক “অহং” আপনাকে অন্য “অহং” হইতে ভিন্ন দেখে। এইরূপে অসংখ্য প্রকার উপাধির মধ্য দিয়া, অসংখ্যভাবে বিভিন্ন, অসংখ্য জীবের আবির্ভাব হয় ;—জীবে জীবে ভিন্ন হয়। এই জীবতাব প্রকৃতির। প্রকৃতিই জীবরূপে প্রকাশিত। যতকাল প্রকৃতি-পুরুষযোগ থাকে, ততকাল এই জীবতাবও থাকে। তবে কখন তাহা স্থূল দেহ আশ্রয় করিয়া আমাদের ইন্দ্রিয়জ্ঞানে প্রকাশিত হয়,—জীবের জন্ম হয় ; আর কখন আবার তাহা স্থূল দেহ ত্যাগ করিয়া সূক্ষ্মদেহে সঙ্কুচিত হয়, জীবের মৃত্যু হয়। জন্ম মৃত্যু স্থূল দেহেরই হয়, জীবের নহে। আর প্রকৃতি-পুরুষ-যোগ নিত্য, সূত্রাং জীবতাবও নিত্য এবং জীবে ও ঈশ্বরে নিত্য ভেদ। কিন্তু জীবতাব কল ভাব (১৫।১৬)। সেই কল সাক্ষ জীবতাবের পশ্চাতে অকল অনন্ত আত্মরূপে ভগবান্ সর্বত্র সম, এক অখণ্ড অদ্বয় তত্ত্ব (১৩।১৬)।

এই জীবতত্ত্ব চর্কোধ্য। প্রাচীন শাস্ত্রকারেরা মণির দৃষ্টান্তে তাহা বুঝাইয়াছেন। কিন্তু এ বিজ্ঞানের যুগে বৈজ্ঞানিক শিল্পবস্তুর দৃষ্টান্তে বোধ হয়, তাহা আরও বিশদ হইতে পারে। ঐ যে একটি বৃহৎ শিল্পবস্তুর হিরাছে, উহার অন্তরে কোন এক স্থানে, একটি ক্ষুদ্র বৈজ্ঞাতিক পরিচালক যন্ত্র Electric Motor আছে। বিদ্যুৎপ্রবাহ যোগে ঐ পরিচালক যন্ত্রটি শক্তিবৃত্ত—ক্রিয়ালীল হয়। আর সেই ক্রিয়ালীল যন্ত্রটির প্রতি-অন-প্রত্যঙ্গে পরিচালিত হইয়া সমুদয় যন্ত্রটিকে পরিচালিত করে। এখন যন্ত্রাদি একটি জীবের বিবরণ দেখ। সেটি ঈশ্বর নির্মিত ঐরূপ একটি যন্ত্র মাত্র। তাহার বাহ্য দেহের অন্ত্যন্তরে যে সূক্ষ্মদেহ আছে, তাহা বৈজ্ঞাতিক পরিচালক যন্ত্রের মত এবং আত্মশক্তিই তাহাতে পরিচালক বিদ্যুৎ-প্রবাহ স্বরূপ। আত্মশক্তির সংযোগে সূক্ষ্মদেহরূপ পরিচালক যন্ত্রটি ক্রিয়ালীলমান্ হয় ;—তদন্তরহ দর্শন প্রবণাদি দশ ইন্দ্রিয়, দর্শন অবগাদিবোধ্য

শক্তি লাভ করে ; যনে চিন্তাশক্তির, বুদ্ধিতে বিচারশক্তির এবং অহঙ্কারের “অহং-কর্তা-জ্ঞাতা-ভোক্তা-ভাবের” বিকাশ হয়। আর সেই সমস্তই বাহ্য দেহে সঞ্চারিত হইয়া তাহাকে ক্রিয়াশক্তিবৃত্ত চেতন জীবরূপী করে। ইহাই জীবের জীবদশা,—আত্মশক্তিব্যোগে প্রকৃতির স্থূল দেহের পরিচালিত অবস্থামাত্র।

আবার ঐ বৈজ্ঞাতিক পরিচালক যন্ত্রটি শিল্পযন্ত্র হইতে পৃথক থাকিতে পারে এবং পৃথক থাকিয়াও বিদ্যাপ্রবাহব্যাগে ক্রিয়াশীল থাকিতে পারে। কিন্তু তাহাতে শিল্পযন্ত্রটি পরিচালিত হয় না। তেমনি জীবের সূক্ষ্ম দেহটি স্থূল দেহ হইতে বহির্গত হইয়া পৃথক থাকিতে পারে ; এবং পৃথক হইলেও সর্বভোব্যাপী আত্মার সংযোগ তাহাতে থাকে সুতরাং তাহা ক্রিয়াশীল থাকে। সূক্ষ্মপরীক্ষী জীব বর্তমান থাকে। কিন্তু স্থূল দেহের সহিত তাহার সংযোগ না থাকায় সে দেহ, আত্মচৈতন্যসাগরে ডুবিয়া থাকিলেও, নিজের জড়তাব প্রাপ্ত হয়। ইহাই সাধারণের চক্ষে জীবের মৃত দেহ।

অনন্ত প্রকৃতির সূক্ষ্ম ভাবে রচিত অসংখ্য বহুলা সূক্ষ্মদেহ, সর্বভোব্যাপী আত্মাসাগরে পরিচ্ছিন্ন জীবরূপে অনন্ত কাল ভাসিতেছে। কখন বা সেই প্রকৃতির স্থূল ভাবে গঠিত স্থূল দেহের আশ্রয়ে তাহার লোকনেত্রে প্রকাশিত হয়, আবার কখন বা সূক্ষ্মাকারে অদৃশ্য হয়। ইহাই জীবগণের জন্ম মৃত্যু। ১৩ অঃ ১৩ এবং ২০—২১ শ্লোকে এ বিষয়ে অস্তান্ত কথা বুঝিব।

এই যে জীবতাবের কথা এখানে বলা হইল সেই জীব কিন্তু জীবাত্মা নহে। জীব প্রকৃতি, কিন্তু জীবাত্মা পুরুষ। আত্মাপুরুষের সংযোগে নিজ দেহে জীবতাবের বিকাশ হইলে, সেই দেহাবিষ্ঠিত আত্মাংশ, দেহের সহিত মাথামাখি হইয়া থাকায়, সেই জীবতাবযুক্ত হইয়া জীবাত্মা হ’ন ; জীবতার যুক্ত আত্মা—জীবাত্মা ; এবং সেই ভাবেও, জীবে জীবেরে, ও পরস্পর জীবে জীবে, ভিন্ন হয়। ২ অঃ ৩০ শ্লোকের, ১৩ অঃ ১৬ শ্লোকের টীকায়, এই জীবাত্মার তত্ত্ব উল্লেখ্য। ৫।

এতদ্ব্যোনীনি ভূতানি সৰ্বাণীত্যুপধায় ।

অহং কৃৎস্নস্ত জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্থগা ॥৬॥

মতঃ পরতরং নাশ্চ কিঞ্চিদ্ অস্তি ধনঞ্জয় ।

ময়ি সৰ্ব্বম্ ইদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব ॥৭॥

সৰ্বাণি ভূতানি এতদ্ব্যোনীনি ইতি উপধায়—এই বিবিধা প্রকৃতি সৰ্বভূতের যোনি, উৎপত্তিস্থান, উপাদান কারণ জানিও (গিরি) । অহং কৃৎস্নস্ত জগতঃ প্রভবঃ—আমি সমগ্র জগতের উৎপত্তির কারণ । তথা প্রলয়ঃ—সংহর্তা । বাহ্য হইতে উৎপন্ন হয় তাহা প্রভব, আর বাহ্যতে লীন হয়, তাহা প্রলয় । ৬ ।

মতঃ পরতরম্ অশ্চ—আমার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অস্তি । কিঞ্চিদ্ ন অস্তি । ইদং সৰ্ব্বম্—এই দৃশ্যমান সৰ্ব বস্তু । ময়ি প্রোতম্—আমাতে অদ্বৈত, অদ্বৈত, প্রথিত । আমি সৰ্বত্র সৰ্ব বস্তুর অন্তরে অদ্বৈত । সূত্রে মণিগণাঃ ইব—যেমন সূত্রে মণিগণ গাঁথা থাকে ।

এই যে পরমেশ্বররূপ সূত্রে সমগ্র জগৎ প্রোত, এই সূত্র দৃঢ়রূপে ধরিতে পারিলে তবে ব্রহ্মত্ব, ঈশ্বরত্ব, জীবত্ব, জগত্ত্ব প্রভৃতি সৰ্ব ত্ব জানা যায় ; জগতের আধ্যাত্মিক ত্ব হৃদয়ঙ্গম হয় । ৭ ।

পরা ও অপরা দুই প্রকৃতি, পাণ্ডব !

ঈশ্বরই সূত্র- এই দুই হ'তে সৰ্ব ভূতের উদ্ভব ।

লয়-কারণ আমা হ'তে প্রকাশিত সমগ্র সংসার,
আমাতে বিলীন হয় কালেতে আবার । ৬ ।

আমা হ'তে ধনঞ্জয় ! আর শ্রেষ্ঠতর

ঈশ্বরে জগৎ এ সংসার মাঝে নাই কিছুই অপার ।

প্রথিত আমাতে প্রথিত এই সমগ্র সংসার,
সূত্রে যথা গাঁথা রয় মণিগণ হার । ৭ ।

রসোহম্ অঙ্গু কোন্তের প্রতান্নি শনিসূর্য্যায়োঃ ।

প্রণবঃ সর্ববেদেষু শব্দঃ খে পৌরুষং নৃষু ॥৮॥

কি ভাবে ভগবান্ সর্বত্র অমুখ্যত ৮—১৩ শ্লোকে তাহা বিশেষরূপে বলিতেছেন। হে কোন্তের! অঙ্গু অহং রসঃ—সকল বস্তুতেই মধুর আদি কোন না কোন রস আছে। ঐ রস ঐ বস্তুর অন্তর্গত জলীয় অংশের গুণ। সেই রসের আধার রূপে জল আমাদের জের। ভগবান্ বলিতেছেন, জলে আমি রস; অর্থাৎ যে বস্তুর সস্তার পদার্থ সকলে মধুরাদি ষড়্-রসের বিদ্যমানতা, ঈশ্বরই সেই বস্তুর আকারে তাহার মধ্যে বিরাজিত। যথা—চিনির যে মিষ্টতা, নিম্বের যে তিক্ততা ইত্যাদি ঈশ্বরই ঐ ঐ রসের ভাবে তৎ তৎ পদার্থ মধ্যে বিরাজিত।

এইরূপে তিনি শনিসূর্য্যায়োঃ প্রভা—শনী ও সূর্য্যের প্রভাকরূপে। সর্ববেদেষু প্রণবঃ—ওঙ্কার মন্ত্ররূপে। খে শব্দঃ—আকাশে শব্দরূপে। নৃষু পৌরুষং—পুরুষের অন্তরে পৌরুষরূপে বিরাজিত। তিনি সর্বত্র। “মরি সর্বমিদং প্রোক্তম্।” আমি কি? এটা খোঁজ দেখি; আমি কি হাড়, না মাংস, না রক্ত, না নাড়ীভূঁড়ী? “আমি” খুঁজতে খুঁজতে “তুমি” এসে পড়ে। তিতরে সেই ঈশ্বরের শক্তি বই আর কিছুই নাই। “আমি” নাই, “তিনি”।—কথামৃত।

পৌরুষ—যাহা থাকিলে পুরুষ যথার্থ পুরুষ হয়, তাহারই নাম পৌরুষ, পুংচিহ্নমাত্রই পৌরুষ নহে ৮।

	কি ভাবে রয়েছি আমি সর্বত্র সংসারে
<u>ঈশ্বরই</u>	সংক্ষেপে কিকিৎ তাহা বলি হে, তোমারে।
<u>রস প্রভা</u>	জলের অন্তরে আছি রস রূপ ধরি,
<u>শব্দ ময়</u>	শনি-সূর্য্যে প্রভাকরূপে আলোক বিতরি,
<u>পৌরুষ</u>	ওম্ মন্ত্ররূপে আছি সকল বেদেতে,
	পুরুষে পৌরুষ হই, শব্দ আকাশেতে ৮।

পুণ্যো গন্ধঃ পৃথিব্যাঞ্চ তেজ শ্চান্মি বিভাবসৌ ।

জীবনং সৰ্বভূতেষু তপ শ্চান্মি তপস্বিষু ॥৯॥

বীজং মাং সৰ্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্ ।

বুদ্ধিৰ্বুদ্ধিমতাম্ অশ্মি তেজ স্তেজস্বিনাম্ অহম্ ॥১০॥

পৃথিব্যাং চ পুণ্যঃ—বিশুদ্ধ, অবিকৃত । গন্ধঃ । গন্ধ অবিকৃত অবস্থায় সুগন্ধই থাকে ; বিকৃত হইয়াই দুর্গন্ধ হয় । গন্ধ পৃথিবীর গুণ । বিভাবসৌ—অগ্নিতে । তেজঃ—দীপ্তি, পচন-প্রকাশন শক্তি । সৰ্বভূতেষু জীবনম্—যে শক্তিবলে জীবগণ জীবিত থাকে, তাহা জীবন (শক্তি) প্রাণশক্তি Vital force ; সে শক্তি ঈশ্বর । তপস্বিষু চ তপঃ—অগ্নি । নিয়মিত ও প্রণালীবদ্ধ ভাবে ঈঙ্গিত বিষয়ের প্রতি যে ভাবনা বা অনুসন্ধান, তাহার নাম তপস্তা । তাপসের হৃদয়ে সেই তপঃশক্তি রূপে ঈশ্বরই বিরাজিত ।৯।

মাং সৰ্বভূতানাং সনাতনং বীজং বিদ্ধি—যেমন বীজ হইতে বৃক্ষের উৎপত্তি এবং আবার বীজেতে তাহার বিলয় ; পুনর্বার বীজ হইতে

অবিকৃত গন্ধ রূপে পৃথিবীতে রই,

ঈশ্বরই

অগ্নির বা' তেজ, পার্থ! আমিই তা' রই,

গন্ধ রূপ

জগতে জীবিত বাহে রহে জীবগণ

তেজ ও

জানিবে হে, আমি সেই জীবের জীবন ।

জীবন

সেই সংযমন-শক্তি আমি ধনঞ্জয় ।

তাপসের হৃদে বাহা তপস্তেজ হয় ।৯।

বা' কিছু অগতে আছে, অড় বা চেতন,

ঈশ্বরই সৰ্ব

আমাকে জানিও তার বীজ সনাতন ।

বুদ্ধির বীজ

বুদ্ধিমানের বুদ্ধি বাহা, আমি তা' অর্জুন ।

তেজীর যে তেজ, আমি সেই তেজোবান ।১০।

বলং বলবতাং চাহং কামরাগবিবৰ্জিতম্ ।

ধৰ্ম্মাবিরুদ্ধো ভূতেষু কামো হস্মি ভরতৰ্ষভ ॥১১॥

উৎপত্তি এবং বীজেই পুনঃ বিলয় ; এইরূপ ক্রমাগত চলিতেছে । সেইরূপ বাহা হইতে পুনঃ পুনঃ সৰ্ব্ব ভূতের আবির্ভাব এবং বাহাতে পুনঃ পুনঃ তাহাদের তিরোভাব, আমাকে সেই সনাতন বীজরূপী জানিও । সনাতন নিত্য, উত্তরোত্তর পদার্থে অন্তৰ্হিত । বুদ্ধিমতাং—বুদ্ধিমান্‌দিগের । বুদ্ধিঃ । তেজস্বিনাং তেজঃ—শক্তি, বদ্ধারা তাহারা অপরকে অভিতুত করে । তাহা অহম্‌ অস্মি । ১০ ।

অহং কাম-রাগ-বিবৰ্জিতং বলবতাং বলম্ । কাম—অপ্রাপ্ত বস্তু পাইবার জন্ত লালসা । রাগ—রঞ্জন । যেমন বস্ত্রধণ্ডে রং লাগিলে তাহাতে তাহার দাগ পড়ে, সেইরূপ ভোগ্য বস্তু ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত হইলে, হৃদয়ে তাহার একটা দাগ (impression) পড়ে, ইহাই রাগ বা রং করা । তখন সেই বস্তু প্রীতিকর বোধ হইলে তাহা পাইবার জন্ত আকাঙ্ক্ষা হয়, এবং বাহা পাওয়া গিয়াছে তাহা নষ্ট হইবার হেতুসম্বন্ধে বাহাতে তাহা নষ্ট না হয়, তদ্রূপ অভিলাষ জন্মে । ইহা রাগের ধৰ্ম্ম । বল—কৰ্ম্মশক্তি । সেই বল বাহার আছে, সে বলবান্‌ (বলবৎ) । ইহাতে বিশিষ্টরূপে বলিষ্ঠ ব্যক্তি

অলঙ্ক পদার্থলাভে অভিলাষ,—কাম ;

ঈশ্বরই

লঙ্ক জীব্য আসক্তি যে, রাগ তার নাম ।

সকলের

কাম-রাগ-বশে জীব কৰ্ম্মে হ'য়ে রত,

বল এবং

আপন সামর্থ্যমত কৰ্ম্ম করে বত ।

ধৰ্ম্মানুগত

কৰ্ম্মে যে সামর্থ্য সেই আমি তাহা হই,

কাম

কিন্তু সেই কাম রাগ তার আমি নই ।

জীবের অন্তরে পুনঃ আমি সেই কাম

ধৰ্ম্মার্থ-সাধন দ্বার হয়, শুণধান ! ১১ ।

যে চৈব সাধিকা ভাবা রাজসো স্তামসান্চ যে ।

যন্ত এবৈতি তান্ বিদ্ধি ন ত্বহং তেষু তে ময়ি ॥১২॥

যাঁজকেই বুঝাইতেছে না । জীবিত প্রাণী মাত্রেই অল্প বিস্তর বল থাকে । ভগবান্ সেই বলরূপে জীবের প্রোত, অল্পপ্রবিষ্ট ; কাম-রাগরূপে নহেন । জীব-মাত্রেই যে বল, তাহা মূলতঃ ঐশী শক্তি, কিন্তু তাহারা তাহাদের জীবনের কর্মে যখন ত্রিগুণের কবলে নামিয়া পড়ে, তখনই কাম রাগাদির অধীন হয় ।

হে তরতর্ভত ! তুতেষু ধর্ম্যবিক্রদ্ধঃ কামঃ—প্রাণিমায়েই জী, পুত্র অর্থাৎ বিবরে ধর্মসঙ্গত অভিলাষ ; যথা, শরীর রক্ষার জন্ত, লোকহিতের জন্ত, অগচ্ছক্র-প্রবর্তনের জন্ত, যে কাম । তাহা অহম্ অস্মি ।

যে কাম ধর্ম্যবিক্রদ্ধ, তাহা নরকের দ্বার-স্বরূপ ; কিন্তু যে কাম ধর্ম্যমুগত, তাহা ভগবানের গ্রাহ্য । যদি সমুদায় প্রাণীই অন্য হইতে সর্ববিধ “কাম” পরিত্যাগ করতঃ জীবন যাপন করে, তবে ন্যূনাধিক মত বৎসরে জীবনশ্রুতি বিলুপ্ত হইবে । ১১ ।

আর অধিক কি ; যে চ এব সাধিকাঃ রাজসোঃ তামসোঃ চ ভাবাঃ—বাহা কিছু সব, রাজ ও তমোগুণোৎপন্ন ভাবসমূহ । তান্ যন্তঃ এব ইতি বিদ্ধি—সে সমস্ত আমা হইতে জানিও ।

অহং তু তেষু ন—কিন্তু আমি সে সকল ভাবের মধ্যে নাই । পরন্তু তে ময়ি—তাহারাই আমাতে অবস্থিত ; সকল ভাবই আমাতে আছে । আমা হইতে তাহাদের বিকাশ ও আমাতেই অবস্থিতি । ৮।১২ এবং ৯।৪—৬ এবং ১০।৪—৫ প্রভৃতি শ্লোকে এই তত্ত্ব বিস্তারিত হইবে ।

সাধিক রাজস কিম্বা তামস, পাণ্ডব !

বাহা কিছু ভাব—হয় আমা হ’তে সব ।

কিন্তু আমি সে সকলে নাই, ধনঞ্জয় !

আমাতেই পুনঃ তা’রা রহে সমুদয় ॥১২॥

ত্রিভি গুণমরৈ ভাবৈ রেভিঃ সৰ্বম্ ইদং জগৎ ।

মোহিতং নাভিজানাতি মাম্ এভ্যঃ পরম্ অব্যয়ম্ ॥১৩॥

৮—১২ শ্লোক ভাবকের ভাবের বিষয় । ইহা শুধু পাঠ করিলে কোন ফল নাই । উহা হৃদয়ের ভাবের সহিত মিলাইয়া ভাবনা করিতে হয় । তুমি তোমার ভগবান্কে কোথায় অবস্থান কর ? দেখ, তোমার রসনার তুমি যে রস আন্বাদন করিতেছ, সেই রসরূপই তিনি । শব্দী শ্রবণের যে শ্রুতি জগৎ আলোকিত করিতেছে, সেই শ্রুতিরূপেও তিনি । কর্ণে যে নানারূপ শব্দ শুনিতে পাও, নাসিকায় যে বিবিধ গন্ধ আশ্রয় কর, তিনিই সেই সব শব্দরূপে, গন্ধরূপে বিরাজিত । তিনিই তোমার তপঃ-শক্তি, তোমার বুদ্ধি ও তোমার তেজঃ । তিনি তোমাদের সকলের জীবন, সকলের বীজ । অধিক কি, জগতে ভালমন্দ যত কিছু ভাব আছে, সে সমস্তই তাঁহার উপর ফুটিতেছে । তোমরা তাঁহাকে দেখিতে জান না, তাই দেখিতে পাও না । তিনি যে সৰ্বত্র স্রষ্টাশক্তি ; সৰ্বত্র তাঁহাকে দর্শন কর । ইহাই গীতার ঈশ্বরত্ব, গীতার জগত্ত্ব । গীতা জগৎকে ভ্রান্তি বলিয়া, মিথ্যা বলিয়া, স্বপ্ন বলিয়া উড়াইয়া দেয় না ; গীতা বলে, জগতের বুকেই ভগবান্কে দেখ । ১২ ।

এভিঃ ত্রিভিঃ গুণমরৈঃ ভাবৈঃ—গুণত্রয়ের বিকারে উপর এই যে ভাব সকল । এভিঃ—এই সকল অর্থাৎ বাহ্য কিছু তুমি এই সমুদ্রে দেখিতেছ, বাহ্য কিছু তোমার ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধির গ্রাহ্য । তদ্বারা । ইদং সৰ্বং জগৎ মোহিতং—এই সমগ্র জগৎ, জগতের সৰ্ব জীব, মুগ্ধ রহিয়াছে ।

সংক্ষেপে আমার তত্ত্ব कहিছে তোমার

সবতনে অবধান কর সমুদার ।

কিত্যপু তেজ মরুৎ ব্যোম,—মহাকৃত গন্ধ,

ইদরে ও সকলি জানিও মম শক্তির প্রপঞ্চ ;

জগৎ—বিকারার্থে মরট। অতএব তাহারা এত্যাঃ পরম্—এই তাব সকল হইতে স্বতন্ত্র, তাহাদের দ্বারা অশ্লীল ও তাহাদের নিরস্তা (স্ত্রী) । এবং অব্যয়—নির্বিষ্কার। যাং ন অভিজানাতি—আমাকে জানে না। এই সকল ভাবের পশ্চাতে আমার যে পরম অব্যয় তাব রহিয়াছে, তাহা জানিতে পারে না।

যাহা ভগবানের ভাব (১৪।২৭) যাহা তাঁহার পরম ভাব (৭।২৪, ৯।১১) যাহা সর্ব ভূত মধ্যে এক অবিকৃত ভাব (১৮।২০) যাহা পর (৮।২০) অক্ষর ভাব (৮।২১), তাহা ত্রিগুণময় কর ভূতভাব (৮।৪) হইতে স্বতন্ত্র । ১৩।

জগতে

জীবের যে মন বুদ্ধি আর অহঙ্কার

সবন্ধ

সে সকলই নরবর ! বিলাস তাঁহার ।

আমারই সে পরা শক্তি কোরবনন্দন,

জীবভূতা হয়ে করে জগৎ ধারণ ।

বস্তুমাঝে রূপ রস আদি যত গুণ

সেই সেই ভাবে আমি আছি, হে অর্জুন !

আমিই এ জগতের বীজ ধনঞ্জয় !

আমা হ'তে বিকাশ, আমাতে এর লয় ;

সব রজ তম,—তিনে যা' কিছু পদার্থ,

আমারই সে সমুদয় ভাব মাত্র, পার্থ !

যাহা

এই যে ত্রিগুণময় ভাব সমুদায়

মুক্তজীব

এ বিশ্ব সংসার সদা মুক্ত রহে তার ;

জীবকে

সে হেতু জানে না তা'রা স্বরূপ আমার,

জানে না

স্বতন্ত্র সে সব হ'তে আমি নির্বিষ্কার । ১৩।

দৈবী হেমা গুণময়ী মম মায়ী দুৰতায়ী ।

মাম্ এব যে প্রপত্তন্তে মায়াম্ এতাং তরন্তি তে ॥১৪॥

এই যে অনন্ত বহুধা বিচিত্র ভাবরাশি—এ সংসার যে ভাবরাশির সমষ্টিমাত্র, এষা হি মম গুণময়ী দৈবী মায়ী—ইহাই আমার ত্রিগুণময়ী পারমেশ্বরী মায়ী শক্তি । দৈবী—দেব অর্থাৎ ঈশ্বরের স্বভাবভূতা (৭৭) । ইহা ঈশ্বরের স্বরূপশক্তি । ইহা দুৰতায়ী—সুদূরী ; ইহা হইতে উত্তীর্ণ হওয়া দুঃসাধ্য । তবে, মাম্ এব যে প্রপত্তন্তে—যাহারা আমাতেই প্রপন্ন, একান্তভাবে আমার শরণাগত হয় । তে এতাং মায়াম্ তরন্তি—তাহারা এই মায়ী হইতে উত্তীর্ণ হয় । ১৪।২৬ ও ১৮।৩১ শ্লোক দেখ ।

নির্কিশেষ ব্রহ্মের বিশিষ্ট ভাবে প্রকাশের নাম “মায়ী” । যতক্ষণ তাঁহাতে কোন শক্তির ক্রিয়া বিকাশ ছিল না, কোন ভাবের বিকাশ ছিল না, ততক্ষণ তিনি ছিলেন নির্কিশেষ, নিরঞ্জন পরমাত্মা ; আর যখনই তাঁহাতে শক্তি ক্রিয়ার বিকাশ হইতে লাগিল, তখন তিনি হইলেন “মায়ী” । তিনি ক্রমে ক্রমে ভাবের আকারে প্রকাশিত হইতে লাগিলেন । মায়ার সেই যে সমুদয় ভাব বা কার্যাবস্থা, তাহাই জগৎ । কারণে যিনি পরমাত্মা, সূত্রে তিনি মায়ী আর মূলে তিনিই জগৎ । পরমাত্মা, মায়ী ও জগৎ—এ তিন বাহিরে ভিন্ন হইলেও মূলে এক । জগতে যাহা কিছু আছে, আমাদের চিস্তারথ যতই উচ্ছে বা যতই

এই ভাব রাশি, যাহে বিমুক্ত সংসার,

গুণময়ী দৈবী মায়ী, ইহাই আমার ।

মায়ী

আমার ঈশ্বরী শক্তি জানিবে ইহারে,

হৃদয় জীবের পক্ষে যাওয়া এর পারে ।

তবে যে একান্তে লয় আমার শরণ

এ মায়ী-সাগর পার হয় সেই জন । ১৪ ।

নিরে চলুক না কেন, সব সেই যারার রাজ্য । অগৎ এই যারার
তাবেই যুগ ।

এই যায়া হইতে উত্তীর্ণ হইবার অল্প পূর্বতন আচার্য্যগণ বিবিধ উপায়
নির্দেশ করিয়াছেন, কর্ম জ্ঞান, সন্ন্যাস, যোগাদি বিবিধ পন্থা নির্দেশ
করিয়াছেন, এবং গীতাও সে সমুদায় স্বীকার পূর্বক দ্বিতীয় হইতে ষষ্ঠ
অধ্যায়ে তাহাদের উপদেশ দিয়াছেন । কিন্তু এখানে ভগবান্ যামুজি
উপায় নির্দেশ করিতে গিয়া, পূর্বোপদিষ্ট কর্ম জ্ঞান সন্ন্যাসাদি কিছুই
উল্লেখ করিলেন না ; উহাদের কোনটিকেই প্রকৃষ্ট উপায় বলিয়া অনুমোদন
করিলেন না । এখানে যাহা কহিলেন, তাহা পূর্বোক্ত পন্থাসমুদয় হইতে
ভিন্ন । যাম্ এব যে প্রপঞ্চস্তে যাম্যম্ এতান্ তরন্তি তে ।

মর্ম্ম এই । এই যে সংসার যায়া, ইহা ভগবানের “দৈবীযায়া”—ইহা
সর্বশক্তিমানের শক্তি । ইহাকে নিয়ন্ত্রিত করিবার যোগ্যতা সেই সর্ব-
শক্তিমানেরই আছে । জীবের কি সাধ্য, যে সৃষ্টি হিতি প্রলয়ধরী
মহাযারার যারার কবল হইতে আপন শক্তিতে উত্তীর্ণ হইয়া যার ?
জীবের পক্ষে তাহা নিশ্চয়ই “ছরত্যায়া” ।

অনেক ধর্ম্মাচার্য্য এদিকটা দেখেন নাই ; কিন্তু ভগবানের দৃষ্টিতে
কিছুই লুকান থাকে না । তজ্জন্ত তিনি পুরুষকার সাধ্য তপ অপ ধ্যানাদি
সাধনার দ্বারা ঐশী যায়া হইতে উত্তীর্ণ হইবার পরামর্শ না দিয়া কহিলেন,
—যে ব্যক্তি স্বীয় অহঙ্কারের উচ্চ শিরকে অবনমিত করিয়া, যাহার সেই
যায়া, তাঁহার শরণাগত হয়, সে তাহা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া যার ।

যে ব্যক্তি আপন পুরুষকারের অতিমানকে বিসর্জন দিয়া, আপনাকে
সত্য সত্যই অজ্ঞান দীন ছর্সল বলিয়া বুঝিতে পারে ; অগদ্ ব্যাপারের
কিছুই যে আমাদের এক্তারে নাই, ইহা অন্তরে উপলব্ধিপূর্বক ভগবৎ-
চরণে আত্মসমর্পণ করিতে পারে, তাহার আর ভয় থাকে না । যাহাকে
আমরা যায়া বলিয়া, মিথ্যা বলিয়া উপেক্ষা করি, বস্তুতঃ তাহা মিথ্যা

নহে ; পরন্তু তাহা তাঁহারই ভাব বা স্বরূপ তিনি। অতএব যে ব্যক্তি আপনার কৌণ সংযমের ক্ষুদ্র যষ্টি তুলিয়া তাহাকে তাড়াইতে না গিয়া, তাহাকে সেই মহামারারই ছদ্মবেশ বলিয়া বরণ করিয়া প্রণাম করিতে পারে, তাহার আর ভয় থাকে না। যখন আমরা এই ভাবে তাঁহাতে শরণ লইতে পারি, ভালমন্দ প্রত্যেক ভাবকে সাক্ষাৎ মহামারাজ্ঞানে প্রণাম করিতে পারি, তখনই আমাদের ধর্ম জীবনের আরম্ভ হয়।

এই মারার ব্যাপারের আরও কণকিৎ আলোচনা করিয়া এই প্রসঙ্গ শেষ করিব।

এক সাগরবক্ষে বহু তরঙ্গ ; কিন্তু একটা তরঙ্গও সাগর হইতে পৃথক্ নহে ; তবে যে তাহাদিগকে পৃথক্ দেখায়, তাহার কারণ “নাম-রূপ”,—তরঙ্গের “আকৃতি” ও তাহার তরঙ্গ এই “নাম”। “নাম-রূপ” চলিয়া গেলে আর তরঙ্গ থাকে না। তখন সবই সাগর। এই “নাম-রূপই” মারী। এই মারী বা নাম-রূপই এক অখণ্ড অব্যক্ত সত্তাসাগরে অসংখ্য ব্যক্ত ভাবের সৃষ্টি করিয়া, একটিকে আর একটা হইতে পৃথক্ করিতেছে ; ঐহিক ভাব উৎপাদন করিতেছে। যে কোন বস্তুই কোন রূপ আকৃতি আছে, বাহা কিছু আমাদের মনে কোন রূপ ভাব উদ্দীপ্ত করে, আমাদের চিন্তারথ যত কেন উচ্ছে উঠুক না, তাহাই মারার বা ভাবের রাজ্যের অন্তর্গত। ইহার অস্তিত্ব আছে, তাহা বলা যায় না। কারণ, নাম রূপের অস্তিত্ব, অস্ত্রের অস্তিত্বের উপর নির্ভর করে। আবার ইহা নাই, তাহাও বলা যায় না ; ইহাই এই সমস্ত ভেদ করিয়াছে। এই মারাই সেই এক অখণ্ড অব্যক্ত-সমুদ্রের এক এক বিন্দু হইতে চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, তারা ; এক এক বিন্দু হইতে মনুষ্য, পশু, পক্ষী, উদ্ভিদাদি গড়িতেছে। এই সকল পদার্থের অস্তিত্ব আছে, তাহা বলা যায় না ; আবার নাই তাহাও বলা যায় না। উহাদিগকে সত্যও বলা যায় না, মিথ্যাও বলা যায় না ; একও বলা যায় না, বহুও বলা যায় না ; অভেদও বলা যায় না,

ভেদও বলা যায় না। আর উহাদিগকে জড়ের খেলাই বল, বা চিরায়
আত্মার বিলাসই বল, অথবা বাহ্য ইচ্ছা বল, ব্যাপার সেই একই। এই
আলো-আকারে, সত্য-মিথ্যায় খেলা, এই অবোধ্য প্রহেলিকা, সর্বত্র।
কিন্তু ইহাই প্রকৃত ঘটনা। ইহার কিছুই আমরা জানিতে পারি না।
আবার কিছুই জানি না, তাহাও বলিতে পারি না। এই জ্ঞান ও অজ্ঞানের
মধ্যে অবস্থান, স্বপ্নের মধ্যে বিচরণ, মারা জীবনে এক কুহেলিকার আব-
রণ—ইহাই আমাদের প্রত্যেকেরই দশা। সব ইন্দ্রিয় জ্ঞানের ঐ দশা।
সকল দর্শনের, সকল বিজ্ঞানের, সকল প্রকার মানবীয় জ্ঞানের ঐ দশা।
ইহাই সংসার, ইহাই ব্রহ্মাণ্ড, ইহাই এই সংসারের স্বরূপ। ইহাই মারা।

আবার মায়াতেই যেমন সংসারের সৃষ্টি, তেমনি মায়াতেই ইহার
হ্রিতি। গুণময়ী মায়ার গুণনয় ভাব অসংখ্য। আমাদের দেহ, ইন্দ্রিয়,
মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার বা সুখ, দুঃখ, রাগ, ঘেব, অপম্মা বৈচিত্র্যময় এই
বিশাল জগৎ ও জগতের রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ—সবই সেই মায়ার
খেলা। আমরা এই ভাব সকলের পরস্রোতে, তৃণধণ্ডের ভায় ভাসিতেছি।
আমরা কখন ভাসি, কখন ডুবি, কখন চাসি, কখন কাঁদি,
তাহার হিসাব কিছু নাই। ভবিষ্যতের আশা, মরীচিকার মত আগে
আগে ছুটিতেছে, আর আমরা তাহারই পাছে পাছে ছুটিতেছি। কিন্তু
কখন তাহাকে ধরিতে পারি না—আমরা যত যাই, সেও তত আগাইয়া
যায়। এই ভাবেই দিন যায়; শেষে কাল আসিয়া সব শেষ করে।
ইহাই সংসার-গতি। ইহাই মারা। অগ্নির অভিসুখে পতনের ভায়,
আমরা রূপ, রসাদি বিহরের অভিসুখে অবিরত ছুটিতেছি,—যদি সুখ
পাই। কিন্তু স্মৃতি কোথায়? রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ—সবই অনলরাশি,
দেহ, মন দগ্ধ করিতেছে; কিন্তু তথাপি নিবৃত্তি নাই। আবার আশার
কুহকে, নবীন উত্তমে, সেই অনলে পুড়িতে যাই। ইহাই মারা। সংসারে
আমরা সর্বদাই অন্ধ বস্তুর পরিচালিত। স্বার্থে বা নিঃস্বার্থে সং বা

ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপত্ত্যন্তে নরাধমাঃ ।

মায়রাপহৃতজ্ঞানা আনুরং ভাবম্ আশ্রিতাঃ ॥১৫॥

চতুর্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ স্কৃতিনোহর্জুন ।

আর্তো জিজ্ঞাসু রর্থাধী' জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ॥১৬॥

অসং যাহা কিছু করিয়াছি বা করিতেছি, সেইগুলির বিষয় স্থিরভাবে চিন্তা করিলেই বুঝা যায় যে, আমরা উহা না করিয়া থাকিতেই পারি নাই ও পারি না বলিয়াই ঐ সকল করিয়াছি ও করিতেছি। ইহাই মায়া। আর মানুষ পাপজীবন নরাধম যে কামকলুষিত স্বার্থপর হৃদয় লইয়া পবিত্রতাময়ী শ্রীগীতার প্রেমরসান্বাদনের লুক্ক-চিন্তায় দিন-যামিনী যাপন করে, ইহাও সেই মায়া। ১৪।

দুষ্কৃতিনঃ মূঢ়াঃ নরাধমাঃ—দুষ্কর্মকারী মূর্খ নরাধমগণ। মায়রা অপহৃতজ্ঞানাঃ—পূর্বোক্ত মায়ার যাহাদের জ্ঞান নষ্ট হইয়া যায়। যাহারা আনুরং ভাবম্ আশ্রিতাঃ—দম্ভ, দর্প, অভিমানাদি অনুরের ভাব (১৬:৪) আশ্রয় করে। তাহারা মাং ন প্রপত্ত্যন্তে—আমাতে প্রপন্ন হয় না, আমার পরণাগত হয় না। ১৫।

চতুর্বিধাঃ স্কৃতিনঃ—পুণ্যকর্মী। জনাঃ মাং ভজন্তে। আর্ত—

কিন্তু নরাধম মূর্খ সংসারে যাহারা,
দুষ্কর্ম-সাধনে রত নিরন্তর যারা,
ভগবানের এই মায়াবশে যা'রা হতদুষ্টি হয়,
অন্ততঃ অনুরের ভাব করে যাহারা আশ্রয়,
অর্জুন! আমার সেবা তাহারা করে না,
আমার স্বরূপ তা'রা কখন বুঝে না। ১৫।
চতুর্বিধ পুণ্যবান্ করে মম সেবা ;—
জিজ্ঞাসু, অর্থাধী, আর্ত আর জ্ঞানী যে বা।

তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তি বিবিশিষ্টতে ।

প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোহত্যর্থম্ অহং স চ মম প্রিয়ঃ ॥১৭॥

বিপন্ন । যে কষ্টে পড়িয়াছে সে সহস্র অবিবাস সবেও, সে সময় ঈশ্বরকে স্মরণ করে । জিজ্ঞাসুঃ—জানিবার ইচ্ছা—জিজ্ঞাসা । ঈশ্বর কি ? আমি কে ? জগৎ কি ? ইত্যাদি বিষয় জানিতে বাহার প্রকৃত আগ্রহ জন্মিয়াছে, সে জিজ্ঞাসু । অর্থার্থী—যে ঐহিক বা পারত্রিক অর্থের অভিলାষী অর্থাৎ যে ব্যক্তি ঈশ্বর্য্যাকামী অথবা সংসার-আর্ন্তি হইতে মুক্ত । এবং জ্ঞানী—ঈশ্বরতত্ত্ব যে জানিয়াছে । এই চারি জনা আমার ভজনা করে । ইহারা স্নকৃতিমান্ । পূর্ব স্নকৃতি না থাকিলে ঈশ্বরে মতি থাকে না । পাপাত্মগণ ঈশ্বরে নির্ভর না করিয়া অন্য উপায় অবলম্বন করে । ১৬ ।

তেষাং—সেই চতুর্বিধের মধ্যে । যে জ্ঞানী নিত্য-যুক্তঃ—সতত আমাতে অর্পিতচিত্ত । এবং একভক্তিঃ—একমাত্র আমাতেই ভক্তিবৃদ্ধ । তিনি বিবিশিষ্টতে—বিশেষরূপে শ্রেষ্ঠ । অহং জ্ঞানিনঃ অত্যর্থম্—অতিশয় । প্রিয়ঃ । স চ মম প্রিয়ঃ—এবং সেও আমার প্রিয় । ১৭ ।

বিপদে পড়িয়া স্মরে কেহ বা আনায়ে ।

চতুর্বিধ

আর্ন্ত ভক্ত বলি পার্থ, জানিবে তাহারে ।

ভক্ত

ইহ পরকালে অর্থ করিয়া কামনা,
অর্থার্থী করে হে, মম সকাম ভজনা ।

জিজ্ঞাসু ভজনা করে জ্ঞানের আশায়,
কিন্তু হে, জ্ঞানীর চিত্ত সতত আমার । ১৬ ।

ইহাদের মাঝে সেই জ্ঞানী শ্রেষ্ঠতর,

জ্ঞানী ভক্তই

আমাতে অচল বার চিত্ত নিরন্তর,

সর্বোত্তম

একমাত্র আমাতেই ভক্তি রহে বার ;

আমি তা'র অতি প্রিয়, প্রিয় সে আমার । ১৭ ।

উদারাঃ সৰ্ব্ব এবৈতে জ্ঞানী ত্বাঐব মে মতম্ ।

আস্থিতঃ স হি যুক্তাত্মা মাম্ এবানুত্তমাং গতিম্ ॥১৮॥

বহুনাং জন্মনাম্ অন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে ।

বাসুদেবঃ সৰ্ব্বম্ ইতি স মহাত্মা সুদূৰ্লভঃ ॥১৯॥

তবে কি জ্ঞানী তুমি ভিন্ন অথ তুমিই তাহার প্রিয় নহেন? তাহা নহে। সৰ্ব্ব এব তে উদারাঃ—তাহারা সকলেই মহৎ, উৎকৃষ্ট। কিন্তু জ্ঞানী আত্মা এব—আত্মার স্বরূপই। ইতি মে মতম্—ইহা আমার নিশ্চিত মত (শ্রী)। যুক্তাত্মা হি সঃ—আমাতে অর্পিতচিত্ত সেই জ্ঞানী। অনুত্তমাং গতিম্—সর্বোত্তম গতিস্বরূপ। মাম্ এব আস্থিতঃ—আমাকেই আশ্রয় করে।

জ্ঞানী আত্মার স্বরূপই—ভগবানের বাহা অধ্যাত্ম-স্বরূপ (৮।৩), বিভূতির ভাব (১০।২০), সর্বভূতের অন্তরে বিরাজিত “আত্মা” রূপ তাহার সেই আত্মভাব সং-চিৎ-আনন্দস্বরূপ। কিন্তু প্রকৃতিবদ্ধ রাগ-দ্বेषাদিযুক্ত অজ্ঞানী জীবে আত্মার সেই স্বরূপ অজ্ঞানাবৃত থাকে। জীব যখন আত্মবিৎ জ্ঞানী হয়, তখন সে সেই শুদ্ধ সচ্চিদানন্দময় আত্মস্বরূপেই অবস্থান করে। তজ্জন্ম ভগবান্ বলিয়াছেন, জ্ঞানী আমার আত্মাই। আমার যে অধ্যাত্ম-স্বরূপ, জ্ঞানী তাহাতেই অবস্থিত। ১৮।

কিন্তু এবমুত জ্ঞানভক্তিলভ সহজে হয় না। বহুনাং জন্মনাম্ অন্তে—

মহান্ সবাই এ’রা কোরব-কেশরি।

আমার আত্মাই কিন্তু জ্ঞানী মনে করি।

একান্ত আমাতে চিত্ত করি সে অর্পণ

লয় অনুত্তমা গতি আমাতে শরণ। ১৮।

বহুজন্মে সহসা অর্জুন। কিন্তু সংসার-মাঝারে

জ্ঞানলাভ হয় কেহ সে পরম জ্ঞান লাভিতে না পারে।

কাটমৈ তৈ তৈ হুতজ্ঞানাঃ প্রপত্তস্তেহুদেবতাঃ ।

তং তং নিয়মম্ আশ্রায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া ॥২০॥

ক্রমশঃ জ্ঞানবান হইয়া। সৰ্ব্বঃ বাসুদেব ইতি মাং প্রপত্ততে—জীব ও জগৎ, অহম্ ইদং, সমস্তই বাসুদেব, এইরূপ সৰ্ব্বাঙ্গদৃষ্টিদ্বারা আমাকে ভজনা করে (শ্রী)। সঃ মহায়া শ্রুতলভঃ ; ৭।৩ দেখ। বাসুদেব—বস্, বাস করা+উণ, বাসু (সৰ্ব্বনিবাস)+দেব ; সৰ্ব্বভূত বাহাতে বাস করে।

প্রকৃত জ্ঞানীর লক্ষণ এখানে কহিলেন। এই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডই বাসুদেব, এই জ্ঞান বাহার হৃদয়ে প্রতিভাত হইয়াছে, তিনিই জ্ঞানী।

আমরা যুখে বলিতে পারি “একমেবাদ্বিতীয়ম্,” কিন্তু কার্যকালে সে ধারণা অনুসারে চলিতে পারি না। যতক্ষণ বহুত্বময় জগতে একত্ব দর্শন না হয়, ততক্ষণ সে জ্ঞান হয় না। যদি জীবনের কোন শুভ মুহূর্তে সেই জ্ঞানের আলোক একবার কুটিয়া উঠে, এই দৃষ্ট জগৎ, এই আমি, এই সব জীবই, ব্রহ্ম বলিয়া দৃষ্টি করা যায়, তখন ঐ এক মুহূর্তে বুঝা যায়, জ্ঞান লাভে মানুষ কি হইয়া যায় ; কি এক অভূতপূৰ্ণ আনন্দে হৃদয় ভরিয়া যায়। তখন সৰ্ব্ব পরিচ্ছেদ দূর হয়। আত্মা সম্প্রসারিত হইয়া, মহান্ হইয়া, সৰ্ব্বাঙ্গা হয়। তখন সাধক মহায়া চাষন। ১৯।

কিন্তু অস্ত্রে, বাহারী স্বয়া প্রকৃত্যা নিয়তাঃ—আপন আপন প্রকৃতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। তাহার তৈঃ তৈঃ কাটমৈঃ হুতজ্ঞানাঃ—

কামাস্ত্রার বহু বহু জন্মে জ্ঞান করিয়া সঞ্চয়,

ভজন। জ্ঞানী দেখে এই সব বাসুদেবময়,

দেখিয়া একান্তে লয় আমার শরণ।

ঈশ্বর মহাত্মা যিনি হুতলভ সে জন। ১৯।

এ সংসার মাঝে কিন্তু যারা, ধনস্বয়।

নিজ নিজ প্রকৃতির বশীভূত হয়,

যো যো যাং যাং তমুং ভক্তঃ শ্রদ্ধার্চিতুন্ ইচ্ছতি ।

তস্ম তস্মাচলাং শ্রদ্ধাং তাম্ এব বিদধাম্যহম্ ॥২১॥

স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্ত স্তস্মারাদনম্ ঈহতে ॥

লভতে চ ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান্ হি তান্ ॥২২॥

সেই প্রকৃতির অনুরূপ অর্থাৎ কামভোগে দ্ব্যজ্ঞান হইয়া । অন্তদেবতাঃ—

অন্ত দেবতাকে (আমাকে নহে) । প্রপত্ত্বন্তে—ভজনা করে । তৎ তৎ

নিয়মম্ আস্থায়—সেই সেই দেবার্চনার প্রসিদ্ধ নিয়ম পালন করিয়া । ২০ ।

তাহাদের মধ্যে যঃ যঃ ভক্তঃ । যাং যাং তমুং—দেবতারূপিণী
আমারই যে যে মূর্তি (স্ত্রী) । শ্রদ্ধয়া অর্চিতুন্ ইচ্ছতি । তস্ম তস্ম
(ভক্তস্য) তাম্ এব শ্রদ্ধাম্—সেই শ্রদ্ধাকেই । সেই সেই মূর্তিতে অহম্
অচলাং বিদধামি—দৃঢ় করিয়া দিয়া থাকি (শং) । ২১ ।

সঃ তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তঃ, তস্ম আরাধনম্ ঈহতে—সেই ভক্ত মৎপ্রদত্ত
সেই শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া তাহার আরাধনা করে । এবং ততঃ—সেই দেবতার
নিকট হইতে । তান্ কামান্—সেই সেই অভীষিত বস্তু সকল । লভতে—

প্রকৃতির অনুরূপ ভোগ তা'রা চায়,

সেই সেই কাম ভোগে জ্ঞেয়ান হারায় ।

অন্ত দেবে ভজে তা'রা আমার ত্যজিয়া

বিবিধ নিয়ম তা'র আশ্রয় করিয়া । ২০ ।

সেই যে দেবতা, তাহা মূর্তি হে, আমার ।

শ্রদ্ধায় যে ভক্ত পূজা ইচ্ছা করে যার,

তা'র সেই শ্রদ্ধা সেই মূর্তির উপর

ঈশ্বরই অন্তর্যামী আমিই, হে করি দৃঢ়তর । ২১ ।

সর্বকল- সে অচলা শ্রদ্ধাবশে তা'রা ভক্তিভরে

দাতা নিজ মনোমত দেবে আরাধনা করে ।

অন্তবৎ তু কলং তেষাং তন্তবত্যান্নমেধসাম্ ।

দেবান্ দেবযজ্ঞো যাস্তি মন্তুক্তা যাস্তি মাম্ অপি ॥২৩॥

অব্যক্তং ব্যক্তিম্ আপন্নং মন্যতে মাম্ অবুদ্ধয়ঃ ।

পরং ভাবম্ অজানন্তো মমাব্যয়ম্ অনুত্তমম্ ॥২৪॥

লাভ করে । কিন্তু তাহাও, মরা এবং বিহিতান্—তন্তৎ দেবতাতে অন্তর্ধামি-
রূপে স্থিত মৎকর্তৃক প্রদত্তা । ২২ ।

তাহাদের বুদ্ধি অন্ন ; সমস্ত দেবতাই যে আমার বিত্তুতি, তাহা না
জানিয়া তাহাদিগকে স্বতন্ত্র ঈশ্বর ভাবিয়া পূজা করে ; এবং সেই নিকট
আরাধনার অনুরূপ নিকট ফল প্রাপ্ত হয় । অন্নমেধসাং তেষাং । তৎ
কলং তু অন্তবৎ ভবতি—অচিরস্থায়ী হয় । সেই সেই কন্দফল কিরূপ ?
দেবযজ্ঞঃ—দেবতার উপাসকগণ । নখর দেবান্ যাস্তি । কিন্তু মন্তুক্তাঃ ।
অনাদি অনন্ত স্বরূপ মাম্ অপি যাস্তি—প্রাপ্ত হয় । ২৩ ।

সেই অবুদ্ধয়ঃ—অন্নবুদ্ধি ব্যক্তিগণ । মম অব্যয়ং—নিত্য । অনুত্তমম্—
সর্বোত্তম । পরম ভাবম্—পরম স্বরূপ । Supreme nature, অজানন্তঃ—

মম তন্তুভূতা সেই দেবতাপূজার

আমারি বিহিত লভে কাম সমুদায় ।

সমস্ত মূর্তিতে আমি আছি অন্তর্ধামী,

সকলেরই কন্দফল দিয়া থাকি আমি । ২২ ।

আমার এ ভাব তা'রা না জানিয়া মনে

দেবপূজার স্বতন্ত্র ঈশ্বর-জ্ঞানে পূজে দেবগণে ।

এবং ঈশ্বর- অন্নবুদ্ধি তা'রা, তাহে লভে ক্ষুদ্র ফল ;

পূজার অর্জুন ! অচিরস্থায়ী হয় সে সকল ।

প্রভেদ দেবে পূজি দেবলোক পার,—বা' নখর ;

মন্তুক্ত আমার পদ পার অনখর । ২৩ ।

নাহং প্রকাশঃ সর্বস্তু যোগমায়া-সমাবৃতঃ ।

মূঢ়োহয়ং নাভিজানাতি লোকো মাম্ অজম্ অব্যয়ম্ ॥২৫॥

না জানিয়া । অব্যক্তং মাং—অব্যক্তরূপী আমাকে । ব্যক্তিম্ আপন্নং মন্তুস্তে—ব্যক্তরূপী ইন্দ্রিয়জ্ঞানগোচর মনে করে ।

জগতের এই সমস্ত পদার্থকে আমরা যে ভাবে দেখিতে জানিতে বুঝিতে পারি, যদি ঈশ্বরকেও সেই ভাবে দেখিতে জানিতে বুঝিতে পারা যায় বলিয়া মনে করা যায় এবং সত্য সত্যই ভগবান্ যদি তাহাই করেন, তবে তিনি জগতের সামিল হইয়া গেলেন ; তিনি আর জগদতীত পরম তত্ত্ব রহিলেন না । তাঁহার ঈশ্বরত্বও রহিল না । ঈশ্বরের প্রকৃতস্বরূপ অব্যক্ত ; তাঁহার রাম কৃষ্ণাদি ব্যক্ত ভাব মায়িক । ভাব—সত্তা, স্বভাব, অভিপ্রায়, চেষ্টা, আত্মা, জন্ম, ক্রিয়া, লীলা, পদার্থ, বিভূতি—এই সকল অর্থ ভাব শব্দের হয় । এখানে এই সমস্ত অর্থই আছে । ২৪ ।

অয়ং লোকঃ—এই সমস্ত লোক । আমার যোগমায়া-সমাবৃতঃ (৭।১৩—১৪) । অতএব আমার স্বরূপজ্ঞানে মূঢ়ঃ—ভ্রান্ত হইয়া । অজম্ অব্যয়ম্ চ মাং—অজ এবং অব্যয় স্বরূপ আমাকে । ন অভিজানাতি—জানে না । তজ্জন্তুই অহং সর্বস্তু প্রকাশঃ ন—আমি সকলের নিকট প্রকাশ নহি (শং, প্রী) ।

<u>ঈশ্বর</u>	আমার স্বরূপ নহে ইন্দ্রিয় গোচর,—
<u>সম্বন্ধে</u>	যাহা নিত্য, যাহা হ'তে নাই শ্রেষ্ঠতর ।
<u>মুখের</u>	স্বল্পবুদ্ধি তারা তাহা না জানি অন্তরে
<u>ধারণা</u>	ইন্দ্রিয় গোচর আমি বিবেচনা করে । ২৪ ।
	জানে না যে তা'রা পার্থ ! তাহার কারণ,
	মায়াসমাবৃত নিত্য এই জীবগণ ।
	গুণধর জীবচর একত্র মিলিত,
	যা' হ'তে জীবের জানে অগ্নি স্মরিত ।

যোগমায়ী—যোগো যুগানাম্ বৃত্তির্ঘটনম্ । সৈব মায়ী যোগমায়ী,
(৭৭) । যুগসমূহের একত্র যে যোগ (সম্মিলন), সেই যুগসংযোগস্বরূপ
মায়ী, যোগমায়ী । মায়ী পরম ত্র্যম্বকের পরা শক্তি, ত্র্যম্বকে নিত্যযুক্ত ;
উজ্জ্বল ও হৈহার নাম যোগমায়ী ।

এ জগতে যাহা কিছু আছে, তাহা সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই যুগত্রয়ের
সংযোগ ও পরিণামে উৎপন্ন (৯।১০) । আবার সংসারে আমাদের
জ্ঞানে,—রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ এই পাঁচটির সংযোগ বাতীত আর
কিছুই উপলব্ধ হয় না । কোন বস্তুসম্বন্ধেই আমাদের অপরোক্ষ জ্ঞান
নাই । আমরা যে কোন বস্তুসম্বন্ধে যাহা কিছু জানি, তাহাতে এই মাত্র
জানি যে, তাহার রূপ বা আকৃতি কেমন, রস (আনন্দ) কেমন, তাহার
গন্ধ কেমন, স্পর্শ (নীতোক্তাদি) কেমন বা শব্দ কেমন । পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের
দ্বারে এই জ্ঞান লাভ করি ; এবং এষ্ট সমস্ত যুগবিষয়ক জ্ঞানের যোগ
বা সমষ্টি চইতে একটা কিছু উপলব্ধিপূর্ণক, তাহাকে একটা বিশেষ নামে
অভিহিত করিয়া থাকি এবং তাহা প্রীতিকর বা অপ্ৰীতিকর বোধ চইলে
অমুরূপ মুখ, দুঃখ, রাগ, ঘেঘ, কাম ক্রোধাদিতে মুগ্ধ চই । এই রূপে
মুগ্ধ হইয়াই আজীবন সংসারে থাকি । প্রকৃত তত্ত্ব কিছুই জানি না ।
বাহ্য জগৎ চইতে রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ বাদ দিলে যে কি থাকে,

অবিচিন্ত্য যোগশক্তি সেই যে আমার ।

যোগমায়ী

যোগমায়ী নাম,—তাঁহে আবৃত সংসার ।

সেই যোগমায়ীচ্ছন্ন, অতএব ভ্রান্ত,

জানে না তাহার মম স্বরূপ একান্ত ।

অনাদি অব্যয় আমি জানে না অন্তরে,

তাঁহে আমি বিরাজিত স্থল কলেবরে ।

প্রকাশ না চই আমি কখনে সবার,

তবু মাত্র জানে পার্ব, স্বরূপ আমার । ২৫ ।

বেদাহং সমতীতানি বর্তমানানি চার্জ্জুন ।

ভবিষ্যাণি চ ভূতানি মাস্তু বেদ ন কশ্চন ॥ ২৬ ॥

ইচ্ছাদ্বেষসমুৎথেন দ্বন্দ্বমোহেন ভারত ।

সর্বভূতানি সম্মোহং সর্গে যাস্তি পরন্তপ ॥ ২৭ ॥

তাহা আমরা বুঝিতে পারি না । তাহা বুঝিতে পারিলেই ঈশ্বরকে জানা যায়, ব্রহ্মজ্ঞান হয় । যে তাঁহার একান্ত ভক্ত, সেই কেবল এই মায়ার প্রহেলিকা ভেদ করিয়া তাঁহাকে জানিতে পারে (৭।১৪) ।

রামকৃষ্ণ পরমহংসের উক্তি,—“ঈশ্বর কেমন ধারা জান ? যেমন চিকের ভিতর বড় মানুষের মেয়েরা । তাহারা সকলকে দেখতে পার, কিন্তু তা’দের কেউ দেখতে পার না । যোগমায়ী সেই চিক্ ।” ষবনিকা মায়ী অগম্যোহিনী ভগবৎ-স্বরূপ-তিরোধানকরী (রামা) । ২৫ ।

সেই যোগমায়ী শক্তি আমারই । সুতরাং তাহা অন্তরে মুগ্ধ করিলেও, আমি তাহাতে মুগ্ধ হই না । তজ্জগৎ, অহং সমতীতানি ভূতানি—অতীত কালের সর্ব বস্তু । বেদ—জ্ঞানি । বর্তমানানি চ বেদ ইত্যাদি স্পষ্ট । ২৬ ।

কেন তাহারা আমার জানিতে পারে না ? সর্বভূতানি, সর্গে—জন্ম-কালেই (৭৭) । পূর্ব কৰ্ম্মসংস্কারের অমুরূপ ইচ্ছাদ্বেষসমুৎথেন

	বিমোহিত যে মায়ার জীব সমুদায়,
<u>মায়ারূপ</u>	আমারি সে মায়ী ; আমি মুগ্ধ নহি তার ।
<u>জীবগণ</u>	স্বাবর জন্ম যত আছিল অতীতে,
<u>ঈশ্বরকে</u>	বর্তমানে আছে, কিংবা হবে ভবিষ্যতে,
<u>জানে না</u>	ত্রিকালের যত কিছু জানি সমুদায়,
	মায়ী-মুগ্ধ তা’রা, কেহ জানে না আমার । ২৬ ।
	সংসারে বখনই জন্ম লভে জীবগণ
	পূর্ব জন্মে থাকে কৰ্ম্ম বাহার যেমন,

যেষাং তন্তুগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্মণাম্ ।

তে বন্দ্যমোহনিম্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ ॥ ২৮ ॥

বন্দ্যমোহেন—অনুকূল বিষয়ে ইচ্ছা অর্থাৎ অনুরাগ ও প্রতিকূল বিষয়ে
দেষ—তৎ-সমুখ, তদ্বৎপর সুখ-দুঃখাদিরূপ যে বন্দ্যভাব, তজ্জনিত মোহে,
সংমোহঃ যাস্তি—আমি “সুখী দুঃখী” ভাবিয়া মুগ্ধ হই। তজ্জন্ত আমার
জানিতে পারে না । ২৭ ।

যেষাং তু পুণ্যকর্মণাং জনানাং—কিন্তু যে সকল পুণ্যকর্মণের ।
পাপম্ তন্তুগতং—পাপ বিনষ্ট হইয়াছে । তে বন্দ্যমোহ-নিম্মুক্তাঃ (হইয়া)
দৃঢ়ব্রতাঃ মাং ভজন্তে—দৃঢ় ব্রত আমার ভজনা করে ।

বন্দ্যমোহ—পরস্পর বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন দুইটা পদার্থের নাম বন্দ্য । আলোক

সঙ্গে লয়ে ইচ্ছা দেষ সেই কর্ম মত

কর্ম লাভ করে সবে জানিও, ভারত !

ইচ্ছাদেষ হ’তে সুখদুঃখের উদ্ভব,

জীবগণ সুখ দুঃখ-বন্দ্যভাবে মুগ্ধ হয় সব ।

কল্পকালেই এ সকল বন্দ্যভাবে মোহিত-হৃদয়

মোহাচ্ছন্ন জানে না আনারে তা’রা তাই ধনঞ্জয় !

হয় পরম্পর তুমি, হে ভারত-বংশধর ।

সে সকল বন্দ্য ভাবে না হও কাতর । ২৭ ।

জীবমাত্রে এ সংসারে বিমুগ্ধ সকলে,

কাহারো কিন্তু সেই পুণ্যকর্ম, যার পুণ্যকলে

জৈবরকে বিনষ্ট কলুবরাশি ; নাহি চিন্তে বার

জানিতে রাগ-দেষ-বন্দ্য-হেতু মোহের বিকার,

পারে দৃঢ় ব্রত সেই করে আমার ভজনা ;

(২৮-৩০) আমাকে জানিতে পার্থ, পারে সেই জনা । ২৮ ।

অন্ধকার, শীত উষ্ণ, ইচ্ছা ঘৃণা, ভালবাসা ঘৃণা, সুখ অসুখ—ইহাদের নাম বন্দ। আমাদের চতুর্দিকের প্রত্যেক ঘটনায় এই বন্দ ভাব বিস্তৃত। সংসার কেবল সুখময় বা কেবল অসুখময় নহে। কখন তাহা হইবে না; তাহা হইতেই পারে না। আলোক-অন্ধকার, সুখ-অসুখ ঠিক সমপরিমাণে পাশাপাশি রহিয়াছে ও থাকিবে। সেই সকল বন্দভাবে আমরা আজন্ম-মৃত্যু মুগ্ধ। এই মোহ হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিলে, তবে তাহাদের পশ্চাতে ভগবানের যে পরম ভাব রহিয়াছে, তাহার উপলব্ধি হয়, এবং তখনই তাহাকে ঠিক ভজনা করা যায়।

সংসারে আমরা অসুখ চাই না। অসুখে সদাই ঘৃণা এবং সুখে সদাই ইচ্ছা। অসুখ নিবারণপূর্বক সুখলাভের জন্য মানুষ যুগযুগান্তর খাটিয়াছে। কিন্তু অসুখরাশি কি চলিয়া গিয়াছে? না, তাহা যায় নাই। আমরা যদি কোন উপায়ে সুখের উপকরণ কিছু বর্দ্ধিত করি, অসুখের উপকরণও ততই বাড়িয়া যায়। সাঁওতাল প্রভৃতি এক জন অশিক্ষিত অসভ্যের সুখদুঃখের ধারণা অতি সরল। ক্ষুধাতৃষ্ণাদি নিবারণের উপযুক্ত দ্রব্যের অভাব না হইলেই সে সুখী। তাহাকে উদর পূরিয়া বাহা হউক খাইতে দাও, সে অনায়াসে তোমার দশটা তিরস্কার হজম করিবে। কিন্তু এক জন শিক্ষিত ভদ্রলোক অশন-বসনের সামান্য ইতর বিশেষেই অত্যন্ত অসুখী। একটা ছোট কথাও তাহার অসহ্য। সুখানুভবের উচ্চতর শক্তির উন্মেষের সঙ্গে, তাহার দুঃখানুভবের শক্তিও অধিকতর স্ফুটি পাইয়াছে। পর্ণকুটীরবাসী দরিদ্র, কঠিন পরিশ্রমের পর শাকায় ভোজন ও তৃণশস্যায় শয়ন করিয়া যে সুখানুভব করে, গ্রাসাদবাসী ধনবানের পল্লব-ভোজন ও হৃৎকেননিত শয্যা, তাহাকে তদপেক্ষা অধিক সুখ দেয় না। কেবল তাহাই নহে। আমরা অপদার্থ তথাকথিত বৈষয়িক সুখ—ধন-জন-সম্পদ-গৌরব-জনিত সুখের জন্য জগতে কত দুঃখরাশির সৃষ্টি করিতেছি। ছলে বলে কৌশলে কত শত দুর্জলকে নিমেষিত

করিয়া, দরিদ্রকে অধিক দরিদ্র করিয়া, অসুখী হইতে অধিক অসুখী করিয়া, অর্থসঞ্চয়পূর্বক বিলাসের মাত্রা বাড়াইতেছি—দিন দিন নূতন নূতন ভোগের সামগ্রীর বাচক হইয়া, কাম্য-সুখের প্রত্যাশানলে দিনযামিনী দগ্ধ হইতেছি ।

এইরূপে—যখনই এক দিকে একবিন্দু সুখ পাই, তখনই অল্প দিকে ক্রোধের রাশি আমাদের দিকে চাপিয়া ধরে । আর আমরা সেই সুখক্রোধে মোহিত থাকিয়া, অগ্নির অভিমুখে পতঙ্গের দ্রায়, অনবরত একটার পর আর একটার পশ্চাতে ছুটিতে ছ ।

অহোরাত্র ইহা ঘটিতেছে । সংসারের ঘটনাপরম্পরা এই ভাবেই বর্তমান রহিয়াছে ; না—এই উভয়ে মিলিয়াই সংসার সৃষ্টি করিয়াছে । আমরা অনন্ত কাল ইহার মধ্য দিয়া ছুটিতে পারি, কিন্তু কখনই ইহার অন্ত পাইব না । ইহা যে কি, তাহাও আমরা বুঝি না ; তাহা আমাদের ধারণাতেই আসে না । ইহাকে যদি কিছু বলিতে হয়, তবে ইহা তাঁহার “মায়া”—ভগবানের “যোগমায়া”—এই কথা বলাই সর্বাপেক্ষা সমীচীন ।

ভগবান্ বলিতেছেন, এই বন্দমোহের অতীত হইতে হইবে । অর্থাৎ কেবল অসুখ ত্যাগ করিবার চেষ্টা করিলে হইবে না । তাহা হইতেই পারে না ; ইহার উভয়ে এক সূত্রে গাঁথা । একটি থাকিলেই আর একটি থাকে ; সুখের জ্ঞান থাকিলেই ক্রোধের জ্ঞান থাকিবে । অতএব অসুখ ত্যাগ করিতে হইলে সুখও ত্যাগ করিতে হইবে । নিবন্ধ, নিত্যসব্ধ, নির্যোগক্ষেম, আনন্দবান্, (২।৭৫) হইয়া, বাহ্য হইতে সেই বন্দ, বাহার সেই মায়া, তাঁহাতে প্রপন্ন হইতে হইবে । ২৮ ।

জরামরণমোক্ষায় মাম্ আশ্রিত্য যতন্তি যে ।

তে ব্রহ্ম তদ্ বিদুঃ কৃৎসন্ম্ অধ্যাত্মং কৰ্ম্ম চাখিলম্ ॥ ২৯ ॥

সাধিভূতাধিদৈবং মাং সাধিযজ্ঞকঃ যে বিদুঃ ।

প্রয়াগকালেহপি চ মাং তে বিদু যুক্তচেতসঃ ॥ ৩০ ॥

ইতি জ্ঞানবিজ্ঞানযোগো নাম সপ্তমোহধ্যায়ঃ ॥

ঈদৃশ পুণ্যআগণ, যে—যাহারা। জরা ও মরণ হইতে মোক্ষায়—মুক্তি লাভের জন্ত। মাম্ আশ্রিত্য যতন্তি—আমাকে, পরমেশ্বরকে (শং) আশ্রয় করিয়া যত্ন করে। আমার প্রসাদে (১০।১০ দেখ) তে তৎ ব্রহ্ম বিদুঃ—তাহারা সেই প্রসিদ্ধ ব্রহ্মকে জানে; কৃৎসন্ম্ অধ্যাত্মং চ বিদুঃ—সমস্ত অধ্যাত্মতত্ত্ব জানে। অখিলং কৰ্ম্ম চ বিদুঃ—এবং সমগ্র কৰ্ম্মতত্ত্ব জানে। ঈশ্বরে ভক্তি জন্মিলেই সব তত্ত্ব জানা যায়। ২৯।

যে চ—এবং উক্ত সাধনায় সাহারা। সাধিভূতং সাধিদৈবং সাধিযজ্ঞং মাং বিদুঃ। যুক্তচেতসঃ—একাগ্র হির নিশ্চলচিত্ত। তে। প্রয়াগকালে অপি চ—মরণ কালেও। মাং বিদুঃ—আমাকে জানে।

এইরূপে যে সকল পুণ্যকৰ্ম্মাগণ

<u>ঈশ্বরভক্তির</u>	জরা ও মরণ হ'তে মুক্তির কারণ
<u>মধা দিয়া</u>	আমাকে আশ্রয় করি নিত্য যত্ন করে
<u>সৰ্ব্বজ্ঞান</u>	জানে পার্থ, তা'রা সেই ব্রহ্ম পরাৎপরে ;
<u>লাভ হয়</u>	পুনরায় তা'রা জানে, সমস্ত অধ্যাত্ম,
	জানে আর সমুদায় মম কৰ্ম্মতত্ত্ব । ২৯ ।
	যুক্ত—অবিচল চিত্ত থাকি অহরহ,
	অধিভূত অধিদৈব অধিযজ্ঞ সহ
	মম তত্ত্ব জানে ধীরা, সেই সাধুগণ
	মরণকালেও মোরে বিশ্বস্ত না হ'ন । ৩০ ।

২৯—৩০ শ্লোকের মর্ম এই,—যাহারা মোক্ষ লাভের জন্য ভগবানের শরণাগত হইয়া যুক্তচিত্তে ভগবানের উপদেশমত কর্ম করিতে থাকেন, (৩।৩০-৩১, ৪।১২-২৩, ৬।৩২, ১৮।৬, ১৮।৪৬ ইত্যাদি) তাঁহারা এই ব্রহ্মাণ্ডের বাহা আদি সেই ব্রহ্মতত্ত্ব, হাবর জন্ম সর্ব ভূতের প্রত্যেকের অন্তরে যে অধ্যাত্মা (জীবাত্মা) তাহার ভূত ; আর যে কর্ম-চক্র হইতে ভুলোক দ্রালোকাদি সর্বলোক-সমবৃত্ত জগতের পালন সাধিত হয়, সমস্ত সেই কর্মতত্ত্ব পরিজ্ঞাত হয় । পুনশ্চ, যে অধিদৈবত পুরুষভাবে ভগবান্ জগতের সৃজন পালন লয় কর্তা তাঁহার যে অধিভূত ভাবের উপর হাবর জন্মান্বক ভূতভাবময় ত্রিভুবন প্রতিষ্ঠিত, আর যে অধিযজ্ঞভাবে তিনি চরাচর সর্ব ভূতের কর্মাত্মক জীবন-যজ্ঞের নিরস্তা,—সেই অধিদৈব অধিভূত ও অধিযজ্ঞ—এই তিন ভাবই যে তাঁহাতে প্রতিষ্ঠিত, তাহা জ্ঞাত হয় । ৩১ শ্লোকে যে “সমগ্র” ঈশ্বর জ্ঞানের উল্লেখ আছে, উপরোক্ত সমুদায় তত্ত্ব সেই “সমগ্র” ঈশ্বর জ্ঞানের অন্তর্গত । পরবর্তী অধ্যায়ে এই সকল তত্ত্ব বিস্তারিত হইরাছে । ৩০ ।

* সপ্তম অধ্যায় শেষ হইল । ভগবান্ অর্জুনকে সবিজ্ঞান ঈশ্বরতত্ত্ব জ্ঞান উপদেশ দিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞাপূর্বক তাহা বলিতে লাগিলেন । প্রথমে যেক্রমে তাঁহার অপরা ও পরা চই প্রকৃতি হইতে জগতের সৃষ্টি, জগতের বাহা প্রকৃতস্বরূপ ও সেই জগতের সহিত তাঁহার যে সম্বন্ধ তাহা বুঝাইলেন (১-১২) । অজ্ঞানমান্ লোকে তাঁহার সেই পরম ভাব বুঝিতে পারে না । তাহার জগতের অন্তান্ত পদার্থের হ্রাস তাঁহাকেও আমাদের ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য মনে করে (২৪) । কলকপা, সকলে তাহাকে বুঝিতে বা জানিতে পারে না, কারণ, তাঁহারই যোগমারাতে তাঁহার স্বরূপ আবৃত (২৫) । বহু জন্ম সাধনা করিলে তবে জ্ঞানলাভ হয়, তিনিই যে জগৎ ময় বিরাজিত—হাবর জন্ম সমুদায় যে তাঁহার ভাবান্তর, ইহা জানিতে পারিয়া তাঁহার শরণাগত হয় । যে

একান্ত ভক্তিতে তাঁহার শরণাগত হইতে পারে, সেই তাঁহার কৃপায়, সেই
মহার কুহেলিকা ভেদ করিয়া, তাঁহাকে জানিতে পারে । জৈবরত্ন, জৈব
মধ্য দিয়াই ব্রহ্মজ্ঞান আত্মজ্ঞান আদি সর্ব জ্ঞান লাভ হয় ।

বুঝালে আপন-তব পার্থে কৃপা করি,
“আন্ততোম” পাবে না কি কৃপাকণা হরি !

• জ্ঞানবিজ্ঞানযোগ নামক সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত ।

অষ্টমোঃধ্যায়ঃ ।

—•••—

তারকব্রহ্ম-যোগঃ ।

—•—

অৰ্জুন উবাচ ।

কিং তদব্রহ্ম কিম্ অধ্যাত্মং কিং কৰ্ম পুরুষোত্তম ।
অধিভূতং চ কিং প্রাপ্তকৃত্য অধিদৈবং কিম্ উচ্যতে ॥১॥

কৃষ্ণে যার মতি রয়, সেই জন জ্ঞাত হয়,
ব্রহ্মের যা' স্বরূপ বিশেষ,
কিবা ব্রহ্ম, কিবা কৰ্ম, তেতাদির গুঢ় মৰ্ম,
অষ্টমে কহিলা কৃষ্ণকেশ :—শ্রীপর ।

সপ্তম অধ্যায়ে ভগবান্ সাধারণ ভাবে ঈশ্বরতত্ত্বের উপদেশপূৰ্ব্বক
২৯—৩০ শ্লোকে কহিলেন, যে ব্যক্তি ঈশ্বরকে আশ্রয়পূৰ্ব্বক যত্ন করে, সে
ব্রহ্মতত্ত্ব ও সমুদায় কৰ্মতত্ত্ব এবং অধিভূত অধিদৈব ও অধিগুণ ভাবসম্বন্ধিত

অৰ্জুন কহিলেন ।

কিবা ব্রহ্ম, কিবা তাঁর লক্ষণ বিশেষ ?
বল, হে পুরুষোত্তম ! বল, সবিশেষ ।
কিবা সে অধ্যাত্ম, আর কৰ্ম বলে কারে
অধিভূত অধিদৈব বলে বা কাহারে ? ১ ।

অধিযজ্ঞঃ কথং কো হত্র দেহে হস্মিন্ মধুসূদন ।

প্রয়াগকালে চ কথং জ্ঞেয়ো হসি নিয়তাত্মভিঃ ॥২॥

ঈশ্বরতত্ত্ব জানিতে পারে । এক্ষণে অর্জুন সেই ব্রহ্ম প্রভৃতির তত্ত্ব এবং মৃত্যুকালে ঈশ্বর-জ্ঞানলাভের উপায় জিজ্ঞাসা করিতেছেন ।

অর্জুনের প্রশ্নের উত্তরে ভগবান্ ব্রহ্ম অধ্যায়াদি ভাবের স্বরূপ বুঝাইয়া যে উপায়ে, যাদৃশী সাধনায়, সংসার হইতে উদ্ধীর্ণ হওয়া যায়, এই অষ্টম অধ্যায়ে তাহা বিবৃত করিয়াছেন । তজ্জন্ত এই অধ্যায়ের নাম তারকব্রহ্মযোগ ।

হে পুরুষোত্তম ! তৎ ব্রহ্ম কিম্—তৎ-শব্দবাচ্য সে ব্রহ্ম কি ? অধ্যাত্মম্ কিম্—যাহা আত্মভাবে, আত্মরূপে অধিষ্ঠিত তাহা কি ? কিং চ অধিভূতং প্রোক্তম্—অধিভূত কাহাকে বলে ? যাহা ভূতভাবে, জীবভাবে অধিষ্ঠিত, জীবরূপে বর্তমান, তাহা কি ? কিম্ অধিদৈবম্ উচ্যতে—কাহাকে অধিদৈব বলে ? যাহা দেবতাতে অধিষ্ঠিত, দেবতারূপে বর্তমান, তাহা কি ? ১ ।

অত্র অধিযজ্ঞঃ কঃ—এই দেহে যে যজ্ঞ নির্বাহ হয়, তাহাতে অধিযজ্ঞ, তাহার অধিষ্ঠাতা কে ? (ত্রী)। তিনি কথং—কি ভাবে । অস্মিন্ দেহে (অবস্থিত)। প্রয়াগকালে চ—এবং মৃত্যুসময়ে । নিয়তাত্মভিঃ কথং জ্ঞেয়ঃ অসি—সংযতচিত্ত পুরুষেরা কি ভাবে আপনাকে জানে ?

এই দুই শ্লোকের যে সাতটি প্রশ্ন আছে, সেই সাতটি প্রধানতঃ জানিবার বিষয় । ব্রহ্ম নিগূর্ণ হইয়াও সগুণ এবং ঈশ্বর, জীব ও অগৎরূপে অভিব্যক্ত । তিনি নিগূর্ণ ভাবে “তৎ” ব্রহ্ম । সগুণ ভাবে,—অধিদৈব

কিরূপ সে অধিযজ্ঞ, হে মধুসূদন !

কি ভাবে এ দেহমাঝে অধিষ্ঠিত হ'ন ?

বিবশ হৃদয় যবে মরণমূর্ছায়,

সংযমী কেমনে জানে তখনও তোমার ? ২ ।

শ্রীভগবান্ উবাচ ।

অক্ষরং ব্রহ্ম পরমং স্বভাবো হৃদ্যাশ্রম্ উচ্যতে ।

ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কৰ্ম্মসংচ্চিতঃ ॥৩॥

ও অধিযজ্ঞ ভাবে, তিনি অক্ষর্যামী ঈশ্বর বা পরমাশ্রা । স্ব-ভাবেই তিনি অধ্যাত্ম । আর অধিভূতভাবে পরিবর্তনশীল চেতন-অচেতনময় জগৎ । এই সকল ভাব এবং যুমুক্ষ যে উপায়ে মুক্ত হইতে পারেন, ৩—৫ শ্লোকে তাহা সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে । ২ ।

যিনি পরমম্ অক্ষরং—নিরতিশয় অক্ষর, করণহীন, তিনি ব্রহ্ম । এই সংসার থাকিতে পারে, নাও থাকিতে পারে, অক্ল ভাব ধারণ করিতে

শ্রীভগবান্ কহিলেন ।

ব্রহ্ম

পরম অক্ষর—নিত্য নিরিকার যিনি,
সর্ব কাল এক ভাব, ব্রহ্ম হ'ন তিনি ।
আবার ব্রহ্মই সেই এ সংসার মাঝে
প্রতিদেহে জীব-আশ্রা-স্বরূপে বিরাজে ;
সেই যে জীবাশ্রাতার তাঁর, ধনজয় !

অধ্যাত্ম

অধ্যাত্ম তাহার নাম জ্ঞানিগণে কর ।

কৰ্ম্ম

অব্যক্ত অক্ষর ব্রহ্ম, ভরত-নন্দন !
“বহু হ'ব” অভিলাষ করিয়া যখন
আপনার নির্কীলেশ অব্যক্ত স্বরূপ
বিসর্জিয়া, হ'ন এই ব্যক্ত বিস্বরূপ ;
যার ফলে, হে পাণ্ডব ! এই সমুদয়,—
এই যে বিশেষ সৃষ্টি প্রকাশিত হয়,
যাহে যত জীব এই জনমে সংসারে,
সেই যে আদিম ক্রিয়া,—কৰ্ম্ম বলে তারে । ৩ ।

পারে ; কিন্তু ব্রহ্ম পরম অক্ষর—একবারে অপরিবর্তনশীল । তিনি বাহ্য ছিলেন, তাহাই আছেন ও তাহাই থাকিবেন ।

স্বভাবঃ অধ্যাত্মম্ উচ্যতে—স্বভাবকে অধ্যাত্ম বলা হয় । স্বভাবঃ—একরূপ বস্তু সমাস নহে । স্বোভাবঃ স্ব-ভাবঃ (কৰ্মধারয়), ব্রহ্মবরূপম্ (মধু) । পরম ব্রহ্মই অধ্যাত্ম ।

“আমি আছি” এই স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান হইতে আত্মপ্রত্যয় স্বতঃসিদ্ধ । কিন্তু সেই আত্মা কি ? সে বিষয়ে মতভেদ আছে । তজ্জন্ত প্রশ্ন—কিম্ অধ্যাত্মম্ ? ভগবান্ কহিলেন, ব্রহ্মই স্ব-ভাবে অধ্যাত্ম ; ব্রহ্মই প্রতি জীবের অন্তরে আত্মারূপে আছেন । অহম্ আত্মা শুড়াকেশ সৰ্ব-ভূতানুস্থিতঃ (১০।২০) ।

ভূতভাবোদ্ভবকরঃ বিসর্গঃ কৰ্মসংক্রিতঃ—সেই অক্ষর ব্রহ্ম হইতে ভূতভাব বা জীবভাবের উদ্ভবকারী যে বিসর্গ—বিশেষ সৃষ্টি বা ত্যাগাত্মক ব্যাপার, তাহার নাম কৰ্ম । সংজ্ঞা—লক্ষণ Definition.

৪অঃ ১৬—২৩ শ্লোকে ভগবান্ যে কৰ্মতত্ত্ব বলিয়াছেন, তাহা মানুষের কৰ্মসম্বন্ধে ; এখানে তাহা নহে । এই “কৰ্মের” প্রসঙ্গ ৭।২৯ শ্লোকে হইয়াছে । ভগবান্কে আশ্রয়পূৰ্ব্বক যোগযুক্ত হইলে “সমগ্র” দীক্ষরতত্ত্ব জানা যায় ; ৭।১ শ্লোকে ইহা বলিয়া, যে দীক্ষরতত্ত্ব বলিতেছিলেন, ৭।২৯ শ্লোকের “অধিল কৰ্মতত্ত্ব” সেই সমগ্র দীক্ষর জ্ঞানের অন্তর্গত । এখানে সেই অধিল কৰ্মতত্ত্বের কথা বলিতেছেন । এ জগতে মানুষের কৰ্ম ছাড়া, অনন্ত প্রকার জীবের কৰ্ম, অনন্ত প্রকার প্রাকৃতিক কৰ্ম এবং সর্বোপরি ভগবানের কৰ্ম আছে । এখানে কৰ্ম শব্দের সেই ব্যাপক অর্থ বলিতেছেন ।

সৃষ্টির প্রারম্ভে অব্যক্ত ব্রহ্ম হইতে যখন ব্যক্ত জগতের বিকাশ হয়, তৎপূর্বে কিছু না কিছু ব্যাপার না হইলে তাহা হয় না । সেই যে মূল

অধিভূতং কুরো ভাবঃ পুরুষ শ্চাধিদৈবতম্ ।

অহম্ এবাধিযজ্ঞো হত্র দেহে দেহভূতাংবর ॥৪॥

ব্যাপার, যাহার পরিণামে এই ব্যক্ত জগতের বিকাশ হয়, অনন্ত জীবময় জগতের উদ্ভব হয়, তাহার নাম “কৰ্ম্ম” (তিলক) ।

অব্যক্ত নির্কিংশেবে ব্রহ্ম, “বহু শ্চাম্” কামনাপূৰ্ণক আপনার নির্কিংশেব স্বরূপ বিসৰ্জন করিয়া স বিশেষ জগদ্রূপী হয়েন । ব্রহ্মের ঐ যে স্বরূপ বিসৰ্জন, যাহার ফলে বহু ভূতভাবময় জগতের “বিশেষ সৃষ্টি,” তাহা তাঁহার কৰ্ম্মরূপ । বিসর্গের অর্থ বিশেষ সৃষ্টিও হয় এবং বিসৰ্জন বা ত্যাগও হয় । প্রথমে যখন ব্যক্ত জগৎ ছিল না, তখন কিন্তু জাগতিক সৰ্ব্ব-ভূতের বীজ ঈশ্বরে লীন ছিল । সেই বীজ-সমূহকে তিনি ত্যাগ করিলেন । তখন অদৃশ্য দৃষ্ট হইল, বীজ বৃক্ষ হইল, জগৎ হইল ।

মম যোনির্মহদ্ ব্রহ্ম তন্মিহ গৰ্ভং দধামাহম্—প্রকৃতিরূপা যোনিতে আমি গৰ্ভস্থাপন করি (১৪.৩) । ভগবদ্রূপ এই যে প্রকৃতিতে গৰ্ভস্থাপন বা কৰ্ম্মশক্তির সঞ্চার, সেই মূল কৰ্ম্ম হইতে, সূর্য্য চন্দ্রাদি ক্রমে নিখিল জগতের ও জগৎস্থিত স্থাবর জঙ্গম সৰ্ব্ব ভূতের উদ্ভব ; তথা সেই কৰ্ম্ম হইতেই সেই সমস্ত ভূতের সমস্ত ব্যাপার পরম্পরাক্রমে উদ্ভূত । জগৎই সেই কৰ্ম্ম, অথবা সেই কৰ্ম্মই জগৎ—ব্রহ্মের কৰ্ম্মরূপ । ৩ ।

করঃ ভাবঃ—নিম্নত পরিবর্তনশীল যে ভাব । তাহা অধিভূতম্—ভূত বা প্রাণিগণকে অধিকার করিয়া আছে । ঈশ্বরের নিম্নত পরিণামশীল যে সৃষ্টি ভূতভাব ধারণ করিয়া আছে, সমস্ত ভূতভাব তাহার

কণে কণে পরিণামী যে ভাব আমার

আছে এই সৰ্ব্ব ভূত করি অধিকার,—

অধিভূত

জীবরূপী হ’রে যাহা রয়েছে সংসারে

অধিভূত বলি পার্থ, জানিবে তাহারে ।

যে কর ভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহা অধিভূত । করঃ সর্বাণি ভূতানি (১৫।১৬) ।

পুরুষঃ চ অধিদৈবতম্ । যাহার দ্বারা সমস্ত পূর্ণ বা যিনি দেহরূপ পুরে শয়ান, তিনি পুরুষ (শং) ; বিরাট্ জগৎ-রূপ দেহে যিনি অধিষ্ঠিত, তিনি পুরুষ । যাহা পৃথিবীতে থাকিয়া পৃথিবীর অন্তর্বর্তী, রসে (জলে) থাকিয়া রসের অন্তর্বর্তী, যাহা অগ্নি, বায়ু, আদিত্য, দিক্, চন্দ্র, তারকা আকাশ ও তেজে থাকিয়া তাহাদের অন্তর্বর্তী, তাহা অধিদৈবত । বৃহদারণ্যক ৩।৭।৩—১৪ । অর্থাৎ জগতে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম যত কিছু পদার্থ আছে সমষ্টিভূত যে তেজ, অন্তর্যামিরূপে সেই সমস্তের অন্তরে অনুপ্রবিষ্ট থাকিয়া

বিরাট্ জগৎদেহে, ভরত-নন্দন !

বিরাট পুরুষ যিনি করেন শয়ন

আদিত্যাদি দেব যত তেজাংশ যাহার,

অধিদৈব সর্বদেব-অধিপতি যিনি তেজঃসার ;

যে তেজ আমার করে জগৎ ধারণ,

সর্ব যাহে পূর্ণ, তিনি অধিদেব তন ।

আর এই দেহ মাঝে যে ভাব আমার

অন্তর্যামিরূপে থাকি, কৌরব-কুমার !

আজন্ম-মরণ দেহে যত কৰ্ম্ম হয়,

যা' হ'তে তাহার স্থিতি পুষ্টি ও বিলয়,

অধিবক্ত সে জীবন-যজ্ঞে যাহা হয় অধিষ্ঠাতা—

সর্ব-কৰ্ম্ম-প্রবর্তক, সর্ব ফলদাতা,

সেই ভাবে দেহে আমি অধিবক্ত হই,

অন্তর্যামিতাবে এই দেহ মধ্যে রই ।

ভাব রূপ নামভেদে আমিই কেবল,

হে দেহিসত্তম ! আছি ব্যাপিয়া সকল । ৪ ।

অন্তকালে চ যাম্ এব স্মরন্ মুক্তা কলেবরম্ ।

যঃ প্রয়াতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥৫॥

সেই সমস্ত ধারণ করিতেছে, তাহা পুরুষ; পৃথিবী আদিত্য প্রভৃতি দেবতার (৩১২ দেখ) অধিষ্ঠাতা । ভিন্ন ভিন্ন দেবতাগণ ঈশ্বরের ভিন্ন ভিন্ন ভেদোংশের প্রতিক্রম মাত্র ; কিন্তু পুরুষরূপে তিনি সমষ্টি ভেদ, অধিদৈবত—সর্ব দেবতার অধিপতি ।

দেহভূতাংবর—হে দেহধারি-শ্রেষ্ঠ ! অত্র দেহে অহম্ এব—আমিই । অধিবক্তা । যজ্ঞ শব্দ এখানে উপলক্ষণ মাত্র । জন্ম হইতে মরণ পর্য্যন্ত যে জৈব ক্রিয়া নিয়ত চলিতে থাকে, বাদারা দেহের ধারণ, রক্ষণ পোষণ, পতন ইয়, যজ্ঞ শব্দে সেই জীবনযজ্ঞ বা সমস্ত দৈহিক কৰ্ম বুঝাইতেছে । সেই সকল কৰ্মের অন্তরালে যিনি অধিষ্ঠাতা, অন্তর্যামিক্রমে প্রবর্তক ও ফলদাতা, তিনি অধিবক্তা । জগতে যে কৰ্মচক্র নিয়ত চলিতেছে, তাহার অন্তরালে ঐশী শক্তি নিয়ন্ত্ৰভাবে থাকিয়া তাহাকে প্রবর্তিত করে । আমরা কায়মনোবাক্যে যে সকল ক্রিয়া নিয়ত করিতেছি, আমাদের জীবাত্মা যে দেহে অধিষ্ঠিত থাকিয়া সে সকল দৈহিক কৰ্ম করায়, তাহা নহে ; জীব চৈতন্য সে সকলকে নিয়মিত করে না ; পরন্তু অন্তর্গামী অধিবক্তারূপী ঈশ্বরই সে সকলের নিয়ন্ত্ৰা । সমষ্টিভাবে যিনি ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গামী, তিনি অধিদৈবত পুরুষ ; আর ব্যষ্টিভাবে যিনি ব্যষ্টি দেহের অন্তর্গামী, তিনি অধিবক্তা । ৪ ।

দ্বিতীয় শ্লোকে অর্জুন যে প্রশ্ন করিয়াছেন, “প্রয়াণকালে চ কথং

ঈশ্বর এই অধ্যায়াদি ভাবে আমাকেই স্মরি

লাভের অন্ত কালে কলেবর বিসর্জন করি

উপায় যে জন গমন করে, কোরবকুমার !

(৫—৭) নিশ্চয় সে প্রাপ্ত হয় স্বরূপ আমার । ৫ ।

যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্ ।

তং তম্ এবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ ॥৬॥

জ্যৈয়োহসি নিরুতায়ুতিঃ”—এম শ্লোক হইতে অধ্যায় শেষ পর্য্যন্ত ভগবান্ তাহার উত্তর দিতেছেন । অন্তকালে—মরণকালে (৭৭) । যিনি মাম্ এব চ স্মরন্—পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্ম অধ্যায়, অধিভূত, অধিদৈব ও অধিবজ্জ ভাবসম্বিত আমাকেই স্মরণ করিয়া । এব অবধারণে : যঃ প্রয়াতি—অচ্চিরাদি মার্গে যে গমন করে ; ৮।২৪ দেখ (ত্রী) । সঃ মস্তাবৎ যাতি—আমার ভাব প্রাপ্ত হয় । অত্র সংশয়ঃ নাস্তি—ইহাতে সংশয় নাই । ৫ ।

কেবলই যে আমাকে স্মরণ করিয়া দেহত্যাগ করিলে আমাকে প্রাপ্ত হয়, তাহা নহে । সাধারণ নিয়ম এই যে, জীব যং যং বা অপি ভাবং স্মরন্—যে যে ভাব স্মরণ করিয়া । অন্তে কলেবরং ত্যজতি—অন্তকালে দেহত্যাগ করে । সদা তদ্ভাবভাবিতঃ—সর্বদা সেই ভাবনা বা চিন্তা দ্বারা বাসিতচিত্ত, সদা সেই ভাবস্মরণ হেতু সেই ভাবনাময় জ্ঞানে আক্রান্ত হইয়া । তং তং (ভাবম্) এব এতি—সেই সেই ভাবই প্রাপ্ত হয় । ৬ ।

ভাবিও না কেবল যে স্মরিয়া আমার
শরীর ত্যজিলে জীব মম ভাব পায় ।

মৃত্যুকালে

যেমন যেমন ভাব করিয়া স্মরণ

যে ভাব ভাবে

অন্তকালে তদুত্যাগ করে জীবগণ,

পর জন্মে

তন্ময় থাকিয়া সদা সেই ভাবনার

তাহাই লাভ

সেই সেই ভাব তা'রা পায় পুনরায় ।

অস্তিম্বে যেমন ভাব, অনুরূপ তা'র

দেহ মন ল'য়ে জীব জনমে আবার । ৬ ।

তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু মাম্ অনুস্মর যুধ্য চ ।

ময্যর্পিতমনোবুদ্ধি মাম্ এবৈশ্বাস্ত্যসংশয়ম্ ॥৭॥

যদি তাই হয়, তবে যাবজ্জীবন ঈশ্বরচিন্তা না করিলেও চলে । কারণ, যত্নাকালে একবার মাত্র ঈশ্বর স্মরণ করিলেই মুক্তি । তাহা নহে । যত্নাকালে যখন দেহ ইন্দ্রিয়াদি বিবশ হয়, তখন স্মরণোত্তম থাকে না । তখন পূর্বাভ্যাসামুদ্রক চিরাত্যস্ত বিষয় সকলই আপনা আপনি স্মৃতিপথে উদ্ভিত হয় (শ্রী) । তজ্জন্ত বলিতেছেন, তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু মাম্ অনুস্মর—সকল সময়েই আমাকে স্মরণ কর । যুধ্য চ—এবং যুদ্ধ কর ।

এই বাক্যে “যুধ্য চ” এই কণার উপর মনোযোগ আবশ্যক । জীবনে যে যে রূপ চিন্তায় অভ্যস্ত, যত্নাকালে যখন সেই বিষয়ই অবশভাবে তাহার স্মৃতিপথে উদ্ভিত হয়, তখন “সর্বকালেই আমাকে স্মরণ কর”—এই পর্য্যন্ত বলিলেই হইত ।

বর্তমান সময়ে অনেকে এই ভাবের কণারই বিশেষ পক্ষপাতী ;—দিবারাত্রি কেবল হরিনাম বা কালীনাম বা রামনাম জপ কর ; সত্ববার,

দৃঢ় যত্ন করে যে বা অভ্যাস যাহার

হৃদয়ে অঙ্কিত হয় সংস্কার তা'র ।

যত্নাকালে

যুদ্ধ যবে বুদ্ধীশ্রিয় স্মরণমুচ্ছায়

ঈশ্বরচিন্তায়

মানসে সে সংস্কার তাসিয়া বেড়ায় ।

উপায় সন

অতএব অস্ত্রকালে আমারে নে চায়,

তাহাকে

আজীবন করিবে সে স্মরণ আনায় ।

চিন্তাপূর্বক

সে হেতু সতত কর আমার স্মরণ,

স্বধর্মপালন

স্বধর্মামুগত আর কর ধর্ম রণ ।

মন বুদ্ধি আমাতেই রাখ ধনজয় ।

পরিণামে আমাকেই পাইবে নিশ্চয় । ৭

লক্ষ্যবার, জপ কর। বাস্! তাহাতেই মনুষ্যজীবনের অস্তিম কর্তব্য শেষ। বড় জোর দেবসেবার উপযোগী—পুষ্প চন্দন নৈবেদ্যাদি আরো-জনরূপ কৰ্ম কর। আর সব বিকৰ্ম। কিন্তু ভগবান্ সে কথা বলিতে-ছেন না। তিনি বলিতেছেন, সৰ্ব্ব কালে আমার স্মরণ কর এবং যুদ্ধ কর। অস্ত্রা বলিয়াছেন, অধ্যাত্ম চিন্তে আমার সৰ্ব্বকৰ্ম অর্পণপূর্বক নিরাসী ও নিশ্চয় হইয়া যুদ্ধ কর (৩।৪০)। পুনশ্চ, মানুষ স্ব স্ব কৰ্মে অতিরত থাকিয়া সিদ্ধি লাভ করে (১৮।৪৫)। যে আমাকে আশ্রয়-পূর্বক সৰ্ব্ব কৰ্ম করে, সে আমার প্রসাদে শাস্বত অব্যয় পদ লাভ করে (১৮।৫৬)। এই সকল কথার মর্ম্ম এই যে, ভগবান্কে সদা হৃদয়ে রাখিয়া, ব্রাহ্মণ কায়স্থ, হাড়ি ডোম সৰ্ব্বজাতীয় লোক, স্ত্রীপুরুষ সকলেই, স্বধর্ম্মানু-সারে প্রাপ্ত আপন আপন কৰ্ম্ম নিশ্চল বুদ্ধিতে করিতে থাকিলে তদ্বারাই সিদ্ধি লাভ করিবে। এখানেও ভগবান্ সেই কথাই বলিতেছেন। তিনি বলিতেছেন, তুমি সৰ্ব্বদা আমাকে হৃদয়ে স্মরণপূর্বক তোমার স্বধর্ম্মানুযায়ী কৰ্ম্ম, এই যুদ্ধ করিতে থাক। ইহাই গীতার ভক্তিব্যোগ। ভগবদ্ভক্ত “অনপেক্ষঃ শুচিদীর্ঘ উদাসীনঃ গতব্যথঃ সৰ্ব্বারম্ভপরিত্যাগী” (১২।১৬)। ভক্ত কোন কিছুই প্রত্যাশী নহে, তাহার হৃদয় নিশ্চল, সে সৰ্ব্ব কৰ্ম্মে হৃদক অথচ সৰ্ব্বত উদাসীন নিলিপ্ত; আর স্বার্থবোধ হইতেই মনঃকষ্ট আসিয়া থাকে। তাহার স্বার্থবোধ নাই, স্বার্থসাধনের জন্ত চেষ্টাপূর্বক কোন কার্য্যারম্ভ করে না; স্মৃতরাং ব্যথা, মনঃকষ্ট,—হঃখ শোক ভয় তাহার নাই।

এই ভাবে মরি অর্পিতমনোবুদ্ধিঃ—মন বুদ্ধি আমাতে অর্পিত হইলে। পরিণামে অসংশয়ং যাম্ এব এষাসি—নিশ্চয় আমাকেই প্রাপ্ত হইবে।

ভগবানের এই মহাবাণী উপদেশও বটে, আদেশও বটে। অর্জুনের যুদ্ধ উপলক্ষ্য মাত্র। মনুষ্য মাত্রেই জীবনযুদ্ধ (নিজ নিজ অধিকার অনুযায়ী কৰ্ম্ম) এই ভাবেই করিতে হয়। ইহাই প্রকৃত অন্তরঙ্গ সাধন।

অভ্যাসযোগযুক্তেন চেতসা নান্যগামিনা ।

পরমং পুরুষং দিব্যং যাতি পার্থাসুচিস্তয়ন্ ॥৮॥

কবিং পুরাণম্ অনুশাসিতারম্ অগোরণীয়াঃসম্ অনুস্মরেদ্ যঃ ।

সর্বদা ধাতারম্ অচিন্ত্যরূপম্ আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ ॥ ৯ ॥

লৌকিক পূজাদি বহিরঙ্গ মাত্র । আর্গ্য অনার্গ্য, হিন্দু অহিন্দু, পণ্ডিত মুখ, ইতর ভদ্র, জ্ঞো পুরুষ, সকলেই ইচ্ছা করিলে ইহার অল্পবিস্তর অনুষ্ঠান করিয়া ইহকালপরকালের পণ পরিকার করিতে পারেন । ইহাই ভগবদ্রূপদ্বিষ্ট জীবন-যাপন-নীতি । স্বল্পমপ্যশু ধর্মশু জায়তে মহতো- ভবাৎ । (২।৪০) । ৭।

এই ভাবে নিরন্তর ঈশ্বরচিন্তা অভ্যাসের নাম অভ্যাসযোগ ; ১২৯ দেখ । অভ্যাসযোগযুক্তেন নান্যগামিনা চেতসা—যে চিন্তা তাদৃশ অভ্যাস রূপ যোগে একাগ্র । যুক্ত—একাগ্র । এবং যাতা ঈশ্বর তিন্ন অশু বিষয়ে ধাবিত হয় না ; তাদৃশ চিন্তে । দিব্যং—স্বয়ং-প্রকাশ । পরমং পুরুষম্ অনুচিস্তয়ন্ যাতি—পরম পুরুষ নারায়ণকে সদা চিন্তা করিয়া তাঁহাকে লাভ করে । অনুচিন্তা—পুনঃ পুনঃ চিন্তা । ৮ ।

ঈশ্বর লাভ করিতে হইলে, সর্বদা ঈশ্বরচিন্তা অভ্যাস করিতে হয় ; কিন্তু সেই চিন্তা-প্রণালী বা অভ্যাসযোগ, একপ্রকার নহে । বিভিন্ন প্রণালীতে তাঁহার বিভিন্ন ভাব চিন্তা করিবার প্রণা আছে । তন্মধ্যে কয়েকটি চিন্তা-প্রণালীর বিষয় ৯—১৪ শ্লোকে বলিতেছেন ।

	সতত অভ্যাস করা স্মরিতে আমারে
<u>ঈশ্বর চিন্তা</u>	সাধনার অন্তরঙ্গ ভাব হে, সংসারে ।
<u>অভ্যাসই</u>	অভ্যাসে অভ্যাসে চিন্ত একাগ্র বাহার,
<u>প্রকৃত</u>	চাহে না বাহার মন অশু কিছু আর,
<u>সাধনা</u>	পরম পুরুষে ক্রমে সদা চিন্তা করি
	সেই তাঁরে লাভ করে, কোরব-কেশরি ॥৮॥

প্রয়াগকালে মনসাচলেন

ভক্ত্যা যুক্তো যোগবলেন চৈব ।

ভ্রুবোর্মধ্যে প্রাণম্ আবেশ্য সম্যক্

স তং পরং পুরুষম্ উপৈতি দিব্যম্ ॥১০॥

প্রথমে ঈশ্বরভাবের কথা বলিতেছেন । যিনি পুরাণম্—অনাদি ।—
অমুণাসিতারং—নিরস্তা ; সকলের স্বমর্যাদাগুরূপ কর্মের প্রবর্তক ।
অণোঃ অণীয়াংসং—সূক্ষ্ম বস্তু হইতে সূক্ষ্মতর (ত্রী) । সর্বশ্রু ধাতারং—
সকলের কর্মকলবিধাতা (শং) । অচিন্ত্যরূপং—বাহ্যরূপ বা স্বরূপ কেহ
বুঝিতে পারে না । আদিত্যবর্ণং—সূর্য যেমন আপনাকে ও অপরকে
প্রকাশ করে, তদ্রূপ বাহ্যর বর্ণ—স্বরূপ বা প্রকাশ । তমসঃ পরস্তাং—

যোগমার্গে
ভক্তিমিত্রা
সাধনা

বহুভাবে তাঁর চিন্তা করে সাধুগণ
সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ তার গুণ বিবরণ ।
সর্বতত্ত্ব-বেত্তা যিনি, যিনি সনাতন,
অমৃত্যুময়ী ভাবে সবে করেন শাসন ;
সূক্ষ্ম হ'তে সূক্ষ্ম যিনি, বিধাতা সবার,
বুঝিতে না পারে কেহ স্বরূপ বাহ্যর ;
আত্মপর-প্রকাশক আদিত্য সমান,
মায়ার আধার পারে যার অধিষ্ঠান ।
ভক্তিভাবে যোগবল করিয়া আশ্রয়
স্বপ্নার পথে প্রাণে ল'রে, ধনঞ্জয় !
ক্রমগণ মধ্যে তারে করিয়া স্থাপন
অন্তিমে যে জন তাঁরে করয়ে স্মরণ,
সেই যার সে পরম পুরুষের পাশে,
বাহ্য হ'তে সমুদয় জগৎ প্রকাশে ।৯—১০

ষট্চক্রভেদ

যদ্ অক্ষরং বেদবিদো বদন্তি

বিশন্তি যদ্ যতয়ো বীতরাগাঃ ।

যদ্ ইচ্ছন্তো ব্রহ্মার্চ্যাঃ চরন্তি

তৎ তে পদং সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে ॥১১॥

তমঃ প্রকৃতি (স্ত্রী) বা অজ্ঞান (শং) তাহার পারে দর্শমান (১৩.১৭);
প্রকৃতির গুণে অম্পৃষ্ট (গিরি) । এতাদৃশ ভগবান্কে ভক্ত্যা যুক্তঃ—
ভক্তিযুক্ত হইয়া । যোগবলে চ এত—যোগলব্ধ মানসিক বলে । ভ্রুবোঃ
মধ্যে—ভ্রুবুগল মধ্যে, আশ্রিত্যে । প্রাণং সম্যক্ আবেশ্য—প্রাণশক্তিকে
সম্যক্ৰূপে স্থাপন করিয়া । অচলেন মনসা । যঃ প্রয়াণকালে অনুশরৎ—
দেহত্যাগকালে শ্রবণ করে । সঃ তৎ দিব্যং পুরুষম্ উটৈপতি । দিব্য—
শ্রোতনাস্থক (শং), যাঙ্গা হইতে সমুদায় প্রকাশিত । ৯—১০ ।

১১—১৩ শ্লোকে ওঙ্কার জপ দ্বারা ওম শ্লোকোক্ত নিগূর্ণ ব্রহ্মের
সাধনা বলিতেছেন । ইহা দ্বিতীয়া প্রণালী । বেদবিদঃ যৎ অক্ষরং বদন্তি—
যাহাকে অক্ষর ব্রহ্ম বলে । এবং বীতরাগাঃ যতয়ঃ—নিম্পৃষ্ট যত্নশীল

আমাকে দৈবর ভাবে করে যে ভাবনা

এ ভাবে সে করে পার্থ, আমার ভজনা ।

অক্ষর

কিন্তু আর জ্ঞাননিষ্ঠ সাধক যাহারা

ব্রহ্মভাবের

আমার অক্ষর ভাব চিন্তা করে তাঁরা ।

সাধনা

অক্ষর যাহাকে বলে বেদবেত্তৃগণ,

যত্নশীল বিষয়-বিরাগী যতিগণ

যাহাতে প্রবিষ্ট হই করিয়া সাধনা ;

আবার কেহ বা করি তাঁহারে কামনা

আচরণে ব্রহ্মচর্য—কহিব তোমার

সংক্ষেপে সে ব্রহ্মপদ প্রাপ্তির উপায় । ১১ ।

সর্বদ্বারাণি সংযম্য মনো হৃদি নিরুধ্য চ ।

মূৰ্খ্যাধায়াত্মনঃ প্রাণম্ আস্থিতো যোগধারণাম্ ॥১২॥

ওম্ ইত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মাম্ অনুস্মরন্ ।

যঃ প্রয়াতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিং ॥১৩॥

সাধুগণ । যৎ বিশস্তি—যাহাতে প্রবেশ করে । যৎ ইচ্ছন্তঃ—যাহাকে ইচ্ছা করিয়া । ব্রহ্মচর্যাং চরন্তি—ব্রহ্মচর্য্য আচরণ করে । তৎ পদং তে সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে—তোমাকে সেই ব্রহ্মপদ পাইবার উপায় সংক্ষেপে কহিব । পদ—প্রাপ্যবস্তু । ১১ ।

সর্বদ্বারাণি—জ্ঞান লাভের দ্বারস্বরূপ সমস্ত ইন্দ্রিয়গণকে । সংযম্য—রূপ রসাদি বিষয় হইতে প্রত্যাহত করিয়া । এবং মনঃ চ হৃদি—হৃদয়ে । নিরুধ্য—রুদ্ধ করিয়া, অর্থাৎ বাহ্য চিন্তা না করিয়া । মূৰ্খি—মূৰ্খাতে, ক্রমধ্যে । প্রাণম্ আধায়—প্রাণশক্তিকে স্থাপন করিয়া । আত্মনঃ যোগধারণাম্ আস্থিতঃ—আত্ম-সমাধিতে যোগধারণায় প্রবৃত্ত হইয়া । ১২ ।

ওম্ ইতি একাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন—একাক্ষর ওম্ মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ।

<u>পাতঞ্জল</u>	রূপ রস আদি হ'তে ইন্দ্রিয় সকলে
<u>যোগমাগে</u>	ফিরাইয়া ল'য়ে, মনে হৃদয়কমলে
<u>অক্ষর</u>	নিরুদ্ধ করিয়া তারে নিপ্রচার করি,
<u>ব্রহ্মের</u>	স্বপ্নার পথে প্রাণে মূৰ্খাদেশে ধরি,
<u>সাধনা</u>	এইরূপে স্নসংযত করি মন প্রাণ
<u>বটচক্রভেদ</u>	স্থির ভাবে আত্মধানে থাকি যত্ববান্ । ১২।
	“ওম্” এই একাক্ষর মন্ত্র উচ্চারিয়া,
	তদ্বাচ্য আমাকে পার্থ, স্মরণ করিয়া
	কলেবর পরিহারি করে যে গমন
	পায় সে পরমা গতি, কৌরব-নন্দন ! ১৩ ।

ব্রহ্ম এখানে মন্ত্র । এবং তদ্বাচ্য মাম্ অমুস্মরন্—তাঁহার অর্ধভূত আমাকে স্মরণ করিয়া (৭৭) । দেহং ত্যজন্, যঃ প্রয়াতি—যিনি দেহত্যাগ-পূর্বক অর্চিরাদি মার্গে গমন করেন ; ৮।২৪ দেখ (শ্রী) । সঃ পরমাং গতিং বাতি—তিনি প্রকৃষ্টা গতি, মোক্ষ লাভ করেন ।

অক্ষর ব্রহ্মভাব আমাদের জ্ঞানের অতীত, তাঁহার ধ্যান করা যায় না। ওকার রূপ প্রতীকদ্বারা সেই ব্রহ্ম সত্ত্ব পরমেশ্বরভাবেই ধোয়। সেই অক্ষর ব্রহ্মভাব কি এবং এই শ্লোকোক্তা পরমা গতিই বা কি, ২০—২১ শ্লোকে তাহা বলিয়াছেন ।

এখানে ওকার বা প্রণবতত্ত্ব সংক্ষেপে বুঝিব। শব্দ বা বাক্যের চারি অবস্থা,—পরা, পশ্চাতী, মধ্যমা ও বৈখরী । (১) পরা বা বীজ অবস্থা ; তাহা বক্তারও অমুভূত নহে । (২) পশ্চাতী বা অব্যক্ত অবস্থা ; ইহা বক্তার অমুভূত হয় । (৩) মধ্যমা বা মধ্য ব্যক্তাবস্থা, ইহা বক্তার অন্তরে উচ্চারিত হয়, কিন্তু অস্ত্রে বুলিতে পারে না । (৪) বৈখরী বা পূর্ণ ব্যক্তাবস্থা, ইহা বক্তার বাগিদ্রির দ্বারা বাক্যরূপে স্পষ্টে উচ্চারিত হয় । তাহাই অস্ত্রে শ্রবণ করিয়া থাকে ।

ওকারের মধ্যে শব্দের পূর্বোক্ত চারি অবস্থাই আছে। ওম্—অ+উ+ম্+৩ । “অ” পূর্ণ ব্যক্ত স্বর ; “উ” মধ্য ব্যক্ত স্বর ; “ম্” অব্যক্ত বা অমুট স্বর আর “৩” নাদ বা ধ্বনি, বীজাবস্থা ।

অনন্ত শব্দের মধ্যে কতকগুলি মাত্র মূল শব্দ, সে গুলির নাম অক্ষর । অক্ষর দ্বিবিধ, স্বর ও ব্যঞ্জন । স্বর বর্ণ, সকল শব্দের আধার । স্বরের আশ্রয় ব্যতীত ব্যঞ্জনের স্পষ্ট উচ্চারণ হয় না । আবার অকার সকল স্বরের আদি । তাহা ভগবানের বিহৃতি (১০।৩৩) ।

মুখ সম্পূর্ণরূপে ব্যাক্ত (হাঁ) করিয়া সহজে শব্দোচ্চারণ করিলে পাওয়া যায় “অ” ; আর মুখ আকৃষ্ট করিয়া সহজে শব্দোচ্চারণ করিলে পাওয়া যায় “উ” এবং মুখ বদ্ধ করিয়া নাসিকা দিয়া শব্দোচ্চারণ করিলে পাওয়া

যায় “ম্” বা “ং”। তাহার পর স্তর মিলাইয়া আসিলে কেবল ধ্বনি “৬” হইয়া অব্যক্ত হয়। অর্থাৎ মুখ হাঁ করিয়া শব্দোচ্চারণ করিতে করিতে ক্রমশঃ মুখ বন্ধ করিলে, পাওয়া যায়, “অ, উ, ম্, ৬”। এই অ, উ, ম্, মিলিত হইলে পাওয়া যায় “ওম্” বা “ওঁ” এবং মুখ বন্ধ করিয়া শব্দোচ্চারণ করিতে করিতে ক্রমশঃ মুখ হাঁ করিলে পাওয়া যায় “৬, ম্, উ, অ”। এই ম্ উ অ মিলিত হইলে পাওয়া যায় “ম্ব” বা “মা”। অর্থাৎ স্বরের উৎপত্তি হইতে বিলম্ব পর্য্যন্ত, সৃষ্টি হইতে প্রলম্ব পর্য্যন্ত, পাওয়া যায় “ওঁ” আর প্রলম্ব হইতে সৃষ্টি পর্য্যন্ত পাওয়া যায় “মা”।

সকল শব্দের মূল অক্ষর, অক্ষরের মূল অ, উ, ম, ৬ ; সুতরাং সকল শব্দের মূল এই চারি এবং “ওঁ” ও “মা” সকল শব্দের বীজাবস্থা ; তাহা পশ্চাতী ও মধ্যমার ভিতর দিয়া অনন্ত বৈধরী শব্দরূপে অভিব্যক্ত হয়।

অনন্তর ব্রহ্ম প্রণবরূপে ধোয় কেন, তাহা বুঝিব। সৃষ্টির বাহিরে, phenomenaর বাহিরে ব্রহ্ম যে কি, তাহা আমরা জানি না। মানুষের জ্ঞানের শেষ সীমার যাইলে জানা যায় যে, সৃষ্টির আদি অবস্থা শব্দ।

শ্রুতির উপদেশ, “তৎ ঐক্ষত বহু শ্রাং প্রজায়েয়”—ছানোগ্য ৬।২৩ প্রজাসৃষ্টির নিমিত্ত ব্রহ্ম সঙ্কল্প করিলেন—আমি বহু হইব।

সৃষ্টির মূলে এই যে সঙ্কল্প বা সঙ্কল্প (ideas), শব্দ বা বাক্য তাহাকে ধারণ করে। চিন্তা করিতে অক্ষুট শব্দ অর্থাৎ পূর্কোক্ত চারি প্রকার-শব্দের মধ্যে পশ্চাতী বা মধ্যমার কোন এক রূপ শব্দের প্রয়োজন। কল্পনার মূল শব্দ, বাক্য, ভাষা এবং যাহা মূল শব্দ, মূল বাক্য (Word) তাহা ওকার। তাহাই এই মূল সৃষ্টিকল্পনাকে ধারণ করে। ব্রহ্মই সৃষ্টির আদিতে বাক্যরূপ হইলেন এবং ওকাররূপে সকল শব্দ, সকল বাক্য অল্পপ্রবিষ্ট থাকিয়া সেই কল্পনাকে প্রকাশিত করেন।

অতএব শব্দ, ব্রহ্মের প্রথম অভিব্যক্ত রূপ এবং প্রাণন (Rhythm) বা অনুকম্পনরূপে তাহা প্রকাশিত। যেখানে শক্তিক্রিয়া, সেইখানেই

অনুকম্পন, সেই খানেই শব্দ । অনুকম্পন, প্রতির তাহার “এজৎ”
যাত প্রতিযাত, আকর্ষণ বিক্ষেপ হইতেই জগৎ । ভগবান বলিয়াছেন,
আমি আকাশে শব্দ, বেদে প্রণব (৭।৭), বাক্যে একাক্ষর ওঙ্কার (১০।২৫)
এবং অক্ষরের মধ্যে অকার (১০.৩৩) ।

এইরূপে প্রণব যে ব্রহ্মবাচক তাহা বুঝিতে পারি । “ওঙ্কার” রূপে
প্রণব নিঃসৃণ ও সন্তুণ ব্রহ্মবাচক ও “মা”রূপে ব্রহ্মব্রূপিনী পরা
শক্তি, পরমা মায়া-বাচক । ব্রহ্ম নিবৃত্তিমার্গে যুমুক্ষুর “ওম্”রূপে উপাস্ত,
আর প্রবৃত্তিমার্গে যুমুক্ষুর “মা”রূপে উপাস্ত ।—ভগবান এখানে নিবৃত্তি-
মার্গের কথা বলিতেছেন ; তজ্জন্ত ওঙ্কাররূপে ব্রহ্ম-ধ্যানের উপদেশ
দিলেন ।

আমরা সকল শব্দের পর রূপ, এই ওঙ্কার ধ্বনি, সর্বত্র শুনিতে পাই
না , কিন্তু এই ওঙ্কার যে সর্বত্র অনাহত-ভাবে ধ্বনিত হইতেছে, যোগিগণ
সাধনাবলে তাহা জানিতে পারেন । “বাজে ভেরী অনাহত শুনে
শ্রেমিক যে জন ।” তবে চেষ্টা করিলে অবিকৃত সহজে উচ্চারিত
স্বাভাবিক শব্দ মধ্যেও প্রণবের আভাস পাওয়া যায় । শিশু প্রথমে “মা”
বলে ; গো-মেবাদি পশুর শিশুও “ম্যা ব্যা” অথবা “ওম্মা” বলিয়া ডাকে ।
জীব যখন কথানা কহিয়া কেবল সুরের দ্বারা মনের ভাব ব্যক্ত করে
তখন ওঙ্কার পাওয়া যায় । অনুমোদনে ওম্ ; যাতনার ক্রন্দনে, ওমা ;
হাসির হো হোতে ওম্ । যন্ত্রের সুরে, মেঘ-গর্জনে ওম্ ; বায়ুর
প্রহাছে শৌ । কোথাও ওম্ কোথাও মা, কোথাও ওমা । প্রণব
সর্বত্র ।

আবার বাহিরে যেমন প্রণব, অন্তরেও তেমনি প্রণব । বাসগ্রহণে
ওম্ ; প্রশ্বাসত্যাগে মা । ইহাই “অজপা” । হৃদয়স্রবের ক্রিয়াতে শৌ
শৌ ; শিরায় রক্ত সঞ্চালনে ব্যোমম্ । বাহিরে তিতরে সর্বত্র প্রণব ।
ও ব্রহ্ম, মা ব্রহ্ম, প্রণব শব্দব্রহ্ম ১৩ ।

অনন্তচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ ।

তস্মাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ ॥১৪॥

অনন্তচেতাঃ যঃ—যাহার চিত্ত অন্ত্র ধাবিত হয় না ; যাহার কাছে “বাসুদেবঃ সর্বম্” ; ৭।১৯, ৬।৩০ দেখ। যে ব্যক্তি, সততং—নিরন্তর। এবং নিত্যশঃ—নিত্য নিত্য, যাবজ্জীবন (শং), অর্থাৎ সারা জীবনের সর্ব কর্মে। মাং স্মরতি—আমাকে স্মরণ করে। নিত্য-যুক্তস্য তস্য যোগিনঃ—নিত্য যুক্তচিত্ত সেই যোগীর পক্ষে। অহং সুলভঃ।

ইহাই ভগবানের অনুমোদিত সাধনমার্গ। ৮—১৩ শ্লোকে যে দ্বিবিধ সাধনমার্গের কথা বলিয়াছেন, সেখানে তিনি অর্জুনকে এমন কথা বলেন নাই, যে এ গুলি তুমি অবলম্বন কর। সে কালে যে যে সাধনমার্গ প্রচলিত ছিল এবং যাদৃশী সাধনার যাদৃশ ফল, সেখানে কেবল তাহাই বলিয়াছেন। কিন্তু ৭ম শ্লোকে আদেশ করিয়াছেন, যে সর্বকালে আমার স্মরণ রাখিয়া যুদ্ধ কর ; এবং এখানে সেই কথারই সম্প্রসারণে কহিলেন, সংসারের সর্ব বাপারই যে আমাকে স্মরণপূর্বক করিয়া থাকে, তাহার হাতের কাছে, চক্ষের কাছে, মনের কাছে, যাহা কিছু আসে, সে সমুদয়-কেই আমার ভাব বলিয়া বুঝিয়া লয়, তাদৃশ নিত্যযুক্ত যোগীর পক্ষে আমি সুলভ। ১৪।

যোগমার্গে এ সাধনা জানিও ছকর,

সুলভ সাধনা যাহা শুন, নরবর !

ভক্তযোগীর সর্ব কর্মে সর্ব স্থানে, সতত যে জন

ঈশ্বরলাভ আমার অনন্তচিত্তে করে হৈ স্মরণ,

সুলভ এই ভাবে নিত্য যুক্ত চিত্ত রাখে যার

জানিও আমি, হে পার্থ, সুলভ তাহার। ১৪।

মাম্ উপেতা পুনর্জন্ম দুঃখালয়ম্ অশাশ্বতম্ ।

নাগ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিক্টিং পরমাং গতাঃ ॥১৫॥

আত্রক্শুভবনালোকাঃ পুনরাবর্তিনো হর্জুন ।

মাম্ উপেতা তু কোন্মুয় পুনর্জন্ম ন বিজ্ঞতে ॥১৬॥

তাদৃশ মহাত্মানঃ মাম্ উপেতা—আমাকে প্রাপ্ত হইয়া। পরমাং সংসিক্টিং গতাঃ—মোক লাভ করেন। তাঁহারা দুঃখালয়—দুঃখের আলয়স্বরূপ। অশাশ্বতম্—অনিতা। পুনর্জন্ম ন আগ্নুবন্তি। ১৫।

কন্দবিশেষদ্বারা স্বরলোক একলোক আদি লাভ হইলেও পুনর্জন্ম-বারণ হয় না। কারণ, আত্রক্শুভবনাং লোকাঃ পুনরাবর্তিনঃ—যাহাতে হৃত সকল উৎপন্ন হয়, তাহা পুনঃ ; এক্শুভবন একলোক। আত্রক্শুভবনাং—এক্শুভবন পর্য্যন্ত ; একলোকের সম্বিত সমস্ত লোক (৭৭)। লোক—ভোগস্থান (মধু)। পুনরাবর্তী—পুনরাবর্তনশীল, তাহাদের পুনরুৎপত্তি অনশ্বত্যান্বিত। কিন্তু মাম্ উপেতা—আমার যে কোন ভাব স্বরণপূর্ব্বক দেহত্যাগের ফলে, আমাকে পাটলে। পুনর্জন্ম ন বিজ্ঞতে—আর পুনর্জন্ম হয় না। ১৬।

মহাত্মা সে ভক্তগণ পাঠিয়া আমার

পুনর্জন্ম এ সংসার পাল হ'তে মুক্ত হ'য়ে যার।

বারণ অনিতা সংসার এই দুঃখের আলয়,

ইহাতে তাঁ'দের আর আসিতে না হয়। ১৫।

তুন ওহে মতিমান্ !

আছে যত ভোগস্থান

এ সংসারে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত যে সব,

কিরে আসে সমুদায় ;

কিন্তু যে আমারে পার,

তার আর পুনর্জন্ম নাই, হে পাণ্ডব ! ১৬।

সহস্রযুগপর্য্যন্তম্ অহ র্যদ্ ব্রহ্মণো বিদুঃ ।

রাত্রিঃ যুগসহস্রাস্তাং তে হহোরাত্রবিদো জনাঃ ॥১৭॥

এইরূপে যাহারা ভগবান্কে লাভ করেন, তাঁহারা ত্রিগুণময়ী সংসার অতিক্রম করিয়া, ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরে তাঁহার যে নিত্যধাম, যাহা দেশ-কাল-পরিচ্ছিন্ন ভোগভূমি নয়, সেই স্থানে গমন করেন । ব্রহ্মার দিবসে ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টির সহিত ও ব্রহ্মার রাত্রিতে ব্রহ্মাণ্ডের লয়ের সহিত, তাঁহাদের উৎপত্তি ও বিলয় হয় না । তাঁহারা ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরে থাকিয়া সেই স্থান হইতে ব্রহ্মার দিবারাত্রির সমস্ত ব্যাপার দেখিতে থাকেন । তাঁহারা ব্রহ্মার অহোরাত্রবিৎ । “যতদিন তাহা না হয়, ততদিন ব্রহ্মার দিবসে জন্ম ও রাত্রিতে লয় অবশ্যস্তাবী । সুতরাং তদশাগ্রস্ত জীব ব্রহ্মার দিবারাত্রির সংবাদ রাখিতে পারে না । তাহারা অহোরাত্রবেত্তা নহে ।” (ব্রহ্ম-গোপাল) । ১৪—১৯ শ্লোকে এই কথা এবং প্রসঙ্গতঃ সৃষ্টি ও প্রলয়ের কথা বলা হইয়াছে ।

তে অহোরাত্রবিদঃ জনাঃ—পূর্ব্বোক্ত সেই অহোরাত্রবেত্তা মুক্ত-পুরুষগণ । সহস্রযুগপর্য্যন্তং ব্রহ্মণঃ যৎ অহঃ—সহস্র যুগ পরিমিত কালে যাহার অবসান হয়, এমন যে ব্রহ্মার দিন । পর্য্যন্ত—অবসান । এবং যুগসহস্রাস্তাং রাত্রিঃ—যুগ সহস্রে যাহার অন্ত হয়, এমন যে ব্রহ্মার রাত্রি ।

যাহারা আমাদের পার সাধনার বশে

পুনর্জন্ম

ব্রহ্মাণ্ডের পর পারে তাহারা নিবসে ।

বারংবার

দশ শত চতুর্যুগে দিবা যে ব্রহ্মার,

দশ শত চতুর্যুগে রজনী যে আর,

এই দিন, এই রাত্রি অবগত হ'ন

অহোরাত্রবেত্তা সেই মুক্ত সাধুগণ । ১৭

অব্যক্তাদ্ ব্যক্তয়ঃ সৰ্ব্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে ।

রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে ॥১৮॥

ভূতগ্রামঃ স এবায়ং ভূহা ভূহা প্রলীয়তে ।

রাত্র্যাগমে ইবশঃ পার্থ প্রভবত্যহরাগমে ॥১৯॥

তদুভয় বিদ্রঃ—জ্ঞানেন । এখানে ব্রহ্মার উল্লেখদ্বারা ব্রহ্মা প্রভৃতি মহর্লোকাদিতে অবস্থিত সকলকেই বুঝাইতেছে (শ্রী) ।

মহুচ্চ-লোকের এক বৎসরে দেবলোকের এক অহোরাত্র । তাদৃশ অহোরাত্রদ্বারা পক্ষমাসাদিগণনাক্রমে যে এক বৎসর হয়, তাদৃশ ১২০০০ বৎসরে চতুর্গুণ হয় । তাদৃশ সহস্র চতুর্গুণে, ৪৩০ কোটি মানুষ-বৎসরে, ব্রহ্মার এক দিন এবং ঐরূপ অপর সহস্র চতুর্গুণে তাঁহার এক রাত্রি । এইরূপ অহোরাত্র দ্বারা পক্ষমাসাদি গণনাক্রমে যে এক বৎসর হয়, তাদৃশ ১০০ বৎসর ব্রহ্মার আয়ুঃ । অনন্তর ব্রহ্মাও নিনষ্ট হইবেন । আমাদের ব্রহ্মাণ্ডের আয়ু আমাদের ব্রহ্মার ঐ এক দিন পরিমিত কাল । ইহার নাম কল্প । মূলে যে যুগ শব্দ আছে, তদ্বারা চতুর্গুণ বুঝাইতেছে (শ্রী) । ১৭ ।

অহরাগমে—ব্রহ্ম-দিবসারম্ভে ; কল্পারম্ভে, ৯.৭ দেখ । অব্যক্তাৎ—এই ব্রহ্মাণ্ডের কারণাত্মক অতীন্দ্রিয় সত্তা (সাংখ্যের প্রকৃতি) হইতে । সৰ্ব্বাঃ ব্যক্তয়ঃ—এই দৃশ্যমান সমস্ত চরাচর । প্রভবন্তি—আবির্ভূত হয় । রাত্র্যাগমে—ব্রহ্মরাত্রির আগমনে, কল্পারম্ভে ; ৯.৭ । তত্র এব অব্যক্তসংজ্ঞকে—সেই অতীন্দ্রিয় কারণে । প্রলীয়ন্তে—লীন হয় । ১৮ ।

সঃ এব অয়ং—সেই পূর্ব কল্পে যাটা ছিল, সেই সমস্ত, নূতন কিছু

ব্রহ্মদিবারম্ভে ব্যক্ত বিশ্ব সমুদয়

সৃষ্টি ও

অব্যক্ত কারণ হ'তে আবির্ভূত হয় ;

লয়-তর

ব্রহ্মরাত্রি-সমাগমে তাহা পুনরায়

অব্যক্ত কারণে সেই মিশাইয়া যায় । ১৮ ।

নয় । অবশঃ ভূতগ্রামঃ—কৰ্ম্মাদি পরতন্ত্র সৰ্ব্ব ভূত । গ্রাম—সমূহ । অহরা-
গমে—ব্রহ্মদিবসাগমে । ভূত্বা ভূত্বা—পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন হইয়া । রাত্র্যাগমে
প্রলীয়তে—ব্রহ্মরাত্রিসমাগমে পুনঃপুনঃ লয় প্রাপ্ত হয় । পুনরায়, অহরা-
গমে প্রভবতি—ব্রহ্মদিবা-সমাগমে আবিভূত হয় ।

এই সৃষ্টি লয়-প্রবাহের আদি অন্ত নাই (১৫।১ দেখ) । জগত্ত্বের
আলোচনা করিলে ইহা বেশ বুঝা যায় । দেখ একটি বীজ হইতে অঙ্কুর,
অঙ্কুর হইতে বৃক্ষ, বৃক্ষ হইতে ফল, ফলে আবার বীজ এবং সেই বীজ
হইতে আবার বৃক্ষ । জল বাষ্প হইয়া আকাশে উঠে, বাষ্প হইতে মেঘ,
মেঘ হইতে আবার বৃষ্টিক্রমে ভূ-পৃষ্ঠে আসে । একটি ডিম্ব হইতে একটি
পক্ষী হয়, কিছুদিন বাঁচিয়া থাকে এবং আবার কতকগুলি ডিম্ব রাখিয়া
মরিয়া যায় । মনুষ্যাদি সৰ্ব্ব জীবসম্বন্ধেও এই নিয়ম । তাহারাও জীবাবু
হইতে উৎপন্ন, এবং রাখিয়া যায় জীবাবু । পৰ্ব্বতের উৎপত্তি বালুকাস্তূপ
হইতে, বালুকায় উহার পরিণাম । প্রত্যেক পদার্থই কোন সূক্ষ্ম ভাব
হইতে—বীজ হইতে আরম্ভ হইয়া ক্রমশঃ স্থলান্ স্থলতর হইতে থাকে ।
কিছুকাল এইরূপ চলে, পুনর্বার সেই সূক্ষ্মরূপে চলিয়া যায় । ইহাই
প্রকৃতির সমগ্র ইতিহাস । মনুষ্য পক্ষ পক্ষী উদ্ভিদাদি পদার্থ সকল,
সমস্তই অনন্ত কাল এইরূপ ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিতেছে, যাইতেছে আবার
আসিতেছে । উহা ঘুরিয়া ফিরিয়া যেন একটি বৃত্ত পূরণ করে । বৃত্তের
আরম্ভ নাই, শেষও নাই । এই প্রকৃতির নিয়ম সর্বত্র সমান । ক্ষুদ্রে

দিনে দিনে এই সেই ভূতসমুদায়

জীবগণের জন্মি জন্মি লয় হয় নিশায় নিশায় ;

স্বকৰ্ম্মবশে পূৰ্ব্বকৰ্ম্মবশীভূত পুনঃ সমুদয়

পুনঃপুনঃ দিবসে অবশভাবে আবিভূত হয় ;

সৃষ্টি লয় শুভাশুভ কৰ্ম্মফলে জন্মে, মরে আর ;

জন্মমৃত্যু-প্রবাহের নাহি পার পার । ১৯।

পর স্তম্ভাৎ তু ভাবো হস্তো হব্যাক্তো হব্যাক্তাৎ সনাতনঃ ।

যঃ স সর্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি ॥২০॥

যে নিয়ম, বৃহতেও সেই নিয়ম ; এক খণ্ড সৃষ্টিকার যে নিয়ম, সমগ্র পৃথিবীতেও সেই নিয়ম । এক বিন্দু জলে যে নিয়ম, মহাসাগরেও সেই নিয়ম । আবার ব্যষ্টিতে যে নিয়ম, সমষ্টিতেও সেই নিয়ম । অতএব বুঝিতে পারি, সমষ্টি ভাবে এ জগৎ যে সূক্ষ্ম কারণ হইতে প্রকটিত হইয়াছে, কালে সেই সূক্ষ্ম কারণে লীন হইবে । সুখা চক্রে গ্রহ তারা দেক মন ইত্যাদি যাহা কিছু আছে, সে সমস্তই যে অব্যাক্ত কারণ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে, কালে আবার দেক অব্যাক্ত কারণে লীন হইবে, আবার প্রকাশিত হইবে । সে সমস্তই অনন্ত কাল ধরিয়া ঘটিয়াছে এবং অনন্ত কাল থাকিবে । কেবল ভরসের দ্বারা উদ্ভিত হইয়া আবার পাড়িত হইবে । একবার সূক্ষ্ম অব্যাক্ত ভাবে গঠিত, আবার সূক্ষ্ম ব্যাক্ত ভাবে আগমন । প্রত্যেক ক্রমবিকাশের পূর্বে ক্রমসঙ্কোচ । এই অনন্ত বচনা সৃষ্টি পূর্বে অব্যাক্ত অবস্থায় ছিল, পরে ক্রমবিকাশিত হইয়া ব্যাক্ত হইয়াছে, কালে আবার ক্রমসঙ্কোচ হইয়া অব্যাক্ত হইবে । ইহাতে সৃষ্টি জীবের কোন কষ্ট নাই ; তাহারাই ঐশী নিয়মের নশে প্রকাশিত হয়, আবার লীন হয় । একমুখ ভাষাশ্রবণকে “অবশ”—কন্মানিপ্যন্তর বলা হইয়াছে । ১৯ ।

কিন্তু সেই অব্যাক্ত প্রকৃতি, যাহা হইতে জগতের বিকাশ ও বাহ্যতে

আবির্ভাব তিরোস্তাব দিবসে নিশার

এরূপ না হয় তা'র যে পার আমার !

উৎপত্তি-বিনাশীল সমস্ত ভুবন,

এর পারে নিত্য ধামে নিবসে সে জন ।

সেথা হ'তে দিবা নিশা—সৃষ্টি ও প্রলয়,

নিরখে সে—অহোরাত্রবেতা সেই হয় । ১৭—১৯ ।

অব্যক্তো হক্ষর ইত্যুক্ত স্তম্ আত্মঃ পরমাং গতিম্ ।

যং প্রাপ্য ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥২১॥

জগতের নয়, তাহাও চরম-তত্ত্ব নহে। তন্মাৎ তু অব্যক্তাৎ পরঃ—সেই অব্যক্ত। প্রকৃতি হইতেও উৎকৃষ্ট, তাহারও কারণভূত। যঃ অত্মঃ ভাবঃ—যে আর একটি ভাব। যে ভাবটীও অব্যক্তঃ—ইন্দ্রিয় জ্ঞানের অগোচর। এবং সনাতনঃ—নিত্য। সর্কেষু ভূতেষু নশ্বংসু—ব্রহ্মাদি স্থাবরাস্ত সমস্ত বস্তু নষ্ট হইলেও। সঃ ন বিনশতি—তাহা বিনষ্ট হয় না। ইহাই ভগবানের পরম অক্ষর ভাব; তাহার অব্যক্ত মূর্তি (৯৪)। ইহাই জগতের চরম-তত্ত্ব এবং ১০ ও ২১ শ্লোকোক্তা পরমা গতি। ২০।

সেই ভাবই অব্যক্তঃ অক্ষরঃ ইতি উক্তঃ—অব্যক্ত অক্ষর নামে অভিহিত হয়; অথবা সেই অব্যক্ত ভাবই অক্ষর ব্রহ্ম বলিয়া কথিত হয়। পণ্ডিতেরা তৎ পরমাং গতিম্ আত্মঃ। গতি—গম্য, স্থিতি স্থান। পরমা গতি—পুরুষার্থ-বিশ্রান্তি (মধু); ultimate goal, বিষ্ণুপদ।

যং প্রাপ্য ন নিবর্তন্তে,—যাহা প্রাপ্ত হইলে, আর সংসারে ফিরিতে

কিন্তু সেই অতীন্দ্রিয় তত্ত্ব, ধনঞ্জয়!

যা' হ'তে জগৎ, তাও শেষ তত্ত্ব নয়।

জগতের তাহারও কারণরূপ, তা' হ'তে উত্তম

চরম তত্ত্ব আছে অতীন্দ্রিয় তত্ত্ব, নরোত্তম!

সমস্ত নাশেও নাই বিনাশ তাহার,

অনিত্য সংসারে নিত্য সেই সারাংসার। ২০।

জগতের অব্যক্ত অক্ষর বলে তারে, ধনঞ্জয়!

আদিতত্ত্ব তা'কেই পরমা গতি জ্ঞানিগণে কর।

পরমাগতি যা' পেলে সংসারে নাই আগমন আর

পরম স্বরূপ পার্থ! তাহাই আমার। ২১।

হয় না। তৎ মম পরমং ধাম। ধাম—স্থান (৭৭); স্বরূপ (৩২)। তাহাই আমার (বিষ্ণুর) পরম পদ, স্বরূপাবস্থা। এই ভাব ব্রহ্মের ঈশ্বর ভাবেরও পূর্ববর্তী ভাব। এই ভাবে কর্তাব্যক্ত জগতের বিকাশ নাই। তখন জগৎ অব্যক্ত ভাবে ব্রহ্মস্বরূপে বিলীন; প্রথম পরিশিষ্ট দেখ।

ভগবান্ কহিলেন, যাহা অব্যক্ত অক্ষর ভাব, তাহা অব্যক্তা প্রকৃতি হইতেও শ্রেষ্ঠ এবং তাহাই আমার পরম ধাম। এখানে ব্রহ্মের অব্যক্ত অক্ষর ভাব ও তাঁহার ঈশ্বর ভাব, এই দুইয়ের প্রভেদ বুঝিতে হইবে।

আত্মা এব ইদম্ অগ্র আসীৎ পুরুষবিধঃ। সো হুত্বীক্য নাত্তৎ আত্মনো হপশ্চৎ। ** স বৈ নৈব রেমে। ** স দ্বিতীয়ম্ ঐচ্ছৎ। স হৈতাবান্ আস যথা জ্ঞীপুমাংসৌ সম্পরিষক্তৌ। স ইমম্ এব আত্মানং দ্বেধাপাতয়ৎ। ততঃ পতিচ্চ পত্নী চ অভবতাম্। বৃহঃ আঃ ১।৪ ১—৩। সৃষ্টির পূর্বে এই বিশ্ব পুরুষরূপী আত্মাই ছিল। তিনি ঈক্ষণ (আলোচনা) করিলেন, আপনাকে ব্যতীত আর কিছুই দেখিলেন না। এইরূপ একাকী থাকিয়া তিনি আনন্দ পাইলেন না। তিনি দ্বিতীয় ইচ্ছা করিলেন। এভাবে কাল তিনি মিলিত জ্ঞীপুরুষভাবে ছিলেন; এখন আপনাকে দুই ভাগে ভাগ করিলেন। তাহাতে পতি ও পত্নী হইল।

অর্থাৎ ব্রহ্ম আপনাকেই পরম পুরুষ পরমেশ্বররূপে ও পরমা প্রকৃতিরূপে, দুই ভাবে প্রকাশিত করিলেন এবং সেই পরমেশ্বর ভাবে, সেই প্রকৃতি ভাবে অধিষ্ঠানপূর্বক, তাহাতে “বৃহ হইবার সঙ্কল্পবীজ” (ছান্দোগ্য ৬.২।৩) নিষিক্ত করিয়া জগৎ প্রকাশ করিলেন; ৯।১০ দেখ।

এইরূপে, পরম অক্ষর ভাব যে ঈশ্বরভাবেরও পূর্ববর্তী এবং পরমেশ্বরেরও পরম ধাম ও পরমা প্রকৃতি হইতে পর, তাহা আমরা বুঝিতে পারি। এবং আরও বুঝিতে পারি যে, অক্ষর ব্রহ্মভাব, ঈশ্বরভাব ও প্রকৃতিভাব—এই তিন স্বতন্ত্র তত্ত্ব নহে। তিনই এক, কেবল ভাবের তারতম্য। ২১।

পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্য স্বনন্যয়া ।

যশ্চাস্তঃস্থানি ভূতানি যেন সর্বম্ ইদং ততম্ ॥২২॥

যত্র কালে ত্বনাবৃত্তিম্ আবৃত্তিকৈব যোগিনঃ ।

প্রযাতা যাস্তি তং কালং বক্ষ্যামি ভরতর্ষভ ॥২৩॥

হে পার্থ ! সঃ—পূর্বোক্ত অক্ষর ভাবই । পরঃ পুরুষঃ—পরম পুরুষ । ইনি সগুণ ব্রহ্ম ; প্রথম পরিশিষ্টে দেখ । তিনি অনন্যয়া ভক্ত্যা লভ্যঃ ; ১১'৫৪ দেখ । ভূতানি যশ্চ অস্তঃস্থানি—সর্বভূত যাহার অন্তরে । যেন সর্বম্ ইদং ততম্—যিনি সমস্ত ব্যাপিয়া আছেন । এমন কিছু নাই, যাহাতে তিনি নাই । আমরা সকলে সর্বদা তাঁহাতেই সংলগ্ন রহিয়াছি ।

এই অক্ষর ব্রহ্মই জীবের অস্তিম গতি । সেই ভাব লাভের জন্যই উপাসনা । যত দিন কোন না কোন সাধনায় উপযুক্ত পবিত্রতা লাভ না হয় ততদিন ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হয় না । সাধনদৃষ্টি-অনুসারে তাঁহার সন্নিধি লাভ করিবার উপযোগী উপাসনার নিমিত্ত, যে ব্রহ্মত্ব, স্বীকার করা হয়, তাহা সগুণ ঈশ্বর । তাহাতে উপাস্য উপাসকের ভেদ থাকে এবং উপাসক অনন্যা ভক্তিতে সেই ঈশ্বরকে হৃদয় মধ্যে ধারণা করে । ঈশ্বরজ্ঞান লাভ হইলে, তাহারই মধ্য দিয়া, ঐ অস্তিম সাধ্য স্ত্রুগাতীত ব্রহ্মত্ব লাভ হয় । ৭'২৯—৩০ এবং ১২'৪ শ্লোকের মর্ম্ম অনুধ্যান করিলে ইহা স্পষ্ট বুঝা যায় । ২২ ।

অনন্তর মৃত্যুর পর স্থূল শরীর ত্যাগ করিয়া সূক্ষ্মশরীরী জীব, কোন্

তিনিই জানিও পার্থ ! পুরুষ পরম,

তিনি

অনন্যা ভক্তিতে তাঁরে মিলে, নরোত্তম ।

ভক্তিলভা

যিনি সর্ব ভূত অন্তর্যন্তরে যার

ব্যাপিয়া আছেন যিনি অখিল সংসার । ২২ ।

পথে কোথায় যায়, এবং কিরূপে আবার সংসারে ফিরিয়া আসে, ২৩—২৫ শ্লোকে সংক্ষেপে সেই গতিতত্ত্ব বলিতেছেন ।

পথ কাহাকে বলে ? যাহাকে আশ্রয় করিয়া গমন করা যায়, তাহার নাম পথ । ভূচর, খেচর, জলচরেরা যুক্তিকা, বায়ু ও সলিল আশ্রয় করিয়া গমন করে ; কিন্তু সূক্ষ্মশরীরী জীব কোন্ বস্তুর আশ্রয়ে গমন করে ? ২৩—২৬ শ্লোকে তাহা বলিতেছেন ।

যত্র কালে প্রযাতাঃ—যে মার্গে গমন করিয়া । যোগিনঃ—উপাসক-গণ,—জ্ঞানী বা কর্মী । অনাবৃত্তিং যান্তি—মুক্তি লাভ করেন । আবৃত্তি নাই যাহাতে, অনাবৃত্তি । যত্র চ কালে প্রযাতাঃ, আবৃত্তিং যান্তি—মর্ত্যলোকে পুনরাগমন করেন । তৎ কালং বক্ষ্যামি—সেই পথের নিয়ম বলিব ।

কাল শব্দ এখানে উপলক্ষণ মাত্র । ইহাব দ্বারা অগ্নি, ধূম, দিবা ইত্যাদির অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণের বা তত্ত্ব পদার্থের অন্তর্নিহিত শক্তিসমূহ দ্বারা নিয়মিত বা প্রাপ্য মার্গকে লক্ষ্য করা হইয়াছে । কালশব্দে কালান্তি মানিনৌভিঃ আতিবাতিকৌভিঃ দেবতাবিঃ প্রাপ্যো মার্গ উপলক্ষ্যতে (ত্রি) । তত্রাপি দেবতৈব মার্গভূতা (শং) । দেখানেন সেই দেবতা বা তদন্তর্নিহিত শক্তিতে পথস্বরূপিণী হয় । মার্গভূত—পথস্বরূপ । ছান্দোগ্য শ্রুতির উক্তি—“তে অর্চ্চিসমেবান্তিসংভবন্তি । অর্চ্চিসঃ অঃ, অঃ আপূর্গ্যমাণং পক্ষম” ইত্যাদি । ছান্দোগ্য ৪।১৫।৫ । “তে অর্চ্চিসম এব অন্তিসংভবন্তি—অর্চ্চিরভিমানিনৌং দেবতাং অভিসংভবন্তি” । তাহারা অর্চ্চি-অভিমানিনৌ দেবতাতে প্রবেশ করে ; এবং ক্রমান্বয়ে দিবসভিমানিনৌ, তরুণকাতি-মানিনৌ ইত্যাদি দেবতাতে প্রবেশ করে । অর্থাৎ যত্নের পর সূক্ষ্ম শরীরী

	যে পথে যাউয়া যোগী নাথি আসে আর,
<u>মরণান্তে</u>	যে পথে যাউয়া কিনা আসে পুনর্বার,
<u>জীবের</u>	যে পথস্বরূপা হয় কালাদি দেবতা,
<u>গতি</u>	কহিব, ভারতমণি, সে পথের কথা । ২৩ ।

জীব প্রথমে অর্চি, অর্থাৎ অগ্নি যে লোকের নিয়ন্তা, সেই লোক প্রাপ্ত হয়, তখন অগ্নিদেব তাহাকে বহন করে । পরে ক্রমান্বয়ে দিবস, শুক্র পক্ষাদির অধিষ্ঠাত্রী দেবতারা, অর্থাৎ তাহাদের অন্তর্নিহিত শক্তিসমূহ, যে যে লোকের নিয়ন্তা, সেই সেই লোকে নীত হইলে, তাঁহারা তাহাকে বহন করে । সুতরাং ঐ সকল দেবতা বা শক্তির দ্বারাই তাহার অতিবাহন বা গমন ক্রিয়া সাধিত হয়, তজ্জন্ত তাঁহাদিগকে আতিবাহিকী ও মার্গভূতা বলা হইয়াছে । মৃত্যুর পর জীব জড়পিণ্ডিতেন্দ্রিয় হয় ; তাহার চেতন-বাহকের প্রয়োজন । ঐ সকল দেবতারা তাহার বাহকের কার্য্য করে ।

এখানে অগ্নি জ্যোতিঃ অহঃ প্রভৃতি শব্দ আধ্যাত্মিক অর্থে প্রযুক্ত । এই বিরাট্ সংসারচক্রে যাহা কিছু ক্রিয়া আছে, সে সমস্ত নিয়ম-পরিচালিত । ইহা বৈজ্ঞানিক সত্য । কিন্তু আমরা সেই সকল নিয়মের অন্তরালে তাহাদের নিয়ন্তাকে দেখিতে পাই না । সূক্ষ্ম দৃষ্টি উন্মুক্ত হইলে তাহা দেখা যায় । আর্ঘ্য ঋষিগণ তাহা দেখিতেন । অগ্নি প্রভৃতি সকলেরই অভ্যস্তরে তাহাদের নিয়ন্তা স্ফোতনাত্মক ব্রহ্ম-চৈতন্যাংশ দর্শন করিতেন । তাঁহারাই দেবতা, সেই পরম দেবতার বিশেষ অভিব্যক্ত ভাব মাত্র । এই জন্তই আমাদের পুরাণে দেবতা অসংখ্য ।

জীবের উৎক্রমণ-সম্বন্ধে ছানোগ্য শ্রুতি আরও উপদেশ দেন,—হৃদয়-পুণ্ডরীক আদিত্যস্থানীয় । উহা হইতে ১০১টি সূক্ষ্ম নাড়ী নিঃসৃত হইয়াছে । উহারা রশ্মিস্থানীয়া । সূর্য্যরশ্মি সকল এই নাড়ীসমূহে প্রবিষ্ট ও নাড়ীসমূহ সূর্য্যমণ্ডলে প্রবিষ্ট । ইহাদের দ্বারা ইহ-পরলোকে গমনাগমন হয় । জীব যখন দেহ হইতে উৎক্রমণ করে, তখন ঐ সকল নাড়ীগত আদিত্য-রশ্মি দ্বারা উর্দ্ধে আকৃষ্ট হয় । ছানোগ্য, ৮ অধ্যায়, ষষ্ঠ খণ্ড ।

হৃদয়স্থ ১০১ নাড়ীর মধ্যে একটি (সুষুম্না) মস্তকান্তিমুখিনী । যে উহার দ্বারা গমন করে, সে মোক্ষ লাভ করে । সর্ব্বভোগামিনী অল্প শত নাড়ী সূক্ষ্মশরীরী জীবের কেবল উৎক্রমণের পথ মাত্র । জীব মূল দেহ

অগ্নি জ্যোতিরহঃ শুক্রঃ ষণ্মাসা উত্তরায়ণম্ ।

তত্র প্রযাতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ ॥২৪॥

হইতে উৎক্রান্ত হইয়া পূর্বেকৃত নাড়ীগত রশ্মির সাহায্যে, ষতটুকু সময়ে মন বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে গমন করে, ততটুকু সময়ের মধ্যে আদিত্য-লোকে যায় । আদিত্য-লোক ব্রহ্মলোকের দ্বার । ২৩ ।

অগ্নিঃ, জ্যোতিঃ, অহঃ, শুক্রঃ, উত্তরায়ণং ষণ্মাসাঃ । অগ্নি জ্যোতিঃ পদদ্বয়ে শ্রুতি-কথিত অর্চিঃ অর্থাৎ অগ্নির অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে বুঝাইতেছে । তদ্রূপ অহঃ—দিবসের, শুক্র—শুক্রপক্ষের, ও ছয়মাস উত্তরায়ণ, তাহাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে বুঝাইতেছে । তত্র প্রযাতাঃ—এবন্তুত পথে গমন করিয়া । ব্রহ্মবিদঃ জনাঃ ব্রহ্ম গচ্ছন্তি । ব্রহ্মবেত্তা স্থল দেহ হইতে উৎক্রান্ত হইয়া ক্রমান্বয়ে তেজের নিয়ন্ত্রী শক্তিকে, দিবসের নিয়ন্ত্রী শক্তিকে, শুক্র-পক্ষের নিয়ন্ত্রী শক্তিকে এবং উত্তরায়ণ ছয় মাসের নিয়ন্ত্রী শক্তিকে প্রাপ্ত হয় । ছান্দোগ্যে ইহার পর সংবৎসর, সূর্য্য, চন্দ্র ও বিদ্যাতের কথা আছে । ব্রহ্মবিৎ ক্রমশঃ সংবৎসরাদিকে প্রাপ্ত হয় । পরিশেষে ব্রহ্মলোক হইতে এক অমানব পুরুষ (বৃহদারণ্যকমতে মানস পুরুষ) আসিয়া তাঁহাকে ব্রহ্মলোকে লইয়া যায় । এইরূপে ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্ম লাভ করেন । ইহার নামান্তর অর্চিরাদি মার্গ বা দেবযান । ২৪ ।

অগ্নি, জ্যোতি, দিবা আর শুক্র পক্ষ মাঝে
অধিষ্ঠাত্রী রূপে বে বে দেবতা বিরাজে
উত্তর-অয়নরূপী ছয় মাস আর,
দেবযান যিনি হ'ন অধিষ্ঠাত্রী দেবতা তাহার ;
এ সব দেবতাগণ পরে পরে পরে
পথস্বরূপিনী হ'য়ে যথা স্থিতি করে,
অর্চিরাদি সেই মার্গ, তাহা দেবযান,
ব্রহ্মবিৎ সেই পথে গিয়া ব্রহ্ম পান । ২৪ ।

ধূমো রাত্রি স্তথা কৃষ্ণঃ যগ্নাসা দক্ষিণায়নম্ ।

তত্র চান্দ্রমসং জ্যোতি যোগী প্রাপ্য নিবর্ততে ॥২৫॥

ধূমঃ, রাত্রিঃ, তথা (এবং) কৃষ্ণঃ (কৃষ্ণপক্ষ), দক্ষিণায়নং যগ্নাসাঃ ।
এখানেও ধূমাদি শব্দে পূর্বের জ্ঞান, তৎ তৎ অধিষ্ঠাত্রী মার্গভূতা
আতিবাহিকী দেবতাগণকে বুঝিতে হইবে । এই সকল দেবতারা যথায়
নিয়ন্তৃ-ভাবে অবস্থিত, এবস্তূত যে মার্গ, তত্র (প্রযাতঃ) যোগী—
যে যোগী সেই পথে গমন করেন অর্থাৎ যে যোগী সাধনায়
প্রবৃত্ত, কিন্তু সিদ্ধ হইয়া নাই, কিম্বা যিনি যোগভ্রষ্ট হইয়াছেন,
তিনি সেই পথে যাইয়া । চান্দ্রমসং জ্যোতিঃ প্রাপ্য—চন্দ্রজ্যোতি অর্থাৎ
তদুপলক্ষিত স্বর্গলোক প্রাপ্ত হইয়া । তথায় কৰ্ম্মানুরূপ ফলভোগান্ত
নিবর্ততে—ফিরিয়া আসেন (শ্রী) । ৬৪১ শ্লোক দেখ ।

স্বর্গ হইতে মর্ত্যলোকে পুনরাগমনের ক্রম বৃহদারণ্যকে এইরূপ আছে ।
কৰ্ম্মী কৃতকৰ্ম্মের ক্ষয়ে আকাশের মত হইয়া আকাশকে প্রাপ্ত হয় ; অর্থাৎ
আকাশের সহিত মিশিয়া যায় । আকাশ হইতে বায়ুকে, বায়ু হইতে বৃষ্টিকে
প্রাপ্ত হয় ; এবং বৃষ্টির সহিত পৃথিবীতে পতিত হইয়া শস্তাদির সহিত
সংশ্লিষ্ট হইয়া অবস্থিতি করে । পরে তাহা আহারাদির সহিত, অন্তর্গামী

ধূম ও নিশার যারা অধিষ্ঠান করে,
কৃষ্ণপক্ষে অধিষ্ঠাতা রূপে যে বিহরে,
পিতৃধান ছয়মাসব্যাপী আর দক্ষিণ-অয়ন
তা'রও অধিষ্ঠাতা;—এই যত দেবগণ
পথের স্বরূপ হয় ক্রমশঃ যেথায়
সে পথে যাইয়া যোগী চক্ৰলোক পায় ।
ধূমধান ইহা, পার্থ ! এ পথে যাইয়া
আসে তা'রা পুনরায় সংসারে ফিরিয়া ॥২৫॥

শুক্লকৃষ্ণে গতি ছোডে জগতঃ শাস্ত্রে মতে ।

একয়া যাত্যনাবৃতিম্ অন্তরাবর্ততে পুনঃ ॥২৬॥

ঈশ্বরের প্রেরণায়, তাহাদের কর্মাক্রম উপযুক্ত পুং-জীবনরীতিতে নীত হইয়া শুক্লের সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া থাকে । পরে জ্যোতিষানিতে সিক্ত হইয়া হুগ দেখ লাভ করে । বৃহদারণ্যক ৩২।১৬ । ইহার নামান্তর ধূম্যান বা পিতৃদান । এখানে সংক্ষেপে যে গতিতত্ত্ব কহিলেন বেদান্ত দর্শন ৩মঃ ১ম পাদে এতৎ ৪মঃ ২—৩ পাদে তাহা বিস্তারিত হইয়াছে । ২৫ ।

জগতঃ—জগৎস্থ জীবের । এতে শুক্লকৃষ্ণে গতি—এই শুক্ল ও কৃষ্ণ দুই গতি । শাস্ত্রে তি মতে—অনাদি বলিয়া নির্দিষ্ট আছে । অচিরাদি মার্গ প্রকাশের অন্তর্যম শুক্ল এবং ধূমাদি মার্গ তমোময় অন্তর্যম কৃষ্ণ (শ্রী) । একয়া অনাবৃতিং যাতি—একটীতে অর্থাৎ দেবদানে গমন করিয়া আর কিরিয়া আসেন না ; যুক্ত হয়েন । অন্তরা পুনঃ আবর্ততে—অন্যটীতে অর্থাৎ পিতৃদানে যাইয়া সংসারে পুনরাগমন করেন । এই দুই বই আর গতি নাই । যাহারা কোন না কোন ভাবে সাধনা করে, তাহারা এই দুয়ের অন্তর উত্তম গতি লাভ করে । আর আমার মত যে নরাদি কেবল শিশ্নোদয়ের সেবার কালাতিপাত করে, হায় ! তাহার কোন গতি নাই । ২৬ ।

অপ্রকাশ জ্ঞানময় মার্গ দেবদান,

ব্রহ্মণ্যে অপ্রকাশ তমোময় মার্গ ধূমদান,

সাপেক্ষ দেবদান শুক্ল, অন্ত অসিত বরণ ;—

বিবিধ গতি জানিও জগতে দুই পন্থা সনাতন ।

শুক্ল মূর্গে গতি যার, আসে না সে জন,

আসে পুনঃ, কৃষ্ণ মূর্গে যে করে গমন । ২৬ ।

নৈতে স্মৃতি পার্থ জানন্ যোগী মুহুতি কশ্চন ।

তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু যোগযুক্তো ভবাজ্জুন ॥২৭॥

এতে স্মৃতি জানন্—এই দুই মার্গের তত্ত্ববিৎ । কশ্চন যোগী ন মুহুতি—কোন যোগীই মুগ্ধ বা কর্তব্যমূঢ় হয়েন না । যিনি যোগী, বাহার বুদ্ধি স্থির শাস্ত নিশ্চল হইয়াছে ; যাদৃশ কৰ্ম্মে যাদৃশী গতি লাভ হয়, তাহা তিনি জানিয়া থাকেন ; কাৰ্য্যাকার্য্য-নিরূপণে তাহার আর মোহ উপস্থিত হয় না । তস্মাৎ—অতএব । সর্বেষু কালেষু যোগযুক্তঃ ভব—সর্বদা যুক্ত যোগপথ অবলম্বন কর । যোগস্থঃ কুরু কৰ্ম্মাণি (২।৪৮) ।

এই ২৭ শ্লোক, ৭ম শ্লোকোক্ত উপদেশের উপসংহার । সেখানে বলিয়াছেন, সর্ব কালে আমার স্মরণ কর এবং যুক্ত কর অর্থাৎ কৰ্ম্মযোগী হও । পরে সেই কথার সম্প্রসারণে ১৪—১৫ শ্লোকে বলিয়াছেন, যে যোগী সর্বদা আমাকে স্মরণ করে, সে সুলভে আমাকে পায় ; তাহার আর পুনর্জন্ম হয় না । তৎপরে প্রসঙ্গক্রমে যেক্রমে অনাদি কাল হইতে জগতের সৃষ্টি হয় পুনঃ পুনঃ হইতেছে এবং সেই জগতে বাহাদের পুনর্জন্ম হয় ও বাহাদের হয় না ; যেক্রমে পুনর্জন্ম হয় ও যেক্রমে হয় না, ১৬—২৬ শ্লোকে তাহা বলিয়া, পরে (২৭) বলিতেছেন, যোগী এই সকল তত্ত্ব জানিয়া থাকেন ; তিনি আর কর্তব্যমূঢ় হয়েন না । অতএব তুমি সর্ব কালে যুক্ত যোগে (কৰ্ম্মযোগে) অভিনিবিষ্ট হও । সুতরাং ইহা সেই ৭ম শ্লোকোক্ত

একে মোক্ষ লাভ, অন্তে পুনর্জন্ম হয়,
এই দুই পক্ষা যোগী জানে, ধনঞ্জয় !
কার্য্যাকার্য্য মোহ তা'র না হয় কখন ;
অতএব সর্বকালে, তরত নন্দন !
যোগযুক্ত হও,—সদা বুদ্ধি কর স্থির,
লভিবে উত্তমা গতি বাহে, কুরুবীর ! ২৭ ।

বেদেষু যজ্ঞেষু তপঃসু চৈব

দানেষু যৎ পুণ্যফলং প্রদিশ্যম্ ।

অতোতি তৎ সৰ্বম্ ইদং বিদিত্বা

যোগী পরং স্থানম্ উপৈতি চাদাম্ ॥২৮॥

ইতি তারকব্রহ্ম-যোগো নাম অষ্টমোঃধ্যায়ঃ ।

কথারিষ্ট ভাষান্তরমাত্রা : 'ত'কৃষ্ণক ও দানযুক্ত কৰ্মেই ধর্মের পূর্ণতা ।

ইহাই গীতার সর্বত্র জ্ঞানসামান্য ॥ ২৭ ॥

বেদেষু—বেদাদি শাস্ত্রপাঠে । যজ্ঞেষু—যজ্ঞাদি কৰ্ম্মানুষ্ঠানে । তপঃসু
দানেষু চ—তপস্তা ও দানে । যৎ পুণ্যফলং প্রদিশ্যম্—যে পুণ্যফল শাস্ত্রে
উপদিষ্ট আছে । ইদং বিদিত্বা—তোমার প্রশ্নের উত্তরে যে তব আমি
কহিলাম, তাহা সম্যক্ জানিয়া । যোগী (কৰ্ম্মযোগী) তৎ সৰ্বম্
অতোতি—সে সমুদায় অতিক্রম করে (৬৪৬ দেখ) । আত্ম চ
পরং স্থানম্ উপৈতি—এবং বিশ্বের আদিত্য বিকুপদ (৮২১) প্রাপ্ত
হয় । ২৮ ।

অষ্টম অধ্যায় শেষ হইল । ৭ অঃ ২২ শ্লোক ভগবান্ বলিয়াছেন যে,
ঈশ্বরে তস্ক্রিয়মান হইয়া যত্ন করিলে, তদ্বারা ব্রহ্ম অধ্যাত্মাদি তব সকল
জানা যায় । অষ্টম অধ্যায়ে অর্জুনের প্রার্থনামত ভগবান্ সেট এক
অধ্যাত্মাদির তব সংক্ষেপে বুঝাইয়া, যাদৃশী সাধনার জীব যুতাকালে

এই যে নিগূঢ় তব কহিলু তোমার

কৰ্ম্মযোগের যোগিগণ তার মর্ম্ম জানি সমুদায়,

আশা বেদপাঠে, যজ্ঞ-দানে কিবা তপস্তায়,

যে সমস্ত পুণ্যফল লাভ করা যায়,

সমুদয় ধনস্তর ! অতিক্রম করি

পার শ্রেষ্ঠ বিশ্বমূল বিকুপদতরি । ২৮ ।

যে ভাব স্বরণপূর্বক দেহত্যাগ করিয়া তাদৃশী গতি লাভ করে, সবিস্তারে তাহা বলিয়াছেন ; এবং সেই বর্ণনাবসরে জীবের সংসারে গতাগতির নিয়ম ও জগতের সৃষ্টিময়ত্ব প্রসঙ্গতঃ বিবৃত করিয়া উপসংহারে অর্জুনকে যোগবুদ্ধিতে কৰ্ম্ম করিবার আদেশ করিয়াছেন ।

ব্রহ্মাণ্ডের আদি যে পরম অক্ষর তত্ত্ব, তাহা ব্রহ্ম । তিনি স্ব-ভাবেই অধ্যাত্ম, জীবাত্মা । আপনার অবিশেষ স্বরূপ বিসর্জনপূর্বক সবিশেষ জগৎরূপে অভিব্যক্তি, তাঁহার কৰ্ম্ম । নিয়ত পরিবর্তনশীল জীবতাব তাঁহারই অধিভূত ভাব । সৰ্ব্ব দেবতার অধিষ্ঠাতৃভাবে তিনি অধিদৈবত আর ভূত-দেহের অন্তর্য্যামিভাবে অধিযজ্ঞ (৩—৪) ।

জীব মৃত্যুকালে যে ভাব স্বরণ করিয়া দেহত্যাগ করে, পরজন্মে সেই ভাবই প্রাপ্ত হয়, ইহা সাধারণ সত্য । কিন্তু মরণকালে ইন্দ্রিয় সকল বিবশ হয়, তখন চেষ্টা করিয়া কিছু স্বরণ করা যায় না । জীবনে যে বিষয় বিশেষ অভ্যস্ত থাকে, যাহা সৰ্ব্বদা স্মৃতিপথে বর্তমান থাকে, সেই গুলির সংস্কার, বিস্মৃত (Subconscious) অনস্ত সংস্কাররাশির মধ্যে তখন আপনি চিন্তের উপর ভাসিয়া উঠে, Conscious হয় । অতএব যাবজ্জীবন ঈশ্বরকে স্মৃতিপথে রাখিতে পারিলে মৃত্যুকালে তাঁহার ভাব স্মৃতিপথে আসে । তজ্জন্ম উপদেশ, সৰ্ব্বকালে আমাকে স্বরণ কর এবং স্বধৰ্ম্মানুরূপ কৰ্ম্ম কর । ইহাই সাধনতত্ত্বের সার কথা । (৫—৭) ।

কিন্তু ঈশ্বর অনস্ত ; তাঁহার ভাবও অনস্ত । তাঁহার অক্ষর ব্রহ্ম ভাব আছে, অধিদৈবত পুরুষ ভাব আছে, পুরুষোত্তম পরমেশ্বর ভাব আছে । এ গুলি তাঁহার পরম ভাব । ইহা ভিন্ন তাঁহার মানুষতনুপ্রাপ্ত ভাব (৯।১১) বিভূতি ভাব আছে ইত্যাদি । সকল ভাবেই তাঁহার চিন্তা করা যায় । যে ভাবে চিন্তা করিলে যেরূপ ফল হয়, এখানে তাহা বলিতেছেন ।

১ম উপায় । অনন্তচিত্তে দিব্য পুরুষতাবের বা অধিদৈবত বিমুখতাবের চিন্তা অভ্যাস করা । তদ্বারা অন্তকালে যোগস্থ হইয়া ভক্তিতরে সেই চিন্তা করিতে করিতে দেহ ত্যাগ করিলে, তাঁহাকে পাওয়া যায় ।

২য় উপায় । সৰ্ব্বত্র বীতরাগ হইয়া ব্রহ্মচর্যা অবলম্বনপূৰ্ব্বক অতি যত্নে তাঁহার অক্ষর তাবের চিন্তা অভ্যাস করা । তদ্বারা অন্তকালে যোগস্থ হইয়া ওকার মন্ত্র উচ্চারণপূৰ্ব্বক দেহত্যাগ করিলে ভগবানের অক্ষর ভাব পাওয়া যায় (১১—১৩) । এই বিবিধা প্রণালী বেদান্ত-সম্মত । যোগশাস্ত্রে ইত্যাদের নান বটুচক্রভেদ ।

৩য় উপায় । পূর্বে ৭ম অধ্যায়ে ও পরে ২—১৫ অধ্যায়ে যে পরমেশ্বর ভাব বিবৃত হইয়াছে, অনন্ত-চিত্তে সেই ঈশ্বরভাব চিত্তসমর্পণ-পূৰ্ব্বক কন্ডযোগে নিত্য যুক্ত থাকা (৭।১৪) । ইহা তাঁতার ভক্তি-মার্গ । ইত্যাতে ঈশ্বর লাভ সুলভ (১৪) ইহা তাঁতার নিম্নত্ব । এত পক্ষা অবলম্বন করিতেই অর্জুনের প্রতি ভগবানের স্পষ্ট আদেশ ।

এইরূপে ভগবানের পরম ভাব স্মরণপূৰ্ব্বক দেহ ত্যাগ করিতে পারিলে একলোক ও অতিক্রমপূৰ্ব্বক ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরে তাঁতার যে পরম ধাম (পূর্ণাণের গোলোক) তাহা লাভ হয় । তখন পুনর্জন্মের শেষ হয় ।

শ্রুতিভূতি উপদিষ্ট অল্প কর্মদ্বারাও একলোক লাভ হইতে পারে । কিন্তু ব্রহ্মলোক লাভই পরমা গতি নহে । ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত সমুদায় লোকই বিনাশশীল । ব্রহ্মার দিব্যের আরাধ্য প্রকৃতি হইতে কল্মাশীন এই ব্রহ্মাণ্ডের বিকাশ এবং ব্রহ্মার প্রাণি সমাগমে আবার তাহাতেই ইহার বিলয় । ব্রহ্মাণ্ডের ক'রুণরূপা সেই প্রকৃতিরও অতীত এক পরম অক্ষর তত্ত্ব আছে, তাহাই ভগবানের পরম ধাম, তাহাই পরমা গতি । যিনি তাহা লাভ করিতে পারেন, তিনি ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরে বাইরা তথা হইতে ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি লয়, সর্ব ভূতের কল্ম মূর্ত্য দেখিতে পান । যতদিন তাহা না হয়, ততদিন কল্মমূর্ত্য-প্রবাহের অধীনতা অনিবার্য (১৫—২২) ।

অনন্তর দেহান্তের পর সাধকের যেকোন গতি এ অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে তাহা দেখিব ; এবং অন্তেরও যেকোন গতি গীতার অথবা অন্তত উপদিষ্ট হইয়াছে, বোধসৌকর্য্যার্থে তাহাও এই স্থানে দেখিব ।

দেহান্তের পর সাধকদিগের গতি দুই প্রকার । শুদ্ধা গতি বা দেবযান ও কৃষ্ণা গতি বা পিতৃযান । যাহারা সর্বকালেই ঈশ্বরকে স্মরণপূর্ব্বক স্বধর্ম্মানুরূপ কর্ম্ম করে ; যাহারা যোগমিশ্র ভক্তিমার্গে ঈশ্বরযোগে দিব্য পুরুষের, শ্রীবিষ্ণুর উপাসনা করে ; যাহারা জ্ঞানাপ্রাপ্ত যোগমার্গে আত্মযোগে অক্ষর ব্রহ্মের সেবা করে ; অথবা যাহারা অনন্তা ভক্তিতে, পুরুষোত্তম পরমেশ্বরকে স্মরণপূর্ব্বক নিত্যকর্ম্মযোগে যুক্ত থাকে, তাহারা সাধনার সিদ্ধ হইলে দেবযানে পরমা গতি (২১) লাভ করে । তাহাদিগকে আর সংসারে ফিরিয়া আসিতে হয় না । কিন্তু সিদ্ধিলাভের পূর্বে, দেহান্ত হইলে তাহারা পিতৃযানে চন্দ্রলোক প্রাপ্ত হয়, এবং কর্ম্মানুরূপ ভোগের অবসানে আবার মর্ত্য লোকে ফিরিয়া আসে (২৩—২৫) । যোগব্রহ্ম সাধকেরও ঐরূপ পিতৃযানে গতি হয় । ৬অঃ ৪০—৪৫ শ্লোকে যোগব্রহ্মের গতি বিস্তারিত হইয়াছে । যাহারা সকাম যজ্ঞাদির যথারীতি অনুষ্ঠান করে,—যাহারা সাধারণভাবে “পুণ্যকুৎ”, তাহাদেরও পিতৃযানে গতি হয় (৬অঃ ২০—২১) । এই দুই ভিন্ন আর গতি নাই । মানুষ চন্দ্রলোক হইতে পৃথিবীতে আসিয়া থাকে, পূর্ব্বোক্ত বাক্য হইতে এরূপ আভাস পাওয়া যায় ।

যাহারা কোনরূপ সাধনা করে না, কেবল প্রকৃতি-সমুৎপন্ন রাগদ্বेषের বশে কর্ম্ম করিয়া জীবন অতিবাহিত করে, তাহাদের উক্ত দুইপ্রকার গতির কোন গতিই হয় না ; তাহাদের উর্দ্ধগতি নাই । তাহাদের মধ্যে যাহারা রাজসিক ভাবাপন্ন, তাহারা দেহান্তে মধ্যলোকে অবস্থান করে ; আতিবাহিক শরীরে পৃথিবীর অন্তর্গত প্রেতলোকে বাস করিয়া, আবার মর্ত্যলোকে আগমন করে (১৪অঃ ১৫, ১৮) । আর যাহারা তামসিক

ভাবাপন্ন, তাহারা অধোগতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে (১৪।১৫) ; “পুনঃ পুনঃ আবর্তনশীল কুদ্রসত্ত্ব জীব হইয়া বারংবার জন্মমৃত্যুর অধীন হয় ।”—
ছান্দোগ্য ৫।১০। তাহারা উত্তরোত্তর অধোগতি প্রাপ্ত হয় (গীতা ১৬.২০) । কীট পতঙ্গ মন্দশূকাদি হয় (বৃহঃ সূঃ ৬.২.১৬) । এমন কি তাহারা স্থাবর যোনিও পাইয়া থাকে (কঠ ২২।৭) ।

অতঃপর উপসংহারে কহিলেন যে যোগিগণ এই গতিতত্ত্ব বুঝিয়া থাকেন, তাহাদের আর কার্য্যাকার্য্য-মোহ হয় না । অতএব তুমি সৰ্ব্বদা মতকৃত যোগ (কন্ধ্যযোগ) অবলম্বনে দৃঢ়নিষ্ঠ হও ।

নিখায়ে সাধনতত্ত্ব পার্শ্বে দিলা গতি ।

দীন এ “দাসের” প্রভু, কি হইবে গতি !

তারকপ্রকায়োগ নামক অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত ।

— — —

নবমোহধ্যায়ঃ ।

রাজবিদ্যা-রাজগুহ-যোগঃ ।

শ্রীভগবান্ উবাচ ।

ইদং তু তে গুহ্যতমং প্রবক্ষ্যাম্যানসূয়বে ।

জ্ঞানং বিজ্ঞানসহিতং যজ্জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসে হশুভাৎ ॥১॥

জীবৈ ও জগতে সম্বন্ধ যা' তাঁর

নবমে শ্রীহরি নির্ণয় করিয়া,

জ্ঞান ভক্তি দুয়ে মাথামাথি যথা,

সেই রাজবিদ্যা দিলা দেখাইয়া ।

সপ্তম অধ্যায়ে ভগবান্ বিজ্ঞানসহিত জ্ঞান বা সমগ্র ঈশ্বরতত্ত্বজ্ঞান
এবং তাহা লাভ করিবার উপায় বলিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞাপূর্বক, তাহা

শ্রীভগবান্ কহিলেন ।

ব্রহ্ম অধ্যাত্মাদি তত্ত্ব কহিনু তোমার,

পরম ঈশ্বরতত্ত্ব শুন পুনরায় ।

শুণে দোষ-দরশন স্বভাব যাহার ।

কুটিল সন্দেহপূর্ণ হৃদয় তাহার ;

নিগূঢ় শাস্ত্রের মর্ম্ম সে বুঝিতে নারে,

অনুচিত গূঢ় তত্ত্ব কহিতে তাহারে ।

তোমার সে দোষ নাই, তুমি যোগ্যতম,

কহিব তোমার এবে, যাহা গুহ্যতম ;

কহিব সে জ্ঞান আর সাধনা তাহার,

যা' জানি অশুভ সব ঘুচিবে তোমার । ১ ।

রাজবিজ্ঞা রাজগুহ্যং পবিত্রম্ ইদম্ উত্তমম্ ।

প্রতাক্ষাবগমঃ ধর্ম্যাঃ সুসুখং কৰ্ত্তুন্ম অব্যয়ম্ ॥২॥

বলিতেছিলেন । মধ্য অষ্টম অধ্যায়ে, অর্জুনের প্রশ্নমত তাহারই অন্তর্গত
অকৃত্ত্ব্য বিবিধ সাধনতত্ত্ব ও গতিতত্ত্ব বিবৃত করিয়া, নবম অধ্যায়ে পুনর্বার
সেই জ্ঞান সেই রাজবিজ্ঞা, যদ্বারা সেই জ্ঞান কার্যাতঃ লাভ হয়, তাহা
বলিতেছেন । এই জ্ঞান এই অধ্যায়ের নাম “রাজবিজ্ঞা রাজগুহ্য-যোগ” ।
বক্ষ্যমাণ এই রাজবিদ্যা ও রাজগুহ্য যোগই গুহ্যতম তত্ত্ব । তজ্জ্ঞান বলি-
তেছেন ;—ইদং তু গুহ্যতমং জ্ঞানম্ অনন্যদেহে প্রবক্ষ্যামি । বিজ্ঞান—
যদ্বারা বিশেষরূপে জ্ঞান যায়, দ্বন্দ্বের উপলব্ধি করা যায় । অনন্য—গুণে
দোষারোপের নাম অন্যত্ব । যে তাহা করে না, সে অনন্য । যে সরল
বিশ্বাসে আচরণ করে, সে প্রত্যক্ষ ফল লাভ করে । প্রবক্ষ্যামি—বলিব ।
৪৭ জ্ঞাত্বা, অশ্রুত্বাৎ—সংসারের অন্ত হইতে । মোক্ষ্যামে—মুক্ত
করিতে । ১।

ইদম্—এই বিজ্ঞা । রাজবিজ্ঞা—বিজ্ঞা সকলের রাজা । রাজগুহ্যম্—
গোপনীয় বিষয় সমূহের রাজা । অর্থাৎ ইহাই সর্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞা বা সাধন ।
উপসর্জন পদের পর নিপাত । এই অধ্যায়ে বক্ষ্যমাণ যে তত্ত্বসাধন,

	বিজ্ঞামধ্যে রাজবিদ্যা, বিজ্ঞা শ্রেষ্ঠতম,
	সকল গুহ্যের মধ্যে ইহা গুহ্যতম ।
সুখের	সাধন সকল মধ্যে শ্রেষ্ঠ, ধনঞ্জয় !
সাধনা	দৃষ্টকল এই জ্ঞান, সুখে সিদ্ধ হয় ;
	সর্বধর্মসম্মত,—সকল ধর্মফল
	ইহার সাধনে পার্থ ! মিলে চে, সকল ।
	কাম্যকর্মফল যত ভোগে কর হয়,
	এ জ্ঞানের মোক্ষ ফল অব্যয়—অক্ষয় । ২ ।

অশ্রদ্ধধানাঃ পুরুষা ধর্ম্যশ্চাশ্র পরন্তপ ।

অপ্রাপ্য মাং নিবর্তন্তে মৃত্যুসংসারবর্ত্তনি ॥৩॥

ময়া ততম্ ইদং সর্বং জগদ্ অব্যক্তমূর্ত্তিনা ।

মৎস্থানি সর্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ ॥৪॥

তাহাই ভগবানের উপদেশমতে বিজ্ঞা বা সাধন সমূহের রাজা অর্থাৎ .
সর্বোত্তম সাধন (তিলক) ।

ইদম্ উক্তমং পবিত্রং—পবিত্রতাকারক, পাবন । এই বিজ্ঞালাভ হইলে
হৃদয়ের সমস্ত মলিনতা নষ্ট হইয়া যায় । প্রত্যক্ষাবগমং—দৃষ্টকল, প্রত্যক্ষ-
গম্য । ধর্ম্যং—ধর্ম্মানুগত । কর্ত্তুং স্নুস্বথং—স্বথে ইহার অনুষ্ঠান করা যায় ।
অব্যয়ং—অক্ষয় ফলজনক ।

এই শ্লোকে “স্নুস্বথং কর্ত্তুং” এই গীতাবাক্যটি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য
করিতে হইবে । অতঃপর ভগবান্ যে সাধনতত্ত্ব বলিতেছেন স্বথে তাহার
অনুষ্ঠান করা যায় । সাধনার এই দিকটা, এই প্রত্যক্ষগম্য “স্বথের সাধনা”
আর কেহ দেখাইয়া দেন নাই । এই স্বথের সাধনাই গীতার রাজবিজ্ঞা ।
২৬—২৭ শ্লোকে ইহা বড় পরিস্ফুট হইয়াছে । ২ ।

অশ্রদ্ধ ধর্ম্মশ্চ অশ্রদ্ধধানাঃ—এই ধর্ম্মে যাহাদের শ্রদ্ধা নাই । ধর্ম্মশ্চ—কর্ম্মে
বশী, ইমং ধর্ম্মম্ অশ্রদ্ধধানাঃ । তাহার, মাম্ অপ্রাপ্য—আমাকে প্রাপ্ত না
হইয়া । মৃত্যু-সংসারবর্ত্তনি—মৃত্যুময় সংসারমার্গে । নিবর্ত্তন্তে—নিরত
ভ্রমণ করে । ৩ ।

এই বার প্রতিজ্ঞাত সেই জ্ঞানের কথা বলিতেছেন । লোকে ঈশ্বরকে

এই যে পরম ধর্ম্ম—কৌরব-তনয় ।

যা'দের ইহার প্রতি শ্রদ্ধা নাহি রয়,

তাহারা, হে পরন্তপ ! না পেয়ে আমার,

ভ্রমে নিত্য মৃত্যুময় সংসার-পহার । ৩ ।

সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কর্তা বলে; কিন্তু কি অর্থে তিনি সৃষ্টিকর্তা, কি অর্থে তিনি জগতের আধার ও পালনকর্তা এবং কি অর্থেই বা প্রলয়কর্তা, ক্রমে ক্রমে তাহা বলিতেছেন ।

অব্যক্তমূর্তিনা ময়া (কারণভূতেন—শ্রী) সর্বম্ ইদং জগৎ ততম্—
আমার মূর্তি অর্থাৎ স্বরূপ (শ্রী, শ্রী) অব্যক্ত, ইন্দ্রিয়ের আগোচর। জীব ইন্দ্রিয়জ্ঞানে আমার স্বরূপ বুদ্ধিতে পারে না। আমার সেই অব্যক্ত কারণস্বরূপ সত্তার দ্বারা, এই সমগ্র জগৎ তত । জগতের সর্ব বস্তু, অস্তুরে বাহিরে ব্যাপ্ত, অদৃশ্যত । অথবা তত—নিস্তারিত বা প্রসারিত । আমার অব্যক্ত স্বরূপ চোখেতে এই সমুদায় জগৎ নিস্তারিত বা প্রকাশিত চোঁরাছে ।

কারণ বলিলে, নিমিত্ত এবং উপাদান দ্বিবিধ কারণই বুঝিতে হয় ।
কৃষ্ণকার মৃত্তিকা দিয়া ঘটে প্রস্তুত করে । এখানে ঘটের নিমিত্ত কারণ কৃষ্ণকার ও উপাদান কারণ মৃত্তিকা । ঈশ্বর বিশ্বকারণ; তিনিই পরমে-
শ্বর ভাবে বিশ্বের নিমিত্ত, এবং প্রকৃতি ভাবে উপাদান ।

সর্বভূতানি মন্তানি—স্বাবর জগন্ম সস্ব বস্তু কারণরূপী আমাতে
অবস্থিত (শ্রী) । আনিষ্টে তাহাদের ব্যাপক, ধারক ও নিয়ামক । আবার

চরাচরময় এষ্ট সমগ্র সংসার

প্রশ্ন

আমারে আনিষ্ট, পার্থ, কারণ ইত্যাদি ।

সংস্কার

আনিষ্ট নিমিত্ত এর, আমি উপাদান,

আমাতেই পরিব্যাপ্ত এ বিশ্ব মন্ডান;

ইন্দ্রিয়-গোচর নহে সে ভাব আমার,

জীব-জান-সম্মা নহে রচন্য তাহার ।

কারণস্বরূপ সেই সত্তার আমার

অবস্থিত সর্ব ভূত, কোরব-কুমার !

আমারই আশ্রয়ে বটে আছে সমুদয়,

কিন্তু মম ভব সত্তা সে সবে না রয় । ৪ ।

ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগম্ ঐশ্বরম্ ।

ভূতভূম চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ ॥৫॥

সর্বত্র অগ্নিস্থাত হইলেও, অহং তেষু ন অবস্থিতঃ—আমি সে সকলে অবস্থিত নহি । মৃত্তিকাই যেমন রূপান্তরিত হইয়া ঘটাদি পাত্রে স্থিতি করে, আমার শুদ্ধ সত্তা সে ভাবে জাগতিক পদার্থে স্থিতি করে না । আমি আকাশের গ্রায় নির্লিপ্ত । ৪ ।

আবার সে ঐশ্বরং যোগং পশ্য—আমার অসাধারণ যোগশক্তি দেখ । এক ভাবে সর্বভূত আমাতে স্থিতি করিলেও, ভূতানি ন চ মৎস্থানি—অন্য ভাবে ভূত সকল আমাতে স্থিতি করে না ; অর্থাৎ ঈশ্বর ও জগৎ আধার-আধেয়-ভাবে সংশ্লিষ্ট নহে (৭৭) ।

আবার দেখ, মম আত্মা ভূতভূৎ—ভূতধারক । ও ভূতভাবনঃ—ভূতভাবের উৎপাদক বা প্রতিপালক হইলেও । ন চ ভূতস্থঃ—কোন ভূতে অবস্থিত নহে । অথবা আমি ভূতভূৎ কিন্তু ভূতস্থ নহি । আমি ভূতের আধার হইয়াও উহাতে থাকি না । মম আত্মা ভূতভাবনঃ ।

	আবার আমাতে বটে আছে সমুদায়
	অদ্বুত প্রভাব মম দেখ পুনরায় ;—
	নির্লিপ্ত আকাশবৎ আমি এ সংসারে
<u>ঈশ্বরে</u>	সেহেতু আধেয় রহে যেমন আধারে,
<u>জগতে</u>	সে ভাবে আমাতে কভু না রয় সে সব ;—
<u>ও জীব</u>	জীবজ্ঞানে বুঝিবে না এ তত্ত্ব, পাণ্ডব !
<u>সঞ্চ</u>	আত্মভাব আমার, হে কৌরব-নন্দন !
	চরাচর সর্ব ভূতে করিয়া সৃজন
	ধারণ পালন বটে করে সমুদয়
	তথাপি জানিবে তাহা কিছুতে না রয় । ৫ ।

যথাকাশস্থিতো নিত্যং বায়ুঃ সর্বত্রগো মহান্ ।

তথা সর্বাণি ভূতানি মৎস্থানীত্বাপধারয় ॥৬॥

মম আত্মা—ভগবানই আত্মস্বরূপ ; সুতরাং তাঁহার পক্ষে আমার আত্মা, একরূপ সম্বন্ধ হইতে পারে না । তজ্জন্ত শ্রীধর বলেন, মম আত্মা আমার পরম স্বরূপ অর্থাৎ আমি স্বয়ং । যেমন রাহুর শির, তদ্রূপ কমল-নাগ মণী । এক ভাবে ভগবান্ ভূতভূত হইলেও, তাঁহার যাহা পরম স্বরূপ, তাহা ভূতভূত নহে । অর্থাৎ অধ্যাত্মভাবে (৮৩) বিভূতির ভাবে আত্ম-স্বরূপে, তিনি সর্বভূতালয়স্থিত (১০।২০) হইয়া ভূতভাবন ; কিন্তু তাঁহার পরম স্বরূপ জগতের অতীত (৭২৪, ৮২১) । ৬ শ্লোকের টীকায় ইহা সবিস্তারে দুষ্কর ।

ভগবান্ অব্যক্ত মুষ্টিতে সক্ষম, সক্ষ ভূত তাঁহাতে অবস্থিত হইয়াও অবস্থিত নহে, তিনি ভূতভূত হইয়াও ভূতভূত নহেন, নিষ্ঠুর হইয়াও মণ্ডল, অনন্ত হইয়াও সান্ত, অক্ষর হইয়াও জগৎকারণ, বিশ্বাত্মক হইয়াও বিশ্বাতীত ;—এই সমস্তই তাঁহার ঐশ্বর্যীয় যোগ ; তাঁহার অনিচিন্তা শক্তি, Mystic Divine power ইহা জীবজ্ঞানের অতীত । ৫ ।

ঐশ্বর জগতের আধার হইয়াও অসংশ্লিপ্ত কিরূপে ? সর্বত্রগঃ—সর্বত্র গমনশীল । মহান্ বায়ুঃ । যথা অসংশ্লিপ্ত ভাবে আকাশে স্থিতঃ । মহান্—পরিমাণে মহান । তথা তদ্রূপ অসংশ্লিপ্ত ভাবে । সর্বাণি ভূতানি মৎস্থানি, ইতি উপধারয়—সর্ব ভূত আমাতে অবস্থিত জানিবে ।

তিনি সর্বত্র সর্বতো গমনশীল মহান্ পদন

অসংশ্লিপ্ত রহে নিত্য নিরাকার আকাশে যেমন,

যথা—বায়ু নিরাকার আমাতে তেমতি, ধনঞ্জয় !

ও আকাশ জানিও সমস্ত ভূত অসংশ্লিপ্ত রয় । ৬ ।

আকাশের অর্থ, অবকাশাত্মক আকাশ—মহাকাশ, Absolute space ; আর আকাশ মহাভূত, Ether. এখানে প্রথম অর্থ অভিপ্রেত।

৪—৬ শ্লোকে যাহা বিবৃত হইল, তাহার মর্ম্ম বুঝিতে হইলে, অগ্রে ব্রহ্ম, ঈশ্বর, প্রকৃতি, জীব ও জগৎ—এই সকল তত্ত্ব বুঝিতে হয়। এই সকলই মূল জ্ঞাতব্য তত্ত্ব। ইহাদের পরস্পর সম্বন্ধ বুঝিলে তবে গীতা বুঝা যায়।

ব্রহ্মের দুই ভাব। নির্বিশেষ ও স বিশেষ। নির্বিশেষ ভাবে ব্রহ্ম জগতের অতীত। সে ভাব সৃষ্টির বাহিরে, Phenomena-র বাহিরে এবং তাহা আমাদের জ্ঞানেরও বাহিরে। সুতরাং তাহা আমাদের অলোচ্য নহে। জগতের সহিত সম্বন্ধ হইতেই আমাদের ব্রহ্মত্বের ধারণা। সেই জগৎ-কারণ-ভাবে ব্রহ্ম স বিশেষ, সগুণ, সোপাধিক। এই বিশিষ্ট ভাবে তিনি পরা শক্তিমান্ Almighty. তাঁহার সেই শক্তির নাম মায়া। যে শক্তিপ্রভাবে অপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্ম পরিচ্ছিন্নের গ্রাম—বিভক্তের গ্রাম হন, তাহার নাম মায়া ; ৭।১৪, দেখ। মায়া তাঁহার স্বাভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়াত্মিকা শক্তি—স্বৈতান্বিত—৬।৮। শক্তির দুই ভাব। বীজভাব ও প্রকাশ ভাব। ক্রিয়ার বিকাশোন্মুখ অবস্থায়, সৃষ্টির আদি মুহূর্ত্তে সেই শক্তিদ্বারা ব্রহ্ম হইতে জগতের মূল উপাদান কারণরূপ এক অব্যক্ত সত্তার অভিব্যক্তি হয়। ইহাই প্রকৃতি। কারণ-রূপা মায়া শক্তির যে কার্য্যাবস্থা তাহার নাম প্রকৃতি। “এতাবৎ কাল তিনি (ব্রহ্ম) মিলিত স্ত্রী-পুরুষ ভাবে ছিলেন ; এখন আপনাকে দুই ভাগে ভাগ করিলেন ; তাহাতে পতি ও পত্নী হইল।”—বৃহদারণ্যক ১।৪।৩। ব্রহ্ম আপনাকেই পরম পুরুষ পরমেশ্বররূপে ও পরমা প্রকৃতিরূপে—দুই ভাবে প্রকাশিত করিলেন। এক পরম ব্রহ্ম-আধারে পুরুষ প্রকৃতি—দুই ভাবের বিকাশ হইল।

অনন্তর সেই পরমেশ্বর ভাবে তিনি, সেই প্রকৃতি ভাবে উপাদান ও অধিকরণ করিয়া তাহাতে সৃষ্টির কল্পনা প্রতিষ্ঠিত করেন। চিত্রকর যেমন

চিত্র কল্পনা করিয়া, চিত্রপট গ্রহণপূর্বক, তাহাতে সেই কল্পিত চিত্র চিত্রিত করেন ; তেমনি প্রকৃতিক্রপ অব্যাক্ত পাটে ভগবান্ স্বকল্পিত সৃষ্টির বিকাশ করেন, “নাম রূপ” দিয়া তাহাকে সং-রূপে, বাস্তব পদার্থে পরিণত করেন,—ব্রহ্মাণ্ড রচনা করেন এবং ব্রহ্মাণ্ডের রচনা করিয়া স্বয়ং বিভূতির ভাবে (১০।২০) আয়াক্রপে তাহাতে অমুপ্রবিষ্ট হইয়া, সৰ্ব্ব ভূতভাবের বিকাশপূর্বক অন্তর্গামিভাবে আপনাই তাহা ধারণ করেন ।

ভগবানের প্রকৃতিভাবের উপর অব্যাক্ত এই জগৎ—এই বিরাট বিশ্ব, তাঁহার ব্যাক্ত সৃষ্টি ; আর সেই ব্যাক্ত সৃষ্টির অন্তরালে তাঁহার যে অন্তর্গামিভাবে অদৃষ্টান, তাহা তাঁহার অব্যাক্ত সৃষ্টি । সৰ্ব্বভূতানুযায়িত আত্মা তাঁহার এই সৃষ্টিবহিঃ বিভূতি (১০।২০) ; জীবন্ততা পরা প্রকৃতি তাঁহার এই সৃষ্টির ভাষা (৭।৫) ; এই অব্যাক্ত সৃষ্টিতেই তিনি সৰ্ব্বময় । অব্যাক্তসৃষ্টিক্রপ কারণে তাঁহার ব্যাক্ত সৃষ্টি বা কাণ্ড্য-কারণ-সংঘাত জগৎ বিদ্যুত । ময়া ভূতম্ ইত্যং সৰ্বং জগৎ অব্যাক্তসৃষ্টিনা ।

এইরূপে ভগবান্ জগৎের সৃষ্টিত আপনার সৰ্ব্বক দৃষ্টিবাহী পরে, জীবের সহিত তাঁহার যে সৰ্ব্বক তাহা বলিতেছেন । সৰ্ব্ব ভূত আমাতে অবস্থিত, কিন্তু আমি সে সকলে অবস্থিত নহি । আমার সৰ্ব্ব ভূত আনাতে অবস্থিত হইলেও, এক ভাবে আনাতে অবস্থিত নহে । এবং আমি ভূতভূত কিন্তু ভূতভূত নহি । আমার আত্মাই ভূতভাবন । অথবা আমার আত্মা ভূতভূত ও ভূতভাবন হইলেও ভূতভূত নহে ।

ইহার মন্ত্য বুদ্ধিবার ভক্ত প্রপমে ভূত বা জীব কি, তাহা দেখিতে হইবে । ৭।৫ ও ১৩।১৬ শ্লোকে জীবতত্ত্ব বুদ্ধিগত । জীবাত্মা এক্ষেরই অধ্যাত্ম ভাব, স্বরূপতঃ ব্রহ্ম । কিন্তু জীবাত্মা জীব নহে । বাহ্য জীব, তাহা কেত্র ও কেত্রজ বা দেহ ও জীবাত্মার সংযোগে উৎপন্ন, মিশ্র পদার্থ (১৩।২৩) । আমাদের মূল দেহের অন্ত্যন্তরে, মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয়াদি-সংগঠিত সূক্ষ্ম দেহ আছে ; সৰ্ব্বত্র অমুদ্র্যত ভগবানের অধ্যাত্ম ভাবের সহিত

সংশ্লিষ্টে সেই অচেতন সূক্ষ্ম দেহ চেতনবৎ হয় এবং তাহাতে তাঁহার সৎ-চিৎ-আনন্দ ভাবের আভাস-স্বরূপ “অহং-কর্তা জ্ঞাতা-ভোক্তা” ভাবের বিকাশ হয়। এই “কর্তাজ্ঞাতাভোক্তা ভাবই” জীবভাব; আর সেই জীব-ভাব-সম্বিত চেতনবৎ সূক্ষ্ম শরীরই জীব বা ভূত (৭।৫ দেখ)। এই সূক্ষ্ম দেহ তাহার বাহ্য আবরণ মাত্র। এই জীবভাব বা ভূতভাব প্রকৃতির ভাব। তাহা সবিকার অনিত্য ও পরিচ্ছিন্ন; কিন্তু সেই ভূত-ভাবের পশ্চাতে ভগবানের যে আত্মভাব, তাহা নির্বিকার নিত্য ও অপরিচ্ছিন্ন।

অতএব ভগবানের আত্মভাবে জীব ভাব বিধৃত, আত্মভাবেই সর্ব ভূত অবস্থিত; কিন্তু সেই ভূত সকলে ভগবান্ অবস্থিত নহেন, এবং তাঁহার আত্মভাব সর্বভূতায়স্থিত হইয়া ভূতভূৎ ও ভূতভাবন হইলেও, তাহা ভূতই নহে। আবার যাহা ভূত ভাব, তাহা প্রকৃতির ভাব, আত্মার নহে। সুতরাং ভূতগণ আত্মাতে বা পরমেশ্বরে অবস্থিত নহে।

এই সকল কথাই আকাশ ও বায়ুর দৃষ্টান্তে বুঝাইতেছেন। বায়ু যেমন আকাশে স্থিত, জীবও সেইরূপ সৰ্ব্বাত্মা ভগবানে স্থিত। আবার বায়ু আকাশে অবস্থিত হইলেও সর্বত্রগ ও মহান্। জীবও আত্মস্বরূপে সর্বগত, বিভূ। প্রকৃতিবশ জীব পরমেশ্বরের নিয়ন্তৃত্ব-সত্ত্বেও আপনাকে স্বাধীন ইচ্ছাশক্তিমান্ মনে করিয়া কৰ্ম্ম করে। অতএব জীবকে ঈশ্বরে অবস্থিত হইয়াও অনবস্থিত, অবশ হইয়াও স্বাধীন বলা যায়, এবং ঈশ্বর অব্যক্ত মূর্তিতে সর্বময় হইলেও জগতে অবস্থিত নহেন, বলা যায়।

নিরঞ্জন নিকল ব্রহ্মের অংশ-কল্পনা পরমার্থতঃ অসত্য হইলেও জগত্তত্ত্ব বুঝিবার জন্য এরূপ কল্পনা করিতে আমরা বাধ্য এবং জগৎ-সম্বন্ধে সত্ত্বগ ব্রহ্মে অংশত্ব—নানাধ কল্পনা অপরিহার্য্য; ১৩।১৬ ও ১৫.৭ দেখ। ৬।

সৰ্বভূতানি কোশ্চেষু প্রকৃতিং যান্তি মামিকাম্ ।

কল্পকয়ে পুনস্তানি কল্পাদৌ বিস্মজ্যামাহম্ ॥৭॥

প্রকৃতিং স্বাম্ অবষ্টেভ্য বিস্মজ্যামি পুনঃ পুনঃ ॥

ভূতগ্রামম্ ইমং কৃৎস্নম্ অবশঃ প্রকৃতে নবশাং ॥৮॥

১—৩ শ্লোকে স্থিতিকালে জগতের সৃষ্টি ভগবানের সম্বন্ধ উক্ত হইল । একণে সৃষ্টি-লয়ে জগতে ঐশ্বরে যে সম্বন্ধ, তাহা বলিতেছেন ।

হে কোশ্চেষু ! কল্পকয়ে—অলয়কালে । সৰ্বভূতানি মামিকাং প্রকৃতিং যান্তি—আমার ত্রিগুণা প্রকৃতিতে লীন হয় । মামিকা—মদীয়া (৭৭, শ্রী) । সৃষ্টির আদি মুহূৰ্ত্ত হইতে অলয়ের পূৰ্ব্ব মুহূৰ্ত্ত পর্য্যন্ত যে কাল তাহার নাম কল্প । ভগবানের কল্পনার উপর এই সৃষ্টি প্রতিষ্ঠিত বলিয়া ইতার নাম কল্প । কল্পাদৌ—সৃষ্টির প্রারম্ভ । তিনি—পূৰ্ব্বের সেই ভূত সকলকে । অতঃ পুনঃ পুনঃ বিস্মজ্যামি—বিশেষেণ স্মজ্যামি, পূৰ্ব্ববৎ (৭৭) ; অর্থাৎ অলয় যাতা অবিশেষ বা অব্যক্ত ভাবে প্রকৃতিতে লীন ছিল, তাহাকে সেই পুঙ্গবায়ারী নামরূপাদি বিশেষে পুনর্বার প্রকাশিত করি । ইহা সৃষ্টি নয়, বিসৃষ্টি । সৃষ্টির অর্থ, যাতা ছিন্ন না, তাহার উৎপাদন । আর বিসৃষ্টির অর্থ যাতা অপ্রকাশিত ভাবে ছিল, তাহা প্রকাশ করা । ৭ ।

কিরূপে কল্পারম্ভে ভূতগণের বিসৃষ্টি হয়, অতঃপর তাহা বলিতেছেন ।

এই ভাবে পাকিয়া আনাতে কল্প কাল

প্রস্তাব ৩ কল্পণেষে অবশেষে সেই ভূতজাল

সৃষ্টিতত্ত্ব মিলাইয়া গুণময়ী মায়াতে আমার

(৭—১০) অতীন্দ্রি় ভাবে রয়, কোরবকুমার !

কল্পারম্ভে পুনঃ সবে, কোরবকেশরি ।

পূৰ্ব্ববৎ নামরূপে প্রকাশিত করি । ৭ ।

৩৩৬ স্বপ্রকৃতি-আশ্রয়ে ঈশ্বর কৰ্মাধীন জীবগণের স্রষ্টা । [নবম

শাং প্রকৃতিং—স্বকীয়া, পূৰ্ব্বলোকোক্তা মামিকা প্রকৃতিতে (শং, রামা) ।
অবষ্টভা—অধিষ্ঠান করিয়া (শ্রী) । প্রকৃতেঃ বশাং অবশং—প্রকৃতির
বশে অশ্বতন্ত্র ; পূৰ্ব্বকৰ্ম্মজনিত সংস্কারের অধীন (শং) । কুৎসম্ ইমম্
ভূতগ্রামম্—এই সমস্ত ভূতকে । পুনঃ পুনঃ বিস্মজ্যামি—প্রকাশিত করি ।
অবশ—৮।১৯, ৩।১৭ পৃষ্ঠা দেখ । জীবগণ অবশ ভাবে সৃষ্টি-লব
ব্যাপারের অধীন থাকে । পুনঃ পুনঃ—এই শব্দের দ্বারা সৃষ্টি-লবের
অনাদিভ্য সৃচিত হইতেছে ।

শ্রীধর “স্বাম্” অর্থে স্বাধীনা বুঝিয়াছেন । ফল কথা, জগৎসৃষ্টি কার্যো
ঈশ্বরই প্রধান অথবা প্রকৃতি প্রধান, এমন কথা পরিষ্কার বলিতেছেন না ।
প্রকৃতির সাহায্য বিনা সৃষ্টি হয় না, ঈশ্বরের ইচ্ছামুরূপ নূতন ভাবেও হয়
না । যাহা হয়, তাহা প্রকৃতির বশে, প্রাচীন কৰ্ম্মবীজ বা বাসনা বীজবশে
হয় ; ১৫।২ দেখ । অতএব প্রকৃতিই প্রধান ও স্বাধীন । পুরুষোত্তমে
৬ জগন্নাথের ত্রিবিগ্রহ চুঁটো, হাতকাটা ; যেহেতু জগতে জগন্নাথের হাত,

আপন ইচ্ছায় কিছু, ভরত-নন্দন !

আমি হে, করি না এই জগৎ সৃজন ।

ঈশ্বরকর্তৃক নিজ নিজ কৰ্ম্মফলে, শুন মহাযশ !

প্রকৃতিবশ ভূতগ্রাম অনিবার্য্য প্রকৃতির বশ ;

জীবের সৃষ্টি প্রলয়ে বিলীন হয় প্রকৃতির সনে

ব্যক্ত হয় পুনরায় প্রকৃতিস্মরণে ;—

পূৰ্ব্ব কৰ্ম্ম অমুরূপ সবে, ধনঞ্জয় !

আকৃতি প্রকৃতি সহ প্রকাশিত হয় ।

আপনার প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান করি

অবশ সে ভূতগণে প্রকাশিত করি ।

এই ভাবে পুনঃ পুনঃ আমি, মতিমান্ !

প্রকৃতির বশে করি জগৎ নির্মাণ । ৮ ।

ন চ মাং তানি কৰ্ম্মাণি নিবৰ্দ্ধন্তি ধনঞ্জয় ।

উদাসীনবদ্ আসীনম্ অসক্তং তেহু কৰ্ম্মসু ॥৯॥

ময়াধ্যাক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূর্যতে সচরাচরম্ ।

হেতুনানেন কোন্ডুয় জগদ্ বিপরিবর্ততে ॥১০॥

স্বাধীনকর্তৃক নাই । পুনশ্চ ঈশ্বরই জগৎকারণ ; তাঁহার অধিষ্ঠান বিনা সৃষ্টি হয় না । এখানেও বলিতেছেন, “বিস্ময়ামি”—আমি বিস্ময়িত করি । অতএব প্রকৃতি প্রধান বা স্বাধীন নহে । আমার প্রকৃতি ঈশ্বরেরই শক্তি, সুতরাং তাঁহা হইতে স্বতন্ত্র পদার্থও নহে । ৮ ।

এইরূপে প্রকারান্তরে সৃষ্টিস্থিতিলয়-কর্তা হইলেও উদাসীনবৎ আসীনম্—উদাসীনের ভায় অবস্থিত । যেহেতু তেহু কৰ্ম্মসু অসক্তং—সৃষ্টিসংহারাদি সেই কৰ্ম্মসমূহে অনাসক্ত । মাং তানি কৰ্ম্মাণি ন নিবৰ্দ্ধন্তি—সৃষ্টিসংহারাদি সেই কৰ্ম্ম সকল আমাকে বৃদ্ধ করে না ।

যে উদাসীন সে কোন কৰ্ম্মের কর্তা হইতে পারে না ; আর যে সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-কর্তা, সে উদাসীন হইতে পারে না ; তজ্জন্ত “উদাসীনবৎ” বলা হইয়াছে (প্রী) । ৯ ।

কিভাবে ঈশ্বর উদাসীনবৎ হইয়াও জগৎসৃষ্টির কর্তা ? অধ্যাক্ষেণ ময়া প্রকৃতিঃ সচরাচরং জগৎ সূর্যতে—আমার অধ্যাক্ষতা অর্থাৎ প্রেরণা বা পরিচালনার দ্বারা প্রকৃতি হাবরজজনাস্বক জগৎ প্রসব করে । প্রকৃতির

সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারাদি এই কৰ্ম্ম যত

ঈশ্বর অনাসক্ত আমি তাঁর উদাসীন মত ।

উদাসীনবৎ আসক্তি-বিহীন সেই কৰ্ম্ম সমুদয়,
করে না আমারে বৃদ্ধ কর, ধনঞ্জয় । ৯ ।

অধ্যাক্ষের ভাবে মাত্র, কৌরবকেশরি ।

সৃষ্টির কারণ জগৎময়ী প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান করি ।

৩৩৮ ঈশ্বরের অধিষ্ঠানে প্রকৃতি হইতে জগতের বিকাশ । [নবম

স্বাধীন কর্তৃত্ব নাই। অধ্যক্ষ বা নিয়ন্ত্ৰ-ভাবে ঈশ্বর প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান করিলে, প্রকৃতি হইতে জগতের বিকাশ হয়। অনেক হেতুনা—এই অধিষ্ঠান বশতঃ। জগৎ বিপরিবর্তিতে—সৰ্ব অবস্থাতেই পরিবর্তিত হইতেছে (৭৭) ; বারংবার সৃষ্টি লব্ধ প্রাপ্ত হইতেছে। এই বিপরিবর্তন সমষ্টিভাবে সমগ্র জগৎসম্বন্ধে ও ব্যষ্টিভাবে প্রত্যেক বস্তুসম্বন্ধে। জগতে সৰ্বত্র—প্রতি অণু পরমাণুতে, নিয়ন্ত্ৰ এই বিপরিবর্তন (বারংবার পরিবর্তন)। সমগ্র জগৎ এক একটি বিভিন্ন ভাবের স্রোত মাত্র।

চুষক যেমন সন্নিধানে মাত্র থাকিয়াই লোহের প্রবর্তক হয়, তেমনি ভগবান্ প্রকৃতির অধিষ্ঠাতামাত্র থাকিয়াই তাহার নিয়ন্ত্ৰ পরিণামের কারণ হইলেন। অতএব তিনি কর্তাও বটেন, উদাসীনও বটেন।

৪ হইতে ১০ শ্লোকের মূল মন্ত্র এই,—প্রকৃতিবশ জীব প্রলয়কালে প্রকৃতিবশে প্রকৃতিতে লীন হয়, আবার পুনঃ সৃষ্টিতে ঈশ্বরের অধিষ্ঠানে প্রকৃতিবশে আবির্ভূত হইয়া, পূৰ্ববৎ ভাব প্রাপ্ত হয়। ঈশ্বরের সত্তাতেই প্রকৃতির সত্তা, তথাপি কার্য্য প্রকৃতির বশেই হয়। ঈশ্বরের অধিষ্ঠান না হইলে কিছু হয় না, আবার প্রকৃতিকে অতিক্রম করিয়াও কিছু হয় না। সুতরাং ঈশ্বর স্বাধীন হইয়াও স্বাধীন নহেন, কর্তা হইয়াও কর্তা নহেন, হৰ্তা হইয়াও হৰ্তা নহেন। তিনিই সকলকে ধারণ করেন, তথাপি নির্লিপ্ত ; সকলকে পালন করেন, তথাপি উদাসীন। যত অসম্ভব, তাঁহার কাছে সমস্তই সম্ভব। ইহা তাঁহার ঈশ্বরীয় যোগ। জীবজ্ঞানে ইহা ঠিক বুঝা যায় না। ১০।

<u>ঈশ্বরের</u>	মাত্র সেই অধিষ্ঠান লভিরা আমার
<u>অধিষ্ঠান</u>	প্রকৃতি প্রকাশ করে সমগ্র সংসার।
<u>কিন্তু কর্তা</u>	আমার সে অধিষ্ঠানবশে, ধনঞ্জয় !
<u>প্রকৃতি</u>	এ সংসার বারংবার সমুৎপন্ন হয়। ১০।

অবজানন্তি মাং মৃঢ়া মানুষীং তনুং আশ্রিতম্ ।

পরং ভাবম্ অবজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্ ॥১১॥

’ মৃঢ়াঃ—মূর্খেরা । ৪—১০ শ্লোকোক্ত এবমুত মম ভূত-মহেশ্বরং পরং ভাবম্ অবজানন্তঃ—পরম ভাব না জানিরা । মানুষীং তনুং আশ্রিতং—নরদেহাশ্রয়ে আবির্ভূত ও মনুষ্যের দ্বার ব্যবহৃতনীন । মাং অবজানন্তি—আমাকে সাধারণ মনুষ্যজ্ঞানে অবজ্ঞা করে । অপবা অবজ্ঞার অর্থ হীন জ্ঞান, অসম্পূর্ণ ভাবে জানা । আমার মানুষী তনু আশ্রিত বিতৃতির ভাবকেই পূর্ণ ব্রহ্মরূপে গ্রহণ করে, আমার পরম ভাব দৃষ্টিতে পারে না । ভগবানের

প্রকৃতির বশ যত জীব, নরবর !

প্রকৃতির বশে ভ্রমে সংসার ভিতর,

কল্পান্তে তা’দের হয় প্রকৃতিতে লর,

কল্পান্তে তা’দেরাই আবির্ভূত হয় ।

জগতে

জগন্নাথের

হাত নাই

হুঁটো

আমারই আশ্রয়ে থাকে সেই জীবগণ,

প্রকৃতির বশে কিঙ্ক করে, তে, ভ্রমণ ।

আমারই বিলাস সেই প্রকৃতি আবার,

আপন স্বভাবে কিঙ্ক চলে অনিবার ।

বাধীন হইরা আমি প্রকৃতি-অধীন,

জগতের কর্তা বটে, তবু উদাসীন,

জগৎ ধারণ করি আমি বটে রই,

কিছুতেই লিপ্ত কিঙ্ক কখন না হই ।

সংসারে আমিই ধাতা, আমি হর্তা, কর্তা,

তথাপি অধাতা আমি, অহর্তা, অকর্তা ।

আমার ঐশ্বর যোগ জানিবে এ সব,

জীবজ্ঞানে বুঝিবে না এ তব, পাণ্ডব । ৪—১০ ।

মোঘাশা মোঘকর্মাণো মোঘজ্ঞানা বিচেতসঃ।

রাক্ষসীম্ আশুরীকৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ ॥১২॥

শ্রীকৃষ্ণ মূর্তিসম্বন্ধে ইহা সাধারণ ভ্রান্তি। বহুদেব পুত্ররূপে তিনি সামান্ত মানুষও নহেন, অথচ ইহা তাঁহার পরম ভাবও নহে। ১১।

সেই মূর্খেরা, মোহিনীং রাক্ষসীম্ আশুরীং চ এব প্রকৃতিং শ্রিতাঃ—
রাক্ষসের জ্ঞান হিংসাদি প্রধান এবং অশুরের জ্ঞান কাম দর্প লোভাদি
প্রধান মোহিনী অর্থাৎ ভ্রান্ত জ্ঞান আশ্রয় করিয়া। যাম্ অবজ্ঞানন্তি—
পূর্ব শ্লোকের সহিত অস্বয়। তাহারামোঘাশাঃ—নিষ্ফলাশ; মোহাক-
হেতু ইষ্টলাভে বিফল-মনোরথ হয়। মোঘকর্মাণঃ—বৃথা যজ্ঞাদি কর্ম
করে। মোঘজ্ঞানাঃ—তাহাদের জ্ঞান কুতর্কপ্রিত, ভ্রান্ত; তদ্বারা সত্যের
জ্ঞান লাভ হয় না। বিচেতসঃ—সদস্য বিচারে অক্ষম। ১২।

পরম ঈশ্বর আমি সর্ব চরাচরে

<u>ভগবানের</u>	এ পরম তত্ত্ব মম না জানি অন্তরে,
<u>মানুষভাব</u>	নরদেহে আবির্ভূত সংসারে আমার
<u>সম্বন্ধে</u>	অর্জুন! অবজ্ঞা করে মূর্খ সমুদায়।
<u>মৃতের</u>	আমার পরম ভাব তাহারা না জানে,
<u>ধারণা</u>	বিভূতির ভাবে মম পূর্ণ ব্রহ্ম মানে। ১১।
<u>আশুরিক</u>	তাহারা রাক্ষস আর অশুরের মত
<u>জ্ঞান বুদ্ধি</u>	হিংসা ঘেষ কাম ক্রোধে মগ্ন অবিরত।
<u>কর্ম এবং</u>	মোহঘোরে অভিভূত জ্ঞানবুদ্ধিহারা,
<u>উপাসনা</u>	অস্ত্রে ভজি বৃথা সূখ ইচ্ছা করে তা'রা,
	বৃথা করে বহুবিধ কর্ম অনুষ্ঠান,
	কুতর্ক-আশ্রিত মিথ্যা তাহাদের জ্ঞান।
	অশন, বসন, পান, হিংসা, পরধনে
	মজিয়া, আমারে ঘৃণা করে মৃতগণে। ১২।

মহাশ্বান স্তু মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিম্ আশ্রিতাঃ ।

ভক্তশ্বানন্যমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিম্ অব্যয়ম্ ॥১৩॥

সততং কীর্তয়ন্তো মাং যতন্তুশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ ।

নমন্তুশ্চ শ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে ॥১৪॥

হু—কিস্ত! হে পার্থ, দৈবীং প্রকৃতিম্ আশ্রিতাঃ মহাশ্বানঃ—দৈবী-
প্রকৃতিক মহাশ্বারা (১৬ অঃ ১—৩ দেখ)। মাং ভূতাদিম্ অব্যয়ম্ জ্ঞাত্বা—
আমাকে সর্ব ভূতের আদি, জগৎকারণ ও নিত্য জানিয়া। অনন্তমনসঃ
ভক্তিশ্চ—অনন্ত চিন্তে আমার ভজন করিবে। ১৩।

ঐ দৈবী-প্রকৃতি মহাশ্বগণের সাধনা হই তাবের;—ভক্তিযোগে ও
জ্ঞানযোগে। ১৪ শ্লোকে ভক্তিযোগে সাধনা ও ১৫ শ্লোকে জ্ঞানযোগে
সাধনা বিবৃত হইয়াছে।

জ্ঞাত্বা সততং—সর্বদা। মাং কীর্তয়ন্তঃ—মধিস্বয়ক আলাপ করতঃ।
যতন্তুঃ দৃঢ়ব্রতাঃ চ—যত্নশীল ও দৃঢ়ব্রত হইয়া। ভক্ত্যা নমন্তুঃ চ—ভক্তি-
পূস্বক নমস্কার করিয়া। নিত্যযুক্তাঃ—সর্বদা যুক্ত চিন্তে। মাম্ উপাসতে।

কিস্ত সেহে মহাশ্বারা, যাদের অন্তর
দৈব স্বপ্নে বিভূষিত, কুরুবংশধর,
জগৎকারণ আমি, আমি হে, অব্যয়,
জানিয়া আমারে তজ্ঞে অনন্ত-মনসঃ। ১৩।
হই তাবে করে তা'রা ভজন আমার,
ভক্তিযোগে কেহ, কেহ জ্ঞানযোগে আর।
সুদৃঢ় যতনে কেহ, কোরব-নন্দন,
সতত আমার তব্ব করে আলাপন,
নমস্কার করে নিত্য সততি অন্তরে,
সদা যোগযুক্ত চিন্তে মম সেবা করে। ১৪।

জ্ঞানযজ্ঞেন চাপ্যন্যে যজন্তো মাম্ উপাসতে ।

একত্বেন পৃথক্তে ন বহুধা বিশ্বতোমুখম্ ॥১৫॥

আমাকে—হৃদিস্থিত আত্মারূপী আমাকে (৭২), শ্রীকৃষ্ণরূপী আমাকে (রামা, বল) । অর্থাৎ অদ্বৈতবাদ মতে, ইহা পরমাত্মা পরব্রহ্মের উপাসনা ; আর বৈষ্ণবাচার্য্যগণের মতে, ইহা শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা । এখানে কথা এই যে, শ্রীকৃষ্ণ মানুষী তনুতেই আপনাকে ঈশ্বর বলিয়া সেই ঈশ্বর-তত্ত্ব ও তাঁহার উপাসনা ৭—১৫ অধ্যায়ে বলিয়াছেন । তিনি আপনাকে অব্যয়, ভূতাদি (৯।১২) ভূতমহেশ্বর (৯।১১) বলিয়াছেন, সাধিত্ব সাধিদৈব সাধিযজ্ঞ ভগবান্ (৭।৩০) বলিয়াছেন ; আবার তিনি সর্বভূতা-শরন্থিত আত্মা (১০।২০) । অক্ষর ভাবই তাঁহার পরম স্বরূপ (৮।১১) । সুতরাং যিনি অক্ষর ব্রহ্ম, তিনিই ভগবান্, তিনিই হৃদয়স্থ আত্মা এবং তিনিই আপনার মায়ামুক্তিযোগে মানুষী তনুতে অবতীর্ণ শ্রীকৃষ্ণ (৪।৬) । পূর্বোক্তরূপ প্রভেদ করনা কেবল ভিত্তিহীন সাম্প্রদায়িক গণ্ডগোল মাত্র । ১৪ ।

দেখি বাসুদেবময় সমগ্র জগৎ

জ্ঞানযোগে জ্ঞানযজ্ঞে পূজে অস্তে, জানী যে মহৎ ।

উপাসনা বহু বহু ভাবে করে মম উপাসনা,
কেহ করে জীব ব্রহ্মে অভেদ ভাবনা ;
জীবেশ্বর পরম্পর ভিন্ন কেহ ভাবে,
প্রভুজ্ঞানে ভগবানে সেবে দাসভাবে,
সর্বময় আমারে, হে, কেহ বা আবার
সেবে হরি-হর আদি কত ভাবে আর ;
বিশ্বরূপী আমারে হে, বিশেষ এই ভাবে,
অভেদ বা ভিন্ন ভাবে সেবে বহু ভাবে । ১৫ ।

অহং ক্রতু রহং যজ্ঞঃ স্বধাহম্ অহম্ ঔষধম্ ।

মদ্রোহিম্ অহম্ এবাজ্যম্ অহং অগ্নি রহং হৃতম্ ॥১৬॥

অন্তে অপি চ জ্ঞানবজ্জন যজ্ঞঃ মাম্ উপাসতে । “সমস্তই বাহুদেব” এই জ্ঞানে অবহিত হইয়া যে ভজনা, তাহা জ্ঞানযজ্ঞ (শ্রী) । তন্মধ্যে কেচিৎ একঘেন—জীব ও ঈশ্বর অভেদ জ্ঞানে, অদ্বৈত ভাবে । কেচিৎ পৃথক্—ঈশ্বর উপাস্ত শ্রুত, জীব উপাসক দাস ; ঈশ্বর এক বস্তু, জীব অত্র বস্তু, ইত্যাদি রূপ পৃথক্ জ্ঞানে দ্বৈত ভাবে । আবার কেচিৎ বিশ্বতোমুখং মাং বহুধা উপাসতে । বিশ্বতোমুখ—সর্বাঙ্গক, বিশ্বরূপ । জগতের যেখানে বাহা কিছু প্রত্যক্ষ করি, চিন্তা করি, ধারণা করি, সেই সমুদায়ই তাঁহার প্রকাশ, এই জ্ঞানে ভজনা করে । ১৫ ।

অনন্তর যে ভাবে তগবান্ বিশ্বে সর্বময় এবং এই জগতের সহিত ও জীবের সহিত তাঁহার যে সম্বন্ধ এবং সেই সম্বন্ধ হইতে কিরূপে তাঁহার ধারণা করিয়া পূর্বোক্ত সাধুগণ উপাসনা করেন, ১৬—১৯ শ্লোকে তাঁহার সেই উপাস্ত ভাব ও রূপ সকল সবিশেষ বর্ণিতছেন ।

• অহং ক্রতুঃ—অগ্নিষ্টোমাদি বৈদিক যজ্ঞ আমি ; ইত্যাদি । যজ্ঞ—যার্ত্ত পক্ষ যজ্ঞ (৩৯) । স্বধা—পিতৃগণের উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধাদি । ঔষধ—ভেষজ,

দৈবী বুদ্ধিবৃত্ত, পার্থ সেই সাধুগণ

সংসারে সর্বত্র করে আমাকে দর্শন ।

আমি ক্রতু,—অগ্নিষ্টোম আদি শ্রোত কৰ্ম্ম ;

আমি ঋষিদজ্ঞ আদি স্মৃতিসিদ্ধ ধৰ্ম্ম ;

ঈশ্বরের

পিতৃভক্য স্বধা আমি ; আমিই ঔষধি ;

সর্বময়

আমিই জীবের অন্ন, খাদ্যাদি ঔষধি ;

মন্ত্রবাক্য আমি, আমি যজ্ঞ-হত্যাশন ;

আমি হবিঃ, আমি হোম, তরুণ-নন্দন ! ১৬ ।

পিতাহম্ অশ্রু জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ ।

বেদ্যং পবিত্রম্ ওঙ্কার ঋক্ সাম যজু রেব চ ॥১৭॥

অথবা ওষধি হইতে উৎপন্ন অন্ন (ত্রী)। মন্ত্র—যাহা মনন, অর্থাৎ বিষয়-
চিন্তা হইতে ত্রাণ করে, যাহার অনুধ্যানে মন অনুচিত বিষয় ত্যাগ
করিয়া নির্দিষ্ট যোগ্য বিষয়ে একাগ্র হয়। আজ্য—স্বত। হত—হোম।
আমিই ঐ সকল ভাবে ও প্রকারে প্রকাশিত।

ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবিঃ ইত্যাদি বাক্য (৪।৫) ভগবান্ ব্রহ্মজ্ঞানিগণের
সহক্ষে যে উপদেশ দিয়াছেন, এখানেও সেই জ্ঞানযুক্ত উপদিষ্ট হইল। ১৬

অহম্ অশ্রু জগতঃ পিতা—জননিতা, নিমিত্ত কারণ, ঈশ্বর। মাতা—
উপাদান কারণ, পরমা প্রকৃতি। ধাতা—কর্মফল-বিধাতা (Providence.)
পিতামহঃ—কারণের কারণ, ব্যক্তাব্যক্তের অতীত পরম অক্ষর ব্রহ্ম। বেদ্যং
—জানিবার বস্তু; জীব যাহা কিছু জানিতেছে তদ্বারা সে আমাকেই
জানিতেছে; ৭।৮—১২; ১০।২০—৪২ দ্রষ্টব্য। পবিত্রং—পবিত্রকারী।
ওঙ্কারঃ—৮.১৩ টীকা দেখ। ঋক্—ছন্দোযুক্ত মন্ত্র। তাহাই গানের উপযোগী
হইলে সাম। আর যে মন্ত্র ছন্দোবিহীন ও গানের অনুপযোগী তাহা যজুঃ
(মধু)। সর্ব বেদের সারভূত বস্তু আমি। ১৭।

	পরম ঈশ্বররূপে আমি বিশ্বপিতা,
	পরমা প্রকৃতিরূপে আমি তার মাতা ;
<u>ঈশ্বরের</u>	পরম অক্ষররূপে পিতামহ আমি,
<u>বিবিধ</u>	জগৎ-বিধাতারূপে হই অন্তর্ধামী
<u>উপাস্ত</u>	যাহা জানে জীব, তাহে জানে সে আমারে ;
<u>ভাব ও রূপ</u>	যা কিছু পবিত্রকর, আমি তা' সংসারে ;
	সর্ববেদ-বীজমন্ত্র আমি হে, ওঙ্কার ;
	ঋক্ সাম যজুর্বেদে আমি মাত্র সার। ১৭।

গতিভর্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সূত্রং ।

প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজম্ অব্যয়ম্ ॥১৮॥

পুনশ্চ । গতিঃ—উপাসনাদি কর্মের দ্বারা যাহাতে গমন করা যায় অর্থাৎ কর্মফল (৭৭) । ভর্তা—পোষণকর্তা । প্রভুঃ—নিয়ন্তা । সাক্ষী—দৃঢ়বিশিষ্ট দ্রষ্টা । নিবাসঃ—বাসস্থান (৭৭, রামা) বা ভোগস্থান (শ্রী, মধু) । শরণং—রক্ষক । সূত্রং—বিনা কারণে হিষ্টেতব্য । প্রভবঃ—সৃষ্টি-কর্তা । প্রলয়ঃ—সংহর্তা । স্থানং—যাহাতে স্থিতি করে, আধার । নিধানং—প্রাণিগণের বর্তমানের ভোগের অনুপযোগী বিষয় ভবিষ্যতে ভোগের জন্য যাহাতে নিহিত, সঞ্চিত থাকে (গিরি) । অব্যয়ং বীজং—অনাদি অনন্ত কারণ ; যে কারণ-পরম্পরার আশ্রয় নাই । ১৮ ।

কর্ম, জ্ঞান, পূজা, দান, তপস্বী, ভক্তি,
যে ফল ইত্যাদি কর্মে, আমি সেই গতি ;
উপরে আমি ভর্তা—করি আমি সকলে পোষণ ;
জগতে আমি প্রভু—করি আমি সকলে শাসন ;
জীবনে সম্বন্ধ আমি সাক্ষী—সর্ব কর্ম দেখি সবার ;
শরণ—রক্ষক আমি ; সূত্রং সবার ;
নিবাস—ভোগের স্থান জানিবে আমারে ;
সৃষ্টি ও সংহারকর্তা আমিই সংসারে ;
আমি স্থান—সমস্ত আমাতে অবস্থিত ;
জীবের ভবিষ্য ভোগ্য আমাতে সঞ্চিত ;
যা' কিছু সংসারে আছে জড় বা চেতন,
আমি তার অনাদি ও অনন্ত কারণ । ১৮ ।

তপাম্যাহম্ অহং বর্ষং নিগৃহ্যাম্যুৎসৃজামি চ ।

অমৃতকৈব মৃত্যুশ্চ সদ্ অসচ্চাহম্ অভ্জুনঃ ॥১৯॥

অহং তপামি—দ্ব্যলোকে আদিত্যরূপে, অন্তরীক্ষে বিদ্যারূপে ও পৃথিবীতে অগ্নিরূপে উত্তাপ প্রদান করি । বর্ষং—বৃষ্টি অর্থাৎ জল । নিগৃহ্যামি—আকর্ষণ করি । উৎসৃজামি—বর্ষণ করি । অমৃতং—জীবন । মৃত্যু—নাশ । সৎ অসৎ—যে বস্তু যাহার কারণ, তাহাই তাহার সম্বন্ধে সৎ এবং সেই কার্য্য বস্তু অসৎ (৭৭) । সকল অবস্থাতেই ঈশ্বরই সৎ বা অসৎরূপে বর্তমান (রামা) । অথবা সৎ, স্থূল দৃষ্টবস্তু manifest এবং অসৎ, সূক্ষ্ম অদৃষ্ট বস্তু unmanifest.

১৬ হইতে ১৯ শ্লোকে ভগবান্ আপনার বিবিধ ভাব আপনি বিবৃত

জড় বা চেতন যত,—আমিই সবার
অন্তরে বাহিরে করি উত্তাপ-সঞ্চার ;
আমি করি ধরা হ'তে বারি আকর্ষণ ;
পুনরায় আমি তার করি বরিষণ ;
আমিই অমৃত যাহা জীবের জীবন ;
আমিই সে মৃত্যু যাহে নষ্ট জীবগণ ;
আমি সৎ সর্বত্রই কারণ স্বরূপে ;
আমিই অসৎ বস্তু পুনঃ কার্য্যরূপে ;
আমি যত স্থূল বস্তু—ইন্দ্রিয়গোচর ;
সূক্ষ্ম বস্তু আমিই ইন্দ্রিয়-অগোচর ;
সদসৎ বহু ভাব নাম রূপ ধরি
সর্ব ভূতে একমাত্র আমি স্থিতি করি ।
এ পরম তত্ত্ব মম জানিয়া অন্তরে,
অনন্ত হৃদয়ে জানী মম সেবা করে । ১৯ ।

করিলেন। তিনি কেবল এই জগতের অব্যয় বীজ, অনাদি অনন্ত কারণ নহেন; তিনি কেবল ইহার প্রভু, প্রলয়, স্থান ও নিধান নহেন অথবা হৃদিস্থিত সাক্ষী ও প্রভু নহেন; পরন্তু তাঁহার সহিত আমাদের সম্বন্ধ আরও আনন্দময়, মধুময়। তিনিই আমাদের পিতা, মাতা, খাতা, ভর্তা, স্নহৎ, শরণ ও গতি।

তিনি সৃষ্টি-স্থিতি-লয়স্থান, তিনি শব্দব্রহ্ম বেদ, তিনি মূল শব্দ ওঙ্কার, তিনিই তেজঃ, তিনি অমৃত ইত্যাদি জানিয়া জ্ঞানী জ্ঞানযোগে তাঁহার সেবা করে। বড় দর্শন তাঁহার এই ভাবেরই সন্ধান করিতেছে। আর তিনিই আমাদের পিতা, মাতা, প্রভু, স্নহৎ, ভর্তা ইত্যাদি জানিয়া ভক্ত-পুত্রভাবে, পিতৃভাবে, মাতৃভাবে, দাসভাবে, সখ্যভাবে, বাৎসল্যভাবে বা কান্তভাবে তাঁহার ভজনা করে। ইহারই নাম ভাবসম্বন্ধিত ভজনা (১০৮) বা ভক্তিযোগে ভজনা। ইহারই নাম প্রেমের সাধনা।

এই সাধনার ভগবান্ প্রত্যক্ষ দেবতা। সুখে ইহার আচরণ করা যায় এবং ইহার ফল অক্ষয়। এই অধ্যায়ে প্রত্যক্ষ দেবতার সূখময় উপাসনার উপদেশ দিবেন বলিয়াই ভগবান্ অধ্যায়-প্রারম্ভে বলিয়াছেন যে, এইবার আমি তোমাকে প্রত্যক্ষাবগম্য পবিত্র সূখসাধ্য অব্যয় যোগ বা রাজবিজ্ঞার কথা বলিব। ৭।১২ শ্লোকের টীকা এখানে দ্রষ্টব্য।

পরিবারের মধ্যে থাকিয়া পিতা মাতা প্রভৃতি গুরুজনে ভক্তি, পতি-পত্নীতে প্রেম, সন্তানে মেহ ইত্যাদি বৃত্তির বিকাশ হয়। ভগবানের আনন্দ-ময় স্বরূপ আমাদের চিত্তে প্রতিষ্ঠাসিত আছে বলিয়াই আমরা পিতামাতার মেহে, সন্তানের ভক্তিতে, দম্পতির প্রেমে, স্নহদের ভালবাসার, শিশুর সরলতার, প্রভুর কৃপার, আনন্দ বা রস অনুভব করি। এই সকল বৃত্তির বধোপযুক্ত অনুশীলন পরিপুষ্টি ও সম্প্রসারণের দ্বারা বধন তাহাদের কোন একটীও দীর্ঘরাতিমুখিনী হয়—সর্বকারণ ভগবান্কে পিতা, মাতা, প্রভু, স্নহৎ, পতি প্রভৃতি ভাবের কোন ভাবে ভাবিতে পারি, তখন

ত্রেবিদ্যা মাং সোমপাঃ পুতপাপাঃ

যজ্ঞে রিচ্চু স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে ।

তে পুণ্যম্ আসাদ্য সুরেন্দ্রলোকম্

অশস্তি দিব্যান্ দিবি দেবভোগান্ ॥২০॥

ভক্তিযোগে সাধনা হয় । এই ভাবসম্বিত ভক্তনার দৃষ্টান্ত শ্রীভাগবতে নন্দযশোদার পুত্রভাবে, অকুরের প্রভুভাবে, শ্রীদাম-সুদামের সখাভাবে এবং ব্রজগোপীর কাম্যভাবে বিস্তারিত হইয়াছে ।

এখানে বুঝিতে হইবে, যিনি দৈবী বুদ্ধিসম্পন্ন, যিনি পূর্বোক্ত ঈশ্বরতত্ত্ব সমগ্র জ্ঞাত হইয়াছেন, তিনি সেই জ্ঞানে স্থিত হইয়া জ্ঞানযোগেও ভক্তনা করিতে পারেন এবং ভক্তিযোগেও ভক্তনা করিতে পারেন বটে, কিন্তু সাধনাবলে যিনি সে জ্ঞানলাভ করিয়াছেন, তাঁহার নিম্নলিখিত সাত্ত্বিক চিত্তে যে ভগবানের কেবল চিৎ-স্বরূপ—জ্ঞানস্বরূপ প্রতিভাসিত হয়, অথবা কেবল আনন্দস্বরূপ—রসস্বরূপ প্রতিভাসিত হয়, তাহা নহে । পরন্তু সৎ-চিৎ-আনন্দময় ভগবানের সৎ-স্বরূপ, চিৎ-স্বরূপ ও আনন্দ-স্বরূপ—তিনই প্রতিভাসিত হয় । তাহা না হইলে ভগবান্কে “সমগ্র” জানা হয় না । অতএব পূর্বোক্ত মহাঋগণের যে ভক্তনা, তাহা শুদ্ধ জ্ঞানযোগ নহে, শুদ্ধ ভক্তিযোগ নহে, অথবা কেবল কৰ্মযোগও নহে । পরন্তু তাহা তিনেরই সমবার—পরম জ্ঞান-ভক্তি-কৰ্মযোগ । জ্ঞানের বাহা পরা নিষ্ঠা, ব্রহ্মজ্ঞান (১৮।৫০) তাহারই ফল ভগবানের পরা ভক্তি (১৮।৫৩) । জ্ঞানের বাহা পরম ভাব, তাহাই পরা ভক্তি । পরম জ্ঞান ও পরা ভক্তি এক হইয়া যায়, আর সেই জ্ঞানে জ্ঞানী ঈশ্বরার্থ কৰ্মে প্রবৃত্ত হয় । ১৯ ।

কিন্তু এই ভাবে পার্থ, না ভজি আমার

সকাম দৈব যজ্ঞ করে যারা ফল কামনার,

যজ্ঞের ফল বৈদিক কৰ্মের তত্ত্ব রত নরগণ

স্বর্গলাভ সকাম যজ্ঞতে করে আমার ভজন ।

তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং
 ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যালোকং বিশস্তি ।
 এবং ত্রয়োদশম্ অনুপ্রপন্ন
 গতগতং কামকামা লভন্তে ॥২১॥

যাহারা পূর্বোক্ত ভাবে ভগবান্কে না ভজিয়া স্বর্গাদি ফল-কামনায়
 দৈব যজ্ঞের পরোপাসনা করে (৪২৫) তাহাদের যজ্ঞ জ্ঞানযজ্ঞ নহে ;
 তাহাদের সাধনা জ্ঞান-ভক্তি-কর্মযোগ নহে । সংসারে তাহাদের জন্ম মৃত্যু-
 প্রবাহ অনিবার্য । ২০—২১ শ্লোকে তাহা বলিতেছেন ।

ত্রৈবিদ্যাঃ—ত্রি বিদ্যা,—ঋক্, যজুঃ ও সাম এই তিন বেদ ; তাহাদের
 সমাহার ত্রৈবিদ্য ; ইহা যাহারা জানে বা অধ্যয়ন করে তাহারা ত্রৈবিদ্যাঃ ;
 অর্থাৎ বেদত্রয়োক্ত কাম্যকর্মপরায়ণ ব্যক্তিগণ । অথর্ব বেদে যজ্ঞের
 ব্যবহার নাই । যজ্ঞঃ—সকাম যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা । মাম্ ইষ্ট্বা—আমাকে
 পূজা করিয়া । অথ দেবতারা আমারই রূপান্তর মাত্র, ইহা না জানিয়া
 ইষ্টাদি দেবভোগকে আনা হইতে পৃথক ভাবিয়া পূজা করে । বস্তুতঃ সে
 আমারই পূজা (ত্ৰী) । এবং যজ্ঞশেষে, সোমপাঃ—সোম পান করিয়া ।
 অরের বাহা সার, তাহাই সোম (১৫।১৩ দেখ) । তদ্বারা পুতপাপাঃ—
 নিষ্পাপ হইয়া, ৩১৩ দেখ । তাহারা স্বর্গতিং—স্বঃ, স্বর্গই গতি, অথবা
 স্বর্গ প্রতি গতি, স্বর্গগমন । আর্থযন্তে—প্রার্থনা করে । তে পুণ্যং
 পুণ্যফল-স্বরূপ । সুরেন্দ্রলোকম্ আসাত্ত—প্রাপ্ত হইয়া । দিবি—স্বর্গে ।
 দিব্যান্ দেবভোগান্ অশস্তি—দেবভোগ্য বস্তু সকল উপভোগ করে । ২০ ।

যজ্ঞসোমপানে হ'রে নিষ্পাপ-কদম্ব
 স্বর্গলোক যেতে তা'রা অভিলাষী হয় ।
 ইন্দ্রলোক লাভ করি সেই পুণ্যফলে
 ভোগ করে দেবভোগ তাহারা সকলে । ২০ ।

৩৫০ সংসারে পুনরাবর্তন—ভগবানের অনন্ত ভজনার ফল। [নবম

অনন্যা চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে ।

তেষাং নিত্য্যভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্ ॥২২॥

তে—স্বর্গকামিগণ। তৎ বিশালং স্বর্গলোকং ভুক্তা। পুণ্যে কীণে—
পুণ্য ক্ষয় হইলে। মর্ত্যালোকং বিশস্তি। এবম্প্রকারে, ত্রয়োদশম্ অনুগ্রহপরাঃ
—বেদত্রয়ের কৰ্ম্মতত্ত্ব আশ্রয় করিয়া। কামকামাঃ ভোগকামিগণ।
গতাগতং লভন্তে—বারংবার সংসারে যাতায়াত করে। ২১।

কিন্তু বাহারা অনন্তাঃ—আমাকে ভিন্ন অন্ত কিছু কামনা করেনা(ত্রী)।
তথাভূত যে ভক্তগণ মাং চিন্তয়ন্তঃ পর্য্যুপাসতে। নিত্য্যভিযুক্তানাং তেষাং
—আমাতে সৰ্ব্বদা যোগযুক্ত চিন্তা সেই মহাঅগণের। যোগক্ষেমম্ অহং
বহামি। অপ্রাপ্ত বস্তু প্রাপ্তির নাম যোগ আর প্রাপ্তবস্তু রক্ষার নাম
ক্ষেম। আমি তহুত্বের ভার বহন করি। আমি তাঁহাদের অপ্রাপ্ত বস্তুর
সংযোগ ও প্রাপ্ত বস্তুর রক্ষার বিধান করি।

<u>পরে</u>	সুবিশাল স্বর্গলোক ভুঞ্জি, ধনঞ্জয়,
<u>সংসারে</u>	আসে পুনঃ মর্ত্যালোকে, কৰ্ম্ম হ'লে কর।
<u>পুনরাগমন</u>	কাম্য কৰ্ম্মে রত হ'রে সংসার ভিতরে কামিগণ এই ভাবে যাতায়াত করে। ২১। আমি ভিন্ন নাহি অন্ত বাহার কামনা,
<u>ভক্তের</u>	অনন্ত মানসে করে আমার ভজনা,
<u>যোগক্ষেম</u>	আমাতেই যোগযুক্ত চিন্তা রহে যার,
<u>ঈশ্বর</u>	আমিই বহন করি যোগক্ষেম তার।
<u>বহন</u>	বাহা কিছু সে ভক্তের প্রয়োজন হয়,
<u>করেন</u>	করাই সংযোগ তার আমি সমুদয়; রক্ষার বিধান করি আমিই তাহার, এ ভাবে বহন করি যোগক্ষেম তার। ২২।

যে ইপ্যন্যদেবতা ভক্তা যজন্তে প্রকর্যাস্বিতাঃ ।

তে ইপি মাম্ এব কোন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্বকম্ ॥২৩॥

অহং হি সর্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভু রেব চ ।

ন তু মাম্ অভিজানন্তি তন্মেনাত শ্যাবন্তি তে ॥২৪॥

জ্ঞানাবতার শঙ্করও এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় আর আপনায় নিশ্চল জ্ঞানে নিশ্চল থাকিতে পারেন নাই; এখানে তিনিও ভক্তির স্রোতে তাসিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—“অস্তান্ত ভক্তগণেরও যোগ-ক্ষেম স্বয়ং ভগবান্‌ই বহন করেন। ইহা নিশ্চয়ই সত্য। তবে বিশেষ এই যে, অস্ত ভক্তগণ স্বার্থবশে স্বয়ং যোগক্ষেম কামনা করেন। কিন্তু অনন্তদর্শিগণ তাদৃশ স্বার্থবশে যোগক্ষেম কামনা করেন না। তাঁহারা জীবিতে বা মরণে আপনাকে লোভী করেন না। ভগবান্‌ই তাঁহাদের এক-মাত্র শরণ; অতএব ভগবান্‌ই তাঁহাদের যোগক্ষেম বহন করেন।” ২২।

কিন্তু যে বাহ্যরই পূজা করুক, আমাকে কেহই অতিক্রম করিতে পারে না। যে ভক্তাঃ প্রকর্যাস্বিতাঃ—প্রজ্ঞাবৃদ্ধ হইয়া। অন্যদেবতাঃ অপি যজন্তে—অন্যদেবতাকেও পূজা করে। তে অপি মাম্ এব অবিধিপূর্বকং যজন্তি—তাঁহারাও আমাকেই সেবা করে, কিন্তু সে সেবা বিধিপূর্বক হয় না। ২৩।

প্রজ্ঞাবৃদ্ধ হয়ে পার্থ, যদি ভক্তগণ

অন্ত দেবতারও পূজা করে আচরণ,

দেবতা-পূজাও তাহাও জানিবে তুমি মন পূজা হয়,

ঈশ্বরের পূজা অবিধি-পূর্বক কিন্তু তাহা, ধনঞ্জয় ২৩।

সর্ব যজ্ঞে আমি ভোক্তা—ইন্দ্রাদি দেবতা ;

সর্ব যজ্ঞে আমি প্রভু—যজ্ঞকলদাতা ;

তবে তাহা অন্তর্ভাব্যমিরূপে আমি সর্ব দেবতার,

অবিধি-পূর্বক এই তাবে বখাদধ না জানি আমার,

যাস্তি দেবত্রতা দেবান্ পিতৃন্ যাস্তি পিতৃত্রতাঃ ।

ভূতানি যাস্তি ভূতেজ্যা যাস্তি মদ্যাজিনোহপি মাম্ ॥২৫॥

অহং হি সৰ্ব্ব-বজ্ঞানাং ভোক্তা—আমিহে সৰ্ব্ব যজ্ঞে সেই সেই দেবতা-
রূপে ভোক্তা। এবং প্রভুঃ—স্বামী, ফলদাতা ; আমি অধিযজ্ঞ (৮৪) ।
তাহারা কিন্তু, তদ্বেন ন অভিজানন্তি—যথাবৎ ইহা জানে না। অতএব
চ্যবন্তি—চ্যুত হয়, সংসারে পতিত হয়।

জ্ঞানে বা অজ্ঞানে যে যাহাই করুক, তাহা ভগবানের সেবা। এই
ভাবে তাঁহার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া যাবতীয় কৰ্ম্ম করিতে হয়। যতদিন
তাহা না হয়, ততদিন কৰ্ম্ম অবিধি-পূৰ্ব্বক হইবে ; এবং ততদিন তাহা জন্ম-
মৃত্যুরূপ সংসার-গতির হেতু হইবে। অনেক সময় অনেক কার্য্যে আমাদের
ভ্রান্তি হইতে পারে। কিন্তু তা' হউক। যদি জ্ঞান, যে তিনিই ভ্রান্তিরূপে
আমাদের হৃদয়ে বিরাজিত, তাহা হইলে সেই ভ্রান্তি আর বৈশিষ্ট্য উৎপাদন
করিবে না। সকল কার্য্যই তাঁহার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া করা, সৰ্ব্বভাবে
সাহায্যে তাঁহার স্বেবা করা—ইহাই ভগবানের অভিমত সরল সহজ স্মৃথের
সাধনা। ২৭ শ্লোকে এ তত্ত্ব পূর্ণ পরিস্ফুট। ২৪।

কোন উপায়ই নিষ্ফল নয় ; তবে “যে জন ভজ্ঞে যে ভাবে, তারে
ভজ্ঞি সেই ভাবে” (৪।১১)। দেবত্রতাঃ—যাহারা দেবতাগণকে ঈশ্বরবোধে
পূজা করে। তাহারা দেবান্ যাস্তি—দেবলোক প্রাপ্ত হয়। যাহারা

ইন্দ্র, চন্দ্র, বসু আদি দেবতা নিকর,

চিন্তা করে আমা হ'তে তা'রা স্বতন্ত্র।

অবিধি-পূৰ্ব্বক তাই আমার ভজিয়া

আসে তা'রা পুনরায় সংসারে ফিরিয়া। ২৪।

কোন উপাসনা নয় নিষ্ফল সংসারে।

যে ভাবে যে ভজ্ঞে ভজ্ঞি সেই ভাবে তারে।

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি ।

তদ্ অহং ভক্ত্যুপহৃতম্ অশ্লামি প্রযতাত্মনঃ ॥ ২৬ ॥

পিতৃব্রতাঃ—মৃত পিতৃপিতামহাদিগণকে ঈশ্বরজ্ঞানে পূজা করে । তাহারা পিতৃন্ যাতি—পিতৃলোক লাভ করে । আর বাহারা ভূতভ্যঃ—ভূতগণকে ঈশ্বরবোধে পূজা করে । ইজ্যা—পূজা । তাহারা ভূতানি যাতি—ভূতলোক প্রাপ্ত হয় । ভূতগণ অন্তরীক্ষচারী সূক্ষ্ম শরীরী জীব । তাহাদের স্থান অন্তরীক্ষ । এই দেবাদি সমস্ত লোক অনিত্য । কিন্তু মন্যাজিনঃ—বাহারা আমাকে বজনা, পূজা করে । তাহারা মাং যাতি—আমাকে প্রাপ্ত হয় । ২৫।

আমার পূজায় বিশেষ উত্তোগ বা আয়াসের আবশ্যক নাই । ভক্ত্যা—ভক্তির সহিত । পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং (জল) । যঃ মে প্রযচ্ছতি—যে আমাকে অর্পণ করে । অহং প্রযতাত্মনঃ—সংযতচিত্ত ভক্তের । ভক্ত্যা উপহৃতং তৎ অশ্লামি—ভক্তিপূৰ্ব্বক সমর্পিত সেই বস্তু গ্রহণ করি । ২৬।

দেবগণে ঈশ্বর ভাবিয়া ভজে যারা,
নবর দেবতা-লোক লাভ করে তা'রা ।
পিতৃগণে পূজা করি পিতৃলোকে যায়,
ভূত প্রেতে পূজা করি ভূতলোক পায় ।
পূজা করে আমাকে যে অর্পিয়া হৃদয়,
আমার পরম ধামে তা'র গতি হয় । ২৫ ।

আমার পূজায় নাই আয়াস বিস্তর,
ভক্তি মায়ে তুই আমি, ওহে ভক্তবর ।

ঈশ্বরের

পূজা

ভক্তিতে

নিকাম নির্দল চিত্তে মম ভক্তগণ
বাহা করে ভক্তিতরে আমারে অর্পণ,—
পত্র, পুষ্প, ফল, জল,—যা' ইচ্ছা যাহার,
আমি লই সে সকল ভক্তি-উপহার । ২৬

যৎ করোষি যদ্ অশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ ।

যৎ তপন্তসি কোন্তেয় তৎ কুরুষ মদৰ্পণম্ ॥ ২৭ ॥

এমন কি আমার পূজার পত্র পুষ্পাদিরও প্রয়োজন নাই । যৎ কৰ্ম করোষি । যৎ জবাম্ অশ্নাসি—আহার কর । যৎ জুহোষি—যাগ বা হোম কর । যৎ দানং দদাসি । যৎ তপন্তসি । হে কোন্তেয় ! তৎ মদৰ্পণং কুরুষ—সেই সমস্ত আমার অৰ্পণ কর । তাহা হইলেই আমার পূজা হইবে, অন্য ব্যাপার আবশ্যক নহে । স্বকৰ্মণা তম্ অভ্যৰ্চ্য সিদ্ধিং বিদতি মানবঃ—১৮।৪৬ দেখ ।

সাধক রামপ্রসাদের নিম্নোক্ত গীতটী এই শ্লোকের প্রচুর টীকা ।

ওরে মন, ভজ কালী ইচ্ছা হর যে আচারে,

মুখে গুরুদত্ত মন্ত্র দিবানিশি জপ করে ।

শরনে কর প্রণাম জ্ঞান,

নিজার কর মাকে ধ্যান,

ও নগর ফিরে মনে কর, প্রদক্ষিণ শ্রামা মারে ।

যত তন কর্ণপুটে,

সবই মায়ের মন্ত্র বটে,

কালী পঞ্চাশৎ বর্ণময়ী বর্ণে বর্ণে নাম ধরে ।

কোতুকে রামপ্রসাদ রটে,

ব্রহ্মময়ী সর্ব ঘটে,

ও, আহার করে মনে কর আহতি দিই শ্রামা মারে ।

সর্ব কৰ্ম

অথবা হে প্রিয়তম ! করহ শ্রবণ,

ঐশ্বরে

পত্র পুষ্প ফল জলে কিবা প্রয়োজন ?

সমৰ্পণই

যাহা কিছু কৰ্ম কর, যা' কর ভোজন,

তাঁহার

যাহা কিছু যজ্ঞ তপ কর বা সাধন,

যথার্থ পূজা

যাহা কিছু কর দান, তাহা সমুদয়

আমার অৰ্পণ তুমি কর, ধনঞ্জয় !

না হও মুগ্ধ ভক্ত বিমূঢ় আমারে,—

কি কাজ আমার তরে পৃথক ব্যাপারে ? ২৭

অধ্যাপক ৮নৌলকৰ্ণ মজুমদার এই শ্লোকের মৰ্ম বিশদভাবে বুঝাইয়া-
ছেন যথা, ঈশ্বরকে যুহুৰ্ত্তের অন্ত ও বিশ্বত হইও না। তুমি যাহা কিছু
কৰ্ম কর, তাহা ঈশ্বরের কৰ্ম, একরূপ মনে করিলে আর চোখা, শঠতা,
প্রবঞ্চনা, স্বার্থপরতাদি হৃদয়ে স্থান পাইবে না। যাহা ভোজন করিতেছ,
তাঁহা তোমার হৃদয়স্থিত ঈশ্বরই ভোজন করিতেছেন, একরূপ ভাবিলে, কে
আর লোভীর দ্বার অপবিত্র, অহিতজনক নিকৃষ্ট দ্রব্য ভোজন করিতে
পারে ? যখন কাহাকেও কিছু দান করিবে, তখন মনে করিও যে ঈশ্বরকে
দান করিতেছি ; একরূপ মনে করিলে আর অশ্রদ্ধাপূৰ্ব্বক নিকৃষ্ট দ্রব্য দান
করিতে পারিবে না। যখন যাগ, তপ, হোমাদি করিবে, তখন মনে
করিবে যে, তোমার হৃদয়াদিষ্ঠিত ঈশ্বরই করিতেছেন, তাঁহা হইলে আর
নিষ্ঠুর ভক্তিপূৰ্ণ প্রতারণাপূর্ণ যাগাদিতে প্রবৃতি হইবে না। এইরূপে
যাহার সৰ্ব্বকৰ্মে নিজের কৰ্তৃত্বদৃষ্টি দূর হয়, তাঁহারই কৰ্ম ঈশ্বরে অর্পিত,
তাঁহার ঈশ্বরলাভ সন্নিকট। অন্ধ কবি মিল্টন্ এই ভাবেই ভক্তি-পরিপ্লুত
হৃদয়ে বলিতেছেন,—

All is, if I have grace to use it so,

As ever in my great Task Maker's eye.

এ শ্লোকের “তৎকুরুষ্ব মদৰ্পণম্”—সে সমুদায় আমাকে অর্পণ কর, এই
কৰ্ম সমৰ্পণই কৃষ্ণোক্ত সাধনার বিশেষ কথা। ইহার মৰ্ম পরিষ্কার করিয়া
না বুঝিলে গীতা বুঝা হয় না। কৃষ্ণাৰ্পণম্ অস্ত—একথা মুখে বলার কোন
ফল নাই। ইহা ভাবের কথা। জগৎময় ঈশ্বর দর্শন যেমন ভাবের
কথা, ঈশ্বরে কৰ্মসমৰ্পণও তাদৃশ ভাবের কথা। ব্যাপার এই,—আমার
কোন বস্তু যদি কাহাকেও অর্পণ করি, দান করি, তবে যে যুহুৰ্ত্তে দানপত্র
সম্পন্ন হইয়া যায়, তাহার পর যুহুৰ্ত্তে আর সে বস্তু আমার থাকে না,
অপরের হইয়া যায়। ঈশ্বরে কৰ্ম সমৰ্পণের মৰ্ম ও তত্ত্বপ। এই যে
আমার দেহ, আমার মন, আমার বুদ্ধি, আমার সামর্থ্য, আমার চেষ্টা

ইত্যাদিরূপ ধারণা রহিয়াছে, ঈশ্বরে কৰ্ম সমৰ্পিত হইলে সে ধারণা আর থাকিবে না। যখন ঠিক বুঝিতে পারিবে, যে “আমার দেহ মন” ইত্যাদি যে ধারণা রহিয়াছে, তাহা ভুল ; দেহ মন ইত্যাদি সব তাঁহার ; আমার ভিতর দিয়া যে সব চিন্তা যে কৰ্ম-চেষ্টা চলিতেছে, সে সবই তাঁহার—তখনই কৃষ্ণে কৰ্মার্পণ হইবে।

সংসারের বহু ঘাত-প্রতিঘাত যিনি সহ্য করিয়াছেন, তিনি বুঝিয়া থাকেন, যে সংসারের কোন কন্ঠেই আমাদের ঠিক ষোলআনা একতার নাই। সংসারে আমরা কলের পুতুলের মত চলিতেছি। অজ্ঞের অজ্ঞাত কি এক প্রেরণাবশে আমরা সৰ্বদা চলিতেছি—কেহই নিজের স্বাধীন ইচ্ছাবশে কোন কিছু করে না, করিতে পারে না। ভ্রামরন্ সৰ্বভূতানি (১৮।৬১) যতঃ প্রবৃতিঃ ভূতানাম্ (৮।৪৬) মন্তঃ সৰ্বং প্রবর্ততে (১০।৮), ইত্যাদি ব্যাক্যে ভগবান্ তাহাই বলিয়াছেন।

শ্লোকের মূল মন্ত এই,—তুমি যাহা করিতেছ তাহাই কর, যাহা খাইতেছ তাহাই খাও ; তোমার জীবনের ধারা যে ভাবে চলিতেছে, তাহাই চলুক ; বাহিরে কোন বিশেষ পরিবর্তনের আবশ্যক নাই। কেবল প্রাণে প্রাণে ভাবিও, ভাবিতে অভ্যাস করিও, প্রাণে প্রাণে জানিও, যে সে সব ব্যাপার তোমা হইতে হইতেছে না ; সমস্তই হইতেছে ঈশ্বর হইতে। ইহা জানিয়া সমুদায় তাঁহার উপর ফেলিয়া দাও, তৎ কুরুষ মদৰ্পণম্। ১২।৬-৮ শ্লোকেও এই কথা ভিন্ন ভাবে বলিয়াছেন। যথা স্থানে তাহার মন্ত বুঝিব।

ইহাই গীতার সূত্রের সাধনা। এই সাধনায় সকলের সমান অধিকার, সকলের সমান সুবিধা। ইহাতে অর্থের আবশ্যক নাই, শাস্ত্রজ্ঞানের আবশ্যক নাই, কোন ভালবাসার জিনিস ত্যাগ করিবার আবশ্যক নাই, কোন অ ভালবাসার জিনিস গ্রহণের আবশ্যক নাই। ইহাতে আবশ্যক কেবল দেখে যাওয়া, বুঝে যাওয়া, যে এ সবই তিনি—বাসুদেবঃ সৰ্বম্। সমুদায়

শুভাশুভফলৈ রেবং মোক্ষ্যসে কর্ত্তব্যবন্ধনৈঃ ।

সন্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা বিমুক্তো মাম্ উপৈশ্যসি ॥ ২৮ ॥

সমো হহং সর্বভূতেষু ন মে দ্বেষো হস্তি ন প্রিয়ঃ ।

যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্ ॥২৯॥

তাঁহা হইতে হইতেছে, মন্ত্ৰঃ সৰ্ব্বং প্রবর্ত্ততে। সৰ্ব্ব বিষয়কেই ব্রহ্মময় করিয়া লও, বিষয়ের মধ্যেই সৰ্ব্বনা ও সৰ্ব্বত্র চৈতন্যময়কে দর্শন করিতে করিতে তোমার অধিকারগত কর্ত্ত্ব্যে প্রবৃত্ত থাক। ভগবান্ ভগবান্ বলিয়া এখানে ওখানে ঘুরিও না। যাঁহাকে সৰ্ব্বদা পাইয়াই আছ, তাঁহাকে আবার কোথায় খুঁজিবে। দেখ তিনি তোমার অতি নিকটে, দেখ তিনি সৰ্ব্বময় । ২৭ ।

এবম্—এই ভাবে চলিলে। শুভাশুভফলৈঃ—শুভাশুভ ফলপ্রদ। কর্ত্তব্যবন্ধনৈঃ মোক্ষ্যসে। সন্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা—আমাতে কর্ত্তব্য সমর্পণরূপ যোগে যুক্ত হইলে। বিমুক্তঃ হইয়া। মাম্ উপৈশ্যসি। ২৮।

কেবল ভক্তগণই যে তাঁহার কৃপাভাজন, অন্ত্রে নয়; তাহা নহে। অহং সর্বভূতেষু সমঃ। মে দ্বেষঃ—অপ্রিয়। অপবা প্রিয়ঃ ন অস্তি। কিন্তু ভক্তির এমনই মতিমা যে, যে তু মাং ভক্ত্যা ভজন্তি—যাহারা আমাকে

এই ভাবে হে অজ্ঞান, হইবে মোচন

তানুশ

শুভাশুভ-ফলযুক্ত কর্ত্ত্ব্যের বন্ধন।

ভক্তনাম

আমায় অর্পণ তুমি কর সমুদায়,

ফল

ঘুটিবে সংসারপাশ, পাইবে আমার। ২৮।

ভক্তে বা অভক্তে মন ভিন্ন ভাব নাই,

ভক্তের

প্রিয় বা অপ্রিয় নাই সমান সবাই।

ভগবান্

তবে যে ভক্তিতে ভজে রহে সে আমাতে,

ভক্তিতে আকৃষ্ট রহি আমিও তাহাতে। ২৯।

অপি চেৎ সূহৃদাচারো ভজতে মাম্ অনন্যভাক্ ।

সাধু রেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ ॥ ৩০ ॥

ক্ৰিপ্ৰং ভবতি ধৰ্ম্মাত্মা শশ্চাস্তিঃ নিগচ্ছতি ।

কৌন্তেয় প্রতিজানৌহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি ॥ ৩১ ॥

ভক্তিতে ভজনা করে। তে ময়ি—তাহারা আমাতে থাকে। অহম্ অপি চ তেবু—আমিও সেই সকলে থাকি, ৬। ৩০ টীকা দেখ। ভক্ত ভগবান্কে চায়, তাঁহাকে পায় ; কিন্তু অভক্তে চাহে না, কাজেই তাহারা পায় না। ২৯।

অন্তের কি কথা? চেৎ যদি। সূহৃদাচারঃ অপি—অত্যন্ত কুৎসিৎকৰ্ম্মা লোকেও। অনন্যভাক্ মাং ভজতে আমাকে ভিন্ন অন্যকে ভজনা না করে। সঃ সাধুঃ এব মন্তব্যঃ—তাহাকে সাধুই জানিবে। সঃ হি সম্যক্ ব্যবসিতঃ—তাহার অধ্যবসায় ষথার্থ সাধু। ৩০।

হও না কেন ছুঁচাচার, তোমার ছুঁচাচারিতা তোমার এ সাধনা হইতে বঞ্চিত করিবে না। মানুষ সংসারে বিবিধ ভাবের ভজনা করে। দেব-বিজাদির ভজনা করে, প্রীতি ভক্তি আদি মহৎ ভাবের ভজনা করে, স্ত্রী পুত্র অর্থ নাম ষণাদির ভজনা করে, সুখ দুঃখ স্নেহ আসক্তি আদি শারীর

<u>ভক্ত</u>	অতিশয় কদাচারী যে জন সংসারে
<u>কদাচারী</u>	অনন্য ভক্তিতে যদি ভজে সে আমারে,
<u>হইলেও</u>	তাহাকেও সাধু বলি জানিবে নিশ্চয়,
<u>সাধু</u>	কারণ তাহার যত সাধু, ধনঞ্জয় ! ৩০।
<u>ভক্ত</u>	শীঘ্র ধৰ্ম্মশীল হয় ভক্ত সে আমার,
<u>কখন নষ্ট</u>	অচিরে শাস্ত লাভ হয় তার !
<u>হয় না</u>	জানিও কৌন্তেয় ! তুমি জানিও নিশ্চয়,
	কখনও আমার ভক্ত বিনষ্ট না হয়। ৩১।

মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যে হপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ ।

দ্বিরো বৈশ্ণা স্তথা শূদ্রা স্তে হপি যান্তি পরাং গতিম্ ॥৩২॥

ভাবের ভজনা করে । এই সমুদায় ভজনের ভাবকেই যদি তাঁহার ভাব-
রূপে বুঝিয়া লইয়া,—মন্ত এবেতি তান্ (৭।১২) জানিয়া ভজনা করিয়া
থাক, তবে তুমি সাধু হইয়া যাইবে যত বড় ছরাচারই হও না কেন, দস্ত
দর্পাদি যাবতীর আশ্রয় ভাব (১৬৪) তোমাতে থাকুক, যদি তাঁহার
দিকে মুখ ফিরাইয়া থাক, ঐ সকল আশ্রয়িক ভাবও তাঁহার ভাব বলিয়া
বুঝিয়া থাক, তবে তোমার ছরাচারিতা স্বয়ং নিবৃত্ত হইবে। কদাচারী
কিপ্রং—শীঘ্র । ধন্যাত্মা ভবতি । এবং শব্দং শাস্ত্রিং নিগচ্ছতি—নিত্য
শাস্তি লাভ করে। হে কোন্সেয় ! প্রতিজানীহি—প্রতিজ্ঞাত হও, নিশ্চয়-
রূপে জানিও। মে—আমার। ভক্তঃ ন যণশ্রুতি—বিনষ্ট হয় না। ৩১।

জাতিভেদ, কণ্ঠভেদ, স্ত্রীপুরুষভেদ, আমার কাছে নাই। এমন কি,
যে অপি পাপযোনয়ঃ স্যুঃ—পাপহেতু চণ্ডালাদি নীচকূলে যাচাদের জন্ম ।
স্তথা দ্বিরঃ বৈশ্ণাঃ শূদ্রাঃ । তে অপি মাং ব্যপাশ্রিত্য—আমাকে আশ্রয়
করিয়া । হি—নিশ্চয়ই । পরাং গতিং যান্তি ।

এই স্থানেই গীতোক্ত ভক্তিমার্গের মহত্ত্ব । বেদান্তের ব্রহ্মজ্ঞান মানব-
সমষ্টির অর্দ্ধাংশ নারী জাতিকে এবং শূদ্র জাতিকে পারে ঠেলিয়াছে ।
তাঁহাদের ব্রহ্মজ্ঞানে অধিকার নাই। ব্রহ্ম শূদ্রেতর পুরুষ জাতিরই

জাতিভেদ, কণ্ঠভেদ মম পাশে নাই,

স্ত্রীরের স্ত্রী পুরুষ ভেদ নাই, সমান সবাই ।

কাছে ছোট আমাকেই করে, পার্থ, আশ্রয় ব'হারা,

বড় নাই অন্ত্যজাতি নীচ-কূলে জন্মে যদি তা'রা,

নারী কিবা বৈশ্ণ কিবা শূদ্র যদি হয়,

তা'রাও পরমা গতি লভে হে, নিশ্চয় । ৩২ ।

কিং পুন ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যা ভক্ত্য রাজর্ষয় স্তথা ।

অনিত্যম্ অশুখম্ লোকম্ ইমং প্রাপ্য ভক্তস্য মাম্ ॥৩৩॥

মম্মনা ভব মম্বক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু ।

মাম্ এবৈশ্যসি যুক্তৈবম্ আত্মানং মৎপরায়ণঃ ॥৩৪॥

ইতি রাজবিদ্যা-রাজগুহ্য-যোগো নাম নবমোহধ্যায়ঃ ।

একচেটে। বেদান্তের বিদ্বান্গণের পক্ষে স্ত্রীলোককে স্পর্শ করা'ত দূরের কথা, দর্শন করিলেও, তাঁহাদের ধর্মচ্যুতি হয় অর্থাৎ স্বার্থহানি হয়। তাঁহারা বোধ হয়, মাতৃগর্ভ হইতে জন্ম লাভ করেন নাই, কিম্বা মাতৃ-বক্ষ-শ্নেহ-লীযুবে পরিপুষ্ট হয়েন নাই। অপি চ, তাঁহারা হয়ত' রমণী-প্রসঙ্গ বিনাই ভগবানের সৃষ্টি-প্রবাহ রক্ষা করিতে সমর্থ। প্রেমস্বরূপিণী ভক্তি কিন্তু সকলকেই কোলে তুলিয়া লয়। ৩২।

চণ্ডালাদিও যখন মুক্তি লাভ করে, তখন পুণ্যাঃ—পুণ্যকর্ম্মা। ব্রাহ্মণাঃ তথা ভক্তাঃ রাজর্ষয়ঃ। পুনঃ কিম্—ইহাদের কথা আর কি? তুমি'ত রাজর্ষি—রাজা হইয়াও ঋষি। অনিত্যম্ অশুখম্ ইমং লোকং প্রাপ্য মাং ভক্তস্য—অনিত্য এবং অশুখ অর্থাৎ দুঃখপূর্ণ সংসারে আসিয়া আমাকে ভজনা কর। ৩৩।

তুমি মম্মনা ভব—তোমার মন যে কোন বিষয়ের পশ্চাতেই ছুটুক না কেন, তুমি সেই সব বিষয়কেই আমার ভাব বলিয়া বুঝিও। মম্বক্তঃ ভব

পবিত্র ব্রাহ্মণ, ভক্ত রাজর্ষিগণ,

ইহাদের কথা, পার্থ, কি আর তখন?

অনিত্য সংসার এই শুখভূমি নয়,

এ সংসারে আগমন করি, ধনঞ্জয়!

বৃথা হে, সুখের আশা করি পরিহার,

রাজর্ষি তুমি, কর ভজনা আমার। ৩৩।

—যাহা কিছু তোমার ভক্তিপাত্র আছে সে সকলেতেই আমার বিশেষ প্রকাশ দৃষ্টি কর । মদ্যাজী হইয়া, মাম্ এব নমস্কর—তুমি যাহাকেই পূজা কর—ভজনা কর—নমস্কার কর, তুমি জানিও সে সমস্তই আমি ।
এবম্ আত্মানং যুক্তা—এইভাবে কার মন বুদ্ধি আমাতে যুক্ত রাখিয়া
মৎপরায়ণঃ হইলে মাম্ এব এম্বাসি । ৩৪ ।

নবম অধ্যায় শেষ হইল । এই অধ্যায় সপ্তম অধ্যায়োক্ত ঈশ্বরতত্ত্ব-
জ্ঞানেরই অনুরূপ । ইহাতে ভগবান নিজ অভিমত ও সাদর অনুমোদিত
সাধনতত্ত্বের উপদেশ দিয়াছেন । ইহাতে উপদিষ্ট বিষয় ;—জ্ঞানবিজ্ঞানযুক্ত
ভক্তিই রাজবিদ্যা (১—৩) ; ভগবানের পরম ভাব, যে ভাবে তিনি
জগতের সর্বাধার, সর্বব্যাপী, সর্বনিয়ন্তা ; তাঁহার সহিত জগতের ও
জীবের সম্বন্ধ এবং তাঁহার অধ্যক্ষতায় প্রকৃতি হইতে জগৎ-সৃষ্টি ও তাঁহাতে
লয় কিন্তু তিনি তাহাতে অলিপ্ত (৪—১০) ; আশ্রয়ভাবাপন্ন মূর্খরা সেই
পরম ভাব না বুঝিয়া তাঁহাকে অবজ্ঞা করে, তাহাদিগের কন্ম, জ্ঞান ও
আশা নিষ্ফল (১১—১২) ; তত্ত্ববিৎ মহাশয়গণের অদ্বৈতভাবে জ্ঞানযোগে
অথবা দ্বৈতভাবে ভক্তিযোগে সেবা (১৩—১৫) ; তাঁহার উপাস্ত ভাব ও
রূপ সকল (১৬—১৯) ; ভক্তের যোগক্ষেম ভগবান বহেন (২০) ; সাকাম
যজ্ঞের ফল স্বর্গভোগান্তে পুনর্জন্ম (২১) ; ভগবৎপূজায় ও অন্ত-

আমাতেই মন কর সমর্পণ,

ভক্ত হও পার্থ ! তুমি হে আমার,

ভক্তি করহ যজন আমারই উদ্দেশে,

সাধনার আমাকেই তুমি কর নমস্কার,

কল এই ভাবে তুমি একান্ত হৃদয়ে

আমাকেই করি পরম আশ্রয়,

তব কার মন আমার অর্পিয়া

আমাকেই পাবে, পাবে হে নিশ্চয় । ৩৪ ।

দেবতার পূজার ফলভেদ (২৩) ; স্মৃতির সাধনা—তীর্থাতে সর্ব কৰ্ম্মার্পণ (২৬—২৭) ; এবং তাহার ফল (২২, ২৮—৩৩) ; ভগবানের সেবায় শ্রী শূদ্রাদি সকলেরই সমান অধিকার (৩২) ; তাহার পরিণাম সকলের সমান সদ্গতি (২৯—৩৩) । তাহা অবলম্বন করিবার জন্ত অৰ্জুনের প্রতি আদেশ । (৩৪) ।

—*:*:*—

এ কেমন ধারা তোমার, হরি !

শুধু ভক্তে দাও চরণতরি ।

জ্ঞান-ভক্তিহীন “আশুতোষ” দীন

রবে কত দিন নরকে পড়ি ।

তুমি নির্বিকার স্মৃৎসব সবার

এ কথা বিশ্বাস কেমনে করি ?

যদি শুধু ভক্তে দাও চরণতরি ।

এ কেমন ধারা তোমার, হরি !

রাজবিজ্ঞা রাজগুহ-যোগ নামক নবম অধ্যায় সমাপ্ত ।

—

দশমোহিধ্যায়ঃ ।

বিভূতি-যোগঃ ।

শ্রীভগবান্ উবাচ ।

ভূয় এব মহাবাহো শৃণু মে পরমং বচঃ ।

যৎ তে হহং প্রীয়মাণায় বক্ষ্যামি হিতকাম্যয়া ॥১॥

ইন্দ্রিয়ের দ্বারে দ্বার বাহিরেতে মন

তথাপি সর্বত্র হর ঈশ্বর-দর্শন,

ভক্তে বুঝাবার তরে কোশল তাহার

দশমে কহিল। নিজ বিভূতি-বিস্তার ।—শ্রীধর ।

সপ্তম অধ্যায় হইতে ভগবান্ ঈশ্বরতত্ত্ব ও যাদৃশ সাধনায় সেই তত্ত্ব সমগ্র-
ভাবে জানা যায়, তাহা বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন । ঈশ্বরের সহিত
জগতের সম্বন্ধ কি ? কিরূপে তিনি স্রষ্টা হইয়াও স্রষ্টা নহেন, পাতা হইয়াও
পাতা নহেন, সংহর্তা হইয়াও সংহর্তা নহেন, এবং কিরূপেই বা অনাদি কাল
হইতে সৃষ্টি-স্থিতি-লয় চলিয়া আসিতেছে, তাহা ৭৪—৭, ৮, ১৮—১৯ এবং
২৪—১০ শ্লোকে বলিয়াছেন । আর কিরূপে তিনি সর্বময়, তাহা

শ্রীভগবান্ কহিলেন ।

পুনর্বার

পুনরায় মহাবাহো ! করহ শ্রবণ

ঈশ্বরতত্ত্ব

পরমার্থ তত্ত্বযুক্ত আমার বচন ।

কথন

শ্রীত তুমি অতিশয় আমার কথার

তন বাহা কহি তব হিতকামনায় । ১ ।

ন মে বিদুঃ সুরগণাঃ প্রভবং ন মহর্ষয়ঃ ।

অহম্ আদি হি দেবানাং মহর্ষীণাঞ্চ সর্বশঃ ॥২॥

রসোহহমস্মু কোত্তেয় (৭।৮—১২) ময়া ততমিদং সর্বম্ (৯।৪) অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ (৯।১৬) প্রভৃতি বাক্যে সংক্ষেপে বলিয়াছেন । অনন্তর ভক্ত কি ভাবে চিন্তা করিয়া তাঁহার সেই সর্বময় ভাব উপলব্ধি করিতে পারে, এক্ষণে তাহাই সবিস্তারে বলিবেন । যে ভাবে বিভোর হইয়া ভক্তিমতী ব্রজবানী— “সখি ! কৃষ্ণময় সকল দেখি,” বলিয়াছিল, দশমে সেই তত্ত্ব পরিস্ফুট ।

হে মহাবাহো ! ঈশ্বরতত্ত্ব সম্বন্ধে যে কথা বলিতেছিলাম । ভূয়ঃ এব মে পরমং বচঃ শৃণু—পুনর্বার সেই পরমতত্ত্ব-প্রকাশক আমার বাক্য শ্রবণ কর । যৎ অহং প্রীয়মাণায় তে—প্রীতিযুক্ত তোমাকে । হিতকাম্যয়া—তোমার হিতেচ্ছায় । বক্ষ্যামি—বলিব । ১ ।

পূর্বেোক্ত পরম বচন কি, তাহা বলিতেছেন । মে প্রভবম্—আমার প্রভব ; প্র—উৎকৃষ্ট, ভব—প্রকাশ বা অভিব্যক্তি, manifestation. মূলতঃ অব্যক্ত, অপরিচ্ছিন্ন হইলেও নানা বিভূতির ভাবে, ব্যক্ত পরিচ্ছিন্ন

	অব্যক্ত অক্ষর বটে আমার স্বরূপ
<u>ভগবানের</u>	লীলায় কেমনে তবু ধরি ব্যক্ত রূপ,
<u>প্রভব</u>	জগৎ প্রপঞ্চরূপে অভিব্যক্ত হই,
<u>অজ্ঞেয়</u>	সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-কর্তা প্রভু হ’য়ে-রই,
	এই যে প্রভব মম কোরব-কুমার,
	সে তত্ত্ব জানে না দেব ঋষিগণ আর ।
	কারণ সে দেবগণ কিম্বা ঋষিগণ
	তাহাদের সর্বরূপে আমিহি কারণ ।
	তাহাদের জন্ম, জ্ঞান, ঐশ্বর্য্য-সঞ্চার,
	সমুদয় ধনজয়, কৃপায় আমার । ২ ।

যো মাম্ অজম্ অনাদিক্ বেত্তি লোকমহেশ্বরম্ ।

অসংমূঢ়ঃ স মর্ত্যেষু সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥৩॥

বুদ্ধি জ্ঞানম্ অসংমোহঃ ক্ষমা সত্যং দমঃ শমঃ ।

সুখং দুঃখং ভবো হভাবো ভয়কাভয়মেব চ ॥৪॥

রূপে আমার আবির্ভাব (শ্রী) । সুরগণাঃ মহর্ষয়ঃ চ ন বিদ্বঃ । নিগুণ নির্কি-
শেষ ব্রহ্ম কিরূপে (why and how) সগুণ, সবিশেষ হইয়া এই বিশ্বের
নিমিত্ত ও উপাদান কারণরূপে, জগৎ-প্রপঞ্চ রূপে, তাহার অন্তরালে
নিরন্তর রূপে, অস্তিত্ব কর্তৃক হইলে, তাহা দেবগণ ও ঋষিগণও জ্ঞানে ন।
সে তব্ব অজ্ঞেয় । ইহা তাঁহার প্রভব—ঐশী শক্তি । অহং দেবানাং মহর্ষীণাং
চ সকাশঃ আদি—দেবতা ও মহর্ষিগণের জন্ম, জ্ঞান, ঐশ্বর্যাদি যাহা কিছু,
আমিই সর্ব প্রকারে তাহার আদি, কারণ । ২ ।

যঃ অনাদিম্ (অতএব) অজং লোকমহেশ্বরং মাং বেত্তি, সঃ মর্ত্যেষু
অসংমূঢ়ঃ—তিনি মনুষ্যমধ্যে মোহবর্জিত । সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে—সর্ব
পাপ হইতে মুক্ত হইলে, ৭।২৮ দেখ । লোকমহেশ্বরঃ—ব্রহ্মাদি লোকেশ্বর-
গণের ঈশ্বর ; ১৩।২২ টীকা দেখ । ৩ ।

তিনি কিরূপে সর্বেশ্বর ও সর্বময় তাহা বলিতেছেন । বুদ্ধিঃ, জ্ঞানম্,

মম আদি নাট আদি আমিই সবার,
জন্ম নাই এই সংসার মাঝারে আমার,
লোকেশ্বর যত, আমি তাদের ঈশ্বর,
এ ভাবে আমারে জানে যে বা, নরবর !
মোহমুক্ত সেই জন মনুষ্য মাঝারে,
সর্ব পাপে মুক্ত হ'ন তিনি এ সংসারে । ৩
যে ভাবে জগৎ মাঝে আমি সর্বময়
সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ কহি, তুমি ধনজর !

অহিংসা সমতা তুষ্টি স্তপো দানং যশো হৃষ্যঃ ।

ভবন্তি ভাবা ভূতানাং মন্তু এব পৃথগ্ধিধাঃ ॥৫॥

অসংমোহঃ ইত্যাদি ভূতানাং পৃথগ্ধিধাঃ ভাবাঃ—জীবগণের মধ্যে যে সকল ভিন্ন ভিন্ন ভাব । সে সকল মন্তুঃ এব—আমা হইতেই হয় । ভগবানের অধিষ্ঠানে প্রকৃতিজ দেহে জীবভাব উৎপন্ন হয় (৭।৫) এবং দেহান্তবর্তী অন্তঃকরণে জ্ঞান বুদ্ধি আদির বিকাশ হয় । ভগবানই প্রকৃতিভাবে সে সকলের উপাদান আর অধিষ্ঠাতৃভাবে তাহাদের নিমিত্ত । হৃদিস্থিত ঈশ্বরেরই ভাব জীবের অন্তঃকরণের নানা স্তরের মধ্য দিয়া জ্ঞান, বুদ্ধি, স্মৃতি ইত্যাদি নানাতাবে প্রকাশ পায় ।

জ্ঞান—জ্ঞাতব্য বিষয় বুদ্ধিদ্বারা নিশ্চয়রূপে নির্ণীত হইলে অন্তঃকরণে তদ্বিশয়ে যে উপলব্ধি জন্মে, তাহার নাম জ্ঞান (৭।৭, মধু) । অত্যান্ত শব্দার্থ অনুবাদে জটিল ।

	“বুদ্ধি” হ’তে হয় চিন্তে পদার্থ-নিশ্চয়,
<u>মানসিক</u>	অন্তরে সে পদার্থের বোধে “জ্ঞান” কর,
<u>ভাবসমূহ</u>	কার্যকালে স্থির বুদ্ধি “অসংমোহ” জানি,
<u>ভগবান্</u>	শক্তিসত্ত্বে মার্জনায়ে “ক্ষমা” বলি মানি,
<u>হইতে</u>	অতীতে ও বর্তমানে ভবিষ্যতে আর
	অন্যথা যাহার নাই, সত্য নাম তার ;
	“দম” অনুচিত কর্ণে ইন্দ্রিয় দমন,
	“শম” কাম্য বস্তু হ’তে চিত্ত সংযমন,
	“স্মৃতি” অনুকূল ভাবে চিন্তের প্রসাদ,
	“হৃঃখ” প্রতিকূল ভাবে চিন্তে অপ্রসাদ,
	বস্তুর “উদ্ভব” আর “অভাব” তাহার,
	ইষ্টানিষ্টে “অভয়” বা “ভয়ের” সঞ্চার । ৪ ।

যদি এরূপ কেহ সন্দেহ করেন যে, হৃৎক, ভয়, অযশ প্রভৃতিও যখন স্বেচ্ছা হইতে, তখন তিনি মঙ্গলময় কিরূপে ? তাহার উত্তর এই যে, সংকর্মে সুখ যশ ইত্যাদি ও অসং কর্মে অসুখ অযশ ইত্যাদি,—মঙ্গলময় স্বেচ্ছার মঙ্গলময় বিধান । নতুবা জীব ইচ্ছিন্ন-সুখকর কর্ম হইতে কখনই নিবৃত্ত হইত না ।

এতদংশের অস্ত্র রূপও অর্থ হয় । সংসারে কোন বিষয়েই আমাদের নিরপেক্ষ জ্ঞান নাই ; কদাপি কোন একটা মাত্র বিষয়ের জ্ঞান লাভ হয় না । জ্ঞানলাভের জন্য অন্ততঃ দুইটি বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন বিষয় চাই । আলোকের সহিত তুলনায় অন্ধকারের, শৈত্যের সহিত তুলনায় উষ্ণতার, সরণের সহিত তুলনায় বক্রের জ্ঞান লাভ হয় । আলোক হইতে অন্ধকারে ও অন্ধকার হইতে আলোকে যাইলে তবে আলোক ও অন্ধকার বুঝিতে পারি । সংসারে অন্ধকার যদি না থাকিত, কেবল আলোকই থাকিত, তাত্ হইলে আমাদের আলোকের জ্ঞান জন্মিত না । এইরূপ অজ্ঞান হৃৎক ভয় অযশ আছে বলিয়াই, সুখ অশ্রু ও যশের মাধুর্য্য বুঝিতে পারি । সতের গৌরব দুঃখাইবার অস্ত্র অসতের প্রয়োজন । ৪—৫ ।

“অভিৎসা” স্বার্থের বশে না করা পীড়ন,

“সমতা” অগ্নির শ্রিয় সমান চিন্তন,

“তুষ্টি” যথালাভে নিত্য-তুষ্ট পাকা মনে,

“তপঃ” ভোগ সংযমন ধর্ম্মার্থ-সাধনে,

“দান” অন্তে নিজ বস্তু নিঃস্বার্থে অর্পণ,

হৃৎকর্মে “অযশ”, “যশ” সংকর্ম্মঘোষণ,

এই যে বিবিধ ভাব দেখ, ধনঞ্জয় !

সে সমস্ত জানিবে হে, আমি হ’তে হয় । ৫ ।

মহর্ষয়ঃ সপ্ত পূর্বে চত্বারো মনব স্তথা ।

মদ্ভাবা মানসা জাতা যেষাং লোক ইমাঃ প্রজাঃ ॥৬॥

এতাং বিভূতিং যোগঞ্চ মম যো বেত্তি তদ্বতঃ ।

সো হবিকম্পেন যোগেন যুজ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥৭॥

পূর্বে—পূর্বকালীন । সপ্ত মহর্ষয়ঃ তথা চত্বারঃ মনবঃ । ইহার। মদ্ভাবাঃ—আমার ভাব অর্থাৎ প্রভাব এ সকলে বর্তমান ; মৎপ্রভাব-সম্পন্ন (শ্রী) । মানসা জাতাঃ—আমার মানসজাত, সঙ্কল্প হইতে উৎপন্ন । ইহলোকে ইমাঃ প্রজাঃ—এই প্রজাগণ । যেষাং (সৃষ্টি) ।

সপ্তমহর্ষি—ভৃগু, মরীচি, অত্রি, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু ও বশিষ্ঠ ।
চত্বারঃ মনবঃ—১৪ জন মনুর মধ্যে ৪ জন ব্রহ্মার মানস পুত্র । অপরে বোধ হয় সাধনাবলে মনুষ্যরাধিপ হইয়াছিলেন । চণ্ডীতে প্রকাশ, অষ্টম মনু সাবর্ণি, দ্বিতীয় স্বারোচিষ মনুর সময় চৈত্র-বংশোদ্ভব সুরথ নামে রাজা ছিলেন ।—ব্রহ্মগোপাল । ৬ ।

যঃ মম এতাং বিভূতিং যোগং চ তদ্বতঃ বেত্তি । বিভূতি—বি, বিবিধ+

সপ্ত মহা ঋষি, মনু-চতুষ্টয় আর

পুরাকালে জনমিলা মানসে আমার ।

আমার প্রভাবে, পার্থ, প্রভাব তাঁদের,

এই যত প্রজাগণ সৃজন যাদের । ৬ ।

দেবতা, দানব, যক্ষ, রাক্ষস, কিন্নর,

খেচর, ভূচর, যত, আর জলচর,

বিভূতি ও শশাঙ্ক, তপন, তারা, আকাশ, অনল,

যোগশক্তি বায়ু, জল, ক্রিতি—মম বিভূতি সকল ।

জ্ঞানের অপিচ জীবের জ্ঞান, বুদ্ধি, আদি আর

ফল ভক্তি যা' কিছু,—সমস্ত পার্থ, বিভূতি আমার ।

অহং সর্বশ্চ প্রভবো মন্তঃ সর্বং প্রবর্ততে ।

ইতি মত্বা ভক্ত্যন্তে মাং বুধা ভাবসম্বন্ধিতাঃ ॥৮॥

ভূতি, উৎপত্তি । কোন বিশেষ সত্তারূপে, কোন বিশেষ ভাবরূপে ভগবানের যে অতিব্যক্তি, তাহাই তাঁহার বিভূতি, ১০।১৮ টীকা। যোগ—সংযোগ বা সমাবেশসামর্থ্য ; যৎপ্রভাবে ঈশ্বর হইতে জগতের বিকাশ, সেই পারমেশ্বরী শক্তি (গিরি) । এই বিভূতি এবং যোগশক্তিও যৎ যথা-যথ ভাবে জানে। সঃ অবিকল্পেন—নিশ্চয়ই। যোগেন বুঝাতে—আমাতে যোগযুক্ত, ভক্তিয়ুক্ত হয়। ৭।

কারণ, সেই বুধাঃ—জ্ঞানিগণ। অহং সর্বশ্চ প্রভবঃ—আমা হইতে সমস্ত উৎপন্ন। বাহা চইতে উৎপন্ন হয় তাহা প্রভব, উৎপত্তিস্থান। এবং মন্তঃ সর্বং প্রবর্ততে—আমা চইতেই সমস্ত প্রবর্তিত। সৃষ্টিস্থিতি-নাশ-স্থখ-দুঃখ-সঙ্কল জগৎ আমা হইতেই হয় এবং আমারই প্রেরণায় স্ব স্ব মৰ্য্যাদানুসারে কণ্ঠে নিগূঢ় (গিরি) ; আমি সর্বকর্তা সর্বপ্রেরক, ইতি মত্বা। ভাবসম্বন্ধিতাঃ মাং ভক্ত্যন্তে। তাঁহারা আপনাদের

এই মন্ত মম মন্ত বিভূতি-বিলাস

যে যোগশক্তিতে এই বিশ্বের বিকাশ,—

এই তত্ত্ব যথায়ণ জানে যে সংসারে

জটিল জগৎতত্ত্ব সে বুঝিতে পারে।

নিশ্চয় জানিও পার্থ, তাহার হৃদয়

একান্ত আমার প্রতি যোগযুক্ত হয়। ৭।

জ্ঞানীর

উৎপত্তিকারণ বিশেষ আমিই সবার,

ভাবসম্বন্ধিত

আমা হ'তে প্রবর্তিত সমগ্র সংসার,—

ভজন

আমার এ ভাব জানি সেই জ্ঞানিগণ

প্রীতিপ্রেমতরে করে আমার ভজন। ৮।

মচ্ছিত্তা মদগতপ্রাণা বোধয়ন্তুঃ পরম্পরম্।

কথয়ন্তুঃ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ ॥৯॥

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্।

দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মাম্ উপযাস্তি তে ॥১০॥

জ্ঞান, বুদ্ধি, অসংমোহ ইত্যাদি সমস্ত ভাবের মধ্যে ঈশ্বর দর্শন করিয়া এবং তাঁহাকেই পিতা, মাতা, গতি, ভর্তা, স্নহৎ প্রভৃতি জানিয়া (৯।১৭—১৯ দেখ) সেই সেই ভাবে ভজনা করেন। এই ভাবসম্বিত ভজনাই, বৈকুণ্ঠগণের রাগমার্গে ভজনা, প্রেমের সাধনা। ৮।

যাহারা মচ্ছিত্তাঃ—আমাতে অপিত-চিত্ত। চিত্ত—অনুসন্ধিৎসা বৃত্তি ; ৯।১৪ দেখ। এবং মদগতপ্রাণাঃ—যাহাদের প্রাণ অর্থাৎ চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয়গণ, অথবা প্রাণ—জীবন, আমাতে সমর্পিত (৭৭, শ্রী)। যাহারা সর্কাস্তঃকরণে ও সর্বেশ্বরে আমাকেই মাত্র চায়। যাহারা পরম্পরং বোধয়ন্তুঃ—বুঝাইয়া। মাং চ নিত্যং কথয়ন্তুঃ—এবং সতত মদ্বিষয়ক কথা কহিয়া। তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ—তুষ্টি এবং আনন্দ লাভ করে। ৯।

ভক্তের প্রতি সর্বেশ্বরে করে তা'রা আমাকে সন্ধান,

ভগবানের নিরন্তর আমাতেই সমর্পিত প্রাণ,

কৃপা মম কথা আলপন করে নিরন্তর,

বুঝাইয়া পরম্পরে কহে পরম্পর ;

পরম সন্তোষ লভে তা'তেই অন্তরে,

তাঁহাতেই নিরন্তর প্রীতি লাভ করে। ৯।

এ ভাবে আমাতে চিত্ত রাখি ভক্তিভরে

সদা যারা প্রীতিভরে মম সেবা করে,

আমি করি তা'দের সে বুদ্ধির উদয়,

যাহাতে আমাকে তা'রা পার, ধনঞ্জয় ! ১০

তেষাম্ এবানুকম্পার্থম্ অহম্ অজ্ঞানজং তমঃ ।

নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা ॥১১॥

সততযুক্তানাং—যাহাদের চিত্ত এইরূপে সতত আমাতে যুক্ত, নিবিষ্ট ।
প্রীতিপূৰ্ণকং ভক্ততাং—এবং যাহারা প্রীতির সহিত আমার ভজনা করেন ।
তেষাং তং বুদ্ধি-যোগং দদামি—তাহাদিগকে সেই বুদ্ধিসংযুক্ত, সেইরূপ
অবিচলা বুদ্ধি দিয়া থাকি । যেন তে মাম্ উপযাস্তি—যদ্বারা তাহারা
আমাকে প্রাপ্ত হইলেন । প্রীতির অর্থ—ভক্তি, প্রেম ও মেহ । প্রভুভাবে,
মাতৃভাবে ও পিতৃভাবে ভজনায় ভক্তির ; পতিভাবে, স্বহৃদ্যাবে বা সখিতাবে
ভজনায় প্রেমের ও পুত্রভাবে ভজনায় মেহের বিকাশ হয় । ১০ ।

কেবল তাহাই নহে, তেষাং প্রতি অনুকম্পার্থম্ এব—তাহাদিগকে
অনুগ্রহ করিবার জগুই । অহম্ আত্মভাবস্থঃ—তাহাদের অন্তরে অধিষ্ঠিত
হইয়া । ভাস্বতা জ্ঞানদীপেন—উজ্জ্বল জ্ঞানরূপ প্রদীপে । অজ্ঞানজং
তমঃ নাশয়ামি—অজ্ঞানজনিত ভ্রম নষ্ট করি ।

৭—১১ শ্লোকে ভক্তিব্যোগের গূঢ় রহস্য বিবৃত হইয়াছে । ভগবান্
কঠিনেন, যাহারা আমার বিতৃষ্ণিত ও যোগৈক্যগাত্ত্ব জ্ঞাত হয়, তাহারা
নিশ্চয়ই আমাতে যোগযুক্ত হইয়া থাকে এবং আমি সকলের মূল আনিয়া
অনুরাগের সহিত আমার ভজনা করে । মদগতপ্রাণ সেই ভক্তগণের
সাধনপথে আমিই সহায় চই । আমিই তাহাদিগকে সেই বুদ্ধিযোগ দিয়া
থাকি যাহাতে তাহারা আমাতে উপগত হয় । কেবল তাহাই নহে, আমি
অনুকম্পাপূৰ্ণক স্বয়ং তাহাদের জগরে অধিষ্ঠান করিয়া তাহাদের অজ্ঞান-

<u>ভগবান্</u> ই	সেই ভক্তগণে কৃপা করিবার তরে
<u>ভক্তকে</u>	অধিষ্ঠান করি আমি তা'দের অন্তরে,
<u>জ্ঞান দেন</u>	জ্ঞানের উজ্জ্বল দীপ করি প্রজলিত,
	অজ্ঞানের অন্ধকার করি তিরোহিত । ১১ ।

অর্জুন উবাচ ।

পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্ ।

পুরুষং শাস্বতং দিব্যম্ আদিদেবম্ অজং বিভূম্ ॥১২॥

আহুত্বাম্ ঋষয়ঃ সর্বৈ দেবযিনী'রদ স্তুথা ।

অসিতো দেবলো ব্যাসঃ স্বয়ংৈব ব্রবীষি মে ॥১৩॥

অক্ষকার নষ্ট করিয়া জ্ঞানস্বরূপ প্রকাশিত করি । ইহাই শ্রেষ্ঠ সাধন-মার্গ । এই মার্গে যে ভগবানের অনুকম্পা (Grace) লাভ হয়, যথামতি ভগবানে ভক্তি রাখিতে পারিলে, তাঁহার কৃপায় সমস্ত লাভ হয়, তাহা বেশ বুঝিতে পারি । জ্ঞানমার্গে এই অনুকম্পা লাভের কথা পাওয়া যায় না । ১১ ।

অর্জুন কহিলেন, ভবান্—আপনি । পরং ব্রহ্ম । পরং ধাম—সকলের পরম আশ্রয়স্বরূপ (শ্রী) । পরমং পবিত্রং—পাবন (শং) । সর্বৈ ঋষয়ঃ ঋ—আপনাকে । পুরুষং শাস্বতম্ ইত্যাদি আহঃ । যখন এ জগৎ থাকে না, সর্ব ভূতভাব কারণে লীন হইয়া যায়, তখন সর্বকারণ অক্ষর

অর্জুন কহিলেন ।

নিগুণ পরম ব্রহ্ম তুমি হে স্বয়ম্,

তুমিই সগুণ ব্রহ্ম পুরুষ পরম,

অর্জুনের

পরম আশ্রয় তুমি, পরম পাবন,

স্তুতি

তুমি দিব্য—স্ব প্রকাশ, তুমি সনাতন,

জন্মহীন তুমি, তুমি আদি সবার্কার,

বিভূ তুমি,—বিরাজিত ব্যাপিরা সংসার । ১২ ।

এইরূপে আপনাকে সমস্ত মহর্ষি,

অসিত, দেবল, ব্যাস, নারদ দেবর্ষি,—

সকলে বর্ণনা করে, তুমিও আপনি

আমার নিকট কক, কহিলে এমনি । ১৩ ।

সর্বম্ এতদ্ ঋতং যন্তো যন্মাং বদসি কেশব ।

ন হি তে ভগবন্ ব্যক্তিং বিদুর্দেবা ন দানবাঃ ॥১৪॥

স্বয়ম্ এবাত্মনাত্মানং বেথ ত্বং পুরুষোত্তম ।

ভূতভাবন ভূতেশ দেবদেব জগৎপতে ॥১৫॥

পরম ব্রহ্মই থাকেন । সেই যে অক্ষর তব, তাহা পরমেশ্বরেরই পরম স্বরূপ (৮।২১, ১৫।৬ দেখ) আর সৃষ্টিস্বক্রে, সগুণ ভাবে তিনি শাশ্বত দিব্য পুরুষ ; প্রথম পরিশিষ্টে দেখ । শাশ্বত—নিত্য । দিব্য—স্বপ্রকাশ (শ্রী) । আদিদেব—দেবগণের আদিভূত । অজ—জন্মহীন । বিভূ—সর্বব্যাপক । শেষ স্পষ্টে । ১২—১৩ ।

হে কেশব, যৎ মাং বদসি—যাহা আমাকে कहিলেন । এতৎ সর্বম্ ঋতং যন্তো—সে সমস্ত সত্য বলিয়া স্বীকার করি । তে ব্যক্তিং—আপনার প্রকাশ, আবির্ভাব । দেবাঃ দানবাঃ ন বিদুঃ । কিরূপে ভগবান্ অক্ষর কইয়াও জগৎকারণ, অব্যক্ত কইয়াও ব্যক্ত জগৎরূপে অভিব্যক্ত, নিগূর্ণ কইয়াও সগুণ ইত্যাদি তব আমাদের জ্ঞানের অতীত । অর্জুনও “ঋতং যন্তো” বলিয়া তাহা স্বীকার করিয়া গইলেন । ১৪ ।

হে পুরুষোত্তম ! ত্বং স্বয়ম্ এব আত্মনা আত্মানং বেথ—আপনিই

আমায় যা' কিছু তুমি कहিলে, কেশব ।

সত্য বলি অস্বীকার করি তে সে সব ।

ভগবান্ আবির্ভাব এই যে তোমার

জ্ঞানে না দানব কিবা দেবগণ আর । ১৪ ।

তুমি হে পুরুষোত্তম ! হে ভূতভাবন ।

হে ভূতেশ ! দেবদেব ! জগৎপালন !

আপনার জ্ঞানে তুমি জান আপনাকে

কি ছার মানব আমি জানিব তোমাকে । ১৫ ।

বক্তুম্ অহংশেষেণ দিব্যা আত্মবিভূতয়ঃ ।

যাতি বিভূতিভি লোকান্ ইমাং স্বং ব্যাপ্য তিষ্ঠসি ॥১৬॥

কথং বিজ্ঞাম্ অহং যোগিং স্বাং সদা পরিচিস্তয়ন্ ।

কেষু কেযু চ ভাবেষু চিস্ত্যাসি ভগবন্ ময়া ॥১৭॥

আপনাকে জানেন । হে ভূতভাবন—ভূতসমূহের উৎপাদক । ভূতেশ—
সর্ব ভূতের ঈশ, নিয়ন্তা । দেবদেব—দেবগণের দেব অর্থাৎ প্রকাশক ।
জগৎপতে—বিশ্বপালক (শ্রী) ! ১৫ ।

অতএব দিব্যাঃ আত্মবিভূতয়ঃ—অলৌকিক আপনার বিভূতি সকল ।
(দ্বিতীয়ার্থে প্রথম) । (স্বং) হি অশেষেণ বক্তুম্ অহংসি—আপনিই
সবিশেষ বলিতে পারেন । যাতিঃ বিভূতিভিঃ ইমান্ লোকান্ ব্যাপ্য—
যে সকল বিভূতির দ্বারা এই নিখিল বিশ্ব ব্যাপিয়া । স্বং তিষ্ঠসি । ১৬ ।

হে যোগিন্!—অদ্বুত যোগশক্তিশালিন্! যোগ ১০.৭ দেখ । সদা
কথং পরিচিস্তয়ন্—কি ভাবে সর্বদা চিন্তা করিয়া । অহং স্বাং বিজ্ঞাম্—
আমি আপনাকে জানিব । হে ভগবন্! কেযু কেযু চ ভাবেষু ময়া চিস্ত্যঃ
অসি—জগতের কি কি ভাবে, কোন্ কোন্ পদার্থে (শং, শ্রী) আপনি
আমার দ্বারা মনুষ্যের চিন্তনীয় হইবেন ? ১৭ ।

অর্জুনের

অতএব সবিশেষ বল, কৃপাময় !

প্রার্থনা

অলৌকিক তব ষত বিভূতিনিচয়,

যাহে ব্যাপি এ জগৎ কর অবস্থান ;—

তুমিই বলিতে তাহা-পার ভগবান্ । ১৬ ।

কি ভাবে তোমার চিন্তা করিয়া সতত

তোমার, হে যোগেশ্বর ! হব অবগত ।

কৃপা করি অতীতনে বল ভগবান্,

কি কি ভাবে প্রভু হে, করিব তব ধ্যান । ১৭ ।

বিস্তরেণাত্মনো যোগং বিভূতিঞ্চ জনাৰ্দ্দন ।

ভূয়ঃ কথয় তৃপ্তি ইহ শৃণ্বতো নাস্তি মে হম্মতম্ ॥১৮॥

হে জনাৰ্দ্দন ! আত্মনঃ যোগং বিভূতিং চ বিস্তরেণ ভূয়ঃ কথয়—পুনৰ্কার
সবিশেষ বলুন । ইহ—কারণ । আপনার বাক্যরূপ অমৃতং শৃণ্বতঃ—শ্রবণ
করিয়া । মে তৃপ্তিঃ নাস্তি ।

প্রভু হে ! কি কি ভাবে তোমার চিন্তা করিব, এই কথা বলিয়া
অৰ্জুন কহিলেন, আপনার বিভূতি ও যোগ পুনৰ্কার সবিস্তারে বলুন ।
সপ্তম এবং নবম অধ্যায়ে ও ১০ অঃ ১—৬ শ্লোকে ভগবানের বিভূতি ও
যোগের তত্ত্ব সংক্ষেপে ও সাধারণভাবে উপদিষ্ট হইয়াছে । ভগবান্ জলের
মধ্যে রস, চন্দ্র সূর্য্যের প্রভা (৭।৮) ইত্যাদি, তিনি সকলের প্রভাব, তাঁহা
হইতে সমুদ্রের অবস্থিত (১০।৮) ভূতগণের বুদ্ধি জ্ঞানাদি ভাবও তাঁহা
হইতে (১০।৪—৫) । ইহাই সংক্ষেপে ও সমষ্টিভাবে ভগবানের বিভূতি ও
যোগ । এক্ষণে অৰ্জুন সবিস্তারে তাহা শুনিতে চাহিতেছেন ।

চিন্ত বহিমুখী থাকিলেও অন্তরে ও বাহ্য জগতে ঈশ্বরতত্ত্ব ধারণা
করিবার কোশল এই বিভূতি-যোগে উপদিষ্ট হইয়াছে । বি+ভূ+ক্তিন্—
বিভূতি ; ভগবানের বিশেষ অভিব্যক্তি বা প্রকাশিত মূর্ত্তি । তিনি তাঁহার
এই বিশেষ অভিব্যক্ত মূর্ত্তিতেই আমাদের দোহর । ধ্যান করিতে হইলে মনকে
দোহর বিষয়ের আকারে আকারিত করিতে হয় ; স্মরণ্য দোহর বিষয়, বিশেষ
ব্যক্ত ভাববিশিষ্ট হওয়া আবশ্যক । নহিলে ধ্যান করা যায় না । পরম
ব্রহ্ম অবিজ্ঞেয় (১৩।১৬) ; এবং তাঁহার যে অব্যক্ত মূর্ত্তি তাঁহার ব্যক্ত

যোগৈশ্বর্য্য তব প্রভু ! বিভূতি যে আর

সবিস্তারে জনাৰ্দ্দন ! বল পুনৰ্কার ।

অমৃতস্বরূপই অহি তোমার বচন

শুনিয়া না তৃপ্ত হয় আমার শ্রবণ । ১৮ ।

মূর্তির বা এই ব্যক্ত জগতের আধার ও অন্তর্যামী, যাহা তাঁহার ঐশ্বর্যবোধ, তাহাও অবিজ্ঞেয় (৯৪—৫)। সুতরাং তাহাও আমাদের ধ্যেয় হইতে পারে না। অর্জুনও তাহা দেখিতে চাহেন নাই। এই ব্যক্ত জগতের যাহা সূক্ষ্ম রূপ, যাহা অর্জুন (একাদশ অধ্যায়ে) দেখিয়াছিলেন, তাহাও তাঁহার পক্ষে “হর্নিরীক্ষ্য” (১১।১৭) হইয়াছিল। তাহাও আমাদের ধ্যেয় হইতে পারে না। ব্যক্ত মূর্তিতেই তিনি ধ্যেয়। সেই ব্যক্ত মূর্তির কথাই বিভূতি-যোগে উপদিষ্ট হইয়াছে।

একশ্রেণী শ্রুতি-অনুসরণে এই বিভূতিতত্ত্ব আরও তলাইয়া বুঝিব। শ্রুতির উপদেশ “তৎ ঐকত বহুত্বাং প্রজ্ঞায়েয়” — ছান্দোগ্য ৬।২।৩। তিনি (ব্রহ্ম) সঙ্কল্প করিলেন, আমি বহু হইব ; এইরূপ কল্পনা করিয়া আপন প্রকৃতিতে অধিষ্ঠানপূর্বক, আপনারই সং-শক্তিবলে “নাম রূপ” দিয়া সেই কল্পনাকে সং-রূপে, নাম-রূপ-যুক্ত বাস্তব পদার্থে পরিণত করিলেন (ছান্দোগ্য, ৩।২ ৩)। এইরূপে ভগবদ্ভজানে সৃষ্টিসম্বন্ধে যে কল্পনা হয়, তিনি আপন প্রকৃতি হইতে উপকরণ লইয়া সেই আদর্শ কল্পনাকে “নাম রূপ” দিয়া সং পদার্থরূপে প্রকাশিত করেন।

কিন্তু প্রকৃতি সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণময়ী। এই তিনের স্বাভাবিক ধর্ম এই যে, তাহারা পরস্পর পরস্পরকে অভিভূত করে এবং সকল সময় সমান ভাবে থাকে না (সাংখ্যকারিকা ১২)। তজ্জন্ত তমঃ বা অপ্রকাশভাবে (১৪ ১৩) আবৃত থাকায়, যাহা সত্ত্ব বা প্রকাশ ভাব (১৪।৬), তাহা পদার্থ সকলে পূর্ণভাবে অভিব্যক্ত হয় না, সুতরাং সৃষ্টিসম্বন্ধে ভগবদ্ভজানে যাহা আদর্শ কল্পনা (ideals) তাহা পদার্থে বা ব্যক্তিতে আরই পূর্ণভাবে প্রকটিত হয় না। তজ্জন্ত মনুষ্যাদি এক এক জাতীর পদার্থ সকলের মধ্যে এবং বিভিন্ন বস্তুতে অসংখ্য প্রকারের ভেদ দৃষ্ট হয়। যেখানে ভগবানের আদর্শ যত অধিক প্রকাশিত, সেখানে তাঁহার বিভূতি বা বিশেষ বিকাশ ভাব, তত অধিক। সেখানে আমরা ভগবানের আবির্ভাব ধারণা

শ্রীভগবান্ উবাচ ।

হস্ত তে কথয়িষ্যামি দিব্যা হ্যাবিভূতয়ঃ ।

প্রাধান্যতঃ কুরুশ্রেষ্ঠ নাস্ত্যন্তো বিস্তরশ্চ মে ॥১৯॥

করি; তাহাকে দেবতা মনে করি। তজ্জন্তু আদিত্যের মধ্যে বিষ্ণু, মনুষ্যের মধ্যে রাজা, বৃক্ষের মধ্যে অশ্বখ ইত্যাদি আমাদের দেবতা।

আমাদের মধ্যে প্রচলিত সমস্ত উপাসনার মূল এই বিভূতিযোগে। ব্রহ্মজ্ঞানীর ওঙ্কারজপ, যোগীর আত্মধ্যান, গৃহস্থের রাম কৃষ্ণাদি অবতারগণের পূজা, বিধি বিষ্ণু আদি দেবগণের পূজা, সূর্য্য অগ্নি গঙ্গা অশ্বখাদি স্থাবরের পূজা, সমস্তই বিভূতির ভাবে ভগবানের পূজা। এই সকল বিভূতির মধ্য দিয়া ভগবৎ-লীলা ভাবনা করিতে করিতে ভাবের পরিপুষ্টি হইলে, ভগবৎ-রূপায় বিজ্ঞান সহিত ঈশ্বর-তত্ত্ব জ্ঞান লাভ হইতে পারে। ইহাই অদ্বয় ব্রহ্মজ্ঞানলাভের ভগবদ্রূপদিষ্ট উপায়।

কিন্তু এই বিভূতি যোগে বা গীতার অন্তর্ভুক্ত, শক্তি-উপাসনার স্বতন্ত্র উল্লেখ নাই; কারণ সে শক্তি ভগবানেরই পরা শক্তি। তাহা ভগবান্ হইতে পৃথক্ নহে, পরন্তু ব্রহ্মস্বরূপা, ব্রহ্মময়ী তারা। ১৮।

হস্ত—অনুকম্পাসূচক সম্বোধন। হে অর্জুন! দিব্যাঃ হ্যাবিভূতয়ঃ—আমার দিব্য বিভূতি সকল। প্রাধান্যতঃ হি—কয়েকটি প্রধান যাত্রা উল্লেখপূর্ব্বক। তে কথয়িষ্যামি—তোমাকে কহিব। মে বিস্তরশ্চ—আমার বিভূতি বিস্তারের। অন্তঃ নাস্তি।

শ্রীভগবান্ কহিলেন।

হস্ত প্রিয়তম! কহিব তোমার .

আমার যে দিব্য বিভূতিনিচয়;

কহিব কেবল প্রধান প্রধান,

সবিস্তারে তার শেষ নাহি হয়। ১৯।

অহম্ আত্মা গুড়াকেশ সৰ্বভূতাশয়স্থিতঃ ।

অহম্ আদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানাম্ অন্ত এব চ ॥২০॥

১৯ শ্লোক হইতে অধ্যায় শেষ পর্য্যন্ত, বিভূতিতত্ত্ব বুঝাইতেছেন । ইহা ভক্তের প্রতি কৃপাময় ভগবানের স্নেহ উপদেশ ; স্মরণ আশা করি, যুক্তিবাগিগণ অড় বিজ্ঞানের প্রমাণে এ তত্ত্বের সত্যতা-নির্ণয়ের জন্য ব্যস্ত হইবেন না । ১৯ ।

অতঃপর আয়ুর্বিভূতি সকল বলিতেছেন । অহং সৰ্বভূতাশয়স্থিতঃ আত্মা—আমি সৰ্ব ভূতের আশয়ে, অন্তরে অবস্থিত আত্মা (৭৭) । ভগবানের যাহা পরম স্বরূপ, পরম ভাব, তাহা ভূতস্থ নহে (২১৪) । তাঁহার যে আয়ুর্ভাব সৰ্বভূতাশয়স্থিত, তাহা তাঁহার “বিভূতি”—সৰ্ব ভূতমধ্যে তাঁহার “অভিব্যক্ত রূপ ।” যোগজ দৃষ্টিতে তাহা প্রত্যক্ষ হয় ।

অহং ভূতানাম্ আদিঃ চ, মধ্যং চ, অন্তঃ চ—আমি সৰ্ব ভূতের জন্ম, স্থিতি ও সংহারের কারণ । আমি হইতেই সমুদায় ভূতভাবে উৎপত্তি এবং আমাতেই তাহাদের স্থিতি ও বিলয় । ভূতগণের এই সৃষ্টি স্থিতি-লয়ের যাহা কারণ, তাহা আমার বিভূতি ।

স্বাবর জন্ম যাহা কিছু বস্তু আছে, সেই সমস্তের মধ্যে সমষ্টি ভাবে ও ব্যষ্টি ভাবে, তাহাদের আত্মরূপে, ভূতভাবে বীজ ও আধাররূপে এবং তাহাদের জন্ম-স্থিতি-নাশের কারণরূপে ভগবান্ই চিন্তনীয় । ২০ ।

জীব আত্মরূপে আমি, গুড়াকেশ !

করি অবস্থান অন্তরে সবার,

সৰ্ব ভূতসৃষ্টি আমি হ’তে হয়,

আমি হ’তে হয় স্থিতি ও সংহার । ২০ ।

আদিত্যানাম্ অহং বিষ্ণু জ্যোতিষাং রবি রংশুমান্ ।

মরীচি স্মৃকৃতাম্ অস্মি নক্ষত্রাণাম্ অহং শশী ॥২১॥

বেদানাং সামবেদো হস্মি দেবানাম্ অস্মি বাসবঃ ।

ইন্দ্রিয়াণাং মনশ্চাস্মি ভূতানাম্ অস্মি চেতনা ॥২২॥

২১ শ্লোক হইতে অধ্যায়শেষ পর্য্যন্ত এই বিভূতিবর্ণনার আদিত্যানাম্ অহং বিষ্ণুঃ ইত্যাদি বাক্যে যে সমস্ত বস্তু বিতস্তি আছে, সে সমস্ত গ্রাম নির্দ্ধারণে বস্তু । কচিং সৰ্ব্বে বস্তু, যথা ভূতানাম্ অস্মি চেতনা (শ্রী) ।

আদিত্যানাম্ অহং বিষ্ণুঃ—আদিত্যগণের মধ্যে বিষ্ণু নামে আদিত্য আমি । আদিত্য ষাদশ । তাহারাই বৈদিক দেবতা । ভগবান্ সৃষ্টির ইচ্ছা করিয়া যে আদিত্যগণের কল্পনা করিয়াছিলেন, বিষ্ণুতে সেই আদর্শ আদিত্য কল্পনার শ্রেষ্ঠ অস্তিত্বাঙ্কি । তজ্জন্ত তাহা তাঁহার বিভূতি । ভগবান্ সেই বিষ্ণুভাবে চিন্তনীয় । এইরূপ সৰ্ব্বত্র । এই বিষ্ণু সূর্য্য-মণ্ডল-মধ্যবর্তী নারায়ণ ; অধিদৈবত পুরুষ (৮৪) । ইনি সূর্য্যমণ্ডল নহেন । যাহা সূর্য্য-মণ্ডল, তাহা সূর্য্যের মূল রূপ । তাহার নাম রবি । জ্যোতিষাং—জ্যোতিষ্ময় পদার্থের মধ্যে । আমি অংশুমান্—বিশ্বব্যাপী স্মিত্যুক্ত । রবিঃ । মরুতাং মধ্যে মরীচিঃ । নক্ষত্রাণাং মধ্যে অহং শশী । ২১ ।

ষাদশ আদিত্যমায়ে আমি বিষ্ণু,

জ্যোতিষ্ময়মায়ে রবি অংশুমান্,

মরুদগণমায়ে আমিই মরীচি,

নক্ষত্রের মায়ে আমি শশধর । ২১ ।

সৰ্ব্বে বেদ মধ্যে আমি সাম বেদ

দেবগণ মায়ে সহস্রলোচন,

জীবের অন্তরে আমিই চেতনা,

ইন্দ্রিয়ের মায়ে আমি হই মন । ২২ ।

রুদ্রাণাং শঙ্কর শ্চান্মি বিত্তেশো যক্ষরক্ষসাম্ ।
বসুনাং পাবক শ্চান্মি মেরুঃ শিখরিণাম্ অহম্ ॥২৩॥
পুরোধসাঞ্চ মুখ্যং মাং বিদ্ধি পার্থ বৃহস্পতিম্ ।
সেনানীনাম্ অহং স্কন্দঃ সরসাম্ অশ্মি সাগরঃ ॥২৪॥

গীতমাধুর্য্যাহেতু সামবেদের প্রাধান্য । ভগবানের শঙ্কররূপের বিশেষ
অভিব্যক্তি । বাসব—ইন্দ্র, দেবতা-কল্পনার এবং মন ইন্দ্রিয় কল্পনার শ্রেষ্ঠ
আদর্শ । ভূতানাম্—সম্বন্ধে বর্ণী । চেতনা—চিৎস্বরূপ আত্মার অধিষ্ঠানহেতু
চিত্তে প্রতিভাসিত আভাস-চৈতন্য (১৩৬ দেখ) । এই চেতনা কোন
কল্পনা নহে । ইহা ভগবানের চিৎস্বরূপের আভাস, যাহা জীবচিত্তে চেতনা-
রূপে অভিব্যক্ত হয় । ২২ ।

যক্ষরক্ষসাং—যক্ষ এবং রক্ষঃ উভয়েই স্বভাবতঃ কুর, তজ্জন্ত একত্র
নির্দেশ (শ্রী) । তাহাদের মধ্যে বিত্তেশঃ—কুবের । পাবকঃ—অগ্নি ।
শিখরিণাম্—শিখরযুক্ত অর্থাৎ উন্নত পদার্থের মধ্যে । মেরুঃ—সুমেরু । ২৩ ।

পুরোধসাং—পুরোহিতগণের মধ্যে । দেবপুরোহিত বৃহস্পতিং মাং
বিদ্ধি । সেনানীনাং—সেনাপতিগণের মধ্যে । স্কন্দঃ—দেবসেনাপতি
কার্ত্তিক । সরসাং—স্থির জলাশয়গণের মধ্যে । সাগরঃ অশ্মিঃ । ২৪ ।

যক্ষরক্ষ আমি ধনেশ কুবের,
একাদশ রুদ্র মাঝারে শঙ্কর,
উন্নত পদার্থ মাঝে আমি মেরু
অষ্ট বসু মাঝে আমি বৈশ্বানর । ২৩ ।
পুরোহিত মাঝে দেবপুরোহিত
জানিও আমার পার্থ, বৃহস্পতি,
সরসীর মাঝে আমি হে, সাগর,
সেনানীতে স্কন্দ—দেবসেনাপতি । ২৪ ।

মহর্ষীণাং ভৃগু রহং গিরাম্ অশ্ম্যাকম্ অক্ষরম্ ।
 যজ্ঞানাং অপযজ্ঞো হস্মি স্থাবরাণাং হিমালয়ঃ ॥২৫॥
 অশ্বথঃ সর্ববৃক্ষাণাং দেবর্ষীণাঞ্চ নারদঃ ।
 গন্ধর্ব্বাণাং চিত্ররথঃ সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ ॥২৬॥
 উচ্চৈঃশ্রবসম্ অশ্বানাং বিদ্ধি মাম্ অমৃতোদ্ভবম্ ।
 ঐরাবতং গজেন্দ্রাণাং নরাণাঞ্চ নরাধিপম্ ॥২৭॥

গিরাং—অর্থবাচক পদ বা বাক্য সকলের মধ্যে । একম্ অক্ষরম্—
 ওকার মত্ৰ (৮।১৩ দেখ) । অশ্ব । যজ্ঞানাম্—যজ্ঞসকলের মধ্যে ।
 অপযজ্ঞঃ অস্মি । প্রত্যক পণ্ডবলি দিয়া যজ্ঞায়িতে আহুতি দেওয়া অপেক্ষা
 ভগবদ্ মহাবৈর ধারণা (জপ) করিতে করিতে, কামাদি পণ্ডবৃত্তিকে
 সংযমায়িতে আহুতি দেওয়া, শ্রেষ্ঠ (৪.৩৩) । স্থাবরাণাং—নিশ্চল পদার্থের
 মধ্যে । হিমালয়ঃ । ২৫ ।

দেবর্ষি—যিনি দেবতা হইয়াও ঋষি তত্ত্বদর্শী । ঋষ্—দর্শন করা ।
 সিদ্ধ—দ্রব্য হইতেই পরমার্থতত্ত্ববেত্তা । ২৬ ।

অশ্বানাং মধ্যে মাম্ । অমৃতোদ্ভবম্—অমৃতনিমিত্ত সমুদ্রমস্থানকালে
 উদ্ভূত । উচ্চৈঃশ্রবসম্—উচ্চৈশ্রবা । বিদ্ধি । ২৭ ।

আমি হই ভৃগু মহর্ষি মাঝারে,

আমিই ওকার বাক্যে একাক্ষর,

যজ্ঞে অপযজ্ঞ, স্থাবরের মাঝে

আমি হিমালয়, সর্ববৃক্ষাকর । ২৫ ।

বৃক্ষগণমাঝে আমিই অশ্বথ,

আমি হে, নারদ দেবঋষিগণে,

গন্ধর্ব্ব সকলে আমি চিত্ররথ,

আমিই কপিল সিদ্ধ মুনিগণে । ২৬ ।

আয়ুধানাম্ অহং বজ্রং ধেনুনাম্ অশ্বি কামধুক্ ।
 প্রজন শ্চাশ্বি কন্দর্পঃ সর্পাণাম্ অশ্বি বাসুকিঃ ॥২৮॥
 অনন্ত শ্চাশ্বি নাগানাং বরুণো যাদসাম্ অহম্ ।
 পিতৃণাম্ অর্যামা চাশ্বি যমঃ সংযমতাম্ অহম্ ॥২৯॥

আয়ুধানাম্—অঙ্গগণের মধ্যে । বজ্রম্ । ধেনুনাং মধ্যে কামধুক্—
 কামধেনু । প্রজনঃ—সন্তান উৎপাদক । কন্দর্পঃ—কাম । অহম্ অশ্বি ।
 জীব প্রবাহ রক্ষার জন্য যে ঐশী প্রেরণা তাহাই কামরূপে অভিব্যক্ত ।
 সেই ঐশী প্রেরণা ধারণা পূর্বক জীব সন্ততি রক্ষার নিমিত্ত তদুপযোগী যে
 কামসেবা তাহা ঐশী-নীতির অনুকূল ; তাহা তাঁহার বিভূতি । সর্পাণাং
 মধ্যে বাসুকিঃ—সর্পগণের রাজা । অশ্বি । ২৮ ।

নাগানাম্ ইত্যাদি । সর্প ও নাগ এ দুয়ের প্রভেদ বুঝা যায় না । সর্প
 সবিশ, নাগ নির্বিশ (ভ্রী) । সর্প একশিরস্ক, নাগ বহুশিরস্ক (বল, রামা) ।

অঙ্গগণমাঝে অমৃত-উদ্ধৃত

উঠেঃপ্রবা অশ্ব জানিবে আমারে,

গজেন্দ্রসমূহে ঐরাবত গজ,

নরপতি আর নরের মাঝারে । ২৭ ।

আয়ুধ সকলে আমি সে অশনি,

আমি কামধেনু সর্বধেনুগণে,

সন্তানজনন কাম জীব-হৃদে,

আমি সে বাসুকি সর্ব সর্পগণে । ২৮ ।

নাগগণ মাঝে আমিই অনন্ত,

জলচরমাঝে আমি হে বরুণ,

নিয়ন্তৃ সকলে আমি হই যম,

পিতৃগণ-রাজা অর্যামা, অর্জুন । ২৯ ।

প্রহ্লাদ শ্চাস্মি দৈতানাং কালঃ কলয়তাম্ অহম্ ।

মৃগাণাঞ্চ মৃগেশ্রো হহং বৈনতেয়শ্চ পক্ষিণাম্ ॥৩০॥

পবনঃ পবতাম্ অস্মি রামঃ শত্রুভূতাম্ অহম্ ।

ব্যাধাণাং মকর শ্চাস্মি স্রোতসাম্ অস্মি জাহ্নবী ॥৩১॥

বোধ হয় এ ছয়ের একটিও সত্য নয় । বাদসাম্—জলচরগণের মধ্যে । বক্রণঃ ।

সংযমতাম্—যাহারা সংযমিত, নিয়ন্ত্রিত করে । তাহাদের মধ্যে । অহং যমঃ । ২৯

কলয়তাম্—গণনাকারিগণের মধ্যে । অহং কালঃ । কলনা—গণনা ।

গণনা দুই প্রকার ; সঙ্কলন ও ব্যবকলন । জগতে অসংখ্য বস্তুর মধ্যে সঙ্কলন ব্যবকলন বা যোগ বিরোধ, সৃষ্টি নাশ ক্রিয়া প্রতিনিয়ত চলিতেছে । সেই সংযোগ বিরোধ হইতেই সর্বত্র নিয়ত পরিবর্তন এবং সেই পরিবর্তন হইতে আমাদের অন্তরে যে একের পর একটি করিয়া জ্ঞান-ক্রিয়া নিয়ত চলিতেছে, সেই ধারাবাহিক জ্ঞানের স্মৃতি হইতে আমাদের অন্তরে কালের ধারণা হয় ; এবং দণ্ড দিন মাসাদির দ্বারা তাহার পরিমাণ করি । অতএব কালই সৰ্ব্বগণনকৰ্ত্তা । গণনাকারিগণের মধ্যে কালই শ্রেষ্ঠ—তাহা ভগবানের বিভূতি । পক্ষিণাং—পক্ষিগণের মধ্যে আমি । বৈনতেয়ঃ—বিনতাপুত্র গরুড় । ৩০ ।

দৈত্যগণ-মাঝে আমিই প্রহ্লাদ,

মৃগগণে সিংহ আমি সে মৃগেশ্বর,

সংখ্যাকারিগণে আমি হই কাল,

পক্ষিগণে আমি গরুড় ঋগেশ্বর । ৩০ ।

পুত্কারিগণে আমি হে, পবন,

শত্রুধরগণে আমি দাশরথি,

মৎস্যগণ-মাঝে আমি সে মকর,

স্রোতবিনী মাঝে পুণ্য জাগীরধী । ৩১

সর্গাণাম্, আদিরস্তু চ মধ্য কৈবাহম্, অর্জুন ।
 অধ্যাত্মবিজ্ঞা বিজ্ঞানাং বাদঃ প্রবদতাম্, অহম্ ॥৩২॥
 অক্ষরাণাম্, অকারো হস্মি হৃদ্বঃ সামাসিকস্তু চ ।
 অহম্, এবাক্ষয়ঃ কালো ধাতাহং বিশ্বতোমুখঃ ॥৩৩॥

পবতাম্—পবিত্রতাকারিগণের মধ্যে (৭৭, ত্রী) । পবনঃ—বায়ু । শস্ত্র-
 ভূতাম্—শস্ত্রধরগণের মধ্যে রামঃ । ঝষাণাং—মৎস্তগণের মধ্যে । মকরঃ ।
 স্রোতসাং—স্রোতস্বিনীগণের মধ্যে । জাহ্নবী—গঙ্গা । ৩১ ।

সর্গাণাম্—সৃষ্ট পদার্থ সকলের সম্বন্ধে । আদিঃ অন্তঃ মধ্যং চ
 অহমেব । ২০ শ্লোকে অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ইত্যাদি বাক্যে ব্যাখ্যাতাবে ভূত-
 গণের সৃষ্টি-স্থিতি-নাশ-সম্বন্ধে ভগবানের পারমেশ্বর্য্য উক্ত হইয়াছে ।
 এখানে, সমষ্টিভাবে জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-নাশ ক্রিয়াও তাঁহার বিভূতি ভাবে
 ধ্যেয়, ইহা বলা হইল । বিজ্ঞানাং মধ্যে অধ্যাত্মবিজ্ঞা । প্রবদতাং—বাদী
 অর্থাৎ তार्কিকগণের সম্বন্ধে । অহং বাদঃ—যুক্তি ; পক্ষপাতশূন্য হইয়া
 যথাযথ বিচার । Argument । ৩২ ।

অক্ষরাণাং—অক্ষর সকলের মধ্যে । অকারঃ অস্মি ; ৮।১৩ প্রণবতত্ত্ব
 দেখ । সামাসিকস্তু—সমাস সকলের মধ্যে । হৃদ্বঃ । হৃদ্বসমাসে উভয় পদেরই

সৃজিত পদার্থ বাহ্য কিছু, পার্থ,

আদি অন্ত মধ্য আমি সে সবার ;

যত বিজ্ঞা আছে আমি তার মাঝে

আত্মতত্ত্ববিজ্ঞা সর্ববিজ্ঞাসার ।

পণ্ডিতে পণ্ডিতে কিবা গুরুশিষ্যে

, যথাযথ তত্ত্ব করিতে নির্ণয়

রাগদ্বेषহীন যে যুক্তি-বিচার,

বাদীর সে বাদ আমি ধনঞ্জয় ! ৩২ ।

মৃত্যুঃ সর্বহর-চাহম্ উদ্ভবচ্ ভবিষ্যতাম্ ।

কীৰ্ত্তিঃ শ্ৰীঃ বাক্ চ নারীগাং স্মৃতি মেধা ধৃতিঃ ক্রমা ॥৩৪॥

প্রাধিকৃত থাকে, একত্ব তাহা অত্র সমাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । অহম্ এব অক্ষরঃ কালঃ—৩০ শ্লোকের টীকার বুঝিয়াছি, কালের মূল কলন বা গণনা, তাহার মূল পরিবর্তন ; আর পরিবর্তনের মূল ভগবানে ক্রিয়া শক্তি কালী, মহাকালী এবং সেই শক্তি যাঁহার তিনি অক্ষর কাল, মহাকাল । মহাকালবক্ষে মহাকালী নৃত্য করছেন, সৃষ্টি স্থিতি লয় করছেন । স্বয়ং ভগবানই মহাকাল । এই মহাকাল-রূপেই তিনি সৃষ্টি-স্থিতি সংহারকর্তা । “কালোহস্মি লোকক্ষরকৃৎ প্রবুধঃ” (১১।৩২) । অহং বিশ্বতোমুখঃ—সর্বতোমুখ, সর্বপ্রকারে । খাতা—সর্ব কণ্ডফলবিখাতা । ৩৩ ।

সংহারকগণের মধ্যে অহং সর্বহরঃ মৃত্যুঃ । ভবিষ্যতাম্—ভাবী কল্যাণ-সমূহের মধ্যে । উদ্ভবঃ—অভ্যুদয় । আমি তৎপ্রাপ্তির হেতু (৭৭) । নারীগাং—সবকে ৬ষ্ঠী । নারীগণের সম্বন্ধে কীৰ্ত্তি প্রভৃতি সপ্ত গুণ ভগবানের বিত্তি (৭৭) । কীৰ্ত্তি—দাম্বিকত্বনিমিত্তা খ্যাতি । সর্বত্রই পুরুষের অপেক্ষা স্ত্রীলোকের অধিক ধর্মনিষ্ঠা । শ্ৰী—কান্তি, সৌন্দর্য্য ; অথবা ধর্ম, অর্থ ও কামরূপ সম্পদ (মধু) । মেধা—যে শক্তি প্রভাবে আমাদের বহু জন্ম-

অক্ষরসমূহে আমি সে অক্ষর,

সমাসসমূহে বন্দ, ধনজর !

আমি সর্ব কণ্ডে সর্বফলদাতা,

আমিই কালের প্রবাহ অক্ষর । ৩৩

ভাবী অভ্যুদয়ে অভ্যুদয়হেতু,

সংহারক মধ্যে মৃত্যু সর্বহর,

নারীগণে আমি কীৰ্ত্তি, ধৃতি, স্মৃতি,

মেধা, শ্ৰী ও ক্রমা, স্নমধুর স্বর । ৩৪ ।

বৃহৎসাম তথা সাম্নাং গায়ত্রী ছন্দসাম্ অহম্ ।

মাসানাং মার্গশীর্ষো হহম্ ঋতুনাং কুশুমাকরঃ ॥৩৫॥

দ্যুতং ছলয়তাম্ অস্মি তেজ স্তেজস্বিনাম্ অহম্ ।

জয়ো হস্মি ব্যবসায়ো হস্মি সত্বং সত্ববতাম্ অহম্ ॥৩৬॥

সঞ্চিত জ্ঞান পরিবৃত থাকে, তাহা মেধা । আমরা যখন যে জ্ঞান লাভ করি, পরক্ষণেই যদি তাহা বিস্মৃত হই, তবে আর উন্নতির সম্ভাবনা থাকিত না । ধৃতি—ধৈর্য্য । ক্রমা—সহিষ্ণুতা । এই সকল গুণও পুরুষের অপেক্ষা স্ত্রীলোকেই অধিক বর্তমান । ৩৪ ।

সাম্নাম্—গীতের উপযোগী সাম মন্ত্রসমূহের মধ্যে । বৃহৎসাম—সাম-বেদাস্তর্গত স্তববিশেষ । ছন্দসাম্—ছন্দোবিশিষ্ট মন্ত্রের মধ্যে । গায়ত্রী । মাসানাং মার্গশীর্ষঃ—অগ্রহায়ণ মাস । ঋতুনাং কুশুমাকরঃ—বসন্ত । ৩৫ ।

ছলয়তাম্ প্রবঞ্চকগণের সম্বন্ধে । দ্যুতং—জুধাখেলা, পাশা প্রভৃতি । প্রবঞ্চকের চরম আদর্শ জুয়াচোর । জগতে ভালমন্দ যাহা কিছু আছে, সে সকলের মধ্যে ভগবানকে দেখিতে না জানিলে সর্বত্র অন্ধর ব্রহ্মদর্শন হয় না । সৎ অসৎ সমস্তই ঈশ্বর হইতে । অহং তেজস্বিনাম্ তেজঃ । জেতৃগণের জয়ঃ । উদ্যোগী পুরুষের ব্যবসায়ঃ—উত্তম । সত্ববতাম্—সাত্বিকের সম্বন্ধে । সত্বম্ অহম্ অস্মি । ৩৬ ।

আমিই বৃহৎ সাম সামগানে,

মাসে মার্গশীর্ষ আমি শস্যধর,

ছন্দোময় মন্ত্রে আমিই গায়ত্রী,

ষড়্ ঋতুমাঝে কুশুম-আকর । ৩৫ ।

বঞ্চকগণের দ্যুতরূপ ছল,

উদ্যোগী পুরুষে উত্তম, অর্জুন !

তেজস্বীর তেজ, বিজয়ীর জয়,

সাত্বিকের হই আমি সত্ব গুণ । ৩৬ ।

বৃক্ষীনাং বাসুদেবো হস্মি পাণ্ডবানাং ধনঞ্জয়ঃ ।

মুনীনাম্ অপাহং ব্যাসঃ কবীনাম্ উশনাঃ কবিঃ ॥৩৭॥

দণ্ডো দময়তাম্ অস্মি নীতি রস্মি জিগীষতাম্ ।

মৌনং চৈবাস্মি গুহ্যানাং জ্ঞানং জ্ঞানবতাম্ অহম্ ॥৩৮॥

বৃক্ষীনাং বাসুদেবঃ অস্মি ইত্যাদি—যাদবগণের মধ্যে আমি বাসুদেব
ও পাণ্ডবগণের মধ্যে তুমি ধনঞ্জয়, আমরাও সেই ভগবানের বিভূতি ।
এখন ভগবান্ আপনার পরম ভাবে যোগদ্বক্ট হইয়া অর্জুনকে আত্মবিভূতি
বলিতেছেন ; স্মৃতরাং মাহুর্ষী তনুআশ্রিত তাঁহার যে লীলাবিগ্রহ, যে
শ্রীকৃষ্ণমূর্তি, তাহা এখন তাঁহার বিভূতি মাত্র । তাহা পরম ভাব হইতে
স্বতন্ত্র ; ১৬ দেখ । মুনি—বেদার্থ মননশীল । কবি—সর্বশাস্ত্রদর্শী । ৩৭ ।

দময়তাম্—দমন কর্তার সম্বন্ধ । আমি তাহার দণ্ডঃ । জিগীষতাং—
জয়ালিলাষী ব্যক্তির সম্বন্ধে । নীতিঃ—কায় সঙ্গত সাম, দানাদি উপায় ।

বাসুদেবপুত্র আমি একিবংশে,

আমি ধনঞ্জয় পাণ্ডুপুত্রগণে,

মুনিগণনায়ে আমি বৈপায়ন,

আমি শুক্রাচার্য্য শাস্ত্রদর্শিগণে । ৩৭ ।

দমনকর্তার দণ্ড আমি, পার্থ ।

অসংযত জন সংযমিত যার,

জিগীষু জনের জ্ঞানাত্মসারিণী

সাদানি যে নীতি, আমি সে উপায় ।

মনঃসংযমন-সামর্থ্য সে আমি

যাহে শুভ্র শুভ্র রহরে গোপন,

ভদ্রজ্ঞানবান্ লভয়ে যে জ্ঞান

সে মম বিভূতি, ভরতনন্দন ! ৩৮ ।

যচ্চাপি সৰ্বভূতানাং বীজং তদ্ অহম্ অৰ্জুন ।
 ন তদ্ অস্তি বিনা যৎ শ্ৰাময়া ভূতং চরাচরম্ ॥৩৯॥
 নাস্ত্যেহ স্তি মম দিব্যানাং বিভূতীনাং পরস্তপ ।
 এষ তুদ্দেশতঃ প্রোক্তো বিভূতে বিস্তরো ময়া ॥৪০॥
 যদ্যদ্ বিভূতিমৎ সত্বং শ্রীমদ্ উৰ্জিতম্ এব বা ।
 তৎতদ্ এবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোহংশসম্ভবম্ ॥৪১॥

অন্তায় উপায়ও জয়লাভ হইতে পারে । তাহা ভগবদ্বিভূতি নহে ।
 শুভানাং—শুভ বিষয়সমূহের সম্বন্ধে । সে সমস্ত গোপন রাখিবার হেতুভূত
 মৌনং—মনঃসংযম (১৭।১৬ দেখ) আমি । জ্ঞানবতাম্—তত্ত্বজ্ঞানিগণের
 জ্ঞানম্ অহম্ । ৩৮ ।

সৰ্বভূতানাং যৎ বীজম্—উৎপত্তি-হেতু (৭।১০ দেখ) । তৎ অহম্ ।
 ময়া বিনা যৎ শ্ৰাৎ—আমি ভিন্ন যাহা হইতে পারে । তৎ চরম্ অথবা
 অচরং নাস্তি—তাদৃশ স্থাবর জঙ্গম বস্তু নাই । ৩৯ ।

আমার বিভূতির অন্ত নাই । তজ্জগৎ এষঃ বিভূতেঃ বিস্তরঃ—বিভূতি-
 রূপে ব্যাপ্তি । উদ্দেশতঃ তু—সংক্ষেপে মাত্র । প্রোক্তঃ । ৪০ ।

সংক্ষেপে বলিতে হইলে । যৎ যৎ সত্বং—যে যে বস্তু । বিভূতিমৎ—

সমস্ত ভূতের যা' হতে উদ্ভব,

বীজরূপী যাহা আমি সে কারণ,

আমা বিনা হয় চরাচরময়

নাহি কোন বস্তু কোথাও এমন । ৩৯ ।

বিভূতি আছে যত দিব্য বিভূতি আমার

অনন্ত ওহে পরস্তপ ! অন্ত নাহি তার ;

এই হে, সেহেতু, কহিলু কেবল

সংক্ষেপতঃ সেই বিভূতি-বিস্তার । ৪০ ।

অথবা বহনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জুন ।

বিষ্টভ্যাহম্ ইদং কুৎসম্ একাংশেন স্থিতো জগৎ ॥৪২॥

ইতি বিভূতিযোগো নাম দশমোহধ্যায়ঃ ॥

ঐশ্বর্য্যযুক্ত (ত্রী) । ত্রীমৎ—লোকাতিশয় সৌভাগ্যযুক্ত । উর্জিতম্—প্রভাব-সম্পন্ন । তৎ তৎ এব মন তেজোহংশসমুৎপদম্ ইতি ত্বম্ অবগচ্—তাহাই আমার তেজের অংশ বা এক দেশ হইতে উৎপন্ন জানিও । যে বস্তুর যাহা স্বাভাবিক ভাব, তাহা সেই জাতীয় যে বস্তুতে অধিকতর অতিবাচ্য, সেই বস্তু তজ্জাতীয় বস্তু সম্বন্ধে বিভূতিযুক্ত । ৪১ ।

অথবা হে অর্জুন ! এতেন বহুনা জ্ঞাতেন তব কিম্—এত অধিক জানায় তোমার কি প্রয়োজন ? অঃম্ ইদম্ কুৎসম্ জগৎ একাংশেন বিষ্টভ্য—একাংশে ধরিয়া । স্থিতঃ । ভগবানের যাহা তেজ, যাহা তাঁহার “প্রভব,” পরম প্রকাশশক্তি, এই বিশ্ব,—সমষ্টিভাবে চেতন-অচেতনময় সমগ্র জগৎ, সেই তেজের আংশিক ভাবমাত্র ; তাঁহার বিভূতি বা তাঁহারই স্বরূপাংশ । তাহাই একাদশ অধ্যায়ে অর্জুন দেখিতেছেন ।

অর্জুনের প্রশ্ন ছিল,—কি ভাবে চিন্তা করিলে আমি আপনার স্বরূপ জ্ঞাত হইব । ইহার উত্তর শেষ হইল । সমগ্র জগৎ আমার বিভূতি, আমার স্বরূপের আংশিক প্রকাশ Finite manifestation of the Infinite. তুমি সমগ্র জগতে বিরাট প্রকৃতি বক্ষে আমার চিন্তা করিবে ।

যা' কিছু ঐশ্বর্য্যযুক্ত, যা' কিছু ত্রীমান্,

সমগ্র

যা' কিছু উৎসাহ-বল-তেজোদীপ্তিমান্,

জগৎ

সেই সেই সমস্ত জানিও, ধনজয় !

ঐশ্বরের

আমার তেজোহংশ হ'তে সমুদ্ভূত হয় । ৪১ ।

তেজোহংশমাত্র

অথবা কি কাজ, পার্থ ! অধিক জানিয়া,

এ সমগ্র বিশ্ব আছি একাংশে ধরিয়া । ৪২ ।

জগৎ যে চিৎস্বরূপ ভগবানের বিহুতি, চিন্তাশীল ব্যক্তি মাঝেই তাচা
 ্রিবেন । বীজ হইতে বৃক্ষ ; বৃক্ষ হইতে আবার বীজ । অর্থাৎ যে শক্তি
 সূক্ষ্মাকারে বীজ মধ্যে লীন ছিল, তাহাই ক্রমবিকশিত হইয়া ক্রমে বৃক্ষরূপ
 ধারণ করে । আবার তাচাই ক্রমসঙ্কুচিত হইয়া ক্রমে সূক্ষ্মতর হয় ।
 ঐ যে প্রকাণ্ড অশ্বখ বৃক্ষ, একদিন উহা বালুকাপ্রমাণ বীজে লীন ছিল,
 কালে আবার ঐ সমুদার বৃক্ষটি বালুকাপ্রমাণ বীজেই লীন হইবে । এমন
 উদাহরণ বহু, ৮।১৯ টীকা দেখ । এই নিয়ম সর্বত্র । একই শক্তির
 ক্রমবিকাশে সৃষ্টি, আর ক্রমসঙ্কোচে লয় । সকল পদার্থেরই আরম্ভ ও
 পরিণাম সমান । সূতরাং কোন বস্তুর অন্ত জানিলে তাহার আদি জানা
 যায়, আদি জানিলে অন্ত জানা যায় ।

এই নিয়মে দেখ যে,—সৃষ্টির শেষ বস্তু চেতন জীব, চেতন জীবের
 মধ্যে শ্রেষ্ঠ মানুষ । আবার মানুষের মধ্যে যিনি সাধনাবলে সিদ্ধ হইলেন,
 প্রকৃতির সকল বন্ধনের অতীত হইয়া, প্রকৃতির প্রভু হইয়া, মুক্ত পুরুষ
 হইলেন, সেই পূর্ণ-মানবরূপে প্রকাশিত চৈতন্যই আমাদের জ্ঞানে সৃষ্টি-
 ক্রমের শেষ বিকাশ । আর চৈতন্যই যখন সৃষ্টির শেষ বিকাশ, তখন
 সৃষ্টির আদিও যে সেই চৈতন্য, তাহা স্পষ্ট অনুমান হয় ।

সেই বিশ্বব্যাপী চৈতন্যই এক কালে ক্রমসঙ্কুচিত হইয়াছিলেন । তখন
 অস্তি নাশি কিছু ছিল না । তখন প্রলয় । তিনিই আবার আপনাকে
 ক্রমশঃ অভিব্যক্ত করিতেছেন, এই চেতন অচেতনময় জগৎরূপে
 প্রতিভাত হইতেছেন । জড়শক্তি বা চৈতন্য বা অন্ত কোন নামে পরিচিত
 বিভিন্ন জাগতিক শক্তি, সেই এক বিশ্বব্যাপী চৈতন্যেরই বিভিন্ন
 অভিব্যক্তি,—কোথাও স্পষ্ট কোথাও অস্পষ্ট । যাহাকে চৈতন্যবিহীন জড়
 বলি, তাহাও সেই চৈতন্যেরই ঘনীভূত অপ্রকট অবস্থা, Latent state.
 এই সর্বব্যাপী চৈতন্যের হাস নাই, বৃদ্ধি নাই, ব্যয় নাই, বিভাগ নাই ।
 তাহা অনাদি, অব্যয়, অখণ্ড, অনন্ত এবং সর্বদা পূর্ণভাবে বর্তমান,

Infinite. তাহাই ঈশ্বর, তাহাই ব্রহ্ম, তাহাই জড়বাদীর জড়শক্তি, অজৈরবাদীর অনন্ত অনির্কচনীর সর্বাভীত সত্তা। জগতে বাহ্য কিছু আছে ছিল বা থাকিবে, সব তাঁহারই বিভূতি—বিশেষ বিকাশ; অথবা তিনি স্বয়ং। তাঁহারই তেজোহংশ ক্রমসঙ্কুচিত হইয়া অণু পরমাণু হয়, আবার তাহাই ক্রমবিকশিত হইয়া, চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা, ধরা ধরাধর সাগর নদী, তরু গুল্ম লতা তৃণ, মনুষ্য পশু পক্ষী কীট প্রভৃতি আকারে প্রতিভাত হয়। তিনিই ক্রমসঙ্কুচিত হইয়া কখন অণু পরমাণু হ'ন, অস্তি নাস্তির অভীত হ'ন; আবার কখন ধীরে ধীরে নিজ স্বরূপ প্রকাশপূর্ব্বক নিজেতে যুক্ত হ'ন,—জগৎ হ'ন, ঈশ্বর হ'ন। সবই তিনি, একমেবাদ্বিতীয়ম্। আমরা তাঁহা চাইতেই ভুল্য লই, তাঁহাতেই জীবিত থাকি, এবং তাঁহাতেই আবার ফিরিয়া যাই। ৪২।

দশম অধ্যায় শেষ হইল। অনেকের অভিমত, সংসার অনিত্য ও দুঃখময়; অতএব সংসারের সুখ-দুঃখ উপেক্ষা-পূর্ব্বক সন্ন্যাস অবলম্বন করিবে। কিন্তু ঠাণ্ডা প্রকৃতিবশ মানবের পক্ষে বড় কঠোর, বড় নীরস, বড় দুঃসাধ্য। গভীর জ্ঞানী, অত্যন্ত দূরদর্শী ও তীব্র বৈরাগ্যসম্পন্ন, সহস্রের মধ্যে ক'চিৎ কেচ ঠাণ্ডা করিতে সমর্থ।

ভগবান্ ও বলিয়াছেন, এ সংসার, “দুঃখালয়ম্ অশান্তম্” (৮।১৫) ; “অনিত্যমসুখং লোকনিমম্ প্রাপ্য ভক্তস্য মাম্” (৯।৩৩)। এই সংসার দুঃখময় এবং অনিত্য। হে অর্জুন! ঈশ্বর সংসারে জন্মলাভ করিয়া তুমি আমার ভজনা কর। কিন্তু ভজনার যে পন্থা তিনি দেখাইয়াছেন, তাহা কঠোর নীরস নহে, পরন্তু তাণ্ডা সুসাধ্য ও মধুময়।

ভগবান্ বলিতেছেন, পরিমিত আহার বিহারের দ্বারা দেহ ও মনকে সুস্থ রাখ; জগতের সুখ, জগতের আনন্দ বশলাভ ভোগ কর; জগতের রূপ, জগতের রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দে সুখী হও; কিন্তু সে সকলে মুগ্ধ না হইয়া, তাহাদের বাহ্য প্রকৃত স্বরূপ তাহা দর্শন কর;—তাহাদের মধ্যে

সতত অবিচ্ছেদে সর্বোচ্চিহ্নে আমার সত্তা জাজ্ঞামান প্রত্যক্ষ কর । নয়নে যা' দেখ, তাহা আমারই রূপ, কর্ণে যা' শ্রবণ কর তাহাও আমা হইতে । পুষ্পের যে গন্ধ তাহা আমারই । যে রসে রসনা তৃপ্ত, সে রস আমি : আমিই প্রাণ, আমা হইতেই স্পর্শস্থ ।

ঐ যে রবি শশী জগৎ আলোকিত করিতেছ, সে আমারই আলোক ; তাহাকে নমস্কার কর । যে অশনিতোজ মহাগিরিও বিদীর্ণ করে, সে তেজও আমার ; তাহাকে নমস্কার কর । অনলের যে দাটিকা শক্তি সে আমারই শক্তি ; তাহাকে নমস্কার কর । বসন্তের বনস্থলী কুসুম-হাসি হাসিতেছে, সেও আমার হাসি ; তাহাকে নমস্কার কর । স্নানরীর যে রূপ, যে কণ্ঠস্বর তোমার চিত্ত চুরি করিতেছে, সে রূপ, সে স্বরও আমার ; তাহাকে নমস্কার কর, আর কাম-গন্ধ আসিবে না । হে বঞ্চক ! যে বুদ্ধিতে তুমি ধনার্জন করিতেছে, সে বুদ্ধিও আমা হইতে জানিও ; আর তাহার অপব্যবহার করিও না । হে জ্ঞানী ! তোমার যে জ্ঞান, মেধা, যশ—তাহাও আমা হইতে, আর অহঙ্কার করিও না । ঐ যে কুকুর, শূকর প্রভৃতি হের জীব, তাহাদেরও অন্তরে আমি আত্মরূপে, চৈতন্যরূপে, বীজরূপে রহিয়াছি, ইত্যাদি ইত্যাদি । আমি তোমার অন্তরে, বাহিরে, সম্মুখে, পশ্চাতে, উর্দ্ধে, অধঃ ; আমি সর্বময় ।

আমি সতত সর্বত্র রহিয়াছি জানিয়া আমার দাস ভাবে, আমাতে চিত্তসমর্পণ করিয়া সর্ব সময়েই আমার শ্রবণ পূর্বক, ধর্ম ও নীতিসঙ্গত যথালব্ধ কর্ম সকল ধর্মবুদ্ধিতে করিয়া যাও । তাহাতে জগৎব্যাপারও সুসম্পন্ন হইবে, অথচ তুমি কর্মজালে জড়িত হইবে না । বুদ্ধির দোষেই মানুষ্য কর্মজালে জড়িত হয় । তুমি বুদ্ধি শুদ্ধ কর । যে, জগতের কর্মচক্রের অনুবর্তন করে না, সে পাপাত্মা ; আর দেহ থাকিতে কর্মও যায় না এবং কর্ম ছাড়িলে দেহও থাকে না । অপিচ, কর্ম ছাড়িলেই সিদ্ধিলাভ হয় না, ও কর্মত্যাগ মাত্রই সন্ন্যাস নহে । অতএব কর্ম ত্যাগের বাসনা করিও না ।

তুমি যে কর্মে আছ, তাহাই শুদ্ধ যোগবুদ্ধিতে করিতে থাক । শুদ্ধ বুদ্ধিতে স্বকর্মাচরণই ঈশ্বরের অর্চনা । তদ্বারা সকল লোকেই সিদ্ধিলাভ করে ।

জ্ঞানের জন্ম চিন্তা নাই । যাহারা আমাকে সর্বময় জানিয়া,—

সতত আমাতে চিন্ত রাখি ভক্তিভরে

মন-প্রাণ সমর্পিয়া মম সেবা করে,

আমি করি তা'দের সে বুদ্ধির উদয়

যাহাতে আমাকে তা'রা পায়, ধনঞ্জয় ! ১০।৯—১০।

এই ভগবানের অন্তর বাণী । ধর্মোপদেশ-সম্বন্ধে আমরা আশৈশব যাহা কিছু শুনিয়াছি বা শুনিতেছি, প্রায় সে সমস্তই কঠোর বৈরাগ্যের প্রাধান্য আছে ; এবং আমাদের হৃদয়ও তদনুসারে গঠিত হইয়াছে ও হইতেছে । তজ্জন্ম “ধর্ম” সাধারণের চক্ষে সংসার হইতে স্বতন্ত্র, এক ভয়াবহ বিষয়ে পরিণত হইতেছে । ক্রাকাক্রাক ঐ মধুরভাবের ছায়া হৃদয়ে অঙ্কিত হইলে, ধর্মের সে ভয়াবহ ভাব দূর হয় এবং সংসার সুখময় হয়, সন্দেহ নাই । হায় ! আর্য্যভূমিতে আর্য্যসন্তানগণের কি সে সুদিন হইবে না । ভারতের হিন্দু কি “ভারতের কৃষ্ণের” কথা শুনিবে না ?

এস আর্য্যসন্তান ! কার্শ্ণাদোষোপহৃতস্বভাব ধর্মসংস্কৃতচেতা আমরাও অর্জুনের মত, “শিখ্যন্তেহহং শাদি মাং হাং প্রপন্নম্” (২৭) বলিয়া কৃষ্ণ-পদানুজে লুটাইয়া পড়ি । এস, আমরা সকলেই বলি ;—

কিংকর্তব্যবিমূঢ় দীন চিন্তে প্রভু,

ধর্মাদর্শ কিছু বুঝিতে না পারি,

শিখাও তোমার অভাজন শিষ্যে,

লইল এ “দাস” শরণ তোমারি ।

জগৎ ব্যাপিয়া প্রভু ! রয়েছ কেমন,

সে রূপ দেখিতে “দাসে” দাও, হে নরন

বিভূতি যোগ-নামক দশম অধ্যায় সমাপ্ত ।

একাদশোহিধ্যায়ঃ ।

—•••—

বিশ্বরূপদর্শন-যোগঃ ।

—•—

অৰ্জুন উবাচ ।

মদমুগ্রহায় পরমং গুহ্যম্ অধ্যাত্মসংজ্ঞিতম্ ।

যৎ ত্রয়োক্তং বচ শ্রুত্ব মোহো হয়ং বিগতো মম ॥১॥

বিভূতি-বৈভব করি কহি কৃপা গুণে

দেখাইলা বিশ্বরূপ দিদুক্ষু অৰ্জুন ।—শ্রীপর ।

ঈশ্বরের যে মূর্তি, যে তেজোহংশ হইতে এই জগতের বিকাশ, একাদশে
র্জুন তাঁহার সেই মূর্তি দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইতেছেন ।

অৰ্জুন কহিলেন, মদমুগ্রহায়—আমার প্রতি কৃপা-প্রদর্শনার্থ । পরমং
গুহ্যম্—অতিশয় গোপনীয় । অধ্যাত্ম-সংজ্ঞিতম্—আত্মজ্ঞান-প্রতিপাদক ।
যৎ বচঃ ত্রয়া উক্তং—যে বাক্য আপনি কহিলেন । তেন মম অয়ং মোহঃ—
আমি হস্তা ও ভীষ্মাদি মৎকর্তৃক হত, ঈদৃশ ভ্রম (শ্রী) । বিগতঃ । ১ ।

অৰ্জুন কহিলেন ।

আমার পরম গুহ্য আত্মতত্ত্ব জ্ঞান
কহিলা ককৃপা করি বাহা, ভগবান্ !
তুমিরা আমার মনে করিছে নিশ্চয়,
কেহ কারও হস্তা নহে, কেহ হত নয় । ১ ।

ভবাপ্যায়ৌ হি ভূতানাং শ্রুতৌ বিস্তরশো ময়া ।

ত্বতঃ কমলপত্রাক্ষ মহাত্ম্যাম্ অপি চাব্যয়ম্ ॥২॥

এবম্ এতদ্ যথাথ ত্বম্ আত্মানং পরমেশ্বর ।

দ্রষ্টুম্ ইচ্ছামি তে রূপম্ ঐশ্বরং পুরুষোত্তম ॥৩॥

হে কমলপত্রাক্ষ ! ভূতানাং হি ভবাপ্যায়ৌ—ভব উৎপত্তি ও অপায়—
বিনাশ ; তদ্বৎ । ত্বতঃ—তোমার নিকটে । ময়া বিস্তরশঃ শ্রুতৌ—আমি
সনিস্তারে শুনিয়াছি । তব অব্যয়ং মহাত্ম্যাম্ অপি চ শ্রুতম্ ।
তুমি সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-কর্তা ও সর্বকলদাতা হইয়াও উদাসীন, সর্ব-
নিষক্তা হইয়াও সর্বত্র নির্লিপ্ত ইত্যাদি তোমার অপার মহিমার
পরিচায়ক (স্ত্রী) । ১ ।

হে পরমেশ্বর ! ত্বম্ আত্মানং যথা আথ—আপনার বিষয় যেরূপ
কহিলেন । এবম্ এতৎ—তাঁহা সেই রূপই বাটে । হে পুরুষোত্তম !
তথাপি তব ঐশ্বরং রূপং দ্রষ্টুম্ ইচ্ছামি—ঐশ্বর রূপ দেখিতে ইচ্ছা
করি । ৩ ।

	সমস্ত ভূতের বাচে, সৃষ্টি ও সংহার,
<u>বিশ্বরূপ</u>	পুন আর আপনার মহিমা অপার,
<u>দেখিবার</u>	সে সকল সন্নিবেশ কমলালাচন,
<u>নিমিত্ত</u>	আপনার মুখপদ্মে করেছি শ্রবণ । ১ ।
<u>অর্জুনের</u>	মানি, হে পরমেশ্বর ! তোমার স্বরূপ
<u>প্রার্থনা</u>	সপার্থ সেরূপ, তুমি কহিলে যে রূপ ।
	তব, হে পুরুষোত্তম ! বাসনা আমার
	দেখিতে নরনে দিয়া সে রূপ তোমার ।
	তবে ত সন্দেহ বার, “তবে সত্য মানি,
	আপন নরনে যদি তেরি চক্রপানি ।” ৩ ।

মন্ত্ৰসে যদি তচ্ছক্যং ময়া দ্রষ্টুং ইতি প্রভো ।

যোগেশ্বর ততো মে ত্বং দর্শয়াত্মানম্ অব্যয়ম্ ॥৪॥

শ্রীভগবান্ উবাচ ।

পশ্য মে পার্থ রূপানি শতশো হথ সহস্রশঃ ।

নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ ॥৫॥

যদি তৎ (রূপং) । ময়া দ্রষ্টুং শক্যম্ ইতি মন্ত্ৰসে—আমি দেখিতে পারিব মনে করেন । ততঃ—তাহা হইলে । হে প্রভো, ত্বং মে অব্যয়ম্ আত্মানং দর্শয়—আপনার অব্যয় ঈশ্বরীয় রূপ আমাকে দর্শন করান । যোগেশ্বর—৯:৫ শ্লোকে ঈশ্বরীয় যোগ বিবৃত হইয়াছে । সেই যোগ শক্তি যাচার তিনি যোগেশ্বর । অব্যয়—নিত্য (শ্রী) । ৪ ।

এইরূপে প্রাণিত হইয়া ভগবান্ ভক্ত অর্জুনকে অদ্বুত দিব্য রূপ দর্শন করাইবার পূর্বে তাঁহাকে সাবধান করিয়া ৫—৮ শ্লোকে সেই রূপের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করিতেছেন ; কারণ হঠাৎ অদ্বুত বস্তু দর্শন করিলে মোহ উপস্থিত হইতে পারে ।

হে পার্থ ! যে দিব্যানি, নানাবিধানি, নানা-বর্ণ-আকৃতীনি চ শতশঃ

যোগ্য যদি হই প্রভু, দেখিতে সে রূপ

যোগেশ্বর ! দেখাও সে তব নিত্য রূপ । ৪ ।

শ্রীভগবান্ কহিলেন ।

একান্ত অর্জুন, যদি বাসনা তোমার,

ভগবান্ সাবধানে দিব্য রূপ দেখ হে, আমার ;—

কর্তৃক তরু কৃষ্ণ নানাবর্ণ, বিবিধ আকার,

বিশ্বরূপ শত শত শত আর সহস্র প্রকার

বর্ণন অলৌকিক বহুবিধ বিবিধদর্শন

(৫—১) আমার সে রূপ, পার্থ ! কর দর্শন । ৫ ।

পশ্যাদিত্যান্ বসূন্ রুদ্রান্ অশ্বিনৌ মরুত স্তথা ।
 বহুশ্চদৃষ্টপূর্ব্বাণি পশ্যাম্চর্য্যাণি ভারত ॥৬॥
 ইহৈকম্ভঃ জগৎ কৃৎস্নঃ পশ্যাত্ত্ব সচরাচরম্ ।
 মম দেহে গুড়াকেশ যচ্চাত্ত্ব দ্রষ্টুম্ ইচ্ছসি ॥৭॥
 ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্টুম্ অনেনৈব স্বচক্ষুষা ।
 দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগম্ ঐশ্বরম্ ॥৮॥

অপ সহস্রাণঃ রূপাণি পশ্য । রূপাণি—রূপ একই ; কিন্তু শত সহস্র প্রকারে।
 নানা বর্ণ ও আকৃতি যুক্ত হইয়া প্রকটিত, তজ্জন্তু বহুবচন (স্ত্রী) । ৫ ।

আমার এই রূপের মাঝে আদিত্যান্ প্রভৃতি পশ্য—দর্শন কর ।
 আদিত্যান্—ষাদশ আদিত্য । বসূন্—অষ্ট বসু । রুদ্রান্—একাদশ রুদ্র ।
 অশ্বিনৌ—অশ্বিনীকুমার-যুগল । মরুতঃ—উনপঞ্চাশৎ পবন । আরও
 অদৃষ্টপূর্ব্বাণি—পূর্ব্ব যাহা দেখ নাই । জৈদৃশ বহুনি আশ্চর্য্যাণি পশ্য । ৬ ।

কেবল তাহাই নহে । ইহ—এই । মম দেহে । একম্ভম্—একত্র
 অবস্থিত । সচরাচরং কৃৎস্নং (সমগ্র) জগৎ, যৎ অত্ভৎ চ দ্রষ্টুম্ ইচ্ছসি এবং
 অত্ভ যাহা কিছু দেখিতে ইচ্ছা করেন । সে সমস্তও । অত্ভ পশ্য । ৭ ।

কিন্তু অনেন এব স্বচক্ষুষা—তোমার এই সাধারণ চক্ষে । মাং দ্রষ্টুম্ ন

দেখ অই অষ্ট বসু, আদিত্য ষাদশ,
 অশ্বিনীকুমার দুই, রুদ্র একাদশ,
 উনপঞ্চাশৎ বায়ু—দেখ কত আর,
 আশ্চর্য্য অদৃষ্টপূর্ব্ব শরীরে আমার । ৬ ।
 অধুনা আমার এই দেহে, গুড়াকেশ !
 শ্বাবরজঙ্গমময় জগৎ অশেষ
 এক স্থানে সমুদায় দেখ হে, নয়নে,—
 কিংবা অত্ভ যাহা কিছু ইচ্ছা হয় মনে । ৭ ।

সঞ্জয় উবাচ ।

এবম্ উক্ত্বা ততো রাজন্ মহাযোগেশ্বরো हरिः ।

दर्शयामास पार्थाय परमं रूपम् ঐশ্বর্যম্ ॥৯॥

শক্যমে । অতএব দিব্যং চক্ষুঃ—অলৌকিক জ্ঞানাত্মক চক্ষু । তে দদামি ।
যে ঐশ্বর্য যোগং—আমার অলৌকিক যোগশক্তি । পশু । দিব্য
চক্ষু—দিব্য চক্ষুকে তৃতীয় চক্ষু, জ্ঞান-নেত্র বলে । তদ্রমতে আজ্ঞাচক্র
ইহার স্থান । চিত্ত সম্পূর্ণ নির্মল হইলে, তাহাতে যে প্রজ্ঞার আলোক,
জ্ঞানসূর্য্যের (২।৫৫) বিকাশ হয়, তাহাই জ্ঞানচক্ষু, Illumination.
ভগবান্ ভক্ত অর্জুনকে আপনার পরম স্বরূপ বিশ্বব্যাপী অখণ্ড চৈতন্যময়
সত্তা দেখাইবার জন্য ভক্তের হৃদয়ে অধিষ্ঠান পূর্ব্বক তাহার জ্ঞান-নেত্র
উন্মোচিত করিলেন (১০।১১) । ৮ ।

সঞ্জয়ঃ উবাচ, এবম্ উক্ত্বা—ইত্যাদি স্পষ্ট । हरि—যিনি ভক্তের সর্ব্ব-
ক্লেশ হরণ করেন, তিনি हरि ।

অর্জুন ভগবানের ঐশ্বর্য রূপ, অব্যয় আত্মা দেখিতে চাহিলে, ভগবান্
তাহাকে বিশ্বরূপ দেখাইলেন । সেই বিশ্বরূপ, এই জগতের সূক্ষ্ম রূপ ।

অর্জুনকে কিন্তু ঐ চক্ষুচক্ষে, অর্জুন, তোমার
দিব্য চক্ষু নারিবে দেখিতে তুমি সে রূপ আমার ।
দান দিতেছি তোমার দিব্য জ্ঞানের নয়ন,
 আমার সে ষোড়শর্ষ্য কর দরশন । ৮ ।

সঞ্জয় कहिलेन ।

এইরূপে মহারাজ ! যোগেশ্বর हरि
ভক্তিমান্ ধনজয়ে সন্তোষণ করি
দেখাইলা অলৌকিক ঐশ্বর্যীয় রূপ ;—
সবিস্ময়ে ধনজর দেখে অপরূপ । ৯ ।

অনেকবস্তু-নয়নম্ অনেকাঙ্গুতদর্শনম্ ।

অনেকদিব্যাভরণং দিব্যানেকোচ্ছতায়ুধম্ ॥১০॥

দিব্যমালাশ্বরধরং দিব্যগন্ধানুলেপনম্ ।

সর্বশাশ্বতময়ং দেবম্ অনন্তং বিশ্বতোমুখম্ ॥১১॥

ভগ২ তাঁহার অব্যয় আশ্রয় বিভব, নিত্য চৈতন্যময় সত্তার বিলাস বা প্রকাশিত রূপ । ৯ ।

সে রূপ কৌশল ? তাহা অনেক বস্তু—বদন ও নয়ন বিশিষ্ট । অনেক অঙ্গুত দর্শন অর্থাৎ দর্শনীয় বস্তুবিশিষ্ট । অনেক দিব্য আভরণ-বিশিষ্ট । দিব্য এবং অনেক উচ্ছত—উচ্ছ্রুত আয়ুধ—অস্ত্রবিশিষ্ট । তখন অর্জুন যাহা জ্ঞান হারাইয়া, বিশাল বিরাট, এই বিশ্ব, ভগবানের বিরাট দেহে বিরাজিত দেখিতেছিলেন । সে বিরাট দেহে সমষ্টিভাবে সর্ব জীবের মুখ, চক্ষু প্রভৃতি একত্র সংস্থিত ; তজ্জন্ত তাহা অনেক-বস্তু-নয়ন ইত্যাদি । ১০

দিব্য মালা ও অশ্বর অর্থাৎ বস্ত্রধারী । দিব্য গন্ধযুক্ত অনুলেপনবিশিষ্ট । সর্বরূপে আশ্চর্য্যময় । দেব—জ্যোতনাশ্রয়, প্রকাশনয় । অনন্ত—দেশ-কাল-অপরিচ্ছিন্ন, not limited by time and space, infinite. বিশ্বতঃ—সর্বতঃ, মুখবিশিষ্ট অর্থাৎ সর্বব্যাপী । ১১ ।

সঙ্গরকর্তৃক অঙ্গুত সে রূপ, মরি ! অঙ্গুতদর্শন !

বিশ্বরূপ কতই নয়ন তার, কতই বদন !

বর্ণন দিব্য দেহে শোভে কত দিব্য আভরণ,

(১০—১৪) সমুচ্ছত মরি কত দিব্য অস্ত্রধর ! ১০ ।

দিব্য মালা দিব্য বস্ত্র করে তরু শোভা,

অনুলেপে দিব্য গন্ধ মরি, মনোলোভা ।

সকলি আশ্চর্য্যময়, অস্ত্র কই তার !

জ্যোতির্ময় ব্যাপি রয় সমগ্র সংসার । ১১

দিবি সূর্যাসহস্রশ্চ ভবেদ্ যুগপদ্ উখিতা ।

যদি ভাঃ সদৃশী সা স্মাদ্ ভাস স্তশ্চ মহাত্মনঃ ॥১২॥

তত্রৈকশ্চ জগৎ কৃৎস্নঃ প্রবিভক্তম্ অনেকধা ।

অপশ্যদেবদেবশ্চ শরীরে পাণ্ডব স্তদা ॥১৩॥

ততঃ স বিস্ময়াবিষ্টো হৃষ্টরোমা ধনঞ্জয়ঃ ।

প্রণম্য শিরসা দেবং কৃতাজ্জলি রভাষত ॥১৪॥

দিবি—আকাশে, সূর্যাসহস্রশ্চ ভাঃ—প্রভা । যদি যুগপৎ উখিতা ভবেৎ । তবে সা—সেই সহস্র সূর্যের প্রভা । তস্য মহাত্মনঃ ভাসঃ—সেই বিশ্বরূপীর নেহ-প্রভার । (শং, ত্রী) । কথঞ্চিৎ সদৃশী সাৎ (ত্রী) । মহাত্মা মহান্ বিশাল, আত্মা অর্থাৎ শরীর বাহার । ১২ ।

তদা পাণ্ডবঃ—অজুঁন । অনেকধা—অনেক প্রকারে । প্রবিভক্তং কৃৎস্নং জগৎ । তত্র—সেই বিশ্বরূপে । দেব-দেবশ্চ শরীরে—তদীয় অবরূপে । একশ্চ—একত্র ব্যবস্থিত (ত্রী) । অপশ্যৎ—দেখিলেন । ১৩ ।

ততঃ—তাহা দেখিয়া । স ইত্যাদি স্পষ্টে । হৃষ্টরোমা—রোমাঞ্চিত-দেহ । ১৪ ।

প্রভাংশি ল'য়ে যদি সহস্র তপন

যুগপৎ নভোদেশে সমুদিত হন

কথঞ্চিৎ তবে তার হয় অমুরূপ

যে প্রভায় জ্যোতির্ময় সে বিরাট রূপ । ১২ ।

দেবদেব বাসুদেব, শরীরে তাহার

বিভক্ত বিবিধ ভাবে সমগ্র সংসার

এক স্থানে ব্যবস্থিত তখন, রাজন্!

করিলেন দর্শন পাণ্ডুর নন্দন । ১৩ ।

অৰ্জুন উবাচ ।

পশ্যামি দেবাং স্তব দেব দেহে

সৰ্বাং স্তথা ভূতবিশেষসংঘান্ ।

ব্রহ্মাণম্ ঈশং কমলাসনস্থম্

ঋষীংশ্চ সৰ্বান্ উরগাংশ্চ দিব্যান্ ॥১৫॥

হে দেব ! হে স্বপ্রকাশ প্রাণময় দেবতা ! তব দেহে—তোমার চৈতন্য-
ময় অবয়বে। সকল দেবান্ পশ্যামি। তথা—আর ভূতবিশেষ-
সংঘান্—স্বাবর অজয় সমস্ত বিশেষ বিশেষ জাতীয় জীবের সমষ্টি দেখি-
তেছি। সত্য—সমষ্টি। কমলাসনস্থং—পৃথিবীরূপ কমলের কর্ণিকারূপ
মেরুদেশে অবস্থিত (শং, শ্রী)। ঈশং—সচরাচর ব্রহ্মাণ্ডের প্রভু।
ব্রহ্মাণং। তথা সৰ্বান্ দিব্যান্ ঋষীন্ উরগান্ চ পশ্যামি—দেখিতেছি।
উরগ—সর্প। অৰ্জুন এখন ভগবানের কোন সীমাবিশিষ্টরূপ দেখিতে-
ছেন না ; পরন্তু তাঁহার রূপায় এক অখণ্ড অনন্ত চৈতন্যময় সত্তার বিকাশ
দেখিতেছেন, সুতরাং দেবতা ও অজ্ঞাত জীবাদি সমন্বিত—সমুদায় বিশ্ব যে
অখণ্ড মহতী চৈতন্যসত্তার অবস্থিত, তাহা প্রত্যক্ষ করিতেছেন। ১৫।

নিরখি সে বিশ্বরূপ দ্বিষিতশরীর,
ভক্তিতরে প্রণমিয়া অবনত শির
বাসুদেবে কহিলেন, বিস্মিত-রূদয়
মহারাজ ! কৃতাজলি করি, ধনজয় ! ১৪

অৰ্জুনকর্তৃক

অৰ্জুন কহিলেন ।

বিশ্বরূপ

সৰ্ব দেবে, দেব ! তোমার শরীরে,

বর্ণন

দেখি ভূতসত্ত্ব সকল প্রকার।

(১৫—৩১) পদ্মাসনে দেখি প্রভু পদ্মধোনি,

দ্বিধ্য ভূতজয় সৰ্ব ঋষি আরি । ১৫ ।

অনেকবাহুদরবক্তৃনেত্রং

পশ্যামি ত্বাং সৰ্ববতোহনন্তরূপম্ ।

নাস্তং ন মধ্যং ন পুন স্তবাঙ্গি

পশ্যামি বিশেষ্বর বিশ্বরূপ ॥১৬॥

কিরৌটিনং গদিনং চক্রিণঞ্চ

তেজোরাশিং সৰ্ববতো দীপ্তিমন্তম্ ।

পশ্যামি ত্বাং ছনিরীক্ষ্যং সমস্তাদ্

দীপ্তানলার্কদ্যুতিম্ অপ্ৰমেয়ম্ ॥১৭॥

হে বিশেষ্বর ! হে বিশ্বরূপ ! অনেক বাহু-উদর-বক্তৃ (বদন) ও নেত্র-
বিশিষ্ট, ১৩।১৩ টীকা দেখ । অনন্তরূপং ত্বাং সৰ্ব্বতঃ—সৰ্ব্বত্র । পশ্যামি ।
পুনঃ—কিস্ত । তুমি সৰ্ব্ববাপী বলিয়া, তব অন্তং ন, মধ্যং ন, আঙ্গি ন
পশ্যামি—তোমার আঙ্গি মধ্য অন্ত দেখিতেছি না ।

সাধারণ দৃষ্টিতে যাহা জীব সকলের ভিন্ন ভিন্ন বাহু, উদর, নেত্র, মুখ-
রূপে প্রতীয়মান হয়, এখন সেই সমস্তই তোমার বলিয়া দেখিতেছি । ১৬ ।

কিরৌটিনং গদিনং চক্রিণং চ সৰ্ব্বতঃ দীপ্তিমন্তং সৰ্ব্বতঃ প্রকাশমান ।
তেজোরাশিং—পুঞ্জীভূত তেজঃস্বরূপ । ছনিরীক্ষ্যং—অতি কষ্টে যাহা দেখা

বিশ্বরূপ ! তব অন্তহীন রূপ !

কত বাহু নেত্র বদন উদর !

দেখি সৰ্ব্ব ঠাই, দেখিতে না পাই

আঙ্গি মধ্য অন্ত তব, বিশেষ্বর ! ১৬ ।

কিরৌটমণ্ডিত গদাচক্রধর,

সৰ্ব্বতঃ প্রদীপ্ত, তেজঃপুঞ্জময়,

দীপ্তানলসূর্য্যসম ছনিরীক্ষ্য,

সমস্তাং তোমা' দেখি অনিশ্চয় । ১৭ ।

ইম্ অক্ষরং পরমং বেদিতব্যং

ইম্ অস্ত্র বিশ্বস্ত্র পরং নিধানম্ ।

ইম্ অব্যয়ঃ শাস্ততদ্ব্যর্থগোপ্তা

সনাতন স্বং পুরুষো মতো মে ॥১৮॥

যায় । যেহেতু তাহা, দীপ্ত-অনন্ত-অক-হ্রাসিত—প্রদীপ্ত-অগ্নি ও সূর্য্যের জ্ঞান জ্যোতির্শ্রয় । অতএব অপ্রমেয়—এই সর্বব্যাপী ও সর্বতোভেদী প্রকাশ সত্তাকে অনুভবে ধরিয়া রাখা হঃসাদ্য । ত্রৈদশ্য স্বাং সমস্তাং—সর্বত্র । পশ্যামি ।

অৰ্জুন যোগজ দৃষ্টিতে ভগবানের জ্যোতির্শ্রয় পরম অধ্যাত্ম রূপ দেখিতেছেন । কিরীট—জ্ঞানজ্যোতিষ্কট, জ্যোতির্শ্রয় প্রকাশ Halo, গদা—শাসনশক্তি ; এবং চক্র—নিয়মন-শক্তি, ধর্মচক্র, Wheel of Law. । ১৭ ।

ইম্ পরমং অক্ষরং ব্রহ্ম (৮।৩), যাহা বেদিতব্যং—মুমুকুর জ্ঞেয় । ইম্ অস্ত্র বিশ্বস্ত্র পরং নিধানম্—আশ্রয় (৯.১৮) । ইম্ অব্যয়ঃ—নিত্য । তোমার যে গুণ, যে বিভব, যে মহিমা, তুমি তাহাতে সদা প্রতিষ্ঠিত (রামা) । শাস্ততদ্ব্যর্থ-গোপ্তা—নিত্যদ্ব্যর্থপ্রতিপালক । স্বং সনাতনঃ—চিরন্তন । পুরুষঃ । ইতি মে মতঃ—ইহা আমার মনে হয় ।

অৰ্জুন ভগবানের বিশ্বরূপ দেখিতে দেখিতে তাঁহার পরম অক্ষর ভাব অনুমান করিতেছিলেন মাত্র, তৎক্ষণে বলিয়াছেন “মতঃ মে” ।

শাস্ততদ্ব্যর্থগোপ্তা—যাহা ধারণ করে, তাহা ধর্ম । যাহাকে যাহা ধারণ

তুমি পরম ব্রহ্ম, পরম জ্ঞাতব্য,

তুমি এ বিশ্বের পরম আশ্রয়,

তুমি হে অব্যয়, নিত্যদ্ব্যর্থপ্রয়,

অনাদি পুরুষ, মম মনে লয় । ১৮ ।

অনাদিমধ্যাস্তম্ অনন্তবীৰ্য্যম্
 অনন্তবাহুঃ শশিসূর্য্যানেত্রম্ ।
 পশ্যামি হাং দীপ্তহতাশবজ্রুঃ
 স্মতেজসা বিশ্বম্ ইদং তপস্তুম্ ॥১৯॥

করে তাহা মানুষের ধর্ম্ম । অগ্নির ধর্ম্ম উষ্ণতা, জলের ধর্ম্ম শীতলতা, সূর্য্যের ধর্ম্ম আলোক, তাপ দেওয়া ইত্যাদি । অগ্নি যদি শীতল হয়, জল যদি উষ্ণ হয়, মানুষ যদি নীতিহীন হয় ; তবে জগৎ থাকে না । অতএব বন্ধারা এই জগৎ বিধৃত, তাহাই শাস্ত্রত ধর্ম্ম । তাহার কখন ব্যতিক্রম বা পরিবর্তন নাই । ব্রহ্মই এই শাস্ত্রত ধর্ম্ম । তিনিই অস্তুর্য্যামৌ পরমেশ্বররূপে সর্ব্বত্র অমুপ্রবিষ্ট থাকিয়া সকলেরই স্ব স্ব ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা । ১৪ । ২৭ দেখ । ১৮ ।

অনাদিমধ্যাস্তম্—আদি, উৎপত্তি ; আর উৎপত্তির পর যে স্থিতি, তাহা, মধ্য ও বিনাশ যাহার নাই । অনন্তবীৰ্য্যম্ । অনন্তবাহুঃ—অনন্ত জীবের অনন্ত বাহু তোমারই বাহুরূপে দেখাইতেছে । শশি-সূর্য্য-নেত্রম্—১৬ শ্লোকে বলিয়াছেন “অনেকবাহুদরবজ্রুনেত্র” অতএব এখানে শশি-সূর্য্যবৎ প্রসাদ ও প্রভাবযুক্ত নেত্রবিশিষ্ট বুদ্ধিতে হইবে (রামা) । দীপ্ত

আদি-মধ্যাহীন তুমি অন্তহীন,
 জন্ম স্থিতি নাশ নাহিক তোমার,
 আপনার তেজে নিরখি আপনি
 করিতেছ তপ্ত সমগ্র সংসার ।
 অনন্ত তোমার বাহু বীৰ্য্য, প্রভু !
 শশিসূর্য্যবৎ কতই নয়ন !
 দীপ্ত হতাশন সদৃশ নিরখি
 কি প্রদীপ্ত অই তোমার বদন ! ১৯ ।

ঋত্বাপৃথিব্যো রিদ্ম অস্তরং হি
 ব্যাপ্তং ত্রৈকেন দিশশ্চ সৰ্ব্বাঃ ।
 দৃষ্টদ্রুতং রূপম্ ইদং তবোগ্রং
 লোকত্রয়ং প্রব্যথিতং মহাত্মন ॥২০॥

হুতাশ (অগ্নি) সদৃশ বস্তু (বদন) বিশিষ্ট । স্বতেজসা ইদং বিশ্বং
 তপন্তং পশ্যামি—স্বকীয় তেজে এই বিশ্বকে সমস্ত করিতেছেন,
 দেখিতেছি ।

তেজঃ—এই তেজ ভগবানের স্বাভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়াদ্বিকা পরা
 শক্তি । এই তেজোহংশ হইতেই বিশ্বের বিকাশ ও পরিণতি । সূর্য্যতেজ
 এই তেজেরই বিশেষ অভিব্যক্তি । অৰ্জুন যোগজ দৃষ্টিতেও তাহা
 দেখিতে সমর্থ হইতেছিলেন না ; তজ্জন্ত বলিতেছেন, স্বতেজসা
 বিশ্বমিদং তপন্তম্ । ইহাকে ঈশ্বরাজীতে Divine Energy বলা
 যায় । ১৯ ।

• ঋত্বাপৃথিব্যোঃ হি ইদম্ অস্তরং—স্বর্গ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী এই যে
 অস্তরীক । দ্বোঃ—স্বর্গ, দ্বো স্থানে দ্বাবা আদেশ, নিপাতনে । সৰ্ব্বাঃ
 দিশঃ চ—এবং সৰ্ব্ব দিক্ । একেন ত্রয়া ব্যাপ্তং—তুমি একাই ব্যাপিয়া
 আছ । তব অদ্রুতম্ ইদম্ উগ্রং রূপং দৃষ্ট, লোকত্রয়ং প্রব্যথিতম্—এই
 ঘোররূপ দর্শন করিয়া ত্রিভুবন অতিশয় ব্যথিত হইতেছেন । তোমার
 সৰ্ব্বগ্রাসী প্রকাশ সম্ভার ত্রিভুবন ক্রমশঃ বিলয়াতিমুখী হইতেছে । ত্রিভু-
 বনের পক্ষে ইহা অত্যন্ত ব্যাধজনক । ২০ ।

ঋত্বাপৃথিবীর এই যে অস্তর,
 সৰ্ব্ব দিক্ আর,—একাই ব্যাপিয়া !
 মহাকার ! ও কি উগ্র তব রূপ !
 ভয়াকুল বিশ্ব ও রূপ দেখিয়া ! ২০ ।

অমী হি ত্বাং সুরসংঘাঃ বিশন্তি
 কেচিন্দীতাঃ প্রাজ্ঞলয়ো গৃণন্তি ।
 স্বস্তীত্ব্যক্তা মহর্ষিসিদ্ধসংঘাঃ
 স্তবন্তি ত্বাং স্তুতিভিঃ পুঙ্কলাভিঃ ॥২১॥
 রুদ্রাদিত্যা বসবো য়ে চ সাধ্যা
 বিশ্বেশ্বিনৌ মরুত শ্চোঽশ্বপাশ্চ ।
 গন্ধর্ব্বযক্ষাসুরসিদ্ধসংঘা
 বীক্ষন্তে ত্বাং বিস্মিতা শৈচব সর্বে ॥২২॥

অমী হি সুরসংঘাঃ—দেবতাসমূহ । ত্বাং বিশন্তি—তোমাতে প্রবেশ
 করিতেছে ; দেবতাগণের ন্যস্তি চৈতন্য তোমার সমষ্টি চৈতন্তে মিলাইয়া
 যাইতেছে । কেচিং ভীতাঃ প্রাজ্ঞলয়ঃ—কৃতাজ্ঞানি করিয়া । গৃণন্তি—জয়
 জয়, রক্ষা কর, রক্ষা কর, প্রার্থনা করিতেছে । মহর্ষি-সিদ্ধ-সংঘাঃ স্বস্তি
 ইতি উক্তা, পুঙ্কলাভিঃ—পরিপূর্ণ, অর্থযুক্ত স্তুতিভিঃ ত্বাং স্তবন্তি । ২১ ।

রুদ্র আদিত্য ইত্যাদি সবে এক বিস্মিতাঃ সন্তঃ ত্বাং বীক্ষন্তে । বসবঃ
 অষ্ট বসু । উশ্বপাঃ—পিতৃগণ । বিস্মিত হইয়া তোমাকে দেখিতেছে—
 তোমার সর্ব্বতোব্যাপী প্রকাশ সত্তার আবির্ভাব লক্ষ্য করিতেছে । ২২ ।

অই সুরবৃন্দ পশিছে তোমাতে,
 কেহ রক্ষা মাগে ভীত কৃতাজ্ঞানি,
 অর্থযুক্ত বাক্যে তব স্তুতি করে
 কহি স্বস্তি, সিদ্ধ মহর্ষি সকলি । ২১ ।
 রুদ্রাদিত্য, বসু, অশ্বিনীকুমার,
 সাধ্য, সিদ্ধ, বায়ু, বিশ্ব দেবগণ,
 বক্ষ, পিতৃগণ, গন্ধর্ব্ব, অশুর,
 সবিশ্বয়ে সবে করিতে দর্শন । ২২ ।

রূপং মহৎ তে বহুবক্তৃনেত্রং

মহাবাহো বহুবাহুরূপাদম্ ।

বহুদরং বহুদংষ্ট্রাকরালং

দৃষ্ট্ৱা লোকাঃ প্রব্যথিতা স্তথাহম্ ॥২৩॥

নভঃস্পর্শং দীপ্তম্ অনেকবর্ণং

বাস্তাননং দীপ্তবিশালনেত্রম্ ।

দৃষ্ট্ৱা হি হ্যং প্রব্যথিতাস্তুরায়া

ধৃতিং ন বিন্দামি শমঞ্চ বিক্ষো ॥২৪॥

তে মহৎ—তোমার বিশাল । রূপং দৃষ্ট্ৱা । সৰ্ব্ব লোকাঃ প্রব্যথিতাঃ—
অত্যন্ত ভীত হইয়াছে । তথা অহম্—আমিও ভীত হইয়াছি । সে রূপ
কৌশল ?—বহু বক্তৃ ও নেত্র-বিশিষ্ট । বহু বাহু উরু ও পাদবিশিষ্ট । বহু-
উদরবিশিষ্ট । বহু দংষ্ট্রা—দন্তদ্বারা করাল, ভয়ঙ্কর । ২৩ ।

কেবল বে ভীত হইয়াছি তাহা নহে, পরন্তু তে বিক্ষো ! হে সৰ্ব-
ব্যাধী ! নভঃস্পর্শং—গগনস্পর্শী । দীপ্তম্, অনেক-বর্ণং । বাস্তাননং—উন্মুক্ত
বদন । দীপ্ত-বিশাল-নেত্রং হ্যং দৃষ্ট্ৱা । প্রব্যথিত-অস্তুরায়া—অত্যন্ত ব্যথিত
চিত্ত । আমি ধৃতিং শমং চ ন বিন্দামি—দৈৰ্ঘ্য ও শান্তি পাইতেছি না । ২৪ ।

বিশ্বরূপ

বহু-বক্তৃ-নেত্র-উদর-চরণ

দর্শনে

বহু-উরু-বাহু-দংষ্ট্রা-ভয়ঙ্কর,

অৰ্জুনের

দেখি ভীত আমি, ভীত সৰ্ব লোক,

ভয়

মহাবাহু ! তব মহা কলেবর । ২৩ ।

নভঃস্পর্শী দীপ্ত বহুল-বরণ,

বাস্তানন দীপ্তবিশাল-নয়ন

দেখি অস্তুরায়া ব্যথিত আমার,

নাহি দৈৰ্ঘ্য, নাহি শান্তি, নারায়ণ ! ২৪ ।

দংষ্ট্রাকরালানি চ তে মুখানি
 দৃষ্টে'ব কালানল-সন্নিভানি ।
 দিশো ন জানে ন লভে চ শর্ম্ম
 প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস ॥২৫॥
 অমী চ হাং ধৃতরাষ্ট্রশ্চ পুত্রাঃ
 সর্বৈব সহৈবাবনিপালসংঘৈঃ ।
 ভীষ্মো দ্রোণঃ সূতপুত্র স্তুথাসৌ
 সহান্মদৌরৈ রপি যোধমুখ্যৈঃ ॥২৬॥

দংষ্ট্রাকরালানি, কালানল-সন্নিভানি—প্রলম্বাগ্নিতুল্য। তে মুখানি
 দৃষ্টা এব। দিশঃ ন জানে—দিক্ সকল চিনিতে পারিতেছি না, দিক্‌হারা
 হইয়াছি। শর্ম্ম—সুখ। ন লভে। জগতের যাবতীয় ব্যাপ্তি সস্তা তোমার
 এক অনন্ত সত্তায় মিলাইয়া যাইতেছে। এ অবস্থা অতীব ভয়াবহ।
 কারণ কোন বিশিষ্ট অবলম্বন না পাইলে আমরা থাকিতেই পারি না।
 এখন আমার “আমিটি” পর্যাঙ্ক বিলুপ্ত হইবার উপক্রম হইয়াছে। অর্থাৎ
 হে দেবেশ! হে জগন্নিবাস! প্রসীদ—তুমি প্রসন্ন হও। ২৫।

আমি দেখিতেছি, অবনিপালসংঘৈঃ সহ—রাজত্ববর্গের সহিত। অমী
 চ ধৃতরাষ্ট্রশ্চ সর্বৈ এব পুত্রাঃ স্বরমাণাঃ—স্বরাযুক্ত হইয়া। হাং বিশক্তি—
 তোমাতে—তোমার অধঃ সত্তায় প্রবেশ করিতেছে। পর শ্লোকের সহিত
 অন্বয়। কেবলই ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রেরা নহে। তথা ভীষ্মঃ, দ্রোণঃ অসৌ

করাল-দশন, কালাগ্নি-ভীষণ,
 দেখিয়াই বহু বদন তোমার
 দিক্‌হারা করে, না সুখ কদরে,
 প্রসীদ, দেবেশ! জগৎ-আধার। ২৫।

বস্তু গি তে দ্বরমাণা বিশস্তি
 দংষ্ট্রাকরালানি ভয়ানকানি ।
 কেচিদ্ধিলগ্না দশনাস্তরেষু
 সংদৃশ্যন্তে চূর্ণিতৈ রুতুমাত্রৈঃ ॥২৭॥
 যথা নদীনাং বহবো হস্তুবেগাঃ
 সমুদ্রম্ এবাভিমুখা দ্রবন্তি ।
 তথা তবামী নরলোকবীরা
 বিশস্তি বস্তুগ্যাভিতো জলন্তি ॥২৮॥

মৃতপুত্রঃ—কর্ণ । অমদৌটৈঃ—আমাদিগেরও । যোধমুখ্যৈঃ সহ—প্রধান
 যোদ্ধগণের সহিত । ত্বাং বিশস্তি—তোমাতে প্রবেশ করিতেছে । ২৬ ।

ইহারা তে দংষ্ট্রাকরালানি—বিকট দন্তযুক্ত । ভয়ানকানি বস্তুগি
 বিশস্তি—ভীষণ মুখমধ্যে সর্বভাবে প্রলম্বিত করি
 তেছে । এবং তাহাদের মধ্যে কেহ বা, চূর্ণিতৈঃ উত্তমাত্রৈঃ—চূর্ণিত মস্তক
 চইয়া । দশনাস্তরেষু বিলগ্নাঃ—ওই ছই দন্তের মধ্যবর্তী স্থানসমূহে সংলগ্ন ।
 সংদৃশ্যন্তে—দেখা যাইতেছে । ২৭ ।

তাহারা কি ভাবে প্রবেশ করিতেছে ওইটা দৃষ্টান্তে তাহা বুঝাইতেছেন ।
 কেহ বা অবশভাবে প্রবেশ করিতেছে, যেমন সিদ্ধবাক্ষ নদীজল ; আর কেহ

অই যে সনন্ত পুত্রাষ্ট্র-পুত্র
 আরও অস্ত্র যত মহাপালগণ,
 অই মৃতপুত্র ভীষ্ম, দ্রোণ আর,
 আমাদেরও যত মুখ্য যোদ্ধগণ । ২৬ ।

ভগবানের করাল-দশন ভীষণ বদনে
কালমূর্তি পশিছে সকলে ঝরিতে তোমার ;

(২৬—৩০) বিগল কেহ বা দশন-অস্তরে,
 হেরি বিচূর্ণিত মস্তক কাহার । ২৭ ।

যথা প্রদীপ্তং জ্বলনং পতঙ্গা

বিশস্তি নাশায় সমৃদ্ধবেগাঃ ।

তথৈব নাশায় বিশস্তি লোকা

স্তুবাপি বক্তৃণি সমৃদ্ধবেগাঃ ॥২৯॥

লেলিহসে গ্রাসমানঃ সমস্তা

লোকান্ সমগ্রান্ বদনৈ জ্বলন্তিঃ ।

তেজোভি রাপূর্য্য জগৎ সমগ্রং

ভাস স্তবোগ্রাঃ প্রতপন্তি বিষেণা ॥৩০॥

বা মোহবশতঃ ইচ্ছাপূর্ব্বক প্রবেশ করিতেছে, যেমন অগ্নিশিখার পতঙ্গ ।
যথা নদীনাং বহবঃ অম্বুবেগাঃ—জলপ্রবাহ । সমুদ্রাভিমুখাঃ (সন্তুঃ) সমুদ্রম্
এব জ্বন্তি—সমুদ্রাভিমুখী হইয়া সমুদ্রেই প্রবেশ করে । তথা অমী নর-
লোকবীরাঃ । অভিতঃ জ্বলন্তি—সর্বত্র প্রদীপ্ত । তব বক্তৃণি বিশস্তি
—তোমার মুখে প্রবেশ করিতেছে । ২৮ ।

যথা প্রদীপ্তং জ্বলনং পতঙ্গাঃ বিশস্তি ইত্যাদি স্পষ্ট । ২৯ ।

জ্বলন্তিঃ বদনৈঃ সমগ্রান্ লোকান্ গ্রাসমানঃ—গ্রাস করিতে করিতে ।
সমস্তাং লেলিহসে—সকলদিকে পুনঃ পুনঃ লেহন করিতেছেন । হে বিষেণা

তটিনীগণের বহুল প্রবাহ

ছুটি সিদ্ধমুখে প্রবেশে যেমন,

সর্বতঃ প্রদীপ্ত বদনে তোমার

পশিছে অবশ নরবীরগণ । ২৮ ।

মরিবার তরে প্রদীপ্ত অনলে

পশে বেগতরে পতঙ্গ যেমন,

পশে বেগতরে তোমার বদনে

স্বৈচ্ছার সকলে মরণ-কারণ । ২৯ ।

আখ্যাহি মে কো ভবান্ উগ্ররূপে
 নমোহস্ত তে দেববর প্রসীদ ।
 বিজ্ঞাতুম্ ইচ্ছামি ভবন্তুম্ আত্মং
 ন হি প্রজ্ঞানামি তব প্রবৃত্তিম্ ॥৩১॥
 শ্রীভগবান্ উবাচ ।

কালোহস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবুদ্ধো
 লোকান্ সমাহত্বুম্ ইহ প্রবৃত্তঃ ।
 ক্ষাতে হপি ত্বাং ন ভবিষ্যন্তি সর্বৈ
 যে হনস্বিতাঃ প্রত্যনীকেষু যোধাঃ ॥৩২॥

—সর্বব্যাপিন্ ! তব উগ্রাঃ ভাসঃ তেজোভিঃ সমগ্রং জগৎ আপূৰ্ণ্য—সম্যক্
 পূর্ণ করিয়া । প্রতপন্তি—সমুপ্ত করিতেছে । বিষ্ণু—ব্যাপক । ৩০ ।

আখ্যাহি মে—আমাকে বলুন । উগ্ররূপঃ ভবান্ কঃ ইত্যাদি স্পষ্ট ।
 তব প্রবৃত্তিং—এই ঘোর সংহর্ষরূপে কি করিতে প্রবৃত্ত, ইহার প্রয়োজন
 কি ? ন হি প্রজ্ঞানামি—তাহা আমি জানি না । ৩১ ।

ভগবান্ কহিলেন, ইহ—এখন । লোকান্ সমাহত্বুম্—সংহার করিতে ।
 প্রবৃত্তঃ । লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃত্তঃ কালঃ অস্মি—আমি লোকক্ষয়কারী প্রবৃত্ত

প্রজলিত মুখে গ্রাসি সমস্তাং

সবে লত লত করিছ লেটন,

তপ্ত করে তব তীব্র ক্মিরানি

তেজ পূরি, বিষ্ণু ! সমগ্র ভুবন । ৩০ ।

কে আপনি বল, গৃহে উগ্ররূপ !

নমি দেব ! হও প্রসন্ন আমার ;

না বুঝিতে পারি একি কার্য্য তব ?

আদি তুমি, চাহি জানিতে তোমার । ৩১ ।

তস্মাৎ ত্বম্ উত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব

জিত্বা শক্রান্ ভুঙ্ক্ষু রাজ্যং সমৃদ্ধম্ ।

ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্বম্ এব

নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্ ॥৩৩॥

কাল । ইহা আমার সংহারশক্তির বিশেষ বিকাশ । এই যুদ্ধোপলক্ষে আমার কালশক্তি লোকক্ষয়কর্ত্তে বিশেষ অভিব্যক্ত । প্রবৃদ্ধ—বিশেষরূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত । কাল—ক্রিয়াশক্তি-উপহিত ভগবান্ অর্থাৎ যে শক্তিতে সংসারের সৃষ্টি স্থিতি ও লয় সাধিত হয়, ভগবানের সেই ক্রিয়াশক্তির নাম কাল (গিরি) । ১০।৩৩ টীকা দেখ । ত্বাম্ স্বতে অপি—তুমি হস্তা না হইলেও (শ্রী) । প্রত্যানীকেবু—প্রতিপক্ষভূত সৈন্যসমূহে । যে যোদ্ধাঃ অবস্থিতাঃ । তাহারা, সৰ্ব্বের ন ভবিষ্যন্তি—কেহই বাঁচিবে না ।

অৰ্জুন ভগবানের অগ্নয় ঈশ্বরীয় আত্মস্বরূপ দেখিতে চাহিয়াছিলেন ; তাহাতে ভগবান্ তাঁহাকে বিশ্বরূপ দেখাইলেন । সেই ঈশ্বরীয় রূপ কেবল সৰ্ব্বভূতবিশেষসত্ত্বসমন্বিত, অনেক বাহু-উদর-বক্তৃ-বিশিষ্ট, সৰ্ব্বতঃ অনন্ত-রূপ নহে ; তাহা কেবল সৰ্ব্বতঃ দীপ্তিমান, দীপ্তানলস্বৰ্ণাভাতি-তুর্নির্গীক্য তেজোরামিষাত্র নহে, কিম্বা তাহা কেবল বিশ্বনিধান, শাস্ত-ধর্মগোপ্তা, অব্যয় অক্ষর পুরুষরূপও নহে । পরন্তু তাহা নিত্য পরিবর্তনশীল, নিত্য-সৃষ্টি-সংহার-লীলাময় কালরূপও বটে । সুতরাং এই কালরূপ—সংহার-মুক্তি না দেখিলে, বিশ্বরূপ দেখা সম্পূর্ণ হয় না । ৩২ ।

তস্মাৎ—যেহেতু কুরুগণ, পাপপক্ষ অবলম্বন করায়, আমার সংহারিণী

শ্রীভগবান্ কহিলেন ।

লোকধ্বংসকর কাল ভরদ্বয়

আমি লোকধ্বংসে প্রবৃত্ত এখন ;

তুমি না মারিলে তথাপি মরিবে

প্রতি প্রতি সৈন্তে প্রতি বোদ্ধ গণ । ৩২ ।

দ্রোণঃ ভীষ্মঃ জয়দ্রথঃ

কৰ্ণঃ তথাশ্চান্ অপি যোধবীরান্ ।

ময়া হতাংস্ত্বং জহি মা ব্যাতিষ্ঠা

যুধ্যস্ব জেতাসি রণে সপত্নান্ ॥৩৪॥

শক্তির বশীভূত হইয়াছে। অতএব ত্বম্ উক্তিষ্ঠ—উখিত হও। যশঃ লভস্ব। শত্রুন্ জিত্বা সমৃদ্ধং রাজ্যং ভূত্ব—ভোগ কর। এতে ময়া পূৰ্ব্বম্ এব নিহতাঃ—ইহারা আমার কাশ্যাক্রমপ্রভাবে পূৰ্বেই হতপ্রায়। হে সব্যসাচিন্! নিমিত্তমাত্রং ভব—ধর্মসংস্থাপনের জন্য এ যুদ্ধ আমার কৰ্ম্ম। তুমি তাহাতে নিমিত্ত মাত্র হও,—মৎকৰ্ম্মকৃতং (১১:৫৫ দেখ) হও। অৰ্জুন সব্য অর্থাৎ বাম হস্তে পরিক্ষেপ করিতে পারিতেন, তজ্জন্ত তাহার একটি নাম সব্যসাচী। ৩৩।

তোমার আশঙ্কার কারণ নাই। যেহেতু দ্রোণঃ চ ভীষ্মঃ চ ইত্যাদি ময়া হতান্ যোধবীরান্। যাহারা পাপাচরণবারা অপরাধী হওয়ায় আমার নিয়মে হতপ্রায়, তাহাদিগকে। ত্বং জহি—তুমি নিমিত্তস্বরূপে হনন কর (৩৭)। মা ব্যাতিষ্ঠা—তাহাদিগকে ভয় করিও না। যুধ্যস্ব—যুদ্ধ কর। রণে সপত্নান্ জেতাসি—শত্রুগণকে জয় করিবে। ৩৪।

উঠ উঠ পার্শ্ব! কর যশোলাভ,

ভূজ রাষ্ট্রোপার্গ্য জিনি শত্রুদল ;

পূর্বেই করেছি সবে হতপ্রায়,

সব্যসাচি! হও নিমিত্ত কেবল। ৩৩।

অৰ্জুনের যুদ্ধ আমিই মেরেছি ভীষ্ম, দ্রোণ, কৰ্ণ,

নিমিত্ত মাত্র জয়দ্রথ আর অন্ত বীরগণে ;

মার, যুদ্ধ কর, নিমিত্তস্বরূপে ;

ভয় নাই, হবে শত্রুজয়ী রণে। ৩৪।

সঞ্জয় উবাচ ।

এতচ্ছ্রদ্ধা বচনং কেশবশ্চ

কৃতাজ্জলি বৈপমানঃ কিরীটী ।

নমস্কৃত্য ভূয় এবাহ কৃষ্ণঃ

সগদগদং ভীতভীতঃ প্রণম্য ॥৩৫॥

অৰ্জুন উবাচ ।

স্থানে হৃষীকেশ তব প্রকীৰ্ত্ত্য

জগৎ প্রহৃষ্যতামুরজ্যতে চ ।

রক্ষাংসি ভীতানি দিশো দ্রবন্তি

সর্বৈব নমস্তুন্তি চ সিদ্ধসজ্জাঃ ॥৩৬॥

কেশবশ্চ এতৎ বচনং শ্রদ্ধা বৈপমানঃ কিরীটী—কল্পিতকায় অৰ্জুন ।
ভীতভীতঃ—ভীত হইতে ভীত, অতিশয় ভীত । এবং প্রণম্য—অবনত
হইয়া । ভূয়ঃ এব আহ—আবার কহিলেন । ৩৫ ।

হে হৃষীকেশ ! তব প্রকীৰ্ত্ত্য—আপনার মহাত্মা-কীৰ্ত্তনে । জগৎ

সঞ্জয় কহিলেন ।

এত যদি ধনজয়ে কহিল। শ্রীহরি,
কিরীটী কল্পিতকায় কৃতাজ্জলি করি,
গদগদ ভাষে কৃষ্ণে কহে পুনর্বার
ভীত ভীত অবনত করি নমস্কার । ৩৫ ।

অৰ্জুন কহিলেন ।

সত্য, হৃষীকেশ ! তব গুণগানে
হৃষ্ট অনুরক্ত নিখিল সংসার,
পলায় দিগন্তে ভীত রক্ষোগণ,
সর্ব সিদ্ধগণ করে নমস্কার । ৩৬ ।

কস্মাচ্চ তে ন নমেরন্ মহাত্মন্

গরীয়সে ব্রহ্মণো হুপ্যাদিকত্রৈ ।

অনন্ত দেবেশ জগন্নিবাস

ইম্ অক্ষরং সদসৎ তৎ পরং যৎ ॥৩৭॥

প্রদ্যুতি, অমুরজাতে চ—ভগবন্ত্ স সকল লোকে দৃষ্ট ও অমুরজ হইয়া ।
এবং রক্ষাংসি ভীতানি দিশঃ প্রবন্তি—রাক্ষসেরা, আমাদের রাক্ষসী বৃদ্ধি-
সমূহ, ভীত হইয়া দশ দিকে পলায়ন করে । এতৎ সর্কৈ সিদ্ধসংঘাঃ চ নমস্তুতি
—সমস্ত সিদ্ধগণ নমস্কার করেন । এ সকলই । স্থানে—উপযুক্ত বটে । স্থানে
শব্দ অব্যয় । ভগবানের এই সংহার মূর্তি দেখিয়া সিদ্ধগণ ভীত হয়েন
নাই ; কারণ, তাঁহারা ইহার মন্ত্ৰ, মন্ত্ৰসংস্থাপন, জানেন । রাক্ষসাদি
পাপিগণই ভীত হইয়া পলাইতেছে । ৩৬ ।

হে মহাত্মন্—উদারচিত্ত । অনন্ত—অপরিচ্ছিন্ন । দেবেশ—ব্রহ্মাদি
দেবগণের নিয়ন্তা । জগৎ-নিবাস—ভগবতের আশ্রয়স্থরূপ । ব্রহ্মণঃ অপি
গরীয়সে—ব্রহ্মা অপেক্ষাও গুরুতর, পূজ্য । এতৎ আদিকত্রৈ—সকলেরই
আদি জনক । তে কস্মাৎ চ ন নমেরন্—তোমার যখন এমনই মতিমা,
তখন তাহারা তোমাকে কেন নমস্কার না করিলে ? সৎ—যাহা বিদ্যমান

অনন্ত, দেবেশ, জগৎ-নিবাস !

সর্ক-আদিকর্তা তুমি এ সংসারে ;

ব্রহ্মা হ'তে পূজ্য তুমি, মহাত্মন্ !

কি বিচিত্র সবে নমিবে তোমায়ে ।

সৎ বা অসৎ বা কিছু সংসারে,—

ইন্দ্রিয়গোচর, কিবা অগোচর,

তুমিই সে সব ; তুমিই আবার

তাঁহাদের মূল ব্রহ্ম যে অক্ষর । ৩৭ ।

ত্বম্ আদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণ

ত্বম্ অস্ত বিশ্বস্ত পরং নিধানম্ ।

বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরমঞ্চ ধাম

ত্বয়া ততং বিশ্বম্ অনন্তরূপ ॥৩৮॥

আছে (৭৭) অথবা যাহা ইন্দ্রিয়ের গোচর (শ্রী) এবং অসং—যাহা নাই (৭৭) অথবা যাহা ইন্দ্রিয়ের অগোচর (শ্রী) । এই হই । এবং এই হরেরও পরং—অতীত, তাহাদেরও মূল । যৎ অক্ষরং—যে অক্ষর ব্রহ্ম । তৎ—তাহাও তুমি । ৩৭ ।

ত্বম্ আদিদেবঃ । পুরাণঃ—অনাদি । পুরুষঃ । ত্বম্ অস্ত বিশ্বস্ত পরং নিধানং—প্রলয়ে লয়স্থান (শ্রী) । বেত্তা! বেদ্যং চ অসি—যে জানে এবং যাহা জানিবার বস্তু, সে সকলও তুমি । পরমং চ ধাম—এবং পরম বিষ্ণুপদ । হে অনন্তরূপ ! বিশ্বং ত্বয়া ততং—ব্যাপ্ত । অতএব তুমি নমস্ত ।

ভগবানই সৰ্ব্ব ক্ষেত্রে ক্ষেত্রজরূপে বেত্তা এবং তিনিই স্বপ্রকৃতিদ্বারা, সৰ্ব্ব ক্ষেত্ররূপে, সৰ্ব্ব বেদ্য । আর ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজের উপরে যে অক্ষর তত্ত্ব, যাহা জীবেরই পরম স্বরূপ, জীবের পরমা গতি, তাহাই এই স্নোবোক্ত পরম ধাম, বিষ্ণুপদ । ৮।২১ টীকা এবং প্রথম পরিশিষ্টে দেখ । ৩৮ ।

সৰ্ব্ব দেবতার তুমি আদিদেব,

আপনি অনাদি, পুরুষ পুরাণ,

এ বিশ্ব প্রলয়ে তোমাতে বিলীন—

তুমিই বিশ্বের পরম নিধান ।

জ্ঞাতা তুমি মাত্র সৰ্ব্বত্র সংসারে,

জ্ঞের যাহা কিছু, তুমি সে সকল,

তুমি বিষ্ণুপদ, হে অনন্তরূপ !

তোমাতেই ব্যাপ্ত এ বিশ্বমণ্ডল । ৩৮ ।

বায়ু র্যমোহ্মি বরুণঃ শশাঙ্কঃ

প্রজাপতি স্বঃ প্রপিতামহশ্চ ।

নমো নমস্তে হস্ত্র সহস্রকৃৎস্বঃ

পুনশ্চ ভূয়োহপি নমো নমস্তে ॥৩৯॥

নমঃ পুরস্তাদ্ অগ পৃষ্ঠতঃ স্তে

নমোহস্ত্র তে সর্বতঃ এন সর্ব ।

অনন্তবীৰ্য্যামিতবিক্রম স্বঃ

সর্বং সমাপ্নোষি ততো হসি সর্বঃ ॥৪০॥

আপনি বায়ুঃ যমঃ ইত্যাদি স্পষ্ট । প্রজাপতি—ব্রহ্মা । তে সহস্রকৃৎস্বঃ—সহস্রবার । নমো নমঃ অস্ত্র । অস্ত্র প্রণামে ভগবানের বিশ্বরূপ মধ্যে দেবতাগণকে ও ব্রহ্মাকে দেখিতেছিলেন । দেবতাগণকে ও ব্রহ্মাকে তখন তাঁহার পৃথক্ জ্ঞান ছিল । কিন্তু সেই সমস্তই যে ভগবানের বিভূতি, এখন তাঁহা বুঝিতে পারিয়া বলিতেছেন যে, বায়ু যম ইত্যাদি সবই আপনি । ৩৯।

তে সর্ব—সর্বস্বা ! তে পুরস্তাৎ—দক্ষিণে । নমঃ । অগ পৃষ্ঠতঃ—পশ্চাতে । নমঃ । সর্বতঃ এন—সর্ব দিকেই । তে নমঃ অস্ত্র । অনন্তবীৰ্য্য-অমিতবিক্রমঃ স্বঃ সর্বং সমাপ্নোষি—ভগবতের অস্ত্রে বাহিরে

তুমি বায়ু যম বরুণাশ্ব চন্দ্র

পিতামহ ব্রহ্মা, পিতা পুনঃ তাঁর ।

সহস্র সহস্র প্রণাম তোমারি,

পুনশ্চ প্রণাম, প্রণাম আবার । ৩৯ ।

দক্ষিণে প্রণাম, পশ্চাতে প্রণাম,

প্রণাম তোমার সর্ব দিকে, সর্ব !

হে অনন্তবীৰ্য্য, অমিতবিক্রম !

আচ্ছ সর্ব ব্যাপি, তাই তুমি সর্ব । ৪০ ।

সথেতি মত্বা প্রসভং যদ্ উক্তং

হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সথেতি ।

অজ্ঞানতা মহিমানং তবেদং

ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি ॥৪১॥

যচ্চাবহাসার্থম্ অসকৃৎতোহসি

বিহারশয্যাসনভোজনেষু ।

একো হথবাপ্যচ্যুত তৎসমক্ষং

তৎ ক্রাময়ে হাম্ অহম্ অপ্রমেয়ম্ ॥৪২॥

সমস্ত ব্যাপিয়া আছি । বীৰ্য্য—সামর্থ্য । বিক্রম—পরাক্রম । ততঃ—তজ্জন্ম ।

আপনি সৰ্ব্বঃ—সৰ্ব্বস্বরূপ, তদতিরিক্ত কিছু নাই । ৪০ ।

তব ইদং মহিমানং—এই পূৰ্ব্বোক্তরূপ মহিমা । অজ্ঞানতা—জ্ঞাত না থাকা, অজ্ঞতা-প্রযুক্ত । মত্বা ইতি মত্বা, প্রমাদাৎ প্রণয়েন বা অপি । প্রমাদ—অনবধানতা । হে কৃষ্ণ ! হে যাদব ! হে সখে ইতি । সথেতি সন্ধি আৰ্ষপ্রয়োগ । ময়া প্রসভং যৎ উক্তং—হঠভাবে, অনাদরভাবে আমি যাহা বলিয়াছি (শ্রী) । তৎ ক্রাময়ে—তজ্জন্য কৰ্মা প্রার্থনা করি ।

মত্বা ভাবি যাহা বলেছি হঠাৎ,—

হে যাদব ! কৃষ্ণ ! মত্বা হে আমার !

প্রমাদে অথবা সখিপ্রেমবশে

ন জানি এ রূপ, মহিমা তোমার । ৪১ ।

অৰ্জুনের

একাকী, অচ্যুত ! কিম্বা সখিমাঝে

কৰ্মাপ্রার্থনা

ক্রীড়া-শয্যাসন-ভোজন-সময়

পরিহাসছলে করেছি অবজ্ঞা,

অপ্রমের তুমি, কৰ্ম সমুদয় । ৪২ ।

পিতাসি লোকস্য চরাচরস্য

ইম্ অস্য পূজ্যশ্চ গুরুগরীয়ান্ ।

ন তৎসমো ভ্যভ্যতিকঃ কুতো ভ্যো

লোকত্রেয়ৈঃ প্যপ্রতিমপ্রভাব ॥৪৩॥

তস্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কায়ং

প্রসাদয়ে হাম্ অহম্ ঈশম্ ঈড্যম্ ।

পিতব পুত্রস্য সখিব সখাঃ

প্রিয়ঃ প্রিয়ায়াইসি দেব সোঢ়ুম্ ॥ ৪৪ ॥

৪১ শ্লোকের সহিত অধর । অবহাসার্থঃ—পরিহাস নিমিত্ত । অসংকৃতঃ—
অবজ্ঞাত । বিহার—ক্রীড়া । একঃ—একাকী । তৎসমকঃ—সখিগণের
মনকে । অপ্রমেরম্—অচিন্ত্য প্রভাব । ৪১—৪২ ।

৪৩ অপ্রতিমপ্রভাব—অনুপম প্রভাবশালী । ইম্ অস্য চরাচরস্য
লোকস্য পিতা, পূজ্যঃ, গুরুঃ, গরীয়ান্ চ অসি । গরীয়ান্—অধিকতর গুরু ।
লোকত্রেয়ে অপি তৎসমঃ ন অন্তি । অতএব ভ্যভ্যতিকঃ—তোমা অপেক্ষা
অধিক গুরুতর । অন্তঃ কুতঃ—অন্ত কোণার কে আছে ? ৪৩ ।

তস্মাৎ ঈশং—জগতের প্রভু । এবং ঈড্যং—ভৃত্য, পূজ্য । ইং ।

তুমি চরাচর সৰ্বলোক পিতা

পূজনীয় গুরু, আরও গুরুতর ;

অতুল্যপ্রভাব ! তব তুল্য নাই ;

কেবা ত্রিভুবনে রবে শ্রেষ্ঠতর ? ৪৩ ।

তাই দণ্ডবৎ করিয়া প্রণাম

পূজ্য প্রভু, বাচি, কৰ্ম দোষ বৃত্ত ;

পিতার পুত্রের সখার সখার,

প্রিয় প্রিয়সীর কন্মরে বেদন্ত । ৪৪ ।

অদৃষ্টপূর্ববং স্থষিতো হস্মি দৃষ্টু।

ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে ।

তদেব মে দর্শয় দেব রূপং

প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস ॥ ৪৫ ॥

কিরীটিনং গদিনং চক্রহস্তম্

ইচ্ছামি ত্বাং দ্রষ্টুন্ম অহং তথৈব ।

তেনৈব রূপেণ চতুৰ্ভুজেন

সহস্রবাহো ভব বিশ্বমূর্ত্তে ॥ ৪৬ ॥

কায়ং প্রণিধায় প্রণম্য—শরীরকে দণ্ডবৎ পাতিত করিয়া প্রণামপূৰ্ব্বক ।
প্রসাদয়ে—প্রসন্নতা প্রার্থনা কারিতেছি । হে দেব ! পিতা পুত্রস্য ইব,
সখা সখ্যুঃ ইব, প্রিয়ঃ প্রিয়য়াঃ ইব, (মম অপরাধং) সো'টুন্ম অহমি—সহ
করিতে, ক্ষমা করিতে যোগ্য ; অর্থাৎ ক্ষমা করুন । প্রিয়য়াঃ অহমি—
প্রিয়য়াঃ অহমি ; সন্ধি আৰ্ঘ্য । ৪৪ ।

অদৃষ্টপূর্ববং দৃষ্টো স্থষিতঃ অস্মি ইত্যাদি স্পষ্ট । তৎ এব রূপং—(পর
শ্লোকে উল্লিখিত) সেই রূপ । মে দর্শয়—আমাকে দর্শন করান । ৪৫ ।

ভগবানের এই বিশ্বরূপ দর্শনে অৰ্জুন মুগ্ধ ও বিস্মিত হইলেও, সুদে

হেরি পুণকিত এ অপূৰ্ব রূপ,

ভয়ে পুন মন ব্যাধিত আমার ;

প্রসীদ দেবেশ, জগৎনিবাস !

দেখাও হে দেব, সে রূপ তোমার । ৪৫ ।

চতুৰ্ভুজ

কিরীট-ভূষিত গদাচক্র হস্ত

রূপদর্শনে

ইচ্ছা, দেখি সেই মম “ইষ্ট” রূপ ;

প্রার্থনা

হে সহস্রবাহ ! ওহে বিশ্বমূর্ত্তি !

ধর তুমি সেই চতুৰ্ভুজ রূপ । ৪৬ ।

শ্রীভগবান্ উবাচ ।

ময়া প্রসন্নেন তবার্জুনেদং

রূপং পরং দর্শিতম্ আত্মযোগাৎ

...

হইতে পারেন নাই, কারণ এ মূর্তি মানববুদ্ধির অতীত । তিনি ভীত হইয়া বলিতেছেন, প্রভো, তোমার এ মূর্তি আমি আর দেখিতে চাহি না । এ মূর্তি পুঞ্জীকৃত তেজোরানিশ্বরূপ, দীপ্তানল-স্বর্গ্যসম ছনিরীক্ষা (১১।২৭), হে সহস্রবাহো ! হে বিশ্বমুখে ! তোমার অনন্ত বাহু প্রভৃতিযুক্ত তেজোময় বিধরূপ উপসংহার কর । তোমার সেই সুপ্রসন্ন চতুর্ভুজ রূপ, তাহা আমি আমার “ইষ্ট-মূর্তি”-রূপে চিন্তা করি । অহং স্বাং তথা এব—তোমাকে সেই মত । সুপ্রসন্ন কিরীটিনং গদিনং চক্রহস্তং দ্রষ্টুং ইচ্ছামি । তেন এব—সেই মত । চতুর্ভুজেন রূপেণ ভব—চতুর্ভুজরূপে আবির্ভূত হও ।

শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মযুক্ত এই চতুর্ভুজ রূপও আদিত্য-মণ্ডল-মধ্যবর্তী নারায়ণ বা বিধুরূপ । এই মূর্তিতেই ভগবান্ জগতের স্রষ্টা, পাতা, ধাতা, নিয়ন্তা । শঙ্খ—অনাহত-ধ্বনি (প্রণবতত্ত্ব ৩০৩ পৃষ্ঠা দেখ) । চক্র—নিয়মের শক্তি : গদা—শাসন-শক্তি । পদ্ম—সৃষ্টিপদ্ম ।

“তথা এব” অর্থে অর্জুন যে পূর্বেও ভগবানের চতুর্ভুজ রূপ দেখিয়াছিলেন, এমন অনুমানের কারণ নাই । যেমন বিধরূপ পূর্বে না দেখিলেও দেখিতে চাহিয়াছিলেন, সেইরূপ চতুর্ভুজ রূপও দেখিতে চাহিয়াছিলেন । এইরূপ তাঁহার “ইষ্ট” মূর্তি, এই মূর্তিতেই তিনি ভগবান্কে ধ্যান করিতেন, এমন অনুমানই যুক্তযুক্ত মনে হয় । শ্রীশঙ্কর ৪৯ শ্লোকের ভাষ্যে এই “ইষ্ট” রূপের কথা বলিয়াছেন । যদি পূর্বে হইতেই তিনি তাঁহাকে ভগবান্ বলিয়া জানিতেন, তবে তাঁহার সহিত পূর্বোক্ত রূপ এত তর্ক বিতর্ক করা সম্ভব হইত না । ৪৬ ।

ভগবান্ কহিলেন, হে অর্জুন ! তব পাইতেছ কেন ? প্রসন্নেন ময়া আত্মযোগাৎ—আমার ঐশী মারা শক্তির প্রভাবে । তব—তোমাকে । ইদং

তেজোময়ং বিশ্বম্ অনন্তম্ আদ্যং

যন্মে তদন্তোন ন দৃষ্টপূর্ব্বম্ ॥ ৪৭ ॥

ন বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈ ন দানৈ

ন চ ক্রিয়াভি ন তপোভি কুত্রৈঃ ।

এবংরূপঃ শক্যঃ অহং নৃলোকে

দ্রষ্টুং তদন্তোন কুরুপ্রবীর ॥ ৪৮ ॥

পরং—উত্তম । রূপং দর্শিতং । যে রূপ, তেজোময়ং । বিশ্বং—বিশ্বাত্মক (স্রী) । অনন্তং । আদ্যং চ—আদিতে উৎপন্ন । মে যৎ—আমার যে রূপ । তদন্তোন—তুমি তির অস্তে । পূর্ব্বং ন দৃষ্টং । ৪৭ ।

শ্রীভগবান্ কহিলেন ।

তোমার প্রসন্ন হ'য়ে আমি, ধনঞ্জয় !

দেখাইলু বিশ্বরূপ,—কেন পাও তর ?

এ রূপের অন্ত নাই, মাত্র তেজোময়,

সকলের আদিভূত, ইহা বিশ্বময় ।

যোগশক্তি বলে আমি করাহু দর্শন,

তুমি তির অস্তে ইহা দেখেনি কখন । ৪৭ ।

কুরুবর ! বেদাভ্যাস করিয়া সতত,

কিছা করহুত্র আদি যজ্ঞবিষ্ঠা যত

অন্ত কর্ণে

সে সমস্ত শিখা করি, কিছা করি দান,

বিশ্বরূপ

যত কিছু পুণ্য কৰ্ম্ম করি অকুষ্ঠান,

দর্শন

কিছা চাত্তারণ আদি উগ্র তপস্তায়,

হয় না

তুমি তির অস্ত কেহ নাহি এ ধরায়

এ রূপ দর্শনে মম সমর্থ যে আর,

যা' তুমি দেখিলে মাত্র কৃপার আমার । ৪৮ ।

মা তে ব্যথা মা চ বিমূঢ়তাবো
 দৃষ্ট্ণা রূপং ঘোরম্ ঈদৃঙ্ মমেদম্ ।
 ব্যপেতভীঃ প্রীতমনাঃ পুন স্বং
 তদ্ এব মে রূপম্ ইদং প্রপশ্য ॥ ৪৯ ॥

সঞ্জয় উবাচ ।

ইত্যর্জুনঃ বাসুদেব স্তুথোক্তুঃ ।
 স্বকং রূপং দর্শয়ামাস ভূয়ঃ ।

হে কুরু-প্রবীর ! নৃলোকে ন বেদযজ্ঞাধ্যায়নৈঃ—বেদ অধ্যয়ন ও যজ্ঞ-
 বিজ্ঞা কল্পসূত্রাদি অধ্যয়ন দ্বারা (শ্রী) । ন দানৈঃ । ন চ ক্রিয়াভিঃ—
 অগ্নিহোতাদি কন্মদ্বারা : ন উগ্রৈঃ তপোভিঃ । এবংরূপঃ অহং স্বং অস্ত্রেন—
 তুমি ভিন্ন অস্ত্র কর্তৃক । দ্রষ্টুং শক্যঃ । আমার ঈদৃশ রূপ তুমি ভিন্ন আর
 কেহ দেখিতে পার নাহি । ৪৮ ।

মা তে ব্যথা ইত্যাদি । ব্যপেতভীঃ—বিগতভয় । তদেব মে রূপং—
 তোমার “ইষ্ট” আমার সেই চতুর্ভুজ রূপ । প্রপশ্য—দেখ (শ্রী) ৪৯ ।

বাসুদেবঃ অর্জুনম্ এবম্ উক্তা । ভূয়ঃ তথা স্বকং রূপং—পুনর্বার সেই
 বীর রূপ, ৪৬ শ্লোকে অর্জুন দ্বারা দেখিতে চাহিয়াছিলেন, সেই চতুর্ভুজ

দেখি ঘোর বিস্মরূপ এই যে আমার
 না চও ব্যপিত, মুগ্ধ কুস্তীর কুমার !
 ত্যজ ভয়, ধনঞ্জয় ! দেখ আর বার
 প্রীত মনে চতুর্ভুজ রূপ সে আমার । ৪৯ ।

সঞ্জয় কহিলেন ।

এত বলি বাসুদেব অর্জুনে তখন

চতুর্ভুজ রূপ ঈশ্বরীর রূপ নিজ করিয়া ধারণ,—

প্রদর্শন শব্দ, চক্র, গদা, পদ্ম, চতুর্ভুজে ধরি

দেখাইলা পুনরায় পার্শ্বে কৃপা করি ।

আশ্বাসয়ামাস চ ভীতম্ এনং

ভূত্বা পুনঃ সৌম্যবপু ম'হাত্মা ॥ ৫০ ॥

রূপ । দর্শয়ামাস—দেখাইলেন । প্রথমে যে বিশ্বরূপ দেখাইয়াছেন, তাহাও তাঁহার পরম ঐশ্বরীয় রূপ (৯ শ্লোক) এনং এই চতুর্ভূজ রূপও তাঁহার পরম ঐশ্বরীয় রূপ । তজ্জন্তু ভূত্বা—দর্শয়ামাস, উক্ত হইয়াছে । পুনঃ চ মহাত্মা সৌম্যবপুঃ ভূত্বা—পুনরায় সৌম্য নরদেহ ধারণপূর্বক, ৫১ শ্লোক দেখ । ভীতম্ এনম্ আশ্বাসয়ামাস—ভীত অর্জুনকে আশ্বস্ত করিলেন ।

অর্জুন প্রথমে ভগবানের ঐশ্বরীয় রূপ দেখিতে চাহিয়াছিলেন (৩ শ্লোক) । ভগবান্ দিব্য দৃষ্টি দিয়া মগ্ন ঐশ্বর্যযুক্ত হুনিরীক্য আপনার ঐশ্বরীয় বিশ্বরূপ দেখাইলেন । কিন্তু তদর্শনে শান্তি লাভ করিতে না পারায়, অর্জুন তাহা সংবরণপূর্বক, আপনার ইষ্টদেবতারূপে দোয় ভগবানের সু-প্রসন্ন চতুর্ভূজ রূপ দেখিতে চাহিলেন । ভগবান্ পুনর্বার (ভূত্বা) সেই রূপও দেখাইলেন । কিন্তু তাহাও মগ্ন ঐশ্বর্যযুক্ত, সুতরাং অর্জুন তাহাও প্রশান্ত চিত্তে অধিক দর্শন করিতে পারিবে না বুঝিয়া, কৃপাময় (মহাত্মা) ভগবান্ পুনর্বার সৌম্য মনুষ্যরূপ ধারণ করিলেন । সেই রূপ দর্শন করিয়া তবে অর্জুন প্রকৃতিস্থ ও সুস্থ হইলেন । পর শ্লোকে তাহা বলিয়াছেন ।

বাসুদেব—সর্বনিবাস, যিনি সমস্ত ব্যাপিয়া আছেন, সর্বব্যাপী বিষ্ণু ভগবানের অধ্যক্ষতায় বা ঈশিত্বে, তাঁহারই প্রকৃতি হইতে যে জগতের বিকাশ হয়, সেই জগতের যাহা সূক্ষ্ম রূপ, তাহাই তাঁহার বিশ্বরূপ । আর সেই জগৎ-বিকাশ কার্যে তাঁহার অধ্যক্ষরূপই সর্বব্যাপী বিষ্ণুরূপ, সবিতৃ-মণ্ডলমধ্যবর্তী চতুর্ভূজ নারায়ণ । এ দ্বিবিধ ভাবই তাঁহার ঐশ্বরীয় রূপ । অত্র অর্থ বাসুদেবের পুত্র । দ্বিবিধ ভাবই এ শ্লোকে আছে । ৫০ ।

নররূপ

সৌম্য নরকলেবর ধরি কৃপাধার

আশ্বাসিলা ভয়াকুল অর্জুনে আবার । ৫০ ।

অর্জুন উবাচ ।

দৃষ্টেদং মানুষং রূপং তব সৌম্যং জনাৰ্দ্দন ।

ইদানীম্ অস্মি সংবৃত্তঃ সচেতাঃ প্রকৃতিং গতঃ ॥ ৫১ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ ।

সুদুর্দর্শম্ ইদং রূপং দৃষ্টবান্ অসি যন্মম ।

দেবা অপ্যস্ম্য রূপস্ম্য নিত্যং দর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ ॥ ৫২ ॥

দৃষ্টেদং ইত্যাদি—এই সৌম্য প্রশান্ত, নম্রমূর্তি দেখিয়া। ইদানীং
সচেতাঃ সংবৃত্তঃ—এখন প্রসন্নচিত্ত। এবং প্রকৃতিং গতঃ অস্মি—
প্রকৃতিস্থ হইলাম।

অর্জুন ভগবানের নররূপ দেখিতে পাইয়া তবে মুগ্ধ হইলেন। ইহার
মধ্যে গুঢ় মর্ম্ম আছে। মানুষ ঈশ্বরের প্রকৃত স্বরূপ দেখিতে বা বুঝিতে
পারে না। সমানে সমানে পরস্পর বুঝিতে পারে; উৎকৃষ্ট নিকৃষ্টকে ঠিক
বুঝিতে পারে না; আবার নিকৃষ্ট কখনই উৎকৃষ্টকে বুঝিতে পারে না।
মানুষ মানুষকেই বুঝিতে পারে। অতএব যতক্ষণ না ঈশ্বর মানুষের
আকার ও ভাব ধারণ করেন, ততক্ষণ মানুষ তাঁহাকে বুঝিতে
পারে না। ৫১।

যং মম ইদং রূপং দৃষ্টবান্ অসি ইত্যাদি স্পষ্টঃ ৫২।

অর্জুন কহিলেন ।

অর্জুনের এই সৌম্য নররূপ তব, জনাৰ্দ্দন ।

প্রদরতা দেখি মুগ্ধ প্রকৃতিস্থ হইলু এখন । ৫১ ।

শ্রীভগবান্ কহিলেন ।

দেখিলে হৃদয় মম চতুর্ভুজ রূপ,

দেবগণ চাহে নিত্য দেখিতে এ রূপ । ৫২ ।

নাহং বেদৈ ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া ।

শক্য এবংবিধো দ্রষ্টুং দৃষ্টবান্ অসি মাং যথা ॥ ৫৩ ॥

ভক্ত্যা ত্বনশ্চয়া শক্যঃ অহম্ এবংবিধো হর্জুন ।

জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরস্তপ ॥ ৫৪ ॥

তাহার কারণ, ন অহম্ ইত্যাদি স্পষ্ট । ৪৮ শ্লোকেও এই কথা বলিয়াছেন ; কিন্তু সেখানে বিশ্বরূপ সম্বন্ধে, আর এখানে চতুর্ভুজরূপ সম্বন্ধে (বল) । ৫৩ ।

ঈশ্বর-লাভের উপায় ভক্তি । জীব অনন্তয়া ভক্ত্যা তু—কেবল অনন্তা ভক্তির দ্বারাই । তত্ত্বেন—যথাযথভাবে । এবংবিধঃ অহং জ্ঞাতুং—আমাকে এই ভাবে জানিতে । এবং কেবল পরোক্ষভাবে জানা নহে, পরন্তু প্রত্যক্ষভাবে দ্রষ্টুং—দেখিতে । প্রবেষ্টুং চ—এবং আমাতে প্রবেশ করিতে । শক্যঃ—সমর্থ হয় ।

অনন্তা ভক্তি—যে ভক্তিতে ঈশ্বর ভিন্ন অন্য কোন বিষয়েই নিষ্ঠা থাকে না (শ্রী) ; যে ভক্তিতে মন, বুদ্ধি ও সর্বেশ্বরে বাস্তুদেব ভিন্ন অন্য কিছু উপলব্ধ হয় না (শং) তাহা অনন্তা ভক্তি ; ১৮।৫৪ দেখ ।

মাং দ্রষ্টুং—তত্ত্বের চক্ষে ভগবান্ দৃষ্ট হইবেন । তাহারও রূপ আছে ।

বেদাভ্যাস, যজ্ঞ, দান কিম্বা তপস্যার

অন্তে, তুমি যা' দেখিলে, দেখিতে না পার । ৫৩ ।

আমার একান্ত ভক্ত, অর্জুন ! যে হয়,

সর্বেশ্বরে আমারে যে দেখে সর্বময়,

ভগবান্ আমাতে অনন্তা ভক্তি সেই যে তাহার,

অনন্তভক্তি- তাহাতেই জানা যায় স্বরূপ আমার ;

লভা তাহাতেই হয় মম প্রত্যক্ষ দর্শন,

ভক্তিতে তত্ত্বের হয় আমাতে মেলন । ৫৪ ।

মৎকর্ণ্যকৃষ্ণংপরমো মদন্তকৃতঃ সঙ্গবর্জিতঃ ।

নির্দৈবরঃ সর্বভূতেষু যঃ স মাম্ এতি পাণ্ডব ॥ ৫৫ ॥

ইতি বিশ্বরূপদর্শনযোগো নাম একাদশোহধ্যায়ঃ ॥

তবে আমাদের এ চক্ষে সে রূপ দেখা যায় না । সংসারে সর্ব বস্তু, কিত্তি অপ্ তেজঃ মরুৎ ব্যোম—এই পঞ্চ ভূতে গঠিত । এই পঞ্চ ভূতের মধ্যে তেজেরই গুণ “রূপ” । তাহাই কেবল আমাদের দর্শনেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য । আমরা যাহা দেখি তাহা ঐ তেজোগুণ “রূপ” । কিন্তু ভগবানের যে অলৌকিকী তত্ত্ব, তাহা পঞ্চ ভূতে গঠিত নহে । সুতরাং তেজোগুণ যে রূপ, তাহা সে তত্ত্বতে নাই ; তজ্জন্ত তাহা আমাদের দৃষ্টি-গোচর হয় না । তজ্জন্ত তিনি নিরাকার । সে তত্ত্বতে লৌকিক রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দ—কিছুই নাই ; সুতরাং তাহা আমাদের কোন ইন্দ্রিয়েরই গ্রাহ্য নহে । এখানে ভগবদ্বাক্য হইতে বুঝা যায় যে, সাধনাবলে জীব অলৌকিক ইন্দ্রিয়, অলৌকিক চক্ষু, কর্ণাদি লাভ করিতে পারে । সেই অলৌকিক চক্ষে তাঁহার অলৌকিকী তত্ত্ব দেখা যায়, অলৌকিক কর্ণে তাঁহার অলৌকিকী বাণী শুনা যায় । জ্ঞানমার্গের সাধনায় এরূপ ঈশ্বর দর্শনের উপদেশ নাই । জ্ঞানীর নিকট ঈশ্বর “অরূপ” । ৫৪ ।

যাহা সকল শাস্ত্রার্থসার, পরম গূঢ় তত্ত্ব (ব্রী), যাহা পরম প্রেরোলাভার্থ অনুষ্ঠের এবং সমস্ত গীতার সার (৭২) এইবার তাহা বলিতেছেন । যঃ—যে

পঞ্চ সাধনা যে করে আমার তরে কর্ম সমুদয় ;

বন্দারী যাহার আমিই মাত্র পরম আশ্রয় ;

ঈশ্বর লাভ সর্বত্র যে অনাসক্ত ; ভক্ত যে আমার ;

হয় কোন জীবে শত্রুতাব নাহি কর্ত্তব্য ;

এ সকল গুণে গুণী সংসারে যে হয়,

সে জন আমার পায়, হে পাণ্ডুনয় । ৫৫ ।

ব্যক্তি, (১) মৎকর্ম্য-কৃৎ—আমার কর্ম্য করে । (২) মৎপরমঃ—আমিই তাহার পরম বস্তু । (৩) যে মন্তকঃ । (৪) সঙ্গবর্জিতঃ—সর্ব বিষয়ে আসক্তিশূন্য । ২।৪৮ শ্লোকে সঙ্গবর্জন শব্দের অর্থ দেখ । (৫) এবং সর্ব-ভূতেষু নির্ভৈরঃ—কাহাকেও শত্রু বলিয়া মনে করে না । স মাম্ এতি—সে আমাকে প্রাপ্ত হয় ।

মৎকর্ম্যকৃৎ—আমার যে বিরাট্ কর্ম্যচক্র হইতে বিশ্বের সৃজন পালন লয় সংসাধিত হইতেছে, তাহারই অংশ জীবের দেহ-যন্ত্রের ভিতর দিয়া তাহার কর্ম্যচেষ্টারূপে প্রকাশ পায়,—এই তত্ত্ব যে জানিয়াছে, তাহার আর কোন কর্ম্মে নিজের কর্তৃত্ববোধ থাকে না । সেই ব্যক্তি মৎকর্ম্যকৃৎ । ৫৫।

একাদশ অধ্যায়ের উপসংহার ।

আমরা যত যত ভাবে ঈশ্বরতত্ত্বের আলোচনা করি, সে সমস্তকেই দুই ভাগে ভাগ করা যায় । (১) ঈশ ভাব, ঐশ্বর্য্য ; (২) মধুর ভাব, নাধুর্য্য । যে ভাবে ঈশ্বর জগতের নিয়ন্তা, ত্রৈলোক্যের বিধাতা, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কর্তা ; যে ভাবে তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বব্যাপী, সর্বশক্তিমান ও সর্বৈশ্বর্য্যশালী, সেই তাঁহার ঈশভাব—ঐশ্বর্য্য । গরুড়বাহন মহাবিকু, সিংহবাহিনী দশভুজা প্রভৃতি শ্রীভগবানের ঐশী মূর্ত্তি । এই মূর্ত্তিতেই তিনি কালীয়মর্দন, কংসনিহন, ত্রি-পাদে ত্রিভুবনব্যাপক, ক্ষত্রিয়কাননে প্রচণ্ড পাবক ; এই মূর্ত্তিতেই তিনি মহিষাসুরমর্দিনী, শুভ-নিশুভবাভিনী । কিন্তু এই মূর্ত্তির উৎকৃষ্ট প্রকটন এই বিশ্বরূপে । শশিসূর্য্য যার নয়নে, দীপ্ত হতাশন যার বদনে, ব্রহ্মাও যার লোমকূপে, আদি মধ্য-অন্তহীন অনন্ত-নয়ন, অনন্তবদন, অনন্তদশন, অনন্তচরণ বিশ্বরূপে তিনি বিশেষ পরিব্যাপ্ত । “দীপ্তানল-সূর্য্যসম সর্বতঃ দীপ্তিমান্ ভেজঃপুঞ্জময়, কিরীট-গদা চক্র-শোভিত দুর্নিরীক্ষ্য বিষ্ণুমূর্ত্তি তাঁহার ঐশ্বর্য্যের চরম দৃষ্টান্ত ।” এই মূর্ত্তি দেখিয়া অর্জুন ভীত হইয়া কম্পিত কলেবরে, কৃতাজলিপুটে তাঁহার স্তব করিতেছেন । ৭।৪—১২, ৯।৪—৬ প্রভৃতি শ্লোকোক্ত ঈশ্বরতত্ত্বও তাঁহার

এই ঐশ্বর্য্যভাব । এই ঐশ্বর্য্যভাব আরম্ভ করিবার উপায়, বিশ্বময় ভগবানের বিভূতির পর্য্যালোচনা, দশম অধ্যায়ে যাহা বিস্তারিত হইয়াছে ।

মধুর ভাবে তিনি করুণাময়, মেহময়, প্রেমময় । গীতার ৪।১১ ও ৯।১৭—১৮ শ্লোকে এ ভাবের উপদেশ আছে, কিন্তু পরিপুষ্টি নাই । বৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণগৌলায় এবং উমার আগমনে ও বিজয়ায় এ ভাব পরিপূর্ণ । এই ভাবে অনাদি, অনন্ত, নিরাকার, নিরঞ্জন, অজ্ঞেয়, অদ্বিতীয় ব্রহ্ম মায়ায় মানুষ সাজিয়া অকুরের প্রভু হইলেন, শ্রীদাম সুদামের সখা হইলেন ; এই ভাবে তিনি ব্রজ-গোপীর রসিকনাগর, সত্যভামার প্রেমের সাগর, নন্দ-যশোদার নয়ন-তারার, ব্রজবধুর ঘরে মাখনচোরা, মেনকার সোণার উমা, কৈলাসে ইবজায়া । এই মাধুর্য্য ভাব উপলব্ধি করিবার উপায় ভাবসম্বন্ধিত ভজনা বা ভক্তি । শ্রীভাগবতাদি পুরাণে তাহা বিস্তারিত হইয়াছে ।

বৈষ্ণবাচার্য্যগণ এই ভক্তিমার্গকে রাগমার্গ কহেন ; কারণ, ইহাতে হৃদয় ঈশ্বরে অস্থির হয় । ইহাতে পাঁচটি বা ছয়টি স্তর আছে । একটিকে পরে একটি অতিক্রম করিয়া তদু ক্রমে সর্বোচ্চ স্তরে উপনীত হয় ; যথা,—

১। শাস্ত্র-ভক্তি—এই ভাবে জনম ভগবানে আকৃষ্ট হইতে আরম্ভ হয় । ইহা বাহ্য ভক্তি হইতে একটু উন্নত । শাস্ত্র, ভক্ত, ধীর, নম্র : যেমন পিতা মাতার প্রতি সম্মানের ভাব । যথা—কন, প্রহ্লাদ ।

২। দাস্ত্র-ভক্তি—ইহা শাস্ত্র ভক্তির পরের ভাব । এ ভাবে ভক্ত ঈশ্বরকে সর্বনিম্নস্থা সর্বপ্রভু জানিয়া তাঁহাকেই সম্পূর্ণ নির্ভর করে । ভৃত্য যেমন প্রভুর সেবা করে, তদু সেই ভাবে “অধ্যায়চেষ্টনা” (৩।৩০) তিনি প্রভু, আমি দাস ভাবিয়া কৰ্ম্ম করে । ইন্দ্ৰমান, উদ্ধব নৈরূপ ভক্ত । “জীরও দাস্ত্র ভাব পাকে । প্রাণপণে স্বামীর সেবা করে । মা’রও কিছু থাকে । যশোদার চিস ।”—কথামৃত ।

৩। সখ্য-প্রেম—যেমন ভৃত্য বিশ্বাসী ও অমুগত হইলে ক্রমশঃ তাহার সহিত প্রভুর সখ্য জন্মে, সেইরূপ সাধক তৃতীয় স্তরে উপনীত হইলে সে ভগবানকে আর প্রভুর জ্ঞায় ভাবে না। তখন প্রীতির উৎস উন্মুক্ত হয় এবং “ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখ্য ত্বমেব” বলিয়া, তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া, সর্বপ্রকারে বন্ধুর জ্ঞায় আচরণ করে। “এস, এস, কাছে এস ; আমার কখন ঘাড়ে চড়ে।” অর্জুন, শ্রীদাম সুদামাদি এইরূপ ভক্ত। “বড় সুমিষ্ট ফল, খা’রে কৃষ্ণ, আমি খেয়েছি, মধুর ব’লে আর না খেয়ে, খড়ায় বেঁকে রেখেছি।” জীরও এ ভাব থাকে। এই স্তর হইতে ভগবানের ধারণা হইতে ঐশ্বর্য্যের ভাব দূরীভূত হইয়া মাধুর্য্য ভাবের বিকাশ আরম্ভ হয়। তিনি আর কেবল মহামহিম ষড়ৈশ্বর্য্যশালী জগন্নাথ নহেন, পরন্তু সকলেরই সুহৃৎ। “সুহৃদং সর্বভূতানাম্।” (৫।২৯)।

৪। বাৎসল্য-প্রেম—চতুর্থ স্তরে ভক্ত আর ভগবানকে কেবল বন্ধুর জ্ঞায় প্রীতির চক্ষে দেখিয়া তৃপ্ত হয় না ; তখন প্রীতির সহিত স্নেহ দয়া প্রভৃতি আসিয়া যোগ দেয় ;—বাৎসল্য ভাবের বিকাশ হয়। ভক্ত ভগবানকে সন্তানের জ্ঞায় ভালবাসে, পিতামাতার জ্ঞায় বাৎসল্যের চক্ষে দেখে। ইহা মেনকা, কোশল্যা, নন্দ-যশোদার ভাব। “জীরও কতকটা থাকে। স্বামীকে প্রাণ চিরে খাওয়ায়।”—কথামৃত।

এ ভাবে ভগবানের প্রতি ঐশ্বর্য্যের ভাব একবারে দূরীভূত হয়। ঐশ্বর্য্য ভাবের সঙ্গে ভয় থাকে ; কিন্তু এখন তিনি সন্তান। সন্তানের কাছে ভয় হয় না, সন্তানের প্রতি ভক্তিও হয় না এবং তাহার কাছে প্রার্থনারও কিছু থাকে না। এখন তিনি কেবল স্নেহের বস্তু, প্রাণের প্রাণ ; “যশোদার অঞ্চলের ধন, নরনের মণি, নীল-রতন।”

৫। কান্ত-প্রেম—সন্তানের সহিত পিতামাতার ঘনিষ্ঠতা খুব বেশী বটে, কিন্তু আরও একটা ভাব আছে, বাহা ইহা অপেক্ষা প্রগাঢ়। পতি-পত্নীর প্রেম যেমন মানুষের সমুদয় প্রকৃতিকে ওলটু পালটু করিয়া ফেলে,

আর কোনও প্রেম কি তেমন পারে ? অল্প প্রেম কি শরীরের শিরার শিরার সঞ্চারিত হইয়া উত্তরকে পাগল করিয়া তুলে ? এই স্তরে সাধকের সেই ভাব হয় । সেই ভাবে, সে ভগবানকে সন্তানের ভায় ভাল বাসিয়া ঈশ্বর চরিতার্থ হয় না । তাঁহার সহিত অঙ্গে অঙ্গে, হৃদয়ে হৃদয়ে মিশিতে চায় । পতিপ্রাণা বিরহিনী প্রেমোন্মাদিনী নারিকার ভাবে, জগৎপতিকে পতিভাবে আলিঙ্গন করিতে যায় । “এস এস কাছে এস, আধ আঁচরে বস” । বাস্তবিক সংসারেও দেখি, যাহা যথার্থ প্রেমের কার্য্য, তাহা নারীতেই আছে । সরলতা, পবিত্রতা, কোমলতা, সঙ্কুচতা, নারীতেই আছে । শ্রদ্ধা করিতে, ভক্তি করিতে, সেবা করিতে, যত্ন করিতে, পরের কল্যাণ আত্মবিসর্জন করিতে নারীই জানে । নারীই প্রেমের আদর্শ । অপিচ, যথার্থ সাধনা প্রেমেরই কার্য্য । তাই কৃষ্ণগতপ্রাণ প্রেমময় ভক্তগণ বাহ্যাকারে নারী না হইলেও অন্তরে নারী ; এবং সেই নারীর মত প্রেমের ভাব হৃদয়ে লইয়া, যে ভগবানে আত্মসমর্পণ করিতে পারে, সে বাহিরে পুরুষ হইলেও অন্তরে নারী ।—রাসলীলা ব্যাখ্যায়, নীলকণ্ঠ গোস্বামী ।

এই ভক্তেরাই রূপকের ভাষায় বোধ হয় ব্রজগোপী বা কৃষ্ণের ষোড়শ সহস্র মহিষী ; সকলেরই হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণ নাগরভাবে বিরাজিত ; আর শ্রীচৈতন্যদেব এই ভাবের ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত ।

৩। মহাত্মা—কিন্তু ভক্তগণ এই কান্ত ভাবেও তুষ্ট নহেন । তাঁহারা যে প্রেমের আশ্বাদন করেন, পতি পত্নীর প্রেমও তত মধুর, তত প্রগাঢ়, উন্মাদকর নহে । পতিপত্নীর প্রেমের মধ্যেও একটু আবরণ আছে । উত্তরকেই লোকাচার বশে চলিতে হয় ; কিন্তু ভক্ত প্রেমের যে তীব্র মদিরা আশ্বাদন করেন, তাহার অগ্রে সকল নিয়ম, সকল আবরণ, সরিয়া যায় ।

কিন্তু এই ভাব ভাষায় ব্যক্ত করিতে গিয়া, ভক্ত বৈকুণ্ঠাচার্য্যগণ বড়ই সঙ্কটে পড়িয়াছেন । আর পবিত্র ভাষা নাই, বাহাতে এ পবিত্র ভাব ব্যক্ত করা যায় । বাহা আছে তাহা অপবিত্র । কিন্তু ভক্ত ভাষার পবিত্রতা

অপবিত্রতা চাহে না, সে চার ভাব । ভক্ত বলিল, এ প্রেম যেমন পরকীর প্রেম, অর্থাৎ উপপতি ও উপপত্নীর মধ্যে যেমন প্রগাঢ় ভালবাসা, ইহাও তদ্রূপ । ভগবান্ উপপতি, ভক্ত তাঁহার উপপত্নী—শ্রীরাধিকা (আরাধিকা) । পত্নী লোকাচার লভ্যন করিয়া পতিসেবা করিতে সমুচিত হইয়া, কিন্তু উপপতিতে অত্যাশ্রিত নাহিক। কিছুতেই ক্রক্ষেপ করে না । তাহার প্রেম, পতিপত্নীর প্রেম অপেক্ষা, অধিক প্রগাঢ়—তীব্র । পিতা, মাতা, স্বামী,—সমস্ত সংসার বিরোধী হউক, কুলটা উপপতি ছাড়িতে পারে না ; শ্রীরাধাও কুল ছাড়িতে পারে না । সংসারের ভাল মন্দ জ্ঞান তাঁহার নাই ।

“হৃদয়ে ঈশ্বরানুভব না হইলে এ ভাব হয় না”—(কণামৃত) । এই উচ্চতম ভাবে উপনীত হইলে জ্ঞান কোথায় চলিয়া যায় ; মুক্তি, নির্বাণ কোথায় থাকে । ভাবে বিভোর ভক্ত ধন, জন, স্বর্গ, মোক্ষ—কিছুই চাহে না । চাহে কেবল প্রেম, শুধুই প্রেম, অহৈতুকী ভক্তি ;—

মধু হ’তে মধু, তুমি প্রাণ বধু, চরণের দাসী কর ।

কিছু না চাহিব, চরণ সেবিব, দেহ নাথ এই বর ॥

ইহাই ভক্তির শেষ দশা । ইহারই নাম মহাত্ম্য । চণ্ডীদাসের পিরীতি । এ ভাব উপস্থিত হইলে ভক্তের কি দশা হয়, আমরা তাহা বুঝিতে পারি না । ৬রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলিয়াছেন,—“তাঁকে চন্দ্রচক্ষে দেখা যায় না । সাধন ক’রতে ক’রতে একটি প্রেমের শরীর হয়,—তার প্রেমের চক্ষু, প্রেমের কর্ণ । সেই চক্ষে তাঁকে দেখে, সেই কর্ণে তাঁহার বাণী শুনা যায় । আবার প্রেমের লিঙ্গ, যোনি হয় । এই প্রেমের শরীরে আত্মার সহিত রমণ হয় ।” এই প্রেমের শরীরে প্রেমের রমণই বোধ হয় রূপকের ভাষায় রাসলীলা, শ্রীরাধা-কৃষ্ণের বিহার । মূল-দেহের সহিত ইহার কোন সম্বন্ধ নাই ; ১১।৫৪ টীকা দেখ ।

এই ভাবের বর্ণনাতেই প্রেমের মূর্তি ব্রজগোপী ও শ্রীরাধার ভাবে

বৈক্যব কবিগণ যে রূপকের সৃষ্টি করিয়াছেন, সাধন-জগতে তাহা অতুল ।

শাক্ত সত্ৰদ্বারে প্রচলিত মাতৃভাব—শান্ত, দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্য এই চারি ভাবের সমবায় । সাধারণের পক্ষে এই মাতৃভাবই উৎকৃষ্ট । মা পক্ষেই প্রাণ নীতল হয় । কান্ত বা মধুর ভাবে সাধনা সাধারণের পক্ষে সুকঠিন । নিজের হৃদয় নিশ্চল, মধুর, প্রেমময় না হইলে সে মধুর ভাবের উপলব্ধি হয় না । প্রেমের মূর্তি কল্পনা করিয়াই ভক্ত কবি রাধা-ভাব আঁকিয়াছেন । কৃষ্ণপ্রাণা গোপী আমাদের বাড়ীর “মেয়ে মানুষ” নয় । মেয়ে মানুষের সাজ পোষাক পরিয়াই কেহ “গোপী” হইতে পারে না । অধ্যাত্মজ্ঞানের যৌবন (পূর্ণতা) যাচার হৃদয়ে ফুটিয়াছে,—সেই গোপীর জায় ঐকান্তিক প্রেমে ভগবানে আত্মসমর্পণ করিতে পারে । সে বাহিরে পুরুষ হইলেও অন্তরে রাধিকা (সাধিকা) । এই ভাব উপলব্ধি করা সুকঠিন । এই ভাব বুঝিতে বা বুঝাইতে গিয়াই আমরা কৃষ্ণচন্দ্রের চন্দ্রাবলী ও রাধার কুঞ্জে লুকোচুরি খেলা দেখিতে পাই ; নবনারী-কুঞ্জর ও রাইরাজা, শেষে বস্ত্রহরণ ও রাসলীলার অভিনয় পর্য্যন্ত হইয়া যায় ।

ভগবানের এই ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য ভাবের অপূর্ণ সমন্বয় শ্রীকৃষ্ণলীলায় । কুরুক্ষেত্রে তাঁহার ঈশ ভাব এবং বৃন্দাবনে মধুর ভাব প্রস্ফুটিত । মহাভারতে দেখি,—জটিল রাজনীতি, উদার সমাজনীতি, নিগূঢ় ধর্ম্মনীতি, জ্ঞান, বুদ্ধি, পাণ্ডিত্য, দূরদর্শিতা, তেজঃ, শৌর্য্য, দৈর্ঘ্য, প্রতাপ, সাহস, অনাগস্য, দক্ষতা, ইত্যাদি সর্ব বিষয়েই তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ । তিনি অদ্বুত কোশলে, খণ্ডভারতে মহাভারত স্থাপন করিতেছেন, জ্ঞানের সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণপূর্ব্বক গীতার মহাধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিতেছেন, অন্নানমুখে ছুটের দমন করিয়া ধর্ম্মের মানি নিবারণ করিতেছেন ; আর বৃন্দাবনে তিনি স্নেহময় পুত্র, প্রীতিময় সখা, প্রেমময় কান্ত, সর্ব জীবের প্রিয় স্বহৃৎ । মানুষের হৃদয়ে বাহ্য কিছু পবিত্র, বাহ্য কিছু উৎকৃষ্ট উদার

মহান্ ভাব আছে, শ্রীকৃষ্ণচরিত্র সেই সমুদয়ের সমবায়। সেই জগুই বোধ হয় স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়া, এ সংসারে মনুষ্যত্বের আদর্শ, ধর্মজীবনের আদর্শ, কর্মজীবনের আদর্শ দেখাইয়া আমাদের পরিভ্রাণের পথ নির্দেশ করিতেছেন। আমাদের বড় সৌভাগ্য, আমরা ভারত ভূমিতে দেহলাভ করিয়া স্বভাবতই কৃষ্ণপেবার অধিকারী। এস ভারতসন্তান! ভক্তিপরিপ্লুত-হৃদয়ে আমরা “নমো ভগবতে বাসুদেবায়” বলিয়া শ্রীকৃষ্ণচরণে লুটাইয়া পড়ি; তাঁহারই আদর্শে কর্ম করিয়া, স্বকর্ম-দ্বারা তাঁহার অর্চনা করি; তদ্বারাই আমাদের সর্ব সিদ্ধি লাভ হইবে।

তোমার ঐশ্বর্যে প্রভু! ভয় পাই মনে,
“দাস আশুতোষ” মাগে দাসত্ব চরণে।

—————••••—————

বিশ্বরূপ দর্শনযোগ নামক একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বাদশোঃধ্যায়ঃ ।

—:~:~:~—

ভক্তি-যোগঃ ।

—:~:~:~—

নির্গুণ-সম্পূর্ণ-সেবা—হয়ে কি উত্তম

সে তব বুঝাতে এই দ্বাদশ উত্তম ।—শ্রীধর ।

—~~~—

ভক্তি কাঠাক বলে ? ভগবান্ বলিয়াছেন,—

মন্যনা ভব মন্তকঃ মন্যাকৌ মাং নমস্কর ।

মাত্মৈবম্যসি যুত্কৃতম্ আত্মানং মৎপরাম্ভগঃ ॥—৯।৩৪

রামানুজ বলেন, ইহাই ভক্তির স্বরূপ লক্ষণ । আনন্দগিরি বলেন, পরমেশ্বরে পরম প্রেমই ভক্তি । শাণ্ডিল্য-সূত্রে ভক্তির লক্ষণ, “মা (ভক্তি) পরামুরক্তির্ভগ্নোঃ ।” মনস্বী ৬ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এই সূত্রের নিম্নোক্ত ব্যাখ্যা করেন,—যখন মানুষের সকল বৃত্তিগুলিই ঈশ্বরানুভূতিনি বা ঈশ্বরানুবর্তিনী হয়, সেই অবস্থাই ভক্তি ; অর্থাৎ যখন জ্ঞানার্জুনী বৃত্তিগুলি ঈশ্বরানুসন্ধান করে, কার্য্যচারিণী বৃত্তিগুলি ঈশ্বরে অর্পিত হয়, চিন্তরঞ্জিনী বৃত্তিগুলি ঈশ্বরের মৌল্য উপভোগ করে এবং শারীরিক বৃত্তিগুলি ঈশ্বরের কার্য্যসাধনে বা ঈশ্বরের আজ্ঞাপালনে নিযুক্ত হয়, সেই অবস্থাকেই ভক্তি বলে । যাহার জ্ঞান ঈশ্বরে, কর্ম্ম ঈশ্বরে, আনন্দ এবং পরোয়ার্পণ ঈশ্বরে, তাহারই ঈশ্বরভক্তি হইয়াছে । যখন মানুষের সমস্ত বৃত্তিই ভক্তি বৃত্তির অঙ্গগামিনী হইয়া ঈশ্বরানুভূতিনি হয়, সেই অবস্থাই ভক্তি । কর্ম্ম ও জ্ঞানের চরমাবস্থা বাহা, তাহাই ভক্তি ।

ঈশ্বরের স্বরূপ বিভাগ।—হিন্দু শাস্ত্র দুই ভাবে ঈশ্বর চিন্তা করে। সগুণ ভাবে ও নিগুণ ভাবে (বৃহদারণ্যক ২।৩।১)। ১ম। নিগুণ ভাবে ঈশ্বর নিক্রপাধি, অবাঙ্কমনসগোচর, বিধ্বস্তসর্ববিশেষণ (৭৭), জগতের কোন ভাবে, গুণবাচক কোন শব্দে, তাঁহার স্বরূপ নির্দেশ হয় না।—শ্রুতি ব্যতিরেক মুখে তাঁহার স্বরূপ ব্যক্ত করেন ; যথা,—তাহা স্থূল নয়, সূক্ষ্ম নয়, হ্রস্ব নয়, দীর্ঘ নয়, (বৃঃ আঃ ৩।৮।২) ; তাঁহার শব্দ নাই, স্পর্শ নাই, রস নাই, রুচি নাই (কঠ ৩।১৫) ইত্যাদি। তৎসম্বন্ধে “অন্তীতি ক্রবতোহন্তত্র কথং তৎ উপলভ্যতে”—তাহা আছে, এই মাত্র বলা যায়, তাহার অধিক উপলব্ধ হয় না।—কঠ ৬।২২। ভাবিবার সময়, দার্শনিক আলোচনার সময়, এই ভাবে তাঁহাকে ভাবিতে হয়। এই ভাবে তাঁহার নাম পরম অক্ষর ব্রহ্ম। ২য়। সগুণ ভাবে তিনি সোপাধিক, অর্থাৎ তখন তিনি বাক্য ও মনের গোচর। গুণবাচক শব্দে তাঁহার স্বরূপ ব্যক্ত করি, যথা—তিনি বিশ্বকারণ, তাহা হইতে সৃষ্টি ও লয়, তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বময় (মাণ্ডুক্য) ; সর্বকর্তা, সর্বকাম, সর্বরস, সর্বগন্ধ, তিনিই সর্ব (ছান্দোগ্য ৩।১৪) ; এই ভাবে তাঁহার নাম মহেশ্বর (শ্বেতাস্বতর ৪।১০) বা ভগবান্। উপাসনার সময় এই ভাবেই তাঁহার চিন্তা করিতে হয়। সগুণ ব্রহ্ম যেন তরঙ্গসমুদ্র মহাসিদ্ধু। তাহাতে নিয়ত তরঙ্গ, নিয়ত সৃষ্টিস্থিতি-লয়। আর সেই সিদ্ধুই যদি নিবাত-নিকল্প-স্থির ভাব ধারণ করে, তবে তাহাই নিগুণ ব্রহ্মের ভাব। তাহাতে কোন তরঙ্গ নাই—সৃষ্টি-স্থিতি-লয় নাই। প্রথম পরিশিষ্টে এ বিষয়ে সবিশেষ বুঝা যাইবে।

নিক্রপাধি নিগুণ ব্রহ্মই মায়ী উপাধি (উপরের ওড়না medium) অঙ্গীকার করিয়া সোপাধিক সগুণ হয়েন। মায়ী তাঁহার স্বরূপ শক্তি—তাঁহার ঐশী শক্তি। এই শক্তি প্রভাবেই তিনি স্বীয় অপরিচ্ছিন্ন স্বরূপকে যেন পরিচ্ছিন্ন করিয়া ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি স্থিতি লয় সাধন করেন। যেমন উজ্জল আলোককে কানসের দ্বারা আবৃত করিলে, তাহার তেজ যেন

কতক সঙ্কচিত হয়, তেমনি মারাক্রম ব্যবহার আবরণে, অনন্ত অপরি-
মিত ব্রহ্মজ্যোতিঃ যেন সাক্ষ পরিমিত হয় । তখন দৃষ্টি-স্থিতি-লব চলিতে
পারে ।

উপাদি (medium) ভিন্ন শক্তির প্রকাশ হয় না । সূর্য্যের
আলোকশক্তি আছে ; কিন্তু যতক্ষণ তাহা বায়ুস্তরে প্রতিফলিত না হয়
ততক্ষণ তাহা দৃষ্টিগোচর হয় না । বায়ুস্তরের উপর গাঢ় অন্ধকার, কারণ
সেখানে উপাদি নাই, আলোকের অভিব্যক্তি হইবে কিরূপে ? সেইরূপ
ব্রহ্মও মারা-উপাদিযোগে সমুগ, অভিব্যক্ত, স বিশেষ ; আর উপাদির
অভাবে নিগূর্ণ, অনভিব্যক্ত, অ বিশেষ ।

ব্রহ্মের এই সমুগ (Immanent) ভাবই জীবজ্ঞানে জ্ঞেয় ; তাহাও
সাধারণ বৈবয়িক জ্ঞানবুদ্ধির অতীত । যে জ্ঞানে ও যে ভাবে তিনি জ্ঞেয়,
১৩শ অধ্যায় ৭—১১ শ্লোকে তাহা বলিয়াছেন ।

ঈশ্বরের ভাবসম্বন্ধে বিবিধ সম্প্রদায়ের মধ্যে বিলক্ষণ মতভেদ আছে ।
অধিকাংশ হিন্দু-সম্প্রদায় সাকার ভাবে, এবং কোন কোন হিন্দু-সম্প্রদায়
আর আধুনিক ব্রাহ্ম, মুসলমান ও খ্রীষ্ট-সম্প্রদায় নিরাকার ভাবে ঈশ্বর-
চিন্তা করে । অনেকে বলিয়া থাকেন, সাকার উপাসনা ভ্রমাত্মক ; কিন্তু
তাবা উচিত, সর্বব্যাপী অনন্ত ঈশ্বরকে ক্ষুদ্র মূর্তি বা পুত্তলিকার দ্বারা
প্রকাশ করা যদি অসম্ভব, তবে চিন্তার অতীত, বুদ্ধির অতীত অনন্ত সেই
ঈশ্বরকে দয়াময়, প্রেমময়, শক্তিময় প্রভৃতি করেকটা কণার প্রকাশ করাও
তেমনি অসম্ভব । অদর্শনীয় বস্তুকে দর্শনীয় বস্তুতে যদি দোষ হয়, তবে
অচিন্তনীয় বস্তুকে চিন্তনীয় বস্তুতে, ক্ষুদ্র হৃদয়ে ধারণা করিতে বাও-
রাতেও, দোষ হয় ।

হিন্দু শাস্ত্র ঈশ্বরের সাকার নিরাকার ভেদ করে না । সাকার ও
নিরাকার উভয়ই এক শ্রেণীর বস্তু ; পূর্বোক্ত ঐ সমুগ ব্রহ্ম । কেবল প্রভেদ
এই যে, সাকার ঈশ্বর হস্তের শির ও নিরাকার ঈশ্বর মনের শির ।

অৰ্জুন উবাচ ।

এবং সন্ততযুক্তা যে ভক্তা স্বাং পর্য্যুপাসতে ।

যে চাপ্যক্ষরম্ অব্যক্তং তেষাং কে যোগবিন্দমাঃ ॥ ১ ॥

ঈশ্বরের দিক্ দিয়া দেখিলে তাঁহার সম্বন্ধে মানুষের সকল কল্পনাই তুচ্ছ । অনন্ত আকাশকে ৫ হাত বলাও যায়, আর ৫ লক্ষ যোজন বলাও তাহা ; কিন্তু মানুষের দিক্ দিয়া দেখিলে বুঝা যায়, মানুষের পক্ষে উপাসনার জন্ত, তাদৃশ কোন না কোন কল্পনা ভিন্ন গতাস্তর নাই ; তাই কেহ কহিল, প্রভু হে ! তুমি আমার নব-নীরদ-শ্রাম-সুন্দর পদুপলাশলোচন হরি ; আর কেহ কহিল, তুমি আমার নিরাকার, সৰ্ব্বশক্তিমান, দয়াময় প্রভু । উভয়ই এক কথা । ভারতীয় প্রাচীন পণ্ডিতেরা এরূপ সাকার নিরাকার ভেদ করিতেন না । তাঁহারা ইহার অপেক্ষা অনেক উর্দ্ধে উঠিয়াছিলেন ।

বিভিন্ন প্রণালীতে ভগবানের বিভিন্ন ভাবের উপাসনা হয় । সে সকলকে সামান্ততঃ দুই ভাগে ভাগ করা যায় । এক জ্ঞানমার্গে নিগুণ অক্ষর ব্রহ্ম ভাবের উপাসনা ; আর এক ভক্তিমার্গে সগুণ পরমেশ্বর ভাবের উপাসনা । অষ্টম অধ্যায়ে এই দ্বিবিধ উপাসনাই উপদিষ্ট হইয়াছে ; কিন্তু ১১।৫৪ শ্লোকে ভগবান কহিলেন, যে অনন্তা ভক্তির দ্বারাই ভগবন্ত হইবে । অতএব সেই দ্বিবিধ সাধনার মধ্যে কোন্টী উত্তম, তদ্বিবরে জিজ্ঞাসু হইয়া অৰ্জুন বলিতেছেন ।

এবম্—এই ভাবে ; ১১।৫৪—৫৫ শ্লোকোক্তা ভক্তিতে । সন্ততযুক্তাঃ

অৰ্জুন কহিলেন ।

পরম ঈশ্বরতাব শুনেছি তোমার,

শুনিয়াছি আর তব বিভূতিবিস্তার,

অৰ্জুনের বিশ্বরূপ অদ্ভুত দেখিছ, চক্রেপাণি !

জিজ্ঞাসা পরম ঈশ্বর তুমি সত্য বলি মানি ।

যে ভক্তঃ স্বাং পর্যাপাসতে—ভগবান্‌রূপে তোমাকে উপাসনা করে। যে চ
অপি—আর যাহারা। ৮ অঃ ১২—১৩ শ্লোকে উপদিষ্ট যোগমার্গে অব্য-
ক্তম্ অক্ষরং—অক্ষর ব্রহ্মকে উপাসনা করে। তে স্বাং মধ্যে, কে যোগবি-
ত্তমীঃ—কাহারো শ্রেষ্ঠ যোগবিৎ ; উৎকৃষ্ট সাধনপন্থা কাহারো জানে ?

পর্যাপাসতে—পরি, সৰ্ব্বতোভাবে, উপাসতে। উপ, সমীপে+আস,
বসা। উপাশ্রু বিষয়কে হৃদয়মধ্যে চিন্তা করিয়া, হৃদয়কে তাহার
অভিমুখে, যেন তাহার “সমীপে” লইয়া গিয়া, তৈলধারার দ্বায় অবিচ্ছিন্ন
ও সমান ভাবে তাহাতে নিবিষ্ট রাখার নাম উপাসনা (শং)। ১।

কৃপা করি কৃপাময়, কহ অতঃপর
কি ভাবে তোমার সেবা হয় শ্রেষ্ঠতর ।
আমার বলেছ তুমি করিয়া নিশ্চয়,
কখন তোমার ভক্ত বিনষ্ট না হয় ।
বেদজ্ঞান, ব্রহ্ম, দান কিম্বা তপশ্চায়
ভক্তি বিনা তব তত্ত্ব কেহ নাহি পায় ।
আবার বলেছ তুমি,—জ্ঞানবান্‌ যারা
যোগবলে মনপাণ রুদ্ধ করি তাঁরা,
একাক্ষর ওম্ ব্রহ্ম উচ্চারণ করি
তোমার অক্ষর ভাব হৃদয়েতে ধরি

ভক্তি এবং

জ্ঞানের

মধ্যে

কোন্টী

উত্তম

কলেবর পরিহরি করিয়া গমন
অস্ত্রমে পরমা গতি করেন অর্জুন ।
ভক্তির প্রশংসা তুমি কর একবার
জ্ঞানের প্রশংসা কৃষ্ণ, করিছ আবার ।
অতএব, হে কেশব, বলহ নিশ্চয়,—
জ্ঞান ভক্তি—এ হইয়ের উত্তম কি হয় ?

শ্রীভগবান্ উবাচ ।

ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে ।

শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতা স্তে মে যুক্ততমা মতাঃ ॥ ২ ॥

উত্তরে ভগবান্ বলিতেছেন,—ময়ি—পরমেশ্বরে (শ্রী) আমার পুরুষো-
ত্তম ভাবে। মনঃ আবেশ্য—স্থাপন করিয়া। নিত্যযুক্তাঃ—সতত একাগ্র-
চিত্তে, ১১।৫৫ দেখ। এবং পরয়া শ্রদ্ধয়া উপেতাঃ—পরম শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া।
যে মাম্ উপাসতে—যাহারা আমাকে উপাসনা করে। তে যুক্ততমাঃ—
সর্বোত্তম। (ইতি) মে মতাঃ—ইহাই আমার মত, ৬।৪৭ দেখ।

“হৃদয়ের দ্বারাই ভগবৎ-সাক্ষাৎকার হয়, বুদ্ধির দ্বারা নহে। বুদ্ধি
কেবল ঝাড়ুদারের জায় রাস্তা সাফ করিয়া দেয়, চৌকিদারের জায় গোল
থামার মাত্র। উহা একটা গৌণ সাহায্য মাত্র। প্রকৃত সাহায্য হয় ভাবে,
প্রেমে। বিচার আবশ্যক; বিচার না করিলে আমরা নানাক্রপ ভ্রমে
পড়ি। বিচার ভ্রম নিবারণ করে, এতদ্ব্যতীত উহার আর কোন মূল্য

সর্বোদ্বিগ্নে তোমাকে যে দেখি সর্বময়

নিরন্তর তোমাকেই করিয়া আশ্রয়,

সতত যে ভক্তি-ভরে তব সেবা করে,

অথবা যে চিন্তা করে অব্যক্ত অক্ষরে,

এ দুয়ের মধ্যে তুমি বল, জনাৰ্দ্দন !

প্রকৃষ্ট সাধনতত্ত্ব জানে কোন্ জন । ১ ।

শ্রীভগবান্ কহিলেন ।

পরম ঈশ্বরতাব হৃদয়ে চিন্তিয়া,

ভক্তই

আমার সে ভাবে মন স্থাপন করিয়া

উত্তম

সতত পরমা শ্রদ্ধা-ভক্তিসহকারে

যে ভাবে আমার, আমি সর্বোত্তম ভায়ে । ২ ।

যে ব্রহ্মরম্ অনির্দেশ্যম্ অব্যক্তং পর্য্যাপাসতে ।
সর্বত্রগম্ অচিন্ত্যঞ্চ কূটস্থম্ অচলং ধ্রুবম্ ॥ ৩ ॥
সংনিয়মোদ্ভিয়গ্রামং সর্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ ।
তে প্রাপ্নুবন্তি মাম্ এব সর্বভূতহিতে রতাঃ ॥ ৪ ॥

নাই। ভাবই জীবন, ভাবই বল। ভাব বাতীত যতই বুদ্ধির চালনা কর, কিছুতেই ঈশ্বরকে পাইবে না।”—জ্ঞানযোগে বিবেকানন্দ । ২ ।

অনন্তর অক্ষর ব্রহ্মের উপাসনার কথা বলিতেছেন। যে তু ইন্দ্রিয়-গ্রামং সংনিয়মা—সম্যাক্রূপে নিরুদ্ধ করিয়া। অক্ষরং পর্য্যাপাসতে—অক্ষর ব্রহ্মের উপাসনা করে। তে অপি মাম্ এব প্রাপ্নুবন্তি। ৪র্থ শ্লোকের সহিত অম্বর।

অক্ষর ব্রহ্মের লক্ষণ যথা,—অনির্দেশ্য—নির্দিষ্ট করিয়া যাহাকে বলা যায় না, যে ইহা ব্রহ্ম ; ইয়স্তাপরিশূন্য। যেহেতু, ব্রহ্ম অব্যক্ত—ইন্দ্রিয়ের অগোচর। অতএব অচিন্ত্য—চিন্তার অতীত। যাহা ইন্দ্রিয়গোচর নহে, তাহা মনেরও গোচর নহে। ইন্দ্রিয়জ্ঞানে বা মনে ব্রহ্মের স্বরূপ-জ্ঞান হয় না। সর্বত্রগঃ—সর্বব্যাপী, আকাশবৎ (৭৭)। কূটস্থ—যাহার কখন কোন পরিবর্তন হয় না ; যাহা চিরকালই এক ভাবে থাকে। অতএব অচল—স্থিরস্বভাব। অতএব ধ্রুব—পরিণামশূন্য ; নিত্য।

অক্ষর ব্রহ্মকে, সর্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ—সমবুদ্ধিসম্পন্ন (২৪৮)। এবং

আর যে অক্ষর ব্রহ্ম, কোরব-তনয় !
জীবজ্ঞানে করু যার ইয়স্তা না হয়,
ইন্দ্রিয়ের জ্ঞানে তব নাহি মিলে ধার,
চিন্তার না পাওয়া যার স্বরূপ বাহার
কূটস্থ ও নিত্য যিনি, যিনি সর্বময়,
অচল-স্বভাব—সদা এক ভাবে রয় ;—

সর্বভূতহিতে রতাঃ । যে জ্ঞানিগণ উপাসনা করে । ৮ অঃ ১২—১৩ শ্লোকে এই অক্ষর উপাসনা বিবৃত হইয়াছে । তাহারাও আমাকেই প্রাপ্ত হয় ।

অব্যক্ত অক্ষর—যে অব্যক্ত অক্ষর তত্ত্বের উপাসনা এখানে উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহা কূটস্থ, অচল, ধ্রুব, সর্বত্রগ ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত । অতএব তাহা নিক্রপাধিক নির্কিংশেষ, নেতি নেতি শব্দবাচ্য, অজ্ঞেয় পরম ব্রহ্মত্ব নহে ; পরন্তু তাহা সগুণ ব্রহ্মেরই গুণাতীত, জগদতীত অব্যক্ত অক্ষর ভাব—ভগবানের পরম ভাব ; ৮।২১ এবং প্রথম পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য ।

আমাকেই পার—৬ অঃ ২৯—৩০ শ্লোকে দেখিয়াছি, কৰ্ম্মযোগমার্গে সাধনার আরম্ভ করিয়া যোগসংসিক্ত হইলে যোগীর আত্মজ্ঞান, ব্রহ্মজ্ঞান ও ঈশ্বরজ্ঞান লাভ হয় ; ৭ অঃ ২৯ শ্লোকে দেখিয়াছি ভক্তিমার্গে ভক্তের ঈশ্বরজ্ঞান, ব্রহ্মজ্ঞান ও আত্মজ্ঞান লাভ হয় ; আর এখানে দেখি, জ্ঞান-মার্গে অক্ষর ব্রহ্মের উপাসকও ঈশ্বরকেই লাভ করে । যে মার্গেই সাধনা হউক, সকলেরই পরিণাম সমান,—ঈশ্বরপ্রাপ্তি । তবে ভক্তিমার্গকে ভগবান্ স্পষ্টভাবে উত্তম বলিয়াছেন ; ৬।৪৭, ১০।৯—১১, ১৮।৫৬ শ্লোক দেখ । তন্তু ভগবানের অনুকম্পা লাভ করে, অন্বে নহে ।

সর্বভূতহিতে রত—জীবহিতার্থ কৰ্ম্মের উপদেশ, সর্ব জীবমধ্যে আত্ম-দর্শন করিয়া তাহাদের সেবার্থ কৰ্ম্মের উপদেশ (৫।৭), লোকস্থিতির জন্ত (৩।২৫), জগচ্চক্রপ্রবর্তনের জন্ত কৰ্ম্মের উপদেশ (৩।১৬, ২০) ভগবান্ পুনঃ পুনঃ দিয়াছেন । বিদ্বদ্গণ (৩।২৫) তত্ত্বদর্শী ঋষিগণ (৫।২৫) তাহাই করেন । এখানেও দেখি, যাহারা অক্ষর উপাসক জানী, তাহারাও জিতেজ্জিয় সর্বত্র সমবুদ্ধি এবং সর্বভূতহিতে রত অর্থাৎ তাহারা জ্ঞানে

একপ নিগুণ ব্রহ্মে যারা সেবা করে

সতত সংযত করি হৈজ্জরনিকরে

তাহার কল সর্বভূতহিতব্রত করিয়া ধারণ,

ঈশ্বর লাভ সমুদারে সমদৃষ্টি রাখি সর্বক্ষণ,

ক্লেশো হধিকতর স্তেষাম্ অব্যক্তাসক্তচেতসাম্ ।

অব্যক্তা হি গতি দুঃখং দেহবন্দি রবাপ্যাতে ॥ ৫ ॥

•অবস্থিত হইয়া কৰ্ম্মযোগে প্রবৃত্ত (৪।৪১-৪২) । গীতায় কোথাও কৰ্ম্ম-
ত্যাগের কথা নাই । কেহ কেহ কেবল সাম্প্রদায়িক পক্ষপাতিত্বের বশে
তাহা প্রতিপাদনের চেষ্টা করিয়াছেন । ৩—৪ ।

কিন্তু অব্যক্তাসক্তচেতসাং—অব্যক্ত অক্ষর ভাবে যাহাদের চিত্ত
সমাসক্ত । তেষাম্ অধিকতরঃ ক্লেশঃ । হি—কারণ । দেহবন্দিঃ—
দেহধারীর পক্ষে । অব্যক্তবিষয়া গতিঃ—অব্যক্ত ব্রহ্মে নিষ্ঠা, চিত্তার্পণ ।
গতি—নিষ্ঠা । দুঃখং অবাপ্যাতে—অতি কষ্টে হইয়া থাকে ।

“বিচার পণে, জ্ঞানের পণে, তাঁহাকে পাওয়া যায় । কিন্তু এ পণ বড়
কঠিন । আমি শরীর নই, মন নই, দুঃখ নই ; আমার রোগ নাই, শোক
নাই, অশান্তি নাই ; আমি সচ্চিদানন্দস্বরূপ, সুখ দুঃখের অতীত ; আমি

আমাকেই লাভ করে তা'রা, মতিমান্ !

জ্ঞান ভক্তি পরিণামে উভয় সমান । ৩—৪ ।

যদিও হে পরিণামে সমান উভয়,

ভক্তের সাধনা কিন্তু তবু শ্রেষ্ঠ হয় ।

অক্ষর

অব্যক্ত ব্রহ্মতে চিত্ত অমুরক্ত যার

উপাসন

অতি কষ্টে সিদ্ধ হয় সাধনা তাহার ।

ক্লেশকর

মানব মাত্রেয়ই দেহ-অভিমান রয়,

দৈহিক সুখে বা দুঃখে অতিক্লান্ত হয় ।

ধরি পঞ্চভূতময় শূন্য কলেবর

ব্যক্ত-প্রপঞ্চের মধ্যে থাকি নিরন্তর ;

অব্যক্ত নিষ্ঠার ব্রহ্মে চিত্তসমর্পণ

অজীব হুঁকর, ওহে ভরত-নন্দন ! ৫ ।

যে তু সৰ্ব্বাণি কৰ্ম্মাণি ময়ি সংশ্ৰুত্ব মৎপরাঃ ।

অনন্তো নৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে ॥ ৬ ॥

তেষাম্ অহং সমুদ্রকৃত্ব মৃত্যুসংসারসাগরাৎ ।

ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্ ॥ ৭ ॥

ইন্দ্রিয়ের বশ নই, এ সব কথা মুখে বলা খুব সোজা, কাজে করা ধারণা হওয়া কঠিন । কাঁটাতে গা কেটে যাচ্ছে, দন্ডদর ক'রে রক্ত পড়ছে, অথচ বলছি কই, কিছু হয় নাই, বেশ আছি,—এ সব সাজে না ।—কথামৃত । ৫ ।

অতঃপর ৬ হইতে ৯ শ্লোকে যাগ বিবৃত হইয়াছে, তাহাই ভগবদনু-মোদিত সাধনার সার । তাহার মৰ্ম্ম একবার হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেই মানুষ ধন্ত হইয়া যায় । গুরুকৃপায় তদ্বিবরে যাদৃশ আভাস পাইয়াছি, ভক্তিমান্ মহাত্মগণকে তাহা উপহার দিব ।

যে তু ময়ি সৰ্ব্বাণি কৰ্ম্মাণি সংশ্ৰুত্ব মৎপরাঃ—কিন্তু যাহারা আমাতে সৰ্ব্ব কৰ্ম্ম অর্পণ করিয়া মৎপরায়ণ হয় : কৰ্ম্ম সমর্পণের মৰ্ম্ম ৯।২৭ শ্লোকে বুঝিয়াছি । যে বস্তু অপরকে দিবে ফেলা হয়, সে বিবরে আর কোন ভাবনা থাকে না । তদ্রূপ সৰ্ব্ব কৰ্ম্ম যখন ভগবান্কে দিবে ফেলা হয়,—তিনি অন্তরালে থাকিয়া সমুদায় করাইতেছেন, ত্রায়মন্ সৰ্ব্বভূতানি,

কিন্তু মহেশ্বর ভাবে চিন্তি যে আমার
ঈশ্বরই আমাতে অর্পণ করে কৰ্ম্ম সমুদায়,
ভক্তের আমাতেই নিষ্ঠা, করে আমার ভাবনা,
উদ্ধারকর্তা অনন্তা ভক্তিতে করে আমার ভজনা,
 মৃত্যুমর এই যে সংসার-পারাবার,
 সে সাগরে আমি, পার্থ ! হয়ে কর্ণধার,—
 আমাতেই নিবেশিত-চিন্ত ভক্তগণে,
 আমিই উদ্ধার করি সবে সেইক্ষণে । ৬—৭ ।

ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয় ।

নিবসিষ্যসি ময্যেব অত উর্দ্ধং ন সংশয়ঃ ॥ ৮ ॥

(১৮।৩১) বলিয়া বুঝা যায়, যত্নঃ সৰ্ব্বং প্রবর্ততে, তাহা হইতে সমুদায় ব্যাপার প্রবর্তিত বলিয়া জানা যায়, তখন আর কোন চিন্তা থাকে না । আর তাহা জানিয়া অনন্তেনৈব যোগেন—সৰ্ব্বভাবে তিতর দিরাই আমার সহিত যোগে থাকিয়া । মাং ধ্যায়ন্তুঃ—সৰ্ব্ব কন্ঠের সৰ্ব্ব ভাবের কেন্দ্রে আমাকে ধ্যান করিতে করিতে । উপাসতে—আমার উপাসনা করে—সমীপস্থ হয় । আমি তাহাদের সমীপেই রহিয়াছি ইহা বুঝিতে পারে । ঈশ্বর যখন সৰ্ব্বময় তখন আমরা সৰ্ব্বদাই তাহার নিকটে—ইহা উপলব্ধি করার নামই উপাসনা । ময়ি আবেশিত-চেতসাং তেষাম্—আমাতে নিবিষ্টচিত্ত সেই ভক্তগণের । মৃত্যুসংসারসাগরাৎ—মৃত্যুসমাকুল সংসার-সাগর হইতে । অহং ন চিরাৎ সমুদ্রকর্তা ভবামি—অচিরে উদ্ধার-কর্তা হই । ৬—৭ ।

অতএব ময়ি এব মনঃ আধৎস্ব—আমাতেই মন স্থির কর । বুদ্ধিং ময়ি নিবেশয়—বুদ্ধিকে আমাতে নিবিষ্ট কর । অতঃ উর্দ্ধং ময়ি এব নিব-সিষ্যসি—তাহার ফলে দেহান্তে আমাতেই অবস্থিতি করিবে । তাহাতে সংশয়ঃ ন ।

আমাতেই মন স্থির কর । জগতের যাচা কিছুতে তোমার মন ব্যাপ্ত হয় ; তোমার মন এই বিরাট বিশ্বের যে কোন বস্তুর, যে কোন বিষয়ের, যে কোন ভাবের ভাবনা করে, সদ্ব্যসৎ নির্কিঁচারে সে সমুদায় ভাবের

অতএব কর মন আমাতেই স্থির;

ভক্তিবোধ আমাতে নিশ্চল্য বুদ্ধি রাখ, কুরুবীর !

সাধনের ক্রম তা' হ'লে দেহান্তে তুমি আমার কুপায়

(৮—১২) আমাতেই রবে, নাই সংশয় তাহার । ৮ ।

প্রত্যেকটিকেই আমার ভাব বলিয়া জানিবে । যন্ত এবেতি তান্ বিদ্ধি । চক্ষুে যাহা কিছু দেখিতেছ, রসনার বেরস আন্বাদন করিতেছ, নাসিকায় যে গন্ধ পাইতেছ অথবা কর্ণে যে শব্দ শ্রবণ করিতেছ । আমি (ঈশ্বর) সেই রূপ, রস, গন্ধ ও শব্দ রূপে রহিয়াছি । অধিক কি, যাহা কিছু এই রহিয়াছে, সব আমার ভাব । ৭।৭—১৩ শ্লোকে এবং ১০।২০—৪২ শ্লোকে জগৎময় এই ঈশ্বরদর্শন উপদিষ্ট হইয়াছে ।

“ময্যেব মন আধৎস্ব” কথার এই মর্থ । তারপর “ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়” । মনের সঙ্গে বুদ্ধিকেও আমার উপর স্থির কর ।

ঐ একটা বৃক্ষ । তুমি বুঝিতেছ, উহা একটা নির্জীব জড় বস্তু মাত্র । বুদ্ধির ঐ স্থূল সিদ্ধান্তে তুমি নির্ভর করিও না । আরও ভিতরে যাইয়া দেখ, বুঝিবে যে উহা জড় বস্তু মাত্র নহে ; উহারও জীবন আছে, উহারও অন্তরে চেতনা আছে । গীতা তাহাই বলে । বিজ্ঞানাচার্য্য শ্রীযুক্ত জগদীশ চন্দ্র বসু জড়-বিজ্ঞানের সাহায্যেই তাহা দেখাইয়াছেন । সে কথার সবিশেষ আলোচনার স্থান এখানে নাই । বাস্তবিক সত্য এই, যে জগতে যথার্থ জড় বলিয়া কোন বস্তু নাই । বাহিরে একটা জড়ত্বের প্রতীতিমাত্র আছে ; যাহাদিগকে জড় বলিয়া মনে হয়, তাহারা সত্যতঃ জড় নহে । জগৎ চৈতন্যময় । ময়া ততম্ ইদং সর্বম্ (৯।৪), যেন সর্বম্ ইদং ততম্ (২।১৭) প্রভৃতি বাক্যে গীতা বলিতেছেন, যে জগতের প্রত্যেক পদার্থের প্রত্যেক অণু, পরমাণু চৈতন্য-সত্তার অন্তর্বিদ্ধ ; জড়ত্বের স্থান কোথায় ? শুধু তাহাই নহে ।

বহিরন্তশ্চ ভূতানাম্ অচরং চরম্ এব চ (১৩.১৫) প্রভৃতি বাক্যে দেখ, —বাহির বলিয়া যাহা কিছু, অথবা বাহিরে যাহা কিছু,—সব ব্রহ্ম । অন্তর বলিয়া যাহা কিছু, অন্তরে যাহা কিছু—সব ব্রহ্ম । যিনি অন্তরে আমার প্রাণরূপে বিরাজিত, তিনিই বাহিরে স্থূল সূক্তি লইয়া হাবর তদ্ব্যকৃতি প্রকটিত । জগৎ ব্রহ্মময় । তোমার কাঁচা বুদ্ধি যাহাকে জড় বস্তু বলিবে,

অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শক্নোষি ময়ি স্থিরম্ ।

অভ্যাসযোগেন ততো মাম্ ইচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয় ॥ ৯ ॥

তোমার পাকা বুদ্ধি নিশ্চয় করিবে যে—না—উহা জড় নহে। উহা সেই আত্মার বিলাস, সেই প্রাণ সেই ভগবান্। এই ভাবে তোমার মন বুদ্ধিকে চৈতন্যরূপ আঘাতে প্রতিষ্ঠিত কর। তাহা হইলে পরিণামে নিশ্চয়ই আঘাতে বাস করিবে, তুমি জগদ্বিশাক্ষী ঐশী শক্তির অঙ্কে অবস্থিত বলিয়া উপলব্ধি করিবে। ৮।

অথ চিত্তং ময়ি স্থিরং সমাধাতুং ন শক্নোষি—যদি তোমার চিত্তকে আমার উপর স্থির ভাবে ধারণ করিতে না পার। ততঃ—তবে। হে ধনঞ্জয়! অভ্যাসযোগেন মাম্ আপ্তুং ইচ্ছ—অভ্যাসযোগের দ্বারা আমাকে পাইতে ইচ্ছা কর।

কি ভাবে সেই অভ্যাস করিতে হয়, দশম অধ্যায়ে তাহা বলিয়াছেন।

“কি কি ভাবে প্রভু চে! করিব তব ধ্যান?” অর্জুনের এই প্রশ্নের উত্তরে ভগবান্ আপনার বিতৃষ্ণা-তত্ত্ব উপদেশ দিয়া শেষে कहিলেন,—

না পার রাখিতে চিত্ত অচল আঘাতে

ক্রমশঃ ক্রমশঃ কর অভ্যাস তাহাতে ।

যা’ কিছু নয়নে দেখ, যা’ শুন শ্রবণে,

নাসায় যে গন্ধ লও, যে রস রসনে ।

অভ্যাস-

পরশে পরশ কর যা’ কিছু পাণ্ডব,

যোগ

আমারই বিভিন্ন ভাব জানিবে সে সব ।

যেখানে যা’ কিছু দেখ আমি সমুদয়—

জলে স্থলে অন্তরীক্ষে আমি সর্বদয় ।

এ ভাবে অভ্যাস করি আমার ভাবনা

আমার পাইতে, পার্শ্ব! করহ কামনা । ৯ ।

বিষ্টত্যাহম্ ইদং কৃত্বম্ একাংশেন স্থিতো জগৎ । একাংশে মাত্র আমি সমগ্র জগৎ ধরিয়া আছি । জগৎরূপে—বিশ্বরূপে বাহা দেখ, সব আমার বিভূতি—আমার প্রকাশমূর্তি ।

এই জগৎমূর্তিতে ঈশ্বর দর্শন করিবার অভ্যাস করাই অভ্যাসযোগ । এই জগৎ, বাহা তোমার সম্মুখে রহিয়াছে, হাতে রহিয়াছে, বাহাকে প্রাণ-হীন জড় বলিয়া ভোগ করিয়া আসিতেছ, তাহাকে ধর । বল,—ধারণা কর, জগৎ জড় নহে ; উহা ঘনীভূত প্রাণময় সত্তার বিভিন্ন আকার । বল—চিন্তা কর ; দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর উহা চিন্তা কর, যে পর্য্যন্ত না উহা প্রাণে প্রাণে মিশিয়া যায় ; যে পর্য্যন্ত না হৃদয় ঐ ভাবে পূর্ণ হয় । হৃদয় পূর্ণ হইলেই কাষ হইবে । তখন বুদ্ধিতে পারিবে গীতার সেই মহাবাকী ;—

যো মাং পশুতি সৰ্ব্বত্র সৰ্ব্বং চ ময়ি পশুতি ।

তস্মাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশুতি । —৬ ;

এইভাবে জীবনের সর্ব সময়ে, সর্ব কর্মের ভিতর ঈশ্বরকে স্মৃতিপথে রাখিয়া সংসার ক্ষেত্রে বিচরণ করাই গীতার দৃষ্টফল সূখের সাধনা । ইহাই গীতার অভ্যাসযোগ । যে যেমন আছে, যে কাষ করিতেছ, তাহারই মধ্যে এখনই ইহার আরম্ভ করিয়া দাও । ইহাতে কোন ক্লেশ নাই, কাদের ক্ষতি নাই, অর্থ ব্যয় নাই, অপর কিছু আয়োজনের আবশ্যক নাই, দেখিয়া কেহ কোনরূপ ইঙ্গিত করিবার নাই, অথচ ভিতরে লাভ প্রচুর ।

ইহা সেই প্রাচীন বৈদিক ঋষি-যুগের সাধনা । প্রাচীন ঋষিগণ এই জগৎমূর্তিতেই ঈশ্বর দর্শন করিয়া, বিশ্বতেই বিশ্বমূর্তিকে উপলব্ধি করিয়া ; সূর্য্য, চন্দ্র, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবীতে,—তথা—সাগর, পর্বত, নদ নদী বৃক্ষ প্রভৃতিতে ঈশ্বর দর্শন করিয়া ঋষি হইয়াছিলেন । বর্তমান কালে সেই উপাসনার সেই আকার আছে, সেই সূর্য্য, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ, হতাশন, গঙ্গা সরস্বতী প্রভৃতি দেব দেবী আছেন, কিন্তু তাহাতে আর

অভ্যাসে হ্যস্যসমর্থো হসি মৎকৰ্মপৰমো ভব ।

মদর্থম্ অপি কৰ্ম্মাণি কুৰ্ব্বন্ সিদ্ধিম্ অবাপ্স্যসি ॥ ১০ ॥

অথৈতদ্ অপ্যাশক্তোহসি কৰ্ত্তুং মদ্যোগম্ আশ্রিতঃ ।

সৰ্বকৰ্ম্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাস্থবান্ ॥ ১১ ॥

প্রাণ নাই, সজীবতা নাই । আমাদের হৃদানীন্তন উপাসনা একটা প্রাণহীন ব্যাপারের নিয়মবদ্ধ অভিনয় মাত্র । ৯ ।

আর যদি ঈদৃশ অভ্যাসে অপি অসমর্থঃ অসি—অভ্যাসেও অসমর্থ হও । তবে মৎকৰ্মপৰমঃ ভব—ঈশ্বরার্থ কন্মে অমুরক্ত হও ; ১১।৫৫ টীকা দেখ । মদর্থম্ অপি ইত্যাদি স্পষ্টে । ১০ ।

কিন্তু যদি (অথ) এতদ্ অপি কৰ্ত্তুম্ অশক্তঃ অসি । ততঃ—তবে । মদ্যোগম্-আশ্রিতঃ—আমার একান্ত শরণাপন্ন হইয়া (হ্রী) । যতাস্থবান্—চিন্তাসংযম-পূৰ্ব্বক ; সৰ্বকৰ্ম্মফলত্যাগং কুরু—সমস্ত কৰ্ম্মফল ত্যাগ কর । প্রাতঃ হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত এবং সন্ধ্যা হইতে প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত যাহা কিছু ক্রিয়া হয়, সে সমস্ত তান করাইয়া থাকেন । আমি যত্ন মাত্র—ইহা বুঝিতে পারিলে, কৰ্ম্মফলত্যাগ হয় । ৯২৭ টীকা দেখ । ১১ ।

আর যদি অভ্যাসেও অসমর্থ হও,
মদর্থ কন্মেতে নিত্য অমুরক্ত রও ।
জীবে দয়া, ব্রত, পূজা, আর নাম গান,
সৰ্বভূত-সেবাতরে কৰ্ম্ম অমুষ্ঠান,
ইত্যাদি মদর্থ কৰ্ম্ম করি নিরন্তর
তা'তেও লভিবে সিদ্ধি, কুরুবংশধর ! ১০ ।
তা'তেও অশক্ত যদি, ভরত-নন্দন
সংযত অন্তরে ল'য়ে আমার শরণ,
কৰ্ম্মফল বিসৰ্জন কর সমুদায়,—
কর যাহা, তাব তাহা, ঈশ্বর-সেবার । ১১ ।

শ্রেয়ো হি জ্ঞানম্ অভ্যাসাজ্ জ্ঞানাক্যানং বিশিষ্যতে ।

ধ্যানাৎ কৰ্মফলত্যাগ স্ত্যাগাচ্ছাস্তিরনন্তরম্ ॥ ১২ ॥

এই কৰ্মফলত্যাগের প্রশংসা করিয়া বলিতেছেন। অভ্যাসাৎ—
বিনা জ্ঞানে অন্যের উপদেশানুসারে অভ্যাস অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ উপাসনা,
শ্রবণ, কীৰ্ত্তনাদি করা অপেক্ষা। জ্ঞানং শ্রেয়ঃ—উপদেশ, যুক্তি ও
সাধনালব্ধ জ্ঞান উত্তম। কারণ, অন্ধ বিশ্বাস সামান্য কারণেই বিচলিত
হইতে পারে। আবার ধ্যানং—পূর্বোক্ত জ্ঞানের সহিত একাগ্রচিত্তে
ঈশ্বরচিন্তা। জ্ঞানাৎ বিশিষ্যতে—ঐ জ্ঞান হইতে উত্তম। ধ্যানাৎ
কৰ্মফলত্যাগঃ, শ্রেষ্ঠ। ত্যাগাৎ অনন্তরং—কৰ্মে ও তৎফলে আসক্তি-
ত্যাগের পরেই। শাস্তিঃ। অনন্তর—যাহাতে অন্তর বা ব্যবধান নাই।

এখানে মর্ম্ম এই। ভগবানে পরম ভাবে চিন্তা সমর্পণ দ্বারা ভগবৎ-
লাভ হয়, তবে তাহা মূঢ় মানসিক ব্যাপার-সাধ্য। যদি তাহাতে অশক্তি
হও, তবে প্রতিমাদি প্রতীক অবলম্বনে ঈশ্বর চিন্তা অভ্যাস কর; ইহা
অপেক্ষাকৃত স্থূল ও সহজ। তাহা না পারিলে, নামসংকীৰ্ত্তন, লোকহিতার্থ

তবে, উপদেশে মাত্র রাখিয়া বিশ্বাস
ভক্ত যে ঈশ্বরচিন্তা করে হে, অভ্যাস,
সে অভ্যাস হ'তে জ্ঞান শ্রেষ্ঠতর হয়,
শাস্ত্র যুক্তি সাধনার বাহার উদয়।
জ্ঞানসূহ হৃদে তাঁরে সতত ধারণা
সেই জ্ঞান হ'তে পুনঃ উত্তম সাধনা।
কিন্তু পার্থ কৰ্মফলে তৃষ্ণা যদি রয়
ঈশ্বরে কখন চিন্তা অচল না হয়।
অতএব ফলত্যাগ ধ্যানের উপর,
তৃষ্ণানাশ হ'লে শাস্তি মিলে অনন্তর। ১২।

অদ্বৈতা সর্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ ।

নির্ম্যমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ কম্বী ॥ ১৩ ॥

সম্বৃষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ ।

মযাপিতমনোবুদ্ধি র্যো মন্তুঃ সে মে প্রিয়ঃ ॥ ১৪ ॥

কর্ম প্রভৃতি কর, ইহা আরও স্থল ও সহজ । আর যদি তাহাও না পার, তবে সর্বকর্মফলত্যাগ কর অর্থাৎ কার্যক্ষেত্রে উপস্থিত সর্ব কর্মই যথা-শক্তি করিতে থাক । তবে মনে করিও যে, সে সমদায়ের ফলাফল জৈশ্বর্য-বীন ; তিনি যেমন চালাইতেছেন, তেমনি চলিতেছি । এইরূপে সমস্ত ফলাশা ত্যাগ কর, তাহা হইলেই তুমি কৃতার্থ হইবে । এই ফলাশা ত্যাগের ফল জ্ঞান ধ্যানাদি সর্বাপেক্ষা মতঃ । ইহা হইলেই শান্তিলাভ হয় । ১২ ।

ঈশ্বরে চিত্তার্পণ করিয়া ফলত্যাগ-পূর্বক কর্মাসুষ্ঠানে যে শান্তির উদয় হয়, সেই শান্তির অধিকারী যে ভক্ত, অতঃপর তাহার লক্ষণ বলিতেছেন,— সর্বভূতানাম্ অদ্বৈতা ইত্যাদি স্পষ্ট । অদ্বৈতা—যে ঘেব করে না । মৈত্র—অন্তের সুপতঃগে সমবেদনাবান্ । করুণ—বিপন্ন দয়ালীল । কম্বী—কমালীল । ১৩ ।

সততং সম্বৃষ্টঃ । সতত শব্দ সম্বৃষ্ট প্রভৃতি প্রত্যেক পদের সহিত সম্বন্ধ

সে শান্তির অধিকারী মহাত্মা স্বজন

ভক্তুর

নিকাম যে ভক্ত, তার শুনহ লক্ষণ ।

লক্ষণ

কারো প্রতি ঘেব নাই বাহার অর্জুন,

(১৩—২০)

সর্ব ভূতে মিত্রভাব, বিপন্ন করুণ,

এ “আমার” এ “তোমার” আদি মিথ্যা জ্ঞান,

“আমি করি ইহা উহা” ইতি অভিমান,—

এ মমতা অহঙ্কার নাহি চিন্তে বার,

কমালীল, দুঃখে সুখে তুল্য ব্যবহার । ১৩ ।

যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ ।

হর্ষামর্ষভয়োদ্বৈগৈ মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ ॥ ১৫ ॥

(গিরি) । যোগী—সর্বদা আমার সহিত যুক্ত । যতাত্মা—যাহার মন ও ইন্দ্রিয় সংযত । দৃঢ়নিশ্চয়ঃ—ভগবানে যাহার অটল বিশ্বাস ; যেমন প্রহ্লাদের বিশ্বাস ক্ষটিকস্তম্ভে হরি আছেন । মুক্তি-মার্গে এই বিশ্বাসই প্রধান সহায় ; ৪।৪০ দেখ । “বোল আনা বিশ্বাস চাই । অবিশ্বাসের লেশ মাত্র থাকিলেই সব নিষ্ফল । আমি যদি ঠিক ভাবতে পারি যে আমি নিষ্পাপ, তবে এই মুহূর্ত্তেই আমি নিষ্পাপ ।” ১৪ ।

যস্মাৎ—যাহার নিকটে । লোকঃ ন উদ্বিজতে—কোন লোকই উদ্বিগ্ন হয় না । যঃ চ লোকাৎ—অন্য লোক হইতে । ন উদ্বিজতে । ভয়াদি জনিত চিন্তাকোভের নাম উদ্বিগ্ন । যঃ হর্ষ-অমর্ষ-ভয়-উদ্বৈগৈঃ মুক্তঃ—যাহার হর্ষাদি নাই । স চ মে প্রিয়ঃ । অমর্ষ—পরের উৎকর্ষে অসহিষ্ণুতা ।

লাভালাভে তুল্য ভাবে সন্তুষ্ট সতত,

হৃদয় আমার সঙ্গে যুক্ত অবিরত ।

নিয়ত সংযত মন ইন্দ্রিয় সকল,

সতত আমাতে রহে বিশ্বাস অটল,

আমাতেই মন বৃদ্ধ নিত্য রহে যার

ভক্তিসিদ্ধ নিত্য যে আমার ভক্ত, প্রিয় সে আমার । ১৪ ।

জীবমুক্তের যাহা হ’তে কেহ কভু উদ্বিগ্ন না হয়,

আচরণ । স্বয়ম্ বা অন্য হ’তে উৎকণ্ঠিত নয়,

(১৩—২০) আপনার ইষ্টলাভে নাহি যার হর্ষ

অথবা অন্তের ইষ্টে না রহে অমর্ষ,

ভয় বা উদ্বিগ্ন নাই স্মরিতা অপ্রিয়,

এমন যে ভক্তিসমান্ সে আমার প্রিয় । ১৫ ।

অনপেক্ষঃ শুচি দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ ।

সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী যো মন্তুক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৬ ॥

যো ন হৃদ্যাতি ন ঘ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি ।

শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৭ ॥

যিনি নিক্ষেপে কালব্যাপন করিতে চাহেন, তাঁহার একমাত্র ভাবে থাকি
কর্তব্য যে, অল্প কেষ যেন তাঁহার নিমিত্ত উদ্বিগ্ন না হয় । ১৫ ।

অনপেক্ষঃ—যে কিছুই অপেক্ষা বা প্রত্যাশা করে না, স্বার্থবোধে
কাহারও মুখ চাহিয়া থাকে না । শুচিঃ—যাহার দেহ মন নির্মল । হৃদয়ে
হিংসা ঘৃণা লোভ কাম ক্রোধাদি মলা নাই, এবং বাহ্য দেহ ও বেশভূষাদিও
বেশ পরিষ্কার । দক্ষঃ—যথাযৎ সর্ব্ব কৰ্ম্মে পটু । অপচ উদাসীনঃ—
সর্ব্বকৰ্ম্মে নিলিপ্ত । আর স্বার্থবোধ এবং তজ্জনিত আসক্তি হইতেই সর্ব্ব-
প্রকার ব্যথা, মনঃকষ্ট—দুঃখ শোক ভয়, উপস্থিত হয় ; কিন্তু সে নিলিপ্ত
নিষ্কাম, স্তব্ধরাত্ গতিব্যপঃ—দুঃখ শোক ভয় তাহার নাই । সর্ব্বারম্ভ-
পরিত্যাগী—আত্মপ্রীতির জন্য চেষ্টাপূর্ব্বক যে কৰ্ম্ম, তাহার নাম আরম্ভ
(৭৭) । স্বার্থসাধনের জন্য চেষ্টাপূর্ব্বক কোন কৰ্ম্মই সে করে না, পরন্তু
স্বভাবতঃ উপস্থিত কৰ্ম্ম নিঃস্বার্থ নিলিপ্ত ভাবেই করিয়া থাকে । ঐদৃশ যঃ
মন্তুক্তঃ স মে প্রিয়ঃ । ১৬ ।

যঃ ন হৃদ্যাতি ইত্যাদি স্পষ্ট । শুভাশুভ-পরিত্যাগী—শুভ ও অশুভ, পুণ্য

কিছুই প্রত্যাশা করু করে না যে জন,

সত্তত পবিত্র যার দেহ আর মন,

কৰ্ম্মে দক্ষ, কিন্তু সদা নিলিপ্ত হৃদয়,

না রয় অন্তরে ব্যথা—দুঃখ শোক ভয়,

কামবশে কৰ্ম্মারম্ভ করে না কখন,

এমন যে তত্ত্ব, প্রিয় আমার সে জন । ১৬ ।

সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ ।

শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জিতঃ ॥ ১৮ ॥

তুল্যানিন্দাস্তুতি মৌনৌ সন্তুষ্টৌ যেন কেনচিৎ ।

অনিকেতঃ স্থিরমতি ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ ॥ ১৯ ॥

ও পাপ উভয়ই যে ত্যাগ করিয়াছে । যে আপনার শুভাশুভ চিন্তায় বিচলিত না হইয়া, স্বধর্ম্মানুসারে প্রাপ্ত কৰ্ম্ম ধর্ম্মবুদ্ধিতে করিয়া যায় । ১৭ ।

সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ ইত্যাদি স্পষ্ট । ১৮ ।

মৌনৌ—সংযতবাক্ ; ১৭।১৬ দেখ । “ব্রহ্মদর্শন হ’লে মানুষ চুপ হ’য়ে যায় । যতক্ষণ দর্শন না হয়, ততক্ষণ বিচার । বি কাঁচা যতক্ষণ ততক্ষণই কলকলানি”—কথামৃত । অনিকেতঃ—গৃহাদিতে আসক্তিশূন্য (রামা) । সমুদয় জগৎই যার গৃহ । স্থিরমতিঃ—বাবস্থিত-চিত্ত । ১৯ ।

ইষ্টলাভে হর্ষ নাই, অনিষ্টে বিদ্বেষ,
কিছা প্রিয়নাশে যার নাই শোকলেশ,
অপ্রাপ্ত পদার্থে নাই কামনা অন্তরে,
শুভাশুভ চিন্তা ত্যজি নিত্য কৰ্ম্ম করে,
এই ভাবে আমাতে যে ভক্তিমান্ রয়
সংসারে সে জন মম প্রিয়, ধনঞ্জয় । ১৭ ।
শত্রু-মিত্রে সমভাব, মান-অপমান
শীত উষ্ণ সুখ দুঃখ সকলি সমান,
চরাচরে বাহা কিছু ভোগ্য বস্তু রয়
সে সবে আসক্ত নহে বাহার হৃদয় । ১৮ ।
নিন্দা বা প্রশংসা তুল্য, সুসংযত বাণী,
ষড়্ভাষা লাভেতে যারে নিত্য তুষ্ট জানি,
গৃহাদি বস্তুতে নাই আসক্তি বাহার,
স্থিরচিত্ত, ভক্তিমান্, প্রিয় সে আমার । ১৯

যে তু ধৰ্ম্মামৃতম্ ইদং যথোক্তং পর্য্যাপাসতে ।

শ্রদ্ধাধানা মৎপরমা ভক্তা স্তে হতীব মে প্রিয়াঃ ॥ ২০ ॥

ইতি ভক্তি-যোগো নাম দ্বাদশোহধ্যায়ঃ ॥

যে তু, অর্থাৎ সর্বভূতানাম্ ইত্যাদি বাক্যে উপদিষ্ট যথোক্তম্ ইদং ধৰ্ম্মামৃতং পর্য্যাপাসতে—অনুষ্ঠান করে। ইত্যাদি। ধৰ্ম্মামৃত—ধৰ্ম্মরূপ অমৃত ; ধৰ্ম্মকথা বাহা হইতে অমৃত অর্থাৎ মোক্ষ লাভ হয়। শ্রদ্ধাধানাঃ—শ্রদ্ধাশীল। মৎপরমাঃ—আমিহে বাহাদেব পরম আশ্রয় (১১।৫৫)। তে ভক্তাঃ—সেই ভক্তগণ। মে হতীব প্রিয়াঃ। ২০

দ্বাদশ অধ্যায় শেষ হইল। এই অধ্যায়ে জ্ঞান ও ভক্তি সাধনার তারতম্য এবং উভাদের মধ্যে ভক্তিমার্গে সাধনার শ্রেষ্ঠত্ব (৩—৭) ; ভক্তি সাধনার ক্রম ও ভক্তি অনুগত কন্যযোগের সর্বশ্রেষ্ঠত্ব (৮—১২) এবং ভক্তিসিক জীবনযুক্ত পুরুষের আচরণ (১৩—২০) উপদিষ্ট হইরাছে।

—:~:~:~:—

ভক্তই তোমার প্রভু, প্রিয় যদি হয়,
কি হইবে ভক্তিহীন “দাসে” দরাসয় !

—:~:~:~:—

ভক্তিবোগ নামক দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

এই ভক্তি ধর্ম, যাঁহা কহিলু তোমার,
সুখাসম, বাহে জীব অমরতা পায়,
শ্রদ্ধাশীল হ'রে বারা আমার সেবার,
একান্তে আশ্রয় করি বাহারি আমার,
সে ধর্মের অনুষ্ঠান করে, নরোত্তম !
সে সকল ভক্ত হর মম প্রিয়তম । ২০ ।

ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ ।

ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্জবিভাগ-যোগঃ ।

অৰ্জুন উবাচ ।

প্রকৃতিং পুরুষকৈব ক্ষেত্রং ক্ষেত্রজম্ এব চ ।
এতদ্বেদিতুম্ ইচ্ছামি জ্ঞানং জ্ঞেয়ং চ কেশব । (ক) ।

সংসার-সাগর ত'তে নিজ ভক্রে উদ্ধারিতে
বাসুদেব প্রতিজ্ঞা করিলা,
সে প্রতিজ্ঞা সিদ্ধ নয় বিনা তবজ্ঞানোদয়,—
ত্রয়োদশে সে জ্ঞান কহিলা ।—শ্রীধর ।

অৰ্জুন কহিলেন, প্রকৃতিং পুরুষকৈব ইত্যাদি স্পষ্ট । প্রাচীন ভাষ্য-
কারেরা এই শ্লোকটী ধরেন নাই । ইহা আবশ্যকও নহে । ৭১ শ্লোকে
ভগবান্ সবিজ্ঞান ঈশ্বরতত্ত্বজ্ঞান উপদেশ দিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞাপূর্বক,
তাহা বলিতেছিলেন । মধ্যে অষ্টম অধ্যায়ে অৰ্জুনের প্রশ্নানুসারে তারক-
ত্রয়-যোগ উপদেশপূর্বক নবম অধ্যায় হইতে আবার সেই কথা
বলিতেছিলেন । কিন্তু ১০।১১ শ্লোকে অৰ্জুন ভগবানের বিভূতিতত্ত্ব-
শ্রবণে প্রার্থনা করায়, সেই ধারাবাহিক উপদেশ বন্ধ রাখিয়া, তিনি
আপনার দিব্য বিভূতি সকল কহিলেন ; একাদশেও পুনঃ প্রার্থনামত

অৰ্জুন কহিলেন ।

প্রকৃতি, পুরুষ, ক্ষেত্র, ক্ষেত্রজ কি আর
জ্ঞান জ্ঞেয়ত্ব তুনি, বাসনা আমার । (ক) ।

ଶ୍ରୀଭଗବାନ ଉବାଚ ।

ଇଦଂ ଶରୀରଂ କୌଣ୍ଡେୟ କ୍ଷେତ୍ରମ୍‌ ଇତ୍ୟାଭିଧୀୟତେ ।

ଏତଦ୍‌ ଯୋ ବେଦି ତଂ ପ୍ରାଚ୍ଛଃ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ଇତି ତଦ୍‌ଦିଦଃ ॥ ୧ ॥

ବିଷ୍ଣୁରୂପ ଦେଖାହଲେନ ଓ ଦ୍ଵାଦାଶେ ଭକ୍ତିସାଧନତତ୍ତ୍ଵ ଉପଦେଶପୂର୍ବକ ଶ୍ରୋତାଦେଶେ ଆବାର ସେହି ପରମ ଜ୍ଞାନତତ୍ତ୍ଵ ବର୍ଣ୍ଣିତେହେନ । ଏଥାନେ ଅର୍ଜୁନର ପୁନଃ ପ୍ରଶ୍ନର ଅପେକ୍ଷା ନାହିଁ ; ଅଧିକତ୍ତ୍ଵ ଏହି ଶ୍ଳୋକଟି ଲହିଲେ ଗୀତାର ଶ୍ଳୋକ ସଂଖ୍ୟା ୭୦୦ ନା ଚଢ଼ିବ ୭୦୧ ହେବ । ଅତଃ ଏହି ଶ୍ଳୋକ ଗ୍ରହଣ କର । (କ) ।

ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ୍‌ କହିଲେନ ।

ବଲେଛି ଆମାର ନିବ୍ୟା ବିଭୂତି-ବୈଭବ,
ଦେଖାହିଲୁ ବିଷ୍ଣୁରୂପ ଦେବର ଦୁର୍ଗତି,
କାହିଲୁ ନିଗୃହତତ୍ତ୍ଵ ଭକ୍ତି ସାଧନାର,
ପରମ ସେ ତତ୍ତ୍ଵଜ୍ଞାନ ଶୁଭ ପୁନର୍ବାର ।
ଏହି ସେ ଶରୀର ଯତ, କୌରବ-କୁମାର !
ସ୍ଥାବର ଜଗତ କିନ୍ତୁ ମୂଳ ମୂଳ ଆର,—

କ୍ଷେତ୍ର ବା

ଶରୀର

କ୍ଷେତ୍ର ନାମେ ସେ ସକଳ ଅତିରିକ୍ତ ହେବ,
ଋଷିମଣି ଯାତା, ଯାତା ଜୀବନର ଆଶ୍ରୟ ।
ନେତେର ସଚ୍ଚିତ୍ତ ଯୋଗ ଦିନା, ଯେହେନା,
ଆତ୍ମାର ନା ତର ଜୀବତାବେର ବିକାଶ ।
ସଂସାର-ସ୍ଵରୂପ ବୁଦ୍ଧ ନେତେ ଅନ୍ତରିକ୍ତ
ଏହି ନେତେ କ୍ଷେତ୍ର ନାମେ ତାହି ଅତିରିକ୍ତ ।

କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ

ଜୀବାତ୍ମା

ଅଧିଷ୍ଠିତ ଧାକି ସେଟେ କ୍ଷେତ୍ରର ଅନ୍ତରେ,
ସେ ତାର ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଷ୍ଠାନ କରେ,
ବଲେନ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ଶାସ୍ତ୍ର, ଅର୍ଜୁନ ! ଶାସ୍ତ୍ରୀ
କ୍ଷେତ୍ର ଓ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ-ତତ୍ତ୍ଵ ଅବଗତ ସାରା । ୧ ।

ক্ষেত্রজ্ঞ কাপি মাং বিদ্ধি সৰ্বক্ষেত্রেষু ভারত ।

ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়ো জ্ঞানং যৎ তজ্ জ্ঞানং মতং মম ॥ ২ ॥

ভগবান্ কহিলেন, হে কোস্তের ! ইদম্ শরীরং ক্ষেত্রম্ ইতি অভিধীয়তে—এই শরীর ক্ষেত্র নামে অভিহিত হয় । এই শরীর অর্থাৎ এই আমার শরীর, তোমার শরীর, স্বাবর জন্ম, মূল মূল্য, সৰ্ব ভূতদেহ, organised body—ক্ষেত্র । কি—কৌণ হওয়া, বাস করা+ষ্ট্ৰণ্ (ত্র) ক্ষেত্র । যাহা ক্ষয়-নীল তাহা ক্ষেত্র ; জীবাত্মা যাহাতে বাস করে, আশ্রয় করে, তাহা ক্ষেত্র ।

শরীরকে ক্ষেত্র বলিবার কারণ এই যে, শরীরের আশ্রয়েই জীবত্বের বিকাশ । যেমন ক্ষেত্রে সংস্কৃত না হইলে বীজ বৃক্ষরূপে পরিণত হয় না, তেমনি আত্মা দেহে সংস্কৃত না হইলে, তাহাতে জীবত্বাবের বিকাশ হয় না—সংসার হয় না । ৫—৬ শ্লোকে এই ক্ষেত্রত্ব বিবৃত হইয়াছে ।

এতদ্ যো বেত্তি—ইহাকে যে জানে, এই দেহে অধিষ্ঠিত থাকিয়া ইহার আপাদ মস্তক সৰ্ব স্থানের সৰ্ববিধ ভাবের, সকল অবস্থার, অনুভূতি সাধার হয় । তদ্বিৎ—ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ-ত্ব বেত্তা পণ্ডিতগণ । তং ক্ষেত্রজম্ ইতি গ্রাহঃ—তাহাকে ক্ষেত্রজ বলে । ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ—সাংখ্যের প্রকৃতি পুরুষ ।

বিদ্ ধাতু হইতে বেত্তি । বিদ্ ধাতুর অর্থ বেদন, অনুভব । বেদনা শব্দ ঐ বিদ্ ধাতু হইতে নিস্পন্ন । দেহে বেদনা-অনুভব-কালে আমাদের অন্তরে যে ভাব হয়, তাহাই বিদ্ ধাতুর মৌলিক অর্থ । অপরোক্ষ ভাবে

সকল ক্ষেত্রেই পুনঃ, কোরবকুমার !

আমায় ক্ষেত্রজ বলি জানিবে আবাব ।

ঈশ্বরই

স্বক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ জীব, কুরুবংশধর !

সৰ্বক্ষেত্রে

আমিই সকল ক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ—ঈশ্বর ।

ক্ষেত্রজ

ক্ষেত্র আর ক্ষেত্রজের বিষয়ে যে জ্ঞান

তাহাই আমার মতে সমুচিত জ্ঞান । ২ ।

অনুভব করার নাম বেদন। এই বেদন অর্থেই এখানে “বেত্তি” শব্দ প্রযুক্ত।

আমাদের সমস্ত অন্তঃকরণবৃত্তি—সুখ দুঃখ হর্ষ বিষাদ রাগ ঘেব ইত্যাদি এই সকলের জ্ঞান, বেদনা বা অনুভূতির মূল কি ? তাহা কোথা হইতে কর ? দেহ জড় পদার্থ। জানিবার ক্ষমতা, অনুভবশক্তি তাহার নাই। সেই জ্ঞান, সেই সকল অনুভূতির মূল, সেই দেহে অধিষ্ঠিত জ্ঞান-স্বরূপ আত্মা ; ১৩২০ টীকা দেখ। আত্মাই দেহের সমস্ত ভাব অনুভব করে, দেহকে জানে। দেহ ক্ষেত্র (object), ক্ষেত্র ; আর সেই দেহে অধিষ্ঠিত দেহী আত্মা, সেই ক্ষেত্রের জ্ঞাতা (subject), ক্ষেত্রজ।

সেই দেহাধিষ্ঠিত আত্মা অবিজ্ঞাবশে দেহের সহিত অভিন্ন বোধ হেতু, বন্ধ জীবতাবেই থাকুক, আর জ্ঞান লাভ করায় দেহ হইতে আপনার পার্থক্য উপলব্ধি হেতু, মুক্ততাবেই থাকুক, উভয় অবস্থাতেই সেই ক্ষেত্রজ। আত্মা দেহের সহিত সংযুক্ত ভাবে ক্ষেত্রজ, এবং দেহ হইতে বিযুক্ত ভাবে পরমাশ্মা (মহাত্মা, শাস্তি, ১৮৭ অঃ।)

দেহে ও জীবাশ্মার সম্বন্ধ এখানে বিবৃত হইল। ১।

হে ভারত ! মাং চ অপি—এবং আমাকেই। সৰ্বক্ষেত্রেষু ক্ষেত্রজং বিদ্ধি—সৰ্বক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ জানিও। ব্যক্তিভাবে প্রত্যেক শরীরই ক্ষেত্র, আর প্রত্যেক শরীরের যিনি বেষ্টা তিনি সেই ক্ষেত্রের ক্ষেত্রজ, জীবাশ্মা ; এবং সমষ্টিভাবে সৰ্বক্ষেত্রের, স্বাবয়বজগৎমাস্থক জগৎ-রূপ ক্ষেত্রের যিনি বেষ্টা, তিনি সৰ্বক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ—পরমাশ্মা।

জীবের ও জগতের সহিত তত্ত্ববানের সম্বন্ধ এই শ্লোকে বিবৃত হইল। জীবাশ্মা কেবল সৰ্বক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ। আমরা কেবল আমাদের আপন শরীরের প্রত্যক্ষভাবে জ্ঞাতা। পর শরীরের,—আমাদের শরীরের বাহিরে বাহ্য জগতের, জ্ঞাতা আমরা নহি ; বাহ্য জগতের প্রত্যক্ষ জ্ঞান আমাদের নাই। আমার দেহে কাটা কুটিলে যে বেদনা অনুভব করি, তোমার দেহে

কাঁটা ফুটিলে তাটা অনুভব করি না। আমার বেদনার ধারণা হইতে, তাহা অনুমান করিয়া লই। আর মাত্রাস্পর্শে, বাহ্য পদার্থের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংস্পর্শ, ইন্দ্রিয় দ্বারে যে অনুভূতি হয় ও তাটা হইতে সেই বাহ্য বস্তুর স্বরূপসম্বন্ধে আমাদের অন্তরে বেরূপ ধারণা হয়, তদনুসারে তাহাকে দেখি। সুতরাং এ জ্ঞানও মাত্রাস্পর্শরূপ উপাধিযুক্ত এবং পরোক্ষ ।

পরশক্তিমান্ সচ্চিনানন্দময় ভগবান্ নিজ প্রকৃতিকে নিয়মিত করিয়া তদ্বারা চরাচর জীবশরীর সৃষ্টি করিয়া আত্মরূপে তাহাতে অনুপ্রবেশ-পূর্ব্বক, প্রতি শরীরে জীবতাবের বিকাশ করিয়া, সে সমস্ত ধারণ, পোষণ ও রক্ষা করেন (৭।৫) ; প্রতি ক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞ হন। যেমন একই অগ্নি ভুবনে প্রবিষ্ট হইয়া, প্রত্যেক বিভিন্ন দাহ্য বস্তুকে অগ্নিময় করে, তেমনি একই আত্মা প্রতি পরিচ্ছিন্ন ক্ষেত্রের অন্তরে থাকিয়া তাহাদিগকে যেন চেতনায়ুক্ত করেন,—প্রতি ক্ষেত্রে পরিচ্ছিন্ন জীবতাব অবভাসিত করেন। সেই সর্ব-ক্ষেত্রজ্ঞের চৈতন্যের আভাস পাঠিয়া, আমরা পরিচ্ছিন্ন কৰ্ত্তা-জ্ঞাতা-ভোক্তা চেতন জীব। ২৫৯ হইতে ২৬২ পৃষ্ঠা দেখ।

ভগবান্ যে সর্ব ক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞ, তাহা এই ভাবে বুঝিতে পারি। এই ভাবে প্রান্ত ক্ষেত্রে জীবতাব যে পরমাত্মা হইতে অভিযাক্ত, তাঁহার সস্তায় সস্তায়ুক্ত ; তিনি যে সর্বদা আমাদের সন্নিহিত, আমাদের অন্তরে বাহিরে নিকটে দূরে সর্বদা বিরাজিত, তাহা বুঝিতে পারি। তাঁহাতে অবস্থিত বলিয়াই শরীরী আমরা যে কৰ্ত্তা-জ্ঞাতা-ভোক্তা চেতন জীব এবং তিনিও যে সর্বোচ্চর সৰ্ব্বাতীত হইয়াও, আত্মরূপে আমাদের জীবতাবের সহিত “জীবাত্মা” হইয়া (১৪।৭), অথও এক হইয়াও খণ্ড বহর ভায় হইয়াছেন (১৩।১৬), ইহা বুঝিতে পারি। তিনিই যে আমি, আমার যে স্বভাব অস্তিত্ব নাই, “সোহহং” তাহা ধারণা করিয়া কৃতার্থ হই।

এইরূপে ব্যক্তি ক্ষেত্রজ্ঞ জীবাত্মার ও সর্ব-ক্ষেত্রজ্ঞ জীবের, সম্বন্ধের ধারণা হয়। ইহা যে কেবল অতেন-সম্বন্ধ, তাহা বলা যায় না ; অথবা কেবল যে

তৎ ক্ষেত্রং যচ্চ যাদৃক্ চ যদ্বিকারি যতশ্চ যৎ ।

স চ যো যৎপ্রভাবশ্চ তৎ সমাসেন মে শৃণু ॥ ৩ ॥

ভেদসম্বন্ধ, তাহাও বলা যায় না । এ সম্বন্ধ অভেদও বটে, ভেদও বটে—
‘ভেদাভেদ, বৈতাঐত । কেবল অভেদভাবে বা কেবল ভেদভাবে এই জটিল
তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম হয় না ; আবার এই ভেদাভেদও আমরা ঠিক বুঝি না । এক
অবস্থ তত্ত্ব, কিরূপে ও কেন বহু হয় বা বহুর হ্রাস হয়, তাহাও আমরা বুঝি
না । তাঁহার “প্রভব” জানিবার ক্ষমতা জীবের নাই (১০.২) । বৈষ্ণবাচার্য্য-
গণ লিপাইয়াছেন,—অচিন্ত্য কৃষ্ণমায়ায় তত্ত্ব বিস্তৃত হইয়া সচ্চিদানন্দস্বরূপ
জীবের সংসার ভ্রম হয় । বাস্তবিকই এই ভেদাভেদ অচিন্ত্য ।

ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজয়োঃ যৎ জ্ঞানম্—ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ-বিষয়ে যে জ্ঞান । তৎ
জ্ঞানং মম মতম্—তাহাই আমার মতে যথার্থ জ্ঞান ।

ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ তত্ত্ব বুঝিতে হইলে, সৰ্ব্বক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ দৈব-তত্ত্ব,
ব্যাপ্তি ক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ জীবাত্মার তত্ত্ব, সমষ্টি ক্ষেত্ররূপ জগৎ-তত্ত্ব, ব্যাপ্তি
ক্ষেত্ররূপ জীব-শরীর তত্ত্ব, সৰ্ব্ব জড়তত্ত্ব এবং উভয়ের সংযোগে সমুৎপন্ন
যে জীব, তাহার তত্ত্ব—এই সমুদায় জানিতে হয় । ১—২ শ্লোকে যাচা
মূত্ররূপে বলিয়াছেন, সপ্তদশ অধ্যায় পৰ্য্যন্ত তাহাই বিস্তারিত হইয়াছে ।
এই সকলই সমষ্টিভাবে তত্ত্বজ্ঞান বা তত্ত্বজ্ঞানার্গ মর্শন (১৩।১১) । ২।

জীবাত্মা—ক্ষেত্রজ, আর ক্ষেত্র এ শরীর

হরের বিশেষ তত্ত্ব ক’ত, কুরুবীর !

কিরূপ সে ক্ষেত্র, তার কিরূপ লক্ষণ,

কিবা তার ধর্ম আর বিকার কেমন,

যাহা তার উপাদান, নি‘মন্ত বা’ আর,

কিবা যাহা যাহা পার্থ, কার্য্য হয় তার,

আর সে ক্ষেত্রজ, তা’র বে প্রভাব হয়,

সংক্ষেপে আমার কাছে শুন সনুদয় । ৩ ।

ঋষিভি বহুধা গীতং চন্দোভি বিবিধৈঃ পৃথক্ ।

ব্রহ্মসূত্রপদৈ শৈচব হেতুমদ্বিধিঃ বিনিশ্চিতৈঃ ॥ ৪ ॥

মহাভূতান্যহঙ্কারো বুদ্ধি রব্যাক্তম্ এব চ ।

ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরাঃ ॥ ৫ ॥

তৎ ক্ষেত্রং যৎ চ—যাহা । যাদৃক্ চ—এবং তাহার ধর্ম যাদৃশ ।
যদ্বিকারি—যাহা যাহা তাহার বিকার । যতঃ চ—যাহা হইতে উৎপন্ন ; তাহার
নিমিত্ত ও উপাদান যাহা । এবং যৎ—যে কার্য্য উৎপাদন করে (৭৭) ।
ক্ষেত্র কি, তাহার ধর্ম কি, বিকার কি, উৎপাদক কি ও কার্য্য কি ?

স চ—এবং সেই ক্ষেত্রজ্ঞ । যঃ—স্বরূপতঃ যাহা । যৎপ্রভাবঃ চ—
যেমন প্রভাবযুক্ত । তৎ সমামেন মে শৃণু—আমার নিকট সংক্ষেপে শ্রবণ
কর । ১ম শ্লোকে প্রতিক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞ ও ২য় শ্লোকে সর্বক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞরূপ
যে ভেদ উক্ত হইয়াছে, এখানে তাহা নাই । এখানে একই ক্ষেত্রজ্ঞের
কথা বলিতেছেন । অর্থাৎ দুইই এক । ৩ ।

এই ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের বিষয়, ঋষিভিঃ—বশিষ্ঠাদি ঋষিগণ-দ্বারা ।
বিবিধৈঃ চন্দোভিঃ—নানা বেদে । চন্দ—বেদ । পৃথক্ বহুধা—নানা-
প্রকারে । বিনিশ্চিতৈঃ—নিঃসংশয়রূপে । হেতুমদ্বিধিঃ—যুক্তিবৃদ্ধ । ব্রহ্ম-
সূত্রপদৈঃ গীতম্ । ব্রহ্মসূত্রপদ—ব্রহ্মসূত্র ও ব্রহ্মপদ । ব্রহ্মসূত্র—যদ্বারা
ব্রহ্ম সূচিত হয় ; তটস্থ লক্ষণ । ব্রহ্মপদ—যদ্বারা সাক্ষাৎ ভাবে ব্রহ্মকে
জানা যায় ; স্বরূপ লক্ষণ । তদ্বত্ত্ব লক্ষণে ব্যাখ্যাত হইয়াছে । ৪ ।

একণে প্রতিজ্ঞাত ক্ষেত্রতত্ত্ব বলিতেছেন । মহাভূতানি—কিতি, অপ্

নানাবিধ শ্রুতিমন্ত্রে নানা ঋষিগণে

বিবিধ তটস্থ আর স্বরূপ লক্ষণে

বহুবিধ যুক্তিবৃদ্ধ বাক্যে অসংশয়

বহুধা পৃথক্ তাহা করেছে নির্ণয় । ৪ ।

(জল), তেজঃ, মক্ৰং, ব্যোম, এই পঞ্চ সূক্ষ্ম মহাকৃত্ত । মহা—মহৎ, বৃহৎ, ব্যাপক । ইচ্ছা ইন্দ্রিয়ের অগোচর (শং) । এই পঞ্চ সূক্ষ্ম ভূতের পরস্পর নানাধিকাংশের সংমিশ্রণে পঞ্চ সূক্ষ্ম ভূতের উৎপত্তি ; আর পঞ্চ সূক্ষ্ম ভূতের পরস্পর নানাধিকাংশের সংমিশ্রণে জীবের অল্পময় সূক্ষ্ম শরীর বা জড় জগৎ । পঞ্চ ভূত যে যে অল্পপাতে মিলিত হইয়া ব্যবহারিক যুক্তিকা, জল, বায়ু, অগ্নি ও আকাশ (Ether) উৎপাদন করে, নিম্নে পঞ্চদশী হইতে, তাহার একটি তালিকা দেওয়া গেল ।

কিতি	জল	তেজঃ	বায়ু	আকাশ
কিতি ॥০	৯০	৯০	৯০	৯০ —১
জল ৯০	৥০	৯০	৯০	৯০ —১
তেজঃ ৯০	৯০	৥০	৯০	৯০ —১
বায়ু ৯০	৯০	৯০	৥০	৯০ —১
আকাশ ৯০	৯০	৯০	৯০	৥০ —১
১	১	১	১	১

* অঙ্ককার:—চিৎ-অচিৎ গ্রহি (শ্রী) । ইচ্ছা চিৎও নহে জড়ও নহে ; পরস্পর উভয়ের সংমিশ্রণ । চৈতন্যের আভাসযুক্ত ঈশ্বরের সংশক্তি বা ক্রিয়াকর্তৃ অল্পপ্রাণিত প্রকৃতির রজোবচন অংশ । বুদ্ধি:—মহত্ত্ব ; চৈতন্যের আভাসযুক্ত, ঈশ্বরের জ্ঞান বা চিৎশক্তি অল্পপ্রাণিত প্রকৃতির সত্ত্ববচন অংশ ; (৯।১০ টীকা) । অব্যক্তম্ এব চ—অব্যক্তা প্রকৃতি । প্রলয়ে সর্ব ভূততাব যে অব্যক্ত কারণে লীন হইয়া যায় ও যাত্রা হইতে আবার তাহাদের বিকাশ হয় (৮।১৮) তাহাই এই অব্যক্ত । ইচ্ছাই সাংখ্যের মূল প্রকৃতি (৭।১৪) ; ভগবানের দৈবী মায়ী ; সৃষ্টিসম্বন্ধে ব্রহ্মের অব্যক্ত রূপ । ইচ্ছাই ১৪।৩ প্রোক্তোক্ত মহদ্বাক্য ।

ইন্দ্রিয়ানি দশ—পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় । একং চ—এবং এক মন । মন কর্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয়, উভয়েই বর্তমান থাকে ।

মনটে, জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বারে উপস্থিত বিষয়কে বচন করিয়া, ভিতরে লইয়া গিয়া বুদ্ধিকে দেয়; এবং বুদ্ধি সেই বিষয়ের সার-অসার বিচারপূর্বক তদ্বিষয়ে যাহা নির্ণয় করে, তাহা বাহিরে আনিয়া উপযুক্ত কর্মেন্দ্রিয়ে অর্পণ করে। তখন সেই কর্মেন্দ্রিয় তদনুরূপ কর্মে প্রবৃত্ত হয়। এইরূপে ইন্দ্রিয়-শ্রেণীর মধ্যে গণনীয় হইলেও অল্প ইন্দ্রিয় হইতে মনের বিশেষত্ব আছে। তজ্জন্ত “ইন্দ্রিয়ানি দশ এবং চ”—এই ভাবে, মনের ঐ বিশেষত্ব নির্দিষ্ট হইয়াছে। ইন্দ্রিয়গণ শক্তিমাত্র, তাহারা স্বয়ং দেহের আশ্রয়ে ক্রিয়া ক’রে।

দশ ইন্দ্রিয়ের নাম বহিঃকরণ; আর মন, বুদ্ধি, অহঙ্কারের নাম অন্তঃকরণ। বহিঃকরণ কেবল বর্তমানেই কর্ম করে; কিন্তু অন্তঃকরণ ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান, তিন কালের বিষয়ে আলোচনা করিতে পারে।

পঞ্চ চ ইন্দ্রিয়-গোচরাঃ—এবং রূপ রস গন্ধ স্পর্শ ও শব্দ। পূর্বেোক্ত মহাত্মাদি ইন্দ্রিয়ের অগোচর, কিন্তু, ইহারা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। ইহারা পঞ্চ মহাত্মতের গুণ; অনুবাদ দেখ। রূপ—আকৃতি, বর্ণ। ইহা তেজের ধর্ম। রস—মধুর অম্ল লবণ কটু তিক্ত ও কষায়। ইহা তলের ধর্ম। গন্ধ—যথা পুন্দ্রাদির। ইহা পৃথিবীর ধর্ম। স্পর্শ—যকে অনুভূত নীচোক্ষতাди। ইহা বায়ুর ধর্ম। শব্দ—যথা কণ্ঠ-বাক্যাদির। ইহা আকাশের ধর্ম। ইহারা সাংখ্যের পঞ্চ তন্মাত্র।

প্রকৃতি ও প্রকৃতিবিকার, এই চতুষ্কিংশ তত্ত্ব জীবশরীরের উপাদান। তন্মধ্যে মূল প্রকৃতিতে কারণ শরীর। বুদ্ধি, অহঙ্কার, মন, দশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ তন্মাত্র এই ১৮ তত্ত্ব সূক্ষ্ম বা লিঙ্গ শরীর (কারিকা ৪০) আর মূল পঞ্চ ভূতে সূক্ষ্ম শরীর—বাহ্য জগৎ। ৫।

প্রথমে কেন্দ্রের তত্ত্ব শুন, ধনঞ্জয় !

দেহতত্ত্ব—জড়তত্ত্ব এই তত্ত্ব হয়।

দেহতত্ত্ব কিত্যপু তেজ মরুৎ বোম—পার্শ্ব, এই পঞ্চ,
এরা সূক্ষ্ম অতীন্দ্রিয় মহাত্মত পঞ্চ ;

ইচ্ছা ঘেষঃ সূখং দুঃখং সংঘাত শ্চেতনা ধৃতিঃ ।

এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারম্ উদাহৃতম্ ॥ ৬ ॥

ইচ্ছা ঘেষঃ সূখং দুঃখং—ইহারা প্রকৃতির ত্রিগুণের ধর্ম, সূত্রায়
প্রকৃতিজ দেহে সদা বর্তমান থাকে : বিষয়-গ্রহণকালে প্রকাশিত হয়, অস্ত

দেহের জিহ্বাশক্তিপ্রিষ্ট অঙ্কার
রজো গুণ হ'তে হয় উত্তর বাহার ;
চৈতন্তের চিদাভাস পেয়ে সব গুণ
বুদ্ধিতত্ত্ব নামে বাহ্য প্রকাশে, অর্জুন !
অব্যক্ত প্রকৃতি পুনঃ এ সপ্তের মূল,
যাহা হ'তে সমুদয় স্থল কি অস্থল ;
নয়ন, রসনা, স্বক, নাসিকা, শ্রবণ,
উপহ ও পায়ু, বাক, কর ও চরণ,—
পঞ্চ পঞ্চ জ্ঞান কর্ম—এ দশ ইন্দ্রিয়,
সর্ব-প্রবর্তক মন—জ্ঞান-কর্মোদ্ভিন্ন ;
আর অই কিত্তি আদি মহাত্ম পঞ্চ
সে পঞ্চের রূপ রস আদি গুণ পঞ্চ ;—
শব্দ স্পর্শ আর রূপ রস গন্ধ আর,
কিত্তি-গুণ এই পঞ্চ, কোরব-কুমার ;
শব্দ স্পর্শ রূপ রস—চারি জলগুণ,
শব্দ স্পর্শ আর রূপ তিন তেজোগুণ,
শব্দ স্পর্শ মাত্রতে ; আকাশে শব্দ মাত্র,
ইন্দ্রিগোচর এই পঞ্চ, হে, সর্কর ।
চতুর্বিংশতত্ত্ব এই গুন, কুরুবীর !
এদের সংযোগে সর্ব হৃদের শরীর । ৫ ।

৪৬

সময় বীজভাবে থাকে । সুখ সন্তোষের, ইচ্ছা ঘেব হুঃখ রজোঃপের ও মোহ তমোঃপের ধর্ম । ইহারা ক্ষেত্রের বিকারের কারণ । ইহারা কিরূপে ক্ষেত্রকে পরিবর্তিত করে, ২১ শ্লোকে তাহা দেখিব ।

সংঘাত—সংঘাত শব্দের অর্থ সংহতি, সমঝ । মহাত্মত হইতে, হুঃখ পর্য্যন্ত ২৮ ভেদের সমঝায়ে গঠিত প্রত্যেক জীব-শরীর সংঘাত শব্দবাচ্য ।

চেতনা—সংঘাতে বা শরীরে অভিব্যক্ত অন্তঃকরণবৃত্তি । যেমন অগ্নিতপ্ত লোহে অগ্নিতেজের অভিব্যক্তি হয়, তদ্রূপ অন্তরে অধিষ্ঠিত (সর্ব-

কহিহু ক্ষেত্রের এই বাহা উপাদান,
নিমিত্ত ও কার্য্য তার গুন, মতিমান্ !
পূর্ব পূর্ব কালে কন্ম যেমন বাহার
ইচ্ছা ঘেব সুখ হুঃখ অনুরূপ তা'র
সংস্কাররূপে, পার্থ, বীজভাবে রহ ;
পুনর্জার সেই জীব যবে জন্ম লয়,
দেহের নিমিত্তরূপ হ'য়ে সেই সংস্কার
নিমিত্ত সূল ভূতে আকৃষ্ট করার পুনর্জার ।
কারণ সেই আকর্ষণবশে সন্নিহিত হয়
কিতি আদি চতুর্কিংশ তত্ত্ব সমুদয় ।
সেই সন্নিগনে জন্মে সূল কলেবর,
ইহাকে “সংঘাত” বলে, কুরুবংশধর !
তপ্ত লোহে অগ্নিতেজ বিকাশে যেমন,
আত্মচৈতন্তের দ্বারা করিয়া গ্রহণ,
ভাসমান হয় তাহে চৈতন্ত-আত্মা
তাহাই চেতনা জীবদেহে, মহেশ্বাস !
ধৃতি-শক্তি করে সেই শরীরে ধারণ,—
সবিকার ক্ষেত্র এই কহিহু বর্ণন । ৬ ।

ভূতানুস্থিত—১০।৩০) আত্মার চৈতন্য-আত্মা পাইয়া, অতঃকরণে চেতনার অভিব্যক্তি হয়। এই আত্মা-চৈতন্যই আমাদের চেতনা, consciousness. ইহা বুদ্ধিতে জীবন্ত অবস্থার কারণ। কিন্তু ইহাও আত্মচৈতন্যের জ্ঞেয়, তজ্জ্ঞ ক্ষেত্র। চেতনা সর্বক্ষেত্রের সাধারণ ধর্ম। সংঘাত organised body মাত্রই যে চেতনাবিশিষ্ট, বিজ্ঞানবিৎ জগদীশচন্দ্র বসু তাহা প্রমাণ করিয়াছেন।

ধৃতিঃ—পূর্বে কৃত সংঘাতে অভিব্যক্ত ধারণশক্তি, যাহা সমস্ত শরীরকে ও শারীরিক বৃত্তিসমূহকে ধারণ করে। ইহাই প্রাণ। ব্যষ্টিভাবে ইহা ব্যষ্টি দেহকে ও সমষ্টিভাবে সমগ্র জগৎকে ধারণ করে।

এতৎ সবিকারম্—বিকারসহিত। ক্ষেত্রম্। সমাসেন উদাহৃতং—সংক্ষেপে বলা হইল।

তৃতীয় শ্লোকে ভগবান্ ক্ষেত্র (১) যৎ (২) যাদৃক্ (৩) যদ্বিকারি (৪) এবং (৫) যৎ,—বলিবার জন্ত প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। ৫—৬ শ্লোকে তাহা কহিলেন। ত্রিবিধ শরীরই ক্ষেত্র (যৎ)। মহাত্ম হইতে ধৃতি পর্যন্ত ৩১টি তাহার ধর্ম (যাদৃক্)। স্থাবর জগৎ সর্ব দেহেই এই ৩১টি ভাব থাকে। ইচ্ছা যেবা দি তাহার বিকার (যদ্বিকারি)। মহাত্ম হইতে পঞ্চ ইন্দ্রিয়গোচর পর্যন্ত ২৪টি তাহার উপাদান কারণ, আর ইচ্ছাযেবা দি চারটি নিম্নকৃত কারণ (যতঃ), এবং সজ্জাত, চেতনা ও ধৃতি তাহার কার্য (যৎ)।

ইহাই সমগ্র অড়ত্ব। ব্যষ্টিভাবে দেহতত্ত্ব ও সমষ্টিভাবে জগৎ-তত্ত্ব। এই ৩১টি তত্ত্বই সমষ্টি জগতে সাধারণ সমষ্টিভাবে এবং প্রত্যেক ব্যষ্টি পদার্থে ব্যষ্টিভাবে আছে। জগতে সাধারণভাবে যে সমষ্টি বুদ্ধিতত্ত্ব, সমষ্টি অহঙ্কারতত্ত্ব, সমষ্টি মানসতত্ত্ব, সমষ্টি দশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চ ইন্দ্রিয় বিষয়, ইচ্ছা, ঘেব, সূক্ষ, দৃঃগ, সজ্জাত, চেতনা ও ধৃতি আছে, তাহা হইতে প্রতি পদার্থে, প্রতি জীব, বিশেষ ব্যষ্টি বুদ্ধির, ব্যষ্টি অহঙ্কার, ব্যষ্টি চেতনাদির বিকাশ হয়।

৪৬

অমানিত্বম্ অদস্তিত্বম্ অহিংসা কান্তি রাজ্জবম্
আচার্যোপাসনং শৌচং শৈশ্যম্ আত্মবিনিগ্রহঃ ॥ ৭ ॥

ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যম্ অনহকার এব চ ।

জন্মমৃত্যুজরাব্যাদিভুঃখদোষানুদর্শনম্ ॥ ৮ ॥

ক্ষেত্রজ্ঞ, ক্ষেত্রের বেত্তা ; অতএব যাহা কিছু ক্ষেত্রজ্ঞের জ্ঞেয়, তাহাই ক্ষেত্র । পূর্বোক্ত ৩১টাই ক্ষেত্রজ্ঞের জ্ঞেয় ; এই জ্ঞাত তাহার ক্ষেত্র । আর তাহার সকলেই সবিকার । বিকার জড়ের ধর্ম, অতএব তাহার সকলেই জড় । দেহের জ্ঞান, আমাদের অন্তঃকরণ বৃত্তিও জড় ।

যাহাতে পূর্বোক্ত ৩১টির সমবায় নাই, তাহা ক্ষেত্র নহে । ক্ষেত্র বা শরীর বলিলে একটি পূর্ণ সজীব দেহ (organised living body) বুঝায় । মৃত জীবের যে দেহ, তাহা স্থূল পাক্কাভৌতিক দেহমাত্র । তাহাতে মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়াদি গঠিত সূক্ষ্মদেহ থাকে না । তাহাতে ব্যক্ত বা অব্যক্ত চেতনা থাকে না এবং ধৃতিশক্তি—প্রাণ, তাহাকে ধারণ করে না ; সুতরাং অচিরে পঞ্চ ভূত পঞ্চ ভূতে মিশিয়া যায়, দেহ নষ্ট হইয়া যায় । যাহা ক্ষেত্র বা শরীর, তাহা বৃহৎ হটক বা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র হটক, তাহা জন্ম হটক বা স্থাবর হটক, বাহ্য দৃষ্টিতে জড় পদার্থ হটক বা চেতন জীব হটক, তাহাতে নিশ্চয়ই ঐ ৩১টির সমবায় থাকে । ৬ ।

অতঃপর ক্ষেত্রজ্ঞের বিষয় বলিলেন । কিন্তু শুদ্ধ জ্ঞান ব্যতীত তাহা জানা যায় না । অতএব অগ্রে ৭—১১ শ্লোকে সেই জ্ঞানের স্বরূপ বলিতেছেন ।

জ্ঞানের অঙ্গ বিংশতি যথা (১), অমানিত্বম্—মানীর ভাব মানিত্ব,

ক্ষেত্রজ্ঞের তত্ত্ব এবে কহিব তোমার,

জ্ঞান বিনা কিন্তু তাহা জানা নাহি যায় ।

অতএব অগ্রে তাহা তুমি সমুদয়

নির্মল জ্ঞানের পার্শ্ব, স্বরূপ বা' হয় ।

আত্মসাধা ; তাহার অভাব, অমানিষ । (২) অদম্বিত্বম্—ধার্মিক না হইয়াও ধার্মিকের জ্ঞান বাহু আচরণের নাম দম্ব ; তাহা না করা অদম্বিত্ব । (৩) অহিংসা—আত্মতুষ্টির জন্ত কার মন বাক্যে অন্যের অনিষ্ট করা, হিংসা । তাঁহা না করা অহিংসা । (৪) ক্ষান্তিঃ—সহিষ্ণুতা । (৫) আৰ্জবঃ—সরল ব্যবহার । (৬) আচার্য্যোপাসনং—গুরুসেবা । চিত্তের দম্ব অভিমানাদি মলিনতা নষ্ট হইয়া চিত্ত নির্মল হইলে ব্রহ্মজিজ্ঞাসার উদয় হয় । ইহা নির্মল চিত্তের স্বতঃসিদ্ধ আকাজকা, তখন তদ্বদনী আচার্য্যের নিকট গমন করিয়া তাঁহার উপদেশমত কার্য্য করিতে হয় । ইহাই আচার্য্যোপাসনা । (৭) শৌচঃ—দেহের ও মনের পবিত্রতা । দেহের পবিত্রতা—নির্মল দেহ, নির্মল বেশভূষাদি । মনের পবিত্রতা—সরলতা, সত্য, সন্তোষ, অনীষা ইত্যাদি । (৮) ঐশ্বর্য্যং—অবলম্বিত কার্য্যে নির্মল অধ্যবসার । (৯) আত্মবিনিগ্রহঃ—সর্ব্বতঃ প্রবৃত্ত ইন্দ্রিয়াদিকে যোগ্য বিষয়ে সংস্থাপন । (১০) ইন্দ্রিয়ার্থেবু—ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয় সকলে । বৈরাগ্যম্—২৪৩ পৃষ্ঠা টীকা দেখ । (১১) অনহকারঃ এব চ । (১২) জন্মমৃত্যু-জরা-ব্যাধি ও দুঃখরূপ দোষের অনুদর্শনং—পুনঃ পুনঃ আলোচনা । ইহাতে ভোগ-বিলাসাদিতে অনাস্থা ভ্রমে । ৭—৮ ।

	(১) গৌরব না করা কর্তৃ গুণে আপনাত,
	(২) ধার্মিকের জ্ঞান সদা করা পরিচায়,
<u>জ্ঞানের</u>	(৩) অহিংসা ও (৪) সহিষ্ণুতা আর (৫) সরলতা,
<u>বিংশতি</u>	(৬) গুরুসেবা, (৭) দেহ মন—দুয়ে পবিত্রতা,
<u>রূপ</u>	(৮) প্রাপ্ত কর্ত্তে হির নিষ্ঠা, (৯) বিষয়ে বিরাগ,
<u>(৭—১১)</u>	(১০) ইন্দ্রিয়-সংযম আর (১১) অহকার ত্যাগ,
	(১২) জন্ম দুঃখ, মৃত্যু দুঃখ, দুঃখ ব্যাধি জরা—
	এ সব দোষের নিত্য অনুধ্যান করা, ৭—৮ ।

৪৬

অসক্তি রনভিষঙ্গঃ পুত্রদারগৃহাদিষু ।

নিত্যঞ্চ সমচিন্ত্যম্ ইষ্টানিষ্টোপপত্তিষু ॥ ৯ ॥

ময়ি চানন্তর্যোগেন ভক্তিরব্যাভিচারিণী ।

বিবিক্তদেশসেবিত্বম্ অরতি র্জনসংসদি ॥ ১০ ॥

(১৩) অসক্তিঃ—এই সকল আমার, ঈদৃশ জ্ঞানে বিষয়ের প্রতি যে অভিনিবেশ, তাহার নাম সক্তি ; তাহার অভাব অসক্তি । (১৪) পুত্রদার-গৃহাদিষু অনভিষঙ্গঃ—পুত্রাদির সুখে দুঃখে আমি সুখী দুঃখী, তাহাদের জীবনে মরণে আমার জীবন মরণ, এরূপ ধারণার নাম অভিষঙ্গ ; ইহা তামসী ব্রাণ্ডি । তাহার অভাব অনভিষঙ্গ । অভিষঙ্গ আসক্তিরই প্রকার-ভেদ । এখানে অসক্তি ও অনভিষঙ্গ শব্দের মর্ম—স্ত্রী পুত্র গৃহাদি পরি-ত্যাগ নয় । তাহাদের সম্বন্ধে যে রাজসী আসক্তি ও তামসী মমতা আমা-দিগকে মুগ্ধ করে, সেই আসক্তি ও মমতা ত্যাগই অসক্তি ও অনভিষঙ্গ । (১৫) ইষ্ট-অনিষ্ট-উপপত্তিষু—প্রাপ্তিতে । নিত্যং চ সমচিন্ত্যম্ । ৯ ।

(১৬) ময়ি চ অনন্তর্যোগেন—পরমেশ্বরে একান্তভাবে যোগযুক্ত হইয়া । অব্যাভিচারিণী—অচলা । ভক্তিঃ । (১৭) বিবিক্ত-দেশ-সেবিত্বম্—চিত্তের প্রসন্নতাজনক পবিত্র স্থানে বাস । বিবিক্ত—পবিত্র (শ্রী) । (১৮)

(১৩) আমার এ পত্নী পুত্র, এই ধন, জন,—

এরূপ না ভাবি, তার আসক্তি বর্জন,

(১৪) তা'দের যা' সুখ, দুঃখ, ইষ্ট বা অনিষ্ট

তাহাই, না ভাবা মনে, মম ইষ্টোনিষ্ট,

(১৫) মঙ্গল বা অমঙ্গল ছরে তুল্যা মতি,

(১৬) আমাতে অনন্তর্যোগে অচলা ভক্তি,

(১৭) পবিত্র নির্জন স্থানে করা অবস্থিতি,

(১৮) বহুজনাকীর্ণ স্থানে থাকিতে অশ্রীতি, ৯—১০

অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্ ।

এতজ্ জ্ঞানম্ ইতি প্রোক্তম্ অজ্ঞানং যদ্ অতো হৃদ্যথা ॥ ১১

জনসংসর্গি অরতিঃ—বহুজনাকৌণ স্থানে অগ্রীতি । অসংসর্গত্যাগ এবং পবিত্র স্থানে বাস, ভক্তির বিকাশ অত্র আবশ্যক । ১০ ।

(১২) অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বম্—আত্মজ্ঞানে অচঞ্চলা নিষ্ঠা । সর্বদা আত্মজ্ঞানলাভের উপযোগী অনুশীলন অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্ব । সপ্তম চর্চিতে সপ্তদশ, এই ১১ অধ্যায়ে সম্পূর্ণ অধ্যাত্ম জ্ঞান বিবৃত হইয়াছে । (২০) তত্ত্ব-জ্ঞানার্থদর্শনম্—সেই তত্ত্বজ্ঞানের যে অর্থ, বিষয়, লক্ষ্য,—তাহা তত্ত্ব-জ্ঞানার্থ ; ব্রহ্ম । তাহার দর্শন, সর্বময় ব্রহ্মদর্শন । এতৎ—অমানিত্বাদি এই বিংশতি । জ্ঞানম্ ইতি প্রোক্তম্—জ্ঞান বলিয়া কথিত হয় । অতঃ হৎ অস্তথা—যাহা ইহার বিপরীত । তৎ অজ্ঞানম্ ।

৭—১১ প্রোক্ত জ্ঞান ও অজ্ঞানের স্বরূপ বিবৃত হইয়াছে । অমানিত্ব, অদস্তিত্বাদি বিংশতি জ্ঞান । কিন্তু তাহারা দ্রব্য নহে, তাহাদের দ্বারা কোন বস্তু জানা যায় না এবং তাহারা কোন বিষয়ের প্রকাশকও নহে । ইহারা চিন্তের মধ্য ; যম বা নিরমের অন্তর্গত । তবে তাহারা জ্ঞান কিরূপে ?

মাত্রাপ্পর্শে, বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগে, ইন্দ্রিয়দ্বারে যে অনুভূতি জন্মে তাহা অন্তঃকরণস্থ বুদ্ধিতবে উপস্থিত হইলে, তাহার স্বরূপ বুদ্ধিতে যেমন প্রকাশিত হয়, তাহাই সেই বিষয়ে আমাদের জ্ঞান । প্রকাশাত্মক সব গুণ হইতে জ্ঞানের বিকাশ, সৎসং সজ্জারতে জ্ঞানম্ (১৪।১৭) ; বুদ্ধিতত্ত্ব সৎ-প্রধান ।

(১২) হির নিষ্ঠা আত্মজ্ঞানলাভের কারণ,

(২০) জ্ঞানচক্ষে সর্বময় ব্রহ্মদর্শন ;

জ্ঞানের স্বরূপ এই বিংশতি পাণ্ডব ।

এ তির বা কিছু আর অজ্ঞান সে সব । ১১

সেই জ্ঞান বুদ্ধি হইতেই জ্ঞানের উৎপত্তি । কিন্তু বুদ্ধিতত্ত্ব সব প্রধান হইলেও তাহাতে রজ ও তমোগুণের সংশ্লেশ থাকে । তজ্জ্ঞান বুদ্ধি ও তদুৎপন্ন জ্ঞানও সাত্বিকাদিতেদে ত্রিবিধ হয় ; ১৮।২০—২২ দেখ । কিরূপে তাহা হয়, তাহা দর্পণ ও প্রতিবিম্বের উপমা বুঝা যায় ।

দর্পণ নির্মল না হইলে, সর্বাংশে নির্দোষ না হইলে, তাহাতে সকল বিষয়ের প্রতিবিম্ব ঠিক পড়ে না ; আর যাহা পড়ে, সে সকলও নির্দোষ নহে । সেই সকল প্রতিবিম্ব হইতে প্রতিবিম্বিত পদার্থের স্বরূপ ঠিক জানা যায় না ; বরং যাহা জানা যায়, তাহা তদ্বিষয়ে অযথা জ্ঞান উৎপাদন করে । চিত্তবৃত্তিতে জ্ঞানের প্রতিবিম্ব সম্বন্ধেও সেই নিয়ম । চিত্তদর্পণ রাজসিক ও তামসিক ভাবে কলুষিত থাকিলে, তাহাতে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয় সকলের প্রতিবিম্ব আদৌ পড়ে না ; সুতরাং সে সকল সূক্ষ্ম বিষয়ে আমাদের জ্ঞান আদৌ জন্মে না ; আর স্থূলতর বিষয়সমূহের যে সকল প্রতিবিম্ব পড়ে, তাহারাও রাজসিক ভাবের সংশ্লেশ হেতু বিকৃত (১৮।৩১) ও তামসিক ভাবের সংশ্লেশ হেতু অস্পষ্ট (১৮।৩২) ; সুতরাং সেই সকল হইতে জ্ঞেয় পদার্থের ঠিক স্বরূপ জ্ঞান জন্মে না । অতএব চিত্তদর্পণ সমল থাকিতে অনেক বিষয়েরই জ্ঞান আমাদের হয় না । আর যে সকল বিষয়ের জ্ঞান হয়, সাধারণতঃ জ্ঞান বলিলেও সে সকল অজ্ঞানমাত্র । কারণ, তাহারা ত্রাস্তি উৎপাদন করে । পদার্থের স্বরূপনির্ণয়ই জ্ঞান । ত্রাস্তিজ্ঞান জ্ঞান নহে । তাহা অজ্ঞান মাত্র ।

অতএব জ্ঞানলাভ করিতে হইলে যদ্বারা চিন্তে, রজ ও তমোগুণ অতিক্রান্ত হইয়া, সত্ত্বগুণের বিকাশ হয়, তাহা করিতে হইবে । গ্রন্থপাঠ করিয়া জ্ঞান হয় না । তজ্জ্ঞান সাধনা করিতে হয় ;—আচার্য্যের উপাসনা করিতে হয় (৪।৩৪), কৰ্ম্মযোগ ও কৰ্ম্মসন্ন্যাসযোগ সাধনার অভিমান দূর হিংসা অকমা ক্রুরতা অশৌচ চিন্তের চঞ্চলতা বিষয়াসক্তি অহঙ্কারাদি নষ্ট করিতে হয়, ইন্দ্রিয় তত্ত্বমান হইতে হয় ; জ্ঞানভাব প্রতিষ্ঠার জন্য জ্ঞান-

যজ্ঞ, ধ্যান, যাগাদি অভ্যাস করিতে হয় । ৪।২৪—৩২ শ্লোকে এই জ্ঞান-সাধনা বিবৃত হইয়াছে । উদ্দেশ্য সাধনার যখন রজ ও তমোগুণকে অতিক্রম করিয়া চিত্তে নির্মল প্রকাশ্যক সত্ত্বগুণের বিকাশ হয়, তখন তাহার যে ভাব বা অবস্থা হয়, তাহাই চিত্তের জ্ঞানাবস্থা । সেই অবস্থায় চিত্তে অমানিষাদি বিংশতি ভাবই প্রকাশিত হয়, একটীও বাদ থাকে না । ইহারা সাত্বিক চিত্তের জ্ঞানভাব ; ইহারা জ্ঞানের স্বরূপ বা জ্ঞান । বাহ্য যাহা এই বিংশতির অন্তর্গত ;—যথা শ্রাবা, দম্ব, তিংসা, অভক্তি, অহঙ্কার ইত্যাদি, তাহারাজসিক বা তামসিক ভাব, চিত্তের অজ্ঞান ভাব । ৭—১১ শ্লোকে জ্ঞান ও অজ্ঞানের এই স্বরূপ বিবৃত হইয়াছে ।

ভাষ্যকারেরা বলেন, অমানিষাদি সাধন চিত্তকে পবিত্র করে ; চিত্ত পবিত্র হইলে জ্ঞানের বিকাশ হয় । অতএব ইহারা জ্ঞানের সাধন, উচ্ছ্রজ্ঞান । ভগবান্ কিন্তু ইত্যাদিগকে জ্ঞানের সাধন বলেন নাই, জ্ঞানই বলিয়াছেন । আমরা তাহাই বুঝিয়াছি ।

উপরে বাহ্য বলা হইল তাহাতে বুঝা যাইবে, যে জ্ঞান ও অজ্ঞান দুইই আমাদের চিত্তের ধর্ম বা বুদ্ধির ভাব । সাত্বিক বুদ্ধির ভাব জ্ঞান এবং রাজসিক ও তামসিক বুদ্ধির ভাব অজ্ঞান । দুইটো আমাদের চিত্তবৃত্তির ধর্ম—বুত্তিজ্ঞান । সাধনার দ্বারা অজ্ঞান ভাব ক্ষয়িত হইয়া অমানিষাদি জ্ঞান ভাবের বিকাশ হইলেও, কেত্রজ যে জ্ঞানে কেত্রকে জ্ঞানে, তাহা সে জ্ঞান নহে ; তাহা জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মের জ্ঞান নহে । পরন্তু তাহাও কেত্রজের জ্ঞান । বাহ্য ইন্দ্রিয়বৃত্তি নিরোধপূর্বক, বাহ্যজ্ঞান উচ্ছেদপূর্বক সমাধি হইলে, যোগীর বৃত্তিশূন্য নির্মল চিত্তে আত্মার যে জ্ঞানস্বরূপ প্রতিষ্ঠাসিদ্ধ হয়, তাহাও আত্মার চিত্তস্বরূপের আভাস মাত্র,—বুত্তিজ্ঞানমাত্র এবং কেত্রজের জ্ঞান । বুত্তিজ্ঞানকে আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান বুঝিলে গীতোক্ত জ্ঞানের তত্ত্ব বুঝা যায় না । আত্মরূপ জ্ঞানই থাকে, কখন জ্ঞান হয় না, আর বুত্তি-জ্ঞান জ্ঞানই থাকে, কখন জ্ঞাতা হয় না । তবে অবশ্যতঃ তাহাতে জ্ঞাতার

জৈয়ং যৎ তৎ প্রবক্ষ্যামি যজ্ জ্ঞাত্বামৃতম্ অশ্নুতে ।

অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম ন সৎ তন্মাসদ্ উচ্যতে ॥ ১২ ॥

অধ্যাস হয় মাত্র। ব্রহ্মজ্ঞানের প্রকৃত স্বরূপ জীব কখনই জানিতে পারে না।

জ্ঞান সাধনায় যখন চিত্তের রাজসিক ও তামসিক অজ্ঞান ভাব নষ্ট হইয়া যায় তখন চিত্তে আদিভাবৎ জ্ঞানভাবের বিকাশ হয়। সেই জ্ঞানে যাহা পরম তত্ত্ব, তাহা প্রকাশিত হয় (৫।১৬)। তখন তাহাতে বাহ্য জগতের সমুদায় তত্ত্ব এবং অন্তর্জগতের সমুদায় তত্ত্ব বা ক্ষেত্রতত্ত্ব জানা যায় ; যোগজ দৃষ্টি উন্মুক্ত হয়। তখন ভূত, ভবিষ্যৎ বর্তমানের সর্ব বিষয়ের সর্ব তত্ত্ব জানা যায় ; আর কিছু জানিতে বাকি থাকে না। এই জ্ঞান লাভ না হইলে বক্ষ্যমাণ ব্রহ্মতত্ত্ব, ঈশ্বরতত্ত্ব, প্রকৃতিতত্ত্ব, ইত্যাদি কোন তত্ত্বই সাক্ষাৎভাবে জানা যায় না। তজ্জন্তু অগ্রে সেই জ্ঞানের স্বরূপ বিবৃত করিলেন। ৪।৩৫ ও ৩৬, এবং ৭।২ শ্লোকে এই জ্ঞানেরই কথা উল্লিখিত হইয়াছে। ১১।

যৎ জৈয়ং তৎ প্রবক্ষ্যামি—সেই জ্ঞানে যে তত্ত্ব জৈয়, তাহা বলিব। যৎ জ্ঞাত্বা অমৃতম্ অশ্নুতে—যাহা জানিয়া জীব মোক্ষ লাভ করে।

সেই তত্ত্ব, অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম—যাহার আদি আছে, তাহা আদিমৎ ; যাহা আদিমৎ নহে, তাহা অনাদিমৎ। যাহা কোন সময়-বিশেষে উৎপন্ন

সেই জ্ঞানে জৈয় যাহা বলি হে, তোমার ;

যাহা জানি জীবগণ অমরতা পায়।

ব্রহ্মতত্ত্ব

ব্রহ্ম হয় সেই বস্তু আদি নাই যার,

পরম অক্ষর ভাব বা হয় আমার।

(১২-১৭)

সৎ কিবা অসৎ বা কিছু বলা হয়

তাহার স্বরূপ তার প্রকাশিত নয়।

কর নাই, সেই পরম অনাদিময় বস্তুই ব্রহ্ম । পরং নিরতিশয়, বাহ্য অপেক্ষা উত্তম আর নাই (৭৭, শ্রী) । অপবা অনাদি ও মৎপরম্—দুইটি পদ । বাহার আদি নাই তাহা অনাদি ; এবং মম পরম্—মৎপরম্ । আমি পরমেশ্বর, আমার বাহ্য পরম ভাব (৮:২১ দেখ), বাহ্য অক্ষর নির্কিশেষ রূপ, তাহা মৎপরম্ । ব্রহ্ম সেই অনাদি নির্কিশেষ বস্তু (শ্রী, মধু) । তৎ ব্রহ্ম, ন সৎ উচ্যতে, ন অসৎ উচ্যতে—ব্রহ্ম সৎ বা অসৎ বাচক কোন শব্দের দ্বারা বাচ্য নহেন ; শব্দার্থদ্বারা প্রতিপাদ্য যে বিষয়, তাহা ব্রহ্ম নহে । তিনি বাক্য মনের অগোচর । অনন্ত ব্রহ্ম আমাদের বুদ্ধির গণ্ডীর মধ্যে কখন আসেন না । বাহ্য বুদ্ধির গণ্ডীর ভিতর আসে তাহা সীমাবদ্ধ হইয়া পড়ে ; আর তাহা অসীম থাকে না । ব্রহ্মকে যদি বুঝিতে পারা যায়, তবে তিনি আর অনন্ত ব্রহ্ম থাকেন না । “ব্রহ্ম যে কি তাহা বলা যায় না । সব জিনিস উচ্ছিন্ন হ’য়েছে, রেদ পুরাণ তত্ত্ব সব রূপে উচ্চারণ করা হ’য়েছে, তাই এঁটো হ’য়ে গে’ছে । কিন্তু কেবল একটা জিনিস উচ্ছিন্ন কর নাই । তাহা ব্রহ্ম ।”—কপাসূত ।

এখন প্রশ্ন এই যে, ব্রহ্ম যখন বাক্য-মন-বুদ্ধির অগোচর, তখন তাহা জ্ঞেয় হইতে পারে না । আমার বাহ্য জ্ঞেয়, তাহা জ্ঞাতা হইবে কিরূপে ? জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় স্বতন্ত্র । কিন্তু শ্রীশ্রীর উপদেশ—একমাত্র ব্রহ্মই বিজ্ঞাতা ।

হৃদয়ে যা’ কিছু কর তাহাের সঞ্চার

সৎ ও অসৎ তুচ্ছ ভেদ হয় তার ।

“সৎ”—ইহা আছে, আর “অসৎ”—এ নাই,—

হৃদয়ে এ দুই ভিন্ন আর জ্ঞান নাই ।

নেত্রাদি ইন্দ্রিয় পঞ্চ, মন, বুদ্ধি আর

এ সবের হৃদয়ে মিলে অস্তিত্ব বাহার,

তাহার নির্দেশতরে বলে তারে “সৎ,”

না পার অস্তিত্ব বার, তাহাই “অসৎ” ।

ইহার উত্তর এই যে, জীবের ইন্দ্রিয়লব্ধ পরিচ্ছিন্ন বৈষয়িক জ্ঞানে, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় একীভূত হয় না বটে, কিন্তু অপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মজ্ঞান-সম্বন্ধে সে নিরম খাটে না । “আমি” যে কি বস্তু তাহা ঠিক বুঝি না সত্য, কিন্তু “আমি আছি” এ জ্ঞান স্বয়ং উপলব্ধ হয়; আমার আমিত্ব ও সত্তা স্বতঃসিদ্ধ । এখানে ‘আমি, বাহ্য জ্ঞেয় বিষয়ের জ্ঞায়, আপনাকে জানি না ; পরন্তু জাতৃরূপে জ্ঞেয় হইতে আপনাকে পৃথক করিরাই আপনাকে জানি । আমি এই সকল বাহ্য পদার্থ নহি ; আমি হাত, পা, রক্ত, মাংস, এসব কিছুই নহি, ইহা উপলব্ধি করিরাই, আমি আমার স্বরূপ জানিরা থাকি । এইরূপে আমিই আমাকে জানি ; আমিই জ্ঞাতা আমিই জ্ঞেয় । তদ্রূপ ব্রহ্মজ্ঞানে, ব্রহ্মই জ্ঞাতা ব্রহ্মই জ্ঞেয়,—হই একীভূত । ব্রহ্ম নিরন্তরই সর্বত্র বিরাজমান । তবে যে আমাদের ব্রহ্মজ্ঞান হয় না, তাহার কারণ, যেমন দর্পণের নিশ্চলতাভেদে তাহাতে প্রতিবিম্বের ভেদ হয়, তদ্রূপ চিত্তের নিশ্চলতাভেদে তাহাতে ব্রহ্মস্বরূপ বিকাশের প্রভেদ হয় । যাহার চিত্ত বেক্রপ, ব্রহ্মসম্বন্ধে তাহার

ইন্দ্রিয়ের পথে এই জ্ঞান লাভ হয়,
 ইন্দ্রিয়-গোচর কিন্তু ব্রহ্ম কভু নয় ।
 নয়ন কখন তাঁর দেখে নাই রূপ,
 স্পর্শেজ্ঞেয় স্পর্শজ্ঞানে পার না স্বরূপ,
 নাসিকা তাঁহার গন্ধ জানে না কেমন,
 তাঁর স্বর কোন কালে শুনেনি শ্রবণ,
 ভাসে না তাঁহার রস কভু রসনার,
 অকুণ্ঠবে মন তাঁরে কখন না পার,
 পারে না জীবের বুদ্ধি বুঝিতে তাঁহারে,
 পারে না জীবের ভাষা প্রকাশিতে তাঁরে ।
 মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয়ে বা কেহ এ সংসারে
 তাঁহার স্বরূপ কভু বুঝিতে না পারে । ১২ ।

সৰ্বতঃ পাণিপাদং তৎ সৰ্বতো হন্ধিশিরোমুখম্ ।

সৰ্বতঃ শ্ৰুতিমলোকে সৰ্বম্ আবৃত্য তিষ্ঠতি ॥ ১৩ ॥

ধারণাও সেইরূপ । এই জ্ঞান ব্রহ্ম-স্বরূপ-সবকে এত মতভেদ । এই জ্ঞানই অদ্বৈত বা বৈতন্যরূপে, নিঃস্বর্ণ বা সঞ্জনরূপে, সৰ্ব কারণ বা সৰ্ব কার্যরূপে, তাঁহার ধারণা করি ; তাহাতে বিশ্বাস বা অবিশ্বাস করি । এবং এই জ্ঞানই তাঁহাকে, আমাদের কাম স্বার্থ অভিমানে কলুষিত বুদ্ধির অনুরূপ তাবে, গড়িয়া লই । বস্তুতঃ সেই ব্রহ্ম বা ঈশ্বর আমাদের মনগড়া । তাহা মিথ্যা । চিন্তে অমানিষাদি পূৰ্ব্বোক্ত জ্ঞানতাব (৭—১১) যতই প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকে, চিন্ত যতই নির্মল হইতে থাকে, ব্রহ্মতত্ত্ব ততই তাহাতে পরিস্ফুট হইতে থাকে । চিন্ত সম্পূর্ণ নির্মল হইলে, অনন্তা তত্ত্বিতে ঈশ্বরে যোগযুক্ত হইলে (৭।১), অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্ব প্রতিষ্ঠিত হইলে, তবে একত ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয় । এইরূপেই ব্রহ্ম জ্ঞান । সকলকেই সাধনাদ্বারা তাহা লাভ করিতে হয় । ব্রহ্মজ্ঞানলাভের আর অন্য উপায় নাই । ১২ ।

পূৰ্ব্বোক্ত জ্ঞানে কি তাবে তাঁহাকে জানা যায় ১৩—১৭ শ্লোকে তাহা বলিতেছেন । তৎ ব্রহ্ম সৰ্বতঃ—সৰ্বত্র । পাণিপাদবিশিষ্ট । সৰ্বতঃ অন্ধি-শিরঃ-মুখ-বিশিষ্ট । সৰ্বতঃ শ্ৰুতিমৎ—শ্রবণেন্দ্রিয়যুক্ত । লোকে সৰ্বম্ আবৃত্য তিষ্ঠতি—ব্রহ্মাণ্ডে বাহা কিছু আছে , তিনি সেই সমুদায়কে আবৃত্ত করিয়া আছেন । এমন কিছুই নাই, বাহাতে তিনি নাই ।

যে ভাবে তাঁহারে জানী করে অনন্তব
কিঞ্চিৎ আভাস তার তন, হে পাণ্ডব !
সৰ্বত্র তাঁহার কর, সৰ্বত্র চরণ,
সৰ্বত্র বদন, শির, নয়ন, শ্রবণ,
যা' কিছু অগতে এই রয়ে, হে পাণ্ডব !
আছেন তিনিই যাত্র ব্যাপিয়া সে সব । ১৩

সর্বৈন্দ্রিয়গুণাত্মসং সর্বৈন্দ্রিয়বিবৰ্জিতম্ ।

অসক্তং সর্বভূতৈব নিগুণং গুণভোক্তৃ চ ॥ ১৪ ॥

বিশ্বরূপে ভগবান্ অনেক বাহুদর-বক্তৃ-নেত্র (১১।১৬) ; কিন্তু এখানে ব্রহ্ম সৰ্ব্বভূতঃ পাণিপাদ । কারণ বিশ্ব সসীম, ভগবানের বিশ্বরূপও সসীম, তাহাতে অনেক বাহুদর । কিন্তু ব্রহ্ম অসীম, তজ্জন্ত তিনি সৰ্ব্বভূতঃ পাণিপাদ । ইহা তাঁহার অসীমত্ব নির্দেশ করিতেছে । ১৩ ।

সেই ব্রহ্ম সর্বৈন্দ্রিয়গুণাত্মসং—সমস্ত ইন্দ্রিয়ের গুণ, সমস্ত ইন্দ্রিয়-বৃত্তিকে আভাসিত, প্রকাশিত করেন ; তাঁহা হইতে সমস্ত ইন্দ্রিয়শক্তির বিকাশ (স্বেতাশ্বতর ৩।১৭) । অথবা চক্ষু আদি সৰ্ব ইন্দ্রিয়বৃত্তিতে রূপ-রসাদি আকারে ভাসমান ; তিনিই রূপ-রসাদিরূপে অভিব্যক্ত । অথবা তিনি সৰ্ব ইন্দ্রিয়বৃত্তি ও গুণ অর্থাৎ রূপ-রসাদি বিষয়কে প্রকাশিত করেন (ত্রী) । ব্রহ্ম এইরূপে সর্বৈন্দ্রিয়-গুণাত্মসং জৈর । সর্বৈন্দ্রিয় শব্দে দশ ইন্দ্রিয় এবং মন ও বুদ্ধি—এই বারটী বুদ্ধিতে হইবে (৭৭) ।

ইন্দ্রিয়গণ আমাদের বাহ্য বিষয়-সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের যন্ত্ররূপ । বাহ্য

তাঁহা হ'তে আভাসিত জানিও, অর্জুন ।

চক্ষু কর্ণ আদি সৰ্ব ইন্দ্রিয়ের গুণ ;

রূপ রস গন্ধাদির ধরিয়া আকার

তিনিই প্রকাশমান ইন্দ্রিয়ে আবার ;

তাঁহাতে ইন্দ্রিয়গুণ আছে সমুদয় ।

সর্বৈন্দ্রিয়-বর্জিত বাহিরে কিন্তু হয় ।

থাকিয়া সমস্ত ভাবে নির্লিপ্ত সংসারে

ধারণ, পালন তিনি করেন সবারে ;

অথ হঃখ আদি বস্তু জন্মায় ত্রিগুণ

তিনি তার ভোক্তা, কিন্তু আপনি নিগুণ । ১৪ ।

বিষয়ের সহিত সংযুক্ত হইলে চক্ষু তাহার রূপ গ্রহণ করে, কর্ণ শব্দ গ্রহণ করে, রসনা রস গ্রহণ করে, নাসিকা গন্ধ গ্রহণ করে ও ত্বক্ স্পর্শ গ্রহণ করে । এইরূপে রূপ রসাদি গ্রহণ করিয়া, সেই রূপ রসাদি গুণযুক্ত বাহ্য ঈশ্বরকে আমাদের অন্তরে প্রকাশ করাই ইন্দ্রিয়ের গুণ বা বৃত্তি । এই ইন্দ্রিয়বৃত্তির মধ্য দিয়াই বাহ্য জগতের সহিত আমাদের সম্বন্ধ ; নতুবা বাহ্য জগতের কোন জ্ঞান আমাদের হইত না ।

এখন, বাহ্য বস্তুর রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ এই যে পঞ্চ ভাব, ইহারা ঐ বাহ্য বস্তুর গুণ, কি আমাদের ইন্দ্রিয়ের গুণ, কিবা বাহ্য বস্তুর সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগে উৎপন্ন, তাহা ঠিক বলা যায় না । চক্ষুর বিকার ঘটিলে যেত বর্ণের বস্তু হরিদ্রাত্ত বা রক্তাত্ত দেখায়, জিহ্বার বিকারে মিষ্ট রস তিষ্ঠে বোধ হয় । অতএব বলা বাইতে পারে, বাহ্য জগতের প্রকৃত স্বরূপ কি, তাহা হয় ত' আমরা জানি না । ইন্দ্রিয়গণ বাহ্যকে যেমন রূপ রসাদি দিয়া প্রকাশ করে, সেইরূপেই তাহা আমাদের নিকটে প্রকাশিত হয় ; সেই রূপেই আমরা তাহাকে জানি ও কোন না কোন নামে অভিহিত করি । ইন্দ্রিয়ে আরোপিত নাম এবং রূপ রসাদি গুণ বাদ দিলে, বাহ্য জগতে যে কি থাকে তাহা আমরা বুঝিতে পারি না । তবে আমরা ইহা বুঝিতে পারি যে, ঐ নাম ও রূপাদি গুণ সকল নিয়ত পরিবর্তনশীল ; এবং সেই নামরূপাদির মূল, তাহাদের আধারভূত এমন কোন তত্ত্ব নিশ্চয়ই আছে, যাহা ঐ নাম রূপাদি চইতে ভিন্ন এবং বাহ্যের কোন পরিবর্তন নাই । যেমন জলের উপর পরিবর্তনশীল স্তরঙ্গ, তদ্রূপ অপরিবর্তনীয় এক মূল তত্ত্বের উপর ঐ সকল পরিবর্তনশীল নামরূপ । সেই মূল তত্ত্বই ব্রহ্ম । আমাদের ইন্দ্রিয়গণ নামরূপাদি ভিন্ন কিছুই জানিতে পারে না ; সুতরাং ইন্দ্রিয়গণের পক্ষে সেই মূল ব্রহ্মতত্ত্বের জ্ঞান কখন হয় না । ব্রহ্মেরই পরা শক্তি সর্ব জীবের সর্ব ইন্দ্রিয়রূপে, ইন্দ্রিয়ের গুণ বা বৃত্তিরূপে প্রকাশিত । সেই শক্তিই রূপ রসাদি বিষয়রূপে ব্যক্ত হইয়া বাহ্য জগৎকে আবৃত্ত করিয়া ভাসমান । তাহাই ভগবানের

বহিরন্তুশ্চ ভূতানাম্ অচরং চরম্ এব চ ।

সূক্ষ্মদ্বাং তদ্ অবিস্তেয়ং দূরস্থং চাস্তিকে চ তৎ ॥ ১৫ ॥

শুণময়ী দৈবী মায়ী (৭।১৩) । যে অনল্পযোগে ঈশ্বরে ভক্তিমান (১৩।১১), যে ঈশ্বরের শরণাগত, সেই কেবল সে মায়ীসাগর উত্তীর্ণ হইতে পারে (৭।১৪) । তখন ব্রহ্মকে সর্ব ইন্দ্রিয়ের ও ইন্দ্রিয়গুণের প্রকাশকরূপে জানা যায় । জগৎ ব্রহ্মসাগরে বিলীন হইয়া যায় ।

সর্বৈন্দ্রিয়-বিবর্জিতং—কিন্তু মনুষ্যাদি জীবের যেমন চক্ষুঃ কর্ণ আদি দ্বারা ইন্দ্রিয় আছে, তাঁহার তাদৃশ দূর ইন্দ্রিয় নাই । চক্ষুঃ নাই, তিনি দেখিতে পান; কর্ণ নাই, শুনিতে পান; চরণ নাই, গমন করেন; এইরূপ তাঁহার কোন ইন্দ্রিয় নাই কিন্তু সমুদায় ইন্দ্রিয়ের ধর্ম্ম আছে । এই তত্ত্ব দ্বারা প্রকাশ করিয়াই তত্ত্বজ্ঞান সাধক ৬পুত্রীধামে ঠাঁটো জগন্নাথ মূর্ত্তি গড়িয়াছেন । অসক্তং—সর্বসংশ্লেশবর্জিত, নির্লিপ্ত । তথাপি সর্বভূৎ—সর্বাধার, সর্বপোষক । নিঃশূণং—শুণত্রয়ের অধিকারের বাহিরে । তথাপি শুণভোক্তা চ—শুণত্রয়-সমুৎপন্ন সুখ-দুঃখ-মোহের উপলব্ধি, প্রকাশকরূপে তিনি জৈন (৭৭) । চিত্ত-স্বরূপে, জ্ঞান-স্বরূপে তিনি অসক্ত ও নিঃশূণ; সৎ-স্বরূপে সর্বভূৎ এবং আনন্দ-স্বরূপে শুণভোক্তা । ১৪ ।

সেই ব্রহ্ম ভূতানাম্ বচিঃ—সর্ব ভূতের বাহিরে । আবার সেট সমস্তের*

চরাচর বাহা কিছু ব্রহ্মাও ভিতরে
আছেন তিনিই মাত্র সবার অস্তরে ;
সকলের বহির্ভাগে তিনি পুনর্বার,
তিনিই অচল, তিনি সচল আবার ।
হৃদয় তিনি—রূপাদি কিছুই নাই তাঁর,
সে হেতু না বুঝা যায় স্বরূপ তাঁহার ।
বাহা কিছু দূরে আর বা' কিছু নিকটে,
সর্বতঃ সংসারমাঝে তিনি সর্ব বটে । ১৫।

অবিতস্তকং ভূতেশু বিতস্তকম্ ইব চ স্থিতম্ ।

ভূতভর্তৃ চ ভক্তজ্যেষ্ঠঃ গ্রাসিকু প্রভবিকু চ ॥ ১৬ ॥

অন্তঃ—অন্তরে। যাহা লইয়া এ জগৎ তাহা ব্রহ্ম আর যাহা জগতের বাহিরে তাহাও ব্রহ্ম। তিনি সকলের অন্তরে-বাহিরে (৯।৪—৬)। সমগ্র জগৎ তাঁহার একাংশমাত্র (১০।৪২), অবশিষ্ট ত্রিপাদ অমৃতস্বরূপ, ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরে। নিকৃপাধিক ভাবে ব্রহ্ম জগতের বাহিরে, আর গোপাধিক ভাবে অন্তরে ও বাহিরে।

আবার তিনি অচরঃ—অচল, স্থির। চরঃ চ—চল, অস্থির (বল)। অন্তরে যিনি আমার আত্মা, যিনি আমার প্রাণ, তিনিই বাহিরে আসিয়া এই সব চর অচর—স্বাবয়ব জগৎ আকারে বিরাজিত। কিন্তু তথাপি, তৎব্রহ্ম নৃশ্বরঃ—নৃশ্বর অর্থাৎ রূপ-রসাদি বিহীন বলিয়া। অবিজ্ঞেয়ম্—এই বস্তু ব্রহ্ম, এমন স্পষ্ট জানা যায় না (ত্রী), তিনি জ্যেষ্ঠ হইলেও বিজ্ঞেয় নহেন, বিশেষভাবে তাঁহাকে জানা যায় না। (ব্রহ্মতত্ত্ব অবিজ্ঞেয়, কিন্তু ঈশ্বরতত্ত্ব সমগ্র ভাবে জ্যেষ্ঠ ; ৭।১)। তিনি দূরত্বম্ অস্তিকে চ—দূরে এবং নিকটে বিরাজিত। জানো জানেন তিনিই আমাদের আত্মা, তিনিই প্রকৃত “আমি,” আমরা সেই “আমির” তিতর দিয়া বাতীত কিছুই জানিতে পারি না। অতএব তিনি আমাদের সর্বাপেক্ষা নিকটে। পুনশ্চ, দূর ও নিকট বলিলে যাহা কিছু বুঝায়, সর্বত্র তিনি। এইরূপে তিনি জ্যেষ্ঠ। ১৫।

তৎ চ ব্রহ্ম অবিতস্তকম্—আকাশের দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন হইয়াও।

অবিতস্তক—এক তিনি সর্ব ভূত মাত্রে,

বিতস্তকের দ্বারা কিন্তু সে সবে বিরাজে।

সর্ব ভূতে পালন করেন স্থিতি-কালে

সকলে করেন গ্রাস পুনঃ ধ্বংসকালে।

সৃজন-সময় হয় আবার যখন

তিনিই সত্তত সবে করেন সৃজন। ১৬।

ভূতেষু—চরাচর সৰ্ব্ব ভূতে । বিভক্তম্ ইব চ—বিভাগযুক্তের স্থায় ।
স্থিতম্ । অমানিষাদিরূপ সাত্বিক জ্ঞানে ব্রহ্ম এইরূপ “অবিভক্তম্
বিভক্তেষু” ভাবে, “সৰ্ব্বভূতে এক অব্যয় ভাব” রূপে জানা যায় ; ১৮।২০
দেখ । আবার তিনিই আত্মভাবে সৰ্ব্বভূতভাবে বিকাশ করিয়া (২।৫)
ভূতভৰ্ত্তৃ চ—সমস্ত ভূতের স্থিতিকালে পালনকর্তা । এবং ধ্বংসকালে
গ্রসিষ্ণু—গ্রাসকর্তা । আবার সৃষ্টিকালে প্রভবিষ্ণু চ জৈয়ং—নানা ভাবে
প্রভবনশীলরূপে জৈয় । জগতে যে সৃজন-পালন-ধ্বংস নিয়ত চলিতেছে,
তাহার কারণ ব্রহ্ম । গ্রসিষ্ণু প্রভবিষ্ণু—গ্রাস করা ও উৎপাদন করা
যাহার স্বভাব । প্রকৃষ্টে ভব প্রভব, নিয়ত উৎপাদন ।

“নিত্য সেই ভগবান্ ; নিত্য পেকেই লীলার আরম্ভ, স্থূল সূক্ষ্ম কারণের
উৎপত্তি, মহাসাগরের ঢেউ । তিনি নিজেই সব । নিজেই জীব জগৎ সব
হয়েছেন ।”—কথামৃত ।

ব্রহ্ম স্বরূপতঃ অবিভক্ত হইয়াও বিভক্তের স্থায় প্রতিভাত হইলেন ।
ভগবান্ স্ব-প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান করিলে, প্রকৃতি সৰ্ব্বভূতের সৰ্ব্ব দেহ রচনা
করে । আর ভগবান্ জীবাশ্মারূপে তাহাতে অমুপ্রবিষ্ট হইলেন । তৎস্বষ্টী
তদেবাশুপ্রাণিণঃ—তৈত্তিরীয় ২।৬ । অমুপ্রবিষ্ট হইয়া নিজ চৈতন্তের
আভাস দিয়া সে সকলে জীবতাবের বিকাশ করেন । ৭।৫ ও ৯৪—১০
শ্লোকে এ সকল তত্ত্ব বুঝিয়াছি । এইরূপে জীবতাবের বিকাশ করাইয়া
আপনি আবার, সেই দেহে অমুপ্রবেশপূৰ্ব্বক তাহার সহিত মাখামাখি
হইয়া থাকেন বলিয়া, তাহার সং-চিৎ-আনন্দভাব জীবভাবে আবৃত হয়,
এবং তিনি স্বয়ং জীবভাব-বুদ্ধ হইলেন ; জীবভাবে বহু জীবাশ্মা হইলেন ।
এইভাবে তিনি অবিভক্ত হইয়াও বিভক্তের স্থায় হ’ন,—সংসারী জীব, কৰ
পুরুষ হ’ন ; ১৫।৭ দেখ । তাহার চিৎ-স্বরূপ বা অপরিচ্ছিন্ন জ্ঞান-স্বরূপ,
জীবের চিত্ত-বৃত্তিতে পরিচ্ছিন্ন বৃত্তিজ্ঞানরূপে, চিত্তেরই রাজনিক ও তাম-
সিক ভাবসম্পূর্ণ অজ্ঞান দ্বারা আবৃত হয় । তাহার সংস্বরূপ (ইচ্ছা ও

কর্শশক্তি) সীমাবদ্ধ ইন্দ্রিয়শক্তিরূপে, আন্তর ও বাহ্য বাধাধারা সর্কীর্ণ হয় । এবং আনন্দস্বরূপ সুখঃখং-বিজড়িত ভোক্তৃতাবে পরিচ্ছিন্ন হয় । এই প্রকারে সংসার-দশায় প্রত্যেক জীব অল্প জীব হইতে ও ঈশ্বর হইতে ভিন্ন হয় । জীবে জীবে ও জীবে ঈশ্বরে ভেদ হয় । কিন্তু স্বরূপতঃ আত্ম-স্বরূপে তিনি এক, অনন্ত, অখণ্ড সর্বব্যাপী সত্তা ।

যেমন একই অগ্নি ভুবনে প্রবিষ্ট হইয়া দাহ্য বস্তুর রূপ ভেদে (যেমন লাল, নীল বাক্রদের সংযোগে) ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করে, তেমনি এক সর্বভূতাস্তুরাশ্রা নানা বস্তুভেদে সেই সেই বস্তুর রূপ ধারণ করেন এবং আবার সেই সমুদায়ের বাহিরেও থাকেন ;—

অগ্নির্ঘণ্টৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতিক্রপং বভূব ।

একস্তথা সর্বভূতাস্তুরাশ্রা রূপং রূপং প্রতিক্রপং বহিষ্ঠ ।—
কঠ ২।৩।২ ।

যেমন এক মহাসাগরবক্ষে অসংখ্য ফেন, তরঙ্গ, হিমশিলা ভাসমান থাকে, তেমনি এক অনন্ত সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্মসাগরে, ক্ষেত্ররূপ উপাধি-যোগে, জ্ঞান-অজ্ঞান, আনন্দ-নিরানন্দ, সুখ-দুঃখময় অসংখ্য জীব প্রকাশিত হইয়া তাঁচাতেই ভাসিতে থাকে । কিন্তু ব্রহ্ম নিরংশ নিরুপ । জগতে অমু-প্রবেশে তাঁহার অংশবিভাগ হয় না । তিনি পূর্ণভাবেই সর্ব ক্ষেত্রে প্রবিষ্ট । জীবতাবের অন্তরালে তিনি স্বরূপেই থাকেন ।

ইহা হইতে আমরা অভেদবাদ, ভেদবাদ, ভেদাভেদবাদ, জীবাশ্রার বহুত্ববাদ প্রভৃতির মূল বুঝিতে পারি । ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞযোগে সমুৎপন্ন জীবকে ক্ষেত্রজ্ঞের দিক দিয়া দেখিলে অভেদবাদ অপরিহার্য্য । শ্রীশঙ্করাদি আচার্য্যগণ এই ভাবে দেখিরাছেন । আবার ব্যক্তিভাবে ক্ষেত্রের দিক দিয়া দেখিলে ভেদবাদ ও বহুত্ববাদ অপরিহার্য্য । আর ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ সংযোগ অনাদি ; সুতরাং জীবতাবও অনাদি ও ব্রহ্ম জীবত্ব নিত্যসিদ্ধ । শ্রীরামানুজাদি বৈকবাচার্য্যগণ এই ভাবে দেখিরাছেন । ১৬ ।

জ্যোতিষ্যত্রয়মপি তজ্জ্যোতিঃ স্তমসঃ পরম্ উচ্যতে ।

জ্ঞানং জ্যোতিঃ জ্ঞানগম্যং হৃদি সর্বশ্চ বিষ্ঠিতম্ ॥ ১৭ ॥

তৎ ব্রহ্ম জ্যোতিষ্যত্রয়মপি—সূর্যাদি জ্যোতিষ্ময় পদার্থ সকলেরও জ্যোতিঃ। তাঁহার প্রভাবেই সমস্ত অমুপ্রভাবিত। তাঁহারই জ্যোতিঃ সূর্যাদির মধ্য দিয়া প্রকাশিত হইয়া তাহাদিগকে জ্যোতিষ্ময় করিতেছে (১৫।১২)। তিনি সেই জ্যোতির জ্যোতীকূপে জ্যোতিঃ। স্তমসঃ পরম্ উচ্যতে—তিনি অজ্ঞান বা মায়ার অতীত। তাহা তাঁহাতে স্থান পায় না। জ্ঞানম্—ব্রহ্মই জ্ঞান। তিনি জ্ঞান; অর্থাৎ তিনি জ্ঞানী নহেন। জ্ঞান তাঁহার বৃত্তি বা গুণ নহে। যে জ্ঞানী, তাহার জ্ঞান আর কাহারও নিকট প্রাপ্ত। উহা আর কাহারও প্রতিবিম্ব। কিন্তু ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ। তিনি “অন্তরে বাহিরে জ্ঞানময়, যেমন সৈক্যবধও অন্তরে বাহিরে সমস্তই লবণময়।” বৃহদারণ্যক ৪।৫।১৩। চিত্র অমানিষাদি পবিত্রতা লাভ করিলে তাহাতে ব্রহ্ম সেই জ্ঞানস্বরূপে প্রতিভাসিত করেন; তাঁহাকে জ্ঞানস্বরূপ বলিয়া জানা যায়। জ্যোতিঃ—জ্ঞানের বিষয়; রূপ রস গন্ধ স্পর্শ ও শব্দ (ত্রি)। মানুষ যাহা কিছু জানে, তাহা এই পঞ্চ। ইহারা ব্রহ্মশক্তি; (৭৮—১২, ৭।২৫)। জ্ঞান পরিণত হইলে, ব্রহ্মই যে জ্যোতিঃ জগৎরূপে প্রতিভাত, তাহা জানা যায়। জ্ঞান-গম্যম্—অমানিষাদি লক্ষণযুক্ত জ্ঞানে তিনি জ্যোতিঃ। সেই জ্ঞানেই তাঁহাকে জানা যায়। সর্বশ্চ হৃদি—সকলের

তিনি জ্যোতিঃ জ্যোতিষ্ময় পদার্থ সকলে,

আধারের পারে তিনি,—সাধুগণ বলে।

তিনিই জীবের হৃদে ব্যক্ত জ্ঞানরূপে,

তিনি জ্যোতিঃ, রূপ রস গন্ধাদি স্বরূপে।

জ্ঞানযোগে জানা যায় স্বরূপ তাঁহার,

সমস্ত আছেন তিনি হৃদয়ে সবার। ১৭।

অধ্যায়] সবিশেষ নির্কিশেষ—দুই ভাবই পরমার্থতঃ এক । ৪৮৫

কন্যে, বুদ্ধিতে । বিষ্টিতঃ—আত্মরূপে, প্রাণরূপে, হিত, বলিয়া জানা যায় । এই কন্যে কংপিও নহে । ইহা বুদ্ধি মন প্রভৃতি অন্তঃকরণ-বৃত্তির আশ্রয়স্থান ।

চিন্তে অমানিষাদি জ্ঞানতাব প্রতিষ্ঠিত হইলে, তাহাতে ব্রহ্মতত্ত্ব যেমন জানা যায়, ১২—১৭ শ্লোকে ভগবান্ তাহা বুঝাইলেন । কিন্তু যে ভাবায় ভগবান্ এই ব্রহ্মতত্ত্বের উপদেশ দিয়াছেন, তাহার মধ্যে একটু কোশল আছে । উপনিষদে সমুদ্র সবিশেষ সপ্তম ব্রহ্মের উপদেশের সময় পুংলিঙ্গ “সঃ” শব্দ এবং নির্কিশেষ নিগূর্ণ ব্রহ্মের উপদেশের সময় ক্লীবলিঙ্গ “তৎ” শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন । ব্রহ্মের বিবিধ ভাবের প্রভেদ দেখাইবার জন্য উপনিষদে সর্বত্রই এই নিয়ম রক্ষিত হইয়াছে । কিন্তু ভগবদ্ভুক্তিতে ব্রহ্ম “সর্বতঃ পালিপাদ, সর্বতোঃ কিশিরোমুখ” ইত্যাদি সবিশেষভাবে উপদিষ্ট হইলেও, তাহাতে নির্কিশেষ ব্রহ্মবাচক ক্লীবলিঙ্গ “তৎ” শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে । সর্বতঃ পালিপাদঃ তৎ, জ্যোতিষাম্ অপি তৎ জ্যোতিঃ ইত্যাদি । অর্থাৎ নির্কিশেষ ও সবিশেষ দুই ভাবই এক ; দুইই পারমার্থিক সত্য । তাহা স্পষ্টতঃ বুঝাইবার জন্যই ভগবান্ উভয়কে একমুখে পালিপাদ দিয়াছেন । নির্কিশেষ অদ্বৈতবাদী পণ্ডিতগণ সপ্তম ভাবকে মায়িক বলিয়া উড়াইয়া দেন । আবার বিশিষ্ট অদ্বৈতবাদী পণ্ডিতগণ, “ব্রহ্মে কোন ভেদ স্তম নাই বলিয়া তিনি নিগূর্ণ”—এইরূপ কুট অর্থ করিয়া নিগূর্ণ ভাবকে উড়াইয়া দেন । এ গুণ-গোল অনর্থক । দার্শনিক মত অদ্বৈতবাদ অপবা দ্বৈতবাদের উপর গীতার প্রতিষ্ঠা নয় ।

ভগবান্ সপ্তম হইতে পঞ্চদশ অধ্যায়ে যে জৈবরতন প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, কেবল অদ্বৈতবাদানুসারে তাহা প্রতিষ্ঠিত হইয়া যায় ও তদন্তর্গত সাধনতত্ত্ব—কর্ম-জ্ঞান-ভক্তি-যোগ—দুখা যায় না । আবার ব্রহ্ম অর্থে, দ্বৈতবাদানুসারে ভীষ্মা মাত্র বা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গকাতি মাত্র বুঝিলে, এই গীতাক্ত উপনিষদ্রুত ব্রহ্মতত্ত্ব বুঝা যায় না । ভগবানের উপদেশ, জৈবরতনের মধ্য

দিয়াই ব্রহ্মত্ব জানা যায় (৭।২৯ ও ১৫।৩) ; অর্থাৎ সগুণকে জানিয়াই নিগুণকে জানিতে হয় এবং উভয়কে জানিলে তবে সমগ্র ব্রহ্মত্ব জানা হয়। অতএব বৈতাঐতের উপরের ভূমিতে উঠিতে না পারিলে, গীতা বুঝা যায় না।

পরম ব্রহ্ম জীবজ্ঞানের অতীত। তিনি সর্বতঃ পাণিপাদ, সর্বতোহ-
ক্শিরোমুখ, সকলের বাহ্য ও আভ্যন্তর, চর ও অচর, সর্বস্বরূপ। তিনি
সর্বেন্দ্রিয়বিসর্জিত তথাপি সর্বেন্দ্রিয়-গুণাভাস, নিগুণ তবুও গুণভোক্তা,
জ্ঞেয় হইয়াও অবিজ্ঞেয় ইত্যাদি। এইরূপে ভগবান্ পরম ব্রহ্মে সর্ববিরোধের
সামঞ্জস্য দেখাইয়া, তাহার সর্বস্বরূপ ও সর্বাতীত স্বরূপের উল্লেখপূর্বক,
তদ্রত্নের সমন্বয় হইতে যে পরম ব্রহ্মত্বের আভাস পাওয়া যায়, ইন্দ্ৰিতে
তাহা নির্দেশ করিয়াছেন। ফলতঃ তাহা যে কি, তাহা স্পষ্টতঃ বুঝিতে বা
বলিতে পারা যায় না।

মানুষ কখনই ব্রহ্মের সম্যক স্বরূপ বুঝিতে পারে না। কারণ প্রকৃতির
সহিত তাহার সংযোগ, চিত্তের মলিনতা, জ্ঞানের পরিচ্ছিন্নতা কখনই
সম্পূর্ণরূপে যায় না। যদি কখন যায়, তখন মানুষ আর মানুষ থাকে
না; এবং তখন যে কি হয়, তাহাও আমরা জানি না। অতএব
আমাদের পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানে নিগুণ ব্রহ্মের ভাবে ও সগুণ পরমেশ্বর
ভাবে, যে ব্রহ্মত্ব প্রতিভাত হয়, তাহা সমগ্র ব্রহ্মের জ্ঞান নহে। সেই
জন্ত আমাদের জ্ঞানে ব্রহ্মত্বের ধারণা যতদূর সম্ভব, ভগবান্ তাহারই
উপদেশপূর্বক তাহারই মধ্য দিয়া, জ্ঞানাতীত ব্রহ্মত্বের আভাস
দিয়াছেন।

এখানে ভগবান্ ব্রহ্মত্ব সহজে যাহা উপদেশ দিলেন, আর কোথাও
এত সংক্ষেপে অগচ্ এমন বিশদ ও সম্পূর্ণভাবে, তাহা উপদিষ্ট হয় নাই।
ছয়টি শ্লোকে উপনিসহস্র ব্রহ্মত্বের সমস্ত কথাই বিবৃত হইয়াছে, কোন
কথাই বাদ যায় নাই। ১৭।

ইতি ক্ষেত্রং তথা জ্ঞানং জ্ঞেয়কোক্তং সমাসতঃ ।

মন্তুক্ত এতদ্বিজ্ঞায় মন্তাবায়োপপত্ততে ॥১৮॥

• ইতি ক্ষেত্রং—মহাত্ম্য হইতে ধৃতি পর্যন্ত (৫—৬) । তথা জ্ঞানম্—অমানিষাদি বিংশতি (৭—১১) । জ্ঞেয়ং চ—এবং জ্ঞেয় ব্রহ্মতত্ত্ব (১২—১৭) । সমাসতঃ—সংক্ষেপে । উক্তম্ । মন্তুক্তঃ । এতৎ বিজ্ঞায়—ইহা জানিয়া । মন্তাবায় উপপত্ততে—আমার ভাব লাভ করিতে পারে । পূর্বোক্ত ক্ষেত্রতত্ত্ব, ক্ষেত্রজ্ঞতত্ত্ব, জগতত্ত্ব ও ব্রহ্মতত্ত্ব জ্ঞান লাভের উপায় ঈশ্বরভক্তি । ভগদানে যোগযুক্ত হইলে, তাঁহাতে প্রপন্ন হইলে, সেই ঈশ্বরভক্তির মধ্য দিয়াই সর্বতত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় ; ৭।১, ২২ দেখ । তখন পুরুষ আপনাকে গুণময়ী প্রকৃতি হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিতে পারেন । তখন তিনি প্রকৃতির বন্ধন হইতে মুক্ত হন, প্রকৃতির প্রভু হন, তাহার কণ্ঠের নিয়ন্তা হন । ইহাই তাঁহার ঈশ্বরভাব (মন্তাব) প্রাপ্তি ।

৩ শ্লোকে ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞের তত্ত্ব বলিব বলিয়া প্রতিজ্ঞাপূর্বক, ৫—৬ শ্লোকে ক্ষেত্রতত্ত্ব বলিয়াছেন । পরে আর ক্ষেত্রজ্ঞের তত্ত্ব স্বতন্ত্রভাবে বলেন নাই ; ১২—১৭ শ্লোকে পরম ব্রহ্মতত্ত্ব বলিয়াছেন ; এবং পূর্বে ২য় শ্লোকে বলিয়াছেন, যে আমিই সর্বক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞ । ইহা চইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, বাহ্য জীবাশ্মা বা ক্ষেত্রজ্ঞের তত্ত্ব, তাহা পরমাশ্মা বা পরম ব্রহ্মতত্ত্বের অন্তর্গত । জীবাশ্মা পরমাশ্মা ও পরম ব্রহ্ম পারমার্থিক ভাবে বিভিন্ন তত্ত্ব নয় ; এক তত্ত্বই “বহু হইয়াছেন” ১৮ ।

সংক্ষেপে কহিলু, পার্থ ! তত্ত্ব সারাংশসি,

ভক্তই কিবা ক্ষেত্র, কিবা জ্ঞান, জ্ঞেয় কিবা আর ;

ব্রহ্মজ্ঞান এ ভাব জনরে ধরি মম ভক্তগণ

লাভ করে পাইতে আমার ভাব উপযুক্ত হ'ন । ১৮ ।

প্রকৃতিং পুরুষকৈব বিদ্যানাদী উভাবপি ।

বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতিসম্ভবান্ ॥১৯॥

ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ-জ্ঞানই স্বার্থ জ্ঞান (১৩৭২) । ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজতত্ত্ব প্রকৃতি-পুরুষ-তত্ত্বের অন্তর্গত । ব্যাপ্তিভাবে প্রতি জীবসম্বন্ধে তাহা ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ, সমষ্টিভাবে জগৎসম্বন্ধে তাহাই প্রকৃতি-পুরুষ । অতঃপর সেই প্রকৃতি-পুরুষতত্ত্ব এবং যে ভাবে প্রকৃতি-পুরুষ হইতে এ সংসারের উৎপত্তি, ১৯-২১ শ্লোকে তাহা বলিতেছেন । ইহাই সংসার-তত্ত্ব ।

প্রকৃতিং পুরুষং চ এব উভৌ অপি অনাদী বিদ্ধি—প্রকৃতি এবং পুরুষ উভয়কেই অনাদি জানিও ।

ভগবান্ প্রকৃতি-পুরুষ তত্ত্বকে আপনার অন্তর্ভুক্ত তত্ত্ব বলিয়াছেন । প্রকৃতি আমার (৭।৪, ২।৭) গুণময়ী মায়া আমার (৭।১৪) ; সর্ব ক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ পুরুষ আমি (১৩৭২) ; জীবাত্মা আমার সনাতন অংশ (১৫।৭) । ঈশ্বর বধন অনাদি তখন তাঁহার শাস্ত্রভূত প্রকৃতি-পুরুষও অনাদি (শঃ) ।

বিকারান্ চ—বিকার অর্থাৎ কোন কিছুর অবস্থাস্থির হইতে উৎপন্ন বস্তু সকল । গুণান্ চ—এবং তাহাদের গুণসকল qualities. প্রকৃতি-সম্ভবান্ বিদ্ধি—প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন জানিও । যাহা হইতে সম্ভূত হয়, তাহা সম্ভব ।

যে ভাবে উদ্ভূত এই জীবের সংসার,

সেই তত্ত্ব, নরবর ! তুমি এই বার ।

প্রকৃতি যিনি, পার্থ ! শক্তিমান্ ঈশ্বর অনাদি

পুরুষতত্ত্ব তাঁর যে বিলাসশক্তি, তাহাও অনাদি ।

(১৯—৩৩) প্রকৃতি পুরুষ দুই বিলাস তাঁহার,
অনাদি জানিও হুই, কোরব-কুমার !
বিকারজ বস্তু যত, আর যত গুণ
সমস্ত প্রকৃতি হ'তে জানিবে অর্জুন ॥১৯॥

কার্য্যকারণকর্তৃহে হেতুঃ প্রকৃতি রূচ্যতে ।

পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোকৃত্বহে হেতু রূচ্যতে ॥২০॥

দেহের নাম পুরুষ । সেই পুরুষে যিনি থাকেন, তিনি পুরুষ । পুরুষে যেতে ইতি পুরুষঃ । তাঁহাতে পুং-স্ত্রী ভেদ নাই । সমষ্টিভাবে সমগ্র জগৎদেহে ও ব্যষ্টিভাবে এতোক ভূতদেহে শরান যে চৈতন আত্মা, তিনিই পুরুষ । সেই পুরুষের ভোগ্য যে সমষ্টি জগৎ-দেহ বা ব্যষ্টি ভূত-দেহরূপ পুরী, তাহাই প্রকৃতি । নিৰ্গুণ আত্মা প্রকৃতিহু হইয়াই সত্ত্ব গুণ পুরুষ নাম প্রাপ্ত হয় । ১৯ ।

অনন্তর প্রকৃতি-পুরুষযোগে উৎপন্ন সংসারের স্বরূপ কি, এবং কিরূপে পুরুষ জীবভাবে সংসারে বিচরণ করে, ২০—২১ শ্লোকে তাহা বলিতেছেন ।

কার্য্য-কারণ-কর্তৃহে—প্রকৃতি-বিকারজাত পাকভৌতিক দেহের নাম কার্য্য ; এবং সুখদুঃখাদি-সাধন ইন্দ্রিয়গণের নাম কারণ (স্ত্রী, রামা) ।

কচিহু যা' চ'তে সব গুণ ও বিকার ।

কচি এবে সমুৎপন্ন যে ভাবে সংসার ।

সংসার-তত্ত্ব প্রকৃতি পুরুষে মিলি তাঁহার উদ্ভব,

(২০—২১) হই তাব আছে তার, জানিও পাণ্ডব !

স্থল দেহ,—জড় বিশ্ব, এক ভাব তার,

তাঁহে সুখ দুঃখ ভোগ অকৃত্য তাব আর ।

ভূতময় দেহ এই ভোগের আশ্রয়,

ভোগের সাধন আর ইন্দ্রিয়-নিচয়,—

সেই সেই হতে পার্শ্ব, দত্ত ক্রিয়া কর

জানিবে হে, প্রকৃতি ঘটায় সন্দেহ ।

সুখ দুঃখ সংসারে যা' ভোগ করা যায়

পণ্ডিতে কহেন, তাহা পুরুষই ঘটায় । ২০ ।

শব্দের পাঠ “করণ”। দশ ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি ও অহঙ্কার এই ১৩টির নাম করণ (গিরি)। তাহাদের কর্তৃত্বে—ব্যাপারে, তাহাদের দ্বারা যে ব্যাপার বা ক্রিয়া হয়, সে বিষয়ে। প্রকৃতিঃ হেতুঃ উচ্যতে—প্রকৃতিকে হেতু বলা হয়। প্রকৃতি, দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি রচনা করিয়া এবং তদ্বারা বিবিধ ব্যাপার সাধন করিয়া, পুরুষকে সংসার ভোগ করায়। এই জন্ত প্রকৃতি সংসারের হেতু। অথবা কার্য্যকারণ অর্থে কার্য্য-কারণাত্মক জগৎ। জগতের কর্তৃত্বে প্রকৃতি হেতু ; প্রকৃতি তাহার উৎপাদক (৯।১০ দেখ)। অথবা কার্য্য, কারণ ও কর্তৃত্ব এই তিনকে পৃথক্ লওয়া যায়। জগতে যে কার্য্য-কারণ-পরম্পরা রহিয়াছে, তাহার হেতু প্রকৃতি এবং প্রতি জীবহৃদয়ে প্রকাশিত যে “কর্তৃত্ব” ভাব, তাহা অহঙ্কারের ধর্ম্ম, সুতরাং প্রকৃতিই তাহার হেতু। প্রকৃতিই সর্ব ক্রিয়ার মূল।

সংসারের স্বরূপ দুইটি। একটি, কার্য্যকারণ-সংঘাত শরীর বা বাহ্য জগৎ ; আর একটি, সেই শরীরে বা জগতে মুখ হঃখ ভোগ। প্রকৃতি যে ভাবে সংসারের কারণ হয়, তাহা কহিলেন। অতঃপর পুরুষ যে ভাবে সংসারের কারণ হয়, তাহা বলিতেছেন।

পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে—উপলব্ধি বিষয়ে। হেতুঃ উচ্যতে। সংসারে জীবের যে সুখ দুঃখ ভোগ হয়, তাহার কারণ জীবের দেহস্থিত পুরুষ। ভোক্তৃত্ব—সুখ দুঃখের অনুভূতি। সুখ দুঃখ ভোগই সংসার। সুখ দুঃখের ভোক্তৃত্বেই পুরুষের সংসার দশা (শং)।

পুরুষ বা আত্মা সুখ দুঃখ ভোগের হেতু হয় কিরূপে ? মনে কর, কোন শব্দ শোনা গেল। শব্দতরঙ্গ প্রথমে শ্রবণের যন্ত্র, কর্ণ-পটহে আঘাত করে। তাহাতে কর্ণপটহে স্পন্দন উৎপন্ন হয়। স্নায়ুমাণ্ডলীর ক্রিয়াপরম্পরা তাহাকে মস্তিষ্কে অবস্থিত স্নায়ুকে প্রেরণ লইয়া যায়। ঐ স্নায়ুকে প্রকৃত শ্রবণেন্দ্রিয়। কিন্তু কেবল ইহা হইতে শ্রবণ ক্রিয়া হয় না। “মন” তাহাতে যুক্ত থাকি চাই। “মন” তাহাকে আরও তিতরে বহন করিয়া “বুদ্ধিকে” দেয়। বুদ্ধি

তাহাকে আরও তিতরে লইয়া শরীরের রাজা (১৫।৮) আত্মার নিকট অর্পণ করে । তখন আত্মার জ্ঞান-জ্যোতিতে তাহা প্রকাশিত হয় ; এবং তখন তজ্জনিত সুখ দুঃখের অনুভূতি হয় । সমস্ত ইন্দ্রিয়জ্ঞান সম্বন্ধেই এই নিয়ম । এই রূপেই পুরুষ সুখ দুঃখ ভোগের হেতু হয় ।

এখানে প্রশ্ন হইতে পারে, আমরা কি করিয়া জানিতে পারি যে, আমাদের অস্বঃকরণের পশ্চাতে, মন বুদ্ধির পশ্চাতে আরও কিছু আছে । বৈজ্ঞানিক জড়বাদী বলিতে পারেন, বিভিন্ন পদার্থের যে সমবায়ে আমাদের শরীর, সেই সমবায়েও ফগই আমাদের জীবনৌ শক্তি ; তাহা হইতেই সুখ-দুঃখাদির ভোগ ও অশ্রান্ত ক্রিয়াক্রিয়া হয় । ইহার উত্তরে বলা যায় যে, আমাদের শরীরের উৎপাদন, রস রক্ত অস্থি মাংসাদি, সমস্ত জড় পদার্থ । সেই সব জড়পদার্থকে সংগত করিয়া কে সুশৃঙ্খল জীবদেহ গঠন করিল ? কোন্ শক্তি জড়-প্রকৃতিস্থ জড় পরমাণুরাশির কিয়দংশ লইয়া মনুষ্যের শরীর এক রূপে, পশুর শরীর আর এক রূপে গঠন করে ? এইরূপ বিভিন্নতা কিসে হয় ? তাহার মূলে অবশ্যই কোন শক্তি আছে । যে শক্তি সেই সকল বিভিন্ন জড়পদার্থকে সংগত করিয়া বিভিন্ন দেহ রচনা করে, তাহাকেই আত্মা বা পুরুষ বলা হয়, অপরা অশ্রু কোন নামে অভিহিত করা হয় ।

সূর্য্য জগৎ প্রকাশ করে । প্রকাশ বা আলোক তাহার স্বরূপ । অন্তের নিকট আলোক পাইয়া সে আলোকিত নহে । সে আপনায়ই আলোকে নিত্য আলোকিত । তাহার আলোকেই হাস বুদ্ধি নাই । আবার চন্দ্রও জগৎ প্রকাশ করে ; কিন্তু চন্দ্রের আলোকে হাস বুদ্ধি আছে । কারণ চন্দ্রের নিজের আলো নাই । সে সূর্য্যের আলোকে আলোকিত । তাহার আলোক সূর্য্যের নিকট ধার করা । আলোক তাহার স্বরূপ নহে । অগ্নির উষ্ণতা স্বাভাবিক, অগ্নিতে উষ্ণতা নিত্য । কিন্তু অগ্নিতাপে তপ্ত লৌহের উষ্ণতা অনিত্য । বাহার স্বাভাবিক ধর্ম্ম বাহ্য, তাহা

৪৯২ প্রকৃতি-গুণ যুক্ত হইয়াই পুরুষ ভোক্তা—একক নহে । [আরোহণ

পুরুষঃ প্রকৃতিস্বৈ। হি ভুঙ্ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্ ।

কারণঃ গুণসঙ্গো হস্ত্য সদস্যোনিজস্যসু ॥২১॥

তাঁহাতে নিত্য বর্তমান । কিন্তু যাহা অস্ত্রের নিকট ধার করা, তাহার হ্রাস বৃদ্ধি আছে, তাহা সৰ্বদা থাকে না ।

সেইরূপ, অস্ত্রঃকরণই যদি স্বয়ং সূক্ষ্ম হুঃখাদির ভোক্তা বা প্রকাশক হইত, যদি প্রকাশ বা জ্ঞান তাহার স্বরূপ হইত, তবে তাহার জ্ঞানালোকের হ্রাস-বৃদ্ধি হইত না । কিন্তু তাহা নহে । মন বুদ্ধি আদি অস্ত্রঃকরণবৃত্তি সকল কখন সবল হয়, কখন দুৰ্ব্বল হয় । স্থানভেদে কালভেদে অবস্থাভেদে তাঁহাদের পরিবর্তন হয় । বাহিরের সকল বিষয়ই তাঁহাদের উপর ক্রিয়া করে । মস্তিষ্কের সামান্যমাত্র ক্রিয়াবিকৃতি তাঁহাদের ক্রিয়াবিকৃতি ঘটায় । অতএব তাঁহারা স্বয়ং প্রকাশস্বরূপ নহে, তাঁহারা স্বয়ং কিছু প্রকাশ করিতে পারে না । তাঁহাদের ভিতর দিয়া যে সূক্ষ্মহুঃখাদির অমুকৃতি, যে জ্ঞানের আলোক আমরা পাই, তাহা ধার করা । চন্দ্রের পশ্চাতে সূর্য্যের গ্ৰাস, তাঁহাদের পশ্চাতে নিশ্চয়ই কোন স্বপ্রকাশ বস্তু আছে, তাহার আলোক তাঁহাদের আলোক । সেই স্বপ্রকাশ বস্তুই জ্ঞানস্বরূপ আত্মা ২০ ।

প্রকৃতিঃ চি পুরুষঃ প্রকৃতিজান্ গুণান্ ভুঙ্ক্তে—পুরুষ প্রকৃতিস্ব হইয়াই,

প্রকৃতি-রচিত দেহ মাঝে, নরবর !

পুরুষ অভেদ ভাবে থাকি নিরন্তর,

সূক্ষ্ম হুঃখ মোহ আদি প্রকৃতিজ গুণ

পুরুষের

সমুদয় উপলব্ধি করেন, অর্জুন !

সংসার

এই যে প্রকৃতি মনে তাহার সংযোগ,

তাঁহাতে আসক্তি,—তার সূক্ষ্ম হুঃখ ভোগ,

সদস্য যোনিতে যে জন্ম হয় তার,

এই গুণসঙ্গমাত্র কারণ তাহার । ২১ ।

প্রকৃতির সহিত ওতপ্রোত ভাবে, অঙ্গার অগ্নির দ্বার অতেনভাবে মিলিত হইয়া, মাখামাখি হইয়াই, প্রকৃতিজ গুণ অর্থাৎ গুণ পরিণামস্বরূপ জগৎকে, জগত্তের রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ বা শব্দকে ভোগ করে ।

• পুরুষ প্রকৃতি-গুণে যুক্ত হইয়াই ভোক্তা করেন, একক নহে । একক অবস্থায় পুরুষ ভোক্তা কিংবা কৰ্ত্তা নহে, পরস্তু নির্দিকার, অক্ষর তত্ত্ব মাত্র ।

প্রকৃতিকে আলিঙ্গন করিয়াই, প্রকৃতিহ হইয়াই, পুরুষের আনন্দ । আনন্দের জন্তই প্রকৃতির সৃষ্টি (পরে স্রষ্টাবাক্য দেখ) । প্রকৃতি—রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ এই পঞ্চ ভোগের সামগ্রী লইয়া পুরুষকে আলিঙ্গন দেয়, আর পুরুষ চক্ষু, কণ, নাসা, জিহ্বা ও শুক্র এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়ে ভাঙা উপভোগ করে । যেখানে সু-রূপ, সেখানে দর্শনেন্দ্রিয়-পথে আনন্দ । যেখানে সু-রস, সেখানে রসনেন্দ্রিয়-পথে আনন্দ । যেখানে সু-গন্ধ, সেখানে শ্রোত্রেন্দ্রিয়-পথে আনন্দ । যেখানে সু-স্পর্শ, সেখানে স্পর্শেন্দ্রিয়-পথে আনন্দ । যেখানে সু-শব্দ (শব্দ) সেখানে শ্রবণেন্দ্রিয়-পথে আনন্দ । যেখানে শুই বা ততোদিকের একত্র সমাবেশ, সেখানে তত অধিক আনন্দ । সংসারে নর-নারীতে একাদিকের,—অনন্তঃ পক্ষে সু-রূপ, সু-রস ও সুগন্ধ-স্পর্শ—এ তিনের সমাবেশ থাকে ; তজ্জন্ত নর নারীর আলিঙ্গন এত আনন্দদায়ক । যদি কেহ কখন প্রকৃতির সহিত সম্মত সংস্পর্শ ভোগ করিতে পারে, তখনই সে পরম নির্দিকার অক্ষর-স্বরূপ ।

এই গুণসম্বলঃ—সুখদুঃখাদি প্রকৃতিজ গুণের সহিত এই সম্বন্ধ অপরা গুণে সম্বল—আসক্তি বা আশ্রয় (৭২) । “আমারই” সে সুখদুঃখাদি, “আমি সুখী বা দুঃখী” ভেদনী ভাবনা । অতঃসদস্য যোনি-জন্মসু—পুরুষের ভাল মন্দ যোনিতে জন্মলাভ বিষয়ে । কারণম ।

আমরা কেন ‘আমা বাওয়ার’ দ্বার হইতে নিষ্কৃতি পাই না, ভগবান তাহা বুঝাইলেন । জীব ইহ জীবনে যে যে বিষয়ে আসক্ত হইয়া, বাহা বাহা কামনা করে বা অনুরোধ করে, সে সমুদয়ের সংহার তাহার মুক্ত দেবে

সঞ্চিত হয় এবং তাহা সেই সূক্ষ্ম দেহকে কিছু রূপান্তরিত করে। জীবের মৃত্যুতে কেবল বাহ্য সূক্ষ্ম দেহটী নষ্ট হয়, কিন্তু সেই সূক্ষ্ম দেহ বর্তমান থাকে এবং মৃত্যুকালে সেই সূক্ষ্ম দেহের যেমন অবস্থা থাকে, পরজন্মে সে তদনুরূপ যোনি প্রাপ্ত হইয়া, তদনুরূপ পিতা মাতা হইতে উপাদান গ্রহণকরতঃ সেই জাতীয় জীবরূপে জন্ম গ্রহণ করে (৮।৬); এবং আবার সেই শরীরের দ্বারা কৰ্ম করিয়া, তাহার ফলভোগ করে। এই কৰ্মফল আবার সংস্কাররূপে সেই সূক্ষ্ম শরীরে সঞ্চিত হইয়া তাহাকে আবার কিছু রূপান্তরিত করে। এই ভাবে সূক্ষ্ম দেহ অতিজন্মে যেমন রূপান্তরিত হইতে থাকে, জীবের পর পর জন্মে তদনুরূপ জাতি আয়ুঃ ও ভোগ লাভ হয়। এইরূপে যতকাল প্রকৃতির (অর্থাৎ বাসনা সংস্কারের) সহিত কোনরূপ সংঘর্ষ থাকে, ততকাল—যুগ যুগান্তর, কল্প কল্পান্তর ধরিয়া জীব সেই সংস্কারের অনুরূপ বিভিন্ন দেহে, দেবতা মনুষ্য পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ উদ্ভিদ, এমন কি স্থাবর পশ্যন্ত বিভিন্ন জাতিতে, গতাগতি করিয়া বিভিন্ন জাতি আয়ুঃ ও বিভিন্ন ভোগ প্রাপ্ত হয়। “সাত মূল তাদিপাকো জাত্যাযুভোগঃ”—পাতঞ্জল, সাধনপাদ, ১৩। সংস্কাররূপ মূল থাকায়, তাহার পরিপাকে বিভিন্ন জাতি আয়ুঃ ও ভোগ লাভ হয়।

এখানে আবার প্রশ্ন হইতে পারে যে, পুরুষ প্রকৃতিস্থ হয় কেন? অদ্বৈতবাদমতে তাহার কারণ অবিজ্ঞা বা অজ্ঞান। অবিজ্ঞা-নিমিত্তকঃ ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ-সংযোগঃ—শং ১৩।২৭ ভাষ্য। কিন্তু সেই অজ্ঞানের অর্থ কি? আমাদের বুদ্ধি-বৃত্তিতে প্রকাশিত যে অজ্ঞান, তাহা চিস্তধর্ম-মাত্র, ১৩.১১ তীর্কা ৪৬৯ পৃষ্ঠা দেখ। তাহা প্রকৃতিপুরুষ-সংযোগের পরে উৎপন্ন। সুতরাং চিস্তধর্ম, সেই অজ্ঞান সে সংযোগের কারণ হইতে পারে না। অগ্রে ক্ষেত্রক্ষেত্রজের সংযোগ—পরে জ্ঞান অজ্ঞান, বিজ্ঞা অবিজ্ঞা।

অবিজ্ঞা-সম্বন্ধে শ্রীশঙ্কর ১৩ অঃ ২য় শ্লোকের ভাষ্যে বলিয়াছেন,—
তদোক্তং কার্যস্বরূপং যেন প্রতীতি, তাহা অবিজ্ঞা। ইহা পদার্থের স্বরূপ

আবৃত্ত করে ও বিপরীত জ্ঞান উৎপন্ন করে। তামসো হি প্রত্যয়ঃ আবরণাস্থকস্তাৎ অবিজ্ঞা বিপরীতগ্রাহকঃ। অর্থাৎ অবিদ্যা তামসিক অন্তঃ-করণবৃত্তি। সূত্র১৫ তাহা প্রকৃতি-পুরুষ-যোগের পরে উৎপন্ন। পুনশ্চ। অবিজ্ঞা কাহার? (উত্তর) যাহার দেখা যাইতেছে, তাহার। (প্রশ্ন) কাহার দেখা যাইতেছে? (উত্তর) কাহার দেখা যাইতেছে, এ প্রশ্ন নিরর্থক। (প্রশ্ন) কেন? (উত্তর) অবিদ্যা যদি দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে যাহার অবিজ্ঞা নিশ্চয়ই তাহাকেও দেখিয়াছ ইত্যাদি (৭৭)। ইহা চইতেও অবিজ্ঞা কি তাহা বুঝা যায় না। আর তাহা ক্ষেত্রক্ষেত্রজের বা প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগের কারণ কিরূপে, তাহাও বুঝা যায় না।

শ্রুতি বলেন, স * * নাশ্চিদং আদ্যনোপশ্রুৎ। * * স বৈ নৈব রেমে। * দ্বিতীঃশ্চ ত্রৈলোক্যং। স ইমম্ এবাদ্যানং দেহাপাতয়ৎ। ততঃ পতিশ্চ পত্নী চ অভবতাম্। * * * তাং সমভবৎ। ততো মনুষ্যা অজায়ন্ত ইত্যাদি। শুদ্ধদারণ্যক ১৪১—৩। সৃষ্টির অগ্রে পরম এক আপনাকে ব্যতীত আর কাহাকেও দেখেন না। তাহাতে তিনি প্রীত না চইয়া দ্বিতীয় ইচ্ছা করিলেন। তিনি আপনাকেই বিদ্যাবিত্তক করিলেন। তাহাতে পতি ও পত্নী হইল। সেই দ্বীতে তিনি উপগত হইলেন। তাহাতে মনুষ্য হইল, ইত্যাদি। অর্থাৎ অদ্বিতীয় এক আপনার আনন্দ লীলাবশে আপনার ভাবনায় পরীক্ষকে দ্বীপুরুষরূপে, প্রকৃতিপুরুষরূপে বিদ্যাবিত্তক করিয়া, আপনিই পুরুষরূপে, আপনারই প্রকৃতিরূপকে আলিঙ্গন করেন—প্রকৃতিই হন। প্রকৃতিকে আলিঙ্গন করিয়াই পুরুষ আনন্দ করেন; আনন্দী হইয়া প্রজা সৃষ্টি করেন। (সেই আদি সৃষ্টিতে যে নিয়ম, আজিও সংসারে সেই নিয়ম)।

শাস্তা কথায় ইহার মর্ম এই যে, সৃষ্টির আমাদের জ্ঞানের অতীত। বেদান্ত বলেন,—“লোকবৎ তু লীলাটৈবল্যাম্।”—ব্রহ্মসূত্র ২।১।৩২। ইহা কেবল জৈবের লীলা মাত্র। যেমন সংসারে ঐশ্বর্যশালী পুরুষের দৃষ্ট

উপদ্রষ্টানুমন্তা চ ভর্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ ।

পরমাত্মোতি চাপ্যুক্তো দেহে হস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ ॥২২॥

হয় । অর্থাৎ আমরা ইহার তত্ত্ব জানি না । ভগবান্‌ও বলিয়াছেন, ন মে
বিদ্বঃ সুরগণাঃ প্রভবং ন মহর্ষয়ঃ (১০।২) । ২১ ।

পুরুষ এই ভাবে সংসারচক্রে ভ্রমণ করেন ; কিন্তু ইহা তাঁহার একমাত্র
ভাব নহে । ইহা ছাড়া তাঁহার আরও বিবিধ ভাব আছে । এক্ষণে সেই
সমুদায় ভাবের বিষয় বলিতেছেন ।

পুরুষের
প্রকৃত
স্বরূপ

প্রকৃতি-প্রসঙ্গে হেন, জীবের সংসার,
নতুবা সে শুক, বুক, মুক, নির্দিকার ।
তার সেই শুক, মুক স্বরূপ যেমন,
কি ভাবে সংসারে রয়, করহ শ্রবণ ।
জীবের অন্তরতম অন্তরে নিয়ত
ধাকিয়া পুরুষ, পাথ, উদাসীন মন
দেখে মাত্র দেহাদির কণ্ঠ সমুদয়,
সকল কণ্ঠে নিরন্তর অহুকুল রয় ;
এই যত জীব, করি আপনি সৃজন
সেই করে সে সবার ধারণ পোষণ ;
সুখ দুঃখ কিবা মোহ ইত্যাদি বিষয়
যা' কিছু জীবের হৃদে সঞ্চারিত হয়,
চৈতন্যস্বরূপে নিত্য ধাকিয়া অন্তরে
সে সবে প্রকাশ করি নিজের ভোগ কর ।
মহেশ্বর আবার তাঁকেই বলা হয়
পরম আত্মাও তাঁরে জানিগণ কর ।
পরম পুরুষ সেই, কুরুবংশধর !
নির্দিষ্ট ভাবেতে রয় শরীর ভিতর ॥২২॥

যিনি উপদ্রষ্টা—সমীপে থাকিয়া দ্রষ্টা। উপ—সমীপে, সর্বাঙ্গেকা নিকটে, অন্তরতম দেশে থাকিয়া, দেহের ও ইন্দ্রিয়ের সমস্ত ব্যাপারের পরিদর্শন করেন, সর্ব কন্ম দেখেন ; যিনি দেহাদির কার্যের উদাসীন দর্শকমাত্র, কর্তা নহেন। অজ্ঞমত্তা—অজ্ঞের কার্য অজ্ঞকুল ভাবে দেখার নাম অজ্ঞমোদন। যিনি দেহাদির সকল কার্যাই অজ্ঞমোদন করেন, কোন কার্যে বাধা দেন না। ঈশ্বরের অজ্ঞমোদন তির জীবের ইন্দ্রিয়গণ কিছুই করিতে পারে না। তর্জী—মন বৃদ্ধি ইন্দ্রিয়াদির সমবায় এই জড় দেহে জীবাশ্মাক্রমে অল্পপ্রবেশ-পূরক চৈতন্যভাস দিয়া তাহাতে জীবতাবের জনক ও তাহার দায়ক এবং পোষক। ভোক্তা—আবার দেহে অধিষ্ঠিত থাকিয়া চৈতন্য-স্বভাব পুরুষ আপনাই চৈতন্য-জ্যোতিঃ দ্বারা অস্তঃকরণে প্রতিভাসিত সূক্ষ্মঃখাদি তাবের প্রকাশক। যিনি প্রকৃতিস্থ হইয়া (একক নচে) সেই সূক্ষ্মঃখাদি তাব উপভোগ করেন, উপলব্ধি করেন। মহেশ্বরঃ পরমাত্মা চ হীত অপি উক্তঃ—মহেশ্বর ও পরমাত্মা বলিয়াও কথিত হইলেন। অস্মিন্ দেহে—এবং যিনি এই দেহে থাকিয়া। পরঃ—দেহ হইতে স্বতন্ত্র। তিনিই পুরুষঃ। অপবা পুরুষঃ পরঃ—সেই পরম পুরুষই। অস্মিন্ দেহে অবস্থিতঃ।

যিনি জীবের অন্তরতম দেশে থাকিয়া, উদাসীনের দ্বায় সমস্ত কন্ম অজ্ঞকুলভাবে দেখিতে থাকেন, যিনি জীবাশ্মাক্রমে অল্পপ্রবেশ পূরক দেহে জীবতাবের কর্তা, যিনি প্রকৃতিস্থ দেহে গুরু থাকিয়া, অস্তরে প্রতিভাসিত সূক্ষ্মঃখাদি তাবের উপলব্ধি, যিনি ঈশ্বরগণেরও ঈশ্বর,—মহেশ্বর বা পরমেশ্বর, যিনি অন্তর্গামী পরমাত্মা রূপে অস্তরে বিরাজিত, যিনি দেহে থাকিয়াও দেহ হইতে পররূপে, স্বতন্ত্ররূপে বা পরমপুরুষরূপে অবস্থিত, তিনিই 'পুরুষ'।

পুরুষের তিন ভাব। এক ভাবে—ভোক্তা জীবাশ্মাক্রমে, তিনি কর পুরুষ ; আর এক ভাবে প্রকৃতির কার্যের উপদ্রষ্টা নির্বিকার অকর পুরুষ, আবার সর্ব কন্মের অজ্ঞমত্তা, সর্ব জগতের নিরস্তা মহেশ্বর, পরমাত্মা রূপে

যঃ এবং বেত্তি পুরুষঃ প্রকৃতিঞ্চ গুণৈঃ সহ ।

সর্বথা বর্তমানো হপি ন স ভূয়ো হভিজায়তে ॥২৩॥

তিনি সংসারাতীত উত্তম পুরুষ । ইহাই পুরুষের প্রকৃত স্বরূপ ; ১৫ অঃ ১৬—১৮ দেখ ।

মহেশ্বর—সূর্য্যকে কেন্দ্র করিয়া যে সকল গ্রহ উপগ্রহ আবর্তিত হইতেছে, সূর্য্যের সহিত তাহাদের সমষ্টির নাম সৌরমণ্ডল (Solar System) বা ব্রহ্মাণ্ড, বিশ্ব । সূর্য্য-মণ্ডলের পরিধির আকার অণ্ডের মত, Oval form. এক একটা নক্ষত্র বা স্থির তারা এক একটা সূর্য্যস্বরূপ । নক্ষত্র অসংখ্য, অতএব সূর্য্য ও সৌরমণ্ডল বা ব্রহ্মাণ্ড অসংখ্য । এক একটা সূর্য্য এক একটা ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্র ; এবং সেই সেই কেন্দ্রে যিনি অধিষ্ঠাতৃ-পুরুষ, “সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্তী নারায়ণ,” তিনি সেই ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর । তিনি বিষ্ণু—ব্যাপক, সৌরমণ্ডল ব্যাপিয়া আছেন ; তিনি সেই ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর এবং ত্রিমূর্ত্তি—ব্রহ্মা-বিষ্ণু শিবাস্বক ।

যেমন এক সাম্রাজ্যে অনেক রাজা থাকেন, তাহার পরস্পর স্বতন্ত্র, কিন্তু সকলেই এক সম্রাটের অধীন, তদ্রূপ ঐ সকল ঈশ্বর বা ব্রহ্মাণ্ডাধিপতিগণ সকলেই ঐহিক অধীন, তিনিই মহেশ্বর । মহেশ্বরই দর্শনের সঙ্গত ব্রহ্ম এবং পুরাণের মহাবিষ্ণু । ব্রহ্মাণ্ড এবং ব্রহ্মাণ্ডাধিপতি—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব যে কত, তাহার ইয়ত্তা নাই । ভক্ত কবি বিষ্ণুপতি বলিয়াছেন,—

কত চতুরানন মরি মরি জাওত, ন তুরা আদি অবসানা ।

তোহে জনমি পুনঃ তোহে সমায়ত, সাগর লহরী সমানা ॥ ২২ ॥

যঃ এবং—পূর্কোক্ত গুণসম্পন্ন । পুরুষঃ । গুণৈঃ সহ প্রকৃতিং চ

ঈদৃশ পুরুষে, পার্থ ! জানে হে যে জন

জানে আর সঙ্গী সে প্রকৃতি যেমন,

থাকুক যে ভাবে ইচ্ছা যেমন তাহার

এ সংসারে পুনর্জন্ম নাহি হয় তার । ২৩ ।

ধ্যানেনাযনি পশ্যন্তি কেচিদ্ আত্মানম্ আত্মনা ।

অন্তো সাংখ্যেন যোগেন কৰ্ম্মযোগেন চাপরে ॥২৪॥

অন্তো হেবম্ অজানন্তুঃ শ্রুতান্যোভা উপাসতে ।

তেহপি চাতিতরন্ত্যেব মৃত্যুং শ্রুতিপরায়ণাঃ ॥২৫॥

বেত্তি এবং পূর্বোক্ত গুণসম্পন্ন প্রকৃতিকে জানে । সঃ সৰ্ব্বথা বর্তমানঃ
অপি—সৰ্ব্ব প্রকারে, যে কোন বৃত্তি, সম্যাস বা গাইদ্যা যে কোন আশ্রম,
অবলম্বন করিয়া থাকিলেও । ভূয়ঃ ন অভিজারতে—পুনর্জন্ম লাভ
করে না । ২৩ ।

পূর্বোক্ত পুরুষের তত্ত্ব জানিবার জন্য চতুর্বিধ উপায় উপদিষ্ট আছে ।
১ম । কেচিৎ ধ্যানেন আত্মনি—নিজ হৃদয়মধ্যে । আত্মনা—নিশ্চল
অন্তঃকরণে । আত্মানং পশ্যন্তি । গীতা ষষ্ঠ অধ্যায় ও পাতঞ্জল দর্শনে
এই ধ্যানযোগ বিবৃত হইয়াছে । ২য় । অন্তো সাংখ্যেন যোগেন—সাংখ্য-
জ্ঞানে আত্মদর্শন করে । সাংখ্য দর্শন এবং গীতা ২।১১—৩০ শ্লোক,
৩।৪—১৬ শ্লোক এবং ১৩।২৬—৩৪ শ্লোকে সাংখ্য জ্ঞান বা প্রকৃতি-পুরুষের
প্রভেদ জ্ঞান বিবৃত হইয়াছে । ৩য় । অপরে চ কৰ্ম্মযোগেন—কৰ্ম্মযোগে
সিদ্ধ হইয়া আত্মদর্শন করে । ৪ ৩৮ দেখ । ২৪ ।

৪র্থ । অন্তো তু—কিন্তু অপরে, যাহাদের নিজের কোন রূপ ধারণা না
হাকার ধ্যান জ্ঞান, বা কৰ্ম্মযোগে অসমর্থ । তাহারা এবম্ অজানন্তুঃ—

সেই যে পুরুষ পার্থ, সংসার মাঝারে

চতুর্বিধ সাধনার জানা যার তাঁরে ।

আত্মদর্শনের ধ্যানযোগে হৃদিমাঝে কেহ দেখে তাঁর,

চতুর্বিধ সাংখ্যজ্ঞান সাধনার কেহ তাঁরে পার,

উপায় অপরে বা কৰ্ম্মযোগ করিয়া সাধন

নিশ্চল হৃদয়ে তাঁরে করে দর্শন । ২৪ ।

যাবৎ সঞ্জায়তে কিঞ্চিৎ সত্বং স্বাবরজজন্মম্।

ক্ষেত্রক্ষেত্রজসংযোগাৎ তদ্ বিদ্ধি ভরতর্ষভ ॥২৬॥

পূর্বোক্ত ত্রিবিধ উপায়ে আত্মদর্শনলাভে অক্ষম হওয়ায়। অন্তেষ্টাঃ শ্রদ্ধা উপাসতে—অন্তের অর্থাৎ গুরুর নিকট উপদেশ শ্রবণ করিয়া, এই ভাবে চিন্তা কর, এই ভাবে কন্ড কর, এইরূপ উপদেশ পাইয়া উপাসনা করে। প্রতিপরায়ণাঃ তে অপি—উপদেশে প্রকাশীল তাহারাও। মৃত্যুম্ অতিক্রমন্তি এব—মৃত্যুময় সংসারকে নিশ্চয়ই অতিক্রম করে। যাহা শ্রবণ করা যায়, তাহা প্রতি অর্থাৎ উপদেশ।

চতুর্বিধ সাধনার মধ্যে কোনটী ভাল, কোনটী মন্দ, এমন কিছু বলা হয় নাই। ভগবান্ বলিতেছেন, তাহাদের প্রত্যেক হইতেই মোক্ষ লাভ হয়। সাধকের যোগ্যতা ও নিষ্ঠার প্রভেদানুসারে চতুর্বিধ সাধন-বিকল্প।

হিন্দুধর্মের ঈশ্বর কেবল বিশ্বাসের বিষয় মাত্র নহে; সাধনার দ্বারা তাহার দর্শন লাভ হয় (১১.৫৪)। প্রাচীন শাস্ত্রকারদিগের সমস্ত উক্ত্যম সেই ঈশ্বর-জ্ঞান-উদ্দীপনায় পর্য্যবসিত। অধুনা তাদৃশ সাধনাবান্ পুরুষ প্রায়শঃ দৃষ্টিগোচর না হওয়ায়, সাধারণের নিকট ঈশ্বর কেবল বিশ্বাসের বিষয়ে ও অনেকানেক বৈজ্ঞানিকের নিকট পরিহাসের বিষয়ে পরিণত হইয়াছে। শিল্পোদয়সর্বস্ব আমাদিগের সাধনা ত' অনেক দিন গিয়াছে, এখন পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে বিশ্বাসটুকু পর্য্যন্ত হারাইতে বসিয়াছি। হায়! আমাদিগের গতি কি হইবে? ২৫।

২৬ শ্লোকে যে সাংখ্যজ্ঞানের উল্লেখ করিয়াছেন, ২৭—৩৪ শ্লোকে তাহার বিষয় বলিতেছেন। স্বাবরজজন্মং যাবৎ কিঞ্চিৎ সত্বং—যাহা কিছু

জ্ঞানে ধ্যানের কর্ণে কিছা অসমর্থ যারা

গুরুমুখে শুনি তব্ব সেবা করে তা'রা।

গুরুবাক্যে ভক্তিমান্ তা'রাও নিশ্চয়

মৃত্যুময় এ সংসার হ'তে মুক্ত হয়। ২৫।

বস্তু (শব্দ) । সঙ্গায়তে—উৎপন্ন হয় । তৎ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ-সংযোগাৎ বিদ্ধি—
তাহা ক্ষেত্রক্ষেত্রজের ইতরেতর সংযোগ হইতে জানিও । (রামা, মধু) ।

জীব মাত্রেই ক্ষেত্র এবং ক্ষেত্রজের সংযোগে উৎপন্ন, মিশ্র পদার্থ
Compound Substance. কিন্তু শাস্ত্রগ্রন্থে অনেকস্থলে ‘জীবাশ্মা’ অর্থে
“জীব” শব্দের প্রয়োগ আছে । তজ্জন্তু অনেক জীবে ও জীবাশ্মায় যে
প্রভেদ আছে, তাহা লক্ষ্য করেন না । শাস্ত্রীয় বিচারের সময় তাহা
বিশেষ ভাবে লক্ষ্য না করিলে সব গোলমাল হইয়া পড়ে ।

ভগবান্ এখানে জীবতত্ত্ব ও জগৎ-তত্ত্ব কহিলেন । ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ-যোগই
প্রকৃতি-পুরুষযোগ । সমষ্টিভাবে প্রকৃতি-পুরুষ-যোগে স্থাবর জঙ্গমময় জগৎ
আর ব্যষ্টিভাবে ক্ষেত্রক্ষেত্রজ যোগে পৃথক পৃথক সর্ব ভূত । প্রকৃতি এক
হইয়াও নিম্ন গুণ ও বিকার দ্বারা স্থাবর জঙ্গম সর্ব ভূতের সর্ববিধ শরীর
বা ক্ষেত্র উৎপাদন করে আর পুরুষ এক ও অবিকৃত হইয়াও প্রতি ব্যষ্টি
ক্ষেত্রে অধিষ্ঠানপূর্বক বিভক্তের জন্ম হইয়া (১৩.১৬) ক্ষেত্রজ জীবাশ্মা হইলেন ।

জীব বলিলে সাধারণতঃ মনুষ্যাদি চেতন প্রাণী মনে হয় । তাহা
ঠিক নহে । সর্ব সত্ত্ব, সচেতন অচেতন, স্থাবর জঙ্গম যাহা কিছু মূর্ত
পদার্থ, সে সমস্তই ভূত বা জীব । সকল পদার্থেই ক্ষেত্র আছে ; ক্ষেত্রের
উপকরণ,—মূল প্রকৃতি, বুদ্ধি, অহঙ্কার, মন, পঞ্চ মহাভূত, দশ ইন্দ্রিয়, রূপ,
রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ, ইচ্ছা, বেদ, শ্রুতি, তঃপ, এবং ইহাদের সজ্জাতে বা
সম্বারে উৎপন্ন শরীর আর তাহাতে প্রতিভাসিত ব্যাক্ত বা অব্যাক্ত চেতনা
এবং ধৃতি (প্রাণ) এই একত্রিশটি ভাব আছে (১৩.৫—৬) ; আর সেই
ক্ষেত্রের অভ্যন্তরে, নামরূপাত্মক দেহেন্দ্রিয়াদিরূপী ক্ষেত্রের দ্বারা আবৃত,

যে জ্ঞান পাইলে জীবে মোক্ষ লাভ হয়

সর্বসত্ত্ব

অতঃপর সেই তত্ত্ব শুধু, ধনঞ্জয় !

উপাদান

জানিও বা কিছু জন্মে স্থাবর জঙ্গম

ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ যোগে, তরত-সত্তম ! ২৬ ।

৫০২ সৰ্ব বস্তু একই উপাদানে—ক্ষেত্রক্ষেত্রজ-যোগে উদ্ভূত । [ত্রয়োদশ

ক্ষেত্রজ পুরুষ আছেন । স্থূল দেহের উপাদান পঞ্চ স্থূল ভূতের পশ্চাতে তাহার কারণস্বরূপ সূক্ষ্ম পঞ্চ ভূত বা পঞ্চ তন্মাত্র আছে । তন্মাত্রের পশ্চাতে তাহার কারণস্বরূপ অহঙ্কারভূত আছে, ইত্যাদি । এইরূপে সৰ্ব সত্ত্বাৰ মূল-প্রকৃতি ও তাহার ত্রয়োবিংশতি বিকার (৬।৫) মিলিতভাবে আছে । আবার সেই সমস্তের পশ্চাতে পুরুষ আছেন । অণু পরমাণু হইতে হিমালয় পর্য্যন্ত সমস্ত স্থাবরে ও ক্ষুদ্রতর জীবাণু হইতে মনুষ্য পর্য্যন্ত সমস্ত জঙ্গমে, এই একই নিয়ম । তন্মধ্যে যে সকল পদার্থে মন বুদ্ধি আদি অন্তঃকরণ ও চক্ষু কৰ্ণাদি বহিঃকরণ প্রকট ও চেতনা অভিব্যক্ত তাহাদিগকে আমরা চেতন বলি । আর যাহাদের অন্তঃকরণ ও বহিঃকরণ অপ্রকট এবং চেতনা অনভিব্যক্ত, তাহাদিগকে অচেতন বলি । নামরূপাত্মক দেহেন্দ্রিয়রূপ আবরণ কোথাও বিরল—স্বচ্ছ, কোথাও গাঢ়,—অস্বচ্ছ হয় ; তদনুসারে পদার্থের চেতন অচেতন ভেদ হয় । যেমন একই দীপালোক লৌহ পাত্রেৰ ভিতরে বা কাচপাত্রেৰ ভিতরে স্থাপিত হইলে আলোকের প্রভেদ হয়, তেমনি একই আত্মার উপর নামরূপাত্মক আবরণের প্রভেদানুসারে পদার্থের চেতন অচেতন ভেদ হয় । বস্তুতঃ জড়ে জড়শক্তি ও জীবে জীবশক্তি একই শক্তির রূপান্তর, সৰ্বশক্তিমান মহেশ্বরের বিলাস, ১৫।১২—১৫ দেখ । জীবে যাহা অনুরাগ, জড়ে তাহা আকর্ষণ ; জীবে যাহা ঘেব, জড়ে তাহা বিশ্লেষণ । এখন যাহা অণু পরমাণুমাত্র, জড়ের ক্ষুদ্রতম অংশমাত্র, তাহাও ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজযোগে গঠিত । তাহাই হয় ত কালে ক্ষেত্রধর্ম রাগ-বিরাগবশে, অল্প অণু পরমাণুর সহিত মিলিত হইয়া, বৃহত্তর হইবে এবং ক্রমোন্নতির নিয়মে অচেতন হইতে চেতন জীবরূপী হইয়া, নিম্নতম জীবাণু হইতে নানা যোনি ভ্রমণ করিয়া, শরীরের বা ক্ষেত্রের আপূরণে, মানবযোনি লাভ করিবে ।

যতকাল সংসার, ততকাল এই প্রকৃতি-পুরুষযোগ । এই প্রকৃতি-পুরুষযোগই যুগলরূপে শ্রীরাধাকৃষ্ণ, অর্জুনারীশ্বর, হরগৌরী ; এবং শিবের

সমঃ সৰ্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তুঃ পরমেশ্বরম্ ।

বিনশ্যৎস্ববিনশ্যন্তুঃ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥২৭॥

মূকে, শ্রামা । প্রত্যেক ভূতমধ্যে পরমেশ্বর-পরমেশ্বরী বিরাজিত । পরমে-
শ্বর পুংলিঙ্গরূপে ও পরমেশ্বরী স্ত্রীলিঙ্গরূপে, পিতৃলিঙ্গ মাতৃলিঙ্গরূপে,
positive negative রূপে, উভয়ে লীলারূপে “রমণার্থ” মিলিত । ২৬ ।

এইরূপে সৰ্ব ভূতের উৎপত্তির বিষয় বলিয়া, সেই ভূতগণের সহিত
ঈশ্বরের যে সম্বন্ধ তাহা বলিতেছেন । সৰ্বেষু ভূতেষু—স্বাবর জগৎ
সৰ্ব ভূতে । সমঃ তিষ্ঠন্তুঃ—সৰ্বদা ও সৰ্বত্র ঠিক সমান ভাবে বিরাজিত
এবং বিনশ্যৎস্ব অবিদ্যন্তুঃ—বিনাশধর্মশীল বস্তুমধ্যে অবিনাশী । পরমে-
শ্বরঃ যঃ পশ্যতি—পরমেশ্বরকে যে দেখে । সঃ পশ্যতি—সেই যথার্থ দেখে ।

ভূ ধাতু হইতে ভূত । যাগা ভবনশীল, উৎপত্তিমান, তাহা ভূত বা সত্ত্ব ।
তাহার জন্ম বৃদ্ধি ক্ষয় নাশ ইত্যাদি বিকার আছে, (২।২০) । সেই
সবিকার ভূতভাবে অস্তুরে ভগবান্ তাহার সং কারণরূপে, আধাররূপে
বিরাজিত । সংসারের সাংস্কিক, রাজসিক ও তামসিক যাহা কিছু ভাব, সে
সমস্ত আসিয়াছে তাহা হইতে (৭।১২) । তিনিই এ সংসারের প্রভব-
প্রলয়াধার ।

এইরূপে সৰ্বত্র সম (নির্বিশেষ) সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরে, এই সর্বিশেষ
নামের জগৎ প্রতিষ্ঠিত । ইহা যে দেখে, প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করে, সেই
যথার্থদর্শী । তাহারই সমদর্শন শিক্ত হইয়াছে । তাহারই নিকট ব্রাহ্মণ,
চণ্ডাল, গাভী, কুকুর—সব সমান (৫।২৮) । ২৭ ।

সৰ্বভূতে চরাচরে সমভাবে আছেন ঈশ্বর,
পরমেশ্বর নম্বর পদার্থমাত্রে তিনি অনম্বর ;
বিরাজিত এ ভাবে যে জন দেখে পরম ঈশ্বরে
সেই জন দণ্ডাঘণ দরশন করে । ২৭ ।

সমং পশ্যন্ হি সর্বত্র সমবস্থিতম্ ঈশ্বরম্ ।

ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥২৮॥

পূর্বোক্তরূপ দর্শনই যথার্থ দর্শন, কারণ (হি) । সেই জ্ঞানী সর্বত্র ভূতমায়ে । সমং সমবস্থিতম্ ঈশ্বরং পশ্যন্—সর্বত্র সমভাবে বিরাজিত পরমেশ্বরকে উপলব্ধি করিয়া । আত্মনা আত্মানং ন হিনস্তি—আপনি আপনাকে হিংসা করে না । ততঃ—তাহার ফলে । পরাং গতিং যাতি—পরমা গতি প্রাপ্ত হয় । এক ঈশ্বরই যখন সকলের হৃদয়ে সমভাবে বিরাজিত ; আমার হৃদয়ে যিনি, তিনিই যখন অপরের হৃদয়ে, তখন অস্ত্রের হিংসা করিলে আপনাই হিংসা করা হয় । ইহা বুঝিলে তিনি আর কাহার হিংসা করিবেন ? তাহার জীবনের গতি উৎকৃষ্ট পথেই চলিতে থাকে । অন্তিমে তিনি পরম ধাম প্রাপ্ত হইবেন ।

এই ২৭, ২৮ শ্লোক সমস্ত দর্শনশাস্ত্রের সার, সমস্ত নীতিশাস্ত্রের, সর্ব দর্শনশাস্ত্রের মূল সূত্র । এই সূত্র বুঝিলে সর্ব জীবের সহিত আমাদের যে সম্বন্ধ ও তাহাদের সহিত আমাদের সর্বদা যেমন ব্যবহার কর্তব্য, তাহা আপনিই স্থির হইয়া যায় । তজ্জন্ম গীতার নীতিশাস্ত্রের কথা স্বতন্ত্রভাবে উপদিষ্ট হয় নাই । অপি চ—“সর্ব ভূতে এক আত্মা” এই জ্ঞান বাহার সিদ্ধি হইয়াছে, তাহার বাসনাও শুদ্ধ হইয়াছে ; বুদ্ধি স্থির, সম, নিশ্চয়, নিম্পৃহ ও পবিত্র হইয়াছে ; তাহার মুক্তিলাভে আর কোন বাধা থাকিতে পারে না । অগ্রে বাসনা, পরে তদনুরূপ কৰ্ম । সুতরাং বাহার বাসনা শুদ্ধ, তাহার কৰ্ম অশুদ্ধ হইতে পারে না (তিলক) । ২৮ ।

সমভাবে বিরাজিত সর্বত্র ঈশ্বর

যে জন জ্ঞানের নেত্রে দেখে নরবর !

সে জন আপন হিংসা আপনি না করে,

তা হতে পরমগতি পায় সে সংসারে । ২৮ ।

প্রকৃতিৈব চ কৰ্ম্মাণি ক্রিয়মাণানি সৰ্ব্বশঃ ।

যঃ পশ্যতি তথাহ্মানম্ অকর্তারং স পশ্যতি ॥২৯॥

যদা ভূতপৃথগ্ভাবম্ একম্ অমুপশ্যতি ।

ততঃ এব চ বিস্তারং ব্রহ্ম সম্পাদ্যতে তদা ॥৩০॥

ঈশ্বরতত্ত্ব সম্বন্ধে ঘেরূপ দেখিতে হয় তাহা বলিয়া, প্রকৃতি সম্বন্ধে
কিরূপ দেখিতে হয়, তাহা বলিতেছেন । যঃ কৰ্ম্মাণি সৰ্ব্বশঃ প্রকৃত্যা এব
ক্রিয়মাণানি পশ্যতি—যে প্রকৃতিদ্বারাই সৰ্ব্বরূপে সৰ্ব্বক্রিয়া সম্পন্ন হয়, দেখে;
দেহ ইন্দ্রিয় মন রাগ দ্বেষ ইত্যাদি আকারে পরিণতা প্রকৃতি হইতে সৰ্ব্ব-
কৰ্ম্ম হয়, বুঝিতে পারে ; ৫।১১, ১৮।১৮ দেখ । তথা আত্মানম্ অকর্তারম্
পশ্যতি—আত্মা কোন কৰ্ম্ম করে না, দেখে । স পশ্যতি—সেই যথার্থ দেখে ।
আত্মার ও প্রকৃতির দ্বন্দ্বের পার্থক্য এখানে বিবৃত হইল । ২৯

পূৰ্ব্বোক্ত সমদর্শনের কথাই অত্র ভাবে বলিতেছেন (২৯) । যদা ভূত-
পৃথগ্ভাবম্—ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর (ভূতের) ভিন্ন ভিন্ন ভাব । ভূতসমূহের
নানাত্ব । একম্—একমাত্র ব্রহ্ম বা পরমেশ্বরে অবস্থিত ; ৬।৩০—৩১
ও ৯।৪ দেখ । ততঃ এব চ—এবং তাঁহা হইতেই । বিস্তারম্ অমুপশ্যতি—
সৰ্ব্ব ভূতভাবের বিস্তার বা প্রসার বুঝিতে পারে । যখন বুঝিতে “অবি-

প্রকৃতির দেখে সে দেহাদি যত, প্রকৃতি-বিকার,

ও আত্মার ইচ্ছারাই সৰ্ব্ব কৰ্ম্ম করে অনিবার ।

ব্রহ্ম প্রভেদ সৰ্ব্বশঃ প্রকৃতি কর্তা আত্মা কর্তা নয়,

যে দেখে, সেই ত' সত্য দেখে, ধনঞ্জয় ! ২৯ ।

বহু ভাবে ভিন্ন ভিন্ন ভূত সন্মুখায়

অবস্থিত আছে মাত্র একটা সত্তার

সেই এক হ'তে হয় সবার বিস্তার,

যে বুঝে যখন, হয় ব্রহ্ম লাভ তার । ৩০ ।

অনাদিহানিগুণত্বাৎ পরমায়ায়ম্ অব্যয়ঃ ।

শরীরস্থোহপি কৌন্তেয় ন কৰোতি ন লিপ্যতে ॥৩১॥

যথা সৰ্ববগতং সৌক্ষ্ম্যাদ্ আকাশং নোপলিপ্যতে ।

সৰ্ববত্ৰাবস্থিতো দেহে তথাহ্মা নোপলিপ্যতে ॥৩২॥

ভক্তং বিভক্তেযু" হ্মায়ে সাদ্বিক জ্ঞানের বিকাশ হয় (১৮।২০) । তদা
ব্রহ্ম সম্পদ্যতে—ব্রহ্মসম্পদ প্রাপ্ত হয় । ৩০ ।

যাহা উৎপত্তিমান বা সাদি, তাহারই বিনাশ হইতে পারে । কিন্তু অমর
পরমায়া অনাদিত্বাৎ—সেইরূপে উৎপত্তিমান বা সাদি নহেন বলিয়া । এবং
যাহা গুণযুক্ত, তাহাট গুণের বিকারে বিকার প্রাপ্ত হয়, কিন্তু পরমায়া
নিগুণত্বাৎ—প্রকৃতিগুণে অস্পৃষ্ট, গুণাতীত বলিয়া । অব্যয়ঃ—নির্কি-
কার । অতএব শরীরস্থঃ অপি ন কৰোতি, ন লিপ্যতে । নিঃ নাই,
প্রকৃতি গুণের সংস্পর্শ বাধাতে, তাহা নিগুণ, এইরূপ পদচ্ছেদ । “ব্রহ্ম
কিরূপ জ্ঞানিন্, যেমন বায়ু । সূক্ষ্ম হৃগ্নক সব বায়ুতে আস্চে, কিন্তু বায়ু
নির্লিপ্ত ।”—কণামৃত । ৩১ ।

পরমেশ্বরের নির্লিপ্ততা দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতেছেন । যথা সৰ্ববগতং—

দেহে ও জীবন্তাবে আত্মা বটে দেহসঙ্গে রয়

পরমায়ায় শরীরজ দোষে কিন্তু বিলিপ্ত না হয় ।

সম্বন্ধ তা' হয় বিকৃত যাহা সাদি ও সগুণ,

(৩১—৩৩) কিন্তু সেই পরমায়া অনাদি নিগুণ ।

তাই, দেহে থাকে তবু নির্লিপ্তকার রয়,

কর্ম নাহি করে, কিনা ফলে লিপ্ত নয় । ৩১ ।

সর্বব্যাপী আকাশ যেমন, ধনঞ্জয় !

সূক্ষ্ম বলি কোন দ্রব্যে উপলিপ্ত নয়,

আত্মাও সকল দেহে থাকি সেই মত

দেহের দোষে বা গুণে নির্লিপ্ত সতত । ৩২ ।

যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃৎস্নং লোকম্ ইমং রবিঃ ।

ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃৎস্নং প্রকাশয়তি ভারত ॥৩৩॥

ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়ো রেবম্ অন্তরং জ্ঞানচক্ষুষা ।

ভূতপ্রকৃতিমোক্ষকঃ যে বিদু র্যাস্তি তে পরম্ ॥৩৪॥

ইতি ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবিভাগযোগো নাম ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ ।

সৰ্বব্যাপ্ত । আকাশঃ । সৌন্দর্য্য—স্বল্প বলিয়া । কোন বস্তুতে, ন উপ-
লিপ্যতে—লিপ্ত হয় না । তথা সৰ্বত্র—সৰ্ব দেহে । অবস্থিতঃ আত্মা, ন
উপলিপ্যতে । ৩২ ।

আকাশের দৃষ্টান্তে আত্মার নির্লিপ্ততা বুঝাইয়া একগুণে সূর্য্যের দৃষ্টান্তে
দেখাইতেছেন যে, যাহা অন্য বস্তুকে প্রকাশ করে, তাহা সেই প্রকাশিত
বস্তুর দোষে গুণে লিপ্ত হয় না । যথা একঃ রবিঃ ইমং কৃৎস্নং লোকং
প্রকাশয়তি তথা ইত্যাদি স্পষ্ট । ক্ষেত্রী—ক্ষেত্রজ্ঞ । এক বচন । এক
ক্ষেত্রজ্ঞই কৃৎস্ন অর্থাৎ সমগ্র জগৎকে প্রকাশ করে । ক্ষেত্রজ্ঞ বা জীবাত্মা
যে বহু নহে, পরন্তু এক, এখানে স্পষ্টরূপে তাহা বলিয়াছেন । ৩৩ ।

ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ এবম্ অন্তরং—পূর্ব্বোক্ত প্রকার ভেদ । ভূত-প্রকৃতি-
মোক্ষক—ভূত, প্রকৃতি ও মোক্ষ । অর্থাৎ ভূত কাহারো, তাহাদের স্বরূপ
কি, কিরূপে উপর ? আর প্রকৃতি কি, তাহার স্বরূপ কি, কার্য্য কি,
সে কিরূপে পুরুষকে বদ্ধ করে ? এবং কিরূপে সেট প্রকৃতির বন্ধন হইতে

এক রবি করে যথা জগৎ প্রকাশ,

এক ক্ষেত্রী করে সৰ্ব্ব ক্ষেত্রের বিকাশ । ৩৩ ।

এ ভেদ ক্ষেত্রজ্ঞ ক্ষেত্রে, নিরপে যে জ্ঞাননেত্রে,

জীব আর প্রকৃতির স্বরূপ যেমন,

কেন জীব বদ্ধ হয়, কেমনে বা মুক্ত হয়,

যে বুঝে, সে ব্রহ্মপদে জুজায় জীবন । ৩৪ ।

৫০৮ প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেক জ্ঞানে মুক্তি ও ত্রয়োদশ অধ্যায়ের উপসংহার ।

মুক্ত হওয়া যায় । এই সকল তত্ত্ব, যে জ্ঞানচক্ৰ বা বিহঃ—বাহারা জ্ঞানচক্রে দেখে । তে পরং যান্তি—তাহারা ব্রহ্ম লাভ করে । ৩৪ ।

ত্রয়োদশ অধ্যায় শেষ হইল । যে তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শন হইতে (১১) সংসারনিবৃত্তি হয়, ত্রয়োদশ অধ্যায়ে তাহা বিবৃত হইয়াছে । ইহাই প্রকৃত গীতার তত্ত্বজ্ঞান । এই তত্ত্বজ্ঞান আর অন্য কোন শাস্ত্রে এত অল্প কথায় এমন পূর্ণভাবে উপদিষ্ট হয় নাই । ইহাতে দেহে ও জীবাশ্মার সম্বন্ধ (১) জগতে ও ঈশ্বরে সম্বন্ধ (২) জড় দেহের, জড় জগতের স্বরূপ, ধর্ম, উৎপত্তি-হেতু ও উপাদানাদি (৫—৬) জ্ঞানের স্বরূপ (৭—১১) একতত্ত্ব (১২—৭) প্রকৃতি পুরুষের স্বরূপ (১৯) তাহাদের মধ্যে যে সম্বন্ধ ও সেই সম্বন্ধের ফলে উৎপন্ন সংসারের স্বরূপ (২০—২১) পুরুষের স্বরূপ (২২) আত্মদর্শনের উপায় (২৪—২৫) স্থাবর জঙ্গম সর্ব সত্তার উৎপত্তি (২৬) প্রকৃতির ধর্ম ও আত্মার ধর্ম প্রভেদ (২৯) ঈশ্বরের স্বরূপ (৩১—৩৩) এবং প্রকৃতি-পুরুষ বিবেক জ্ঞানে মুক্তি উপদিষ্ট হইয়াছে । পরবর্তী অধ্যায় সকলে এই সকল তত্ত্বেরই বিস্তারিত বর্ণনা । চতুর্দশ অধ্যায়ে প্রকৃতির ত্রিগুণতত্ত্ব, পঞ্চদশ অধ্যায়ে পুরুষের সংসারতত্ত্ব, ষোড়শ অধ্যায়ে প্রকৃতির ত্রিগুণের সহিত সম্বন্ধহেতু মানুষের যে স্বভাব বৈচিত্র্য হয় এবং সপ্তদশ অধ্যায়ে ত্রিগুণের সংসর্গ হইতে মানুষের গুণ কর্মাদি যেরূপ বিভিন্ন হয়, তাহা বিবৃত হইয়াছে । তাহার পর অষ্টাদশ অধ্যায়ে সমগ্র গীতার সার সংগৃহীত হইয়াছে ।

বিকাইয়া অই পা'র পার্থ তত্ত্ব জ্ঞান পার,

শুণী তরে নিজগুণে, কি বৈচিত্র্য তার !

তবে ত হে, চক্রপানি ! তোমার মহিমা জানি,

গুণহীন “দাস” যদি সেই তত্ত্ব পার ।

কেন্দ্রকেন্দ্রবিভাগ-যোগ নামক ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

চতুর্দশোধ্যায়ঃ ।

গুণত্রয়বিভাগ-যোগঃ ।



শ্রীভগবান্ উবাচ ।

পরং ভূয়ঃ প্রবক্ষ্যামি জ্ঞানানাং জ্ঞানম্ উত্তমম্ ।

যজ্জ্ঞানান্না মুনয়ঃ সর্বেন পরাং সিদ্ধিম্ ইতো গতাঃ ॥১॥

প্রকৃতি পুরুষ দোহে ভিন্ন নয়,

ভিন্ন মনে হয় গুণসঙ্গবশে,

সে ভ্রম নিবারি কহিলা কংসারি

বিজ্ঞারে সংসার-চিত্র চতুর্দশে ।—শ্রীধর ।

১৩ অঃ ৭—১১ শ্লোকে জ্ঞানের অমানিত্বাদি বিংশতি রূপ বিবৃত হইয়াছে। তন্মধ্যে তত্ত্বজ্ঞানার্শদর্শন বা কৈত্রকৈত্রজ্ঞের জ্ঞানই প্রধান (১৩২)। সেই জ্ঞানের বাহা মূল সূত্র,—কৈত্র-কৈত্রজ্ঞবোগে বাবৎ বস্তুর উৎপত্তি (১৩২৬) এবং প্রকৃতির গুণসঙ্গই জীবের সংসারের কারণ

জ্ঞানের বিংশতি রূপ বলেছি তোমাগ

তার মাঝে শ্রেষ্ঠ বাচ্য কহি পুনরাগ ।

তত্ত্বদর্শী মুনিগণ লভিয়া যে জ্ঞান

সংসারবন্ধন হ'তে মুক্ত হ'রে যান । ১ ।

ইদং জ্ঞানম্ উপাশ্রিত্য মম সাধন্যম্ আগতাঃ।

সর্গে হপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ ॥২॥

(১৩।২১), তাহা পূর্বাধ্যায়ে সংক্ষেপে বলিয়াছেন। চতুর্দশ ও পঞ্চদশ অধ্যায়ে তাহা সবিস্তারে পুনর্কীর (ভূয়ঃ) বলিতেছেন।

কিরূপে ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজের সংযোগ হয়, শুণ কি কি ? কোন্ শুণ কি ভাবে জীবকে সংসারে বদ্ধ করে ; কিরূপে শুণ-বন্ধন হইতে মুক্ত হওয়া যায়, ইত্যাদি ক্ষেত্রসম্বন্ধীয় উপদেশ এই চতুর্দশ অধ্যায়ে দিয়াছেন। তত্ত্ব-জ্ঞানের অপরাংশ ক্ষেত্রজসম্বন্ধীয় উপদেশ পঞ্চদশ অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে। এই দুই অধ্যায় ত্রয়োদশ অধ্যায়েরই সম্প্রসারণ।

জ্ঞানানাম্ উত্তমং—পুরুষোক্ত বিংশতি রূপ জ্ঞানের মধ্যে যাহা শ্রেষ্ঠ। সেই পরমং জ্ঞানং। ভূয়ঃ প্রবক্ষ্যামি—পুনর্কীর বলিব। যৎ জ্ঞানম্ সর্বম্ নুনয়ঃ—যাহা জানিয়া তত্ত্বদর্শী জ্ঞানিগণ। ইতঃ এই সংসারবন্ধন হইতে। পরাং সিদ্ধিং গতাঃ—মুক্তিরূপা পরমা সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। ১।

ইদং জ্ঞানম্ উপাশ্রিত্য—বক্ষ্যমাণ এই জ্ঞান আশ্রয় করিয়া। মম সাধন্যম্ আগতাঃ—আমার সমান-ধন্যতা লাভ করিয়া। তাঁহারা সর্গে অপি ন উপজায়ন্তে—সৃষ্টিকালে উৎপন্ন হইবেন না। প্রলয়ে চ ন ব্যথন্তি—এবং প্রলয়কালেও ব্যথা অনুভব করেন না।

এই শ্লোক হইতে স্পষ্ট বুঝা যায়, যে মুক্ত পুরুষেরও স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব থাকে। তাহা না হইলে, তাঁহাদের সম্বন্ধে—“সর্গে হপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ”,—এ কথা বলা যায় না। বেদান্ত বলেন,—মুক্ত পুরুষ ত্রৈলোক্যের সমান সর্ববিধ ভোগ উপভোগ করেন মাত্র (বেদান্ত-সূত্র ৪।৪।২১) ; যথা, তিনি স্বরাট্ (পূর্ণ স্বাধীন) হইবেন, সর্ব লোকে কামচারী হইবেন

পাইয়া আমার ভাব এ জ্ঞান-আশ্রয়ে

না জন্মে সৃষ্টিতে, ব্যথা না পায় প্রলয়ে । ২।

মম যোনির্মহদ্বক্ষ তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্ ।

সম্ভবঃ সর্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত ॥৩॥

• (৪.৪।১৮ সূত্র), কিন্তু একের সমান সর্ব শক্তি লাভ করেন না ; তিনি জগতের সৃষ্টি স্থিতি গয় করিতে পারেন না । “জগদ্ব্যাপারবর্জম্”—বেদান্ত-দর্শন ৪.৪।১৭ সূত্রে তাহা স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে । সূত্রটি মূল অবস্থাতেও জীব এবং জৈবের ভেদ থাকিয়া যায় । ২ ।

একণে প্রতিজ্ঞাত জ্ঞান বলিতেছেন । হে ভারত ! মহদ্বক্ষ মম যোনিঃ । সর্ব কার্য বা সৃষ্ট বস্তু হইতে বৃহৎ, অধিক বলিয়া মহৎ (শং) ; অথবা দেশ-কাল-অপরিচ্ছিন্ন বলিয়া মহৎ (শ্রী) । এবং ব্রক্ষ—বৃন্চ্ বৃদ্ধি হওয়া, বিস্তৃত হওয়া+মন্ ; যাহা সর্ব বস্তুর বৃদ্ধি বা ব্যাপক, তাহা ব্রক্ষ । মহদ্বক্ষ—ঐশ্বর্য্যবিকা প্রকৃতি, মায়ী (শং) । এই মহদ্বক্ষই পুরাণের আত্মশক্তি, মহামায়ী—সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়করী । সেই প্রকৃতি মম যোনিঃ—গর্ভাধানস্থান স্বরূপ । তস্মিন্—সেই প্রকৃতিতে । অহং গর্ভং দধামি—সর্ব ভূতের কারণ-ভূত বীজ (শং) স্থাপন করি, চৈতন্য শক্তির সঞ্চার করি । ততঃ—সেই সংযোগ হইতে । সর্বভূতানাম্ সম্ভবঃ ভবতি—সর্ব ভূতের উৎপত্তি হয় ।

যা কিছু পদার্থ, পার্থ, আছে এ সংসারে,
ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রস্থ যোগে, বলেছি তোমারে ।
হরের মিলনে এট জগৎ সৃজন,
কে কিছু করায় সেই হরের মিলন ?
প্রকৃতি চেতনাহীন হয় স্বভাবতঃ
পুরুষ চেতন, কিন্তু নিষ্ক্রিয় সতত ।
সে হরে তপাশি হয় যে ভাবে মিলন,
যে ভাবে প্রকৃ.ত-গুণে বদ্ধ জীবগণ,
সে বন্ধন হ'তে জীব কিসে মুক্তি পায়,
সে পরম তত্ত্বকথা শুন সমুদায় ।

সর্বযোনিষু কোন্তেয় মূর্তয়ঃ সম্ভবন্তি বাঃ ।

তাসাং ব্রহ্ম মহদ্যোনি রহং বীজপ্রদঃ পিতা ॥৪॥

সেই মহৎ যোনি, যাহা হইতে সর্ব ভূতের উৎপত্তি, তাহা যে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে, তাহা বুঝাইবার জন্যই, তাহাকে মহদ্ব্রহ্ম বলিয়াছেন । ৩ ।

যত প্রকার জীবযোনি আছে, সেই সর্বযোনিষু বা মূর্তয়ঃ সম্ভবন্তি—যাহা কিছু মূর্তিমান বস্তু উৎপন্ন হয় । মহৎ ব্রহ্ম তাসাং যোনিঃ—তাহাদের উৎপত্তিহেতু । অহং বীজপ্রদঃ পিতা । মহৎ ব্রহ্ম তাহাদের মাতৃস্থানীয় এবং আমি পিতৃস্থানীয় । ব্রহ্মই প্রত্যেক ভূতে পিতৃরূপে মাতৃরূপে, পরমেশ্বর পরমেশ্বরীরূপে বিরাজিত ।

প্রতি মুহূর্ত্তে যে অসংখ্য জীবের জন্ম হইতেছে, তাহাদের কাহারও জন্ম আকস্মিক নহে । সকলেই এক নিয়মে আবদ্ধ । ভগবান্‌ই প্রত্যেক জীবের নিজ নিজ কর্মের অনুসরণে দেহ গ্রহণপূর্ব্বক জন্মলাভ করিবার কারণ । তিনিই প্রত্যেক জীবকে উপযুক্ত পিতৃ-শরীরে প্রবেশ করাইয়া,

সর্ব সৃষ্ট বস্তু হ'তে যে বস্তু মহৎ,
পরিব্যাপ্ত যাহে এই বিশাল জগৎ,
জীবসৃষ্টি- সেই যে মহৎ ব্রহ্ম, কোরব-কুমার !
তব যোনি মম—গর্ভাধান স্থান সে আমার ।
সেই মহদ্ব্রহ্মবক্ষে করি অধিষ্ঠান
জগৎ-উৎপত্তি-হেতু করি গর্ভাধান ।
আমার যে আত্মভাব ভরত-নন্দন,
বীজরূপে সে যোনিতে করি হে স্থাপন ।
আমা হ'তে সেই হয়ে এই যে মিলন,
তাহে হর সমুদয় ভূতের সৃজন । ৩ ।

সব্বং রজঃ স্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ ।

নিবদ্ধন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনম্ অব্যয়ম্ ॥৫॥

পরে উপযুক্ত মাতৃগর্ভে স্থাপন করিবার কারণ ; এবং সেই গর্ভ রক্ষাপূর্বক তাহার জন্ম লাভের কারণ । আর তিনিই স্বয়ং জীব হইয়া, পিতামাতা হইয়া, এবং পিতামাতা হইতে শরীর ধারণ পূর্বক সম্ভাবন হইয়া জন্ম লইবার কারণ । ৪ ।

অতঃপর প্রকৃতির গুণ কি কি, এবং সেই ত্রিগুণের ভাবে ক্ষেত্র যে ভাবে রঞ্জিত হইয়া, ক্ষেত্রজ পুরুষকে যে ভাবে রঞ্জিত করে, তাহাকে সংসারে আবদ্ধ করে, ৫—১৮ শ্লোকে তাহা বলিতেছেন ।

হে মহাবাহো ! প্রকৃতি-সম্ভবাঃ সর্বং রজঃ স্তমঃ ইতি গুণাঃ—প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন, “গুণাঃ” এই পারিভাষিক নামে অভিহিত সর্ব, রজঃ, স্তমঃ, এই তিন ভাব । অব্যয়ং দেহিনং নিবদ্ধন্তি—দেহাভিমানী জীব বাহা প্রকৃত পক্ষে অব্যয়, নির্লিপিকার, তাহাকে বদ্ধ করে ; স্থখ দুঃখ মোহাদি পাশে আবদ্ধ করে । (দেহাভিমান-যুক্ত জীবকে নহে) ।

ত্রিগুণতম্ । ত্রিগুণ কি, এ বিষয়ে মতভেদ আছে । সাংখ্য-দর্শন মতে ত্রিগুণ প্রকৃতির অঙ্গ । গুণে ও প্রকৃতিতে অনঙ্গী ভাব । ত্রিগুণের যে সমষ্টি ও সাম্যাবস্থা, তাহাই প্রকৃতি । প্রকৃতি পুরুষের অধীন নহে । প্রকৃতি পুরুষ দুই স্বতন্ত্র তত্ত্ব ।

ঈশ্বরের দেবতা দানব যক্ষ রাক্ষস কিন্নর ।

প্রেরণায় নর পশু পক্ষী আর বৃক্ষাদি স্থাবর

সর্ব জীবের চরাচরে সমস্ত যোনিতে, কুন্তী-মূত !

জন্ম মূর্ত্তিমান বস্তু হয় যা’ কিছু উদ্ভূত ।

মহৎ ব্রহ্ম—মহামায়ী, মাতৃরূপা তা’র,
বীজপ্রদ পিতা পার্থ, আমিই তাহার । ৪ ।

সাংখ্যের এই বৈতবাদ বেদান্তে নাই । শ্রুতি অনুসারে তব্ব একই । তাহা ব্রহ্ম । ব্রহ্মের বাহা পরা শক্তি, তাহা মায়া । আর সেই মায়াই এক ভাব প্রকৃতি (তৃতীয় পরিশিষ্ট দেখ) ; এবং বাহার সেই মায়া, তিনিই মহেশ্বর বা ব্রহ্ম । “মায়াস্ত প্রকৃতিং বিজ্ঞাৎ মায়িনস্ত মহেশ্বরম্” । শ্বেতাশ্বতর —৪।১০ । অতএব প্রকৃতির স্বতন্ত্র সত্তা নাই । তাহা ব্রহ্মেরই এক ভাব ।

গীতার উত্তর মতের সামঞ্জস্য পাই । ভগবান্ বলিয়াছেন, আমিই জগতের পরম কারণ (৭।৬) ; প্রকৃতি আমার, ৭।৪—৫ । অর্থাৎ আমারই এক ভাব । ত্রিগুণ প্রকৃতি-সম্ভব (১৪।৫) । আমার অধিষ্ঠানে প্রকৃতি জগৎ প্রসব করে (৯।১০) । সেই জগতে যে সকল সাত্ত্বিক রাজ-সিক ও তামসিক ভাব, সে সকল আমি হইতে হয় (৭।১২) । ইহাই আমার শুণময়ী দৈবী মায়া (৭।১৪) ।

ইহা হইতে বুঝা যায় যে, পরমেশ্বর হইতে পরমা প্রকৃতি গর্ভে এই তিন গুণের উদ্ভব । সৃষ্টির প্রারম্ভে তাহার দৈবী মায়ায় ত্রিবিধ বিকাশ ভাবই “ত্রিগুণ ।” ভগবানের সং চিৎ ও অননন্দ্ ভাবের প্রতিক্রিয়া, পরমা প্রকৃতির সত্ত্ব রজঃ ও তমোগুণ । প্রকৃতির অলস নিশ্চেষ্ট ভাব তমঃ ; চঞ্চল সক্রিয় ভাব রজঃ এবং সংযত শাস্ত সক্রিয় ভাব সত্ত্ব । তমঃ জড়াবস্থা, রজঃ চঞ্চলাবস্থা ও সত্ত্ব শাস্ত সংযত অবস্থা । তমঃ শক্তির অপ্রকাশ, রজঃ নিম্ন-তর শক্তির প্রকাশ ও সত্ত্ব উচ্চতর শক্তির বিকাশ । শুণ অর্থাৎ রজ্জুর দ্বারা তাহারা জীবকে বন্ধ করে, তজ্জন্ত তাহাদের নাম শুণ । ৫ ।

এই ভাবে আমি হ’তে লভি কলেবর

শুণত্রয় শুণ হে, যে ভাবে ভ্রমে সংসার তিতর ।

যে ভাবে সত্ত্ব রজঃ তম তিন, প্রকৃতি-সম্ভূত

জীবকে “শুণ” এই নামে হয় বাহারা বিদিত

বন্ধ করে দেহী জীবকে বন্ধ করে, কোরব-কুমার !

যদিও সে স্বরূপতঃ মুক্ত নির্বিকার । ৫ ।

তত্র সত্ত্বং নির্যমলত্বাৎ প্রকাশকম্ অনাময়ম্ ।

সুখসঙ্গেন বরাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ ॥৬॥

.একগে কোন কোন গুণ কি করিয়া এবং কি ভাবে জীবকে বদ্ধ করে তাহা বলিতেছেন । তত্র সত্ত্বং—সেই তিনের মধ্যে সত্ত্বগুণ । নির্যমলত্বাৎ—নির্যমল, স্বচ্ছ বলিয়া । প্রকাশকম্—যেমন সূর্য্য স্বয়ং নির্যমল, উজ্জল এবং অল্প বস্তুকে উজ্জলিত করিয়া প্রকাশিত করে, তদ্রূপ সত্ত্বগুণ আপনি নির্যমল ও অল্প বস্তুকে উজ্জলিত করিয়া প্রকাশিত করে । এবং তাহা অনাময়ম্—নিকপদ্রব, শাস্তিময় ভাষযুক্ত ; সত্ত্বরাং সত্ত্বের বিকাশে হৃদয়ে শাস্তির উদয় হয় । এই হেতু সত্ত্ব গুণ, স্বকার্য্য, সুখসঙ্গেন জ্ঞানসঙ্গেন চ বরাতি—চিত্তবৃত্তি সমূহ শাস্ত হওয়ায়, সুখ জন্মাইয়া এবং প্রকাশক বলিয়া জ্ঞান জন্মাইয়া সুখের ও জ্ঞানের অভিমানে বদ্ধ করে । জীব, আমি সুখী, আমি জ্ঞানী ভাবিয়া তদনুরূপ কর্মে প্রবৃত্ত হয় এবং তাহার ফলে সংসারে বদ্ধ হয় ।

এই জ্ঞান বিষয়জ্ঞান বা বৃত্তিজ্ঞান এবং এই সুখও বিষয়সুখ । ইহারা আত্মজ্ঞান এবং আত্মার আনন্দ স্বরূপ নহে ; পরন্তু সাদৃতিক অন্তঃকরণের

যে গুণে যে ভাবে দেহী দেহে বদ্ধ হয়

অতঃপর সংক্ষেপতঃ গুন সমুদয় ।

সত্ত্বগুণ

সত্ত্ব গুণ নামে বাহা সে তিন মাঝারে

অতিশয় নিরমল জানিবে তাহারে ;

বিবিধ বস্তুকে তাহা প্রকাশিত করি

জ্ঞান রূপ

জন্মায় বিবিধ জ্ঞান, কৌরব-কেশরি ।

ইহার ধর্ম

সত্ত্বের অপর গুণ, তাহা শাস্তিময়,

তা' হ'তে অন্তরে হয় সুখের উদয় ।

সুখ আর জ্ঞান সত্ত্ব জন্মারে অন্তরে

সুখী জ্ঞানী অভিমানে জীবে বদ্ধ করে । ৬ ।

রজো রাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবম্ ।

তন্নিবগ্নাতি কৌন্তেয় কৰ্ম্মসঙ্গেন দেহিনম্ ॥৭॥

ধর্ম—ক্ষেত্রধর্ম, ১৩৬ ও ১৩১১ শ্লোক দেখ । ইন্দ্রিয়দ্বারে বিষয় প্রকাশ হইলে, বিষয়ের প্রকৃত সৌন্দর্য্য মহত্ব ও পূর্ণত্বাদি অনুভব করিয়া যে চিত্ত-প্রসাদ Aesthetic Pleasure জন্মে, তাহাই সব গুণক সূত্র । তাহা ইন্দ্রিয়-পরায়ণের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিজনিত সূত্র নহে । ৬ ।

হে কৌন্তেয় ! রজো রাগাত্মকং বিদ্ধি—রজোত্তমকে রাগাত্মক, রাগই তাহার স্বরূপ (মধু) অথবা রাগের হেতুভূত (রামা) জানিও । তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবং—তাঁহা হইতে তৃষ্ণা ও সঙ্গ বা আসক্তির উদ্ভব । তৎ—

ভোগের সামগ্রী যত আছে ত্রিভুবনে

সে সবার উপভোগ স্বরূপে চিস্তনে

রজোত্তম

রঞ্জিত—অদ্বিতীয় জীবের হৃদয়,

বস্তুখণ্ড গৌরবাদি-যোগে যথা হয় ।

হৃদয়ের এ যে ভাব, রাগ নাম তার

রজোত্তম হ'তে হয় এ ভাব-সঞ্চারণ ।

রাগ তৃষ্ণা

রজের স্বরূপ ইহা ; ইহা হ'তে হয়

ইহার ধর্ম

ইষ্ট বস্তু উপভোগে তৃষ্ণার উদয় ।

সে বস্তু পাইলে প্রীতি জনমে অস্তরে

অনুরাগে মনে তারে আলিঙ্গন করে ;

অবিরত লগ্নমত তার সনে রয়,

আসক্ত তাহার নাম, কৌরব-তনয় !

এই তৃষ্ণা, এ আসক্ত—এরই বশে, হয় !

কৰ্ম্মাসক্ত জীব যত সূত্রে আশায় ।

এই ভাবে কৰ্ম্মাসক্ত জাগারে অস্তরে

রজোত্তম, হে কৌন্তেয় ! জীবে বদ্ধ করে । ৭ ।

তম স্বজ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং সর্বদেহিনাম্ ।

প্রমাদালম্ভানিদ্ৰাতি স্তম্ভিবদ্রাতি ভারত ॥৮॥

সেই রজোগুণ । কর্ম্মসংগ্ৰন—কর্ম্মসংক্রিয় দ্বারা । দেহিনং নিবদ্রাতি—
দেহাভিমানী জীবকে নিবদ্ধ করে । রজোগুণবশে জীব সুখলাভের লোভে
নানা কন্মে আসক্ত হইয়া সংসারে আবদ্ধ হয় ।

রাগ, ক্রোধ, আসঙ্গ—এই তিন, একই ভাবেই ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা মাত্র ।
কপ রসাদি বিষয় ইন্দ্রিয়ের বা মনের বিষয়ীভূত হইলে, তাহাতে তদন্থে
একটি রাগ পড়ে, যেমন গৈরিকাদি-সংযোগে বস্ত্রধও রঞ্জিত হয় । ইহার
নাম রাগ বা রঞ্জন, রং করা । সেই ভাব প্রীতিকর বোধ হইলে তাহা
পাইবার জন্ত ইচ্ছা হয় । দ্বায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ ইত্যাদি দেখ (২।৬২) ।
এবং তাহা প্রাপ্ত হইলে পর, চিত্ত যেন তাহাতে সংলগ্ন হইয়া থাকে ।
আসঙ্গ—আ+সনজ আলিঙ্গন করা+ধণ্ডা । যে বস্তুর দ্বারা চিত্ত প্রাপ্ত
অভিলষিত বস্তুতে প্রীতিযুক্ত হইয়া, তাহাতে সংলগ্নবৎ থাকে, তাহার
নাম আসঙ্গ বা আসক্ত । আর অপ্রাপ্ত বিষয়ের প্রতি আকাঙ্ক্ষার নাম
ক্রোধ । ৭ ।

তমঃ ২ অজ্ঞানজং বিদ্ধি—প্রকৃতির যাহা আবরণী শক্তি, যাহা পদার্থ
সকলের যথাযথ জ্ঞান লাভে বাধা উৎপাদন করে, তাহা অজ্ঞান ; ইহা সর্বের
বিপরীত । তমঃ সেই অজ্ঞানাত্মক হইতে উৎপন্ন জানিত (জী) । অতএব

তমোগুণ

প্রকৃতির আবরণী শক্তি যা' অর্জুন !

তাহাই অজ্ঞান, তাহে জন্মে তমোগুণ ।

নিদ্ৰালম্ভ

দেহধারী যত জীব সংসার তিতর,

প্রমাদ

এই গুণ তাহাদের ভ্রান্তির আকর,

উহার ধর্ম

প্রমাদ আলস্ত নিদ্ৰা প্রকটিত করি

পুরুষে আবদ্ধ করে, ভারত-কেশরি ! ৮ ।

সদঃ সুখে সঞ্জয়তি রজঃ কৰ্ম্মণি ভারত ।

জ্ঞানম্ আবৃত্য তু তমঃ প্রমাদে সঞ্জয়তুত ॥৯॥

তাহা সৰ্বদেহিনাং মোহনং—সৰ্ব জীবের মোহজনক ; ভ্রান্তি উৎপাদন করে। তৎ—সেই তমঃ। প্রমাদ—অনবধানতা। আলস্ত—অশুশ্রম। নিদ্রা—অবসাদবশতঃ বুদ্ধির ও বাহ্যেজ্ঞের উপরম। এই প্রমাদ-আলস্ত-নিদ্রাতিঃ নিবদ্ধাতি—জীবকে নিবদ্ধ করে। ৮।

পূৰ্বোক্তের মধ্যেও আবার যাহার যাহা বিশেষ কার্য্য তাহা বলিতেছেন, শোক দুঃখাদির বহু কারণ বিজ্ঞমান থাকিতেও, সদঃ। সুখে সঞ্জয়তি—জীবকে সুখাতিমুখী করে। আবার সুখ সন্তোষাদির কারণ স্বভাবতঃ বিজ্ঞমান্ সবেও রজঃ—রজোগুণ। নব নব সুখ লাভের জন্য জীবকে কৰ্ম্মণি সঞ্জয়তি—কৰ্ম্মে অশ্রুত করে। তমঃ তু, জ্ঞানম্ আবৃত্য—জ্ঞানকে আবৃত করিয়া। প্রমাদে সঞ্জয়তি উত—অনবধানতাদিতে সংযুক্ত করে। উত—ইত্যাদি, অর্থাৎ আলস্ত, নিদ্রাদি। জ্ঞানে যাহা শ্রেয়স্কর বলিয়া স্থির হয়, তমোগুণ প্রমাদ আলস্ত নিদ্রাদিক্রমে তাহা করিতে দেয় না। ৯।

ত্রিগুণের ধৰ্ম্ম এই, কুরুবংশধর !

ত্রিগুণের বিশেষ যে কৰ্ম্ম যার, শুন অতঃপর ।

বিশেষ কৰ্ম্ম বিবিধ দুঃখের হেতু থাকিতে সংসারে

সদঃ গুণ জীবে সুখে অশ্রুত করে ।

নব নব সুখ লাভ তরে, হে অৰ্জুন !

জীবে কৰ্ম্মে অশ্রুত করে রজোগুণ ।

জ্ঞানে সমাবৃত করি তমোগুণ আর

করে পার্শ্ব, নিদ্রালস্ত-প্রমাদ-সঞ্চার । ৯ ।

রজস্তম্ভাভিভূয় সত্বং ভবতি ভারত ।

রজঃ সত্বং তমশ্চৈব তমঃ সত্বং রজস্তথা ॥১০॥

একপ হওয়ার কারণ, সৰ্ব্ব সময়ে তাহারা সমভাবে থাকে না। এই তিনের স্বভাবই এই যে, তাহারা পরস্পর আশ্রিত ও নিত্য সহচর হইলেও প্রত্যেকে অন্য দুইটাকে অভিভূত করিতে চেষ্টা করে,—সাংখ্য-কারিকা, ১২। স্বভাব বা পূৰ্ব্ব কৰ্ম্মবশে (রামা) কখন, রজ ও তমকে অভিভূত—দুৰ্ব্বল করিয়া। সত্বং ভবতি—সত্ব প্রবল হয়। তখন সত্বের কার্য্য, জ্ঞান সুখ প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। কখন সত্ব ও তমকে দুৰ্ব্বল করিয়া রজঃ প্রবল হয়, তখন তাহার কার্য্য, রাগ তৃষ্ণাদি উৎপন্ন হয়। আর কখন সত্ব ও রজকে দুৰ্ব্বল করিয়া তমঃ প্রবল হয়। তখন তাহার কার্য্য, প্রমাদ আলস্তাদি উৎপন্ন হয়। ১০।

একপ যে হয় তার কারণ, অর্জুন !

সৰ্ব্ব কালে সমভাবে না রয় ত্রিগুণ ।

ত্রিগুণের তিনে নিত্য সহচর, তবু পরস্পরে

স্বভাব পরস্পর দুৰ্ব্বল করিতে চেষ্টা করে ।

রজ আর তমোগুণে করিয়া দুৰ্ব্বল

স্বভাবের বশে সত্ব যখন প্রবল

জানিবে তাহার কার্য্য প্রকাণে তখন

জ্ঞান সুখ শান্তি আদি, ভরত-নন্দন !

তমঃ সত্বে হীন করে যবে রজোগুণ,

জন্মে কৰ্ম্মে অমুরাগ তৃষ্ণাদি, অর্জুন !

হীন করে সত্ব রজে তমোগুণ যবে,

প্রমাদ আলস্ত নিদ্রা জনমে চে, তবে । ১০

সর্বদ্বারেষু দেহে হস্মিন্ প্রকাশ উপজায়তে ।

জ্ঞানং যদা তদা বিজ্ঞাদ্ বিবৃদ্ধং সত্ত্বম্ ইতুত ॥১১॥

সত্ত্বাদি বর্জিত হইলে যে যে বিশেষ লক্ষণ হয়, তাহা বলিতেছেন ।
অস্মিন্ দেহে, সর্বদ্বারেষু—এই দেহে জ্ঞানের দ্বারস্বরূপ চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয়
সকলে । যদা প্রকাশ (সতি)—যখন শব্দাদি বিষয় সকল প্রকাশিত
হইলে । জ্ঞানম্ উপজায়তে—জ্ঞানের বিকাশ হয় (বাসী) । তদা
সত্ত্বং বিবৃদ্ধম্ ইতি বিজ্ঞাৎ—তখন সত্ত্ব বলবান্ জানিবে । উত—আরও
অর্থাৎ শ্রুত শান্তি প্রভৃতি লক্ষণদ্বারাও সত্ত্বের বৃদ্ধি জানিবে ।

সত্ত্ব বর্জিত হইলে সমস্ত জ্ঞানেন্দ্রিয়শক্তি বলবতী হয় । অতঃকরণ
অধিকতর সত্যের পরিচয় পাঠিতে থাকে । সাক্ষিকর চক্ষু অন্তের চক্ষু

নয়ন, শ্রবণ আদি ইন্দ্রিয় নিকর

এ দেহে জ্ঞানের দ্বার যাহা, নরবর !

বিবৃদ্ধ

যে সকলে রূপ, রস গন্ধাদি বিষয়

সত্ত্বগুণের

যথাযথ প্রকাশিত হ'লে সমুদয়,

লক্ষণ

জ্ঞানের বিকাশ হয় অদয়ে যখন,

সত্ত্ব গুণ বলবান্ জানিবে তখন ।

নয়ন শ্রবণ আদি ইন্দ্রিয় সকল

সত্ত্ব বলবানে রয় অধিক প্রবল ;

রূপজ্ঞানে সমধিক নিপুণ নয়ন,

শব্দবোধে পটুতর শ্রবণ শ্রবণ,

সমধিক রসগ্রাহী রসন-ইন্দ্রিয়,

স্রাণে পটুতর নাসা, স্পর্শ স্পর্শেন্দ্রিয় ।

অন্তের অধিক জ্ঞান সত্ত্বগুণী পার,

শ্রুত-শান্তি-বিকাশেও সত্ত্ব জানা যায় । ১১ ।

লোভঃ প্রবৃতি রারম্ভঃ কৰ্ম্মণাম্ অশমঃ স্পৃহা ।

রজস্বেতানি জায়ন্তে বিরুদ্ধে ভরতর্ষভ ॥১২॥

অপ্রকাশো হপ্রবৃতিশ্চ প্রমাদো মোহ এব চ ।

তমস্বেতানি জায়ন্তে বিরুদ্ধে কুরুনন্দন ॥১৩॥

অপেক্ষা অধিক রূপগ্রাহী ; তাহার কর্ণ অথবা কর্ণ অপেক্ষা অধিক শব্দগ্রাহী ইত্যাদি । যে সকল হইতে সাধারণে কিছুই জ্ঞান লাভ করিতে পারে না, সাত্বিক ব্যক্তি সে সকল হইতেও অনেক জ্ঞান লাভ করে । ১১ ।

রজসি বিরুদ্ধে—রজঃ বঙ্কিত হইলে । এতানি—এই সকল লক্ষণ । জায়ন্তে । যথা, লোভঃ—অশ্রায়া বিষয়-স্পৃহা । প্রবৃতিঃ—নিপ্রয়োজনেও কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়ার ইচ্ছা । কৰ্ম্মণাম্ আরম্ভঃ—উজ্জ্বলের সহিত নানাবিধ কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া । আরম্ভ—উজ্জ্বল (মধু) । অশমঃ—অ-শম, অশান্তি । ইচ্ছা করিবার পরে আশ্রয় ইচ্ছা করিব, এইরূপ আকাঙ্ক্ষার অনিবৃতি । স্পৃহা—অযোগ্য বস্তুতে লালসা । ১২ ।

তমসি বিরুদ্ধে এতানি জায়ন্তে—তমোগুণ বঙ্কিত হইলে এই সকল লক্ষণ হয় । অপ্রকাশঃ—জ্ঞান না জন্মান । অপ্রবৃতিঃ—কার্য্যে অচেষ্টা, আলস্য । প্রমাদঃ—অনবধানতা । মোহঃ—জ্ঞাতব্য বিষয়ের অগণা জ্ঞান, স্মৃতিভ্রংশ ।

রজোগুণ বলবান অশ্বরে যখন

দেখিবে, ভরতর্ষভ ! এ সব লক্ষণ,—

বিরুদ্ধ অশুচিত অভিলাষ নিবিধ বিষয়ে,

রজোগুণের বিবিধ বিষয়ে সঙ্গ প্রবৃতি জদয়ে,

লক্ষণ উজ্জ্বলে নিবিধ কার্য্যে চেষ্টা নিরন্তর,

এ কৰ্ম্ম করিয়া পুনঃ করিব অপর,

এরূপ ইচ্ছায় চিত্ত সন্তত আকুল

ভোগ্য বস্তু-লালসায় জদয় ব্যাকুল । ১২ ।

যদা সত্ত্ব প্রবৃদ্ধে তু প্রলয়ং যাতি দেহভূৎ ।

তদোত্তমবিদাং লোকান্ অমলান্ প্রতিপদ্যতে ॥১৪॥

রজসি প্রলয়ং গতা কৰ্ম্মসঙ্গিযু জায়তে ।

তথা প্রলীন স্তমসি মূঢ়াযোনিষু জায়তে ॥১৫॥

আলস্য প্রমাদ ও মোহ তমোগুণের ধর্ম ; অতএব অলস ব্যক্তির পক্ষে সাত্বিক জ্ঞান, সাত্বিকী বুদ্ধি, ইহ পরলোকে উন্নতির সম্ভাবনা বড় অল্প । যে উত্তমী ও পরিশ্রমী, তাহার অল্প দোষ থাকিলেও, সে নিকর্ম্ম অলস অপেক্ষা অনেক ভাল । ১৩ ।

দেহভূৎ—দেহধারী জীব । যদা সত্ত্ব প্রবৃদ্ধ প্রলয়ং যাতি—সম্ভব-কালে মৃত হয় । তদা উত্তমবিদাম্ অমলান্ লোকান্—ব্রহ্মাদি দেবগণের নাম উত্তম ; তাহাদের সেবক, উত্তমবিৎ । তাহারা যে লোকে গমন করেন, সেই অমল অর্থাৎ রজস্তম বা অজ্ঞানরূপ মলশূণ্য দেবলোক প্রভৃতি । প্রতিপদ্যতে—প্রাপ্ত হয় । ১৪ ।

রজসি—রজোবুদ্ধিতে । প্রলয়ং গতা—মৃত্যু হইলে । কৰ্ম্মসঙ্গি-কৰ্ম্মাসক্ত মনুষ্য-লোকে । জায়তে—জন্ম লাভ করে । তথা স্তমসি—তমোবুদ্ধিতে । প্রলীনঃ—মৃত । মূঢ়াযোনিষু জায়তে—মূঢ় যোনিতে জন্ম লাভ করে । মূঢ় যোনি—যে যোনিতে জন্মিলে মূঢ় হইতে হয়, জ্ঞান ধর্ম্মাদি বিকাশের উপায় থাকে না, তাহা মূঢ় যোনি । তামসিক ভাবাপা মনুষ্যযোনি (১৩।১৩, ২০) এবং পশ্বাদি যোনি, মূঢ় যোনি । ১৫ ।

বিবৃদ্ধ না হয় জ্ঞান মাঝে জ্ঞানের উদয়,

তমোগুণের জনমে যে জ্ঞান, তা'ও যথার্থ নয়,

লক্ষণ প্রমাদ, আলস্য আর,—হে কুরুনন্দন !

তমোবলবানে হয় এ সব লক্ষণ । ১৩ ।

সব গুণ বুদ্ধিকালে যায় যার প্রাণ

পার রজস্তমোহীন দেবলোকে স্থান । ১৪ ।

কৰ্মণঃ স্কৃতশ্চাহঃ সাত্বিকং নিশ্চলং ফলম্ ।

রজসস্তু ফলং দুঃখম্ অজ্ঞানং তমসঃ ফলম্ ॥১৬॥

স্কৃতশ্চ কৰ্মণঃ সাত্বিকং নিশ্চলং ফলম্—সাত্বিক পুণ্য কৰ্ম্মের ফল সাত্বিক এবং অধিকতর নিশ্চল, তাহাতে পাপের মলা থাকে না। আহঃ—পণ্ডিতেরা বলেন। রজসঃ তু—রাজস কৰ্ম্মের। ফলং দুঃখং। তমসঃ—তামসিক কৰ্ম্মের। ফলম্ অজ্ঞানম্। সাত্বিকাদি কৰ্ম্মের লক্ষণ ১৮ অঃ ২৩—২৫ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

সব গুণ হইতে অশুরে এক প্রকার সুখময় শান্তিময় ভাবের উদয় হয় ; এবং যেন অশুরের সমস্ত অঙ্গকার চলিয়া যায়। রজোগুণ হইতে সর্ব শরীরে যেন এক প্রকার তীক্ষ্ণ-তীব্র উত্তেজনার ভাব, কি এক প্রকার অস্থিরতা, অশান্তির ভাব উপলব্ধ হয়। মন বা কোন ইচ্ছির কোন এক বিষয়েই অধিকক্ষণ স্থির নিবিষ্ট থাকিতে পারে না। সমস্ত শারীরিক যন্ত্র যেন উত্তেজিত থাকে এবং মনে যেন একটা অসন্তোষ লাগিয়াই থাকে। তমোগুণ হইতে অস্বঃকরণ যেন কি এক প্রকার আবর্জনা রাশিতে পূর্ণ হয়, বুদ্ধি বিবেচনা যেন সব লোপ পায়। ভালকে মন্দ মনে হয়। মন্দকে ভাল মনে হয়। শরীর যেন ভার, অলস, অবসন্ন হয়। মন সর্বদাই যেন

ত্রিগুণভেদে রজোগুণ বুদ্ধিকালে দেহপাত যার

বিভিন্নগতি কৰ্ম্মাসক্ত নরলোকে জন্ম হয় তা'র।

তমোগুণ বলবানে যদি প্রাণ যায়

তবে সে অধম মৃত যো'নিতে জন্মায় । ১৫ ।

সাত্বিক যে পুণ্য কৰ্ম্ম, তার ফলে হয়

গুণভেদে নিশ্চল সাত্বিক সুখ, সাধুগণে কম।

কৰ্ম্মফল রাজস যে কৰ্ম্ম, দুঃখ পরিণাম তার,

তামস কৰ্ম্মের ফল অজ্ঞান-বিস্তার । ১৬ ।

সদ্বাৎ সঞ্জায়তে জ্ঞানং রজসো লোভ এব চ ।

প্রমাদমোহৌ তমসো ভবতো হজ্ঞানম্ এব চ ॥১৭॥

উর্দ্ধং গচ্ছন্তি সদৃশ্বা মধ্যো তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ ।

জঘন্যগুণবৃদ্ধিশ্চা অধো গচ্ছন্তি তামসাঃ ॥১৮॥

অপ্রসন্ন, ভয়-শোক-নিদ্রাভারাক্রান্ত এবং নীচগামী হয় । চিত্তে রাজসিক বা তামসিক ভাব থাকিতে নিম্নল সুখভোগ হয় না ; দ্রুতমোহ বা দ্রুত-মোহসংবলিত সুখ, নিরানন্দমাথা আনন্দ ভোগ হয় । ১৬ ।

সদ্বাৎ সঞ্জায়তে জ্ঞানম্ ইত্যাদি স্পষ্ট । ১৭ ।

সদৃশ্বাঃ—সদৃশুণে স্থিত অর্থাৎ সাদৃশিক ব্যক্তিগণ । উর্দ্ধং গচ্ছন্তি—উর্দ্ধে গমন করে । তাহারা সর্বরূপে উন্নতিব পথে চলে ; ইহলোকে ধন্য অর্থ জ্ঞান ঐশ্বর্য্য প্রতিষ্ঠা এবং পরলোকে দেবাদি উচ্চলোক প্রাপ্ত হয় । রাজসাঃ মধ্যো তিষ্ঠন্তি—রাজসিক ব্যক্তিগণ মধ্য অবস্থায় অবস্থিতি করে । তাহাদের অধিক উন্নতি বা অবনতি হয় না । জঘন্য গুণ, নিকৃষ্ট তমোগুণ । তাহার বৃদ্ধি, প্রমাদাদি । তাহাতে স্থিতাঃ তামসাঃ জনাঃ । অধো গচ্ছন্তি—অধস্তন লোক,—মূর্থ বর্ষর শ্রেণীর মনুষ্য এবং পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ স্থাবরাদি যোনি প্রাপ্ত হয় এবং সর্বরূপে তাহাদের অধোগতি হয় ।

সংসারে সদৃ, রজঃ ও তমোগুণের স্বভাব বিরূপ, ৩রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব একটি উপমাধারা তাহা বুঝাইয়াছেন ।

সদৃ হ'তে জন্মে জ্ঞান, লোভ রজোগুণে,

অজ্ঞান প্রমাদ আর মোহ তমোগুণে । ১৭ ।

ত্রিগুণ-ফল সদৃগুণ-বিভূষিত হৃদয় যাহার

বিস্তার সর্বরূপে সমুন্নতি হয়ে থাকে তা'র ;

গতি মধ্যম দণ্ডার স্থিতি করে রজোগুণী,

নীচ গতি পায়, যারা নীচ তমোগুণী । ১৮ ।

নান্যং গুণেভাঃ কৰ্ত্তারং যদা দ্রষ্টামুপশ্যতি ।

গুণেভ্য স্চ পরং বেত্তি যন্তাবং মোহধিগচ্ছতি ॥১৯॥

• একটা বনের মাঝ দিয়ে একজন যাচ্ছিল। এমন সময় তিন জন ডাকাত এসে তাকে ধরল। সর্দার কেড়ে নিল। এক জন ব'ল্লে, এক রেখে আর কি হবে, মেরে ফেল। আর এক জন ব'ল্লে, না, মেরে কাতনি, হাত পা আচ্ছা ক'রে বেঞ্চে, ফেলে রাখা যাক। এই ব'লে তা'রা তার হাত পা বেঞ্চে রাপ্লে। তখন সে তারি মিনতি করে তৃতীয় চোরের কাছে আশ্রয় চাইলে, তা'র দয়া হ'ল এবং সে তাহার বন্ধন খুলে দিয়ে সদর রাস্তায় নিয়ে এসে ব'ল্লে—এই রাস্তা ধ'রে পলাও, ঐ তোমার বাড়ী দেখা যাচ্ছে।

এই সংসারই মতা অরণ্য; তার মাঝে সর্দ, রক্ত, তম তিন ডাকাত, জীবের তত্ত্ব জ্ঞান কেড়ে লয়। তমোগুণ তাকে বিনাশ ক'রতে চায়, রজোগুণ সংসারে বন্ধ করে; সত্ত্বগুণের আশ্রয় নিলে, রক্ত ও তমোগুণের হাত থেকে উদ্ধার পাওয়া যায়। সে কাম, ক্রোধ, শোক মোহ রূপ সংসারের বন্ধন খুলে দেয়। কিন্তু সেও চোর, তত্ত্ব জ্ঞান ফিরে দেয় না। তা'র বাড়ী যাবার, জীবের পরম দামে যাবার পথে তুলে দিয়ে বলে, ঐ দেখ তোমার বাড়ী, আর এটো তার পদ চল যাও। যেখানে একজ্ঞান, সেখানে পোক সত্ত্বগুণও অনেক দূরে।—কপামৃত। ১৮।

প্রকৃতি পুরুষ দর্শকস্বরূপ জীব, অজ্ঞান বশন

বিবেক জ্ঞান ত্রিগুণের ধর্ম্য এটি করে পরিশ্রম,

মুক্তি সংসারের এটি যত কর্তব্য তত্ত্ব,—তা'র

(১৯-২০) গুণত্রয় তির অন্য কর্তব্য নাহি আর,

পায় পুনঃ গুণাতীত তত্ত্বের সকল

তখন সে যম ভাব পায়, মতিমান্! ১৯।

গুণান্ এতান্ অতীত্য ত্রীন্ দেহী দেহসমুদ্ভবান্ ।
জন্মমৃত্যুজরাহুঃখে বিমুক্তো অমৃতম্ অশ্নুতে ॥২০॥

অর্জুন উবাচ ।

কৈ লিঙ্গৈঃ ত্রীন্ গুণান্ এতান্ অতীতো ভবতি প্রভো ।
কিমাচারঃ কথং চৈতাংস্ত্রীন্ গুণান্ অতিবর্ততে ॥২১॥

৫—১৮ শ্লোকে প্রকৃতির গুণত্রয়ের ধর্ম ও কর্ম বিবৃত হইল ।
প্রকৃতি কর্ম করিয়া যায় আর পুরুষ (জীব) সেই ব্যাপার কেবল
দেখিতে থাকে । জীবের ধর্মই দেখে যাওয়া ; দ্রষ্টৃত্বই তাহার স্বরূপ ।
সাধারণ অবস্থায় সেই জীব ভ্রান্ত অহঙ্কারের বশে, প্রকৃতির সেই কর্মকে
আপনার কর্ম বলিয়া মনে করে । কিন্তু যখন সেই দ্রষ্টা—দর্শকস্বরূপ
জীব । গুণেভ্যঃ অত্রং কঠোরং ন অনুপশ্যতি—গুণত্রয় ভিন্ন অত্রকে
কঠো বলিয়া দেখে না ; এবং গুণেভ্যঃ চ পরং বেত্তি—গুণসমূহ হইতে
স্বতন্ত্র ও শ্রেষ্ঠ, গুণাতীত তত্ত্বকে জানিতে পারে । তখন সে মস্তাৎম
অদিগচ্ছতি—আমার ভাব প্রাপ্ত হয় । ১৯ ।

তখন দেহী—জীব । দেহ-সমুদ্ভবান্—দেহাদির উদ্ভব যাত্রা চইতে ;
দেহোৎপত্তির বীজভূত (শং) । এতান্ ত্রীন্ গুণান্ অতীত্য—এই গুণত্রয়ের
কার্য্যসমূহকে অতিক্রম করিয়া । এবং তৎকৃত জন্ম-মৃত্যু জরা-জনিত-হুঃখৈঃ
বিমুক্তঃ—মুক্ত হইয়া । অমৃতম্ অশ্নুতে—মোক্ষ লাভ করে । ২০ ।

অনন্তর অর্জুন বলিতেছেন, হে প্রভো ! মনুষ্য কৈঃ লিঙ্গৈঃ এতান্
ত্রীন্ গুণান্ অতীতঃ ভবতি । তিনি কিমাচারঃ ? কথং চ এতান্ ত্রীন্
গুণান্ অতিবর্ততে ? লিঙ্গ—চিহ্ন । ২১ ।

সেই পারে অতিক্রম করিতে, অর্জুন !

দেহোৎপত্তি-বীজভূত এই যে ত্রিগুণ ।

জন্ম-মৃত্যু-জরা-হুঃখে মুক্ত হ'য়ে যার,

মোক্ষামৃতরসপানে জীবন জুড়ায় । ২০ ।

শ্রীভগবান্ উবাচ ।

প্রকাশক প্রবৃত্তিক মোহম্ এব চ পাণ্ডব ॥

ন দ্বেষ্টি সংপ্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাঙ্ক্ষতি ॥২২॥

২২—২৫ শ্লোকে অর্জুনের প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন । হে পাণ্ডব !
শুণাতীত বাক্তি, দ্ব্যকর্গ্য প্রকাশম্ (১৪।৬), রক্তঃকর্গ্য প্রবৃত্তিং (১৪।৭)
৬ তমঃকর্গ্য মোহম্ এব চ (১৪।৮) । সংপ্রবৃত্তানি—যতঃ উপস্থিত

অর্জুন কহিলেন ।

ত্রিগুণ অতীত যিনি কি তাঁর লক্ষণ,
কেমন তাঁহার প্রভু, কহ আচরণ ?
কি উপায়ে এ ত্রিগুণ অতিক্রান্ত হয়,
কৃপা করি দাসে তব কহ, দয়াময় ! ২১ ।

শ্রীভগবান্ কহিলেন ।

স্থিতপ্রজা যারা, যারা যোগসিদ্ধ জানী
মম ভক্ত আর, এরা শুণাতীত মানি ।

শুণাতীতের

লক্ষণ

জ্ঞান, সুখ, শান্তি আর ভাসে মস্ত গুণে,
রজে কার্যো প্রবৃত্তি ও মোহ তমো গুণে;
ইত্যাদি যা' ত্রিগুণের কার্য্য সন্দ্বন্দয়
কখন প্রবৃত্ত কহু নিবৃত্ত বা হয় ।
স্বভাবতঃ যবে হয় তা'দের উদয়
শুণাতীত সে সকলে বিরক্ত না হয় ।
অথবা নিবৃত্ত হয় তা'চার্য্য যখন
পুনরায় তা'দিকে না করে আকিঞ্চন ।
শুণাতীত পুরুষের এ সব লক্ষণ,
অতঃপর কহি শুন তাঁর আচরণ । ২২ ।

উদাসীনবদ্ আসীনো গুণৈ র্যো ন বিচালাতে ।

গুণা বর্জন্ত ইত্যেবং যো অবতিষ্ঠতি নেঙ্গতে ॥২৩॥

সমদুঃখসুখঃ স্বেচ্ছঃ সমলোদ্ভ্রাম্যকাঞ্চনঃ ।

তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ো ধীর স্ত্রলানিন্দাত্মসংস্তুতিঃ ॥২৪॥

হইলে । ন ঘেষ্টি—তৎপ্রতি ঘেষ করে না । এবং নিবৃত্তানি—তাহারা
স্বতঃ নিবৃত্ত হইলে । ন কাঙ্ক্ষতি—তাহাদের প্রাপ্তি ইচ্ছা করে না ।
স শুণাতীতঃ উচ্যতে, ২৫ শ্লোকের সহিত অন্বয় । এখানে প্রকাশাদির
উল্লেখ দ্বারা সমস্ত গুণকার্য লক্ষিত হইয়াছে (শ্রী) । ২২ ।

২৩—২৫ শ্লোকে শুণাতীতের আচরণে বলিতেছেন । যঃ উদাসীনবৎ
আসীনঃ—উদাসীনের ন্যায় নিরপেক্ষ । এবং গুণৈঃ—গুণকার্য্য সুখ
দুঃখাদিতে । ন বিচালাতে—বিচলিত হয় না । এবং গুণাঃ বর্জন্তে—
গুণত্রয়ই দেহ, ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়বিষয়াদির আকারে পরিণত হইয়া স্ব স্ব
কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছে, আত্মা নহে (৭৭) । ইতি এবং যঃ অবতিষ্ঠতি—
এক্লপ জানিয়া যে স্থিতি করে । এবং ন ইঙ্গতে—বিচলিত হয় না । স
শুণাতীতঃ উচ্যতে । অবতিষ্ঠতি—পরশ্রু পদ আগম । ২৩ ।

জীবমুক্ত পুরুষ সম্বন্ধে গুণত্রয় যে আপন আপন ক্রিয়া করে না, তাহা

ত্রিশুণাতীতের সর্ব ভাবে নিরপেক্ষ সংসারে যে রয়

আচরণ সুখ দুঃখাদিতে কভু চঞ্চল না হয়,

গুণত্রয় মাত্র এই স্বত কন্ম করে

ইহা জানি, বিচলিত না হয় অন্তরে । ২৩ ।

সুখ দুঃখ তুল্য দুই, প্রেমের হৃদয়,

কাঞ্চন, পাষাণ, লোভে,—তুল্য সমুদ্র,

ধীর যিনি, অপ্রিয় বা প্রিয় সমজ্ঞান,

নিন্দা বা প্রশংসা যার উভয় সমান । ২৪ ।

মানাপমানয়ো স্থল্য স্থল্যো মিত্রারিপক্ষয়োঃ ।

সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে ॥২৫॥

মাং চ যো হব্যভিচারেণ ভক্তির্যোগেন সেবতে ।

স গুণান্ সমতীতৈত্যতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥২৬॥

নহে । দেহ থাকিলেই দেহের ধন্য থাকিবে । তবে তিনি সে সকলে
মুগ্ধ ও বিভ্রান্ত হয়েন না । ইহাই জীবমুক্তের বিশেষত্ব ।

তিনি সম-দুঃখ-সুখঃ । কারণ তিনি ব্রহ্মঃ—আপন স্বরূপে স্থিত,
অস্ত্রের দ্বারা চালিত নহেন । (৭৭) । শেষ স্পষ্ট । লোভ—চিন ।
অশ্র—প্রসূর । সর্ব্বারম্ভ-পরিত্যাগী—সমস্ত সকাম কাম্য যে ত্যাগ করে ।

২২—২৫ শ্লোকে ত্রিগুণাতীত পুরুষের লক্ষণ কহিলেন । ২অঃ ৫৫—
৫৯, ৬১, ৬৪—৬৫, ৬৮—৭১ শ্লোকে স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ ; ৫ অঃ ২—৯,
১৮—২৬ শ্লোকে জ্ঞানী সন্ন্যাসীর লক্ষণ ; ৬অঃ ৪—৯ শ্লোকে সিন্ধু যোগীর
লক্ষণ এবং ১২ অঃ ১৩—২০ শ্লোকে ভক্তের লক্ষণ বলিয়াছেন । ইহারা
সকলেই সমান । সকলেই জীবমুক্ত । সকলেই প্রকৃতিজ গুণ,—রাগ,
দ্বेष, মূখ, দুঃখাদির অতীত হইয়াছেন । ইহাই সিন্ধু বা ব্রাহ্মী স্থিতি ।
কর্ম্ম জ্ঞান ধ্যান ভক্তি—যে ভাবেই সাধনা হউক, পরিণামে সবই সমান ।
কিন্তু ভক্তই সহজে ত্রিগুণাতীত হইয়া পুরুষার্থ লাভ করিতে পারে
(৬.৪৭) । পর শ্লোকে তাহা বলিতেছেন । ২৪—২৫ ।

এই গুণাতীত ভাব লাভের প্রধান উপায় ভক্তি । অব্যভিচারেণ
ভক্তির্যোগেন যঃ মাং চ সেবতে—এবং অনিচ্ছা ভক্তিতে যে আনার সেবা

মান আর অপমান সমান যাতার,
মিত্র মিত্র—উভয়েই তুল্য ব্যবহার,
কাদবশে কোন কর্ম্ম করে না কখন,
গুণাতীত বলে তাঁরে শাস্ত্রবিদগণ । ২৫ ।

৫৩০ গুণাতীত হইবার উপায় ঈশ্বর-ভক্তি—ঈশ্বরের স্বরূপ। [চতুর্দশ

ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্ অমৃতশ্চাব্যয়স্য চ ।

শাস্ত্রতস্য চ ধর্মস্য সুখসৌকান্তিকস্য চ ॥২৭॥

ইতি গুণত্রয়বিভাগ-যোগো নাম চতুর্দশোহধ্যায়ঃ ॥

করে। স এতান্ গুণান্ সমতীত্য—অতিক্রম করিয়া—প্রকৃতির ধর্মের উর্দ্ধে উঠিয়া, প্রকৃতির গুণমোহ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া। ব্রহ্মভূমির কল্পতে—একভাবে, ব্রাহ্মীস্থিতি লাভে সমর্থ হয়। মামেব যে প্রপণ্তস্তে ইত্যাদি ৭।১৪ শ্লোক দেখ। ২৬।

মহত্ত্বিয়ারা যে ব্রহ্ম লাভ হয়, তাহার কারণ (হি), অহং ব্রহ্মণঃ প্রতিষ্ঠা—প্রতিমা। যেমন সূর্য্যমণ্ডল ঘনীভূত প্রকাশস্বরূপ, তদ্রূপ আমিই ঘনীভূত ব্রহ্ম (শ্রী)। আমি ব্রহ্মের প্রকাশিত বিগ্রহ। আর আমিই অব্যয়শ্চ অমৃতশ্চ চ প্রতিষ্ঠা—অমৃত যাহা মৃত, বিনষ্ট হয় না অর্থাৎ নিত্য, এবং অব্যয়—নির্ঝিকার যে সত্য বস্তু, আমি তাহার প্রতিষ্ঠা। আমি

অনন্তা ভকতিযোগে

যে জন আমার সেবে

ত্রিগুণের অতীত সে হয়;

অতিক্রমি গুণত্রয়

সেই ভক্ত যোগ্য হয়

ব্রাহ্মীস্থিতি লাভে, ধনঞ্জয় ! ২৬।

আমি সে ব্রহ্ম, জানিও, অর্জুন,

ভগবানের

আমি হে সাকার ব্রহ্ম, ধনঞ্জয় !

স্বরূপ

অকল্প অমৃত নিত্য বস্তু যাহা

আমি সেই সত্যস্বরূপ অব্যয় ;

জগৎ-ধারণ যে নিয়ম-চক্রে

সেই নিত্য ধর্ম আমাতেই রয়,

যে সুখ অথবা পরম আনন্দ,

সে আনন্দরূপ আমি হে, নিশ্চয়। ২৭।

সত্যস্বরূপ বা সংস্বরূপ । ও শাখতন্তু ধর্মত্ব চ প্রতিষ্ঠা—সনাতন ধর্মও
আমাতে পর্য্যবসিত ; জগতে যে সনাতন ধর্মত্ব (Absolute Law of
the Universe)-১১।১৮ দেখ, তাহা আমাতে প্রতিষ্ঠিত । ঐকান্তিকত্ব
স্বত্ব চ প্রতিষ্ঠা—অনন্ত অথও যে আত্যন্তিক স্তম্ভ (৩।২৮
দেখ) যে পরমানন্দ, তাহাও আমাতে প্রতিষ্ঠিত ; আমি সেই আনন্দ-
স্বরূপ । ২৭ ।

চতুর্দশ অধ্যায় শেষ হইল । এই অধ্যায়ে ঈশ্বরের নিয়ন্তৃত্ব কেন্দ্র-
কেন্দ্র-সংযোগে জীবের উৎপত্তি, (৩—৪) গুণত্রয়ের ধর্ম ও কর্ম
(৫—১৮), গুণবন্ধন হইতে মুক্তি ; সেই জীবগুরু সিদ্ধ পুরুষের আচরণ
(১৯—২৬) এবং ভগবানের স্বরূপ (২৭) বিবৃত হইয়াছে । এক
পরমেশ্বরের অধিষ্ঠানে প্রকৃতির গুণ-বৈচিত্র্য হইতে এই বৈচিত্র্যময় জগতের
বিকাশ এবং সেই বৈচিত্র্যের গুণভেদের বিচার মোক্ষপ্রদ (১—২) ।

—:::—

গুণতত্ত্ব পেয়ে পার্থ গুণাতীত হ'ল ।

“দাস” কেন গুণমোহে মোহিত রছিল !

গুণত্রয়-বিভাগ যোগ নামক চতুর্দশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

—

পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ ।

পুরুষোত্তম-যোগঃ ।

শ্রীভগবান্ উবাচ ।

উর্দ্ধনূলম্ অধঃশাখম্ অশ্বখং প্রাহ্ রব্যয়ম্ ।

ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি য স্তুং বেদ স বেদবিৎ ॥১॥

না হ'লে বৈরাগ্যোদয়

পরিষ্কৃত নাহি হয়

আত্মজ্ঞান ভক্তি আর হৃদয়ে কখন,

তাই প্রভু পঞ্চদশে

দিলে ভক্তে কৃপাবশে

বৈরাগ্য-বাটুনা মাথা জ্ঞানের বাজ্ঞন—শ্রীধর ।

১৩।২ শ্লোকে বলিয়াছেন, ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ-জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান । তাহার মধ্যে ক্ষেত্রের সম্বন্ধে যাহা যাহা বিশেষ কথা, চতুর্দশ অধ্যায়ে তাহা বলিয়াছেন । পঞ্চদশ অধ্যায়ে ক্ষেত্রজ্ঞের বিষয় বলিতেছেন । ক্ষেত্রজ, যে সংসারে বদ্ধ হইয়া সংসারী জীব হয়, সেই সংসারের স্বরূপ, যেক্রমে ক্ষেত্রজ্ঞের সংসারদশা হয়, এবং সর্বক্ষেত্রজ পরমেশ্বরের সহিত তাহার সম্বন্ধ কি, ইত্যাদি তত্ত্ব এই অধ্যায়ে উপদিষ্ট হইয়াছে ।

শ্রীভগবান্ কহিলেন ।

সংসার

নিত্য যুক্ত জীব

প্রকৃতির বশে

অশ্বখ

সংসারে আবদ্ধ হয়,

(১—২)

কিবা সে সংসার ?

কি স্বরূপ তার ?

কোথা তার মূল রয় ;

ইহাতে উত্তম পুরুষ, পুরুষোত্তমের পরম ধাম প্রাপ্তির উপায় বলা হইয়াছে, তৎকৃত ইহার নাম পুরুষোত্তমযোগ ।

উর্দ্ধমূলম্—উর্দ্ধ উৎকৃষ্ট, কর অকর পুরুষ হইতে উত্তম, পুরুষোত্তম ভগবান্ বাহার মূলস্বরূপ । এবং অধঃশাখম্—অধঃ অর্থাৎ নীচ, সেই ভগবান্ হইতে নিকৃষ্ট ; ব্রহ্মাদি স্বাবরাস্ত সর্ব বস্তু বাহার শাখাস্বরূপ । আর যদিও ইহা অচিরস্থায়ী, তথাপি অনাদি কাল হইতে প্রবাহরূপে চলিয়া আসিতেছে বলিয়া, অব্যয়—নিত্য, অনাদি ও অনন্ত । ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ বা প্রকৃতি-পুরুষ-সংযোগেই যখন সংসারের সৃষ্টি (১৩.২০—২৬) এবং সেই প্রকৃতি-পুরুষ যখন অনাদি ভগবানের অনাদি শক্তি (১৩.১৯) তখন সংসারকেও অনাদি বলিয়া সৌকার করিতে হয় ; নতুবা ঈশ্বরেরও অনাদিত্বে হানি হয় । এতাদৃশ সংসার বিনশ্বর বলিয়া, অশ্বখং প্রাহঃ—অশ্বখ নামে কথিত হয় । যাহা স্ব অর্থাৎ প্রভাত পৰ্য্যন্ত থাকিবে তাহা স্বখ । ন স্বখ—অশ্বখ, যাহা প্রভাত পৰ্য্যন্ত নাও থাকিতে পারে । ছন্দাংসি—যাহা ছাদন, আচ্ছাদন বা রক্ষা করে, তাহা ছন্দ বেদ সকল অর্থাৎ বৈদিক কাম্যবিদিসমূহ । যন্ত পর্ণানি—যাহারি পত্রস্থানীয় । বৈদিক কাম্যামুষ্ঠান হইতে দাম্যাদাম্যাদি অপূর্ব ফল লাভ হয় এবং তাহার ফলে সুখ-দুঃখ ভোগ হয় । সুখ-দুঃখ ভোগই সংসার । এতন্ম বেদাদি শাস্ত্র সংসার বৃক্ষের আচ্ছাদক পর্ণস্বরূপ । যতদিন

জীব বা কি ভাবে আসি এই ভবে

ঘুরে ফিরে বার বার,—

কিরূপে মোচন তাহার বন্ধন,

তুন, পার্থ ! তদ তার ।

“স্ব” অর্থ প্রভাত, তাহা স্বখ,—যাহা

প্রভাত পৰ্য্যন্ত রহে,

প্রভাত পৰ্য্যন্ত হিতি নাই বার,

তাহারে “অশ্বখ” কহে ।

পত্ৰ পাকে, বৃক্ষও ততদিন সজীব থাকে । তদুপ বৈদিক কৰ্মবিধি যতদিন থাকিবে, ততদিন ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ম-কৰ্ম্মফল-প্ৰকাশহেতু সংসারও থাকিবে (৭৭) ।
তং যঃ বেদ—ঈদৃশ সংসার-বৃক্ষকে যে জানে । স বেদবিৎ—বেদেধ
মৰ্ম্মবেত্তা ।

ঈশ্বৰ সংসারবৃক্ষের মূল ও ব্ৰহ্মাদি সমস্ত শাখাস্থানীয় । ইহা
অচিরস্থায়ী, তথাপি প্ৰবাহৰূপে নিত্য । বৈদিক কৰ্ম্মানুষ্ঠানে ইহাৰ স্থিতি ।
সংসারে থাকিয়াই বেদোক্ত কৰ্ম্ম সকল সম্পন্ন কৰিয়া সুখ-দুঃখ ভোগ কৰা
যাৰ বলিয়া, ইহা সেবাও বটে এবং তত্ত্বজ্ঞানদ্বাৰা ইহা ছিন্ন হয় । ইহাই
বেদেৰ মৰ্ম্ম । যে ইহা বুঝে সেই বেদবিৎ । ১ ।

এই যে সংসার প্ৰভাত পৰ্য্যন্ত
রয় কিনা নাহি রয়,
তাই জ্ঞানিগণ অশ্বথ যেমন
কহে তারে, ধনঞ্জয় !
ভগবান্ মূল রহে উৰ্দ্ধে তার,
উৰ্দ্ধমূল তরুণ ;
নিম্নদেশে রয় শাখারূপে যত,
ব্ৰহ্মা আদি চরাচর ।
বেদ পত্ৰ তার ;— বৈদিক কৰ্ম্মের
আশ্রয়ে সংসারী রয়,
বেদেৰ বিধানে সংসার-বিধান
অব্যাহত, ধনঞ্জয় !
যদিও নশ্বৰ : তবু তরুণ
প্ৰবাহৰূপে অক্ষয়,
এই তরুণের যে জানিতে পারে,
সেই বেদবেত্তা হয় । ১ ।

অধশ্চাৰ্দ্ধং প্রমৃত্য স্তম্ভ শাখাঃ

শুণপ্রবৃদ্ধা বিষয়প্রবালাঃ ।

অধশ্চ মূলান্যমুসন্তুতানি

কৰ্ম্মানুবন্ধীনি মনুষ্যালোকে ॥ ২ ॥

অন্ত—এই সংসার-বৃক্ষের। শাখাঃ অধঃ উৰ্দ্ধং চ প্রমৃত্যঃ—ব্রহ্মাদি সর্ব জীবই শাখাস্থানীয় ; তন্মধ্যে পাপকৰ্ম্মাগণ অধোলোকে, নিকৃষ্ট যোনিতে এবং পুণ্যকৰ্ম্মাগণ উৰ্দ্ধ লোকে দেবাদি উৎকৃষ্ট যোনিতে, এইরূপে উভয় দিকে বিস্তৃত । শুণপ্রবৃদ্ধাঃ—যেমন জলসেকে বৃক্ষ বর্দ্ধিত, তদ্রূপ সব রক্তঃ ও তমঃ এই শুণত্রয়সংযোগে তাহারা বর্দ্ধিত । বিষয়প্রবালাঃ—বৃক্ষের পক্ষে যেমন প্রবাস বা নবীন পত্র সকল, সংসারের পক্ষে তদ্রূপ রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ এই পঞ্চ ভোগ্য বিষয় । নবীন পত্র সকল যেমন বৃক্ষের শোভা-সম্পাদক ও চিত্তাকর্ষক, রূপ রসাদি ও তদ্রূপ সংসারের

পুণ্য কন্মলীল দেবতা প্রভৃতি,

উৰ্দ্ধগামী শাখা তারা,

নিম্নগামী শাখা নীচ কৰ্ম্মবশে

নীচ যোনি ভ্রমে যারা ।

এই রূপে তার উৰ্দ্ধে অধে আর

বিস্তৃত শাখা-নিকর,

জলসেকে তথা তিন শুণে তথা

পরিপুষ্টে নিরন্তর ।

রূপ, গন্ধ, রস শব্দ ও প্ৰশ্ন—

ভোগের সাহায্যী যত

যেন সুকোমল কিশলয়-দল

শোভে তার অবিরত ;

ন রূপম্ অশ্বেহ তথোপলভ্যাতে

নাস্তো ন চাদি ন চ সংপ্রতিষ্ঠা ।

অশ্বখম্ এনং সুবিক্রটমূলম্

অসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিদ্ৰা ॥ ৩ ॥

লোকে আসিয়া পূর্ব সংসারানুরূপ ধর্মাদি কৰ্ম্ম প্রবৃত্ত হয় । সুতরাং সংসারাদির পরিণাম কৰ্ম্ম, তাহার কৰ্ম্মানুবন্ধী । আবার মনুষ্যলোকেই কৰ্ম্মে অধিকার, অশ্বত্ব নহে (শ্রী) । মানব-দশাতে অশুষ্টিত কৰ্ম্মের ফলে জীব দেবত্বও পাইতে পারে, আবার পশুত্বও পাইতে পারে (রামা) । ব্রহ্মজ্ঞ মনুষ্যলোকে কৰ্ম্মানুবন্ধী এবং অধঃ ও উর্দ্ধভাগে বিস্তৃত বলা হইয়াছে । ২ ।

ইহ—এই সংসারে থাকিয়া । অশ্ব তথা রূপম্—এই সংসার-বৃক্ষের পূর্বকথিত রূপ । ন উপলভ্যাতে—জানা যায় না । এবং অস্তঃ ন, আদিঃ চ ন, সংপ্রতিষ্ঠা চ ন—তার শেষ, আরম্ভ এবং স্থিতিও জানা যায় না । সুবিক্রটমূলম্—অত্যন্ত দৃঢ়মূল । এনম্ অশ্বখম্ । দৃঢ়েন অসঙ্গ-শস্ত্রেণ ছিদ্ৰা—

এই সে সংসার-বৃক্ষ, কহিলু তোমায়,

সংসারতত্ত্ব কোণায় আরম্ভ তার, অশ্ব বা কোণায়,

জীবজ্ঞানের কি নিয়মে স্থিতি তার ?—পাকিয়া সংসারে

অশীত সে তব সংসারী কহু দ্বিধিতে না পারে ।

দৃঢ়মূল এই তরু, চে পাণ্ডুনন্দন,

সুদৃঢ় অসঙ্গ শস্ত্রে করিয়া ছেদন

সংসারেতে অমুরাগ অপবা বিষেষ

দুইই বর্জন করি, তুমি গুড়াকেশ !

করিলে সন্ধান সেই আদি স্থান তার,

যেখানে ঘাইলে জীব নাহি আসে আর ।

ততঃ পদং তৎ পরিমার্গিতব্যং

যস্মিন্ গতা ন নিবর্তন্তি ভূয়ঃ ।

তন্ম্ এব চাদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে

যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রমৃত্য পুরাণী ॥৪॥

দৃঢ় অনাসক্তি-রূপ অস্ত্রের দ্বারা ছিন্ন করিয়া। ততঃ তৎ পদং পরি-
মার্গিতব্যম্, ৪র্থ শ্লোকের সহিত অর্থ। অসঙ্গ—অনাসক্তি। অনেকে
অসঙ্গ বা অনাসক্তি শব্দে কেবল বৈরাগ্য বুঝিয়া থাকেন। তাহা নহে।
তাহারই নাম অনাসক্তি যাহাতে অনুরাগ ও বিরাগ, ভালবাসা ও ঘৃণা—
দুইটাই থাকে না। ২।৪৮ দেখ। রাগদ্বৈষ দুইই ত্যাগ করাই গীতার উপ-
দেশ। কেবল অনুরাগ ত্যাগ নহে। ৩।

ততঃ—তাহার পর। তৎ পদং পরিমার্গিতব্যং—সেই পরম পদের
অন্বেষণ করিবে। যস্মিন্ গতাঃ—যে পদ প্রাপ্ত সাধুগণ। ন ভূয়ঃ নিবর্তন্তি
পুনরাগমন করেন না। কি ভাবে অন্বেষণ করিবে? যতঃ এষা পুরাণী
প্রবৃত্তিঃ প্রমৃত্য—যাহা হইতে এই পুণ্যতনী সংসার চেষ্টা, বিস্তৃত হইয়াছে।
যিনি আমাদের সমুদায় প্রবৃত্তি দিয়াছেন। ৭।১২ ও ১০।৮ দেখ। তন্ম্ এব
চ আত্মং পুরুষং প্রপদ্যে—সেই আদি পুরুষ পরমেশ্বরের শরণাগত হইতেছি,
এইরূপ বুদ্ধিতে, সেই পরম পদের অন্বেষণ করিতে হইবে।

ভগবান্ কহিলেন, সংসারবন্ধ ছেদনপূর্বক পরম পদের অন্বেষণ করিতে
হইবে। সেই সংসার কাহাকে বলে? ভগবৎ-সৃষ্ট জগৎ ভগবানের বিভূতি
(১০।৪২); তাঁহার সৎ-স্বরূপের ভাব; সুতরাং তাহা ভগবৎ-সত্তার

সংসার মুক্তির অনাদি এ সংসার-প্রবৃত্তি, ধনজ্ঞ,

উপায় যে আদি পুরুষ হ'তে সমুদ্ভূত হয়,

ঈশ্বরভক্তি একান্ত আশ্রয় ল'য়ে তাঁহারই চরণে

করিবে সন্ধান তাহা পরম যতনে। ৩—৪।

অধ্যায়] এ সংসার আমাদের ভাবের রাজ্য—ইহা মিথ্যা । ৫৩৯

সন্তুষ্ট ও ভগবৎ-শক্তিতে বিধৃত । জীবের কি সাধ্য, যে তাহা ছেদন করে ? অতএব সেই জগৎ এই সংসারবৃক্ষ নহে ।

ভগবৎ-সৃষ্ট যে জগৎ তাহা সত্য । আর সেই জগৎ, তাহার যোগমায়ার গুণময় ভাবের আবরণে আবৃত হইয়া, আমাদের বাসনা-কাম-সঙ্কল্পদ্বারা রঞ্জিত হইয়া, আমাদের জ্ঞানে যেমন দেখায়, তাহাই আমাদের এই সংসার, phenomenal world, তাহা আমাদের মনঃকল্পিত জগৎ ; তাহা আমাদের ভাবের জগৎ । তাহা মিথ্যা ।

এই যে রমণী, কেহ ইহাকে কন্ডাভাবে, কেহ পত্নীভাবে, কেহ মাতৃ-ভাবে, কেহ বা ভগ্নীভাবে দেখে । আমার যে প্রেমাস্পদ বন্ধু, আমার চক্ষে সে ভাগ ; আমার সে যাহার শত্রু, তাহার চক্ষে সে বড় মন্দ । সুন্দরী চীন রমণী আমার চক্ষে কুৎসিতা । এক জন বর্করের সুখান্ত, দগ্ধ মাংসখণ্ড আমার একেবারেই অখান্ত ইত্যাদি । এইরূপে যেখানে যাহা কিছু দেখি শুনি, তাহাই একটা না একটা ভাবের আবরণের মধ্য দিয়া দেখিয়া শুনিয়া থাকি । এই গেল এক দিক । আবার, আমার পুত্রের মৃত্যুতে আমি কাতর, কিন্তু ছাগশিশুর মস্তক হস্তমুখে ছেদন করিতে পারি । আমার সম্পত্তি কেহ লইলে ক্রোধে আত্মহারা হই, কিন্তু বৃক্ষের সম্পত্তি ফলপুষ্পাদি হরণ করিয়া আনন্দ উপভোগ করি ইত্যাদি । আমরা স্বার্থ-বশে, রাগদ্বेषাদির বশে পরিচালিত হইয়াই জগৎকে দেখি এবং তাহার ষট্টকু মাত্র অংশ আমাদের ভোগ্য, কেবল ষট্টকুই দেখি, তাহার অধিক নহে । ছাগশিশুর কোমল মাংসখণ্ডই দেখি, তাহার হত্যাকালে তাহার যে যাতনা, তাহা দেখি না । আমাদের কামসঙ্কল্পের দ্বারা রঞ্জিত হইয়াই কোনটী আমাদের চক্ষে সুন্দর, কোনটী কুৎসিত, অথবা কোনটী মনোরম, কোনটী ভয়ানক ইত্যাদি হয় । সকল পদার্থেই কোন না কোন ভাবের আরোপ করি ও তদনুসারে নানা ভাবে দেখি । এইরূপে আমরা আমাদের বাসনার অনুরূপ, স্বার্থ ও অভিমানের অনুরূপ, ভাবের রাজ্য গড়িয়া

নিৰ্ম্মানমোহা জিতসঙ্গদোষা

অধ্যাত্মনিত্যা বিনিবৃত্ত্যকামাঃ ।

দ্বৈতৈৰ্বিমুক্তাঃ সুখদুঃখসজ্জৈ

গচ্ছন্ত্যমূঢ়াঃ পদম্ অব্যয়ং তৎ ॥ ৫ ॥

লইয়া, তাহা নানা ভাবে ভোগ করি ও তাহাতে আসক্তি হেতু তাহাতে বদ্ধ হই ।

এই আমাদের সংসার,—আমাদের ভাবের রাজ্য । ইহা আমার কাছে আমার মত, তোমার কাছে তোমার মত । প্রত্যেকের কাছেই বিভিন্ন ।

এখানে সুগ মৰ্ম্ম এই যে, এই সংসার কেন হইল ? ইহার আদি অন্ত কোথায় ? ও কি নিয়মে ইহা চলিতেছে, জীবজ্ঞানে তাহা বুঝা যাইবে না । আমাদিগের কর্তব্য, অশ্বখের ত্রায় ইহার অসারতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া, এই মিথ্যা ভাবের রাজ্যের উপর ভালবাসা পরিত্যাগ পূৰ্ব্বক যাহা হইতে এ সংসারের খেলা, তাহার উপর আত্ম-সমর্পণ করিতে হইবে । আসক্তি হইতেই সংসারের সহিত আমাদের সম্বন্ধ । তদভাবে আমাদের ভোগবাসনার দ্বারা যে সংস্কার বা হৃদয়গ্রন্থি বহু জন্ম ধরিয়া সংবদ্ধ থাকে, তাহা ভিন্ন হইয়া যায় ; এবং আমাদের ভোগ ও কৰ্ম্মদ্বারা রচিত যে সংসার, তাহার নাশ হয় ; তৃতীয় পরিশিষ্ট দেখ । ৪ ।

কাহার সেই পরম পদ লাভ করে ? নিৰ্ম্মানমোহাঃ—যাহাদিগের মান

প্রিয়ে বা অপ্রিয়ে যার নাই রাগ ঘেঁষ,

ভোগের লালসা যার হ'য়েছে নিঃশেষ,

কাহার মোহ অভিমান-শূন্য যাহার অন্তর,

মোক্ষলাভ আত্মজ্ঞান-পরায়ণ যিনি নিরন্তর,

হয় নাই হৃদে দ্বন্দ্বভাব সুখ দুঃখ নামে,

সেই জানী যান চলি সেই নিত্য ধামে । ৫ ।

ন তদ্ ভাসয়তে সূর্যো ন শশাকো ন পাবকঃ ।

যদগতা ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥ ৬ ॥

অর্থাৎ অভিমান ও মোহ নাই । অমানিষাদি জ্ঞান যাহাদের সিদ্ধ হইয়াছে (১৩৭) । জিতসঙ্গ-দোষাঃ—প্রিয় বা অপ্রিয় বস্তুতে রাগদ্বেষের নাম সঙ্গ (মধু) ; সেই রাগদ্বেষরূপ দোষ যাহাদিগের নাই (১৩৯ দেখ) । অধ্যাত্ম-নিত্যাঃ—আত্মজ্ঞাননিষ্ঠ ; “অধ্যাত্মজ্ঞান-নিত্যত্ব” যাহাদের প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । বিনিবৃত্তকামাঃ—যাহাদিগের কাম বিশেষরূপে নষ্ট হইয়াছে । সুখদুঃখসংশ্লিষ্টাঃ স্বপ্নৈন্দ্রঃ বিমুক্তাঃ—সুখ দুঃখ নামক স্বপ্ন ভাব যাহাদিগের নাই ; গাঁহারী সুখে উল্লসিত বা দুঃখে অভিভূত হন না ; “ইষ্টানিষ্টে সম-চিন্তিত্ব” রূপ জ্ঞান যাহাদের লাভ হইয়াছে । তাদৃশ অমৃত্যুঃ—মোহবর্জিত সাধুগণ । তৎ অব্যয়ং পদং গচ্ছন্তি—সেই মোক্ষপদ লাভ করেন । ৫ ।

পূর্বোক্ত পরম পদের ঐশ্বর্য্য বলিতেছেন । সূর্য্যঃ শশাকঃ পাবকঃ তৎ ন ভাসয়তে—তাহাকে উজ্জলিত, প্রকাশিত করে না ; তাহা সূর্য্যাদির আলোকে আলোকিত নহে, পরন্তু স্বপ্রকাশ । সেই যে পরম ব্রহ্মপদ, সাধুগণ যৎ গতা ন নিবর্তন্তে । তৎ মম পরমং ধাম—তাহাই আমার পরম স্বরূপ । ইহাষ্টে পরম পুরুষের পরম ভাব, অক্ষর ব্রহ্মতত্ত্ব (৮২১ দেখ) । ৬ ।

রবি, শশধর, কিম্বা বৈশ্বানর

করে না সেখানে কিরণ-বিস্তার

ভগবানের সে ধাম, নৃমণি ! প্রকাশে আপনি,

পরমধাম রবি শশী দীপ্ত প্রভায় তাহার ;

মোক্ষপদ যে পরম ধাম পেল, শুণধাম !

এ সংসারে আর আসিতে না হয়,

আমারই স্বরূপ সে পরম তত্ত্ব,

সেই বিষ্ণুপদ আমি, ধনঞ্জয় । ৬ ।

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ ।

মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কৰ্ষতি ॥ ৭ ॥

অনন্তর আশু পুরুষ পরমেশ্বরের সহিত জীবের সম্বন্ধ ও জীবের স্বরূপ, বর্ণিতোছেন । জীবলোকে—কৰ্ম্মভূমি সংসারে । মম এব সনাতনঃ অংশঃ—আমারই সনাতন অংশ । আমার অধ্যাত্ম ভাব (৮।৩) । সনাতন—নিত্য বিদ্যমান । জীবভূতঃ—জীবভাবযুক্ত হয় ; কর্তা-জ্ঞাতা-ভোক্তা-ভাবযুক্ত হইয়া সংসারী জীব হয় । এবং জীবভূত হইবার জন্ত প্রকৃতিস্থানি মনঃষষ্ঠানি ইন্দ্রিয়াণি—প্রকৃতিতে অবস্থিত মন ও পঞ্চ ইন্দ্রিয়, এই ছয়কে । কৰ্ষতি—আপনার দিকে আকর্ষণ করিয়া লয় । এখানে মনঃষষ্ঠ ইন্দ্রিয়গণ—এই বাক্যদ্বারা, ১৮ তত্ত্ব সমন্বিত সূক্ষ্ম শরীর (১৩।৫) এবং তাহার অন্তর্গত প্রাণ ও ধর্ম্মাদর্ম্ম এই সমুদায়কে বুঝাইতেছে । তবে মন ও ইন্দ্রিয়গণের দ্বারাই জীব বিষয় গ্রহণ ও ভোগ করে বলিয়া, তাহাদের বিশেষ উল্লেখ ।

ভগবানের আত্মারূপ ভাব জগতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া প্রকৃতি হইতে মন বুদ্ধি প্রভৃতি আকর্ষণপূর্ব্বক দেহ গঠন করিয়া, তাহাতে আপনার সং-চিৎ-আনন্দভাবের আভাস দিয়া জীবভাবের বিকাশ করেন (৭।৫) এবং সেই জীবভাবের সহিত মাথামাথি থাকিয়া নিজের জীবভাবযুক্ত হন । এইরূপে অপরিচ্ছিন্ন বিভূ আত্মা দেহরূপ উপাধিতে (আধারে) বদ্ধ হইয়া জীব হন । জীবভাবে সংসার-দশায় নানা অংশে বিভক্তের স্থায় হন ; পরমাঙ্গার অংশরূপে পরিচ্ছিন্ন হন । কিন্তু পরমার্থতঃ তাহাতে কোন ভেদ বা খণ্ডিত অংশ নাই । আবার সেই আত্মভাব অনাদি কাল হইতেই জীবভূত হইয়া

<u>জীব</u>	জীবরূপে যাহা ভ্রমে এ সংসারে,
<u>ঈশ্বরেরই</u>	পার্থ, সে আমারি অংশ সনাতন ;
<u>সনাতন</u>	প্রকৃতিবিলীন মন ও ইন্দ্রিয়ে
<u>অংশ</u>	সংসার-ভোগার্থ করে আকর্ষণ । ৭ ।

শরীরং যদ্ অবাশ্নোতি যচ্চাপ্যুৎক্রমতীশ্বরঃ ।

গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ু গন্ধান্ ইবাশয়াৎ ॥ ৮ ॥

আছে । ঈশ্বর কোন সময়-বিশেষে তাহা সৃষ্টি করেন নাই । পরন্তু তাহা তাঁহার “স্বভাব” ; তাঁহারই স্বরূপ (৮৩, ১০।২০ শ্লোক এবং প্রথম পরিশিষ্ট দেখ) একান্ত তাহা সনাতন । ৭ ।

জীব যেক্রমে সংসারে ভ্রমণ করে ৮—৯ শ্লোকে তাহা বলিতেছেন ।
ঈশ্বরঃ—দেহাদি সংঘাতের স্বামী জীব অর্থাৎ জীবাত্মা । জীবাত্মা শরীরের ঈশ্বর, প্রভু । কারণ, ইহাই মন প্রভৃতিকে আকর্ষণ করিয়া লইয়া উপযোগী দেহ গঠন করিয়া লয় । সেই জীব, কন্দুবশে যৎ শরীরম্ অবাশ্নোতি—যখন শরীরান্তর প্রাপ্ত হয় (শ্রী), তখন যৎ চ উৎক্রামতি—যে শরীর ত্যাগ করে । তাহা হইতে, এতানি গৃহীত্বা সংযাতি—বিষয় গ্রহণ ও ভোগ করিবার যন্তরূপ পূরোক্ত ইন্দ্রিয়াদিকে লইয়া গমন করে । আশয়াৎ বায়ুঃ গন্ধান্ ইব—বায়ু যেমন কুশুমাদি আধার হইতে গন্ধ লইয়া যায় ।

জীবভাবেই সহিত মনঃষষ্ঠ পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের বা সূক্ষ্ম দেহের নিত্যসংস্রব ।
প্রলয়ে জীব সেই সমস্ত লইয়াই পারমেশ্বরী প্রকৃতিতে লীন হয় এবং পুনঃ

দেহাদির স্বামী সে জীব, অর্জুন !

পূর্বে দেহ ত্যাগ করিয়া যখন

জীব নিজ কন্দুবশে অল্প নব দেহে

যিক্রমে করে পুনরায় আশ্রয় গ্রহণ,

সংসারে পূর্বে দেহ হ’তে সেই ইন্দ্রিয়াদি

ভ্রমণ করে নিজ সঙ্গে ল’য়ে করে সে প্রয়াণ,

গন্ধের আধার কুশুমাদি হ’তে

গন্ধ ল’য়ে যায় যথা নভস্বান্ । ৮ ।

শ্রোত্রং চক্ষুঃ স্পর্শনঞ্চ রসনং শ্রাবণম্ এব চ ।

অধিষ্ঠায় মনশ্চায়ং বিষয়ান্ উপসেবতে ॥ ৯ ॥

সৃষ্টিতে সেই সমস্ত লইয়াই আবির্ভূত হয়। সংসার দশাতে জীবের যে পুনঃ পুনঃ দেহান্তর হয়, তাহাতে সূক্ষ্ম দেহ বরাবর তাহার সঙ্গে থাকে। ৮।

অর্থ—এই জীব। শ্রোত্রং, চক্ষুঃ, স্পর্শনং চ, রসনং, শ্রাবণম্ এব চ—কর্ণাদি পঞ্চেন্দ্রিয়। এবং অন্তরেন্দ্রিয় মনঃ চ অধিষ্ঠায়—আশ্রয় করিয়া বিষয়ান্ উপসেবতে। ইন্দ্রিয়, মন বুদ্ধি প্রভৃতি আশ্রয় করিয়াই জীবাত্মা রূপ রসাদি বিষয় উপসেবা করে, ভোগ করে, নিরালস্য নহে।

জীবের দেহান্ত হইলে, রক্তমাংসাদিগঠিত জড় দেহ মাত্র বিনষ্ট হয় ; ইন্দ্রিয় মন প্রভৃতি সমন্বিত সূক্ষ্ম দেহ বর্তমান থাকে এবং জীবের জীবিত-কালে নানা কৰ্ম্মানুষ্ঠানের ফলে, সেই সূক্ষ্ম দেহ যেক্রপ ভাব প্রাপ্ত হয়, জীবাত্মা আবার তদুপযোগী বিষয়-ভোগের উপযুক্ত সূক্ষ্ম দেহ গঠন করিয়া লয় এবং পূর্বকৰ্ম্মার্জিত স্বভাবানুযায়ী কৰ্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। জীব নিজ ইচ্ছায় এখানে আসে না ; সে সংস্কারাদি কতকগুলি শৃঙ্খলে আবদ্ধ। সেই শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় আসে এবং আসিয়া পূর্বকৰ্ম্মানুরূপ জ্ঞাতিতে জন্মায় ও তদনুরূপ আয়ু ও ভোগ প্রাপ্ত হয়। সূক্ষ্ম শরীরী জীব কিরূপে সূক্ষ্ম দেহে প্রবেশ করে, কিরূপে পুনঃ বহির্গত হয় এবং কিরূপে উহাতে থাকিয়া বিষয় ভোগ করে ৭—৯ শ্লোকে তাহা বিবৃত হইল। ৯।

নয়ন, শ্রবণ, স্পর্শন, রসনা,

শ্রাবণ আর মন করিয়া আশ্রয়,

শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ আর

ভোগ করে জীব ইন্দ্রিয়-বিষয় : ৯।

উৎক্রামন্তঃ স্থিতঃ বাপি ভুঞ্জানঃ বা গুণাবৃতম্ ।

বিমূঢ়া নানুপশ্যন্তি পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ ॥ ১০ ॥

যতন্তো যোগিন শৈচনঃ পশ্যন্ত্যাত্মাবস্থিতম্ ।

যতন্তো হ্যপ্যকৃতাত্মানো নৈনঃ পশ্যন্ত্যচেতসঃ ॥ ১১ ॥

সেই জীবাত্মা, উৎক্রামন্তঃ—কখন দেহান্তরে গমন করে । স্থিতঃ বা—
কখন বা দেহে অবস্থিতি করে । ভুঞ্জানঃ বা গুণাবৃতঃ—অথবা গুণযুক্ত
হইয়া বিষয় ভোগ করে, একক নহে (তিলক) । এ ভাবে আত্মাদিগের
অতি নিকটে থাকিলেও তাহাকে বিমূঢ়াঃ ন অনুপশ্যন্তি—মূঢ়গণ
দেখিতে পার না । পদন্ত জ্ঞানচক্ষুষঃ—জ্ঞানচক্ষুসম্পন্ন ব্যক্তিগণ ।
পশ্যন্তি । ১০ ।

যতন্তঃ—যত্নশীল । যোগিনঃ । এনম্—এই জীবাত্মাকে । আত্মনি—
দেহমধ্যে বা বুদ্ধিতে । অবস্থিতঃ পশ্যন্তি । অকৃতাত্মানঃ—অবিগুণচিত্ত,

দেহ হ'তে জীব দেহান্তরে যায়,

কভু দেহমাঝে করে অবস্থান ;

মূঢ়ের গুণে মূঢ় থাকি বিষয় ভুঞ্জিয়া

ও জানীর সুখদুঃখমোহে কভু ভাসমান ।

দর্শন এ ভাবে নিকটে যদিও সত্তত,

মূঢ়গণ তবু দেখিতে না পার,

জ্ঞানের নয়ন আছে কিন্তু বার

অসুলক্ষ্যে দেখে সেই জন তার । ১০ ।

দেহহু সে জীবে ধ্যান আদি যোগে

যত্নবান্ যোগী করে দর্শন,

সমল-হৃদয় মূঢ়মতিগণ

বহু যতনেও না পার দর্শন ১১ ।

যদ্ আদিত্যগতং তেজো জগদ্ ভাসয়তে হখিলম্ ।

যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাৰ্গ্যৌ তৎ তেজো বিদ্ধি মামকম্ ॥ ১২ ॥

গাম্ আবিশ্য চ ভূতানি ধারয়াম্যহম্ ওজসা ।

পুষ্যামি চৌষধীঃ সৰ্ব্বাঃ সোমো ভূত্বা রসাত্মকঃ ॥ ১৩ ॥

সমস্ত কামনাত্মিকা বুদ্ধিযুক্ত (২।৪১) । অচেতনঃ সূচ্যতিগণ । যতন্তঃ
অপি—যত্ন করিলেও । এনং ন পশ্যন্তি । ১১ ।

যে জীব সংসারবন্ধে আবদ্ধ, তাহার স্বরূপ কি ও কিরূপে সে সংসারাবদ্ধ
হয় তাহা বলিয়া, অতঃপর এ জগতে ঈশ্বর কি ভাবে বিরাজিত থাকিয়া সেই
জীবগণের অনুগ্রাহক হইলেন, ১২—১৫ শ্লোকে তাহা বলিতেছেন ।

আদিত্যগতং যৎ তেজঃ—তেজোরূপ শক্তি । অখিলং জগৎ ভাসয়তে—
সমগ্র জগৎকে প্রকাশিত করে । যৎ চ (তেজঃ) চন্দ্রমসি, যৎ চ অর্গ্যৌ—
চন্দ্রে ও অগ্নিতে যে তেজঃ । তৎ তেজঃ মামকং বিদ্ধি—সেই তেজঃ আমার
জানিও । পরমেশ্বরেরই তেজঃ সূর্য্য চন্দ্র ও অগ্নির মধ্য দিয়া প্রকাশিত ।
তাহাদের যে জ্যোতিঃ বা তাপ, তাহা সেই তেজেরই প্রকাশ রূপ । এই
তেজের ইংরাজী নাম Energy. ইহা ব্রহ্মের সংস্বরূপের অভিব্যক্ত রূপ । ১২।

অহং গাম্ আবিশ্য—পৃথিবীতে আবিষ্ট হইয়া । ওজসা ভূতানি ধারয়ামি ।

কহিহু আমার সনাতন অংশ

যে ভাবে সংসারে জীবভূত হয়,

তখন অতঃপর এ জড় জগতে

যে ভাবে রয়েছি আমি সর্বময় ।

আত্মপুরুষ প্রভাকর-প্রভা প্রকাশে জগৎ

ঈশ্বরে জানিও সে প্রভা মম, ধনঞ্জয় !

জগতে সুধাংগুর অণু, দহনে দহন,

সংসার সে তেজ আমার, তাহাদের নয় । ১২ ।

অহং বৈশ্বানরো ভূহা প্রাণিনাং দেহম্ আশ্রিতঃ ।

প্রাণাপানসমায়ুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্বিধম্ ॥১৪॥

ওজঃ—কাম-রাগবর্জিত ঐশ্বরিক বল, বদ্ধারা গুরুভারা পৃথ্বী অধঃপতিত হয় না, (ইহা মহাকর্ষণ) ও বালুমুষ্টিবৎ বিল্লিষ্ট হয় না, (ইহা মাধ্যাকর্ষণ) (শং) । রসায়কঃ—রসস্বরূপ । সোমঃ ভূহা সর্ক্সাঃ চ ওষধীঃ—খাদ্য যবাদি । পুচ্চামি—পোষণ করি, রসযুক্ত করি । এই সোম চক্ষুঃমণ্ডল বা চক্ষুলোক নহে । চক্ষুঃ বে শক্তি নিহিত আছে, যাহা জ্যোৎস্নার সহিত পৃথিবীতে আসিয়া ওষধিগণকে পুষ্ট করে, তাহাই সোম । ইহা জীবের অন্নের সার । ১৩ ।

অহং বৈশ্বানরঃ—জঠরাগ্নি । ভূহা । প্রাণিনাং দেহম্ আশ্রিতঃ—দেহে প্রবিষ্ট হইয়া (শং) । এবং প্রাণ-অপান-সমায়ুক্তঃ—প্রাণ ও অপান বায়ুর সংযোগে । চর্ক্সা, চূষ্য, লেহ্য, ও পেয়, চতুর্বিধম্ অন্নং পচামি—পরিপাক করি । বৈশ্বানর—বিশ্ব, সমস্ত+নর, স্থাবর জঙ্গম সমস্ত শরীর । বিশ্বব্যাপী যে অগ্নি, যে তেজঃ, সর্ব ভূতের অন্তরে জীবনীশক্তিরূপে, প্রাণরূপে অনু-প্রবিষ্ট, তাহা বৈশ্বানর । তাহা অগ্নি দেবতা । বৈশ্বানরের বিশেষ রূপ যে জঠরাগ্নি, এখানে তাহাট কেবল উল্লিখিত হইয়াছে । কিন্তু ইহা কেবল

পৃথিবীতে আমি করি অদিষ্টান,

দৃঢ় আকর্ষণে ভূতগণে ধরি,

আমি রসময় সোমরূপে, পার্থ !

ওষধি সকলে পরিপুষ্ট করি । ১৩ ।

জঠরাগ্নি রূপে আমিই জীবের

জঠরে জঠরে করিয়া আশ্রয়

প্রাণ ও অপান সনে পাক করি

চর্ক্সা চূষ্য আদি অন্ন চতুষ্টয় । ১৪ ।

সর্বশ্চ চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টে।

মন্তঃ স্মৃতি জ্ঞানম্ অপোহনঞ্চ ।

বেদৈ শ্চ সৰ্বৈব রহম্ এব বেদ্যো

বেদাস্তুকৃদ্ বেদবিদ্ এব চাহম্ ॥১৫॥

আমাদের পাচকাগ্নি নহে । ভগবানই সোমরূপে অন্ন সৃষ্টি করেন, আর বৈশ্বানররূপে সর্ব প্রাণিদেহে থাকিয়া তাহার ভোক্তা হইবেন । ১৪ ।

অহং সর্বশ্চ হৃদি—হৃদয়ে, অন্তরে । সন্নিবিষ্টে—প্রবিষ্ট আছি । মন্তঃ—আমা হইতেই । প্রাণিগণের পূর্বানুভূত বিষয়ের স্মৃতিঃ । এবং জ্ঞানং—জ্ঞানের উৎপত্তি । অপোহনং চ—আবার তদ্বয়ের অভাব অর্থাৎ বিস্মৃতি ও অজ্ঞানের উৎপত্তি হইয়া থাকে । অহম্ এব চ সৰ্বৈঃ বেদৈঃ বেদ্যঃ—সমস্ত বেদের উদ্দেশ্য আমাকে জানা । অহম্ এব চ বেদাস্তুকৃৎ । আমিই শুদ্ধাত্মা ঋষিগণের হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট থাকিয়া বেদাস্ত অর্থাৎ উপনিষদ্ প্রতিপাদিত জ্ঞান, তাঁহাদের দ্বারা প্রকাশ করি ! এবং আমিই সেই বেদবিৎ—বেদার্থজ্ঞাতা ।

বেদ—বেদন বা অনুভূতির নাম বেদ । অন্তরে যে সত্যের অনুভূতি লাভ হয়, তাহার ভিতর দিয়া যখন তাহা বাহিরে প্রকাশ পায়, তখন

অন্তর্যামিরূপে আমি সর্ব ভূতে

অন্তরে অন্তরে করি অবস্থান,

জন্মে আমা হ'তে, নষ্টে আমা হ'তে

অতীতের স্মৃতি, বিষয়জ্ঞ জ্ঞান ।

সর্ববেদলক্ষ্য আমাকেই জানা,

আনি বেদবেত্তা, কৌরব-কুমার !

মোক্ষপদ-পহা দেখাইয়া দেয়

যে বেদাস্ত, তাহা রচিত আমার । ১৫ ।

তাহার নাম বেদ । উহা সত্যস্বরূপ আত্মসংবেদন হইতে আসে । উহা মানুষের মস্তিষ্ক-ধর্ম-প্রসূত বাক্য-বিস্তার নহে । এই বেদ সকল দেশের , সকল ভাষাতেই অল্প বিস্তর আছে ।

আমরা যে ভাবে ভগবানের সহিত সর্বদা সংলগ্ন, তাঁহার সহিত “নিত্যযুক্ত” রহিয়াছি, ১২ হইতে ১৫ শ্লোকে তাহা কহিলেন । তাঁহার ওজঃ সূর্য্যাদির মধ্য দিয়া আসিয়া জগৎ উদ্ভাসিত করিতেছে । তিনি তেজঃ শক্তিরূপে পৃথিবীর অন্তরে থাকিয়া সকলকে যথাযথ ভাবে ধরিয়া আছেন । তিনিই সোমরূপে ধাত্বাদি শস্ত্র-সমূহকে পরিপুষ্ট করিয়া জীবের অগ্নের সংস্থান করিয়া দিয়া আবার জঠরাগ্নিরূপে ভুক্ত অগ্নের পরিপাক করিয়া, তাহাদের পোষণ করিতেছেন । পুনশ্চ, আমাদের জ্ঞান অজ্ঞান, স্মৃতি বিস্মৃতি, ভ্রান্তি—এ সকলও তাঁহা হইতে । আমরা তাঁহাকে ভুলিয়া জগৎ নিয়া থাকি অথবা কখন বা জগৎ ভুলিয়া তাঁহাকে স্মরণ করি, এ সকলও তাঁহার কাজ । তিনি সকলেরই হৃদয়বাসী । মানুষ, পশু, পক্ষী, পতঙ্গ, কীট, কৃমি, উদ্ভিদাদি সকলেরই হৃদয়ে তিনি সদা বস্তুমান । ছোট নাই, বড় নাই, ধৈর্য নাই, শ্রিয় নাই, শুচি নাই, অশুচি নাই, সকলেরই অন্তরে তিনি সমান ভাবে বিরাজিত । ইহা শিক্ষা দেওয়াই সর্ব বেদের তাৎপর্য্য । ইহাই বেদান্তের ব্রহ্মজ্ঞান । ইহা বুঝিলেই “বিজ্ঞাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি । শুনি চৈব স্বপাকে চ” সমদর্শী পণ্ডিত হয় ; “অবেষ্টো সর্বভূতানাং মৈত্রঃ ককণ এব চ” ইত্যাদি গুণসম্পন্ন ভক্ত হয় ।

ওগো ! সাধনা করিয়া, ধ্যান করিয়া, কুস্তক করিয়া, লক্ষ নাম জপ করিয়া, চব্বিশ গ্রহর সংকীৰ্ত্তন করিয়া, তাঁহার সহিত “নিত্যযুক্ত” হইতে হইবে না । তুমি “নিত্যই” তাঁহাতে “যুক্ত” আছ । সত্য সত্যই যুক্ত আছ । ইহা কেবল স্মরণ কর—স্মরণ করিতে অত্যাগ কর ; অনুভব কর, অনুভব করিতে অত্যাগ কর ; স্বীকার কর—স্বীকার করিতে অত্যাগ

দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে কর শ্চাকর এব চ ।

করঃ সৰ্বাণি ভূতানি কূটস্থো হকর উচ্যতে ॥১৬॥

উত্তমঃ পুরুষ স্বয়ং পরমাত্মোদাহৃতঃ ।

যো লোকত্রয়ম্ আবিশ্য বিভর্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ ॥১৭॥

কর। একবার ঠিক স্বীকার করিলেই ধন্য হইয়া যাইবে। তখন,—
তস্তাহং জ্ঞাতঃ পার্থ নিত্যযুক্তশ্চ যোগিনঃ—৮।১৪ মস্ত্রের সকলভায়
উপনীত হইবে। ১৫।

ঈশ্বর জীব ও জগৎসম্বন্ধে এতাবৎ যাহা কিছু বলিয়াছেন, সেই
সমুদায়কে তিন শ্রেণীতে ভাগ করিয়া ভগবান্ তাহাদের সাধারণ স্বরূপ ও
তাহাদের মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ কি, তাহা বলিতেছেন, (১৬—১৮)।

লোকে—সংসারে। দ্বৌ ইমৌ পুরুষৌ—এই দুইটা পুরুষ। যথা,
করঃ অকরঃ এব চ। সৰ্বাণি ভূতানি করঃ—ব্রহ্মাদি স্থাবরাস্থ সৰ্ব ভূত
কর পুরুষ। এবং কূটস্থঃ—সেই ভূতভাবের মূলে নির্বিকার ভাবে বর্তমান
যে আত্মা। অকরঃ উচ্যতে—তাহাকে অকর পুরুষ বলা হয়। ১৬।

তু—পরন্তু। এই দুই হইতে অকরঃ—ভিন্ন। আর একটা উত্তমঃ পুরুষঃ।
আছেন। যিনি পরমাত্মা ইতি উদাহৃতঃ—পরমাত্মা নামে কথিত হইবেন।

সংক্ষেপতঃ কহি শুন, কোরব-কুমার!

সংসারে যা' কিছু আছে, দুই ভাব তা'র।

কর পুরুষ

দেব নর পশু পক্ষী উদ্ভিদ স্থাবর

জীব

যা' আছে, সমস্ত ভূত সবিকার—কর।

কূটস্থ জীবাশ্মা যাহা থাকিয়া অন্তরে

অকর পুরুষ

ভূতদেহে ভূতভাব প্রকাশিত করে

জীবাশ্মা

নির্বিকার অকর তা', কুরুবংশধর!

সংসারে পুরুষ দুই—কর ও অকর। ১৬।

অধ্যায়] জীব ও জীবাশ্মার উপরে পরমাশ্মা—উত্তম পুরুষ । ৫৫১

বস্মাৎ করম্ অতীতো হহম্ অকরাদ্ অপি চোত্তমঃ ।

অতো হস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ ॥১৮॥

যঃ -ঈশ্বরঃ—যিনি সর্বনিয়ন্তা। এবং অব্যয়ঃ—নির্কিঁকার। যিনি লোকত্রয়ম্ আবিষ্কৃত—ত্রিলোকের অন্তরে অশুপ্রবিষ্ট হইয়া। বিভক্তি—সমুদায় পালন করেন—যয়া তত্তম্ ইদং সর্বম্ ইত্যাদি ৯৪ দেখ ১৭।

বস্মাৎ অহং করম্ অতীতঃ যেহেতু আমি কর ভূত-ভাবের অতীত। এবং অকরাৎ অপি চ—অকর আত্মস্বরূপ হইতেও। উত্তমঃ। অতএব আমি, লোকে বেদে চ পুরুষোত্তমঃ প্রথিতঃ—প্রসিদ্ধ। পুরুষ—দেহরূপ পুরিতে যিনি শরন করেন, তিনি পুরুষ। এখানে দেহশব্দে কেবল মানব-দেহ নহে; পরম দেব, নর, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ উদ্ভিদাদি সমুদায় জীব দেহ। সেই সমুদায়ের পুরণামী পুরুষ—পুং স্ত্রী উভয়ই। ব্রহ্মই জীবাশ্মারূপে পুর প্রবেশ করেন। তৎ সৃষ্টা তদেবানুপ্রাविशत्—তৈত্তিরীয় ১।

লোকে অর্থাৎ সংসারে ভগবানের দুই ভাব; কর ভাব ও অকর ভাব।

সংসারের এই দুই—কর ও অকর,
তা' হ'তে উত্তম বস্তু আছে স্বতন্ত্র।

উত্তম পুরুষ কর বা অকর তাহা নহে, গুণধাম!

উত্তম পুরুষ তাহা, পরমাশ্মা নাম।

পরমাশ্মা নির্কিঁকার তিনি, তিনি নিয়ন্তা সংসারে,
অন্তরে অন্তরে পশি পালেন সবারে। ১৭।

করের অতীত সেই যে বস্তু পরম,

পুরুষোত্তম অকর হ'তেও বারে জানিবে উত্তম,
যেহেতু আমি সে বস্তু, তাই হে, আমারে
'পুরুষ-উত্তম বলে বেদে ও সংসারে। ১৮।

ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ বা প্রকৃতি ও পুরুষ বা জড় ও চৈতন্যের সংযোগে উৎপন্ন যে সমস্ত মিশ্র পদার্থ, তাহারাই এই সমস্ত ভূত বা জীব (১৩।২৬)। এই ভূত ভাব কর অর্থাৎ অনিত্য ও বিকারশীল। আর এই সমস্ত ভূত ভাবের কূটে অর্থাৎ মূলে যে চৈতন্যংশ, যাহা ভগবানের সর্বভূতানুস্থিত অধ্যাত্মরূপ (১০।২০) যাহা তাঁহার সনাতন অংশ (১৫।৭) যাহা স্বরূপতঃ নির্বিকার, সেই আত্মাই অক্ষর। আত্মা যখন প্রকৃতিস্থ হইয়া প্রকৃতিজ দেহে ভূত-ভাব বা জীবভাব উৎপাদন করে, তখন স্থূল দেহের সহিত মাখামাখি হইয়া থাকায়, স্থূল ভৌতিক ভাবে তাহার আপন স্বরূপ আবৃত যেন হয় এবং যেন আপনার ঈশ্বর-ভাব হারাইয়া, প্রকৃতিজ সুখ দুঃখে অভিভূত হইয়া, তাহার ভোক্তা হয় (১৩।২১ ; ১৫।৯, ১০)। প্রকৃতির সহিত মিশ্রিত, কর জীব ভাবে ভাবিত, সেই আত্মাই কর পুরুষ—অধিভূত (৮।৪); আর তাহার অন্তরালে যে নির্বিকার অক্ষর আত্মা, তাহাই অক্ষর পুরুষ—অধ্যাত্মা (৮।৩)। একই আত্মা প্রকৃতিযুক্তভাবে কর পুরুষ, আর প্রকৃতি-বিমুক্ত ভাবে অক্ষর পুরুষ।

আর এই সংসারের বাহিরে, কর ও অক্ষর ভাবে অতীত আর একটা ভাব আছে। তাহা পূর্বোক্ত কর ও অক্ষর উভয় ভাবেরই নিয়ন্তা, উভয়ই যাহাতে যুগপৎ স্থান পায়, তাহা উত্তম পুরুষ—অধি-দৈবত (৮।৪)।

ভূত বা জীবের জড় দেহের অন্তরালে কর পুরুষ। তাহার অন্তরালে অক্ষর পুরুষ; আর অক্ষর পুরুষের অন্তরালে উত্তম পুরুষ। একেরই তিন ভাব; ১৩।২২ শ্লোকে এই তিন ভাবই একত্র উক্ত হইয়াছে। যিনি উপদ্রষ্টা অক্ষর পুরুষ, তিনিই ভোক্তা কর পুরুষ এবং তিনিই পরমাত্মা উত্তম পুরুষ।

শ্রুতি (মুণ্ডক ৩।১, ১—২) রূপকের ভাষায় কর, অক্ষর ও উত্তম পুরুষের প্রভেদ দেখাইয়াছেন;—

যো মাম্ এবম্ অসংমূঢ়ো জানাতি পুরুষোত্তমম্ ।

স সর্ববিদ্ ভজতি মাং সর্বভাবেন ভারত ॥১৯॥

ইতি গুহ্যতমং শাস্ত্রম্ ইদম্ উক্তং ময়ানঘ ।

এতদ্ বুদ্ধা বুদ্ধিমান্ স্মাৎ কৃতকৃত্যশ্চ ভারত ॥২০॥

ইতি পুরুষোত্তমযোগো নাম পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ ।

হা সুপর্ণা সযুজা সখারী সমানং বৃক্ষং পরিবস্বজাতে ।

তয়োৱকৃত্যঃ পিপ্ললং খাদন্ত্যানশ্লগ্নস্তোহভিচাক্ষীতি ॥

সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোহনৌশয়া শোচতি মুহমানঃ ।

জুষ্টেঃ যদা পশ্যত্যনুমৌশমশ্চ মহিমানমিতি বীতশোকঃ ॥

সহযোগী সখিতাবাপন্ন হই পক্ষী, এক সংসাররূপ বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া আছে। তন্মধ্যে একটি অর্থাৎ জীব, ফল পুরুষ, স্বাহ ফল (কর্মফল) ভোগ করে (ভোক্তা) ; আর অপরটি মৃতু আত্মা, অক্ষর পুরুষ, ভোগ না করিয়া কেবল দেখিতে থাকে (উপদ্রষ্টা)। পুরুষ (আত্মা) একই সংসাররূপ বৃক্ষে নিমগ্ন হইয়া (গীতার ভাষায় প্রকৃতিস্থ হইয়া) প্রকৃতির সহিত মাখামাখি হইয়া, আপন ক্ষয়ের ভাব চারাইয়া ফেলে এবং মোহপ্রযুক্ত শোক করে ; কিন্তু যখন সাধুগণসেবিত পুরুষোত্তমকে এবং তাঁহার (পূর্বোক্ত) মহিমাকে দর্শন করে, তখন তাঁহার শোক থাকে না । ১৮ ।

অসংমূঢ়ঃ যঃ—যে ব্যক্তি মোহ-বর্জিত হইয়া। এবম্ পুরুষোত্তমং মাং জানাতি—এইরূপে পুরুষোত্তমস্বরূপ আমাকে জানে। সর্ববিৎ সঃ সর্বভাবেন—সর্ব প্রকারে। মাং ভজতি । ১৯ ।

ইতি গুহ্যতমম্ ইত্যাদি—সপ্তম অধ্যায় চইতে যে গুহ্যতম অধ্যায়-

এই যে পুরুষোত্তম স্বরূপ আমার,

এ ভাব সুদৃঢ় হয় হৃদয়ে বাহার,

তাঁহার জানিতে কিছু বাকি নাহি রয় ;

সর্ব ভাবে আমাকে সে ভজে, ধনঞ্জয় । ১৯ ।

জ্ঞানের উপদেশ দিলাম। তাহার মর্মে বুঝিয়া বুদ্ধিমান হও—শুদ্ধা বুদ্ধি লাভ কর। তাহা হইলে তুমি কৃতকৃত্য হইবে—তোমার কর্ম সার্থক হইবে।

বুদ্ধিমান—এই অতি প্রচলিত কথাটির ঠিক অর্থ না বুঝিলে এখানে ভগবদ্ভক্তির মর্মে বুঝা যাইবে না,—গীতা বুঝা যাইবে না। যে ব্যক্তি বেশ চতুর তাহাকে আমরা “বুদ্ধিমান” বলি। তাহা ঠিক নহে। চতুরতা বুদ্ধি নহে। চতুরতা বুদ্ধির একটি কার্য্য বিশেষ। স্থির শুদ্ধা ব্যবসায়াত্মিকা যে অন্তঃকরণবৃত্তি তাহার নাম বুদ্ধি Pure Reason ; ২।৪।১ টীকায় এবিষয় সবিস্তারে বুঝিয়াছি। সেই বুদ্ধি যাহার লাভ হইয়াছে, তিনিই যথার্থ বুদ্ধিমান ; তাঁহারই বুদ্ধিতে সত্যাসত্য তত্ত্ব যথার্থ প্রতিভাত হয়। ভগবান্ অর্জুনকে যাহা কিছু উপদেশ দিয়াছেন, সে সমুদায়ের উদ্দেশ্য সেই বুদ্ধির বিকাশ করা। এই মর্মেই বলিতেছেন, হে অর্জুন! তুমি মহত্ গুহ্যতম শাস্ত্রের মর্মে বুঝিয়া সেই বুদ্ধিলাভ করতঃ কৃতকৃত্য হও।

এই অধ্যায়ে যাহা বিবৃত হইল তাহা সমস্ত গীতার সার এবং তাহাই সমস্ত বেদের সার (শং)। ২০।

পঞ্চদশ অধ্যায় শেষ হইল। এই অধ্যায়ে উপদিষ্ট বিষয় ;—সংসারের স্বরূপ (১—৩), যে পরম পদ প্রাপ্তিতে জীবের সংসার-ভ্রমণ শেষ হয়, তাহা পাইবার জন্য আত্ম পুরুষ পরমেশ্বরের শরণ লইবার উপদেশ (৩—৪), তদুপযুক্ত সাধনা (৫) পরম পদের স্বরূপ (৬) জীবের স্বরূপ এবং বেক্রমে জীব সংসারে বদ্ধ (৭—১১), জগতের জীব যে ভাবে পরমেশ্বরের সহিত

এই হে রহস্যময়

শাস্ত্রকথা সমুদয়

গুহ্যতম

কহিলাম, ভরত-নন্দন !

শাস্ত্র

বুঝি মর্মে, কুরুবীর ! লভি শুদ্ধা বুদ্ধি স্থির

কর তুমি, সার্থক-জীবন। ২০।

নিত্যযুক্ত সেই (১২—১৫)। কর, অকর ও উত্তম পুরুষত্ব (১৬—১৮)।
ভক্তিতে ঈশ্বর-ভজনের শ্রেষ্ঠতা (১৯)। শুদ্ধা বুদ্ধিলাভ এবং তন্নাভ
হইতে জীবের কৃতকৃত্যতা (২০)।

নশ্বর সংসার-রাজ্য

তদুর্দ্ধে অমৃত রাজ্য

উত্তম রাজ্যের তব পৈলৈ ধনঞ্জয়,

“আশুতোষ” মহাপানী

সংসারের তাপে তাপী

পাবে না কি সে অমৃতবিন্দু, কৃপাময় ?

পুরুষোত্তম যোগনামক পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত ।



ষোড়শোহধ্যায়ঃ ।



দৈবাসুরসম্পদ বিভাগ-যোগঃ ।

শ্রীভগবান্ উবাচ ।

অভয়ং সদ্‌সংশুদ্ধি জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ ।

দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায় স্তপ আৰ্জ্জবন্ ॥১॥

অহিংসা সত্যম্ অক্ৰোধ স্ত্যাগঃ শান্তি রপৈশুনম্ ।

দয়া ভূতেষলোলুপ্তং মর্দনং হ্রী রচাপলম্ ॥২॥

তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচম্ অদ্রোহো নাতিমানিতা ।

ভবন্তি সম্পদং দৈবীন্ অভিজাতশ্চ ভারত ॥৩॥

আমুরী সম্পদ ত্যজি

দেবের সম্পদ ভজি

পায় নর মোক্ষ ধামে বাস

সেই তত্ত্ব-নির্ণয়ার্থ

উভয়ের ভেদতত্ত্ব

ষোড়শে কহিলা শ্রীনিবাস ।—শ্রীধর ।

সপ্তম অধ্যায়ে ভগবান্ যে জ্ঞানবিজ্ঞান উপদেশ দিতে আরম্ভ করিয়া-
ছেন, তন্মধ্যে চতুর্দশ অধ্যায়ে প্রকৃতির ও তাহার ত্রিগুণতত্ত্ব এবং পঞ্চদশ
অধ্যায়ে পুরুষের তত্ত্ব সাধারণ ভাবে বলিয়াছেন । এক্ষণে প্রকৃতির গুণ-

শ্রীভগবান্ কহিলেন ।

প্রকৃতি-পুরুষ-তত্ত্ব কহিহু তোমায়

অতঃপর নরবর ! কহি পুনরায়

প্রকৃতির গুণভেদে সংসারে যেমন

বিবিধ বস্তাব লাভ করে নরগণ ।

বৈচিত্র্যে মানুষের যে স্বভাব-বৈচিত্র্য হয়, অতঃপর ১৬—১৭ অধ্যায়ে তাহার উপদেশ দিয়া সেই জ্ঞান-বিজ্ঞান কথা সম্পূর্ণ করিতে-ছেন ।

প্রকৃতি ত্রিবিধা,—দৈবী আশুরী ও রাক্ষসী । ৯ অঃ ১২—১৩ শ্লোকে তাহাদের উল্লেখ করিয়াছেন, এক্ষণে সে বিষয় সবিস্তারে কহিবেন । যদ্বারা মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়াদির আত্মাভিমুখী গতি হয়, তাহাকে দৈবী প্রকৃতি ও যদ্বারা তাহাদের ভোগাভিমুখী গতি হয়, তাহাকে আশুরী ও রাক্ষসী বলে । তন্মধ্যে বাহ্য বিষয়ভোগ-রাগাশ্রয়িকা, তাহা আশুরী, আর যাহা দ্বেষহিংসা-শ্রয়িকা, তাহা রাক্ষসী ।

- (১) পবিত্র নিম্মল চিত্ত (২) নিভয় হৃদয়,
(৩) জ্ঞানযোগে সৰ্ব্ব কৰ্ম্ম—স্বার্থ যোগে নয়,
(৪) তপ (৫) দান (৬) সরলতা (৭) ইন্দ্রিয় দমন,
(৮) আয়ত্ত্ব আলোচনা (৯) যজ্ঞ আচরণ,

ষড়্বিংশ (১০) সত্যনিষ্ঠা (১১) পরহিতৈশ্বার্থবিসৰ্জন,

দেবভাব (১২) পরোক্ষ পরের দোষ না করা কৌতুহল,

(১৩) হিংসাত্যাগ (১৪) ক্রোধত্যাগ (১৫) কোমল হৃদয়,

(১৬) বিগঠিত কৰ্ম্মমায়ে লজ্জার উদয়

(১৭) অচপল স্থির বুদ্ধি (১৮) শান্তিপূর্ণ মন,

(১৯) দুৰ্দ্ধলে মার্জ্জনা (২০) সৰ্বা লোভবিসৰ্জন,

(২১) জীবে দয়া (২২) পরের অনিষ্ট পরিহার,

(২৩) সম্পদে বিপদে ধৈর্য্য (২৪) পরাক্রম আর,

(২৫) আয়ু-অভিমানত্যাগ (২৬) শুদ্ধ দেহ মন,

ষড়্বিংশ এই—দৈবী সম্পদ লক্ষণ,

দেব ভাব লয়ে অন্য বার, ধনজয় !

এ সকল নৈব শুণে সেই শুণী হয় । ১—৩ ।

১—৩ শ্লোকে ষড়বিংশ দেব ভাবের কথা বলিতেছেন : (১) অন্তরম্—অনিষ্টের সম্ভাবনার চিন্তের যে তামসিক ব্যাকুলতা, তাহার নাম ভয়, তদ্বিপরীত অন্তর । কামনা, স্বার্থ হইতে ভয়ের উৎপত্তি, যে নিকাম, সে কাহাকে ভয় করিবে ? (২) সম্বসংশুদ্ধিঃ—সদ্ব্যসন্তঃকরণ, তাহার সম্যক্ শুদ্ধি—শুদ্ধ সাংখ্যিক অস্তঃকরণ বৃত্তি ; প্রবঞ্চনা শঠতাদি ত্যাগ । ২।৪১ তীকা এবং চিন্তাশুদ্ধির অর্থ দেখ । (৩) জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ—জ্ঞানযোগে সম্যক্ অবস্থিতি । জ্ঞানের নিরপেক্ষ সূক্ষ্ম বিচারে অবিচল থাকিয়া তদনুযায়ী ব্যবহার । দমঃ—১০।৪ দেখ । (৬) যজ্ঞঃ—৩।৯—১৬ দেখ । (৭) স্বাধ্যায়ঃ—বেদাভ্যাস । (৮) তপঃ—১৭।১৪—১৯ দেখ । (৯) আর্জবং—সরলতা । (১০) অহিংসা—আত্মপীড়িতির জন্ত কায় মন বাক্যে অন্তের অনিষ্ট না করা । (১১) সত্যং—১০.৪ দেখ । (১২) অক্রোধঃ—অন্যকর্তৃক উৎপীড়িত হইলেও চিন্তে ক্ষোভের অশুৎপত্তি । (১৩) ত্যাগঃ—পরার্থে স্বার্থবিসর্জন । (১৪) শান্তি—অস্তঃকরণের বিষয়-উন্মুখতা-নিবৃত্তি, চিন্তের সমস্তাষ । (১৫) অপৈশুনং—পরোক্ষে পরের দোষ কীৰ্ত্তন না করা । (১৬) ভূতেষু দয়া—জীবে দয়া । আমার জিনিস আমার লোক আমার দেশ বলে যে ভালবাসা, তাহার নাম মায়া আর সবাইকে ভালবাসার নাম দয়া (কথামৃত) । (১৭) অলোলুপ্তম্—আর্ষপ্রয়োগ । অলোলুপ্ত, লোভ না করা । (১৮) মাদবম্—নিষ্ঠুর না হওয়া ; কোমল প্রকৃতি । (১৯) হ্রীঃ—লজ্জা, অকার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইবার হেতুভূতা মনোবৃত্তি * । (২০) অচাপলম্—স্থির ব্যবস্থিতচিত্ততা । (২১) তেজঃ—

এই লজ্জা সদবৃত্তি । আমাদেরিগের আর একটী নিকটী বৃত্তি আছে, যাহাকে অনেক লজ্জা বলিয়া মনে করেন । তাহার প্রচলিত নাম “চক্ষুঃলজ্জা ।” অনেক কথায় আমরা গোপনে করিতে পারি কিন্তু প্রকাশে পারি না, কেবল চক্ষুঃলজ্জার ফল । ইহা হৃদয়ের দুর্বলতার ফল । প্রকৃত লজ্জা যাহার আছে, সে প্রকাশে বা অপ্রকাশে, কখনই কোন অনঙ্গ কণ্ঠ করিতে পারে না ।

প্রভাব ; যদ্বারা অন্তর্কর্তৃক পরাভূত হইতে হয় না। (২২) কমা।

(২৩) ধৃতিঃ—সম্পদে বা বিপদে আত্মহারা না হইয়া দেহ-ইন্দ্রিয়াদিকে

প্রকৃতিস্থ রাখিবার শক্তি। (২৪) শৌচম্—পবিত্রতা। (২৫) অঙ্গোহঃ—

পরের অনিষ্ট না করা। (২৬) নাতিমানিতা—আত্মাভিমান না করা।

এই সমস্ত গুণ, দৈবীং সম্পদম্ অভি জাতম্ ভবতি—যে দৈবী সম্পদ-
অভিযুখে জাত, দেব ভাব লইয়া যাহার জন্ম, তাহার হইয়া থাকে।

যাহা যাহা দেবতা-সম্পত্তি, যাহা থাকিলে জীব দেবতা হয়, ১—৩
শ্লোকে ভগবান্ তাহা কহিলেন। যিনি শুদ্ধাশ্রয়, সত্যনিষ্ঠ, জিতেজ্জিয়,
ক্রোধ-লোভ-মুগ্ধ, কমাণীল, অবিচল স্থিরবুদ্ধি, দয়ালু, কোমলপ্রকৃতি এবং
নীতি-বিগর্হিত কর্ম্মমাত্রে পরাভূত, যিনি আত্মাভিমান করেন না, পরোক্ষে
পরের দোষকীর্তন করেন না, কাহারও হিংসা বা কোন অনিষ্ট করেন না,
যাহার হৃদয় শান্তিপূর্ণ এবং লোক-বাবহারে সর্বদা সরল, যিনি দানশীল ও
পরার্থ স্বার্থত্যাগী হইয়া অগোপনীয় বস্তু সকলের আচরণ পূর্বক সর্ব
লোকের পরিপোষণ করেন, যিনি বেদবিজ্ঞানুভাগী এবং জ্ঞানের বিচারে,
জ্ঞানের সিদ্ধান্তে যাহা কর্তব্যরূপে নির্ণীত হয়, তাহাতে দৃঢ়নিষ্ঠ থাকেন,
যিনি নিষ্ঠাক্ত তেজস্বী পুরুষ, তিনি মহুশ্ব লাভ করিয়াছেন। এই সকল
গুণগ্রাম লাভ হইলে, তবে ধর্ম্মশালায় প্রবেশাধিকার লাভ হয়। এই
সকলের অনুবর্তনই প্রকৃত সদাচার।

কিন্তু কি পবিত্রতাপের বিষয়, বর্তমান হিন্দু সমাজের প্রতি দৃষ্টি করিলে
দেখা যায় যে, আমাদের সাধারণের এবং আনাদের সমাজ-রক্ষক পণ্ডিত-
মণ্ডলীর সে দিকে দৃষ্টি নাই। বর্তমান হিন্দুধর্ম্ম আহাঙ্গাদি সম্বন্ধে এবং
পুত্র কন্যার বিবাহাদি সামাজিক বিষয় সম্বন্ধে কয়েকটা নিয়মের সঙ্কীর্ণ
গভীর মধ্যে আবদ্ধ। যিনি সেই সেই নিয়ম রক্ষা করিয়া চলেন, তিনি পরম
নিষ্ঠাবান্ ধার্ম্মিক, আর যিনি তাহা করিতে না পারেন, তিনিই ধর্ম্মচ্যুত,
জাতিচ্যুত, অহিন্দু। কিন্তু অসত্যবাদ, ইন্দ্রিয়দোষ, শঠতা, প্রবঞ্চন, পরনিন্দা,

দন্তো দর্পো হিতিমানশ্চ ক্রোধঃ পারুশ্যম্ এব চ ।

অজ্ঞানং চাভিজাতস্ত পার্থ সম্পদম্ আনুরীম্ ॥৪॥

পরস্বাপহরণ, হিংসা, ঘেব, ইত্যাদি কারণে কেহই সমাজচ্যুত ধর্মচ্যুত হইয়া অহিন্দু হইয়া যায় না বা কুলীনের কোলীন্ত যায় না। সামাজিক আচার বিচার ধর্মনীতির বাহ্য আবরণ মাত্র। নীতিদৃষ্টি অনুসারে সেই আবরণের বাহ্য সার, তাহা এখন আমাদের সমাজধর্মের প্রায়শঃ নাই; আছে মাত্র “ছোবড়া”। আমরা সেই ছোবড়া লইয়াই অহঙ্কার করি যে, আমরা হিন্দু—আমরা সদা সদাচার-পরায়ণ ধার্মিক; আর হিন্দু ভিন্ন অপর সকল লোক আচারভ্রষ্ট। ইতিহাস-পূজা হিন্দু কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া, উপযুক্ত গুণগ্রাম অর্জন করিতে না পারায়, সত্যের দৃষ্টিতে, আমরাই বথার্থ ধর্মচ্যুত, আচারভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছি। কিন্তু সে দিকে আদৌ দৃষ্টিপাত না করিয়া আমরা এখন কেবল পরচ্ছিন্ন অনুসন্ধানে বাস্ত থাকি। কি ঘোর মিথ্যাচার! ১—৩।

আনুরী প্রকৃতির বিষয় বলিতেছেন। আনুরীং সম্পদম্ অভিজাতস্ত—অনুরের সম্পত্তি—যাহা থাকিলে জীব অনুর হয়, তাহা লইয়া যাহার ধর্ম, তাহার এই সকল লক্ষণ হয়। এখানে আনুর শব্দ উপলক্ষণ মাত্র; ইহাতে আনুর ও রাক্ষস দুইই বুঝিতে হইবে (শ্রী)। দন্তঃ—কপট ধার্মিকতা। দর্প—বিজ্ঞা বা অর্থাদি-নিমিত্ত আত্মাভিমান। ইহা হইতে অন্তের প্রতি অবজ্ঞা!

আনুরী
প্রকৃতি

ধার্মিক না হ'য়ে করা ধার্মিকের ভাণ,
আমি শ্রেষ্ঠ—মনে মনে হেন অভিমান,
অর্থাদির গরিমার অবজ্ঞা অপরে,
অজ্ঞান ও ক্রোধ আর কুরতা অনুরে,
ইত্যাদি আনুর ভাব প্রাপ্ত হয় তা'রা
অনুরের ভাব ল'য়ে জনমে যাহারা । ৪ ।

দৈবী সম্পদ বিমোক্ষায় নিবন্ধায়াসুরী মতা ।

মা শুচঃ সম্পদং দৈবীম্ অভি জাতো হসি পাণ্ডব ॥৫॥

দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঃস্মিন্ দৈব আসুর এব চ ।

দৈবো বিস্তরশঃ প্রোক্ত আসুরং পার্থ মে শৃণু ॥৬॥

ও ধর্মের মর্যাদা-লঙ্ঘন হয়। অতিমানঃ—আমি শ্রেষ্ঠ, এরূপ ধারণা।
ক্রোধঃ—৭৭ ও ১৪০ পৃষ্ঠা। দেখ। পার্শ্বায় এব চ—এবং নিষ্ঠুরতা।
অজ্ঞানং চ—অজ্ঞানাদি। চ শব্দে অসুস্থ চপলতা, অধৈর্য্যাদিও বুঝাইতেছে
(মধু)। ৪।

দৈবী সম্পৎ বিমোক্ষায়—মোক্ষ লাভের হেতু। আসুরী নিবন্ধায়—
নিয়ত বন্ধনের হেতু। হে পাণ্ডব! মা শুচঃ—তুমি শোক করিও না।
কারণ তুমি, দৈবী সম্পদম্ অভি—লক্ষ্য করিয়া। জাতঃ অসি। ৫।

অস্মিন্ লোকে দ্বৌ ভূতসর্গৌ—এই সংসারে বিবিধ জীবনৃষ্টি। যথা,
দৈবঃ আসুরঃ এব চ। তন্মধ্যে দৈবঃ বিস্তরশঃ প্রোক্তঃ—অনেক বলিয়াছি;
২।৫৫—৭১; ১০।১৩—২০; ১৪। ২১—২৬ ও ১৬। ১—৩ দেখ।
একিণে আসুরং মে শৃণু—আমার কাছে আসুর ভাবের বিষয়
শ্রবণ কর। ৬।

দেব ভাবে মোক্ষ পদ মিলে, হে তারত!

অসুরের ভাব রাখে সংসারে নিয়ত।

কেন হে, সংশয়? কর শোক পরিহার,

দেব ভাব ল'রে পার্থ, জনম তোমার। ৫।

আছে বত বত প্রাণী

তাই তার ভেদ জানি

দৈব ও আসুর, ধনঞ্জয়!

তার মাঝে দৈব যাহা

বিস্তর বলেছি তাহা

এবে তুমি আসুর যা হয়। ৬।

প্রবৃত্তিঃ নিবৃত্তিঃ জনা ন বিদু রাস্তুরাঃ ।

ন শৌচং নাপি চাচারো ন সত্যং তেষু বিজ্ঞতে ॥৭॥

অসত্যম্ অপ্রতিষ্ঠন্তে জগদ্ আছ রনৌশ্বরম্ ।

অপরম্পরসমুতং কিম্ অশ্রুৎ কামহৈতুকম্ ॥৮॥

৭ হইতে ১৮ শ্লোকে “এই আত্মরজ্ঞাদেব প্রবৃত্তি যেক্রপ বর্ণিত হইয়াছে, তাহা আধুনিক সত্য সমাজের একটি জীবনচিত্র । বর্ণনাটি আমাদের শিক্ষিত সমাজের কিছু গায়ে লাগিবার কথা ।”—নবীনচন্দ্র সেন । ইচ্ছাদিগের পরিণাম শোচনীয় ।

প্রবৃত্তিঃ চ নিবৃত্তিঃ চ—পুরুষার্থ সাধনের জন্য যে কৰ্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়া এবং যে কৰ্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হওয়া কর্তব্য । আত্মরাঃ জনাঃ । এই দুয়ের তত্ত্বং ন বিদুঃ—জানে না । এবং তেষু—তাহাদের মধ্যে । ন শৌচং, ন চ অপি আচারঃ—পবিত্রতা ও সদাচার । ন সত্যং—সত্যনিষ্ঠা । বিজ্ঞতে । ৭ ।

তে আহঃ, জগৎ অসত্যং—তাহারা বলে, জগতের মূলে কোন সত্য বস্তু নাই অথবা জগৎ সত্য নয় ; রজ্জুতে সর্প ভ্রমের স্থায় মিথ্যা (মারাবাদী

	ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মে প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি কিরূপ,
<u>অত্মের</u>	আত্মরিক লোক তার জানে না স্বরূপ,
<u>আচরণ</u>	পবিত্রতা নাই কিবা নাই সদাচার,
<u>(৭—১৮)</u>	নাহিক তাদের মাঝে সত্য ব্যবহার । ৭ ।
	বিমোহিত হ’রে তা’রা আত্মরিক ভাবে
<u>আত্মরিক</u>	জগতের মূলে কিছু সত্য নাই তা’বে ;
<u>জ্ঞান</u>	ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ম ব্যবস্থা তাহাতে কিছু নাই,
	স্বজন-পালন-কর্তা প্রভু কেহ নাই ।
	কামবশে স্বীপুরুষে হয় যে মিলন,
	তা হ’তে জগৎ, অস্ত কি আর কারণ ? ৮

এতাং দৃষ্টিম্ অবষ্টভ্য নষ্টোদ্যানো হস্তবুদ্ধয়ঃ ।

প্রভবন্ত্যগ্রকর্মাণঃ ক্রয়ায় জগতো হহিতাঃ ॥৯॥

কামম্ আশ্রিত্য হৃদ্পুরঃ দন্তমানমদান্বিতাঃ ।

মোহাদ্ গৃহীত্বাসদ্গ্রাহান্ প্রবর্তন্তে হৃদচিত্ততাঃ ॥১০॥

১:নাস্তিকের এইরূপ মত)। অপ্রতিষ্ঠা—দর্শ্যাদর্শ ব্যবস্থা, সাধারণ উপর
জগতের প্রতিষ্ঠা বা স্থিতি, তাহা নাই। অনীশ্বরঃ—সৃষ্টি-স্থিতিলয়-কর্তা
দেবর নাই। অপরস্পরসম্বৃতঃ—অপর ও পর, অপরস্পর (স আগম;
বাক্যদ্বাদিগণ)। তাহা হইতে সম্বৃত, অর্থাৎ জীপুরুষ-মিথুন-জনিত।
কামমৈতুকঃ—কামপ্রবৃত্তিই ইহার হেতু। কিম্ অন্তঃ—ইহা তির জগৎ
উৎপত্তির আর কারণ কি? চার্বাকাদির মত এইরূপ। ৮।

এতাং দৃষ্টিম্ অবষ্টভ্য—এইরূপ নাস্তিকের মত বুদ্ধি আশ্রয় করিয়া।
নষ্টোদ্যানঃ—মলিনচিত্ত। হস্তবুদ্ধয়ঃ। উগ্রকর্মাণঃ—হিংস্রকর্মপরায়ণ।
জগতঃ হহিতাঃ—জগতের শত্রুরূপ হইয়া। ক্রয়ায় প্রভবন্তি—জগতের
বিনাশের নিমিত্ত জন্মগ্রহণ করে। ৯

তাহারা হৃদ্পুরঃ কামম্ আশ্রিত্য—হৃদ্পুরণীর লালসা আশ্রয় করিয়া।
দন্ত এবং মান অর্থাৎ অভিমান (১৬:৪ দেখ) ও মদ পরবশ হইয়া। মদ—

এরূপ নাস্তিকবুদ্ধি করিয়া আশ্রয়
অন্তবুদ্ধি যত, যত মলিন-হৃদয়
সংসারের শত্রু সেই উগ্রকর্মাগণ
তর নাত্র জগতের ক্ষয়ের কারণ। ৯।

আত্মরিক

পুরুষের

প্রবৃত্তি

হৃদ্পুরণীর কাম করিয়া আশ্রয়

দন্ত-অভিমান-মদ-মোহিত-হৃদয়,

মোহবশে অতৃষ্টি-চরিত্র, নরবর!

সাগ্রহে অসৎ কর্মে রত নিরন্তর। ১০।

চিন্তাম্ অপরিমেয়াক্ষ প্রলয়াস্ত্যাম্ উপাশ্রিতাঃ ।

কামোপভোগপরমা এতাবদ্ ইতি নিশ্চিতাঃ ॥১১॥

আশাপাশনতৈ ক্বক্বাঃ কামক্রোধপরায়ণাঃ ।

ঐহস্তু কামভোগার্থম্ অন্ত্যায়েনার্থসঞ্চয়ান্ ॥১২॥

বিষয়ানন্দ জনিত সন্দোহ ; আমি মহাত্মা, ধনী, আমার তুল্য কেহ নাই, ইত্যাদি ভাব ; অহংকার হইতে ইহার উৎপত্তি । মোহাৎ অসদ্গ্রাহান্ গৃহীত্বা—হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া অসৎ বিষয় অবলম্বনপূর্বক । অন্তচি ত্রতাঃ প্রবর্ত্তন্তে—মন্ত মাংসাদি অন্তচি দ্রব্যে রত হইয়া অশাস্ত্রীয় অন্তচি কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় । ১০ ।

ভাহারা অপরিমেয়াৎ—যাহার পরিমাণ বা ইয়ত্তা নাই । এবং প্রলয়াস্ত্যৎ—মৃত্যু হইলে তবে যাহা শেষ হয় । ঐদৃশী চিন্তাম্ উপাস্ত্য—আপনার ও দ্রুপ্তাদির সুখ-স্বচ্ছন্দাদি বিষয়ক ভাবনা অবলম্বন করিয়া । কামোপভোগপরমাৎ—কাম্য বস্তু সম্ভোগই পরম পুরুষার্থ সাহাতে । এতাবৎ ইতি নিশ্চিতাঃ—এইমাত্র সাহাদের নিশ্চয় ধারণা । অতএব আশা-পাশ-

আপনি ও আপনার শ্রির পরিজন

সুখে রবে কিসে ?—তার চিন্তা অমুকণ ।

এ চিন্তা-সাগর, নাই আদি অন্ত যায়,

মরণ পর্য্যন্ত তার ভাসিয়া বেড়ায় ।

ভোগ সুখ মাত্র করি জীবনের সার

এ ভিন্ন, নিশ্চয় মানি, কিছু নাই আর, ১১ ।

শত শত আশাপাশে নিবদ্ধ নিরত

আত্মরিক কাম-ক্রোধ-বশীভূত থাকি অবিরত,

পুরুষের কামভোগ তরে মাত্র, অসৎ উপায়ে

মনোবৃত্তি সত্তত কামনা করে অর্থের সঞ্চয়ে । ১২ ।

ইদম্ অশ্ব ময়া লব্ধম্ ইদং প্রাপ্স্য মনোরথম্ ।
 ইদম্ অস্তীদম্ অপি মে ভবিষ্যতি পুন ধনম্ ॥১৩॥
 অসৌ ময়া হতঃ শত্রু ইনিষে চাপরান্ অপি ।
 দৈশ্বরো হহম্ অহং ভোগী সিকো হহং বলবান্ সুখী ॥১৪॥
 আচ্যো হভিজ্ঞনবান্ অশ্বি কো হশ্যো হস্তি সদৃশো ময়া ।
 যক্ষ্যে দাস্যামি মোদিস্য ইত্যজ্ঞানবিমোহিতাঃ ॥১৫॥

শব্দে: বন্ধা:—শত শত আশারূপ পাশে নিরস্তিত, ইত্যন্তত: আক্লিষ্যমান (স্ত্রী) । পাশ—বন্ধনরজ্জু । এবং কাম-ক্রোধ-পরায়ণাঃ । কামভোগার্থম্—কাম ভোগের নিমিত্ত, ধর্মের অশ্রু নহে । অজ্ঞায়েন অর্থলক্ষ্যান্ দৈহন্তে—অজ্ঞায় পূর্বক ধনসঞ্চয় কামনা করে । সঞ্চয়ান্—এখানে বহুবচনের দ্বারা ধনভক্ষার অনিবৃতি বুঝাইতেছে (রামা) । ১১—১২ ।

সেই আশ্বরথশ্রাদেয় মনের ভাব কিরূপ, তাহা বলিতেছেন । ইদম্ অশ্ব ময়া লব্ধম্ ইত্যাদি স্পষ্ট । দৈশ্বর—শত্রু, অন্যে ধাহার আত্মাকারী । সিকো—সার্থক-কর্ম্ম । ১৩ শ্লোকে লোভের এবং ১৪ শ্লোকে ক্রোধের ভাব বর্ণিত হইয়াছে (মধু) । আচ্যো—ধনবান্ । অভিজ্ঞনবান্—কুলীন ; সপ্ত পুরুষ শ্রোত্রিয়াদি গুণসম্পন্ন (শং) । যক্ষ্যে—যজ্ঞ করিব ;

হায় ! সেই মৃগগণ ভাবে অনিবার,
 অশ্ব এই অর্থ লাভ হইতে আমার,
 এ ধন পাইব পরে ; আজ আছে এই,
 ভবিষ্যতে পুনরায় পাব এই এই । ১৩ ।
 এই মম শত্রু, হত করেছি ইহারে ;
 আর (ও) যত বত আছে মারিব সবারে ।
 সকলে বহিবে শিরে আমার শাসন ;
 সুখী, ভোগী, বলী আমি, সার্থক-জীবন । ১৪ ।

অনেকচিত্তবিভ্রান্তা মোহজালসমাবৃত্তাঃ ।

প্রসক্তাঃ কামভোগেষু পতন্তি নরকে হস্তচৌ ॥১৬॥

আত্মসন্তাবিতাঃ স্তুকা ধনমানমদান্বিতাঃ ।

যজন্তে নামযজ্ঞে স্তে দন্তেনাবিধিপূর্বকম্ ॥১৭॥

যজ্ঞ কর্ণে অন্যাপেক্ষা অধিক যশস্বী হইবে। মোদিব্যো—আহ্লাদিত হইবে। দান্তামি—দান করিব, অনুগত স্তাবকদিগকে। ইতি অজ্ঞানবিমোহিতাঃ। এবং অনেক-চিত্ত-বিভ্রান্তাঃ—অনেক বিষয়ে প্রবৃত্তচিত্ত, অতএব তদ্বারা ভ্রান্ত। মোহরূপ জালে সমাবৃত্তাঃ। এই ধন-জনাদি আমার এইরূপ মমত্ব হইতে বুঝির যে মুগ্ধতা তাহার নাম মোহ। ইহা অজ্ঞানের ফল। কামভোগেষু প্রসক্তাঃ—বিষয়ভোগে বিশেষরূপে আসক্ত হইয়া (রাম)। হস্তচৌ নরকে পতন্তি—অপবিত্র নরকে পতিত হয়। ১৩—১৬।

তে আত্মসন্তাবিতাঃ—তাহারা আপনাই আপনাদিগকে পূজ্য মনে

আমি ধনী, মহাকূলে জনম আমার,
আমার সমান আছে অস্ত্রে কেবা আর ?
যে যজ্ঞ করিব, আর কে ভেমন পারে,
যশস্বী আমার মত কে হবে সংসারে ?
আমার করিবে স্তুতি কত শত জন,
কি আনন্দে সে সবার দিব কত ধন !
এরূপ অজ্ঞানে, হায় ! মোহিত-হৃদয়,
অনন্ত কামনাবশে ভ্রান্ত চিত্ত হয়।

স্বত্রময় জালারূত বধা মৎস্তগণ

আনুরিক

মোহময় জালারূত সেই মুঢ়গণ

পুরুষের

কামভোগে সমাসক্ত হ'য়ে, ধনজর !

পতি

অন্তর্নি নরকে সবে নিপতিত হয়। ১৫—১৬।

অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধঞ্চ সংশ্রিতাঃ ।

মাম্ আত্মপরদেহেষু প্রবিষন্তো হত্যাসূয়কাঃ ॥১৮॥

• করে, অস্ত্র নহে । শুদ্ধাঃ—অনন্ত । ধনমানমদাধিতাঃ—অর্থ নিমিত্ত যে মান ও মদ (১০ শ্লোক দেখ), তদযুক্ত হইয়া । নামযট্টৈঃ—নামে মাত্র যজ্ঞ করিয়া । দান্তুন—দান্তিকতা দেখাইয়া মাত্র, শ্রদ্ধাপূর্বক নহে । অবিধিপূর্বকং যজন্তে—যজ্ঞ করে । ১৭ ।

তাহারা, অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং চ সংশ্রিতাঃ—অহঙ্কারাদি আশ্রয় পূর্বক । অত্মাসূয়কাঃ—সাধুর প্রতি অশ্বরূপবশ হইয়া । শুণীর শুণে দোষারোপের নান অশ্বয়া । আত্ম-পরদেহেষু (স্থিতং) মাং প্রবিষন্তঃ ভবন্তি—তাহাদিগের আপনার ও অপরের দেহে অবস্থিত আমাকে ঘেব

আপনিই আপনাকে পূজা বলি মানে,

আশ্বরিক হৃদয়ে নম্রতা নাই, মন্ত্র ধনমানে ;

পুরুষের সদন্তে, লজ্জন করি শাস্ত্রের বিধান,

যদ্যশ্বুষ্ঠান নামে মাত্র করে তারা যজ্ঞ-অশ্বুষ্ঠান । ১৭ ।

অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম, ক্রোধভরে

শুণীর পবিত্র শুণে দোষারোপ করে ।

অপরের দেহে কিবা নিজ দেহে তার

আমি যে রয়েছি, ঘেব করে সে আমার ;—

শ্রদ্ধাহীন যজ্ঞ বত করিয়া সাধন ।

আপন আশ্বার দেয় ক্রেশ অকারণ,

সদন্তে যজ্ঞের হলে পত্নহত্যা করে,

কত জনে কত ভাবে কত ঘেব করে ;

এরূপে চৈতন্তদ্রোহে আশ্বদ্রোহে আর

আমাকেই ঘেব করে তা'রা অনিবার । ১৮ ।

তান্ অহং দ্বিষতঃ কুরান্ সংসারেষু নরাধমান্ ।

ক্ৰিপাম্যজস্রম্ অশুভান্ আশ্রয়ীষ্যেব যোনিষু ॥ ১৯ ॥

করে। তাহার। যে যজ্ঞাদি করে তাহা, শ্রদ্ধাবিহীন হওয়ার, তৎসম্পাদনে যে আশ্রয় তাহা আশ্রয়ীভূত মাত্র হয় এবং যজ্ঞ উপলক্ষে যে পণ্ডিত্য করে, তাহাও চৈতন্যমোহ মাত্র হয়। এ সকল আশ্রয় প্রতি ঘেব করা (শ্রী)। অহংকার—বিবিধ সদৃশ, যাহা আপনাতে থাকুক বা না থাকুক, তাহা আছে বলিয়া যে আত্মাভিমান, তাহার নাম অহংকার (৭৭) ; ইহা রজোগুণোদ্ভূত মানসিক বৃত্তি, অহং বৃত্তির প্রবলতা ইহার হেতু। বল—অজ্ঞকে পরাভূত করিবার নিমিত্ত কাম-রাগযুক্ত সামর্থ্য (৭৭)। দর্প—১৬।৪ দেখ। কাম—স্ত্রী পুত্র অর্থাৎ বিষয়ক (৭৭) ক্রোধ—বিপক্ষ-দিগকে নষ্ট করিবার উদ্দেশে। ১৮।

মাং দ্বিষতঃ—আমার ঘেটো। তান্ কুরান্ নরাধমান্ অশুভান্—সেই নিষ্ঠুর নরাধম পাপিগণকে। সংসারেষু—জন্ম-জরা-মরণাদি রূপে পরিবর্তন-শীল সংসারে (রামা)। আবার তাহার মধ্যেও আশ্রয়ীষু এব যোনিষু—ব্যাঘ্র সর্পাদি কুর যোনিতে (শ্রী)। অহম্ অজস্রং ক্ৰিপামি—অনবরত নিক্ষেপ করি ; তত্তৎ-কর্মজনিত বাসনার অনুরূপ যোনিতে আমিই সংযোজিত করি।

এ ভাবে আমারে	যারা ঘেব করে
<u>আত্মরিক</u>	যারা হেন কুরাশর,
<u>পুরুষের</u>	নরাধম যত
গতি	পাপ কর্মে রত
	অবিরত, ধনঞ্জয় !
জন্ম-মৃত্যু-বার	এই যে সংসার,
	আশ্রয়ী যোনিতে তার
কর্ম অনুসারে	বারে বারে বারে
কেলি আমি সে সবার। ১৯।	

আত্মরীঃ যোনিম্ আপন্নামূঢ়া জন্মানি জন্মানি ।

মাম্ অপ্রাপৈব কোশ্চৈয় ততো যাস্ত্যধমাং গতিম্ ॥ ২০ ॥

ত্রিবিদং নরকশ্চৈদং দ্বারং নাশনম্ আত্মনঃ ।

কামঃ ক্রোধঃ স্তথা লোভঃ স্তস্মাদ্ এতৎ ত্রয়ং ত্যজেৎ ॥ ২১ ॥

এতৈঃ বিমুক্তঃ কোশ্চৈয় তমোদ্বারৈঃ স্তিতি নরঃ ।

আচরত্যাত্মনঃ শ্রেয়ঃ স্ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥ ২২ ॥

কিন্তু ইহাতেও ভগবানে বৈষম্য দোষ আসে না। কারণ জীব কর্ম-ফলে যে যোনিতেই গমন করুক না কেন, তিনিই সদা কাল তাহার অনন্তবাসী থাকেন। ১৯।

প্রকৃতি একবার একরূপে দূষিত হইলে উত্তরোত্তর অধোগতি হয়। আত্মরীঃ যোনিম্ আপন্নামূঢ়া ইত্যাদি স্পষ্টে। ২০।

ইহাদের মধ্যে আবার তিনটি সর্বানর্থমূল। কামঃ ক্রোধঃ স্তথা লোভঃ, ইদং ত্রিবিদং নরকশ্চ দ্বারং—নরকের দ্বারস্বরূপ। কাম—ধর্ম-বিরুদ্ধ বিষয়াভিলাষ। ইহাদের দ্বারাই আপনার অধঃপতন সংসাধিত হয়। ২১।

এতৈঃ স্তিতিঃ তমোদ্বারৈঃ—নরকের দ্বারস্বরূপ এই তিন হইতে। বিমুক্তঃ নরঃ। আত্মনঃ শ্রেয়ঃ—আত্মার শ্রেয়ঃ-সাধন তপো ব্রহ্মাদি।

জনমে জনমে

আত্মরী যোনিতে

জনমি সে মূঢ়গণ

না পার আমার,

অধোগতি তার

ত্রিবিধ

গতে, হে কুতী-নন্দন ! ২০।

নরকের

সংসারে ত্রিবিধ

নরকের দ্বার,—

দ্বার

ক্রোধ লোভ আর কাম।

নীচ গতি তার

আত্মনাশ তার ;—

ত্যাগ তিনে, ভগবান ! ২১।

যঃ শাস্ত্রবিধিঞ্চ উৎসৃজ্য বর্জতে কামচারতঃ ।

ন স সিদ্ধিঞ্চ অবাশ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিঞ্চ ॥২৩॥

তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্য্যাকার্য্য-ব্যবস্থিতৌ ।

জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কৰ্ম্ম কৰ্ত্তুঞ্চ ইহাৰ্হসি ॥ ২৪ ॥

ইতি দৈবাসুরসম্পদবিভাগযোগো নাম ষোড়শোহধ্যায়ঃ ।

আচরতি—আচরণ করে । ততঃ পরাং গতিং বাতি—তাহার ফলে উত্তম গতি প্রাপ্ত হয় । ২২ ।

শাস্ত্রবিধিঞ্চ উৎসৃজ্য—শাস্ত্রবিধি ত্যাগ করিয়া । যঃ কামচারতঃ বর্জতে—স্বৈচ্ছামত কৰ্ম্ম করে । সঃ সিদ্ধিঞ্চ ন অবাশ্নোতি—সফলতা প্রাপ্ত হয় না । এবং ন ইহপরলোকে সুখং, ন পরাং গতিঞ্চ আশ্নোতি । ২৩ ।

তস্মাৎ কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ—কার্য্য ও অকার্য্যানিরূপণে । তে শাস্ত্রং প্রমাণং । অতএব শাস্ত্রবিধানোক্তং—শাস্ত্রীয় ব্যবস্থানুযায়ী । কৰ্ম্ম জ্ঞাত্বা—অবগত হইয়া । ইহ—কৰ্ম্মাধিকার-ভূমি সমুদায়-লোকে ; ১৫।২ টীকা দেখ । কৰ্ত্তুঞ্চ ইহাৰ্হসি—কৰ্ম্ম করা তোমার উচিত । ২৪ ।

হে কুন্তী-কুমার !

নরকের দ্বার

এ তিনে যে মুক্তি পায়,

আত্মশ্রম তরে

বজ্রাদি আচরে,

শ্রেষ্ঠ পদ লভে তার । ২২ ।

শাস্ত্রবিধি

শাস্ত্রবিধি যত

ত্যাগি, ইচ্ছামত

লজনের

বিহরে যে মুচুঁষতি,

দোষ

কতু সিদ্ধি ধন

না পায় সে জন

সুখ বা পরমা গতি । ২৩ ।

অতএব কার্যাকার্য শাস্ত্র-ব্যবহার ধার্য্য

শাস্ত্রবিধি তোমার প্রমাণ,

শাস্ত্রীয় অবগত হ'রে মৰ্শ শাস্ত্রবিধিমত কৰ্ম্ম

কৃষ্ণের কৰ্ম্মক্ষেত্রে কর অনুষ্ঠান ।

কর্তৃব্যতা শাস্ত্রবিধি অনুসরি স্বধৰ্ম্ম পালন করি

কত্রবীর, কর ধৰ্ম্ম রণ ;

ব্রথা শোকমোহে মজি আশুরী সম্পদ ভজি

শাস্ত্রবিধি না কর লজ্বন । ২৪ ।

ষোড়শ অধ্যায় শেষ হইল । প্রকৃতির ত্রিগুণভেদে মানুষের প্রকৃতি, জ্ঞান, কৰ্ম্ম ও গতি ভিন্ন ভিন্ন হয় । এই অধ্যায়ে তাহা সবিশেষ বিবৃত হইয়াছে । দেবপ্রকৃতিক পুরুষেরাই শ্রেয়োলাভ করে । আশুরিক ভাবাপন্ন পুরুষ বাহা কিছু করে, তাহার মূলে দম্ভ আত্মাভিমান লালসা— কাম ক্রোধ লোভ, নিয়ত বর্ত্তমান । তাহাদের হৃদয়ে ঈশ্বরতত্ত্বের বিকাশ হয় না । তাহারা ক্রমশঃ অধোগতি প্রাপ্ত হয় । শ্রেয়ঃপ্রার্থী পুরুষ আশুরিক ভাব পরিহারপূৰ্ব্বক শাস্ত্রবিধিমত কৰ্ম্ম করিবেন । শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ পূৰ্ব্বক কৰ্ম্ম করিলে সিদ্ধিলাভ হয় না, নুপলাভও হয় না ।

দৈব ও আশুর ভাব বুঝালে, শ্রীচরি ।

“আত্ম”র আশুর ভাব নাশ কৃপা করি ।

দৈবাত্মরসম্পদবিভাগ-যোগ নামক ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত ।



সপ্তদশোঃধ্যায়ঃ ।

শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগ-যোগঃ ।



অৰ্জুন উবাচ ।

যে শাস্ত্রবিধিন্ উৎসৃজ্য যজন্তে শ্রদ্ধয়াগ্নিতাঃ ।

তেষাং নিষ্ঠা তু কা কৃষ্ণ সৎস্বদ্ভ্যো রজ স্তমঃ ॥ ১ ॥

যে যে গুণে আশ্রয়জ্ঞানে অর্জুন অধিকার

সৎস্বদ্ভ্যো শ্রদ্ধা শ্রেষ্ঠতমা তার ।

সপ্তদশে মে তব বুঝারে হৃষীকেশ

ত্রিবিধা যে গোণী শ্রদ্ধা কহিলা বিশেষ ।—শ্রীধর ।

ষোড়শ অধ্যায়ে যে স্বভাব-বৈচিত্র্য বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন এই সপ্তদশ অধ্যায় তাহার সম্প্রসারণ । তিন শ্রেণীর কৰ্ম্ম দেখা যায় । ১ম, যাহারা শাস্ত্রানুযায়ী কৰ্ম্ম করে ; ২য়, যাহারা শাস্ত্রবিধি অবজ্ঞা করিয়া নিজ ইচ্ছানুসারে কৰ্ম্ম করে ; ৩য়, যাহারা শাস্ত্রবিধি অবজ্ঞা করে না, কিন্তু অজ্ঞতা বা আলস্যাদি বশতঃ শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘন করিয়া লোকাচার-অনুযায়ী কৰ্ম্ম

অৰ্জুন কহিলেন ।

বুঝলাম,—শাস্ত্রবিধি করিয়া বর্জন

কামবশে মাত্র দ্বারা করে বিচরণ,

তবজ্ঞানে তাহাদের নাহি অধিকার ;

কিন্তু বল কৃপা করি, ওহে কৃপাধার !

শ্রীভগবান্ উবাচ ।

ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা দেহিনাং সা স্বভাবজা ।

সাত্বিকী রাজসী চৈব তামসী চেতি তাং শৃণু ॥ ২ ॥

শ্রদ্ধার সহিত করে। এই শ্বেবোক্ত শ্রেণীর লোকসবকে অর্জুন জিজ্ঞাসা করিতেছেন, যে শাস্ত্রবিধি ইত্যাদি স্পষ্ট। নিষ্ঠা—হিতি, আশ্রয় (শ্রী) অর্থাৎ প্রবৃত্তি। আহো—অথবা। ১।

শাস্ত্রজ্ঞান হইতে যে শ্রদ্ধার উৎপত্তি, তাহা সাত্বিকী এবং এক রূপই হয়; কিন্তু বাহ্য লোকাচারানুযায়ী কল্প মাত্র হইতে উৎপন্ন, শাস্ত্রজ্ঞান হইতে নহে, তাহা স্বভাবজা। দেহিনাং সা স্বভাবজা শ্রদ্ধা ত্রিবিধা ভবতি। তাহা সাত্বিকী, রাজসী, তামসী চ এব। ইতি তাং শৃণু। শ্রদ্ধা মাত্রই সাত্বিকী, কিন্তু ক্লেণবোধে বা আলস্যবশতঃ শাস্ত্রের অনাদর করার, তাহা রজঃ তমঃ সংমিশ্রিত হইয়া পড়ে, স্মৃতরাং ত্রিবিধা হয়। ২।

অজ্ঞতা, আয়াস কিবা আলস্য কারণ
শাস্ত্রের বিধান দ্বারা করি উল্লঙ্ঘন
অনুষ্ঠান করে যজ্ঞ-পুত্রাদি সকল
শ্রদ্ধাসহ লোকাচার-প্রমাণে কেবল,
তা'দের সে শ্রদ্ধা, কৃষ্ণ, বলহ কেমন—
সাত্বিক, রাজস, কিবা তামস লক্ষণ ?
সদৃশ্য বিনা নাহি শ্রদ্ধার উদয়,
ক্লেণবোধে বিসিত্যাগ রজোগুণে হয়,
তমোগুণ হ'তে হয় আলস্য উদয়,
অতএব এই শ্রদ্ধা কিরূপ, কেমন ? ১।

শ্রীভগবান্ কহিলেন ।

শাস্ত্রজ্ঞান হ'তে হয় দাহার উদয়
একমাত্র শ্রদ্ধা সে সাত্বিকী, ধনঞ্জয় !

সদানুরূপা সর্বশ্রু প্রকৃতা ভবতি ভারত ।

শ্রদ্ধামরো হুয়ং পুরুষো যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ ॥ ৩ ॥

সর্বশ্রু প্রকৃতা সদানুরূপা ভবতি—সকলেরই প্রকৃতা তাহাদিগের অন্তঃকরণের অনুসারে হয় । সত্ব—বিশিষ্ট সংস্কারযুক্ত অন্তঃকরণ (৭৭) অর্থাৎ স্বভাব । অয়ং পুরুষঃ—এই সমস্ত লোক । শ্রদ্ধামরঃ—শ্রদ্ধার পরিণাম স্বরূপ । যঃ যৎ শ্রদ্ধঃ—যে যেমন শ্রদ্ধাযুক্ত । স এব সঃ—সে তাদৃশই হইয়া থাকে । যাহার হৃদয়ের প্রকৃতা যেমন, তাহার প্রকৃতি ও কর্ম তদনুরূপই হয় । ৩ ।

ত্রিবিধা

কিন্তু লোকাচার হ'তে উক্তব যাহার

প্রকৃতা

সত্ব, রজ আর তম—তিন ভেদ তার ।

সত্য বটে সত্ব হ'তে প্রকার উদয়,

কিন্তু তাহে রজস্তম সন্মিলিত রয় ।

পূর্ব সংস্কার-বশে গঠিত স্বভাব,

ত্রিগুণে সে সংস্কার ধরে তিন ভাব ।

সে তিন হইতে জন্মে স্বভাব ত্রিবিধ ;

স্বভাবজা প্রকৃতা হয় সে হেতু ত্রিবিধ ।

এই যে ত্রিবিধা প্রকৃতা লভে দেহিগণ

সদ্বাদি প্রভেদে তার তিন বিবরণ । ২ ।

স্বভাব যেমন যার তাহার তেমন

হৃদয়ে জনমে প্রকৃতা ভারত-নন্দন !

সমস্ত পরাণী এই যা' দেখ সংসারে

সবার প্রকৃতি সেই প্রকার বিকারে ।

অন্তরের সেই প্রকৃতা, যাহার যেমন

তাহার প্রকৃতি পার্থ, জানিও তেমন : ৩ ।

যজ্ঞেষু সাত্বিকা দেবান্ যজ্ঞরক্ষাংসি রাজস্যাঃ ।

প্রৈতান্ ভূতগণাংশ্চান্যে যজ্ঞেষু তামস্যা জনাঃ ॥ ৪ ॥

অশান্ত্রবিহিতং ঘোরং তপ্যেষু যে তপো জনাঃ ।

দস্তাহকারসংযুক্তাঃ কামরাগবলান্বিতাঃ ॥ ৫ ॥

সাত্বিকাদি প্রকৃতিতে জীবের কার্যভেদ হয় । যথা,—সাত্বিকাঃ দেবান্ যজ্ঞে ইত্যাদি স্পষ্ট ।

নিজ নিজ প্রকৃতির বশে অনেকে সম্প্রদায় বিশেষের পক্ষপাতী । একপক্ষ সম্প্রদায় অনেক আছে । তাহাদের অধিকাংশই শাস্ত্রবিরুদ্ধ । তাহাদের নিষ্ঠা তামসিক । ৪ ।

যে অচেতসঃ জনাঃ—যে অবिवেকিগণ । দস্ত-অহকারসংযুক্তাঃ । দস্ত—লোক দেখান ধান্দিকতা । এবং অহকার—আত্মাভিমান । তদযুক্ত । কামরাগবলান্বিতাঃ—কাম, বিষয়াভিলাষ ; রাগ, তাহাতে আসক্তি ও বল, তন্নিমিত্ত আগ্রহ । তদযুক্ত । অশান্ত্র-বিহিতং । ঘোরং—ভূতভয়ঙ্কর, বহু আশ্রয়সাম্য । তপঃ তপ্যেষু—তপস্তার অনুষ্ঠান করে । কিরূপে ?—শরীরস্থং ভূতগ্রামং কৰ্শয়ন্তঃ—উপবাসাদিতে শরীরস্থ ভূত সকলকে কুশ করিয়া । এবং অন্তঃশরীরস্থং মাং চ কৰ্শয়ন্তঃ—আমার অন্তঃশরীররূপ দেবাদি শাস্ত্রবিধির অবজ্ঞা করাতে হৃদয়স্থ আমাকেও কুশ অর্থাৎ অবজ্ঞা বা

সত্যদি প্রভেদে প্রকৃতি রূপ বাহার

তারই অনুরূপ কর্ত্তে প্রবৃত্তি তাহার ।

সমুদয় দেবগণে পূজয়ে সাত্বিক,

রাজস রাজস বন্ধে পূজয়ে রাজসিক,

তামসিক ভাবে যারা কল্প লাভ করে

তমোভনী ভূত প্রেতে তা'রা পূজা করে । ৪ ।

কর্শরস্তুঃ শরীরস্থঃ ভূতগ্রামম্ অচেতসঃ ।

মাং চৈবাস্তুঃশরীরস্থঃ তান্ বিজ্ঞাস্মরনিশ্চয়ান্ ॥ ৬ ॥

হীন করিয়া । তান্ আত্মর-নিশ্চয়ান্ বিজ্ঞি—তাহাদিগকে আত্মরতুল্য, ক্রুর-
অধ্যবসায়শীল জানিবে (ত্রী) ।

পূর্ব্ব কালে রাবণ প্রভৃতি এইরূপ তপস্তা করিয়াছিল । অধুনা উর্দ্ধবাহ
উর্দ্ধমুখী প্রভৃতি সন্ন্যাসিগণও এই সম্প্রদায়-ভুক্ত । ইহারা ঐশ্বর্য্যকামী,
আত্মর-নিশ্চয় ।

ভূতগ্রাম—এই শ্লোকে ভূতগ্রাম কাহারো, সে সম্বন্ধে মতভেদ আছে ।
ভাষ্যকারেরা বলেন, ভূতগ্রাম—কিতি আদি পঞ্চ ভূত । কিন্তু গীতার
ইহাদিগকে ভূত বলা হয় নাই । ৭।৪ শ্লোকে ইহারা অপরা প্রকৃতি ও
১০।৫ শ্লোকে মহাভূত । পঞ্চ ভূত হুস্ম তস্ব । অতএব জীবকৃত কোন কর্ম্মে
তাহাদের কর্ম্মন বা পোষণ অসম্ভব । ৮।১৯ ও ৯।৮ শ্লোকেও ভূতগ্রাম পদ

যদি নিষ্ঠা রাজসিক তামসিক হয় ।

হ'তে পারে সর্ব্বোদর শ্রদ্ধা যদি হয় ।

আত্মরিক

তপস্তা

কিন্তু দম্ব অহঙ্কারে জ্ঞান বুদ্ধি হারা,

কামভোগাসক্তিবশে সাগ্রহে বাহারা,

দম্ভে উপবাস আদি করিয়া পালন,

শরীরস্থ ভূতগ্রামে করিয়া কর্ম্মন,

অশাস্ত্রীয় বক্ত তপ করি ঘোরতর,

আমি বে রয়েছি তাঁ'র শরীর ভিতর,

আমাকেও ক্রুশ করে মুচুমতিগণ,

আমার বিধান বৃত্ত করি উল্লঙ্ঘন ।

ক্রুর কর্ম্মে রক্ত সেই নরাধম বৃত্ত

জানিও তাঁ'দের কার্য্য অশ্রুয়ের মত । ৫—৬ ।

আহারত্বপি সর্বশ্চ ত্রিবিধো ভবতি প্রিয়ঃ ।

যজ্ঞঃ তপঃ তথা দানং তেষাং ভেদম্ ইমং শৃণু ॥৭॥

আয়ুঃসম্ভবলারোগ্যশুখপ্রীতিবিসৰ্জনাঃ ।

রস্তাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাহিকপ্রিয়াঃ ॥৮॥

আছে । সেখানে তাহার অর্থ জীবসমূহ । আমরা বলিতে পারি, এখানেও সেই অর্থ । বিজ্ঞান হইতে জানি, বাবতীর জীবশরীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু জীবাত্ম-সংযোগে গঠিত । শরীরের কৰ্শনে ও পোষণে তাহাদের কৰ্শন ও পোষণ হয় । আধুনিক বিজ্ঞান যে তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছে, মধ্যযুগে (গীতার ভাষ্য রচনার কালে) তাহা অজ্ঞাত থাকিলেও, মহাত্মারতীর যুগে তাহা বোধ হয় অজ্ঞাত ছিল না । ৫—৬ ।

সর্বশ্চ আহারঃ অপি তু—সকলের আহারও । ত্রিবিধঃ প্রিয়ঃ ভবতি । তথা—এবং । যজ্ঞঃ, তপঃ, দানং ত্রিবিধম্ । তেষাম্ ইমং ভেদং শৃণু—তাহাদের এই ভেদ শ্রবণ কর । ৭ ।

ত্রিবিধ আহারের বিষয় বলিতেছেন । আয়ুঃ—জীবিতকাল । সম্ভ—

সকলের বাহ্য কিছু অন্নাদি আহার
তিন রূপে প্রিয় হয়, কৌরব-কুমার ।
যজ্ঞ ও তপস্তা দান ত্রিবিধ ভেদন,
তাহাদের ভেদ এবে করহ শ্রবণ । ৭ ।
উৎসাহ, সামর্থ্য আর আদুরক্তি যার,
আনন্দ ও প্রীতি জন্মে অন্তরে বাহার,
সাহ্যপ্রদ, স্নেহযুক্ত, সুরসে রসাল,
শরীরে সারাংশ যার থাকে দীর্ঘকাল,
দর্শনেই মনোহর,—ঐদৃশ আহার
ভালবাসে সম্ভবনী প্রকৃতি বাহার । ৮ ।

সাহিক
আহার

কটু, মলবণাত্যুষ্ণতীক্ষ্ণকবিদাহিনঃ ।

আহারো রাজসশ্লেষটো দুঃখশোকাময়প্রদাঃ ॥ ৯ ॥

যাতযামং গতরসং পুতি পৰ্য্যুষিতঞ্চ যৎ ।

উচ্ছিষ্টম্ অপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ম্ ॥ ১০ ॥

উৎসাহ (energy) মানসিক বল ; যাহা থাকিলে শরীরে অবসাদ উপস্থিত হয় না । বল—শারীরিক । সুখ—অন্তরের প্রশান্ততা । বিবৰ্দ্ধনাঃ—
আয়ুঃ প্রকৃতির বিশেষরূপে পরিবৰ্দ্ধক । এবং যাহা রম্যাঃ—সুস্বাদু । দ্বিষ্টাঃ—
—যুতাদি মেহযুক্ত । দ্বিরাঃ—যাহার সারাংশ দেহে দীর্ঘকাল স্থির থাকে ।
কৃত্তাঃ—দৃষ্টিমাত্রেই হৃদয়ঙ্গম (জী) । জৈদৃশ আহার সাত্বিকগণের প্রিয় ।

এখানে বস্তুবিশেষসম্বন্ধে বিধি নিষেধ নাই । দেশ, কাল ও পাত্রভেদে
কোন বস্তু উপযোগী বা অনুপযোগী, স্বাস্থ্যভাববিৎ পণ্ডিতেরা তাহা নির্দেশ
করিবেন । ৮ ।

কটু, মল ইত্যাদি স্পষ্ট । কটু—তিক্ত । তীক্ষ্ণ—তীক্ষ্ণবীৰ্য্য ঝাল,
মরিচাদি । ক্লক—তৈলাদি মেহপদার্থশূন্য । বিদাহী—পরিপাককালে
যাহা অগ্নরস হয় । অতি শক কটু আদি সপ্ত পদেরই বিশেষণ । জৈদৃশ
আহার রাজসস্ত ইষ্টাঃ—প্রিয় । তাহা দুঃখ-শোক-আময়-প্রদাঃ । আময়—
রোগ । শোক—পশ্চাৎকারী মনস্তাপ (জী) । ৯ ।

যাতযামং—যাম, গ্রহণ বা উপযুক্ত সময় (প্রকৃতিবাদ) গত হওয়ার

অতি কটু কিংবা অতি অম্ল বা লবণ,

অতি উষ্ণ, অতি তীক্ষ্ণ মরিচ যেমন,

রাজসিক

মেহ নাই বাহে, যার অগ্নপাক হয়,

আহার

রাজস জনের তাহা প্রিয়, ধনঞ্জয় !

ভোজন সময়ে ক্লেশ, অসুখ পশ্চাতে,

পরিণামে মনস্তাপ জনমে তাহাতে । ১০ ।

অকলাকাজ্জিহ্বি যচ্ছো বিধিদিষ্টো য ইজ্যতে ।

যচ্চৈবাম্ এবৈতি মনঃ সমাধায় স সাহ্বিকঃ ॥ ১১ ॥

অভিসন্ধায় তু ফলং দস্তার্থম্ অপি চৈব যৎ ।

ইজ্যতে ভরতশ্রেষ্ঠ তং যজ্ঞং বিদ্ধি রাজসম্ ॥ ১২ ॥

যাহা নীতল হইয়াছে (শ্রী) । গভরস—যাহার রস বা সার অংশ নিষ্কাশিত
হইয়াছে (শ্রী) কিংবা যাহার স্বাভাবিক রস নষ্ট হইয়াছে (রাম) । পুতি—
ভগ্নক । পর্যুষিত—বাসী । উচ্ছিষ্ট—ভুক্তাবশিষ্ট । অমেধ্যং চ—এবং
যদ্বারা যজ্ঞ কার্য্য হয় না, অপবিত্র । ঐদৃশ যৎ ভোজনং—ভোজ্য দ্রব্য ।
তৎ তামসশ্চিরম্ । ১০ ।

অনন্তর ত্রিবিধ যজ্ঞের বিষয় বলিতেছেন । অকলাকাজ্জিহ্বিঃ—
কলাকাজ্জিহ্বীন পুরুষ কর্তৃক । যচ্চৈবাম্ এব ইতি মনঃ সমাধায়—যজ্ঞ-
অনুষ্ঠান করা কর্তব্য এইরূপ নিশ্চয় করিয়া । বিধিদিষ্টঃ—শাস্ত্র-বিধিতঃ
যঃ যজ্ঞঃ ইজ্যতে—যে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয় । সঃ সাহ্বিকঃ । ১১ ।

ফলম্ অভিসন্ধায় তু—ফল উদ্দেশ্য করিয়া । দস্তার্থম্ এব চ—এবং
লাভের কাছে ধর্ম্মিক ধ্যানের জন্য । যৎ ইজ্যতে—যে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত
হয় । তৎ যজ্ঞং রাজসং বিদ্ধি—জানিও । ১২ ।

পাকান্তে সুদীর্ঘকালে নীতল যা' হয়,

তামসিক গভরস, পর্যুষিত, পুতিগন্ধময়,

আহার উচ্ছিষ্ট ও অপবিত্র,—এ সব ভোজন

তামস জনের শ্রিয়, ভরত-নন্দন ! ১০ ।

সাহ্বিক যজ্ঞ নিদ্রামৌ কর্তব্য-জ্ঞানে শাস্ত্রবিধিযত

করেন যে যজ্ঞ, তাহা সাহ্বিক, ভারত ! ১১ ।

রাজস যজ্ঞ ধর্ম্মিক-ধ্যাপন আর ফল-কামনার

যে যজ্ঞ ভারত ! জান রাজস তাহার ! ১২

বিধিহীনম্ অশ্রুটায়ং মদ্রহীনম্ অদক্ষিণম্ ।

শ্রদ্ধাবিরহিতং যজ্ঞং তামসং পরিচক্ৰতে ॥ ১৩ ॥

দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞপূজনং শৌচম্ আর্জ্জবম্ ।

ব্রহ্মচর্য্যম্ অহিংসা চ শারীরং তপ উচ্যতে ॥১৪ ॥

বিধিহীনং—শাস্ত্রবিধি-বর্জিত। অশ্রুটায়ং—অন্নদানবিহীন। মদ্রহীনং—
যাহাতে যথারীতি মদ্র পণ্ডিত হয় না। অদক্ষিণং—দক্ষিণাবিহীন।
এবং শ্রদ্ধাবিরহিতং যজ্ঞং। তামসং পরিচক্ৰতে—তামস বলিয়া কথিত
হয়। ১৩।

অনন্তর ১৪—১৬ শ্লোকে শারীরিক, বাচনিক ও মানসিক ভেদে
ত্রিবিধ তপস্তার বিষয় বলিতেছেন।

দেব, দ্বিজ, গুরু ও প্রাজ্ঞ অর্থাৎ জ্ঞানী ব্যক্তির পূজনম্। প্রাজ্ঞ ব্যক্তি
দ্বিজ বা গুরুজন না হইলেও পূজনীয়। শৌচম্। আর্জ্জব—এখানে দেহের
সরলতা, সরল ভাবে উপবেশন শয়নাদি। ব্রহ্মচর্য্যম্—এখানে ধর্ম্মবিরুদ্ধ
কামের আবেগবশে কামিনীর চিন্তা, দর্শন, স্পর্শন না করা; ৭। ১১
দেখ। অহিংসা চ। শারীরং তপঃ উচ্যতে—এ সকল শারীরিক তপস্তা
বলা হয়। ১৪।

বিধিহীন মদ্রহীন, দক্ষিণাবিহীন,

অন্নদান নাহি যায়, যাহা শ্রদ্ধাহীন,

তামস যজ্ঞ এরূপ যে যজ্ঞ কর্ম, তাহা ধনজয়!

তামসিক কর্ম মাত্র সাধুগণে কর। ১৩।

দেবতা ব্রাহ্মণ আর যত গুরুজন,

আর যিনি জ্ঞানবান্, তাঁদের পূজন,

শারীরিক অহিংসা ও সরলতা, ব্রহ্মচর্য্য আর

তপ এ সব শারীর তপ, কোরব-কুমার! ১৪।

অনুবেগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতঞ্চ যৎ ।

স্বাধ্যায়াত্মসনং চৈব বাহ্যয়ং তপ উচ্যতে ॥১৫॥

মনঃপ্রসাদঃ সৌম্যত্বং মোনম্ আত্মবিনিগ্রহঃ ।

ভাবসংশুদ্ধি রিত্যেতৎ তপো মানসম্ উচ্যতে ॥১৬॥

যৎ বাক্যং অনুবেগকরং, সত্যং প্রিয়হিতং চ—সত্য, প্রিয় অথচ হিতকর আর স্বাধ্যায়-অত্মসন—নিরমিত বেদাদি শাস্ত্রালোচনা । এ সকল বাহ্যয়ং তপঃ উচ্যতে—বাচনিক তপস্তা বলে । ১৫ ।

মনঃ-প্রসাদঃ—মনের স্বচ্ছতা (শ্রী), ক্রোধাদিশূন্য প্রসন্ন, শান্ত ভাব । সৌম্যত্বং—হিংসা নিষ্ঠুরতাদি বর্জিত সৌম্য ভাব । মোনং...মনন (শ্রী), শির একাগ্র চিন্তে ভাবনা-শক্তি । আত্মবিনিগ্রহঃ—মনের বিনিগ্রহ; অযথা বস্তু হইতে নিবৃত্তি । ভাব-সংশুদ্ধিঃ—অন্তের সহিত ব্যবহারে চলনা শঠতাদি পরিহার ; সরল ব্যবহার । ইতি এতৎ মানসং তপঃ উচ্যতে । ১৬ ।

	যে বাক্যে না হয় মনে উবেগসঞ্চার, যাহা সত্য, যাহা প্রিয় হিতকর আর,
<u>বাচনিক</u>	নপাবিধি বেদ আদি শাস্ত্র অধ্যয়ন,
<u>তপ</u>	। বাচনিক তপ তাহা বলে সাধুগণ । ১৫ ।
	শান্তিময় প্রীতিময় প্রসন্ন হৃদয়,—
<u>মানসিক</u>	হিংসা-দেষ-নিষ্ঠুরতা বাহাতে না হয় ;
<u>তপ</u>	নিষ্ঠল একাগ্র চিন্তে তথ্যের চিন্তন, অযথা বিষয়ভোগ-ইচ্ছার দমন, লোক-ব্যবহারে সদা সরল হৃদয়, এ সব্বারে মানসিক তপ বলা হয় । ১৬ ।

শ্রদ্ধয়া পরয়া তপ্তং তপ স্তৎ ত্রিবিধং নরৈঃ ।

অফলাকাঙ্ক্ষিত্য যুক্তৈঃ সাবিকং পরিচক্ষতে ॥১৭॥

সংকারমানপূজার্থং তপো দত্তেন চৈব তৎ ।

ক্রিয়তে তদ্ ইহ প্রোক্তং রাজসং চলম্ অধ্ববম্ ॥১৮॥

পূর্বোক্ত ত্রিবিধ তপ প্রত্যেকে আবার সাবিকাদিভেদে ত্রিবিধ ।
অফলাকাঙ্ক্ষিত্যঃ—নিকাম । যুক্তৈঃ—একাগ্রচিত্ত (শ্রী) । নরৈঃ । পরয়া
শ্রদ্ধয়া তপ্তং—পরম শ্রদ্ধাসহ অনুষ্ঠিত । তৎ—পূর্বোক্ত । ত্রিবিধং তপঃ ।
সাবিকং পরিচক্ষতে—সাবিক বলিয়া কথিত হয় । ১৭ ।

সংকার-মান-পূজার্থম্ । ইনি সাধু, ধার্মিক ইত্যাদি প্রশংসার নাম
সংকার ; অভ্যর্থন অভিবাদনাদির দ্বারা সম্মান প্রদর্শনের নাম মান ;
এবং অর্থদানাদির নাম পূজা । এই সকলের উদ্দেশ্যে । দত্তেন চ—এবং
ধার্মিক-ধ্যাপন করিয়া । যৎ তপঃ ক্রিয়তে । তৎ ইহ—তাহা ইহলোকে
মাত্র ফলপ্রদ, পারলৌকিক নহে । চলম্—তাহার ফল অল্পকাল স্থায়ী ।
অধ্ববম্—এবং তাহাতে যে ফললাভ হইবে, তাহাও নিশ্চয় নহে । তাহা
রাজসং প্রোক্তম্ । ১৮ ।

এই যে কহিল, পার্থ, তপস্তা ত্রিবিধ
সাবিকাদি ভেদে তাহা প্রত্যেকে ত্রিবিধ ।
ফলের আকাঙ্ক্ষা যদি না রাখি অস্তরে
ধীর অবিচলচিত্তে দৃঢ় শ্রদ্ধাতরে,
সাবিক তপস্তা ত্বারে কহে, যতিমান্ । ১৭ ।
সাধু বলি বহুমানে পূজিবে আমারে
এ তাবে যে করে তপ স্তম্ভ সহকারে,
রাজসিক বলে ত্বারে ; তাহে লাভ হয়
কণিক ঐহিক ফল,—তা'ও অনিশ্চয় । ১৮ ।

মুচগ্রাহেণাঙ্গনো যৎ পীড়য়া ক্রিয়তে তপঃ ।

পরশ্চোৎসাদনার্থং বা তৎ তামসম্ উদাহৃতম্ ॥১৯॥

দাতব্যম্ ইতি যদানং দীয়তে হনুপকারিণে ।

দেশে কালে চ পাত্রে চ তদানং সাধিকং শ্রুতম্ ॥২০॥

মুচগ্রাহেণ—মুচর দ্বারা অশুচিত বিষয়ে আগ্রহে ; দূরাগ্রহবশে । আঙ্গনঃ
পীড়য়া—আপনাকে ক্রেশ দিয়া । অথবা পরশ্চ উৎসাদনার্থং—পরের
বিনাশের জন্য, অতিচারাদি । যৎ তপঃ ক্রিয়তে—যে তপ অশুষ্ঠিত হয় । তৎ
তামসম্ উদাহৃতম্—তাহাকে তামসিক তপ বলে । ১৯ ।

ত্রিবিধ দানের বিষয় বলিতেছেন । দেশে কালে চ পাত্রে চ—উপযুক্ত
দেশ কাল পাত্রে অর্থাৎ যে সময়ে, যে স্থানে এবং যে ব্যক্তির যথার্থ অভাব,
তাহা বিবেচনা করিয়া । পাত্রে—দেশ ও কাল শব্দের সাহচর্য্যাহেতু চতুর্থীর
স্থানে সপ্তমী (স্ত্রী) । হনুপকারিণে—যাহার নিকটে প্রত্যাশার সম্ভাবনা
নাই, ঈদৃশ ব্যক্তিকে । দাতব্যম্ ইতি যৎ দানম্ দীয়তে—দেওয়া
উচিত । এইরূপ ভাবিয়া যাহা দেওয়া যায় । তৎ দানম্ সাধিকং
শ্রুতম্ । ২০ ।

<u>তামসিক</u>	দূরাগ্রহবশে করি আশ্রয় পীড়ন
<u>তপ</u>	ক্রেশকর বিধি যত করিয়া পালন । অতিচার আদি কিবা পরের বিনাশে যে তপ, তামস তাহে জানিগণ তাহে । ১৯ । দেশকাল পাত্রাপাত্র বিচার করিয়া,
<u>সাধিক</u>	প্রতি উপকার আশা কিছু না রাখিয়া,
<u>দান</u>	যাহা কিছু দেওয়া হয় কর্তব্য-বিচারে পণ্ডিতে সাধিক দান বলেন তাহারে । ২০ ।

যৎ তু প্রত্যাপকারার্থং ফলম্ উদ্दिश्य वा पुनः ।
 दीयते च परिक्रियते तद्दानं राजसं श्रुतम् ॥২১॥
 অদেশকালে যদানম্ অপাত্রেভ্যশ্চ দীয়তে ।
 অসংকৃতম্ অবজ্ঞাতং তৎ তামসম্ উদাহৃতম্ ॥২২॥
 ওঁ তৎ সদ্ ইতি নির্দেশো ব্রহ্মণ ত্রিবিধঃ শ্রুতঃ ।
 ব্রাহ্মণা স্তেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বিহিতাঃ পুরা ॥২৩॥

যৎ তু প্রত্যাপকারার্থং—প্রত্যাপকার পাইবার জন্ত । অথবা স্বার্থানুরূপ ফলম্ উদ্দিশ্য—উদ্দেশ্য করিয়া । পুনঃ পরিক্রিয়তে দীয়তে—এবং মনে কষ্ট করিয়া দেওয়া হয় । তৎ রাজসম্ উদাহৃতম্ । ২১ ।

অদেশকালে অপাত্রেভ্যঃ চ—অনুপযুক্ত দেশকালে এবং অপাত্রে । যৎ দানং দীয়তে । এবং দেশ কাল পাত্র উপযুক্ত হইলেও যৎ অসংকৃতম্—অসম্মান করিয়া । বা অবজ্ঞাতং—অবজ্ঞার সহিত দেওয়া হয় । তৎ তামসম্ উদাহৃতম্—তাহাকে তামস দান বলে । ২২ ।

<u>রাজসিক</u>	রাজসিক তাহা, যাহা কষ্টে দেওয়া যায়,
<u>দান</u>	প্রতি-উপকার কিম্বা স্বার্থের আশার । ২১ ।
	দেশ কাল পাত্রাপাত্র না করি বিচার
<u>তামসিক</u>	অদেশ অকালে কিম্বা অপাত্রেতে আর,
<u>দান</u>	অবজ্ঞাসহিত, কিম্বা করি অসম্মান
	যাহা দেওয়া যায়, তাহা তামসিক দান । ২২ ।
	ওম্ আর তৎ, সৎ—এই তিন হয়
	পরম ব্রহ্মের নাম, জ্ঞানিগণে কর ।
<u>ব্রহ্ম-নাম</u>	যে নাম উচ্চারি পূর্বে সৃজিলেন বিধি
<u>ওঁ তৎ সৎ</u>	ব্রাহ্মণাদি ত্রিবার্ণ ও বেদ-যজ্ঞ-বিধি ।
	পরম পাবন এই ত্রিনাম, অর্জুন !
	বিজ্ঞান যে কার্য্য সেও এ নামে সঙ্গণ । ২৩ ।

তস্মাদ্ ওম্ ইত্যুদাহৃত্য যজ্ঞদানতপঃক্রিয়াঃ ।

প্রবর্তন্তে বিধানোক্তাঃ সততং ব্রহ্মবাদিনাম্ ॥২৪॥

তদ্ ইত্যনভিসন্ধায় ফলং যজ্ঞতপঃক্রিয়াঃ ।

দানক্রিয়াশ্চ বিবিধাঃ ক্রিয়ন্তে মোক্ষকাঙ্ক্ষিতাঃ ॥২৫॥

পূর্বোক্ত রূপে বিচার করিতে গেলে, প্রায় সমস্ত কৰ্মই রাজসিক বা তামসিক হইয়া পড়ে । এই বৈশিষ্ট্য নিবারণের জন্য ভগবানের পবিত্র নাম উচ্চারণপূর্বক কৰ্ম করিতে হয় । এক্ষণে সেই উপদেশ দিতেছেন ।

যাহার দ্বারা কোন বস্তু নির্দিষ্ট হয়, বিশেষরূপে জানা যায়, তাহা নির্দেশ । ওঁ, তৎ, সৎ, ইতি ব্রহ্মণঃ ত্রিবিধঃ নির্দেশঃ স্মৃতঃ ওঁ, তৎ, সৎ এই তিন শব্দে পরম ব্রহ্মকে বুঝায় । “ওম্” জ্ঞানগম্য ও জ্ঞানাতীত পর ও অপর ব্রহ্মবাচক ; “তৎ” শব্দ ব্রহ্মের নিগূর্ণ অক্ষর ভাববাচক এবং “সৎ” শব্দ সৎরূপে পরিণত এই জগতের নিয়ন্তা, সঙ্গুণ ঈশ্বরবাচক । তেন—সেই ত্রিবিধ নির্দেশদ্বারা, সেই নাম উচ্চারণপূর্বক । পূরা—পূর্বকালে । ব্রহ্মণাঃ বেদাঃ চ বজ্রাঃ চ বিহিতাঃ—বেদাধিকারী ব্রাহ্মণাদি ত্রিবর্ণ ও তাঁহাদের পালনীয় বিধি এবং বেদবিধি ও যজ্ঞবিধি ব্রহ্মাকর্তৃক নির্মিত হইয়াছে । অথবা তেন,—ঐ তিন যাহার নাম, সেই পরম ব্রহ্ম-কর্তৃক ব্রাহ্মণাদি পবিত্রতম পদার্থ সৃষ্ট হইয়াছে (ত্রি) । ২৩ ।

তস্মাৎ ওম্ ইতি উদাহৃত্য—অতএব ওম্ উচ্চারণ করিয়া । ব্রহ্মবাদিনাং—ব্রহ্মবিদগণের । বিধানোক্তাঃ যজ্ঞ-দান তপঃক্রিয়াঃ প্রবর্তন্তে—শাস্ত্র-বিধি অনুযায়ী যজ্ঞ-দান-তপঃ ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয় । ২৪ ।

তাই “ওম্” উচ্চারিয়া করে অনুষ্ঠান

ব্রহ্মবাদী বিধিমত যজ্ঞ তপোদান । ২৪ ।

নিকাম মোক্ষার্থিগণ “তৎ” উচ্চারিয়া

করেন বিবিধ যজ্ঞ তপঃ দান ক্রিয়া । ২৫

সম্ভাবে সাধুভাবে চ সদ ইত্যেতৎ প্রযুক্ত্যতে ।

প্রশস্তে কর্ম্মণি তথা সচ্ছদঃ পার্থ যুক্ত্যতে ॥২৬॥

যজ্ঞে তপসি দানে চ স্থিতিঃ সদ ইতি চোচ্যতে ।

কর্ম্ম চৈব তদর্থীয়ং সদ ইত্যোবাভিধীয়তে ॥২৭॥

তৎ ইতি—তৎ, শব্দ উচ্চারণ করিয়া। মোক্ষ-কাজ্জিতিঃ কলম্ অনতিসঙ্কার, বিবিধাঃ যজ্ঞতপঃক্রিয়াঃ দানক্রিয়াঃ চ ক্রিয়ন্তে । অর্থাৎ নিষ্কাম কর্ম্মে তৎশব্দ প্রযুক্ত হয় । ২৫ ।

সংভাবে—অতিশয় বুঝাইতে । সাধুভাবে চ—এবং সাধুভাবে পবিত্রতা বুঝাইতে । সৎ ইতি এতৎ (শব্দ) প্রযুক্ত্যতে । তথা প্রশস্তে কর্ম্মণি—এবং বিবাহাদি মাতুলিক কর্ম্মে । সৎ শব্দঃ যুক্ত্যতে । ২৬ ।

যজ্ঞে; তপসি, দানে চ (যা) স্থিতি—নিষ্ঠা । তাহা সৎ ইতি চ উচ্যতে । তদর্থীয়ং কর্ম্ম এব চ—সেই যজ্ঞাদি সাধনের জন্য অক্লান্ত যে সকল কর্ম্ম—কৃষি বাণিজ্যাদি । সৎ ইতি অভিধীয়তে । অথবা তদর্থীয় কর্ম্ম, ঈশ্বরার্থ কর্ম্ম । ২৭ ।

“আছে” এই অর্থে, পার্থ! সাধু অর্থে আর,

মাতুলিক কর্ম্মে পুনঃ, “সৎ” ব্যবহার । ২৬ ।

সৎকর্ম্ম

যজ্ঞ তপ দানকর্ম্মে নিষ্ঠা যাহা হয়

তাহাকেও সৎ শব্দে সাধুগণে কর !

আচরিতে যজ্ঞ আর তপোদান ধর্ম্ম ।

করা হয় আর আর বস্তু কিছু কর্ম্ম ।

ঈশ্বর-সেবার্থে কিবা কর্ম্ম যাহা হয়

সে সকলও সৎ শব্দে অভিহিত হয় । ২৭ ।

অশ্রদ্ধা হতং দত্তং তপ স্তুতং কৃতঞ্চ যৎ ।

অসদ্ ইত্যাচ্যতে পার্থ ন চ তৎ প্রেত্য নো ইহ ॥২৮॥

ইতি শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগযোগো নাম সপ্তদশোহধ্যায়ঃ ॥

কিছু ব্রহ্মনাম “ওঁ তৎ সৎ” উচ্চারণ পূর্বক কৰ্ম করিলেও যদি তাহা শ্রদ্ধাবিহীন হয়, তবে তাহা অসৎ । অশ্রদ্ধা হতং—হোম । দত্তং—দান । তপ্তং তপঃ—অনুষ্ঠিত তপত্বা । যৎ চ কৃতং । (তৎ) অসৎ ইতি উচ্যতে—তাহা অসৎ বলিয়া কথিত হয় । হে পার্থ ! তৎ চ ন প্রেত্য নো ইহ—তাহা পরকালে ও ইহকালে ফলদায়ক নহে । ২৮ ।

সপ্তদশ অধ্যায় শেষ হইল । প্রকৃতির ত্রিগুণ, যে ভাবে শরীরকে বা কেন্দ্রকে রঞ্জিত করিয়া, মানুষের শ্রদ্ধা ও আহার তথা যজ্ঞ, তপঃ, দান কৰ্মের ত্রিবিধ ভাব উৎপাদন করে, সপ্তদশে তাহা বিস্তারিত হইরাছে । বিচক্ষণ ব্যক্তি তাহা জানিয়া রাজনিক ও তামসিক ভাব পরিত্যাগ করিবেন ; এবং ব্রহ্মের পবিত্র নাম “ওঁ তৎ সৎ” স্মরণপূর্বক সাবিকী শ্রদ্ধা-সহকারে যজ্ঞ দানাদির অনুষ্ঠান করিবেন । তদ্বারা ষোড়শ অধ্যায়ে বিবৃত দৈব ভাব লাভ হইরা থাকে । দৈব ভাব লাভ হইলে তবে ত্রয়োদশ, চতুর্দশ ও পঞ্চদশ অধ্যায়োক্ত তত্ত্বজ্ঞানে অধিকার জন্মে । তখন তিনি কার্য্যাকার্য্য নিরূপণ পূর্বক মোক্ষমার্গে অগ্রসর হইতে পারেন । সাবিকী শ্রদ্ধা তির কিছুই হয় না । এইরূপে ত্রয়োদশ হইতে সপ্তদশ অধ্যায় পরস্পর সম্বন্ধ ।

ত্রিবিধ শ্রদ্ধার ভাব বুঝালে বিশেষ ;

এ “দাসে” সাবিকী শ্রদ্ধা দাও, দ্বীকেশ !

শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগযোগ নামক সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

শ্রদ্ধাহীন

সক কৰ্ম

অসৎ

কিছু বস্তু শ্রদ্ধাহীন কৰ্ম, ধনজর !

যজ্ঞ, তপ দান আদি অনুষ্ঠিত হয়,

সে সবে অসৎ কহে পণ্ডিত সকল,

ইহ পরলোকে তাহা সমস্ত বিফল । ২৮ ।

অষ্টাদশোহধ্যায়ঃ ।



মোক্ষ-যোগঃ ।

অৰ্জুন উবাচ ।

সন্ন্যাসস্য মহাবাহো তদ্বম্ ইচ্ছামি বেদিতুম্ ।

ত্যাগস্য চ দ্রবীকেশ পৃথক্ কেশিনিসূদন ॥ ১ ॥

সন্ন্যাসে ও ত্যাগে প্রভেদ কথনে

সমস্ত গীতার্থ সুসংগ্রহ করি

সর্বত দৈবরে আত্ম-সমর্পণ,

স্পষ্ট অষ্টাদশে কহিল। শ্রীহরি ।

এই অধ্যায় সমগ্র গীতার সার এবং ইহাই সমগ্র বেদের সার (৭৭) ।
সপ্তম হইতে সপ্তদশ—এই এগারটি অধ্যায়ে ভগবান্ দৈবর জীব ও জগৎ
সম্বন্ধে “সমগ্র” জ্ঞান বিজ্ঞান উপদেশ দিয়াছেন । এই জ্ঞান বিজ্ঞান
লাভ হইলে বৈচিত্র্যময় ক্ষণতের অন্তরালে যে এক অভেদ অবৈত তত্ত্ব

অৰ্জুন কহিলেন ।

জ্ঞান আর কৰ্ম্মযোগে নানা উপদেশ

তুনিয়াছি তোমার শ্রীমুখে, দ্রবীকেশ !

কৰ্ম্ম-সন্ন্যাসের কথা কহ একবার,

করিতে অশেষ কৰ্ম্ম কহিলে আবার ।

বিরোধী এ তত্ত্ব আমি বুঝিতে না পারি

অতএব সার মৰ্ম্ম কহ, হে কংসারি !

সন্ন্যাস ও ত্যাগতত্ত্ব, কেশিনিসূদন !

পৃথক্ পৃথক্ বাহা করিতে শ্রবণ । ১ ।

শ্রীভগবান্ উবাচ ।

কাম্যানাং কৰ্ম্মণাং শ্যাসং সন্ন্যাসং কবরো বিদুঃ ।

সৰ্বকৰ্ম্মফলত্যাগং প্রাপ্ত স্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ ॥ ২ ॥

আছে, তাহার স্বরূপ জানা যায় । ত্রাকাণ্ডের গূঢ় ভাব উপলব্ধ হয় । তখন মাহুয বাসনাস্থিক বুদ্ধি-সমুৎপন্ন কাম ক্রোধ লোভের মোহ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া ব্যবসায়াস্থিক সাধিকৌ বুদ্ধি লাভ করতঃ কৃতকৃত্য হয় (১৫।২০) ; এবং তখনই, কেবল তখনই প্রকৃত কর্তব্যাকর্তব্য নির্ণয়পূর্বক “শাস্ত্র-বিধানোক্ত কার্য্যাকার্য্যব্যবাহৃতি” (১৬।২৪) অবধারণে কৰ্ম্ম করিয়া আপনার কল্যাণ সাধন করিতে পারে ; কেবল তখনই, ফলাশা ত্যাগ করিয়া, (২।৪৮, ১২.১১) ত্রক্ষে কৰ্ম্ম আহিত করিয়া (৪।২৫, ৯।১০) ক্রক্ষে কৰ্ম্মফল অর্পণ করিয়া (৯।২৭) সৰ্বকালে ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া (৮।৭) সুখদুঃখ লাভালাভ সমান জ্ঞান করিয়া (২।৩৮) আপন অধিকারানুযায়ী কৰ্ম্ম করা যায় ইহাই “গীতা ধৰ্ম্ম ।” ইহার মূল মন্ত্র “ত্যাগ ।”

গীতাধর্মের মর্ম ঠিক বুঝিতে হইলে, জ্ঞান-মার্গের সন্ন্যাসধর্মের এবং ভগবদ্ভক্ত ত্যাগ ধর্মের মর্ম ঠিক বুঝিতে হয় । অর্জুন অতঃপর তাহাই জিজ্ঞাসা করিতেছেন । অর্জুনের সেই প্রশ্নের উত্তরে ভগবান্ পূর্বোপদিষ্ট

শ্রীভগবান্ কহিলেন ।

ইহপরকালে আত্মস্থখের আশার

বাণী করা যায়, বলে কাম্য কৰ্ম্ম তার ।

আত্মস্থখহেতু সেই কর্মের বর্জন

সন্ন্যাস

“সন্ন্যাস” বলিয়া তারে জানে জানিগণ ।

কিন্তু বা’রা বিচক্ষণ, তা’রা ধনঞ্জয় !

ত্যাগ

সর্ব কর্মে ফলমাত্র ত্যাগে “ত্যাগ” কর । ২ ।

ত্যাগ্যং দোষবদ্ ইত্যেকৈ কৰ্ম্যং প্রাহ শ্রুতীষিণঃ

যজ্ঞদানতপঃকৰ্ম্যং ন ত্যাগ্যম্ ইতি চাপরে ॥৩॥

সমুদয় কথাই সার এবং আরও অস্তান্ত বিষয় এই অধ্যায়ে বিবৃত করিয়া গীতা শেষ করিয়াছেন ।

অৰ্জুন কহিলেন, হে মহাবাহো ! সন্ন্যাসস্ত ত্যাগস্ত চ তত্ত্বং—সন্ন্যাসের ও ত্যাগের প্রকৃত মৰ্ম্ম । পৃথক্ বেদিতুম্ ইচ্ছামি—জানিতে ইচ্ছা করি । ১ ।

ভগবান্ কহিলেন কবরঃ—শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ । কাম্যানাং কৰ্ম্মণাং ত্যাসং—কাম্য কৰ্ম্ম-সমূহের পরিত্যাগকে । সন্ন্যাসং বিদুঃ—সন্ন্যাস বলিয়া জানেন ; কিন্তু বিচক্ষণাঃ—হৃদয়দর্শী জ্ঞানিগণ, (কেবল শাস্ত্রজ্ঞ নহেন) । এ শ্লোকে “কবি” এবং “বিচক্ষণ” এই দুই শব্দের প্রভেদ লক্ষ্য করা উচিত । সৰ্ব্বকৰ্ম্মফলত্যাগং—নিত্য নৈমিত্তিক বা কাম্য, সৰ্ব্ব কৰ্ম্মে ফলমাত্র ত্যাগকে । ত্যাগং প্রাহঃ—ত্যাগ বলেন । কাম্য কৰ্ম্ম পরিত্যাগ করার নাম সন্ন্যাস ; আর কোন কৰ্ম্মই পরিত্যাগ না করিয়া, ফলাশা ত্যাগপূৰ্ব্বক সে সকল অনুষ্ঠান করার নাম ত্যাগ । ২ ।

একে মনীষিণঃ—এক সম্প্রদায়ের পণ্ডিতেরা, সাংখ্যমতাবলম্বিগণ । কৰ্ম্ম দোষবৎ ইতি—কৰ্ম্মমাত্রই সংসারবন্ধনের হেতু হওয়ার দোষযুক্ত,

কৰ্ম্মে আর কৰ্ম্মত্যাগে—দুয়ে যে প্রভেদ

পণ্ডিত-সমাজে তার আছে মতভেদ ।

কৰ্ম্মত্যাগ

ভাল কৰ্ম্ম মন্দ কৰ্ম্ম, যা' হয় তা' হয়

সৰ্বক্ৰমে

ফলভোগ বিনা নাই কভু তার ক্ষর !

মতভেদ

অতএব কৰ্ম্ম মাত্র দোষযুক্ত মানি

ত্যাগিবে সমস্ত কৰ্ম্ম, কহে সাংখ্যজ্ঞানী ।

কৰ্ম্মবাদী মীমাংসক বলে, ধনঞ্জয় !

যজ্ঞদানতপঃ কৰ্ম্ম পরিত্যাগ্য নয় । ৩ ।

নিশ্চয়ঃ শৃণু মে তত্র ত্যাগে ভরতসত্তম ।
 ত্যাগো হি পুরুষব্যাঘ্র ত্রিবিধঃ সংপ্রকীৰ্ত্তিতঃ ॥ ৪ ॥
 যজ্ঞদানতপঃকৰ্ম ন ত্যাজ্যং কাৰ্য্যম্ এব তৎ ।
 যজ্ঞো দানং তপ শ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্ ॥ ৫ ॥
 এতান্যপি তু কৰ্ম্মাণি সঙ্গঃ ত্যক্তৃ ফলানি চ ।
 কৰ্ত্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতম্ উত্তমম্ ॥ ৬ ॥

অতএব । সে সকল, ত্যাজ্যং প্রোহঃ । অপরে—মীমাংসকগণ । যজ্ঞ-
 দান-তপঃকৰ্ম ন ত্যাজ্যম্ ইতি প্রোহঃ—পরিত্যাজ্য নহে বলেন । ৩ ।

কৰ্মত্যাগ সন্ধিক্ষেত্রে এইরূপ মতভেদ পণ্ডিত-সমাজে তখনও ছিল ; এখনও
 আছে । সে বিষয়ে ভগবানের মত কি, তাহা বলিতেছেন । হে
 ভরতসত্তম ! তত্র ত্যাগে—ত্যাগবিষয়ে এই মতভেদহলে । যে নিশ্চয়ম্
 শৃণু—আমার সিদ্ধান্ত শ্রবণ কর । হে পুরুষব্যাঘ্র ! ত্যাগঃ হি ত্রিবিধঃ
 সংপ্রকীৰ্ত্তিতঃ—ত্রিবিধ কথিত আছে । ৪ ।

যজ্ঞ দান তপঃ ইত্যাদি স্পষ্ট । কাৰ্য্য—করণীয়, অবশ্য কৰ্ত্তব্য ।
 পাবন—চিত্তশুদ্ধি-কর ; ৫।১১ দেখ । ৫ ।

অপি তু এতানি—কিছু যজ্ঞাদি এই কৰ্ম সকল । সঙ্গঃ ফলানি চ

ত্যাগে এই মতভেদ, ভরত-নন্দন !

আমার সিদ্ধান্ত তুমি করহ শ্রবণ ।

কৰ্মত্যাগ

প্রকৃতি সদ্ধাদিতে ত্রিবিধ বৈরূপ

সন্ধিক্ষেত্রে

ত্যাগও কথিত আছে ত্রিবিধ সেক্ষপ । ৪ ।

ভগবানের

যজ্ঞদান তপঃকৰ্ম পরিত্যাজ্য নহে

অভিযুক্ত

কৰ্ত্তব্য সে সব, পার্থ, জানিও নিশ্চয় ।

(৪—২)

যজ্ঞ দান তপ আর পরম পাবন,

সে সকলে চিত্তশুদ্ধি দিতে জানিগণ । ৫ ।

নিরতস্য তু সন্ন্যাসঃ কৰ্ম্মণো নোপপদ্যতে ।

মোহাৎ তস্য পরিত্যাগ স্তামসঃ পরিকীৰ্ত্তিতঃ ॥৭॥

ভাষা—আসক্তি এবং ফলাশা ত্যাগ করিয়া। কর্তব্যানি—করা উচিত।
ইতি মে নিশ্চিতং—যুক্তিনির্দ্ধারিত। উত্তমং মতম্।

আমার নিশ্চিত মত—ভগবানের এই কথাটী এখানে বিশেষ লক্ষ্য
করিবার বিষয়। তিনি প্রথমেই বলিয়াছেন, “কৰ্ম্মত্যাগে যেন তোমার
আগ্রহ না হয়” (২।৪৭) ; “কৰ্ম্মসন্ন্যাস অপেক্ষা কৰ্ম্মযোগই ভাল”
(৫২)। গীতার আরম্ভাংশে তিনি যাহা বলিয়াছেন, উপসংহারে ৬—১২
শ্লোকে সেই কথাই বলিতেছেন। “কৃষ্ণ ভগবান্ স্বয়ং” এবং গীতা
ভগবদ্ভুক্ত ;—এ কথা যাহারা স্বীকার করেন, সেই কৃকোপাসক বৈষ্ণবগণ
যে, শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখের এই কথা উপেক্ষা করিয়া সংসারত্যাগের পক্ষপাতী,
ইহা বড়ই আশ্চর্য্য। যদি গীতা সত্য হয়, তবে ভক্তিমান্ কৰ্ম্মযোগীই যে
প্রকৃত কৃকোপাসক, “ভেকধারী” বৈরাগী নহে—ইহা স্থির। ৬।

কৰ্ম্মত্যাগ অনুচিত কেন, ৭—১২ শ্লোকে তাহা বলিতেছেন।
নিরতস্ত তু কৰ্ম্মণঃ সন্ন্যাসঃ—কর্তব্য কৰ্ম্মের পরিত্যাগ। ন উপপদ্যতে—

বহু দান তপত্বাদি কৰ্ম্ম সমুদয়
আসক্তি ও ফল-আশা ত্যজি, ধনঞ্জয় !
আচরণ করা হয় ধৰ্ম্ম সমুচিত
ইহাই আমার মতে উত্তম নিশ্চিত। ৬।
ত্রিবিধ যে ত্যাগ তাহা, কৌরব-নন্দন !
আমার সকাশে তুমি করহ শ্রবণ।
নিত্য কৰ্ম্ম,—বহু তপ আদি সমুদয়
তাহাদের পরিত্যাগ উপযুক্ত নয়।

ভাসিক

মোহে যজি ছাড় যদি বত নিত্য কৰ্ম্ম,—

ত্যাগ

সে ত্যাগ, পণ্ডিতে কহে, ভাসিক ধৰ্ম্ম। ৭।

দুঃখম্ ইত্যেব যৎ কৰ্ম্ম কারক্লেশভরাৎ ত্যজেৎ ।

স কৃদ্বা রাজসঃ ত্যাগং নৈব ত্যাগফলং লভেৎ ॥৮॥

কার্যম্ ইত্যেব যৎ কৰ্ম্ম নিয়তং ক্রিয়তে হর্জুন ।

ত্যাক্ত্বা সন্নঃ ফলকৈব স ত্যাগঃ সাব্বিকো মতঃ ॥ ৯ ॥

যুক্তিযুক্ত নহে; ৩৪—৮ এবং ৪১৬—৩১ শ্লোক দেখ। মোহাৎ—
মোহবশতঃ। তত্ত পরিত্যাগঃ। তামসঃ পরিকৌস্তিতঃ। ৭।

যৎ কৰ্ম্ম, দুঃখম্, ইতি এব—যে কৰ্ম্ম, দুঃখকরমাত্র, ইহা ত্যাবিন্ন।
কারক্লেশভরাৎ ত্যজেৎ—দৈহিক কষ্টের ভয়ে তাহা ত্যাগ করে। সঃ
রাজসঃ ত্যাগং কৃদ্বা। ত্যাগফলম্ ন লভেৎ—ত্যাগের ফলই লাভ
করে না। ৮।

কার্যম্ ইতি এব—কর্তব্যবোধে মাত্র। যৎ নিয়তং কৰ্ম্ম, সন্নঃ
ফলং চ এব ত্যাক্ত্বা ক্রিয়তে—যাহাতে আসক্তি ও ফলাশা ত্যাগ-
পূর্বক কৰ্ম্ম কৃত হয়। সঃ ত্যাগঃ সাব্বিকঃ মতঃ—তাহাকে সাব্বিক
ত্যাগ বলে। ভগবদ্বক্ত ত্যাগের এই লক্ষণটী স্মরণ রাখা
আবশ্যক। ৯।

	কৰ্ম্ম দুঃখকর ত্যাবি, যে জন আবার
<u>রাজসিক</u>	শারীরিক ক্লেশভয়ে করে পরিহার,
<u>ত্যাগ</u>	এরূপ যে ত্যাগ তাহা রাজস-লক্ষণ ;
	তাহে সে ত্যাগের ফল না পায় কখন। ৮।
	আসক্তি কর্ণের প্রতি না রাধি অন্তরে
	না করি কামনা কিবা কৰ্ম্মফল তরে
<u>সাব্বিক</u>	যে নিয়ত কৰ্ম্ম করে কর্তব্য-বিচারে,
<u>ত্যাগ</u>	তাহার যে ত্যাগ, যানি সাব্বিক তাহারে। ৯।

ন দ্বেষ্ট্যকুশলং কৰ্ম কুশলে নানুষজ্জতে ।

ত্যাগী সৰ্বসমাবিষ্টো মেধাবী ছিন্নসংশয়ঃ ॥১০॥

ন হি দেহভূতা শক্যং ত্যক্তুং কৰ্ম্মাণ্যশেষতঃ ।

য স্তু কৰ্ম্মফলত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে ॥১১॥

মেধাবী—স্থিরবুদ্ধি (শ্রী) জ্ঞানী । অতএব ছিন্নসংশয়ঃ—কৰ্ম্ম করা এবং কৰ্ম্ম না করা—কি ? কিরূপ কৰ্ম্মের পরিণাম কি ? ইত্যাদি বিষয়ে সন্দেহ বাহার থাকে না । সৰ্বসমাবিষ্টঃ—সর্বগুণপরিব্যাপ্ত, সাধ্বিক । সেই ত্যাগী । অকুশলং কৰ্ম্ম ন দ্বেষ্টি—দুঃখাবহ কৰ্ম্মে যেন করে না । অথবা কুশলে—সুখকর কৰ্ম্মে । ন অনুষজ্জতে—অনুষক্ত হয় না । ২।৬৪ টীকা দেখ । ১০ ।

দেহভূতা—দেহধারী জীবকর্তৃক । অশেষঃ—সম্পূর্ণরূপে । কৰ্ম্মাণি ত্যক্তুং ন শক্যম্, ৩।৫ শ্লোক । যঃ তু—কিন্তু যে ব্যক্তি । কৰ্ম্মফলত্যাগী—কৰ্ম্মফল ত্যাগ করে, কৰ্ম্মোৎপন্ন লাভালাভ সুখদুঃখাদি স্বয়ং গ্রহণ করে না, স্বার্থে নিয়োগ করে না । সঃ ত্যাগী ইতি অভিধীয়তে । তৃতীয় হইতে

সাধ্বিক

ত্যাগী

ত্যাগীর

লক্ষণ

এরূপ সাধ্বিক ত্যাগী যে জন সংসারে

স্থিরবুদ্ধি জ্ঞানবান্ জানিবে তাহারে,

সেই জানে কৰ্ম্মাকৰ্ম্ম তত্ত্ব সমুদয়,

তার মনে কোনরূপ সংশয় না রয় ।

দুঃখাবহ কৰ্ম্মেতে সে না হয় বিরক্ত,

সুখাবহ কৰ্ম্মে কিবা নয় অনুরক্ত । ১০ ।

ত্যাগের রহস্ত বাহা কহিলু নিশ্চয়

কৰ্ম্ম-পরিভ্যাগমাত্র ত্যাগ কহু নয় ।

দেহধারী সৰ্ব্ব কৰ্ম্ম ত্যাগিতে না পারে ;

কৰ্ম্মফলত্যাগী সেই ত্যাগী বলে তারে । ১১ ।

অনিষ্টম্ ইষ্টং মিশ্রঞ্চ ত্রিবিধং কৰ্ম্মণঃ ফলম্ ।

ভবত্যত্যাগিনাং প্রেত্য ন তু সন্ন্যাসিনাং কচিৎ ॥১২॥

পঞ্চম্যানি মহাবাহো কারণানি নিবোধ মে ।

সাৰ্ব্বো কৃতান্তে প্রোক্তানি সিদ্ধয়ে সৰ্ব্বকৰ্ম্মণাম্ ॥ ১৩ ॥

পঞ্চম অধ্যায়ে বাহা সবিস্তারে বলিয়াছেন, ১—১১ শ্লোক তাহার সারাংশ ।
কৰ্ম্মফল ত্যাগই প্রকৃত ত্যাগ ; কৰ্ম্মত্যাগ নহে । দেখ থাকিতে সৰ্ব্ব
কৰ্ম্ম ত্যাগপূৰ্ব্বক সন্ন্যাস হয় না । ১১ ।

কৰ্ম্মফলত্যাগের ফল কি ? কৰ্ম্মণঃ ফলং ত্রিবিধং । অনিষ্টম্—বাহাতে
অমঙ্গল হয় । ইষ্টম্—বাহাতে মঙ্গল হয় । মিশ্রং চ—এবং বাহা ভাল মন্দ
মিশ্রিত, বাহাতে বিশেষ ভাল মন্দ হয় না । অত্যাগিনাং—সকাম পুরুষের ।
এই ত্রিবিধ ফল । প্রেত্য ভবতি—পরকালে ভোগ হয় । সন্ন্যাসিনাং তু—কিছু
কৰ্ম্মফলত্যাগী সন্ন্যাসিগণের । ন কচিৎ—কখনই ভোগ হয় না । ১২ ।

অত্যাগের কৰ্ম্মের ত্রিবিধ ফল—ইষ্ট ও অনিষ্ট

ও ত্যাগের তৃতীয় প্রকার আর মিলি ইষ্টানিষ্ট ।

ফল সকামী এ তিন ফল ভুঞ্জে পরকালে,
ফলত্যাগী, সন্ন্যাসী না ভুঞ্জে কোন কালে । ১২ ।

নিত্য নৈমিত্তিক কিবা যা' হয় তা' হয়

সৰ্ব্ব কৰ্ম্ম “আমি করি” হেন মনে হয় ।

কি ভাবে সে সব কিছু হ'তেছে সাধন

সবতনে সেটু তব করহ শ্রবণ ;

সাংখ্যশাস্ত্রে কৰ্ম্ম-তব করেছে নির্ণয়,

আমার সকালে তাকা তুমি সমুদয় ।

মহাবাহ ! পঞ্চ যাত্র জানিও কারণ,

বাহা হ'তে সৰ্ব্ব কৰ্ম্ম হ'তেছে সাধন । ১৩ ।

অধিষ্ঠানং তথা কৰ্ত্তা করণঞ্চ পৃথগ্‌বিধম্ ।

বিবিধান্‌চ পৃথক্‌ চেষ্টা দৈবং চৈবাত্র পঞ্চমম্ ॥১৪॥

কর্ম নিত্য বা নৈমিত্তিক যাহা হউক, সাধারণে মনে করে, যে সমস্তই “আমি করিতেছি।” কিন্তু ভগবান্ বলিতেছেন, কোন কর্ম তুমি করিতেছ একরূপ ভাবিও না; কোন কর্মই তুমি কর না। অতএব কর্ম ক্রমে সম্পন্ন হয়, ১৩—১৮ শ্লোকে তাহা বলিতেছেন।

সর্বকর্মণাম্‌ সিদ্ধয়ে—সর্ব কর্ম নিম্পত্তির পক্ষে। ইমানি পঞ্চ কারণানি—বক্ষ্যমাণ এই পঞ্চ হেতু। যে নিবোধ—আমার নিকটে অব-
গত হও। যাহা সাংখ্যে কৃতান্তে প্রোক্তানি। সাংখ্য—২.৩৯ দেখ।
কৃতান্ত—বাহাতে কৃত অর্থাৎ কর্মসমূহের অন্ত নির্ণীত হইয়াছে, সাংখ্য
পদের বিশেষণ। আর বিশেষ্য ধরিলে অর্থ—বেদান্ত, উপনিষৎ।
প্রোক্তানি—কথিত আছে। ১৩।

একণে কর্মের সেই পঞ্চ কারণ বলিতেছেন। (১) অধিষ্ঠানং—ইচ্ছা
যেব সুখ দুঃখাদি ভাব বাহাতে অধিষ্ঠিত, বাহাকে আশ্রয় করিয়া অভিব্যক্ত
হয়; শরীর (শর) অর্থাৎ শরীরী পদার্থ। আমরা যাহা কিছু কর্ম করি,
তাহার কিছু না কিছু অধিষ্ঠান বা আধার চাই, বাহাকে আশ্রয় করিয়া

পঞ্চভূতে বিনির্মিত জড় কলেবর
আশ্রয় সকল কর্মে হয়, নরবর!
আমি করি—অহংকার, কৰ্ত্তা হয় তার,

কর্মের পঞ্চ বুদ্ধীস্থির মন কর্ম-সাধনে সহায়,
কারণ বিবিধ শারীর চেষ্টা আর, ধনঞ্জয়!

তার সনে দৈব যদি অহুকুল রয়,—
সর্ব কর্মে এই পঞ্চ সমাবেশ চাই;
ইহার অন্তথা হ'লে কোন কর্ম নাই। ১৪।

কর্ম সম্পন্ন হয় । (২) তথা কর্তা—তাহাতে ‘আমি ইহা করিব’, এই জ্ঞান বা অহংকার থাকা চাই । কর্তা—চিৎ-অচিৎ গ্রহি, অহংকার (জী) । ব্রহ্মের সন্তোষের দ্বারাদ্বারা অহংকরণে প্রতিষ্ঠাস্থিত “অহং কর্তা” ভাব । (৩) পৃথগ্‌বিধং করণং চ—তাহার করণ (instrument) চাই,—দ্বারা কর্ম করা যায় । মন ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি—এই দ্বাদশ করণ (গিরি) । (৪) কার্যাতঃ এবং স্বরূপতঃ বিবিধাঃ চ পৃথক্ চেষ্টাঃ—প্রাণ অপানাদির ক্রিয়া (nervous action), ইন্দ্রিয়াদি থাকিলেই কর্ম হয় না, তাহাদিগের যথাযথ পরিচালনা নাট । অত্র এব চ—এবং এই সকলে (৫) দৈবং পঞ্চমম্ । অর্থাৎ পূর্বোক্ত চারির সমাবেশ হওয়া আবশ্যিক এবং দৈবও অনুকূল থাকা চাই । এই পঞ্চের মধ্যে একটীরও অভাব হইলে কোন কর্ম হয় না । জীবের কর্তৃত্ব এই পাঁচটির সাহায্য-সাপেক্ষ ।

জগতে মানুষ থাকুক, আর নাই থাকুক, প্রকৃতির স্বভাবানুসারে জগদ্ব্যাপার চলিতে থাকে । যে কর্ম আমি করিলাম মনে করি, তাহা কেবল আমার চেষ্টার ফল নহে । পরন্তু উহা আমার চেষ্টা এবং জগতের সহ ব্যাপারের সমাবেশের পরিণাম । যেমন, কেবল মানুষের যত্নে শস্ত চর না ; তদ্ভিন্ন বীজ, মাটি, জল, গরু, লাঙ্গল ইত্যাদির প্রয়োজন । স্বভাবের অনুকূলে মানুষ চেষ্টা এবং যত্ন করিলে তাহার সে যত্ন সফল হইতে পারে, নহুবা নহে (তিলক) ।

প্ৰস্তাভ—যেমন, আহারের সময় উপস্থিত, কিন্তু আহার হইতেছে না । তাহার পঞ্চবিধ কারণ থাকিতে পারে ; যথা,—(১) হয় ত আহারের বস্তু (অধিষ্ঠান) নাই । (২) আহারের বস্তু থাকিলেও “আহার করিব” এরূপ সঙ্কল্প (কর্তা) নাই । (৩) বদনাদি ইন্দ্রিয় (করণ) ছুটে হইয়াছে । (৪) চর্শ্বণাদি ক্রিয়া (চেষ্টা) হইতেছে না । (৫) অথবা কোন বিষ (প্রতিকূল দৈব) উপস্থিত হইল ।

দৈব—দেবসম্বন্ধীয় ; চন্দ্র প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণের অনুরোধক স্বর্ষ্যাদি

শরীরবানোতি যৎ কৰ্ম প্রারভতে নরঃ ।

ভাষ্যং বা বিপরীতং বা পঠিতে তস্য হেতবঃ ॥১৫॥

তত্রৈবং সতি কৰ্ত্তারম্ আত্মানং কেবলং তু যঃ ।

পশ্যত্যকৃতবুদ্ধিত্বান্ন স পশ্যতি দুৰ্ম্মতিঃ ॥১৬॥

দেবতাগণ(১৭) ; যে সকল দৈবশক্তি অন্তরে থাকিয়া চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয়-
গণকে য য কার্যসাধনে সক্ষম করে। অথবা সর্বপ্রেরক অন্তর্যামী (শ্রী)।
যে ঐশী শক্তি অন্তরে যমন করে, অন্তরে থাকিয়া জীব ও জগৎকে
স্বমৰ্যাদানুসারে পরিচালিত করে, তাহা অন্তর্যামী, দৈব। অহমেবাধি-
বজ্রোহত্র (৮ ৪), সর্বস্ত চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ (১৫।১৬), মন্তঃ সর্বং প্রবর্ততে
(১০৮) প্রভৃতি বাক্যের লক্ষ্য সেই অন্তর্যামী ঐশী শক্তি বা দৈব (রামা)।
জীব যাহা কিছু করে, জীবাত্মা তাহার নিয়ামক বা প্রবর্তক নহে; দৈব বা
অধিবজ্ররূপী অন্তর্যামী ভগবান্‌ই তাহার নিয়ামক। ১৪।

নরঃ শরীর-বাক্-মনোভিঃ, ভাষ্যং বা বিপরীতং বা, যৎ কৰ্ম প্রারভতে
—আরম্ভ করে। এতে পঞ্চ তত্ত্ব হেতবঃ—এই পঞ্চ তাহার হেতু। ১৫।

তত্র এবং সতি—জীবের কৰ্ম যখন এইরূপে পাঁচটির সমাবেশ-সাপেক্ষ
তখন কেবলম্ আত্মানম্—কেবল একমাত্র আত্মাকে। যঃ কৰ্ত্তারং পশ্যতি

শরীরে অথবা বাক্য মনে মনে আর

দেখ যাহা কিছু কৰ্ম, কৌরব-কুমার !

অভাষ্য অথবা ভাষ্য করে নরগণ

এই পঞ্চ মাত্র তার জানিও কারণ। ১৫।

এইরূপে পঞ্চ হতে কৰ্ম সমুদার,

তথাপি যে কৰ্ত্তা দেখে কেবল আত্মার,

অমার্জিত-মন্দবুদ্ধি জানিও সেজন,

বখার্ব নহে ত' পার্ব, তাহার কৰ্মন। ১৬।

যস্য নাহংকৃতো ভাবো বুদ্ধি র্ষস্ত ন লিপ্যতে ।
ইদ্যপি স ইমান্লোকান্ ন হস্তি ন নিবধ্যতে ॥১৭॥
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং পরিজ্ঞাতা ত্রিবিধা কৰ্ম্মচোদনা ।
করণং কৰ্ম্ম কৰ্ত্তেতি ত্রিবিধঃ কৰ্ম্মসংগ্রহঃ ॥১৮॥

—যে কৰ্ত্তা বলিয়া দেখে । অকৃতবুদ্ধিবাৎ—শাস্ত্রপাঠাদির দ্বারা বুদ্ধি পরি-
মার্জিত না হওয়ার । হস্তিঃ স ন পশুতি—সেই মূৰ্খ ঠিক বুঝিতে
পারে না । ১৬ ।

পূৰ্ব্বোক্ত অধিষ্ঠানাদি পঞ্চই সৰ্ব্ব কর্ণের কৰ্ত্তা, এই জ্ঞানল'ভ করার,
যস্ত অহংকৃতঃ ভাবঃ ন—বাহ্যর অহং বুদ্ধি নাই । যস্য বুদ্ধিঃ ন লিপ্যতে—
ইহা আমি করিলাম ও ইহার ফল আমি ভোগ করিব ভাবিয়া লোকে হৰ্ষ-
বিবাদে আক্রান্ত হয় ; ইহাই বুদ্ধির লেপ (৭৭) । বাহ্যর বুদ্ধি তাদৃশ
ইষ্টানিষ্ট ভাবনার লিপ্ত নয় । সঃ ইমান্ লোকান্ চহা অপি—লোকদৃষ্টিতে
সে এই সমস্ত লোককে হত্যা করিলেও । ন হস্তি, ন নিবধ্যতে—তদ্বদৃষ্টিতে
সে কাহাকেও হত্যা করে না এবং কৰ্ম্মফলে বদ্ধ হয় না ; ৪।২০ দেখ ।
“দেহটাকে বধন মনে হয় খোলটা, তখন এ ভাব হয় ।”—কথামৃত । ১৭ ।

বাহ্য বাহ্য কর্ণের প্রবর্তক এবং বাহ্য বাহ্য আশ্রয় করিয়া কৰ্ম্ম সম্পন্ন
হয় ও কর্ণের ফলাফল বাহ্য কিছু, সে সমস্ত ত্রিগুণাত্মক, ইহা ক্রমশঃ
বলিতেছেন । আশ্রয় সহিত কর্ণের কোন সৰ্ব্ব নাই, ইহা বুঝানই ইহার
উদ্দেশ্য (৩২) । জ্ঞানম্—ইহা ইষ্ট বা অনিষ্ট, একপ বোধ (৩৩) । যে

অহংভাব নাই, বুদ্ধি কর্ণে লিপ্ত নয়
সংসারে বাহ্যর, সেই বুদ্ধিমান হয় ।
লৌকিক দৃষ্টিতে, পার্থ ! যদিও সে জন
এ সমস্ত জীবলোকে করে হে, হনন,
কা'রেও সে না বিনাশে বধার্থ মৰ্ম্মনে
অথবা না বদ্ধ হয় কর্ণের বন্ধনে । ১৭

জ্ঞান ইষ্ট বা অনিষ্ট বিষয়ক নহে, তাহা কোন কর্মের প্রবর্তক হয় না ।
 জ্ঞেয়—সেই ইষ্ট বা অনিষ্ট বিষয় । পরিজ্ঞাতা—যাহার আশ্রয়ে জ্ঞানের
 বিকাশ হয় (ত্রি) । এই জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা, ত্রিবিধা কর্মচোদনা—কর্মের
 প্রবর্তক ; ইহারা কর্ম প্রবৃত্তির হেতু । চোদনা—প্রেরণা । ক্রিয়া দ্বারা
 কোন কর্ম হইবার পূর্বে মনোমধ্যে উহার নিশ্চয় করিতে হয় । ঐ মানসিক
 ব্যাপারকে কর্ম-চোদনা বা কর্মের নিমিত্ত প্রেরণা বলে ।

করণ—দশ ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি, যাহাদিগের দ্বারা কর্ম সম্পন্ন হয় ।
 কর্তা—কর্তার অভিপ্রেত বিষয় ; যাহার জন্ত ক্রিয়া (৭৭) । কর্তা—অহং-
 বুদ্ধি । ইতি ত্রিবিধঃ কর্মসংগ্রহঃ—যাহাতে সংগৃহীত হয়, তাহা সংগ্রহ ;
 এই তিনে সকল কর্ম সংগৃহীত হয় (৭৭) ; এই তিনকে অবলম্বন করিয়া
 সর্ব ক্রিয়া সম্পন্ন হয় (ত্রি) ।

বলেছি দেহাদি পঞ্চ কর্মে হেতু হয়,
 দেখিরাছ কর্ম মনে আস্মা লিপ্ত নয়,
 কর্মের প্রেরক, আর আশ্রয় তাহার,
 জ্ঞান, বুদ্ধি, কর্তা, কর্ম, কর্মফল আর,
 ইত্যাদি ত্রিগুণভেদে ত্রিবিধ সে সব
 ক্রমে ক্রমে কহি, তুমি শুন হে পাণ্ডব !
 ইষ্টানিষ্ট বিষয়ের জ্ঞান যাহা হয়,

কর্মের

প্রবর্তক

তিন

জ্ঞেয়—সেই ইষ্ট কিম্বা অনিষ্ট বিষয়,
 চৈতন্তের ছায়াযুক্তা বুদ্ধি “জ্ঞাতা” তার,
 সর্ব কর্ম এই তিনে মিলিয়া করায় ।

পুনরায় সর্ব কর্মে কর্তা “অহংকার,”

কর্মের সাধন মন বুদ্ধীভিন্ন আর,

আশ্রয়

তিন

ক্রিয়ার উদ্দেশ্য যাহা, কর্ম বলে তারে,

এ তিন আশ্রয়ে সর্ব কর্ম এ সংসারে । ১৮ ।

জ্ঞানং কৰ্ম চ কৰ্ত্তা চ ত্রিধৈব গুণভেদতঃ ।

প্রোচ্যতে গুণসংখ্যানে যথাবচ্ছৃণু তান্মপি ॥১৯॥

সর্বভূতেষু যেনৈকং ভাবম্ অব্যয়ম্ ঐক্যতে ।

অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি সাধ্বিকম্ ॥২০॥

দৃষ্টান্ত যথা, কোন ব্যক্তি কোন শব্দ শ্রবণপূর্বক তাহা তাহার পুত্রের রোদন বুঝিয়া, তাহাকে সাহুনা করিল। এখানে রোদন শব্দ জ্ঞেয়; পুত্রের রোদন একরূপ বোধ, জ্ঞান; এবং জ্ঞাতা সেই ব্যক্তি। তিনি পুত্রের সাহুনাক্রম কৰ্ম্মে তাহাকে প্রেরণ করিল। আমি সাহুনা করিব, এইরূপ অঙ্কার, কৰ্ত্তা; হস্ত পদাদি ইঞ্জিয়, করণ ও পুত্রের সাহুনাক্রম উদ্দেশ্য, কৰ্ম্ম। ১৮।

একগুণে পূৰ্ব্বোক্ত জ্ঞান প্রভৃতির ত্রিগুণায়কত্ব বলিতেছেন। গুণ-সংখ্যানে—যাহাতে গুণসমূহ সম্যক্ বিবৃত হইয়াছে অর্থাৎ সাংখ্য শাস্ত্রে। জ্ঞানং কৰ্ম্ম চ কৰ্ত্তা চ গুণভেদতঃ ত্রিধা এব প্রোচ্যতে—গুণভেদে ত্রিবিধই উক্ত হইয়াছে। তানি অপি—সে সকলও। যথাবৎ। শৃণু—শ্রবণ কর। ১৯।

নানরূপাত্মক জগৎকে অবলম্বন করিয়া আমাদের যে বিবিধ জ্ঞানের উৎপত্তি হয়, ২০—২২ শ্লোকে সেই জ্ঞানের বিষয় বলিতেছেন। যেন—যে জ্ঞানে। বিভক্তেষু সর্বভূতেষু—বিভিন্ন রূপে প্রতীয়মান সর্বপদার্থে।

সাংখ্যশাস্ত্রে গুণভেদে কৰ্ম্ম, কৰ্ত্তা, জ্ঞান,

ত্রিবিধ—তা' যথাবৎ শুন মতিমান্! ১৯।

স্বৰ্গ মৰ্ত্ত রসাতলে সৰ্ব চরাচরে

অদ্বৈত

ভিন্ন ভিন্ন বস্তু বস্তু সংসার ভিত্তরে

সাধ্বিক

সৰ্বত্র অস্তিত্ব ভাবে সে সর্বের মাঝে

জ্ঞান

নির্বিকার একমাত্র যে বস্তু বিরাজে,

যে জ্ঞানে সে অদ্বিতীয় শুদ্ধ জ্ঞানী বার

সাধ্বিক অর্জুন, জ্ঞান জানিবে তাহার। ২০।

পৃথক্বেন তু বজ্জ্ঞানং নানাভাবান্ পৃথগ্বিধান্ ।

বেত্তি সৰ্ব্বেষু ভূতেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি রাজসং ॥২১॥

যৎ তু কৃৎস্নবদ্ একস্মিন্ কার্য্যে সত্ত্বম্ অহৈতুকম্ ।

অতদ্বার্থবদ্ অল্পঞ্চ তৎ তামসম্ উদাহৃতম্ ॥২২

অবিত্তকম্—অতিরিক্তভাবে হিত। একম্ অব্যয়ং ভাবম্ ঈক্যতে—এক নির্বিকার তব দৃষ্ট হয় (২১)। তৎ জ্ঞানং সাত্বিকং বিদ্ধি—সেই জ্ঞান সাত্বিক জানিও। যদ্বারা বিত্তকভাবে প্রতীয়মান পদার্থসমূহে অবিত্তকতা বা একতা বোধ হয় তাহাই সাত্বিক জ্ঞান। “Knowledge is first produced by synthesis of what is manifold.”—Kant, Critique of pure Reason. এই এক অব্যয় ভাবই পরমাত্মা বা অক্ষর পুরুষ। ইহাই অবিত্তক হইয়াও সৰ্ব্ব ভূতে বিত্তকতার দ্বারা প্রতীয়মান ব্রহ্ম (১৩।২৬) ; বিনশ্বর সৰ্ব্ব ভূত মনো অবিনশ্বর পরমেশ্বর (১৩।২৭)। সত্ত্ব-জগতের অন্তরালে নিগূর্ণ ব্রহ্ম। সাত্বিক জ্ঞানে এই অক্ষর একত্ব দর্শন সিদ্ধ হয়। এই অক্ষর ব্রহ্মজ্ঞানে অদ্বৈত বৈত বৈতাদ্বৈত—নানাভ, সব এক হইয়া যায়। ২০।

যৎ জ্ঞানং তু—কিছু যে জ্ঞান। পৃথক্-বিধান্ নানা-ভাবান্ পৃথক্-ভন বেত্তি—পৃথক্ পৃথক্ নানা পদার্থকে পরস্পর পৃথক্ক্রমে জানে, যদ্বারা জগতে নানাধের জ্ঞান হয়। তৎ জ্ঞানং রাজসং বিদ্ধি। ২১।

যৎ জ্ঞানং তু একস্মিন্ কার্য্যে—কিছু যে জ্ঞান প্রকৃতির বা জীবের কার্য্যভূত একটি মাত্র পদার্থে অর্থাৎ সজীব বা নিসজীব কোন প্রাকৃতিক বস্তুতে বা কৃত্রিম প্রতিমাদিতে। কৃৎস্নবৎ সত্ত্বং—সমস্তবৎ, পরিপূর্ণবৎ লব্ধ; সেই পদার্থ স্বতন্ত্রভাবে পূর্ণ। তাহার উৎপত্তি, বৃদ্ধি, পূর্ণতা, বিলয়,

যেত রাজসিক রাজস সে জ্ঞান, যাহে বস্তু তির তির

জ্ঞান মনে হয় সে সকল প্রত্যেকে বিতির। ২১।

নিয়তং সঙ্গরহিতম্ অরাগদ্বেষতঃ কৃতম্ ।

অকলপ্রেমসূনা কৰ্ম্ম যৎ তৎ সাধিকম্ উচ্যতে ॥২৩॥

—সমস্ত তাহাতেই শেষ ; পূৰ্ব্বাপর কার্য্যকারণ-পরম্পরা কিছু নাই, (নাস্তিকদিগের মত এইরূপ) । অথবা সেই বস্তুতেই পরমাত্মা বা ঈশ্বর পূর্ণভাবে বিরাজিত, তাহাই আত্মা বা ঈশ্বর, একরূপ ধারণা যে জ্ঞানে হয় (ঐ) । তৎ জ্ঞানং তামসম্ উদাহৃতম্ । এবমুত জ্ঞান, অহৈতুকম্—অযুক্তিযুক্ত । ঈশ্বরের পূর্ণ সত্তাকে কোন বস্তু-বিশেষে সীমাবদ্ধ বলিলে আর তাহাকে অথও অনন্ত সৰ্ব্বব্যাপী বলা যায় না । এবং অতদ্বার্থবৎ—যদ্বারা তদ্বার্থ, যথাভূত অর্থ জানা যায়, তাহা তদ্বার্থবৎ ; তদ্বিপরীত অতদ্বার্থবৎ ; অর্থাৎ অযথার্থ (৭৭) । এবং তাহা অসৎ—তুচ্ছ ; কোন বিনয়ের ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে না, ভাসা ভাসা । ২২ ।

২৩—২৫ শ্লোকে ত্রিবিধ কৰ্ম্মের বিষয় বলিতেছেন । কৰ্ম্মসমূহ জ্ঞাতব্য বিষয়ও ত্রিবিধ । নিয়তং—যাহা কৰ্ত্তব্য (৩৮) । সঙ্গরহিতং—কর্তৃহাতি-

তামসিক জ্ঞান তাহা, যাহে মনে হয়

স্বভাবের কার্য্যভূত পদার্থ-নিচয়

প্রত্যেকে স্বতন্ত্র ভাবে পূর্ণ সমুদয়—

নাস্তিক এই তার জন্ম, বৃদ্ধি, পূর্ণতা, বিলয় ;

তামসিক কিছু নাই পূৰ্ব্বাপর অপর তাহার,

জ্ঞান স্বভাবে উৎপন্ন নীল স্বভাবে আবার ।

অথবা স্বভাবজাত সে সব পদার্থ

মানবের শির কিংবা প্রতিমাদি, পার্থ !

তাহাকেই ভাবে, পূর্ণ আত্মা বা ঈশ্বর,

আত্মা বা ঈশ্বর নাই তন্নির অপর,—

হেতুপুত্র, অযথার্থ, তুচ্ছ এই জ্ঞান,

এ জ্ঞানে ক্ষুরে না করে পূর্ণ ভগবান্ । ২২ ।

যৎ তু কামেপ্সুনা কৰ্ম সাহকারেণ বা পুনঃ ।

ক্রিয়তে বহুলায়াসঃ তদ্ রাজসম্ উদাহৃতম্ ॥২৪॥

নিবেশশূন্য (শ্রী)। ২।৪৮ দেখ। অরাগদেবতঃ কৃতং—যাহা অনুরাগ বা বিদেববশে করা হয় না। জৈদৃশ যৎ কৰ্ম। অকলপেপ্সুনা—নিকামচিত্ত ব্যক্তিদ্বারা অনুষ্ঠিত হয়। তৎ সাধিকম্ উচ্যতে। ইহা গীতার কৰ্মযোগ।

২৩-২৫ শ্লোকে কৰ্মের যে ত্রিবিধ ভেদ উক্ত হইয়াছে, তাহা হইতে বুঝা যায় যে, কৰ্ম অকৰ্ম মীমাংসাস্থলে, কৰ্মের বাহ্য আকারের প্রতি অধিক লক্ষ্য না রাখিয়া কৰ্মকর্তার বুদ্ধির প্রতি অধিক লক্ষ্য রাখিতে হয়। কোন কৰ্ম কিরূপ বুদ্ধিতে করা হইতেছে, রাগ দ্বেষের বশে অথবা নির্মল ধৰ্ম জ্ঞানের বশে হইতেছে, তাহা লক্ষ্য করিতে হয়। ২৩।

যৎ তু কামেপ্সুনা বা সাহকারেণ ক্রিয়তে—সকামী এবং অহংকারী ব্যক্তি যে কৰ্ম করে। আমি ইহা করিলাম ও এমন আর কে পারে? এরূপ গর্বের নাম অহংকার। বা শক এবং অর্থে। যঃ পুনঃ বহুলায়াসঃ—বহু ক্লেশসাধ্য। তৎ রাজসম্ উদাহৃতম্—তাহাকে রাজস কৰ্ম বলে। ইহা পাশ্চাত্য কৰ্ম-মার্গ। ২৪।

	ত্রিবিধ জ্ঞানের ভাব করিহু বর্ণন
	ত্রিবিধ যে কৰ্ম তাহা করহ শ্রবণ।
	নিকামী পুরুষ ত্যজি কর্তা অভিমান
<u>সাধিক</u>	নিয়মিত কৰ্ম যাহা করে অনুষ্ঠান,
<u>কৰ্ম</u>	রাগ বা বিদেববশে যাহা করা নয়
	তাহাকে সাধিক কৰ্ম সাধুগণে কর। ২৩।
<u>রাজসিক</u>	কামবশে সাহকারে বহুল আয়াসে
<u>কৰ্ম</u>	যে কৰ্ম, রাজস তাহা জানিগণে তাহে। ২৪।

অনুবন্ধং কৰ্মং হিংসাম্ অনপেক্ষ্য চ পৌৰুষম্ ।
মোহাদ্ আরভ্যাতে কৰ্ম্ম যৎ তৎ তামসম্ উচ্যতে ॥২৫॥
যুক্তসঙ্গো হনহংবাদী ধৃত্যৎসাহ-সমন্বিতঃ ॥
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যো নির্বিকারঃ কৰ্ত্তা সাত্বিক উচ্যতে ॥২৬॥

অনুবন্ধং—পরিণাম ফল । কৰ্ম্ম—তাহাতে কিরূপ অর্থকর ও বলকর হইতে পারে । হিংসাং—তদ্বারা কতদূর পরের অনিষ্ট হইতে পারে । পৌৰুষং চ—এবং তাহা সম্পন্ন করিবার সামর্থ্য । অনপেক্ষা—বিচার না করিয়া । মোহাৎ যৎ কৰ্ম্ম আরভ্যাতে—মোহবশতঃ যে কৰ্ম্ম আরম্ভ করা হয় । তৎ তামসম্ উচ্যতে । ইহা অধঃপতিত ভারতবাসীর বর্ত্তমান কৰ্ম্ম-মার্গ ।

২৬—২৮ শ্লোকে ত্রিবিধ কৰ্ত্তার বিষয় বলিতেছেন । যুক্তসঙ্গঃ—আসক্তিশূন্য । অহংবাদী—আমি করিতেছি, এরূপ বলে না । ধৃত্যৎসাহ-সমন্বিতঃ—ধীরভাবে ধৈর্য্য ও উৎসাহের সহিত কৰ্ম্ম করে । এবং কৰ্ম্মের

পরিণাম ফল আর অর্থ বলকর,
পরের অনিষ্ট কিসে কতদূর হয়,
তামসিক আপন সামর্থ্য আর,—এ সব বিচার
কৰ্ম্ম না করিয়া মোহবশে আরম্ভ যাহার,
তাহাকে তামস কৰ্ম্ম কহে সাধুগণ ।
ত্রিবিধ যে কৰ্ত্তা এবে করত প্রবণ । ২৫ ।
“আমি কৰ্ম্ম করি”, নাই এ ধারণা যার,
কৰ্ম্মফলে নাই আর আসক্তি বাহার,
সাত্বিক সগৰ্ব্ব বলে না,—ইহা আমি হ’তে হয়,
কৰ্ত্তা ধৈর্য্য ও উৎসাহসহ কৰ্ম্মে রত হয়,
তর্ক ও বিবাদ নাই সফলে বিফলে,
তাহাকে সাত্বিক কৰ্ত্তা সাধুগণে বলে । ২৬ ।

রাগী কৰ্ম্মফলপ্ৰেপ্সু লুক্কো হিংসাক্কো হুত্টিঃ ।
 হৰ্মশোকাস্থিতঃ কৰ্ত্তা রাজসঃ পরিকীৰ্ত্তিতঃ ॥২৭॥
 অযুক্তঃ প্রাকৃতঃ স্তব্ধঃ শঠো নৈকৃতিকো হলসঃ ।
 বিষাদৌ দীৰ্ঘসূত্রী চ কৰ্ত্তা তামস উচ্যতে ॥ ২৮ ॥

সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে নির্বিকারঃ—হৰ্ম-বিষাদশূন্য । জৈদৃশ কৰ্ত্তা, সাধ্বিকঃ
 উচ্যতে । ইনি গীতার কৰ্ম্মযোগী । ২৬ ।

রাগী—যে বিষয়াহুৱাগী । আর কৰ্ম্মফলপ্ৰেপ্সুঃ—ফলকামী । লুক্কঃ—
 পরজব্যাভিলাষী, লোভী । হিংসাক্কঃ—হিংসালীল । অত্টিঃ—যাহার দেহ
 ও মন অপবিত্র । এবং ইষ্টানিষ্টে হৰ্মশোকাস্থিতঃ । জৈদৃশ কৰ্ত্তা রাজসঃ
 পরিকীৰ্ত্তিতঃ । ইনি পাশ্চাত্য কৰ্ম্মী ।

ফলকামনার যে কৰ্ম্ম করা হয়, তাহা রাজসিক—এই বাক্যে এমন বুঝা
 উচিত নয় যে, সাধ্বিক কৰ্ম্মে কোন ফলকামনা নাই, বা তাহাতে কোন
 উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্ত বিশেষ চেষ্টা বা যত্ন নাই । উদ্দেশ্য-বিহীন কৰ্ম্ম হয় না ।
 মৰ্ম্ম এই যে, রাজসিক কৰ্ম্মের মূল রাজসিকী বাসনা, বা বস্তু বিশেষে স্পৃহা,
 —স্বার্থচিন্তা । কিন্তু সাধ্বিক কৰ্ত্তা, স্বার্থচিন্তায়, লাভালাভ ভাবনার নিরস্ত্রিত
 না হইয়া, নিজ অধিকার অনুসারে উপস্থিত, যে যে কৰ্ম্ম করা উচিত,—
 তাহা শুদ্ধা বুদ্ধিবোধে “ধৈর্য ও উৎসাহের সহিত” করিতে থাকে । লৌকিক
 নীতি দৃষ্টি এবং পারলৌকিক মোক্ষ দৃষ্টি অনুসারে ইহাই যথার্থ মহিমময়
 কৰ্ম্মজীবন ; এবং এই শিকাই গীতার অপূৰ্বতা । ২৭ ।

অযুক্তঃ—অব্যবহিত-চিত্ত, চঞ্চল-বুদ্ধি প্রাকৃতঃ—যে প্রকৃতির বশ,

রাজস
কর্ত্তা

ভোগ সুখে অহুৱাগী, লোভী পরধনে,
 অপরের হিংসা করে স্বকাৰ্য্য-সাধনে,
 ফলাশা পোষণ করি কৰ্ম্ম করে যত,
 দেহ মন অপবিত্র যাহার নিরত,
 ইষ্টানিষ্টে হৰ্ম-শোকে অতিক্লান্ত হয়,
 তাহাকে রাজস কৰ্ত্তা সুধীগণে কয় । ২৭ ।

বুদ্ধে ভেদঃ ধৃতে শৈব গুণত ত্রিবিধঃ শৃণু ।

প্রোচ্যমানম্ অশেষেণ পৃথক্বেন ধনঞ্জয় ॥২৯॥

অর্থাৎ যে আপনার প্রবৃত্তির বশে কৰ্ম করে, শুদ্ধ বুদ্ধিবৃত্ত হইয়া নহে ।
শুদ্ধঃ—অনয় । শঠঃ—যে মনের প্রকৃত ভাব গোপন করিয়া কথা কয় ।
নৈকৃতিকঃ—পরম উপকারী বলিয়া আপনাতে বিশ্বাস জন্মাইয়া পরে যে
অস্ত্রের বৃত্তিচ্ছেদনপূর্বক স্বার্থ-সাধন করে (মধু) । অলসঃ । বিষাদী—নিত্য
অসন্তোষ হেতু নিত্য বিষন্ন । দীর্ঘনৃজী চ—এবং যে কৰ্মের দীর্ঘ সম্প্রসারণ
করে ; আজ বা কাল যাহা করা উচিত, বহু দিনেও তাহা করে না (শং) ।
ঈদৃশ কৰ্ত্তা তামসঃ উচ্যতে । অনিতে বড় অগ্রির বটে, কিন্তু বর্তমান
ভারতের অধিকাংশ কৰ্ম্মী এই শ্রেণীর । ২৮ ।

অনন্তর বুদ্ধি ও ধৃতির বিষয় বলিতেছেন । অন্তঃকরণের ইচ্ছা যেখানে

তামস
কৰ্ত্তা

আর, হে, আত্ম-চিত্ত যে জন সতত,
প্রবৃত্তির বশে যাত্রা চলে অবিরত,
নান্যতার লেশ নাই হৃদয়ে কখন,
কথা কয় মনোভাব করিয়া গোপন,
পরম মুহূৰ্ত্ত বলি জন্মারে বিশ্বাস
স্বার্থবশে অবশেষে করে সৰ্ব্বনাশ,
অসন্তোষ হেতু নিত্য বিষন্ন অলস,
সৰ্ব্ব কৰ্ম্মে দীর্ঘনৃজী,—সে কৰ্ত্তা তামস । ২৮ ।
কৰ্ত্তার সদৃশ জ্ঞাতা জানিও ত্রিবিধ ।
জ্ঞের বাহা, কৰ্ম্মতুল্য তাহাও ত্রিবিধ ।
বুদ্ধি, বৈধৰ্য্য, গুণ-ভেদে ত্রিবিধ যেমন
সবিশেষ গুন, করি পৃথক্ বর্ণন ।
বুদ্ধি ও বৈধৰ্য্যের ভাব করি অনুমান
ইচ্ছা যেখানির ভাব কর অনুমান । ২৯ ।

প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ কার্য্যাকার্য্যে ভয়াভয়ে ।

বন্ধঃ মোক্ষঞ্চ যা বেত্তি বুদ্ধিঃ সা পার্থ সাব্বিকী ॥৩০॥

যয়া ধর্ম্মম্ অধর্ম্মঞ্চ কার্য্যম্ অকার্য্যম্ এব চ ।

অযথাবৎ প্রজানাতি বুদ্ধিঃ সা পার্থ রাজসী ॥৩১॥

বহু বৃত্তির মধ্যে বুদ্ধি ও ধৃতি—জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তির বিষয় বলিতেছেন ; কারণ ইহারাই প্রধান (মধু) । অন্ত গুলির ভাব ইহাদেরই অনুরূপ ।
গুণতঃ—সত্ত্বাদি গুণভেদে । বুদ্ধেঃ ধৃতেঃ চ—বুদ্ধির এবং ধৃতির । ত্রিবিধং ভেদং । পৃথক্ধ্বেন—পৃথক্ ভাবে । অনেঘেন প্রোচ্যমানং শৃণু—সবিশেষ বলা বাইতেছে, শ্রবণ কর । ২৯ ।

৩০—৩২ শ্লোকে ত্রিবিধ বুদ্ধির বিষয় বলিতেছেন । প্রবৃত্তিঃ চ নিবৃত্তিঃ চ—যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া বা যে কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হওয়া উচিত । কার্য্যাকার্য্যে—যাহা করিবার যোগ্য বা অযোগ্য । ভয়াভয়ে—যাহা হইতে ভীত হইতে হয়, তাহা ভয় ও যাহা হইতে ভয় না, তাহা অভয় । এবং বন্ধঃ মোক্ষঃ চ । এই সমস্ত, যা বুদ্ধিঃ বেত্তি—যে বুদ্ধি জানে, যে বুদ্ধিতে এই সমস্ত ঠিক ঠিক প্রতিভাত হয় । সা বুদ্ধিঃ সাব্বিকী : ৩০ ।

যয়া—যদ্বারা । ধর্ম্মঃ অধর্ম্মঃ চ, কার্য্যঃ অকার্য্যম্ এব চ, অযথাবৎ

যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হ'বে যে কার্য্য মুকার্য্য,

যে কার্য্যে নিবৃত্ত হ'বে, যে কার্য্য অকার্য্য,

যা' হয় যথার্থ ভয়, যথার্থ অভয়,

সাব্বিকী

যাহাতে বন্ধন কিম্বা মোক্ষ লাভ হয়,

বুদ্ধি

যে বুদ্ধিতে এ সকল তত্ত্ব জানা যায়,

সে বুদ্ধি সাব্বিকী, পার্থ, কহিলু তোমার । ৩০ ।

রাজসী

রাজসিকে অযথার্থ ভাবে জানা যায়

বুদ্ধি

কার্য্য বা অকার্য্য কিম্বা ধর্ম্মাধর্ম্ম যায় । ৩১ ।

অধর্মঃ ধর্মম্ ইতি বা মনুষ্যে তমসাবৃত্তা ।

সর্বার্থান্ বিপরীতাংশ্চ বুদ্ধিঃ সা পার্থ তামসী ॥ ৩২ ॥

ধৃত্যা বরা ধারয়তে মনঃপ্রাণেন্দ্রিয়ক্রিয়াঃ ।

যোগেনাব্যতিচারিণ্যা ধৃতিঃ সা পার্থ সাত্বিকী ॥ ৩৩ ॥

প্রজান্নাতি—অবধারূপে জানা যায়, অর্থাৎ ভবিষ্যে বথার্থ জ্ঞান জন্মে না ।
সা বুদ্ধিঃ রাজসী । ৩১ ।

বা বুদ্ধিঃ অধর্মঃ—ধর্মম্ ইতি মনুষ্যে—অধর্মকে ধর্ম মনে করে । এবং
সর্বার্থান্—সমস্ত বিষয়কে । বিপরীতান্—বিপরীত ভাবে জানে ।
তমসাবৃত্তা—অজ্ঞানসমাচ্ছন্ন । সা বুদ্ধিঃ তামসী । রাজসী ও তামসী
বুদ্ধিসম্বৃত্ত জ্ঞান, অজ্ঞানমাত্র ; ১৩।১১ দেখ । ৩২ ।

৩৩—৩৫ শ্লোকে ত্রিবিধা ধৃতির বিষয় বলিতেছেন । হে পার্থ ! যোগেন
অব্যতিচারিণ্যা ধৃত্যা—চিন্তের একাগ্রতা-নিবন্ধন অবিচলা, বিষয়ান্তরে
অব্যাপ্ততা যে ধৈর্য্যের দ্বারা । মনঃপ্রাণ-ইন্দ্রিয়-ক্রিয়াঃ ধারয়তে—সংযমিত
হয়, উপযুক্ত বিষয়েই আবদ্ধ থাকে । সা ধৃতিঃ সাত্বিকী । যে সময়ের যে
কাষ, এক মনে তাহা করিবার যে সামর্থ্য তাহা সাত্বিকী ধৈর্য্য । দৃষ্টান্ত,
প্রাচীন ভারতের অধিগণ । ৩৩ ।

	যে বুদ্ধি অজ্ঞানঘোরের সমাচ্ছন্ন রয়
<u>তামসী</u>	অধর্মকে ধর্ম বলি যাছে মনে হয়,
<u>বুদ্ধি</u>	সে বুদ্ধি তামসী, পার্থ ! যাহাতে একরূপে
	প্রকাশে সমস্ত বস্তু বিপরীত রূপে । ৩২ ।
	মন প্রাণ ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া সমুদায়
	উপযুক্ত বিষয়ে আবদ্ধ রহে যার,
<u>সাত্বিক</u>	চিন্তের ঐক্যাগ্রেহেতু যাহা অবিচল,
<u>ধৈর্য্য</u>	তাহাই সাত্বিক ধৈর্য্য, পার্থ মহাবল । ৩৩ ।

যয়া তু ধৰ্ম্যকামার্থান্ ধৃত্যা ধারয়তে হর্ষ্ভূন ।

প্রসঙ্গেন ফলাকাঙ্ক্ষী ধৃতিঃ সা পার্থ রাজসী ॥৩৪॥

যয়া স্বপ্নং ভয়ং শোকং বিষাদং মদম্ এব চ ।

ন বিমুক্তিঃ দুর্ম্মেধা ধৃতিঃ সা তামসী মতা ॥৩৫॥

তু—কিন্তু । প্রসঙ্গেন—কর্তৃষ্মৈর ঘোর অতিনিবেশ বশতঃ । প্রসঙ্গ—
প্রকৃষ্টে মদ (রামা) । ফলাকাঙ্ক্ষী হইরা (মধু) । যয়া ধৃত্যা ধর্ম্ম-কাম-
অর্থান্ ধারয়তে—ধর্ম্ম, কাম ও অর্থকেই পুরুষার্থ বলিয়া অবধারণ করে ।
হে পার্থ ! সা ধৃতিঃ রাজসী । ইহাতে ধর্ম্ম অর্থাৎ অভ্যাস-সাধন-ভূত পুণ্য
কর্ম্ম, কাম অর্থাৎ বিষয়শুখ ও অর্থ-লাভের অনুকূল কর্ম্মই জীবনের চরম
উদ্দেশ্য মনে হয় । দৃষ্টান্ত, আধুনিক পাশ্চাত্য নীতিবিদগণ । ৩৪ ।

দুর্ম্মেধাঃ—হর্ষ্ভূক্তি ব্যক্তি । যয়া স্বপ্নং, ভয়ং শোকং বিষাদং মদম্ এব
চ, ন বিমুক্তিঃ—ত্যাগ করে না ; অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ ভয় শোকাদিতে
অতিক্রান্ত হয় (ত্রী) । সা ধৃতিঃ তামসী । দৃষ্টান্ত, বর্তমান কালের
অধঃপতিত আমরা । স্বপ্ন—নিদ্রা । মদ—১৩।১০ দেখ । ৩৫ ।

	কিন্তু হে, নিমগ্ন হয়ে বিষয়ের রসে
	মাগুব ফলাশা করি, যে বৃত্তির বশে
<u>রাজস</u>	পুণ্য কর্ম্ম, ভোগশুখ, অর্থলাভ আর
<u>ধৈর্য্য</u>	এই তিনে মনে করে জীবনের সার,
	তাহাই রাজসী ধৃতি, কোরব-তনয় !
	মোহলাভে দৃঢ় লক্ষ্য তাহাতে না রয় । ৩৪ ।
	যাহাতে বিষয়-মদে মোহিত-হৃদয়
	নির্কোষ, বিষাদ মোহশোক নিদ্রা ভয়
<u>তামস</u>	না ছাড়িরা, সে সকল ধরে বার বার,
<u>ধৈর্য্য</u>	সে ধৈর্য্য তামস, ওহে কোরব-কুমার ! ৩৫ ।

সূত্রং ত্রিদানীং ত্রিবিধং শৃণু মে ভরতর্ষভ ।

অভ্যাসাদ্ রমতে যত্র দুঃখাস্তৃক নিগচ্ছতি ॥৩৬॥

যৎ তদ্ অগ্রে বিষম্ ইব পরিণামে হমুতোপমম্ ।

তৎ সূত্রং সাত্বিকং প্রোক্তম্ আত্মবুদ্ধিপ্রসাদজম্ ॥৩৭॥

আমরা সকলেই সূত্রের প্রার্থী ; কিন্তু বপার্ধ সূত্র কি তাহা বুঝি না ;
মিথ্যা সূত্রকে সত্য সূত্র মনে করিয়া শেষে দুঃখ পাই । এক্ষণে, ৩৬—৩৭
শ্লোকে ত্রিবিধ সূত্রের ভাব বলিতেছেন । ইদানীং ত্রিবিধং সূত্রং তু মে
শৃণু । যত্র—যে সূত্রে । মনুষ্য অভ্যাসাৎ রমতে—অভ্যাস বশতঃ ক্রমশঃ
প্ৰীতি লাভ করে, সহসা নহে । এবং যে সূত্র অমুতৃত হইলে, দুঃখাস্তৃক
নিগচ্ছতি—নিশ্চয়ই দুঃখের অবসান হয় । যৎ তৎ অগ্রে বিষম্ ইব—যাহা
প্রথমে বিষতুল্য । কিন্তু পরিণামে অমুতোপমম্ । এবং যাহা আত্মবুদ্ধি-
প্রসাদজং—আত্মবিষয়িনী বুদ্ধির প্রসঙ্গতা হইতে, আত্মবিষয়ক নির্মলা
বুদ্ধির বিকাশ হইলে জন্মে, বিষয়-ভোগ বা নিজাদি হইতে নহে । তৎ
সূত্রং সাত্বিকং প্রোক্তম্—তাহাকে সাত্বিক সূত্র বলে । ৩৬—৩৭ ।

ত্রিবিধা যে বুদ্ধি ধৃতি করিহু বর্ণন,

ত্রিবিধ যে সূত্র এবে করত শ্রবণ ।

নির্মল বুদ্ধিতে যবে স্মরে আত্মজ্ঞান

তাহে যে নির্মল সূত্র লভে জ্ঞানবান্,

অভ্যাসে অভ্যাসে ক্রমে জন্মে বাহে রতি,

না মিলে সহসা যাহা বিষয়ে যেমতি,

যাহাতে নিশ্চয় হয় দুঃখ-অবসান

সাত্বিক

আরম্ভে যা মনে হয় বিষয়ের সমান,

সূত্র

অমৃতের মত কিন্তু যার পরিণাম,

জানিও সাত্বিক সূত্র তাহা, কণথাম । ৩৬—৩৭ ।

বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাদ্ যৎ তদ্ অগ্রে ইমৃতোপমম্ ।

পরিণামে বিষম্ ইব তৎ সুখং রাজসং স্মৃতম্ ॥ ৩৮ ॥

যদ্ অগ্রে চানুবন্ধে চ সুখং মোহনম্ আত্মনঃ ।

নিদ্রালশ্চপ্রমাদোখং তৎ তামসম্ উদাহৃতম্ ॥ ৩৯ ॥

ন তদ্ অস্তি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেষু বা পুনঃ ।

সৰ্বং প্রকৃতিজৈ মুক্তং যদ্ এভিঃ স্মাৎ ত্রিভি গুণৈঃ ॥ ৪০ ॥

যৎ সুখং বিষয়-ইন্দ্রিয়-সংযোগাৎ । তৎ অগ্রে অমৃতোপমম্ । কিন্তু পরিণামে বিষম্ ইব—বিষয়ের তুল্য । তৎ সুখম্ রাজসং স্মৃতং । বিষয়-উপভোগ জনিত এই রাজস সুখ, উপরোক্ত সাত্বিক সুখ হইতে নিকটে । মানুষ দরিদ্র হউক কিন্তু চিত্ত প্রসন্ন হইলে যে সুখ লাভ হয়, ধনীর অতুল ঐশ্বর্য কখনই তাহা দিতে পারে না । ৩৮ ।

যৎ সুখং অগ্রে—আরম্ভ-সময়ে । অনুবন্ধে চ—এবং পরিণামে । আত্মনঃ মোহনং—বুদ্ধির মোহজনক । বাহা নিদ্রা-আলশ্চ-প্রমাদোখম্ । তৎ তামসম্ উদাহৃতম্ ! স্ত্রী-মস্তাদি ব্যসন জনিত সুখ এই রাজস সুখের অন্তর্গত । ৩৯ ।

আর অধিক কি বলিব ? পৃথিব্যাং দিবি বা—পৃথিবীতে বা স্বর্গে ।

বিষয়-সংযোগ হ'তে সুখ বাহা হয়

রাজস

অমৃতের মত বাহা আরম্ভ-সময়

সুখ

কিন্তু পরিণামে বাহা বিষয়ের মতন

তাহাকে রাজস সুখ কহে সাধুগণ । ৩৮ ।

তামস সে সুখ, বাহা একাণে মানসে

তামস

নিদ্রা ও আলশ্চ আর প্রমাদের বশে ।

সুখ

আরম্ভ-সময়ে বাহা পরিণামে আর

সর্ব জীবে মুক্ত করি রাখে অনিবার । ৩৯ ।

ব্রাহ্মণকত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাঞ্চ পরমুপ ।

কৰ্ম্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈ শু'গৈঃ ॥৪১॥

দেবেষু বা পুনঃ । তৎ সত্যং—সেই বস্তু । নাস্তি । যৎ এতিঃ প্রকৃতিভেদঃ
ত্রিভিঃ শুগৈঃ মুক্তং সত্যং—যাহাতে প্রকৃতির এই তিন গুণ নাই । ৪০ ।

এইরূপে বুঝাইলেন সংসারের সমস্তই ত্রিগুণাস্কর । মনুষ্য ত্রিবিধ,

সংক্ষেপতঃ অতঃপর বলি হে তোমারে
নমস্তুই মৰ্ত্ত্যে কিম্বা স্বর্গে কিম্বা দেবতা মাঝারে
ত্রিগুণাস্কর কোথাও এমন কিছু নাই, হে অর্জুন !
নাহি যায় প্রকৃতির এই তিন গুণ । ৪০ ।
ত্রিলোকের যত জীব ত্রিবিধ সে সব,
তাদের যা' গুণ ক্রিয়া, ত্রিবিধ, পাণ্ডব !
ত্যাগীর যে কৰ্ম্মত্যাগ তাহাও ত্রিবিধ,
কর্ম্মীর যে কৰ্ম্ম করা তাও তে, ত্রিবিধ ।
জানী, জ্ঞান, জ্ঞেয় বস্তু, জ্ঞানের আশ্রয়,
কষ্টা, কৰ্ম্ম, কৰ্ম্ম-শক্তি, কৰ্ম্ম-ফলচয়,
আর (ও) বা যা'কিছু আছে সংসার-মাঝারে
ধনজয় ! গুণময় জানিবে সবারে ।
এ ভাবে ত্রিগুণবশে সবে যদি রবে,
গুণাধীন জীব তবে কিসে মুক্ত হবে ?
অতএব বলি শুন তব সারাৎসার
যে তব জানিবে পার্থ, চতুর্কর্ণ সার ।
ব্রাহ্মণ, কত্রিয়, বৈশ্য আর শূদ্রগণ
গুণানুসারে ইহাদের যে যে কৰ্ম্ম, হে শত্রুতাপন !
চতুর্কর্ণের স্বভাবের বশে যে যে সত্যদি ত্রিগুণ,
কৰ্ম্মভেদ সেই সেই গুণভেদে বিভক্ত অর্জুন ! ৪১ ।

শমো দম স্তপঃ শৌচং কাস্তি রাক্ষসবৎ এব চ ।

জ্ঞানং বিজ্ঞানম্ আস্তিক্যং ব্রাহ্মণং কৰ্ম স্বভাবজম্ ॥৪২॥

ভাগীর কৰ্মভাগ ত্রিবিধ; কৰ্মের প্রবর্তক—জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞাতা, ত্রিবিধ, কৰ্মের আশ্রয়—কর্তা কৰ্ম করণ—বুদ্ধি ধৃতি প্রভৃতি ত্রিবিধ; কৰ্মফল সুখ দুঃখাদি ত্রিবিধ। অতএব ত্রিগুণের হাত হইতে মুক্তি লাভের উপায় কি? ৪১ শ্লোক হইতে সেই তত্ত্বের উপদেশ দিতেছেন।

প্রাচীন আৰ্য্য-সমাজে বর্ণাশ্রমনিয়মানুসারেই ধৰ্ম্ম পরিপালিত হইত। ৪১—৪৪ শ্লোকে সেই চতুর্কর্ণের স্বধৰ্ম্ম বলিতেছেন। ব্রাহ্মণ-কত্রি-বিশাং—ব্রাহ্মণ কত্রি ও বৈশ্যদিগের। শূদ্রাণাং চ কৰ্ম্মাণি। স্বভাব-প্রত্যয়ে: গুণৈঃ—স্বভাবোৎপন্ন সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের দ্বারা। প্রবিতস্তানি—বিশেষরূপে বিতস্ত। স্বভাব—প্রাণিগণের পূৰ্ব্বজন্মকৃত সংস্কার, বাহ্য বর্তমান জন্মে তাহাদিগকে স্বপ্রকৃতি-অনুযায়ী কৰ্ম্মে প্রবৃত্ত করাইয়া প্রকাশিত হয়, তাহার নাম স্বভাব (৩৭)। ৪১।

স্বভাবজং ব্রাহ্মণং কৰ্ম্ম—ব্রাহ্মণের স্বভাবজাত কৰ্ম্ম এই সকল। শমঃ, দমঃ—১০৪ দেখ। স্তপঃ—১৭।১৪—১৬ দেখ। শৌচং—দেহের এবং মনের পবিত্রতা। যে ব্রাহ্মণ, তাহার মনে অসত্য, হিংসা, ঘেব, খলতাদি মলিনতা থাকে না। কাস্তিঃ—কমা। আৰ্ষ্ণবং—সরলতা। জ্ঞানং, বিজ্ঞানম্—৩।৪১, দেখ। আস্তিক্যং—ঈশ্বরে বিশ্বাস (মুখের কথায় নহে, পরন্তু হৃদয়ে)। ৪২।

শম, দম আর স্তপ আর পবিত্রতা,
 ব্রাহ্মণের জ্ঞান ও বিজ্ঞান আর কমা সরলতা,
 কৰ্ম্ম ঈশ্বরে বিশ্বাস আর—এই সমুদয়
 ব্রাহ্মণের স্বভাবজ কৰ্ম্ম, ধনঞ্জয়! ৪২।

শৌৰ্য্যং তেজো ধৃতি দীক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলারনম্ ।

দানম্ ঈশ্বরভাবশ্চ কাত্রং কৰ্ম্ম স্বভাবজম্ ॥৪৩॥

কৃষিগৌরক্যবাণিজ্যং বৈশ্যং কৰ্ম্ম স্বভাবজম্ ।

পরিচর্য্যাযুকং কৰ্ম্ম শূদ্রস্তাপি স্বভাবজম্ ॥৪৪॥

স্বৈ স্বৈ কৰ্ম্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ ।

স্বকৰ্ম্মনিরতঃ সিদ্ধিং যথা বিন্ধতি তচ্ছৃণু ॥৪৫॥

স্বভাবজং কাত্রং কৰ্ম্ম যথা, শৌৰ্য্যং—বলবানকেও প্রহার করিবার
প্ররতি (গিরি) । তেজঃ—বদ্বারা অস্ত্র কর্তৃক পরাভূত হইতে না হয় ।
ধৃতিঃ—দৈৰ্ঘ্য । দীক্ষ্যং—কার্য্য-সাধন-দক্ষতা । যুদ্ধে চ অপি অপলারনম্—
অপরাধুখতা । দানং—দানশক্তি । ঈশ্বরভাবঃ চ—এবং প্রভুভাব, অপরকে
পরিচালিত করিবার ক্ষমতা, commanding power. ৪৩ ।

বৈশ্তং স্বভাবজং কৰ্ম্ম যথা,—কৃষি ও গৌরক্য । গো+রক্য গৌরক্য ;
তাহার ভাব গৌরক্য ; অর্থাৎ পশুপালন (শ্রী) এবং বাণিজ্যম্ । আর
ব্রাহ্মণাদি অস্ত্র ত্রিবর্ণের পরিচর্য্যাযুকং কৰ্ম্ম শূদ্রস্ত স্বভাবজম্ । ৪৪ ।

এই যে চতুর্ভর্ণের আচরণীয় কৰ্ম্মের বিষয় বলা হইল, নিজ নিজ
বর্ণাশ্রমানুরূপ সেই, যে যে কৰ্ম্মণি অভিরতঃ—নিজ নিজ কৰ্ম্মে সম্যক

শৌৰ্য্য, তেজ, দৈৰ্ঘ্য আর কৰ্ম্মে সুদক্ষতা

কত্রির সময়ে না পলারন, প্রভুত্বক্ষমতা,

কৰ্ম্ম অসঙ্কোচে দানশক্তি,—এ সকল গুণ

কত্রিরে স্বভাবগুণে জনমে, অর্জুন ! ৪৩ ।

বৈশ্তের কৰ্ম্ম কৃষি ও বাণিজ্য আর গবাদি-পালন

স্বাভাবিক বৈশ্তকৰ্ম্ম, তরত-নন্দন !

শূদ্রের কৰ্ম্ম পরসেবা শূদ্রের স্বভাবজাত কৰ্ম্ম,

সংক্ষেপে कहিহু এই চতুর্ভর্ণ-ধর্ম্ম । ৪৪ ।

যতঃ প্রবৃন্তি ভূতানাং যেন সর্বম্ ইদং ততম্ ।

স্বকর্ণণা তম্ অভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ ॥৪৬॥

ভাবে নিযুক্ত থাকিয়া । বেগারের কর্ণের মত নহে । নরঃ সংসিদ্ধিং লভতে—মানুষ সম্যক্ সিদ্ধি লাভ করে । যথা স্বকর্ণনিরতঃ—নিজ নিজ কর্ণে যে ভাবে রত থাকিয়া । সিদ্ধিং বিন্দতি—সিদ্ধি লাভ করে । তৎ শৃণু—তাহা শ্রবণ কর । ৪৫ ।

যতঃ ভূতানাং প্রবৃন্তিঃ—যাহা হইতে সর্বভূতের প্রবৃন্তি বা কর্ণাচ্ছেদ্য । যেন সর্বম্ ইদং ততৎ—যাহার দ্বারা দৃশ্যমান এই সমস্ত বস্তু ব্যাপ্ত ; ৯ । ৪ দেখ । স্বকর্ণণা তম্ অভ্যর্চ্য—স্বকর্ণ দ্বারা তাঁহার অর্চনা করিয়া । মানবঃ সিদ্ধিং বিন্দতি—মানুষ সিদ্ধি লাভ করে । মর্শ্ব এই,—যাহা হইতে ভূতগণের প্রবৃন্তি, তুমি যে কাষে প্রবৃত্ত আছ, আমি যাহাতে প্রবৃত্ত আছি, স্বয়ং ভগবান্ সে সমুদায়ের প্রবর্তক । এই যে মহাবুদ্ধ, ইহাও তাঁহার কর্ণ । “মঠৈবৈতে নিহতাঃ পূর্বম্ এব, নিমিস্তমাত্রং ভব সব্য-সাচিন্” (১১।৩৩) বাক্যে ভগবান্ তাহা স্পষ্ট বলিয়াছেন । তারপর এই সব পদার্থ যাহা এই সন্মুখে রহিয়াছে, তিনি সে সমুদায় ব্যাপিয়া আছেন । আমাদের যাবতীর জাগতিক বিষয়ের প্রত্যেক অণু পরমাণুতে

নিজ নিজ কর্ণে সবে থাকিয়া তৎপর

অর্জুন ! সম্যক্ সিদ্ধি লাভ করে নর ।

যেক্ষণে স্বকর্ণে রত থাকি নরগণ

সিদ্ধি লাভ করে, তাহা করহ শ্রবণ । ৪৫ ।

স্বকর্ণে

যাহাতে জীবের সংসার-প্রবৃন্তি,

ঈশ্বর-

যাহে ব্যাপ্ত এই সমস্ত ভুবন,

অর্চনার সিদ্ধি

স্বকর্ণে সকলে তাঁর সেবা করি,

তাহে সিদ্ধি লাভ করে নরগণ । ৪৬ ।

শ্রয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মোঃ স্মৃতিতঃ ।
 স্বভাবনিয়তং কৰ্ম কুৰ্বন্ নাপ্রোতি কিম্বিষম্ ॥৪৭॥
 সহজং কৰ্ম কৌন্তেয় সদোষম্ অপি ন ত্যজেৎ ।
 সৰ্বদারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নি রিবাবৃতাঃ ॥৪৮॥

সেই চৈতন্যময় বিরাজিত । এই সকল সত্য সর্বদা হৃদয়ে ধারণা করিয়া, সর্বময় তাঁহার সত্তা ভাবনা করিতে করিতে, সর্ব কর্মের কর্তৃক তাঁহার উপর চাপাইয়া দিয়া, তুমি তোমার কর্ম করিয়া যাও । এই ভাবে—এই ধারণা রাখিয়া, করিলে, তোমার কর্ম, তা' সে যাহাই হউক, তাহাই—তোমার ঈশ্বরার্চনাস্বরূপ হইবে ।

সিদ্ধি বিমুক্তি মানবঃ—এখানে, একবচন মানবঃ শব্দে সমগ্র মানব জাতি বুঝায় । স্বকর্মে ঈশ্বরার্চনা করিয়া সকল মানুষেই সিদ্ধিলাভ করে । তাহাতে ব্রাহ্মণশূত্র, হিন্দু মুসলমান, পণ্ডিত মুর্থ, ইত্যর ভেদ বিশেষ নাই । ইহাই এই শ্লোকের সহজ ও স্বাভাবিক অর্থ । আশা করি, তাত্ত্বিক পণ্ডিতগণ কিম্বা নিকর্ম্য সন্ন্যাসী এবং নৈরাগিগণ তর্কালে ভগবানের এই কথার সারবত্তা খণ্ডনে ব্যস্ত হইবেন না । ইহা তর্কের কথা নহে । ইহা শিষ্ট ভাবে শরণাগত শ্রিয় সখা এবং পবন ভক্তের প্রতি ভক্তাঙ্গীনের গুহ উপদেশ । তর্কের স্থান এখানে নাই । ৪৬ ।

স্বধর্মঃ বিগুণঃ—কিঞ্চিৎ অন্বহীন হইলেও । স্মৃতি-স্মৃতিতঃ পরধর্মোঃ শ্রয়ান্ । ৩৩৫ দেখ । স্বভাব-নিয়তং কর্ম কুৰ্বন্—পূর্বোক্ত স্বভাব-নির্দিষ্ট কর্ম করিয়া । কিম্বিষম্ ন আপ্রোতি—পাপভাগী হয় না । ৪৭ ।

তে কৌন্তেয় ! সহজং—জন্মের সহিত উৎপন্ন, স্বভাবনির্দিষ্ট । কর্ম ।

পরধর্ম যদি স্মরণ হয়

স্বধর্মসাধনট

বিগুণ স্বধর্ম তবু প্রেরকর,

প্রেরকর

স্বভাবের বশে কর্ম করি তার

পাপভাগী কর্তৃ নাহি হয় নয় । ৪৭ ।

অসক্তবুদ্ধিঃ সর্বত্র জিতাত্মা বিগতস্পৃহঃ ।

নৈকান্যাসিদ্ধিঃ পরমাঃ সন্ন্যাসেনাধিগচ্ছতি ॥৪৯॥

সদোষম্ অপি ন ত্যজেৎ—সদোষ হইলেও তাহা ত্যাগ করিবে না । হি—
কারণ । সর্বারম্ভাঃ দোষেণ আবৃত্তাঃ—সমস্ত কর্মই দোষে আবৃত । ধূমেন
অগ্নিঃ ইব—যেমন অগ্নি ধূমে আবৃত । স্বধর্ম বা পরধর্ম সর্ব কর্মেই কিছু
না কিছু দোষ থাকে, যেমন অগ্নি থাকিলেই ধূম থাকে । অতএব দোষের
আশঙ্কার স্বধর্ম ত্যাগ করিয়া পরধর্ম গ্রহণ করা নিফল । ৪৮ ।

যিনি সর্বত্র—ভাল মন্দ সকল বিষয়েই । অসক্তবুদ্ধিঃ—আসক্তিশূন্য
বুদ্ধি । ২।৪৮ শ্লোকে আসক্তিশূন্য কথার মর্ম দেখ । জিতাত্মা—ঈহার দেহ-
মন-ইন্দ্রিয় বশীভূত ; এবং যিনি বিগতস্পৃহঃ । তিনি সন্ন্যাসেন—কল
কামনা ত্যাগ করিয়া । ৫.৩—১৩ শ্লোকে ভগবদ্রুপ সন্ন্যাসের তাৎপর্য
জ্ঞেয়া । পরমাং নৈকান্যাসিদ্ধিম্ অধিগচ্ছতি—লাভ করে ।

নৈকান্য কাহাকে বলে ৩৪ শ্লোকে (৯৯ পৃষ্ঠা) তাহা বুঝিয়াছি । যিনি
জিতেজ্র, সর্বত্র অনাসক্ত, নিস্পৃহ, তিনি কর্ম করিলেও তাঁহার সে কর্ম
নিষ্ফল বা অকর্ম তুল্য (৪।১৯—২৩) । এই ভাবে কর্ম করিবার ক্ষমতা
লাভই নৈকান্য-সিদ্ধি । এই ভাব লাভ হইলে চিত্তে রাগদ্বेषাদি মলিনতা

স্বভাবজ-কর্ম দোষযুক্ত যদি

স্বধর্ম সদোষ না ত্যজিবে তবু কভু সে সকল ;

হইলেও সমস্ত কর্মই দোষযুক্ত, পার্থ !

ত্যাগা নর ধূমে সমাবৃত্ত যেমন অনল । ৪৮ ।

অনাসক্ত-বুদ্ধি সর্বত্র ঈহার,

স্বধর্ম আশ্রয়ী যিনি, নিস্পৃহ-জ্ঞান,

পালনে সর্ব কর্মফল কামনা ত্যজিয়া

সন্ন্যাস-সিদ্ধি পরমা নৈকান্য-সিদ্ধি লাভ হয় । ৪৯ ।

সিদ্ধিং প্রাপ্তো যথা ত্রাক্ষ তথাপ্নোতি নিবোধ মে ।

সমাসেনৈব কোন্তেয় নিষ্ঠা জ্ঞানস্য যা পরা ॥৫০॥

বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্তো ধৃত্যাত্মানং নিয়ম্য চ ।

শব্দাদীন্ বিষয়াংস্ত্যক্ত্বা রাগদ্বেষৌ বৃন্দস্ত চ ॥৫১॥

থাকে না, বুদ্ধি শুদ্ধ হয়, চিত্ত স্থির নিশ্চল একাগ্র (যুক্ত) হয়; তখন
ধ্যান যোগে আত্মদর্শন ও ঈশ্বর দর্শন হয় । ৫০—৫৩ শ্লোকে তাহা বিবৃত
হইয়াছে । নৈকৰ্ম্ম্যাসিদ্ধি—সন্ন্যাস-সিদ্ধি । ৪৯ ।

সিদ্ধিং প্রাপ্তঃ—পূৰ্ব্বোক্ত রূপে সন্ন্যাসে সিদ্ধ হইলে পর, পুরুষ ।
যথা—যে উপায়ে । ত্রাক্ষ আপ্নোতি—ত্রাক্ষ লাভ করে । তথা সমাসেন
মে শৃণু—তাহা সংক্ষেপে আমার নিকট শ্রবণ কর । যা জ্ঞানস্ত পরা নিষ্ঠা—
যাহা ত্রাক্ষ জ্ঞানের পরিসমাপ্তি, শেষ ফল (শ্রী) । ৫০ ।

বিশুদ্ধয়া বুদ্ধ্যা যুক্তঃ—নিৰ্ম্মল সাত্বিক বুদ্ধিযুক্ত হইয়া । ধৃত্যা আত্মানং
নিয়ম্য চ—ও সাত্বিক ধৈর্য্যের দ্বারা (১৮, ৩৩) দেহ ইন্দ্রিয়াদিকে সংযত
করিয়া (৭৭) মনকে যোগযোগ্য করতঃ (রামা) । শব্দাদীন্ বিষয়ান্
ত্যক্ত্বা । এবং তদ্বিষয়ে রাগদ্বেষৌ চ বৃন্দস্ত—ত্যাগ করিয়া । বিবিঙ্ক্ত-
সেবী—পবিত্রস্থানে অবস্থিত । লঘ্বাণী—পরিমিতভোজী । যতবাক্কার-
মানসঃ—বাক্যাদি সংযত করিয়া । নিত্যং ধ্যানযোগপরঃ—ধ্যানযোগ-

এ ভাবে সন্ন্যাসে সিদ্ধি হ'লে পর

যে উপায়ে পার্থ, ত্রাক্ষ লাভ হয়,

যা' কর জ্ঞানের শেষ পরিণাম

সংক্ষেপতঃ তাহা তুমি শুনিয়া । ৫০ ।

শুদ্ধা বুদ্ধি আর শুদ্ধা ধৃতি যোগে

শুদ্ধা দেহেন্দ্রিয় মন স্বরূপে আনিয়া,

বুদ্ধিতে শব্দাদি বিষয় করি পরিহার,

ধ্যানযোগ তাহে রাগ দ্বেষ দুইে সরাইয়া । ৫১ ।

বিবিক্তসেবী লঘুশী যতবাক্কারমানসঃ ।

ধ্যানযোগপরো নিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ ॥৫২॥

অহঙ্কারঃ বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্ ।

বিমূঢ়্য নিশ্চয়মঃ শাস্তো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥৫৩॥

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি ।

সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মন্তুষ্টিং লভতে পরাম্ ॥৫৪॥

পরায়ণ । এবং তাদৃশ ভাব দৃঢ় করিবার জন্য বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ—
সম্যক্ আশ্রয় করিয়া । বৈরাগ্য—বিষয়ে অনাসক্তি । অহঙ্কারম্ ইত্যাদি
বিমূঢ়্য—ত্যাগ করিয়া । নিশ্চয়মঃ—মমতাপূত্র । ও শাস্তঃ—বিষয়তৃষ্ণা-
বিহীন শান্তচিত্ত হইয়া । ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে—যোগী ব্রহ্মভাবে লাভের
যোগ্য হইবেন ।

অহঙ্কার—আত্মাভিমান, অহংজ্ঞান । বল—কামরাগযুক্ত বাসনাবল,
হুয়াগ্রহ ; স্বাভাবিক শরীর বল নহে (৭৭) । দর্প—১৬।১৮ দেখ ।
পরিগ্রহ—দান গ্রহণ করা । ৪।২১ দেখ । ৫১—৫৩ ।

পূর্বোক্ত ক্রমে ব্রহ্মভূতঃ—ব্রহ্মভাবে স্থিত সেই পুরুষ । প্রসন্নাত্মা
হইবেন । তিনি ন শোচতি—ইষ্ট বস্তু নাশে শোক করেন না । ন

পবিত্র নির্জন স্থানে করি বাস,

সংযত বচন-শরীর-অন্তর,

লঘুমিতভোজী, বিষয়ে বিরাগী,

ধ্যানযোগে রত থাকি নিরন্তর । ৫২ ।

তাজি অহঙ্কার, দর্প, হুয়াগ্রহ,

দান পরিগ্রহ, কাম, ক্রোধ আর

ধ্যানযোগে সর্বত্র নিশ্চয়, তৃষ্ণাহীন হয়ে

ব্রহ্মজ্ঞান

ব্রহ্মভাবে লাভে পার অধিকার । ৫৩ ।

অধ্যায়] তাহা হইতে ভক্তি, ভক্তিতে ঈশ্বরজ্ঞান, পরে মুক্তি । ৬২১

ভক্ত্যা মাম্ অভিজানাতি যাবান্ যচ্চাস্মি তদ্বতঃ ।

ততো মাং তদ্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ॥৫৫॥

*কাজ্জতি—কোন বস্তু প্রার্থনা করেন না। সৰ্ব্বভূতেষু সমঃ—ঐহিক চক্ষে সবই ব্রহ্মময়, স্মৃতরাং তাঁহার অনুরাগ বা বিদ্বেষের পাত্র কেহ থাকে না, সকলই তাঁহার সমান। এবং পরাং মন্তুস্তি লভতে—আমাতে পরমা ভক্তি লাভ করে।

ধ্যানযোগসিদ্ধিতে যেমন ব্রহ্মের গুণাতীত, অক্ষর আত্মতাবের উপলব্ধি হয়, তেমনি তাঁহার সগুণ ঈশ্বরতাবেরও উপলব্ধি হয়; ৩২৯—৩০ দেখ। তিনি কেবল অক্ষর ব্রহ্ম—কুটূহ আত্মা নহেন, পরন্তু তিনিই আত্মার আত্মা পরমাত্মা জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-কর্তা পরমেশ্বর; আমাদের পিতা, মাতা, খাতা, ভর্তা, গতি, পুঙ্খ ইত্যাদি (৯১৭—১৮)। সৰ্ব্বভূতেই তাঁহার দর্শন হয়। তখন তাঁহার প্রতি পরমা ভক্তির উদয় হয়। ৫৪।

ভক্ত্যা মাম্ তদ্বতঃ অভিজানাতি—সেই পরমা ভক্তিতে আমাকে যথাযথ ভাবে জানিতে পারে, ৭১২, ১১৫৪ দেখ। অহং যাবান্—যৎপরিমাণ; বিস্বরূপ হইয়াও বিস্বাতীত; ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে যাহা, তাহা আমি এবং ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরে যাহা, তাহাও আমি;—বহিঃ অনন্ত ভূতা-

এ তাহে অর্জুন, ব্রহ্মতাব লভি

রহে সে দত্তত প্রসন্ন-হৃদয়,

প্রাপ্ত বস্তু নাশে শোক নাই তার,

করে না আকাজ্ঞা অপ্রাপ্ত বিষয়;

ব্রহ্মজ্ঞানে সৰ্ব্ব ভূতে নিত্য দেখে সম ভাবে

পর্য ভক্তি রাগ দ্বেষ-হীন নির্মল অনুরে,

সৰ্ব্ব ভূতে করি আমাকে দর্শন

আমাতে পরমা ভক্তি লাভ করে। ৫৪।

নাম্ (১৩।১৫)। যঃ চ—এবং আমি বাচা, সৰ্ব্বকারণের কারণ অক্ষর
ব্রহ্ম এবং সচ্চিদানন্দময় সৰ্ব্বলোক-মহেশ্বর ভগবান্। ততঃ মাং তদ্বতঃ
জ্ঞাত্বা—এইরূপে আমার যথার্থরূপে জ্ঞাত হইয়া। তদনন্তরং—সেই
জ্ঞানলাভের পর, পূৰ্ণ নহে। মাং বিশ্রুত—আমাতে প্রবেশ করে।

জীব সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্মের অংশ—“মমৈবাংশঃ” (১৫।৭)। অতএব
সেও স্বরূপতঃ সচ্চিদানন্দময়। কিন্তু তথাপি জীবে ও ব্রহ্মে একাণ্ড ভেদ।
ব্রহ্মে সংজ্ঞাব বা কর্মশক্তি, Power, চিন্তাব বা জ্ঞানশক্তি Wisdom
এবং আনন্দ ভাব বা হ্লাদিনী শক্তি Love পূর্ণ পরিষ্কৃত ; কিন্তু জীবে
তাহারা অপূর্ণ ও অপরিষ্কৃত। ব্রহ্মভূত হওয়ার অর্থ, জীবগত ঐ অপূর্ণ
সংজ্ঞাব, চিন্তাব ও আনন্দভাব পূর্ণ পরিষ্কৃত হওয়া। সাধনা বলে জীব
যতই বিবর্তনের উচ্চ স্তরে উঠিতে পাকে, ততই তাহার ঐ সকল ভাব
পরিষ্কৃত হইতে পাকে এবং ততই সে শক্তিমান জ্ঞানী ও প্রেমিক হইতে
পাকে। কালে যখন ঐ শক্তিব্রহ্ম পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, তখন তাহার যে
অবস্থা হয়, তাহারই নাম ব্রাহ্মীহিতি, জীবমুক্ত অবস্থা, জীবের স্ব-স্বরূপে
অবস্থান। “ব্রহ্মৈঃ স্বরূপেহবস্থানম্” (পাতঞ্জল)। তখন জীব বুদ্ধিতে পারে
“সোহহং” “অহং ব্রহ্মাস্মি”। ২।৫৫—৭২ শ্লোকে হিতপ্রজ্ঞের লক্ষণে,
৫।১৮—২৫ শ্লোকে জ্ঞানীর লক্ষণে, ৬২৯—৩১ শ্লোকে সিদ্ধ যোগীর

সেই ভক্তিয়োগে আমার স্বরূপ,

ভক্তিতে

যাবৎ ও বাহা,—জানে ভক্তিমান,

ঈশ্বরভব

আমিই বিশ্বের অন্তরে বাহিরে,

জ্ঞান

আমিই সে ব্রহ্ম, আমি ভগবান্।

এরূপে আমার তদ্বতঃ জানিয়া

অনধুর

ব্রহ্মভূত সেই ভক্ত, কুরুবর !

মুক্তি

লইয়া আমার একান্ত শরণ

(প্রথম পথ)

ভক্তিতে আমাতে পশে অতঃপর। ৫৫।

লক্ষণে, ১২।১৩—১৯ শ্লোকে তক্তের লক্ষণে, ১৪।২২—২৬ শ্লোকে শুণা-
তীতের লক্ষণে এবং ১৮।৫৪ শ্লোকে ব্রহ্মভূতের লক্ষণে ভগবান্ এই জীব-
মুক্তের কথা বলিয়াছেন । আর ৪।১০, ১৩।১৮ এবং ১৪।১৯ শ্লোকে যে
“মহাব” প্রাপ্তির কথা বলিয়াছেন, তাহাও ঐ ব্রহ্মভূত হওয়ার অবস্থা ।

ঈশ্বর জীবমুক্ত পুরুষ পাকভৌতিক স্থলদেহ পতনের পর যে স্থল
অবস্থা লাভ করেন, ভগবান্ ৮।৫, ৮।১৭ এবং ১৪।২ শ্লোকে তাহার ইঙ্গিত
করিয়াছেন । আর ৫।২৬ শ্লোকে “অতিতো ব্রহ্মনির্কারণং” বাক্যে স্থল
স্থল উত্তর অবস্থাকেই লক্ষ্য করিয়াছেন ।

অতি, এই স্থলশরীরী মুক্ত পুরুষের মুক্ত অবস্থার বিবরণ দিয়াছেন ।

“এষ সম্প্রসাদোহম্মাৎ শরীরাত্ সমুখায় পরং জ্যোতি রূপসম্পত্ত্ব যেন
রূপেণ অভিনিম্পত্ততে । স উত্তমঃ পুরুষঃ । স তত্র পর্যোতি, অকন্ ক্রীড়ন্
রমমাণঃ, জীতি ন। যানৈ ন। জাতিতি ।। নোপজননং যন্ন ইদং
শরীরং । স যথা প্রযোগ্য আচরণে যুক্ত এবমেব অয়ম্ অগ্নিন্ শরীরে
প্রাণো যুক্তঃ” ।—ছান্দোগ্য ৮। ১২। ৩ ।

সম্যকরূপে প্রসন্ন এই জীব এই শরীর হইতে উখিত হইয়া পরম
জ্যোতিকে প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় রূপ লাভ করিয়া থাকেন । (পূর্বোক্ত স্ব-
রূপে অবস্থান) । তিনি উত্তম পুরুষ হইবেন । (পূর্বোক্ত “মহাব”
প্রাপ্ত) । সেখানে তিনি যথেষ্ট ভ্রমণ, ভ্রমণ ও ক্রীড়া করিয়া, জীর্ণের
সহিত বা যানসমূহ লইয়া বা জাতিগণের সহিত আনন্দ করেন । তিনি
ঈশ্বরযোগে উৎপন্ন এই (ভৌতিক) শরীর গ্রহণ করেন না । মুখ্য প্রাণ,
রূপাদি-যোজিত অঙ্গাদির ভ্রম, সেই শরীরে (বহন কার্য্য) যুক্ত থাকে ।

কিন্তু ইহাই জীবের চরম নিরতি নহে । নদী এক দিন না এক দিন
সাগরে মিশিবেই মিশিবে । জীবের মধ্যে যে অদম্য ভগবৎ-মিলন-কামনা
রহিয়াছে, তাহা তাহাকে একদিন না একদিন তাহার সহিত মিলিত করি-
বেই করিবে । এই অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া মুক্তক অতি বলিতেছেন ;—

সর্বকৰ্ম্যাণ্যপি সদা কুৰ্ব্বাণো মদ্যপাশ্রয়ঃ ।

মৎপ্রসাদাদ্ অবাপ্নোতি শাস্বতং পদম্ অব্যয়ম্ ॥ ৫৬ ॥

যথা নভঃ স্যন্দমানাঃ সন্মুদ্রে অন্তঃ গচ্ছন্তি নামরূপে বিহার ।

তথা বিদ্বান্ নামরূপাদ্ বিমুক্তঃ পরাৎপরং পুরুষম্ উটৈতি দিব্যং ॥ (৩২ ৮).

যেমন প্রবহমানা নদী সন্মুদ্রে মিলিত হইয়া নামরূপ হারাইয়া অন্তর্মিত হয়, তদ্রূপ বিদ্বান্ নামরূপ হইতে মুক্ত হইয়া দিব্য পরমপুরুষকে প্রাপ্ত হয়।

“ততো মাং তদ্বতো জাত্বা বিশতে তদনন্তরং” এই বাক্যে ভগবান্ এই অবস্থার কথা বলিয়াছেন। ইহা বিদেহ সূক্তির কথা।

এ অবস্থার জীবে ও ব্রহ্মে ভেদ থাকে না, উভয়ে অভিন্ন। তখন আমি তুমি, সঃ অহম্, তৎ স্বম্ থাকে না ; থাকে কেবল একমেবাদ্বিতীয়ম্।

ভক্তসম্প্রদায় প্রথমোক্ত অবস্থার আদর করেন। আর জ্ঞানী সম্প্রদায় এই শেষোক্ত অবস্থার আদর করেন। বস্তুতঃ কিন্তু কোন্টী অধিক আদরের, তাহার বিচার করিবার অধিকার আমাদের নাই। ৫৫।

অথবা, অচলা ভক্তিতে সর্বকৰ্ম্যাণি—আপন অধিকার অনুসারে প্রাপ্ত সর্ব কৰ্ম্য। মদ্যপাশ্রয়ঃ—আমাকে আশ্রয়পূৰ্ব্বক। সদা কুৰ্ব্বাণঃ অপি—সতত অকুষ্ঠান করিলেও। মৎপ্রসাদাৎ—আমার প্রসাদে। শাস্বতম্ অব্যয়ং পদম্ অবাপ্নোতি—প্রাপ্ত হয়।

৪২—৫৬ শ্লোকে বিবৃত উপদেশের মৰ্ম্ম এই। যেমন কৰ্ম্যযোগ হইতে সন্ন্যাসসিদ্ধি, পরে ধ্যান, ধ্যানে ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মজ্ঞান হইতে পরা ভক্তি ও সেই ভক্তিতে ঈশ্বরতত্ত্ব সমাক্ জ্ঞাত হইয়া ঈশ্বরে প্রবেশ লাভ সিদ্ধ হয়

কিথা করে যদি সদা সর্ব কৰ্ম্য

ভক্তিবৃত্ত

আমাকেই মাত্র করিয়া আশ্রয়,

কৰ্ম্যযোগ

আমার প্রসাদে জানিও নিশ্চয়,

(দ্বিতীয়পদ্য)

মিলে যোক ধাম—শাস্বত, অব্যয়। ৫৬।

চেতসা সৰ্বকৰ্মাণি ময়ি সংশ্ৰুত মৎপরঃ ।

বুদ্ধিযোগম্ উপাশ্রিত্য মচ্চিত্তঃ সততং ভব ॥৫৭॥

মচ্চিত্তঃ সৰ্বভুগাণি মৎপ্রসাদাৎ তরিস্যসি ।

অথ চেৎ ত্বম্ অহঙ্কারাম্ শ্রোত্বাসি বিনভস্যসি ॥৫৮॥

তেমনি প্রথম হইতেই জৈষরে আত্ম সমর্পণপূৰ্বক যোগযুক্ত চিত্তে আপন অধিকার অনুযায়ী সৰ্ববিধ কৰ্ম অনুষ্ঠান করিতে থাকিলে, তাঁহার অনু-
কম্পার পরম পদ লাভ হয় । এই দুই পদের মধ্যে, ৪৯-৫৫ শ্লোকে উপদিষ্ট
প্রথম পদ অপেক্ষা ৫৬ শ্লোকে উপদিষ্ট দ্বিতীয় পদ উত্তম । এই পথে জৈষরের
প্রসাদ লাভ হয় । এই পথে তাঁহাকে স্থলভে পাওয়া যায়, ৮।১৪ দেখ । এই
পথ সংক্ষিপ্ত । হইতে পারে সে সংক্ষিপ্ত পদের অতিক্রমেও যুগযুগান্তর,
কল্পকল্পান্তর কাটিয়া যাইবে ; তথাপি তাহাই সংক্ষিপ্ত ও স্থলভ । এই পথের
উপদেশেই গীতার পরিসমাপ্তি । ৫৬ ।

অতএব তুমি মৎপরঃ হইয়া । সৰ্বকৰ্মাণি চেতসা ময়ি সংশ্ৰুত—অন্তরে
অন্তরে অর্পণ করিয়া, বাহ্যতঃ নহে । আমি তোমার অন্তরে
থাকিয়া সমুদায় করাইতেছি, জৈব বুদ্ধি যোগম্ উপাশ্রিত্য—হির নিশ্চয়
জ্ঞান আশ্রয়পূৰ্বক । সততং মচ্চিত্তঃ ভব । ৫৭ ।

এইরূপে মচ্চিত্তঃ হইলে । মৎ প্রসাদাৎ সৰ্বভুগাণি তরিস্যসি—আমার

অতএব পার্থ, অন্তরে অন্তরে

জৈষরে

বুদ্ধি যোগে লয়ে আমার আশ্রয় ।

আত্মসমর্পণ

আমার অর্পিত সমুদয় কৰ্ম

সতত মচ্চিত্ত হও, মনস্তর ! ৫৭ ।

উদ্ভাৱা

মচ্চিত্ত হইলে আমার প্রসাদে

জৈষরকৃপা

সৰ্ব ভুগ হ'তে পাইবে উদ্ধার ।

মুক্তি

নষ্ট হবে তুমি, মম বাক্য যদি

না কর শ্রবণ করি অহঙ্কার : ৫৮ ॥

যদ্ অহঙ্কারম্ আশ্রিত্য ন যোংস্ত ইতি মন্ত্রসে ।

মিথ্যৈব ব্যবসায় স্তে প্রকৃতি স্বাং নিযোজ্যতি ॥৫৯॥

স্বভাবজেন কোন্তেয় নিবন্ধঃ স্মেন কৰ্মণা ।

কৰ্ত্তুং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিষ্যস্ববশো হপি তৎ ॥৬০॥

এসাদে সৰ্ব বিষ হইতে উত্তীর্ণ হইবে। অথ চেৎ স্বম্ অহঙ্কারাৎ ন চ শ্রোয়সি—আর যদি অহঙ্কার বশতঃ আমার কথা শ্রবণ না কর; অর্থাৎ আমার উপর সৰ্ব কৰ্ত্তৃত্বের ভার না দিয়া, নিজের কৰ্ত্তৃত্ব চালাইতে যাও। তাহা হইলে বিনজ্ঞাসি—বিনষ্ট হইবে। ৫৮।

তুমি অহঙ্কারম্ আশ্রিত্য ন যোংস্ত ইতি যৎ মন্ত্রসে—অহঙ্কারবশতঃ যুক্ত করিব না বলিয়া যে মনে করিতেছ। এষঃ তে ব্যবসায়ঃ—তোমার এই নিশ্চয়। মিথ্যা (হইবে)। কারণ তোমার প্রকৃতিঃ—ক্ষাত স্বভাব। স্বাং নিযোজ্যতি—তোমাকে যুক্ত করাইবে, ৩৩৩ দেখ। ৫৯।

মোহাৎ যৎ কৰ্ত্তুং ন ইচ্ছসি—মোহবশতঃ সাধা করিতে ইচ্ছা করিতেছ না। স্বভাবজেন স্মেন কৰ্মণা নিবন্ধঃ—স্বকীয় স্বভাবজাত কৰ্ম্মে নিয়ন্ত্রিত হইয়া। অবশঃ তৎ অপি করিষ্যসি—অবশ ভাবে তাহাও করিবে। ৬০।

অহঙ্কারে এ সময়ে পার্থ! যুক্তিবে না বলি

কৰ্মত্যাগেচ্ছা কর যে ভাবনা এবে অহঙ্কারে

বুঝা মিথ্যা ক্ষত্রবীর! সে প্রতিজ্ঞা তব,

প্রকৃতি প্রবৃত্ত করিবে তোমারে। ৫৯।

স্বভাব-সজ্জাত তব ক্ষাত্ত তেজ

বশীভূত হ'য়ে করিবে তাহাই

স্বভাবই অবশ ভাবেতে তুমি, হে কোন্তেয়!

কৰ্ম করার মোহবশে তব বাহে ইচ্ছা নাই। ৬০।

ঈশ্বৰঃ সৰ্বভূতানাং হৃদেৰ্শে হৰ্জুন তিষ্ঠতি ।

ভ্রাময়ন্ সৰ্বভূতানি যন্তাকৃতানি মায়ায়া ॥৬১॥

তম্ এষ শরণং গচ্ছ সৰ্বভাবেন ভারত ।

তৎপ্রসাদাৎ পরাং শাস্তিঃ স্থানং প্রাপ্স্যসি শান্ততম্ ॥৬২॥

হে অৰ্জুন ! তাবিও না—যে কোন কৰ্মে তোমাৰ কোন স্বাধীন কৰ্ত্তব্য আছে । ঈশ্বৰঃ—সৰ্বনিয়ন্তা অস্তৰ্য্যামী । সৰ্বভূতানাম্ হৃদেৰ্শে তিষ্ঠতি—সৰ্ব জীৱেৰ অস্তঃকরণে, স্থিতি করেন ; ১৫।১৫ দেখ । যন্তা কৃতানি সৰ্বভূতানি—দেহৰূপ যন্ত্ৰ আকৃষ্ট (শ্ৰী) সংসারৰূপ যন্ত্ৰ, সংসার-চক্ৰে আৰোপিত সকল জীৱকে । মায়ায়া ভ্রাময়ন্—শুণময়ী মায়াশক্তি প্রভাবে ভ্রমণ কৰাইয়া । ৩.১৬ শ্লোকে সংসারকে চক্ৰেৰ সচিহ্ন তুলিত কৰিয়াছেন ।

প্রকৃতপক্ষে সংসারে সকলেই ঐশী নিয়মে প্রকৃতিবশ । কেউই নিরপেক্ষ স্বাধীন নহে । যে যাহাই কৰুক, তাঁহাৰ প্রবৰ্ত্তক কিছু না কিছু থাকে ; স্বভাবই তাঁহাকে তাহা কৰায় (৫।১৪) । কিন্তু সেই স্বভাব বা কণ্ঠসংস্কারেৰ আৱণ্ট কোণায় ? সৃষ্টিৰ কি আদি আছে ? এই প্রশ্নেৰ উত্তরে ৬ৰামকৃষ্ণ পৰমহংসেৰ একজন ভক্ত বৰ্ণিতাছিলেন, “যে মিটিংএ তিনি সৃষ্টিৰ মন্তলব কৰিয়াছিলেন, সে মিটিংএ আমি ছিলাম না।”—বহুস্তেৰ তাঁহাৰ হউক, কণাটা সত্য । সৃষ্টি অনাদি, সৃষ্টি হ'ব জীৱজ্ঞানেৰ অতীত (১০।২) ঈশ্বৰই ইহাৰ মূল । উৰ্দ্ধ-মূলম্ অধঃ-শাখম্ অশ্বখং প্রাচরব্যায়ং (১৫।১), ন রূপমন্ত্ৰেহ তথোপলভ্যতে (১৫ ৩) প্রভৃতি দ্ৰষ্টব্য । ৬১ ।

অতএব হে ভারত ! আত্মাভিমান ত্যাগ কৰিয়া, সৰ্বভাবেন—সৰ্বতো-

সন্নিহিত সমস্ত ভূতের হৃদয়ে, অৰ্জুন !

ঈশ্বৰই থাকিয়া ঈশ্বৰ,—আপন মায়ায়

সকলের সংসারেৰ চক্ৰে সমাকৃষ্ট জীৱে

নিহিত দিবস বাসিনী ভ্রমণ কৰায় । ৬১ ।

ইতি জ্ঞানম্ আখ্যাতে গুহ্যাদ্ গুহ্যতরং ময়া ।

বিমৃশ্যৈতদ্ অশেষেণ যথেষ্টত্বি তথা কুরু ॥ ৬৩ ॥

ভাবে । তম্ এব শরণং গচ্ছ । তৎ-প্রসাদাৎ পরাং শান্তিং শাস্তং স্থানং
প্রাপ্যসি ।

পূর্বে সন্নিহিত্যে বাহা উপদিষ্ট হইয়াছে, ৫৭—৬২ শ্লোক তাহার সার ।
ঈশ্বরে চিত্তার্পণপূর্বক কৰ্ম্মানুষ্ঠান, স্বকৰ্ম্মের দ্বারা ঈশ্বরার্চনা । তাহা
হইতেই সিদ্ধি । অহংকারবশতঃ সন্ন্যাসের ছলে কৰ্ম্মত্যাগ ইচ্ছা নিফল ।
সকলেই স্বভাববশে কৰ্ম্ম করিতে বাধ্য । সেই কৰ্ম্মপ্রবৃত্তিকে ঈশ্বরানুষ্ঠানে
পরিচালিত করিয়া আত্মকৰ্ম্মের অভিমান ত্যাগপূর্বক সৰ্ব্ব ভাবে
ভগবানের শরণাপন্ন হইয়া, সৰ্ব্বময় তাঁহার সত্তা ধারণা করিতে করিতে
স্বদৰ্শনানুসারে প্রাপ্ত সৰ্ব্ব কৰ্ম্ম করিতে থাকিলে, তাঁহার প্রসাদে পরা শান্তি
লাভ হইবে । ইহাই ভগবানের গুহ্যং গুহ্যতর উপদেশ—গীতার
অপূৰ্ণতা । ৬২ ।

ভগবানের বাহা কিছু বক্তব্য তাহা সমস্ত বলিয়াছেন । এখন সখা
অৰ্জুনের উপর যেন অভিমান করিয়া বলিতেছেন,—ইতি তে জ্ঞানম্
আখ্যাতে ইত্যাদি । এই তোমাকে গুহ্য হইতেও গুহ্যতর জ্ঞান কহিলাম

তাই বলি তুমি সৰ্ব্বাস্তঃকরণে

অতএব

তাঁহারই চরণে লও হে, শরণ,

ঈশ্বরের

তাঁহার প্রসাদে পাবে পরা শান্তি,

শরণ লও

পাবে নিতা ধাম, ভরত-নন্দন । ৬২ ।

গুহ্য হ'তে বাহা গুহ্যতর জ্ঞান

ইহাও

কহিলু তোমাতে তাহা, ধনঞ্জয় !

গুহ্যতর

সম্যক্ বিচার করি তুমি তার,

জ্ঞান

কর এবে বাহা ভব মনে লয় । ৬৩ ।

সর্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ ।

ইমৌ হসি মে দৃঢ়ম্ ইতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্ ॥৬৪॥

মম্মনা ভব মম্বক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু ।

মাম্ এবৈম্ব্যসি সত্যং তে প্রতিজ্ঞানে শ্রিয়ো ঃসি মে ॥৬৫॥

(৫৭—৬২) । এতৎ অশেষেণ বিমৃশ—ইহা সম্যাকরূপে বিচার করিয়া ।

যথেষ্টসি তপা কুরু—যাহা ইচ্ছা হয় কর । ৬৩ ।

তুমি মে দৃঢ়ম্ ইষ্টেঃ অসি—অতিশয় শ্রিয় । ততঃ ভূয়ঃ—তৎক্ষণ
পুনর্বার । তে হিতং বক্ষ্যামি—তোমাকে হিতকথা বলিতেছি । মে—
আমার । সর্বগুহ্যতমং পরমং বচঃ শৃণু—শ্রবণ কর । ৬৪ ।

৬৫—৬৬ শ্লোকে সেই গুহ্যতম কথা বলিতেছেন । মম্মনা মম্বক্তঃ ভব
ইত্যাদি ৯।৩৪ দেখ । প্রতিজ্ঞানে—প্রতিজ্ঞাপূর্বক বলিতেছি । যেহেতু তুমি
মে শ্রিয়ঃ অসি—আমার শ্রিয় । মনকে আমার উপর রাখ । তোমার

সর্ব গুহ্য হ'তে গুহ্যতম পুন

পরম বচন শুন হে, আমার

তুমি হে, আমার অতিশয় শ্রিয়,

তাই কহি পুন হিতার্থে তোমার । ৬৪ ।

ঐশ্বরে

আমাতোই মন কর সমর্পণ,

আত্মসমর্পণ

ভক্ত হও পার্থ, একান্ত আমার,

কর

করহ যজন আমার উদ্দেশে,

ভদ্রারা

আমাকেই তুমি কর নমস্কার,

নিষ্ঠর

শ্রিয়তম তুমি আমার, অর্জুন !

মুক্তি

প্রতিজ্ঞা করিয়া বলি হে, তোমার,

পাইবে

এই ভাবে করি আমার ভজনা

সত্য সত্য সত্য পাইবে আমার । ৬৫ ।

সর্বধৰ্ম্মান্ পরিত্যজ্য মাম্ একং শরণং ব্রজ ।

অতঃ স্থাং সৰ্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥৬৬॥

মন বাহা কিছু চিন্তা করে, জানিবে, যে তদ্বারা তুমি আমাকেই চিন্তা করিতেছ;—সমস্ত ভাবই আমার ভাব। বাহাকে ভক্তি কর, পূজা কর, নমস্কার কর, তদ্বারা তুমি আমাকেই ভক্তি পূজা নমস্কার করিতেছ এই ভাবে তুমি আমাতে যুক্ত থাক, তোমার কাছে সত্য প্রতিজ্ঞা পূৰ্বক বলিতেছি, তাহা হইলে তুমি আমাতে বাস করিবে,—আমার দিব্য প্রকৃতি, দিব্য জ্ঞান তোমার হৃদয় পূর্ণ করিবে। ৬৫।

শেষ কথা, তুমি অগতে যাহা কিছু দর্শন কর, শ্রবণ কর, আশ্রয় কর, আশ্রয় কর, স্পর্শ কর, ভাবনা কর,—সে সব আমার ভাব। এই বৈচিত্র্যময় অগতে যে নানাবিধ দেখিতেছ,—নানাবিধ ধর্ম্মের নানাবিধ বস্তু, ভাব ও ক্রিয়া দেখিতেছ, সে সমস্ত ব্যাপার আমি হইতে হইতেছে।

অহং সৰ্ব্বত্র প্রভবো মতঃ সৰ্ব্বং প্রবর্ততে ।—১০।৮

মত এবোতি তান্ বিদ্ধি ।—৭।১২

সমুদায়ের অন্তরালে একমাত্র আমি সত্যস্বরূপ রহিয়াছি। ইহা বুঝিয়া,—

সর্বধৰ্ম্মান্ পরিত্যজ্য—সর্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া। একং মাং শরণং ব্রজ—একমাত্র আমার শরণাগত হও। অতঃ স্থাং সৰ্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি, মা শুচঃ—আমি তোমার সর্বপাপ হইতে মুক্ত করিব, শোক করিও না।

সর্ব পদার্থের সর্বধর্ম্ম ত্যাগ

ইহাই

লও একমাত্র আমারই শরণ ;

শুদ্ধতম

নাহি কর শোক, আমিই তোমার

জ্ঞান

সর্ব পাপ হ'তে করিব মোচন। ৬৬।

যাহা থাকিলে বস্তুবিশেষ আপনায় বিশিষ্ট সত্তার বর্তমান থাকে, তাহা সেই বস্তুর ধর্ম । যাহা না থাকিলে তাহার বিশিষ্ট সত্তা থাকে না, তাহা সেই বস্তুর ধর্ম । যেমন অগ্নির ধর্ম উষ্ণতা প্রভৃতি, জলের ধর্ম তরলতা প্রভৃতি । তদ্রূপ যে সকল গুণ ও ভাবের সমাবেশ থাকিলে জীব মানুষ বলিয়া পরিজ্ঞাত হয়, তাহা মানুষের ধর্ম ; যে সকল গুণ ও ভাবের সমাবেশ থাকিলে জীব পশু বা পক্ষী বলিয়া পরিজ্ঞাত হয়, তাহা পশু বা পক্ষীর ধর্ম । তারপর যে সকল গুণ ও ভাবের সমাবেশ মানুষে থাকে, তাহা পশু বা পক্ষীতে থাকে না । উজ্জ্বল মানুষের ধর্ম হইতে পশুর বা পক্ষীর ধর্ম পৃথক্ । কেবল তাহাই নহে । একজন মানুষের যাহা ধর্ম, তাহা অপর মানুষের ধর্ম নহে । যত্নে যে যে গুণ ও ভাবের সমাবেশ আছে, মধুতে তাহা নাই । অতএব যত্নের ধর্ম হইতে মধুর ধর্ম পৃথক্ । এই নিয়ম সর্বত্র । চেতন অচেতন, জীবন অজীব প্রত্যেক পদার্থেরই ধর্ম পরস্পর পৃথক্,—একটির মত ঠিক আর একটি নহে ।

কিন্তু সর্ব পদার্থের ঐ সর্ব পৃথক্ পৃথক্ ধর্ম—অর্থাৎ গুণ ও ভাব সকল কোন পদার্থ নহে । অগত, ঐ সকল গুণ ও ভাব সমষ্টিকে অবলম্বন করিয়া, ঐ সকল গুণ ও ভাব-সমষ্টির পার্থক্যের উপর দৃষ্টি করিয়াই আমরা প্রত্যেক পদার্থকে অন্য পদার্থ হইতে পৃথক ভাবে দেখিতেছি ; ঐ পৃথক্ পৃথক্ গুণ ও ভাব-সমষ্টিই জগতে নানাধর্ম সৃষ্টি করিয়াছে এবং করিতেছে ; নতুবা জগতে নানাধর্ম থাকিত না ।

কিন্তু মূলে সব এক । একেরই উপর বিবিধ প্রকারের গুণ ও ভাব সংযুক্ত হইয়া বহু হইয়াছে, সকল গুণ, সকল ভাব আশ্রিয়াছে এক সত্য-স্বরূপ হইতে, ৭।১২ শ্লোক দেখ ; যাহার প্রাতিষ্ঠাসিক ভাব এ বিশ্ব ; যিনি বিরাজ করিতেছেন এই বিশ্ববৈচিত্র্য সাজাইয়া, অপবা বিচিত্র বিশ্বের সাজ পরিয়া । সেই যে এক সত্যস্বরূপ, সেই একের দর্শন মানবীর জ্ঞানের উচ্চ পরিণতি,—জ্ঞানের সার্বিক বিকাশ ।

সৰ্বভূতেষু যেনৈকং ভাবম্ অব্যয়ম্ ঐক্যতে ।

অবিতৰ্কং বিতৰ্কেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি সাধ্বিকম্ ॥ ১৮।২০

তাহাই সাধ্বিক জ্ঞান, যদ্বারা বিতৰ্ক ভাবে স্থিত সৰ্বভূতের মধ্যে এক, অবিতৰ্ক ভাব দৃষ্ট হয় ।

পুনশ্চ—সমং সৰ্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্ ।

বিনশ্রংষবিনশ্রন্তং যঃ পশুতি স পশুতি ॥ ১৩।২১

যদা ভূতপুণগ্ভাবম্ একম্ অল্পপশুতি ।

তত এব চ বিস্তারং ব্রহ্ম-সম্পত্ততে তদা ॥ ১৩।২২

তাহারই দর্শন যগার্থ, যিনি দেখেন যে পরমেশ্বর সৰ্বভূতে সমভাবে বিরাজিত এবং বিনশ্র ভূতসকলের মধ্যে তিনি অবিনশ্র । যখন যিনি ভূত সকলের মধ্যে প্রত্যেকের পুণক্ পুণক্ ভাবকে একেতে অবস্থিত এবং সেই এক চোখে তাহাদের বিস্তার দর্শন করেন, তখন তিনি ব্রহ্ম-সম্পদ প্রাপ্ত করেন ।

নানাধ জ্ঞান তিরস্কার পূর্বক সেট একত্রে উপনীত করাইয়া ব্রহ্ম-সম্পদ লাভ করাইবার জন্য গীতার শেষ আদেশ, উপদেশ ও অন্তর বাণী ;—সৰ্বধৰ্ম্ম পরিত্যাগ । যে সকল পুণক্ পুণক্ ধৰ্ম্মকে অবলম্বন করিয়া জাগতিক পদার্থ সকলের মধ্যে নানাধ দর্শন করিতেছে, সৰ্ব পদার্থের সেই সৰ্ব গুণ ও ভাব সমষ্টিকে পরিত্যাগ কর । সৰ্বেষাং ধৰ্ম্মঃ,—সৰ্বধৰ্ম্মঃ । সৰ্বের—সৰ্ব পদার্থের ধৰ্ম্ম—সৰ্বধৰ্ম্ম । বস্তী-তৎপুরুষ । সৰ্ব পদার্থের উপরে ভাসমান তাহাদের বিশিষ্ট ধর্মের দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া, সৰ্ব ধর্মের অন্তরালে যে সৰ্বরূপ “এক আমি” রহিয়াছি, সেই “এক আমি” দিকে লক্ষ্য ফিরাও । বাহিরের ধর্ম বেকরূপই হউক, প্রত্যেক পদার্থ যে আমার ভাব ব্যতীত আর কিছুই নহে, ঐদৃশ বোধ সর্বদা আগাইয়া রাখ । দেখ, আমার উপরেই সেই বাবতীর ভাব কুটিতেছে এবং আমার উপরেই রহিতেছে ; মন্ত এবোতি তান্ বিদ্ধি ন স্বহং হেতু তে মরি (৭।১২) ; আমা

ইদং তে নাতপস্কায় নাভস্কায় কদাচন ।

ন চাশুশ্রষবে বাচ্যং ন চ মাং যো হভাসূয়তি ॥৬৭॥

হইতেই এই সংসার-খেলা প্রবর্তিত, যতঃ প্রবৃতিঃ প্রমত্তা পুরাণী (১৫।৪) ; আমি এ সংসার-অস্থখের মূল, উর্দ্ধমূলম্ অধঃশাখম্ (১৫।১) ; আমি সকলকে হাতে ধরিয়া চালাইতেছি, ভ্রাময়ন্ সনাত্তানি (১৮।১১) ; আমি সকলকে কোলে করিয়া রহিয়াছি, আমার অনন্ত সত্তার মধ্যেই সকলে রহিয়াছে, যশ্রাস্তৃস্থানি ভূতানি যেন সক্ষম্ ইদং ততম্ (৮।২২) ; সক্ষম্ আমি ওতপ্রোত ভাবে বর্তমান, যস্মি সক্ষম্ ইদং প্রোতম্ (৭।৭) ; আমি হইতেই সমস্ত ব্যাপার হয়, যন্ত সক্ষম্ প্রবর্ততে (১০।৮) ; তোমরা জীব আমার কণ্ঠে নিমিত্তমাত্র (১১ ৩৩) ; এই তব্ব হৃদয়ঙ্গমপূর্বক, তুমি যে কর্তৃত্বের অভিমান পোষণ করিয়া মুক্ত ত্যাগে উদ্যত হইয়াছ, সে অভিমান ত্যাগ করিয়া আমার শরণাগত হও, আমাতে আত্মসমর্পণ কর ; সর্ব কর্তৃত্ব, সর্ব দাবিত্ব আমার উপর অণগপূর্বক, তোমার অধিকারগত কণ্ড তুমি করিয়া যাও । আমি তোমার সর্ব পাপ হইতে মুক্ত করিব ; তোমার সর্ব সঙ্কীর্ণতা অপনোত করিয়া মহান্ মুক্তি-ক্ষেত্রে লইয়া বাইব । শোক করিও না । ৫৮—৬২ শ্লোক স্রষ্টব্য ।

শিষ্য হেহুং শামি মাং স্বাং প্রপন্নম্ (২।৭) এই কপার গীতার আরম্ভ আর যাম্ একং শরণং ব্রজ এই কপার গীতার শেষ । শরণাগত হওয়াতেই সাধনার আরম্ভ-নৌচের প্রকৃতিকে অ'তক্রমপূর্বক উপরের দৈবী প্রকৃতির অভিমুখে অগ্রসর হইবার সূত্রপাত ; আর শরণাগত থাকাই তাহার অন্তিম সোপান । যতদিন কর্তৃত্বের অভিমান রহিয়াছে ততদিন বিনাশের পথে চলিতেছি । ৬৬।

তপোধন্য অনুষ্ঠান নাহি করে যে বা

গীতা প্রবণের দৈবের ও গুরুজনে নাই তত্ত্ব সেবা,

যোগা কে ? আমাকে অনুরা করে অথবা যে জন,

কহিবে না তার কাছে এ তব্ব কথন । ৬৭ ।

য ইমং পরমং গুহ্যং মন্ত্ৰেক্ষুধতিধাস্যতি ।

ভক্তিং ময়ি পরাং কৃত্বা মাম্ এবৈশ্ব্যতাসংশয়ঃ ॥৬৮॥

ন চ তস্মান্মনুষ্যেষু কশ্চিন্মে প্রিয়কৃত্তমঃ ।

তবিতা ন চ মে তস্মাদ্ অশ্যঃ প্রিয়তরো ভুবি ॥৬৯॥

অধ্যোয্যতে চ য ইমং ধৰ্ম্মাং সংবাদম্ আবয়োঃ ।

জ্ঞানযজ্ঞেন তেনাহম্ ইষ্টঃ শ্ৰাম্ ইতি তে মতিঃ ॥৭০॥

গীতা শেষ হইল । অতঃপর কৌদূৰ্ণ ব্যক্তি গীতার্থ শ্রবণের যোগ্য এবং গীতা-আলোচনার ফল কি, তাহা বলিতেছেন । অতঃস্বায়—যে তপস্তাবিহীন ১৭।১৪—১৯ দেখ । অতঃস্বায়—যে গুরুতে ও ঈশ্বরে ভক্তিহীন । অশুশ্রববে চ—এবং যে গুরুসেবা করে না । স্বীয় বিদ্যাবুদ্ধির অভিমান সম্পূর্ণ বর্জন করিয়া আপনাকে গুরু চরণে একবারে ছাড়িয়া দেওয়া গুরু-সেবার প্রধান অঙ্গ । যঃ চ মাং অভিহুয়তি—আর যে আমাকে অহুয়া করে । তাহাদিগকে, ইদং তে (ত্বয়া) ন কদাচন বাচ্যং—কখন এই গীতার্থ বলিবে না । ৬৭ ।

যঃ ইমং ইত্যাদি স্পষ্ট । ইষ্টে—পূজিত । ৬৮—৬৯ ।

অধ্যোয্যতে যঃ চ ইমম্ ইত্যাদি—ভক্তিপূর্বক গীতাপাঠ জ্ঞানযজ্ঞে ভগবানের আরাধনা । ৭০ ।

গীতাপাঠের এ পরম গুহ্য-তত্ত্ব তজ্জ্ঞে যে জনার

মাহাত্ম্য পার সে মন্ত্ৰ-বোলে নিশ্চয় আমার । ৬৮ ।

নরলোকে তদপেক্ষা মম প্রিয়তর,

কেহ নাই, হবে না বা ভূতলে অপর । ৬৯ ।

গীতাপাঠ যে পড়ে এ গর্ভ-কথা তোমার আমার

জ্ঞানযজ্ঞ তাবি আমি, জ্ঞানযজ্ঞে পূজে সে আমার । ৭০ ।

শ্রদ্ধাবান্ অনসূয়শ্চ শৃণুয়াৎ অপি যো নরঃ ।
সো হপি মুক্তঃ শুভালোকান্ প্রাপ্নুয়াৎ পুণ্যকৰ্ম্মণাম্ ॥৭১॥
কচ্চিদ্ এতৎ শ্রুতং পার্থ ত্বৈকাগ্ৰেণ চেতসা ।
কচ্চিদ্ অজ্ঞানসম্মোহঃ প্রনষ্টে স্তু ধনঞ্জয় ॥৭২॥

অৰ্জুন উবাচ ।

নষ্টো মোহঃ স্মৃতি লক্কা ত্বং প্রসাদান্ময়াচ্যুত ।
স্থিতো হস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব ॥৭৩॥

শ্রদ্ধাবান্ ইত্যাদি । শৃণুয়াৎ অপি—কেবল শ্রবণ করিয়াই মুক্ত হইবেন,
তবে বিশেষ এই যে তিনি শ্রদ্ধাবান্ ও অশ্রদ্ধাবিহীন হইবেন । ৭১ ।

কচ্চিৎ ইত্যাদি—হে পার্থ! তুমি কি একাগ্রচিত্তে আমার কথা
শুনিয়াছ ? এবং তাহার মন্ত বুদ্ধি তোমার অজ্ঞানসম্মোহঃ—সকল
বিষয়ে, কার্য্যাকার্য্য বিষয়ে অজ্ঞানজনিত মোহ কি নষ্ট হইয়াছে ? ৭২ ।

দোষদৃষ্টি নাহি যার, যি'ন শ্রদ্ধাবান্
কেবল শ্রবণে তিনি মোক্ষ-পদ পান ।
যেখানে পুণ্যাস্থাগণ করেন বিহার
সে সকল পুণ্য লোকে গতি হয় তাঁর । ৭১ ।
শুনিলে কি পার্থ ! তুমি একাগ্র-জনম ?
গেল কি অজ্ঞান-মোহ তব, ধনঞ্জয় ! ৭২ ।

অৰ্জুন কহিলেন ।

তব জ্ঞান লাভ ক'র তোমার কৃপায়

অৰ্জুনের

কার্য্যাকার্য্য-মোহ এবে গেছে স্মরণ,

মোহনাশ

ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ম তব সব হৃদেতে স্মরণ

শান্ত প্রকৃতিহু হম জনম এখন ।

সমস্ত সন্দেহ এবে গেছে, জযীকেশ !

পালন করিব অহু, তোমার আদেশ । ৭৩ ।

ভগবানের বাক্য শুনিয়া অৰ্জুন কহিলেন, হে অচ্যুত! স্বঃপ্রসাদাৎ—
আপনার প্রসাদে । নষ্টঃ মোহঃ—স্বকর্তব্য সম্বন্ধে আমার ভ্রান্তি নষ্ট
হইয়াছে । এবং স্মৃতিঃ লক্ষা—কর্তব্য-অকর্তব্যোপদেশ সম্বন্ধে স্মৃতি, বাহা,
যুদ্ধারম্ভে চিত্তের ব্যাকুলতা বশতঃ তিরোহিত হইয়াছিল (২।৭) এখন তাহা
লাভ হইয়াছে । স্থিতঃ অগ্নি—আমি প্রকৃতিস্থ হইয়াছি । গতসন্দেহঃ—
আর আমার কার্য্যাকার্য্য সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই । করিষ্যে বচনং তব—
এখন আপনার কথা মত কার্য্য করিব ।

ভগবানের বচন—কল্মষের পক্ষে ধৰ্ম্ম যুদ্ধ অপেক্ষা আর অস্ত্র শ্রেয়ঃ
কিছু নাই (২।৩১), কন্য ত্যাগ করিও না, যোগস্থ হইয়া কৰ্ম্ম কর (২।৪৭—
৪৮); কন্যযোগসাধনে নিযুক্ত হও (২।৫০); সতত অনাসক্ত থাকিয়া
অশুষ্ঠের কন্য আচরণ কর (৩।১৯); আমার চিত্তসমর্পণপূৰ্ব্বক নিরানী ও
নির্দ্বন্দ্ব হইয়া যুদ্ধ কর (৩।৩০); জ্ঞানধড়্গে অজ্ঞান-সম্মত সংশয় ছেদন-
পূৰ্ব্বক কন্যযোগে অবস্থান কর, যুদ্ধার্থ উৎখিত হও (৪।৪২); সন্ন্যাস
অপেক্ষা কন্যযোগ শ্রেষ্ঠ (৫।২); ফলাশা ত্যাগ করিয়া যে কন্য করিতে
থাকে, সেই ঠিক সন্ন্যাসী (৬।১); মদাসক্ত চিত্তে কন্যযোগ আচরণ করিতে
করিতেই আমার সমগ্র তত্ত্ব জানিতে পারিবে (৭।১); সদাকাল আমার
স্মরণ কর এবং যুদ্ধ কর (৮।৭); সৰ্ব্ব কৰ্ম্ম আমার অর্পণ কর (৯।২৭); তুমি
আমার কন্যে নামস্ত মাত্র হইয়া যুদ্ধ কর (১০।৩৩); যে মৎকন্যকৃতং
মৎপরম, সে আমাকে প্রাপ্ত হয় (১১.৫৫); জ্ঞান ধ্যানাদি সাধন হইতে
কন্যকলত্যাগ উত্তম সাধন (১২।২); শাস্ত্র-বিধানোক্ত কন্য করা তোমার
উপযুক্ত (১৬।২৪); সুযুজ্জ্বল ব্রহ্মবাদিগণ নিকাম ভাবে যজ্ঞ দান তপঃকন্য
করেন (১৭।১৪—২৫)। যজ্ঞ দান তপঃকন্য কখন পরিত্যাগ্য নহে
(১৮.৫); সৰ্ব্বদা আমার সত্তা ভাবনা করিতে করিতে,—সৰ্ব্ব কৰ্ম্মের
কর্তৃস্থ আমার উপর দিয়া, তোমার স্বকৰ্ম্ম আচরণ কর; তাহাই ঈশ্বরের
অর্চনা, তাহারাই মানব সিদ্ধি লাভ করে (১৮.৪৬); আমাতে সম্পূর্ণ-

সঞ্জয় উবাচ ।

ইত্যহং বাসুদেবশ্চ পার্থশ্চ চ মহাত্মনঃ ।

সংবাদম্ ইমম্ অশ্রৌষম্ অন্তুতং রোমহর্ষণম্ ॥৭৪॥

ভাবে আত্মসমর্পণপূর্বক সর্ব কৰ্ম করিতে থাকিলে আমার প্রসাদে মোক্ষ লাভ করিবে (১৮।৫৬) ; মচ্ছিত্ত হইয়া তোমার কৰ্ত্তৃত্বের বোঝাকে আমার উপর দিয়া তুমি কৰ্ম কর, আমার প্রসাদে সমস্ত বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইবে, আর যদি অহঙ্কারবশতঃ আমার কথা না শ্রবণ কর, তাহা হইলে নষ্ট হইবে (১৮।৫৮) । আমাতে আত্মসমর্পণ কর, আমি তোমার সর্ব পাপ হইতে মুক্ত করিব (১৮।৬১) ।

এই ভগবানের “বচন” । অর্জুন কৰ্ত্তব্য-বিনুত হইয়া অত্যন্ত উবেলিত চিত্তে ধনুর্ক্সাণ পরিভ্যাগপূর্বক তাঁহার প্রেয়ো লাভের উপায় কি, তাহা অনিবার জ্ঞাত ভগবানের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন । ভগবান্ তাহা কহিলেন । তৎশ্রবণান্তে অর্জুনের উবেলিত হৃদয় প্রশান্ত হইল, ধন্যাদন্য কাৰ্য্যাকার্য্য সম্বন্ধে সকল সন্দেহ দূরীভূত হইল, এবং তিনি পারিত্যক্ত গাণ্ডীব গ্রহণপূর্বক স্বধর্ম পালনে প্রবৃত্ত হইলেন । তন্মতঃ যোগায় যুজ্যস্ব (২।৫০), এবং তন্মতঃ সর্কেসু কালেনু যাম্ অহুস্বর যুধা চ (৮।৭),—ভগবানের এই আদেশই অর্জুন পরিপালন করিলেন ।

গাতার আরম্ভ এবং উপসংহারের মানজ্ঞাত করিয়া দেখিলে অতি স্পষ্টে দুইটি বিষয় যে,—ভগবানে আত্মসমর্পণপূর্বক যোগযুক্ত চিত্তে স্বদম্য!মুসারে উপস্থিত কন্দের আচরণই, প্রেয়োলাভের ভগবদনুমোদিত প্রকৃষ্ট পন্থা । এস ভারতসন্তান ! ভগবচ্চরণে আত্মসমর্পণপূর্বক, আমরা তুচ্ছসাধিক বুদ্ধিতে আপন আপন কৰ্ত্তব্য কন্দের তৎপর হই, ‘স্বকন্ম দ্বারা তাঁহার সর্কনা’ করিতে প্রবৃত্ত হই ; স্ব স্ব কন্মে—অভিরত—সম্যকভাবে রত হই । তদ্বারাই সংসিদ্ধি—সম্যকরূপ পুরুষার্থ, লাভ হইবে । ৭৩ ।

বাসপ্রসাদাৎ—বাসদেবের বরপ্রভাবে দিব্য চক্ষু বর্ণ প্রাপ্ত হইয়া ।

ব্যাস-প্রসাদাচ্ছ্রুতবান্ ইমং গুহ্যম্ অহং পরম্ ।

যোগং যোগেশ্বরাত্ কৃষ্ণাত্ সাক্ষাত্ কথয়তঃ স্বয়ম্ ॥৭৫॥

রাজন সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য সংবাদম্ ইমম্ অদ্ভুতম্ ।

কেশবাজ্জুনয়োঃ পুণ্যং হৃষ্যামি চ মুহুমূর্ছঃ ॥৭৬॥

তচ্চ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য রূপম্ অত্যদ্ভুতং হরেঃ ।

বিস্ময়ো মে মহান্ রাজন্ হৃষ্যামি চ পুনঃ পুনঃ ॥৭৭॥

অহম্ এতৎ পরং গুহ্যং যোগং, সাক্ষাত্ কথয়তঃ স্বয়ং যোগেশ্বরাত্ কৃষ্ণাত্
শ্রুতবান্—যোগেশ্বর স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণপুত্রাত্ শ্রবণ করিয়াছি । ৭৪—৭৫ ।

হরেঃ রূপম্—ভগবানের বিশ্বরূপ (শ্রী) । ৭৬—৭৭ ।

সঙ্গম কঠিনেন ।

মহাত্মা সে কৃষ্ণাজ্জুনে এই যে বচন,—

অদ্ভুত রোমাঞ্চকর—করিনু শ্রবণ । ৭৪ ।

যোগতত্ত্ব,—যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ম্

সাক্ষাত্ কহিলা বাহা, গুহ্য ও পরম,

তিনিরাছি অকরাজ ! তাহা মনুনায়ে,

দ্বিবিজ্ঞান লাভ করি ব্যাসের কুপার । ৭৫ ।

অদ্ভুত পবিত্র এই যে সংবাদ

কৃষ্ণ-ধনজয়ে অরিয়া অরিয়া

কবিত শরীর মুহুমূর্ছঃ মম,

কবিত আবার আবার অরিয়া । ৭৬ ।

হরির অদ্ভুত অদ্ভুত সে রূপ

সঙ্গমের

পুনঃ পুনঃ আমি করি হে, শ্রবণ ;

তব

অরিয়া অরিয়া মহান্ বিস্ময় !

পুনঃ পুনঃ হর্ষ পাই, হে রাজন্ ! ৭৭ ।

যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্ধরঃ ।

তত্র শ্রী বিজয়ো ভূতি ধ্রুবা নীতি সুনীতি স্মৃতি ॥৭৮॥

ইতি মোক্ষ-যোগো নাম অষ্টাদশোহধ্যায়ঃ ॥

যত্র যোগেশ্বরঃ ইত্যাদি । শ্রীঃ—রাজলক্ষী । ভূতিঃ—উত্তরোত্তর উন্নতি । ধ্রুব—স্থির, কণ্ঠস্থ নচে । স্মৃতিঃ—নিশ্চয় বিশ্বাস ।

এ শ্লোকে “যোগেশ্বর” এবং “ধনুর্ধর” এই দুটি বিশেষণের প্রতি মনোযোগ আবশ্যক । শ্রীকৃষ্ণকে যোগেশ্বর বলায়, তিনি গীতায় যে যোগদ্বার উপদেশ দিয়াছেন, সেই যুক্তিযোগের প্রতি এবং অর্জুনকে ধনুর্ধর বলায়, তিনি যে শক্তিবলে, যে তেজে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ জয় করিয়াছেন, সেই শক্তির প্রতি লক্ষ্য করা চাইয়াছে । পুরুষার্থ লাভের জন্য নীতি এবং শক্তি, দুইই প্রয়োজন । নীতিহীন শক্তি বা শক্তিহীন নীতি চাইতে সিকি লাভ হয় না; এবং শক্তি ও নীতি দুইয়েরই যিনি অধিকারী, তিনি নিশ্চয়ই সর্বরূপে শ্রীমান, সর্বত্র বিজয়ী, উত্তরোত্তর অভ্যাসশীল এবং সদা সুনীতি-সম্পন্ন । গীতা জ্ঞানের ফল ধ্রুবা শ্রী, ধ্রুব বিজয়, ধ্রুব অভ্যাস এবং ধ্রুবনীতি । ৭৮ ।

অষ্টাদশ অধ্যায় শেষ চটল । জ্ঞানমার্গানুসৃত সম্রাস ধন্য এবং ভগবত্পরিঃ ভাঃধন্যে,—এই ভাবে কি প্রভেদ, অর্জুন তাকা বিশেষভাবে জানিতে চাছিলেন । ভগবান কহিলেন, পণ্ডিতগণের মতে লৌকিক কাম্য কণ্ড সকল পরিত্যাগ করার নাম “সম্রাস”; কিন্তু সুবিচক্ষণ জ্ঞানিগণের মতে “ভাগের” অর্থ কোনরূপ কণ্ড ত্যাগ নহে । পরন্তু কল্যাণ পরিত্যাগ-

যোগেশ্বর কৃষ্ণ বলা মঙ্গল্যতা,

ধ্রুবাভ্যাসের ফল

বলা ধনুর্ধর বীর মনজয়,

সেথা রাজলক্ষী, নিশ্চল সুনীতি,

জয় অভ্যাস,—মম মনে লয় । ৭৮ ।

পূৰ্ব্বক সে সকলের আচরণ করার নামই “ত্যাগ” । রাজসিক ও তামসিক ভাবে কৰ্ম্মত্যাগ করিলে “ত্যাগের” ফল হয় না । যজ্ঞ দানাদি কৰ্ম্ম সকল ত্যাগ করা কখনই উচিত নহে ; পরন্তু আসক্তি ও ফলাশা ত্যাগপূৰ্ব্বক সে সমুদায় আচরণ করা আমার মতে নিশ্চয়ই উত্তম । ফলাশা ত্যাগপূৰ্ব্বক কৰ্ম্ম করিলে কোনরূপ কৰ্ম্মফল ভোগ করিতে হয় না । তাদৃশ কৰ্ম্মে মোক্ষ লাভের বিষয় হয় না ।

অতঃপর প্রকৃতির ত্রিগুণভেদে জ্ঞান, কৰ্ত্তা, কৰ্ম্ম, বুদ্ধি প্রভৃতির যেরূপ ভেদ হয়, তাহার উপদেশ দিয়া ভগবান্ দ্ব্যাইরাছেন যে, নিকাম কৰ্ম্ম, নিকাম কৰ্ত্তা, আসক্তিশূন্য বুদ্ধি, অনাসক্তি হইতে উৎপন্ন সুখ এবং “অবিতর্কং বিভক্তেষু” গ্ৰামে একত্ব জ্ঞান—এই সমস্তই সাত্বিক এবং শ্রেষ্ঠ । সে সকল অবলম্বন করাই কর্তব্য ।

অনন্তর ব্রাহ্মণাদি চতুর্বর্ণের অন্তর্গত কৰ্ম্ম নির্দেশপূৰ্ব্বক, কহিলেন যে, এই চাতুর্বর্ণ্য-ধর্ম্মানুসারে প্রাপ্ত কৰ্ম্ম নিকাম সাত্বিক বুদ্ধিযোগে আচরণ করিতে থাকিলে, তদ্বারা মনুষ্য কৃতকৃত্য হয় । অনাসক্ত নিকাম বুদ্ধিতে স্বকৰ্ম্মাচরণই যথার্থ দৈবরাক্ষস । তিনি সর্বময় এবং সকলের সকল কৰ্ম্মের প্রবর্তক—এই ধারণা স্থির রাখিয়া আপন আপন কৰ্ম্ম করিতে থাকিলে তদ্বারা মানব মাত্রেই সিদ্ধি লাভ করে ।

সকল কৰ্ম্মেই কিছু কিছু না কিছু দোষ থাকে ; সুতরাং যে কৰ্ম্মের সহিত বাহার আজন্ম সম্বন্ধ, সেই “সহজ” কৰ্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া অন্য পন্থা অবলম্বন করা অনুচিত । ফলাশা-বিরহিত কৰ্ম্মাচরণে সম্যাস সিদ্ধি হয় ; সম্যাস সিদ্ধি হইতে ধ্যানযোগ সিদ্ধি হয় ; যোগসিদ্ধিতে ব্রহ্মজ্ঞান হয় ; সেই জ্ঞানে ভগবানে পরা ভক্তির উদয় হয় ; সেই ভক্তিতে দৈবের প্রকৃত স্বরূপ জানা যায় ; তখন দৈব লাভ হয় । আর যে প্রণমাবধিই ভগবানে আশ্রয়-সমর্পণপূৰ্ব্বক কৰ্ম্ম করে সে দৈব-প্রসাদে শাস্বত পদ প্রাপ্ত হয় ।

কৰ্ম্ম প্রকৃতির ধর্ম্ম ; কৰ্ম্মকে ছাড়িতে ইচ্ছা করিলেও কৰ্ম্ম কাহাকেও

ছাড়ে না । অতএব কৰ্ম যাহার, যিনি সকলের হৃদয়ে থাকিয়া সকলকে কৰ্ম করান, সৰ্ব্বভাবে তাঁহার শরণাগত হইয়াই কর্তব্য । এই নব্বয় অগদ-বৈচিত্র্যের অন্তরালে আমি—ঈশ্বর একমাত্র সত্যস্বরূপ রহিয়াছি । বাহিরের বৈচিত্র্যকে ত্যাগ করিয়া সেই আমার শরণাগত হইয়া কৰ্ম কর । ভয় নাই । আমি তোমার সৰ্ব পাপ হইতে উদ্ধার করিব ।

ভগবানের বাক্য শেষ হইল । আর অৰ্জুনের মোহ নাই, আর কোন সন্দেহ নাই । তিনি স্থির চিন্তে, “তস্মাৎ সৰ্বেষু কালেষু মাম্ অহুশ্বর যুধ্য চ” (৮।৭) ইত্যাদি বাক্য শ্রবণ করিয়া যুদ্ধের নিমিত্ত প্রস্তুত হইলেন ।

গীতা শেষ হইল । অতঃপর মহাবি বেদব্যাস সঙ্করমুখে গীতাজ্ঞানের ফল বলিতেছেন ।

কৃষ্ণের মন্ত্রণা

পার্শ্বের প্রতাপ

রহে প্রতিষ্ঠিত হৃদয়ে যাহার,

লভে সে নিশ্চয়

জয়, অভ্যাদয়,

নিশ্চলা স্থনীতি, রাজলক্ষী আর ।

মোক্ষ যোগ নামক অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

—•—

অগত-সারণ্য তরে

অৰ্জুনের রণোপরে

বসিয়া শ্রীকৃষ্ণ দরি সারথির বেশ,

উপলক্ষ্য ধনঞ্জয়

সৰ্ব জীবের কৃপাময়

দেখাইলা পুরুষাৰ্ণ-পদা জয়ীকরণ ।

“গীতা” সেই সুখ পণ ;

চলে যার মনোরণ

ভক্তি-অৰ্ঘে নিত্য তাহা করি অনুসার,

সুহৃদুর এ সংসার

হয় সে অক্লেপে পার,

নরলোকে অনলাভ সার্থক তাহার ।

যতনে যে ভক্তিতরে গীতাজ্ঞান হৃদে ধরে
 তটিল জগৎ-তরু বিদিত সে হয়,
 ধর্ম করি অহংজ্ঞানে নিষ্ঠা জন্মে ভগবানে
 হৃদয়ে ক্রমশঃ হয় জ্ঞানের উদয় ।
 অমূলক সংস্কার না রহে হৃদয়ে তার,
 সত্যে প্রীতি, ঘৃণা জন্মে অসত্যে অস্তরে,
 দূরে যায় কাম কাগ, কর্তব্যোতে অনুরাগ,
 স্বার্থবশে পরহিংসা কখন না করে ;
 জ্ঞানী, ধনী, মাহুগণ্য, আমি উচ্চ, নীচ অন্ত,
 এরূপ না রহে আত্মগরিমা হৃদয়ে,
 সূখে না উদ্বলিত হয় দুঃখে অভিভূত নয়,
 অটল বিপদে কিংবা দুঃখ শোক ভরে ;
 কাম কিংবা ক্রোধভরে কোন কর্ম নাহি করে,
 যাহা করে, করে তাহা ঈশ্বর সেবার,
 মন তার জ্ঞানে সার, এ বিশ্ব সংসার ধার
 কর্ম তাঁর, আমি চলি তাঁহার ইচ্ছায় ।
 পরিমিত পানাহার বিষয় সংযোগ আর,
 পরিমিত কর্ম নিদ্রা আর জাগরণ ;
 কোমল সরল প্রাণ নাই স্বার্থাশ্রয় জ্ঞান,
 খলতা শঠতা কিংবা জ্ঞানে না কেমন,
 জ্ঞানে না ধর্মের ভাণ, আত্মজ্ঞানে নিষ্ঠাবান,
 সমজ্ঞান শত্রু-মিত্রে চ ভাল-ব্রাহ্মণে,
 ঘৃণা নাই, ক্রোধ নাই, ঘেব নাই হিংসা নাই,
 উদ্বেগ অনাশ্রিত নাই নির্যমল পরাণে ।

গীতামাহাত্ম্যম্ ।

সৰ্বোপনিষদো গাবো দোধ্যা গোপালনন্দনঃ ।
পার্থো বৎসঃ শ্ৰীভোক্তা হৃৎ গীতামৃতং মহৎ ॥
সারথ্যমৰ্জুনশ্রাদৌ কুৰ্বন্ গীতামৃতং দদৌ ।
লোকত্রয়োপকারায় তস্মৈ কৃকাত্মনে নমঃ ॥
সংসার-সাগরং ঘোরং তৰ্জুমিচ্ছতি যো নরঃ
গীতানাবং সমাসান্ত পারং যাতি শ্ৰেণে ন সঃ ॥
সোপানাষ্টাদশৈরেবং ভুক্তি-মুক্তি-সমুচ্ছিতৈঃ ।
ক্রমশ্চিহ্নভুক্তিঃ শ্ৰীং শ্ৰেয়তত্ত্বাদি-কৰ্ম্মশ্চ ॥
গীতাগীতং ন যজ্ঞজ্ঞানং তদ্বিক্যান্মরসম্মতম্ ।
তন্মোঘং ধৰ্ম্মরহিতং বেদবেদান্তগর্হিতম্ ॥
তস্মাদ্ধৰ্ম্মময়ী গীতা সৰ্বজ্ঞান-প্রযোজিকা ।
সৰ্বশাস্ত্রসারভূতা বিত্তকা সা বিশিষ্টতে ॥
গীতাধীতা চ যেনাপি ভক্তিতাবেন চেতসা ।
বেদশাস্ত্রপুরাণানি তেনাধীতানি সৰ্বশঃ ॥

শ্ৰীভগবানুবাচ ।

গীতা মে হৃদয়ং পার্থ গীতা মে সারমুত্তমম্ ।
গীতা মে জ্ঞানমত্যাগং গীতা মে জ্ঞানমব্যয়ম্ ।
গীতাপ্রয়েহহং তিষ্ঠামি গীতা মে পরমং গুহম্ ।
গীতাজ্ঞানং সমাপ্রিত্য ত্রিলোকীং পালয়াম্যহম্ ॥
গীতার্থমেকপাদকং শ্লোকমধ্যায়মেব চ ।
অরংস্ত্যক্তা জনো দেহং প্রয়াতি পরমং পদম্ ।
গীতার্থমপি পাঠং বা শৃণুয়াদন্তকালতঃ ।
মহাপাতকযুক্তোহপি মুক্তিভাগী ভবেজ্জনঃ ॥

সর্বোপনিষৎ ধেনু,
দোহে কৃষ্ণ গীতাপরঃ,
অজ্ঞান সারথি হরে
গীতামৃত দিল্লী-কৃষ্ণ,
সংসার-সাগর ঘোর
গীতানোকা আরোহিত্রা
ভুক্তিসনে মুক্তি মিশি
গড়িয়াছে অষ্টোদশ
ক্রমে ক্রমে আরোহিলে
শ্রেয় ভক্তি কাণ্ডে ক্রমে
গীতা সৰ্ব্ব জ্ঞানদাতা
সুপবিত্র মন্ত্রময়ী,
একমাত্র গীতা যদি
পুরাণ বেদাদি শাস্ত্র

বৎস তার ধনঞ্জয়,
পান করে সুধীচর ।
ত্রিলোকের উপকারে
নমস্কার করি তাঁরে ।
ভরিবারে ইচ্ছা যার,
সুখে সে যাইবে পার ।
ভরে ভ'রে একাকার,
অপূৰ্ণ সোপান তার ।
অষ্টোদশ সে সোপান
ভুক্ত হয় মন প্রাণ ।
গীতা সৰ্ব্ব শাস্ত্রসার
গীতা তুল্য নাই আর ।
পাঠ করে ভক্তি-ভরে
সমস্ত সে পাঠ করে ।

শ্রীভগবান্‌ কহিলেন ।

গীতাট আমার সার
অত্যাশ্রয় অনন্ত জ্ঞান
গীতা-জ্ঞান সমাপ্তরে
জানার আশ্রয়ে গীতা
গীতার্ণব এক পাদ
স্মরিয়া যে ত্যজে দেহ
গীতার্থ বা গীতাপাঠ
মহাপাপী যদি হয়

গীতাই মম জনন,
গীতা মম, ধনঞ্জয় !
পালি আমি ত্রিভুবন,
গীতা মম নিকেতন ।
শ্লোক বা একাধ্যায়
সে পরম পদ পার ।
অস্তিম্বে শ্রবণ করে
সেও মুক্তি লাভ করে ।

প্রথম পরিশিষ্ট ।

ব্রহ্ম ঈশ্বর জীব জগৎ ।

ব্রহ্ম ঈশ্বর জীব ও জগৎ-সম্বন্ধে নানা কথা ভগবান্ সপ্তম হইতে পঞ্চদশ অধ্যায়ে বলিয়াছেন । নানা স্থানের সেই কথা একত্রিত করিয়া এবং প্রতিমন্ত্রে ঐ সকল বিষয়সম্বন্ধে বাহ্য উপনিষ্ট হইয়াছে, তাহার সচিৎ মিলাইয়া, ঐ সকল তত্ত্ব একটু বিশদভাবে বৃষ্টিতে চেষ্টা করিব ।

শ্রুতি বলিতেছেন ।—

১ । ব্রহ্ম বা ইদম্ অগ্র আসীৎ—বৃহদারণ্যক ১।৪।১০

২ । আত্মা বা ইদম্ এক এবাগ্র আসীৎ । নাত্ত্বং কিঞ্চন্ অমিষং স ঈকুত লোকান্ শূ সৃজা ইতি ।

৩ । স ইমান্ লোকান্ অসৃজত । অস্তোমরীচীর্ময়ম্ আপঃ ।—ঐত্তরেয় ১।১—২ ।

৪ । সদেব সৌম ইদম্ অগ্র আসীদ্ একমেবাদ্বিতীয়ম্ ।

৫ । তদ্ ঐকুত বহু স্তাং প্রজায়ের ইতি ।—ছান্দোগ্য ৬।২।১—৩ ।

৬ । আত্মা এব ইদম্ অগ্র আসীৎ পুরুষবিধঃ । সো হুশুবৌকা নাত্ত আত্মনো ঽপশ্রুৎ । * * * স বৈ নৈব রেমে । স দ্বিতীয়ম্ ঐচ্ছৎ । স এতাবান্ আস বথা জৌপুমাংসৌ সম্পরিষাক্তৌ । স ইমম্ এব আত্মানং বেধা পাতয়ৎ । ততঃ পতিচ্চ পত্নী চ অভাবতাম্ । * * * তাং সমভবৎ ততঃ মনুষ্যা অজায়ন্ত ইত্যাদি ।—বৃহদারণ্যক ১।৪।১—৩ ।

৭ । সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্ম । * * * সো হকাময়ত বহু স্ত প্রজায়ের ইতি । স তপো হতপ্যত । স তপ তপ্তা ইদং সৰ্বম্ অসৃজ যদিদং কিঞ্চ । তৎসৃষ্টা তদেবাহুগ্রাবিশং ।

তদহুগ্রাবিশ্ত সচ্চ ত্যচ্চ অভবৎ । নিকৃকৃকৃ অনিকৃকৃকৃ । নিলয় অনিলয়কৃ । বিজ্ঞানকৃ অবিজ্ঞানকৃ । সত্যকৃ অনৃতকৃ । সত্যমভবৎ যদিঃ

অসখা ইদম্ অগ্র আসীৎ । ততো বৈ সন্ অজায়ত । তন্ আশ্বানং বরম্
অকুৰত । তস্মাৎ তৎ স্কৃতম্ উচ্যতে ইতি । যন্ বৈ তৎ স্কৃতম্ রসো
বৈ সঃ । রসং হেবায়ং লক্শ্য । আনন্দো ভবতি ।—তৈত্তিরীয়, দ্বিতীয়া ব্রহ্মী ।

১ । এই জগৎ প্রথমে ব্রহ্ম ছিল ।

২ । এই জগৎ প্রথমে এক আত্মাই ছিল । আর কিছুই স্মরণ ছিল
না । তিনি চৈক্য (মনন) করিলেন, লোক সকল সৃষ্টি করিব কি ?

৩ । (পরে) তিনি লোক সকল সৃষ্টি করিলেন । বর্গ, অন্তরীক্ষ,
পৃথিবী এবং অধোলোক সকল ।

৪ । চে সৌম্য (শ্বেতকেতু), এই জগৎ অগ্রে এক অদ্বিতীয় সং-
স্করণেই ছিল ।

৫ । তিনি চৈক্য করিলেন, আমি প্রজাসৃষ্টির নিমিত্ত বহু হইব ।

৬ । এই বিশ্ব সৃষ্টির পূর্বে পুরুষরূপী আত্মাই ছিল । সেই আত্মা
চৈক্য করিয়া আপনাকে বাতীত আর কিছুই দেখিলেন না । * * * একাকী
থাকিয়া তিনি আনন্দ পাইলেন না । তিনি দ্বিতীয় ইচ্ছা করিলেন ।
এতাবধিকাল তিনি মিলিত স্ত্রী-পুরুষরূপে ছিলেন । এখন তিনি আপনা-
কেই দুই ভাগে ভাগ করিলেন । তাহাতে পতি ও পত্নী হইল । * * * সেই
স্রোতে তিনি উপগত হইলেন । তাহাতে মনুষ্য হইল ইত্যাদি ।

৭ । ব্রহ্ম সত্যরূপ, জ্ঞানরূপ এবং অনন্ত । * * * তিনি কামনা
করিলেন, আমি বহু হইব । প্রজারূপে আমার প্রকাশ হউক । তিনি
তপতা অর্থাৎ ধ্যান করিলেন । ধ্যান করিয়া এই সমস্ত বাণী কিছু আছে,
তাঁহা সৃষ্টি করিলেন । সৃষ্টি করিয়া সেই সমুদায়ে অল্পপ্রবিষ্ট হইলেন ।

অল্পপ্রবিষ্ট হইয়া তিনি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ও সূক্ষ্ম অসূক্ষ্মরূপে প্রকাশিত হইলেন,
ব্যক্ত এবং অব্যক্তরূপ হইলেন, দেহাদি আশ্রয়-বিশিষ্ট ও তদতীত হইলেন,
বিজ্ঞান এবং অবিজ্ঞান হইলেন, সত্য এবং মিথ্যা হইলেন । সেই সত্যরূপ
দৃশ্যমান এই সমস্ত হইলেন ; এই জন্ত তিনি সত্য বলিয়া অভিহিত ।

এই জগৎ প্রথমে অসৎ (অপ্রকাশিত, অ-জগৎরূপে) ছিল । সেই অসৎ হইতে এই সৎ (দৃশ্যমান) জগৎ প্রকাশিত । সেই অসৎ আপনিই আপনাকে পুরুষরূপে প্রকাশিত করিয়াছিলেন ; তজ্জন্ত ইহাকে স্বয়ং-কৃত বলা হয় । যিনি আপনাকে আপনি প্রকাশিত করিয়াছিলেন, তিনি রসস্বরূপ । জীব সেই রসস্বরূপকে পাইয়াই আনন্দী হয় ।

এক্ষণে এই সকল প্রতিবাক্যের মর্থ বুঝিতে হইবে ।

১ । জগৎ প্রকাশিত হইবার পূর্বে একমাত্র ব্রহ্মই ছিলেন । কোন প্রকার স্পন্দন বা ক্রিয়া তখন ছিল না । নাশ্চৎ কিঞ্চন্ অমিষৎ । ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ কিছুই স্মরণ ছিল না । ইহা প্রথম অবস্থা ; ইহা ব্রহ্মের আদি স্বরূপাবস্থা । এই অবস্থায় জগৎ যে একেবারে ছিল না, তাহা নহে । ইদং—জগৎ, ব্রহ্ম আসীৎ—ব্রহ্মরূপে বর্তমান ছিল । কিন্তু তখন নামরূপ বিশেষে জগতের প্রকাশ নাই । কিছুই স্মরণ নাই । সেই ভাবে কোন ক্রিয়া নাই ; থাকা সম্ভবও নয় । সর্বকালে প্রকাশিত সমস্ত ভাবই ব্রহ্মের এই স্বরূপে নিত্য প্রতিষ্ঠিত । তখন জীব জগৎ নাই ; কেহ দ্রষ্টা বা জ্ঞাতা নাই, কিছু দৃশ্য বা জ্ঞেয় নাই ; তখন কে, কি দিয়া, কাহাকে দেখিবে ? তখন তিনি একান্ত অট্টেত । তিনি কেবল আছেন, সৎ এবং তিনি রস, আনন্দস্বরূপ । তদতিরিক্ত কিছু নাই । ইহা ব্যতীত সেই অবস্থা-সম্বন্ধে আর কিছু বলা যায় না । কোন বিশেষণ দ্বারা তাহা বুঝান যায় না । তজ্জন্ত সেই ভাব নির্কিশেষ, নিগুণ । প্রতি,—অশকম্, অস্পর্শম্, অরূপম, অব্যয়ম্ ইত্যাদি বাক্য, তিনি ইহা নয়, ইহা নয় বলিয়া, তাঁহার সেই ধারণাতীত স্বরূপের আভাস দিয়াছেন । তখন দ্বিতীয় কিছু নাই, গুণ গুণী কিছু নাই । ব্রহ্মের সেই অবিচলিত সবার সহিত এক রস হইয়া জগৎ তখন অতিরূপে বর্তমান । গীতা এই অট্টেত অবস্থাকে “অকরং ব্রহ্ম পরমম্” (৮।৩) এবং “অনাদিমং পরম্ ব্রহ্ম” (১৩।১২) বলিয়াছেন ।

২ । তারপর ব্রহ্মের ঈকগণ্যতাবিশিষ্ট অবস্থা । তিনি ঈকগণ (মনন)

করিলেন, লোক সকল সৃষ্টি করিব কি ? ইহা সৃষ্টির বীজাবস্থা। প্রথম অবস্থা একবারে ধারণাভীত ; কিন্তু এই অবস্থায় তিনি স্নেহশক্তিযুক্ত। এই ভাবে তাঁহার কণকিৎ ধারণা হয়। তিনি মনন করিলেন ; অতএব তিনি চৈতন্য-ময় এবং ইচ্ছা করিলে তিনি সৃষ্টি করিতে পারেন, তাহা করিবার সম্যক্ জ্ঞান ও শক্তি তাঁহার আছে ; তিনি সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান। এখানে বুঝা যায়, যে পূর্বেই মনন বা ইচ্ছাশক্তি ও সৃষ্টিশক্তি ব্রহ্মের স্বরূপান্তর্গত।

৩। মননের পর, তিনি সৃষ্টির নিমিত্ত কৃতসঙ্কল্প হইলেন, জগৎ প্রকাশের জন্য “আমি বহু হইব।” জগৎ সৃষ্টির যে শক্তি ব্রহ্মে আছে বলিয়া পূর্বে আভাস পাঠিয়াছি, সে শক্তির দ্বারা তিনি আপনি বহু হইয়া, বহু লোক প্রকাশিত করিতে পারেন, তাহা তাঁহারই প্রকাশোন্মুখ অবস্থা।

জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-সম্পাদিকা ঐ যে শক্তি ব্রহ্মে আছে, তাহা তাঁহার স্বরূপশক্তি। তাহা ব্রহ্মের ঐশী শক্তি ; তাহার নাম যারা। ঐশক্তি বলেই তিনি জগৎ সৃষ্টি করেন। ঐ শক্তিসম্পন্ন হওয়াতেই তাঁহার নাম ঈশ্বর—পরমেশ্বর। তিনি শক্তিমান ঈশ্বর, যারা তাঁহার শক্তি। দৈবী হেঁরা গুণময়ী মম যারা চরিতারা—গীতা ৭:১৪।

এই দ্বিতীয় এবং তৃতীয় অবস্থাতেও ব্যক্ত জগৎ নাই। পরম ব্রহ্ম এখনও নামরূপযুক্ত জগৎ প্রকাশিত করিয়া, তাঁহার সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-কর্তা ঈশ্বর হয়েন নাট। এখনও তিনি অন্ধর—সর্ব বিকার-বর্জিত, অর্যাক্ত তর, “পুরুষবিধ আত্মা যাত্ৰ”। এখনও জগৎ তাঁহারই স্বরূপান্তর্গত। এখন তিনি কেবল যেন লীলাবশতঃ স্বীয় অবিকারী, সর্ব-ভেদবর্জিত স্বরূপ আবরণপূর্বক শক্তিমান, সঙ্গত হইয়া, আপনারই স্বরূপ হইতে বহুতর জগৎ প্রকাশ করিতে উন্মুগ্ন হইয়াছেন। এই শক্তি বা গুণবিশিষ্ট অদ্বৈত অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিয়া, তাঁহাকে বিশিষ্টাটীত্বত বলা হয়। গীতা ৮:২০-২২ শ্লোকে এই অবস্থাকে অব্যক্ত প্রকৃতিরও পূর্ববর্তী, প্রকৃতি হইতেও শ্রেষ্ঠ, অব্যক্ত অন্ধর তাবরূপে নির্দেশপূর্বক, তাহাকে পরমে-

স্বরেরও পরম ধাম অর্থাৎ ঈশ্বরতাবেরও পূর্ববর্তী ভাব, জীবের পরমা গতিস্বরূপ, পরম পুরুষ বলিয়াছেন, ১২।৩ শ্লোকে অব্যক্ত, সর্বত্রগ, অচিন্ত্য, কূটস্থ, অচল, ধ্রুব অক্ষর তত্ত্ব বলিয়াছেন, এবং ১৫।৪ শ্লোকে আত্ম পুরুষ বলিয়াছেন ।

৪। তারপর চতুর্থ অবস্থায় পরমেশ্বর ভাব এবং তদাশ্রিতা ঐশী শক্তি হইতে জগতের বিকাশ । জগতের অশ্রু উপাদান নাই । ভগবান্ সৎ স্বরূপ বা সত্যস্বরূপ । তিনিই জগতের “প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজম্ অব্যয়ম্।”—গীতা ৯।১৮ । যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি; যৎ প্রযন্তি, অভিসংবিপন্তি, তৎ বিজিগ্ধাসম্ । তৎ ব্রহ্মেতি । যাহা হইতে এই ভূতগ্রাম সৃষ্ট হইয়াছে, যাহার আশ্রয়ে জাত জীবগণ জীবিত আছে, যাহাতে তাহারা প্রতাগত হয় এবং লীন হয়, তাঁহাকে সবিশেষ জানিতে ইচ্ছা কর; তিনি ব্রহ্ম।—তৈত্তিরীয়। ৩।১ ।

ব্রহ্মের সগুণ অবস্থার প্রথম স্তরে, আপনিই বহু হইয়া পৃথক্ পৃথক্ ভাবে সেই বহু ভাবকে দর্শন করিবার জন্য উন্মুখ দৃকশক্তি তাঁহাতে প্রকাশিত হয় । এই দৃকশক্তিই জীবশক্তি, তাঁহার জীবাশ্মারূপ বিভূতি (১০।২০), দৃশ্যস্থানীয় জগতের দ্রষ্টা “পুরুষ” । দৃশ্য জগৎ তখনও প্রকাশিত হয় নাই । কিন্তু তাহা অব্যক্ত অপ্রকাশিত শক্তিরূপে তাঁহাতেই আছে । স হ এতাবান্ আস যথা স্ত্রী-পুমাংসৌ সম্পরিষক্তৌ ইত্যাদি । সেই অব্যক্তা শক্তিকে তিনি উপাদান স্বরূপ লইয়া জগৎ রচনা করেন । এই অব্যক্তা দৃশ্যস্থানীয়া শক্তিই “প্রকৃতি”, পূর্বোক্ত দ্রষ্টা পুরুষের দৃশ্যস্থানীয় জগতের মূল উপাদান, সর্বভূতের যোনি, মহদ্ ব্রহ্ম (গীতা ১৪।৩) । দ্বিতীয় স্তরে, অব্যক্ত অক্ষর-ব্রহ্মতত্ত্ব সর্বশক্তিমান্ লীলাময় ঈশ্বর হন । পূর্বোক্ত অব্যক্ত প্রকৃতি-রূপা দৃশ্যশক্তিকে নিজ সত্তা হইতে প্রকাশিত করিয়া পুরুষরূপা দৃকশক্তিকে তাহার সহিত মিলিত করেন । মহদ্ ব্রহ্মরূপা যোনিতে গর্ভ নিবেশ করেন, তাহা হইতে সর্বভূতের উৎপত্তি হয় (গীতা ১৪।৩) ।

এইরূপে পরব্রহ্ম সর্বশক্তিমান ঈশ্বর হইয়া আপনাই শক্তিব্রূপা প্রকৃতিতে অধিষ্ঠানপূর্বক অধ্যাক্ষতা করিয়া প্রকৃতির দ্বারা দৃশ্যমানের জগৎ রচনা করান (৯।১০) । তাহা রচনা করাইয়া আপনিই অংশতঃ দৃশ্যশক্তি-রূপে, দ্রষ্টা পুরুষ বা জীবাশ্মারূপে তাহার প্রতি অংশে অনুপ্রবিষ্ট হন । তৎ সৃষ্টা তদেবানুপ্রাविषৎ ;—তৈত্তিরীয় ৩।৬ । গীতার ভাষায়, প্রকৃতিস্থ হন । প্রকৃতিস্থ হইয়া তাহার প্রত্যেক অংশ পৃথক পৃথক ভাবে দর্শন ভোগ করেন । পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো চি ভুঙ্তে প্রকৃতিজান্ ভগান্ (১৩।২১) । এইরূপে স্বরূপতঃ অবিতস্ত হইয়াও অনন্ত অংশে বিস্তৃত্যে প্রসার হন (১৩।১৬) পরম অদ্বৈত তত্ত্ব বৈতের প্রায় হয় । ভগবানেরই সনাতন অংশ (১৫।৭) জীবাশ্মারূপে প্রত্যেক জীবদেহে অনুপ্রবিষ্ট হয় । সেই সংযোগের ফলে অচেতন জগতে চেতনার সঞ্চার হয় । অচেতন জীবশরীর সকল যেন চেতনামুক্ত হয়, সে সকলে জীবতাবের বিকাশ হয়—বহু জীবের সৃষ্টি হয় ; ৭।৫ টীকা দেখ । এই অবস্থার উপরই দ্বৈতবাদদের প্রতিষ্ঠা ।

জীব ও জগৎ উভয়েই ঈশ্বরাত্মক । যে শক্তির দ্বারা ব্রহ্ম, ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান, সর্বকালের সর্বভাব এক সঙ্গে নিত্য দর্শন করেন, তাহা তাঁহার ঈশ্বর ভাব—সর্বক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ ভাব । আর যে শক্তি দ্বারা তিনি সে সকলকে পৃথক পৃথক, পর পর দর্শন করেন, তাহা তাঁহার দৃশ্যশক্তি বা জীবশক্তি ভাব, প্রতি ক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ ভাব । এই জীবশক্তিতাবেই তিনি প্রকৃতিজাত ভোগ্য জগতের ভিন্ন ভিন্ন অংশ, ভিন্ন ভিন্ন ভাবে অনুপ্রবেশ পূর্বক, ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রত্যেককে ভোগ করেন । তিনিই স্রষ্টা, অস্ত্র স্রষ্টা নাই (১৩।১০) । এইরূপে দেহের সহিত সংযুক্ত হইতেই, তাঁহারই সনাতন অংশ (১৫।৭) দেহরূপ উপাধি দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হইয়া, জীবাশ্মারূপে (সাংখ্যের ভাষায় পুরুষরূপে) বহু হয় ; বিদু আশ্মা অণু হয় । “উপাধিতেদে অপ্যেক্ষন্ত নানাযোগ আকাশস্তেব ঘটাদিভিঃ” ।—সাংখ্যসূত্র (১।১৫০) ।

এইরূপে জগৎ ব্রহ্ম-স্বায়ং সত্যবান্—সত্য বস্তু, অলৌক বা মারা (কুহক)

মাত্র নহে । এই জগৎরূপে যাঁহা কিছু প্রত্যক্ষ কর, বোধ কর, চিন্তা কর, সে সকলই সত্য—সত্যস্বরূপ ব্রহ্ম । তৎ সত্যম্ অতএব যদিদং কিঞ্চ । তবে ব্রহ্ম হইতে প্রকাশিত জগৎকে ব্রহ্ম হইতে অতিরিক্ত, ব্রহ্ম হইতে পৃথকরূপে অস্তিত্বশীল মনে করাই মিথ্যা । ঋতি বলেন, “বাচ্যব্রহ্মণ বিকারো নামধেয়ঃ সৃষ্টিকৈতব্যেব সত্যম্”—সৃষ্টিকা, ইহাই সত্য; বিকার অর্থাৎ ঘট শরাবাদি সৃষ্টয় পদার্থ সকল, কেবল বাক্যারক্ক নাম মাত্র;—ছান্দোগ্য ৬.১।৪। অর্থাৎ সৃষ্টিকা হইতে অতিরিক্ত, সৃষ্টিকা হইতে পৃথক্, ঘট প্রভৃতির অস্তিত্ব যেমন মিথ্যা, ব্রহ্ম হইতে অতিরিক্ত, ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ জগতের অস্তিত্বও তেমনি মিথ্যা । শাস্ত্রে কখন কখন “জগৎ মিথ্যা” বলিয়া যে উক্তি দৃষ্ট হয়, তাহার মর্ম্ম এইরূপ । মার্যাবাদী বৈদাস্তিকের যে প্রসিদ্ধ দৃষ্টান্ত, রজ্জুতে সর্পভ্রান্তির ভ্রায় জগৎ মিথ্যা, তদ্বারাও জগতের অলৌকিক স্থাপিত হয় না । যেমন অন্ধকারে রজ্জুকে সর্প বলিয়া ভ্রম হইলে আলোকে সে ভ্রম দূর হইয়া, রজ্জুকে রজ্জু বলিয়া জানা যায়, তদ্রূপ অজানা-বস্থায় জগৎকে ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া যে জ্ঞান হয়, জ্ঞানোদয়ে সে ভ্রম-জ্ঞান দূর হয় ; জগৎকে ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া জানা যায় । গীতা ৭।৫—১২ শ্লোকে জগতের এই ব্রহ্মস্বরূপতা বলিয়াছেন । অধিকন্তু যাঁহারা জগৎকে অসত্য বলে, তাহাদিগকে আশ্রয় ভাবাপন্ন বলিয়াছেন (১৬।৮ দেখ) ।

জগৎ ব্রহ্মের ঐশী শক্তির পরিণাম বা রূপান্তর ; অতএব জগৎ শক্তি-স্বরূপ বা গুণস্বরূপ । গুণ বলিলে কাহারও শক্তি বুঝায় ; কাহাকেও আশ্রয় না করিয়া কোন গুণ বা শক্তি থাকিতে পারে না । পরম ব্রহ্মই সগুণভাবে সেই গুণী বা শক্তিমান্ । জগৎ গুণময়, পরমেশ্বর গুণী ; জগৎ শক্তিস্বরূপ, পরমেশ্বর শক্তিমান্ ; পরমেশ্বর সেই গুণ বা শক্তির আশ্রয় ।

কিন্তু ইহাতে এমন বুঝায় না যে, ব্রহ্মের ঐশী শক্তি বিস্বরূপেই কুরাইয়া গেল । গুণী বস্তুর সহ্য গুণের দ্বারা পর্য্যাপ্ত নহে । যে গুণী, সে সেই গুণ

ছাড়াও অধিক । শুণকে অতিক্রম করিয়া শুণী বস্তুর সত্ত্বা বিদ্যমান থাকে ; সুতরাং ব্রহ্মও শুণময় জগতের সৃজন পালনাদি করিয়াও সেই শুণ হইতে অতীত আছেন । তদ্ অন্তরন্ত সৰ্ব্বন্ত তদ্ উ সৰ্ব্বতাত্ত বাহ্যতঃ ।—ঈশ ৫ ।

গীতার ভগবান্ বলিয়াছেন,—সাত্বিকাদি সমস্ত জাগতিক ভাব আমা হইতে ; কিন্তু আমি সে সকলে পাকি না (৭।১২) ; সৰ্ব্বভূত আমাতে অবস্থিত, কিন্তু আমি সে সকল নহি (৯।৪) ; অর্থাৎ আমি সে সকলের অতীত । অতএব তিনি শুণী হইয়াও শুণাতীত, সত্ত্ব হইয়াও নিঃস্ব ।

আবার ১৫।১৬—১৮ শ্লোকে বলিয়াছেন—সৰ্ব্বভূত এবং তদন্তরন্ত যে কূটস্থ জীবাশ্মা, আমি তদন্তর হইতে ভিন্ন; আমি সে সমুদায়ের অন্তর্যামী—নিরস্তা, সৈম্বর । অর্থাৎ চতুর্বিংশ পৰ্ব্বসম্বন্ধিতা প্রকৃতি-সমুৎপন্ন জগৎ এবং সেই জগতের স্রষ্টা বা তৈক্তা পঞ্চবিংশক পুরুষ—ভগবান্ সেই দুইয়েরই অতীত এবং দুইয়েরই স্রষ্টা—নিরস্তা, সড়্‌বিংশ তদ্ব । উত্তর হইতেই তিনি শ্রেষ্ঠ, উত্তম পুরুষ ।

পুনশ্চ, এক একট বস্তু হইয়া জীব ও জগৎ হইলেন ইত্যাদি এমন বুঝিতে চেষ্টা না, যে তিনি, চণ্ডের বিকার দমির জায়, বিকার প্রাপ্ত হইয়া জীব ও জগৎ হইলেন ; জীব ও জগৎরূপে তিনি চারাটয়া গেলেন । পরন্তু তিনি স্রষ্টা ঐশী শক্তি হইতে জগৎ সৃষ্টি করিয়া স্বয়ং অবিকৃত পাকিয়াই, কূটস্থ অক্ষর পুরুষ ভাবনই, তাতাতে অনুপ্রবেশ করেন । তৎ স্রষ্টা তদেবাত্ম-প্রাবিশৎ । তবে যেমন সূর্যালোক সৰ্ব্বত্র ও সৰ্ব্বদা সমানবর্ণ হইলেও, রঞ্জিত কাচের ভিতর রঞ্জিত দেখায়, তদ্রূপ নিম্নলিখিত ব্রহ্মও দৃক্‌শক্তিরূপে জগতে অনুপ্রবিষ্ট অবস্থায়, দেহরূপ রঞ্জিত কাচের ভিতর, দৈহিক সূক্ষ্ণঃখ-ভোগ-স্বরূপ রঞ্জিত ভাবে রঞ্জিত জীবাশ্মারূপে (জীবতাববৃদ্ধ আশ্মারূপে) প্রকাশ পায় । আবার প্রস্তরাদি যেমন পৃথিবীরই বিকার, সুতরাং পৃথিবী হইতে অস্তিত্ব, তথাপি স্বীয় বিকৃতরূপে পৃথিবী হইতে ভিন্ন ; তদ্রূপ জীবাশ্মাও বস্তুতঃ ব্রহ্ম হইতে অস্তিত্ব অক্ষর হইলেও, জীবদেহ-সম্বন্ধ-বশতঃ জীবতাব-

বিশিষ্ট অবস্থায়, ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন এবং ক্ষর । এই ভাবের উপরই ভেদাভেদবাদ বা দ্বৈতাদ্বৈতবাদেবাদের প্রতিষ্ঠা ।

আবার জীব ও জগৎ প্রকাশিত করিয়া ব্রহ্ম যে, সে সকল হইতে সম্পূর্ণ পৃথক আছেন, তাহাও নহে । জগৎ শক্তিস্বরূপ । শক্তি কোথাও শক্তিমানকে ছাড়িয়া থাকে না । অতএব ব্রহ্ম সর্বগত, (সর্বব্যাপী) ও সর্বনিয়ন্তা ; এবং এই সর্বগতত্ব ও সর্বনিয়ন্তৃত্ব তাহার স্বরূপগত শক্তি । এই শক্তির জগুই তিনি সর্বশক্তিমান ঈশ্বর ।

জগৎ যে গুণময় এবং পরমেশ্বর যে সর্ব গুণের আশ্রয়, একটু সূক্ষ্মভাবে চিন্তা করিলে তাহা বুঝা যায় । জগতে আমরা যাহা কিছু জ্ঞাত হই, তাহা কেবল কোন না কোন গুণ । কোন পদার্থকেই স্বরূপতঃ জানি না । যাহা জানি, তাহা কেবল তাহার গুণ,—হয় তাহার রূপ (আকৃতি, বর্ণ) অথবা রস (স্বাদ) অথবা গন্ধ অথবা স্পর্শ (কাঠিন্য নৈত্যাদি) অথবা শব্দ । এই রূপ রস গন্ধ স্পর্শ ও শব্দ ছাড়া আমাদের জ্ঞানে আর কিছু আসে না ।—আমি একটা মৃৎপিণ্ড দেখিতেছি । এ হলে আমি দেখিতেছি তাহার রূপ—আকৃতি এবং বর্ণ । আবার যদি সেই মৃৎপিণ্ড কোনরূপে সূক্ষ্ম চূর্ণে পরিণত হয়, তবে তাহাকে আর মৃৎপিণ্ড না বলিয়া ধূলিরাশি বলি ; অর্থাৎ রূপের পরিবর্তনের সঙ্গে নামের পরিবর্তন হয় । আবার যুতিকারাদি হইতে ঘট শরাবাদি বহু বস্তু প্রস্তুত করা যায় । এখানেও রূপের পরিবর্তনের সঙ্গে নামের পরিবর্তন । অর্থাৎ মূল বস্তু যাহা, তাহা ঠিক থাকিলেও, রূপের পরিবর্তনের সঙ্গে আমরা তাহাকে ভিন্ন ভাবে দেখি এবং ভিন্ন পদার্থরূপে অবধারণ করিয়া বিভিন্ন নামে অভিহিত করি । অন্ত্যান্ত গুণ সম্বন্ধেও এই নিয়ম । কিন্তু ইহা ঠিক বুঝা যায় যে, সেই গুণ সকল কোন বস্তু নহে ; যাহা বস্তু, তাহা সেই সকল পরিবর্তনশীল নামরূপের অতীত ও তাহাদের আশ্রয়স্বরূপ অপরিবর্তনশীল ভাবে আছে । সমস্ত ভেদ কেবল নামরূপের—মূল বস্তুর নহে । সেই অপরিবর্তনশীল বস্তু যাহাকে আশ্রয় করিয়া নাম-

রূপের বিকাশ, তাহা যে কি, তাহা আমরা বুঝি না । কিন্তু বুঝি বা না বুঝি, এমন বস্তু যে আছে, তাহা নিশ্চিত । শ্রুতি এবং গীতা বলেন, সেই পরম আশ্রয় বস্তুই ব্রহ্ম । যঃ স সর্কেষু কৃতেষু নশ্রুৎসু ন বিনশ্রুতি (৮।২০) । 'তাচ্ছাই সত্য, তাচ্ছাই অমৃত' । ২।১৬, ২।১৭, ১৩।২৭ শ্লোকের ইহাই মন্ত্র । তিনিই "সর্কেন্দ্রিয়গুণাতামস্" (১২।১৮) । সমস্ত নামরূপ ব্রহ্মের গুণ । অনেন জীবেন আত্মনা অল্পপ্রবিশ্ত নামরূপে ব্যাকরোং । স্ব-স্বরূপে জীবাত্মা-রূপে (সৃষ্ট পদার্থে) অল্পপ্রবিশ্তে কইরা জগতে নানারূপ প্রকাশিত করিলেন চাক্ষোগ্য ৬।৪।৩ । নামরূপ—বাহ্যবৃত্ত, Phenomena.

এখন সিদ্ধান্ত এই । প্রথম, ব্রহ্মের সম্পূর্ণ নিজস্ব ভাব । ইহা নিশ্চয় অট্টদ্রুত অক্ষর ভাব বা একান্ত অবৈত ভাব । দ্বিতীয়, জগতের বীজ ভাব । তৃতীয় জগতের একাংশোন্মুগ ভাব । দ্বিতীয় তৃতীয় চাই ভাবই, সত্ত্ব অট্টদ্রুত অক্ষর ভাব, বা বিশিষ্টাট্টদ্রুত ভাব । চতুর্থ, ঈশ্বর ভাব এবং তাহা কইতে প্রকাশিত জীব ও জগৎ ভাব । ঠিক টেদ্রুতভাব । এই চারি ভাবই ব্রহ্ম বর্তমান । তিনি অট্টদ্রুত কইরাও বৈত তব । জীবজ্ঞানে এই চারি ভাব পর পর দেখায় ; কিন্তু সকল ভাবই ব্রহ্মের নিত্য স্বরূপ । যদি তিহা না কইত, তবে প্রথম কইতে দ্বিতীয়, তৃতীয় বা চতুর্থ অবস্থা আশ্রিত কারণ স্বরূপ অল্প বস্তু আছে, বলিতে হয় । কিন্তু ব্রহ্ম তির অল্প বস্তু নাই ; স্তত্রাং ঠিক চারি ভাবই ব্রহ্মের নিত্য স্বরূপ । ব্রহ্ম, ঈশ্বর, জীব ও জগৎ—চারিই নিত্য এবং পরব্রহ্ম ঐ চারি ভাবে পূর্ণ ।

উদগীতমেতৎ পরমমহ ব্রহ্ম ।

তদ্বিংস্বরং স্রুপ্রতিষ্ঠাকরক ॥—বেতাবতর ১।৭

অর্থাৎ এই ব্রহ্মই সকল শ্রুতিতে গীত কইরাছেন । তিনি সকলের সার । তাঁহাতে ঈশ্বর, জীব ও জগৎ এই তিন সম্যক প্রতিষ্ঠিত আছে । আবার তিনি (এই তিনের আধিষ্ঠান-স্থান কইরাও) অক্ষর (অবিকারী) । ১৩ অধ্যায় ১২—১৭ শ্লোক এখানে স্রষ্টব্য । আর তিনি সত্যস্বরূপ, জ্ঞান-স্বরূপ এবং রসস্বরূপ—সং-চিৎ-আনন্দময় ।

দ্বিতীয় পরিশিষ্ট ।

ভগবদ্ব্যপদিষ্ট সাধনতত্ত্ব—যোগ ।

যোগ কাহাকে বলে । যোগ বলিলে সাধারণে পাতঞ্জল দর্শনোপদিষ্ট ধ্যানযোগ, গৃহত্যাগী সন্ন্যাসিগণ যাহার অনুষ্ঠান করেন, তাহাই বুঝায় । কিন্তু গীতার যোগের মর্ম ঠিক তাহা নহে । যোগ শব্দ বহুবচনবাচী । গীতার প্রত্যেক অধ্যায় যোগশব্দ-সংযুক্ত । বহু শ্লোকেই যোগ ও যোগী শব্দ আছে । অতএব যোগ ও যোগীর মর্ম অগ্রে বৃষ্টিতে হয় ; আর তাহা বৃষ্টিতে তবে গীতাধর্মের মূল সূত্র পাওয়া যায় ।

মানব-প্রকৃতি পর্যালোচনাপূর্বক পণ্ডিতগণ মনুষ্য সকলকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করেন, যথা বদ্ধ, মুমুকু ও মুক্ত । (১) ইন্দ্রিয়লভা সুখ দুঃখ এবং পার্থিব সম্পদাদি যাহার সর্বস্ব, দেহাদিকেই যিনি “আমি” ও “আমার” বলিয়া জানেন, তিনি “বদ্ধ” । (২) জন্ম, জরা, মৃত্যু, সুখ, দুঃখাদি পর্যালোচনাপূর্বক যাহার বিষয়সুখের প্রতি আস্থা নষ্ট হইয়াছে, সংসারের বিবিধ ক্লেশ হইতে চিরদিনের জন্য মুক্ত হইবার একান্ত ইচ্ছা যাহার হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়াছে এবং তদনুরূপ কার্যে যিনি সন্তত যত্নবান, তিনি “মুমুকু” । আর যিনি ঈশ্বরকে সর্বপ্রভু সর্বকর্তা জানিয়া তাঁহারই প্রীতিকামনার ভক্তিপূর্বক দাস্যাদিভাবে কর্ম করেন, তিনিও মুমুকু এবং ভক্তনামে পরিচিত । (৩) আর সাধনাবলে যাহার অজ্ঞান বিদূরিত হইয়াছে, তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া ঈশ্বর, জীব ও জগতের প্রকৃত তত্ত্ব যিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, প্রকৃতি বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়াছেন, তিনি “মুক্ত” ।

বদ্ধ জীবগণ আবার দুই প্রকারের—প্রাকৃত ও কর্মী । যিনি মনোমত সুখসমৃদ্ধিলাভের ইচ্ছুক এবং তাহার জন্য, নিজের বুদ্ধিবিবেচনার বাহা ভাল মনে হয়, তদনুসারেই চলিয়া থাকেন ; জ্ঞানিগণের বা শাস্ত্রের উপদেশের অপেক্ষা করেন না, তিনি প্রাকৃত : আর যিনি ইহপরলোকে সুখসমৃদ্ধিলাভের

ইচ্ছুক বটেন, কিন্তু তৎক্ষণে কেবল নিজের বুদ্ধির উপর নির্ভর না করিয়া, সে বিষয়ে বেদে ও বেদমূলক স্মৃতি প্রকৃতি শাস্ত্রে যেমন উপদেশ আছে, তদনুসারে কার্য করেন, তিনি কৰ্ম্মী । শাস্ত্রে এই বিশেষ অর্থেই কৰ্ম্ম ও কৰ্ম্মী শব্দ ব্যবহৃত ।

শ্রোতৃলোকের ইহপরলোক নাই । গীতার তাহার। অমৃত ও রাক্ষস-ভাবাপন্ন জীবের অন্তর্গত । কন্দিগণ শাস্ত্র-বিধিমত ব্রজ, দান, ত্রতাদির অনুষ্ঠান করিয়া, তৎ তৎ কৰ্ম্মানুরূপ ফল লাভ করেন । অধিকন্তু যজ্ঞোপবীত ধারণা, শাস্ত্রোপদেশমত কৰ্ম্ম করিতে করিতে তাঁহাদের ইন্দ্রিয়সংযমে ক্রমশঃ জন্মে, অহংবৃত্তি দূর হয়, বাসনাধিক্য রাজসিকী বৃত্তিসকল ক্রীণ হয়, সাদিকী বৃত্তিসকল বর্ধিত হয় এবং শ্রুত জ্ঞানের উন্মেষ হইতে থাকে । তখন তাঁহাদের বিষয়-ভোগবাসনা ক্রীণ হয় ও মোক্ষ লাভের আকাঙ্ক্ষা জন্মে—তাঁহারাও মুমুক্শুশ্রেণীভুক্ত হইবেন । শাস্ত্রে যে কাম্য কৰ্ম্মসকলের উপদেশ আছে, তদ্বারা কৰ্ম্মীর হৃদয়ে এইরূপে মুক্তির কামনা জাগরুক করানই তাহার কোশল ।

কাম্য-কৰ্ম্মানুষ্ঠানকারীকে যেমন “কৰ্ম্মী” বলে, পুরুষোক্ত মুমুক্শুকে তেমনি “যোগী” বলে । কন্দিগণের চিত্ত বাহ্য বিষয়ে আকৃষ্ট থাকিয়া বহির্মুখী থাকে । তাঁহারা প্রবৃত্তিমার্গের লোক । আর যাহারা বিষয় স্তম্বে আত্মিক বা সম্যক্ নিম্ভূত হইয়াছেন, তাঁহাদের ইন্দ্রিয় বশীভূত এবং তাঁহারা অগচ্চক পরিচালনার জন্ত বাধ্যতঃ কৰ্ম্মে নিযুক্ত থাকিলেও চিত্তকে সৰ্ব্বদা অন্তর্মুখী রাখিয়া থাকেন, সেই মুমুক্শুগণ নিবৃত্তিমার্গের লোক । এই নিবৃত্তিমার্গের লোক সকলই “যোগী” । কৰ্ম্মী ও যোগীর এই আত্মাত্মিক ভেদ সৰ্ব্বদা মনে রাখিতে হয় । গীতা বলিয়াছেন, অনাস্থিতঃ কৰ্ম্মফলং কার্য্যং কৰ্ম্ম কৰোতি যঃ । স সন্ন্যাসী চ যোগী চ... (৩।১) ।

মনে রাখিতে হইবে যে, চিত্তকে অন্তর্মুখী রাখাই সৰ্ব্বযোগীর সাধারণ ধর্ম্ম । কৰ্ম্মযোগী যখন কৰ্ম্মে প্রবৃত্ত থাকেন, তখনও তাঁহার চিত্ত অন্তর্মুখী

থাকে । বাহ্য বিষয়-সম্বন্ধে কলাকলে ও সুখদুঃখে তাঁহার দৃষ্টি থাকে না । কিন্তু কর্ম্মীর কর্ম্মে আত্মস্থত্বের, ইন্দ্রিয়তর্পণের আকাঙ্ক্ষা থাকে । কর্ম্মী ও যোগী উভয়েই একই প্রকার কর্ম্ম করিতে পারেন, কিন্তু উভয়ের উদ্দেশ্য এক হয় না । যথা পরোপকার সাধনের কথা ধর । ইহার এক উদ্দেশ্য, পরোপকার সাধন-জনিত পুণ্যসঞ্চয় এবং যশ গৌরবাদি প্রাপ্তি । ইহা কর্ম্মীর কর্ম্ম । আর এক উদ্দেশ্য, সর্ব্বভূতের হিতসাধনেই মনুষ্যের মনুষ্যত্ব—এই উন্নত উদার ধর্ম্মবুদ্ধি । ইহা যোগীর কর্ম্ম । এখানে, কর্ম্মীর যে উদ্দেশ্য, তাহা কামগন্ধ-সংযুক্ত, সমল ; আর যোগীর যে উদ্দেশ্য, তাহা কামগন্ধহীন, নিশ্চল । ইহাই উভয়ের প্রভেদ ।

আত্মজ্ঞানলাভের কণিক ইচ্ছা অনেকেরই হইতে পারে । কিন্তু সেই কণিক ইচ্ছা দ্বারা অধিকার নির্ণীত হয় না । এই ইচ্ছা যাহার একান্ত বলবতী, এবং তদনুসারে চিন্তকে অন্তর্দুখী রাখিয়া কর্ম্ম করিতে যিনি সর্ব্বদা যত্নবান্ এবং তাহা অধিগত না হওয়া পর্য্যন্ত যিনি শান্তিলাভকরিতে পারেন না, তিনিই যোগী হইবার অধিকারী ; তিনিই যোগতত্ত্ব জানিতে লোলুপ । সেই স্থায়ী অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়াই গীতার ভগবান্ বলিয়াছেন “জিজ্ঞাসুরপি যোগস্ত শব্দব্রজাতিবর্ত্ততে” (৬.৪৪), আর সেই যোগ যাহার লাভ হইরাছে, তিনি যোগী ; তাঁহার সম্বন্ধেই ভগবানের উপদেশ,—

তপস্বিত্যোহধিকো যোগী জ্ঞানিত্যোহপি মতোহধিকঃ ।

কশ্মিত্যন্তাধিকো যোগীতম্বাদ্ যোগী ভবাজ্জুন ॥ ৬.৪৬

আচরণের প্রকার ভেদে যোগ তিন প্রকার উপদিষ্ট আছে । কর্ম্ম-যোগ, জ্ঞানযোগ ও তত্ত্বযোগ । ক্রমশঃ তাহাদের আলোচনা করিব ।

১ । কর্ম্মযোগ । কর্ম্মযোগের মূল সূত্র ২.৪৮ প্রভৃতি প্রোকে দেখিয়াছি । কাম্য কর্ম্মের যাহা উচ্চতম নোপান, তাহাই “কর্ম্ম” ও “যোগের” সংযোগ-ভূমি । যে কোণে কর্ম্ম করিলে, তদ্বারা সংসার পাশ নষ্ট হয়, ‘কর্ম্মের সেই কোণই যোগ’ (২.৫০) ।

আমরা ইচ্ছা করিলে, শাস্ত্র-বিধিমেতেই কৰ্মে প্রবৃত্ত হইতে পারি, ইহা সত্য ; কিন্তু তথাপি এখানে আরও একটু তথ্য আছে । আমরা বিশেষ যত্ন, চেষ্টা ও সাবধনতার সহিত কোম কৰ্মে প্রবৃত্ত হইলেও, কে বলিতে পারে, যে তাহা নিশ্চয়ই সিদ্ধ হইবে ? কৰ্মে প্রবৃত্ত হইবার অধিকার আমাদের আছে ; কিন্তু তাহার সিদ্ধি—ফল, আমাদের আরও নহে । একটু অতি সামান্য কারণে গুরুত্ব আয়োজন বিফল হইতে পারে এবং হইয়া থাকে । ইহা প্রত্যক্ষ সত্য । অতএব কৰ্মে সিদ্ধির আশা জনমে বহুমূল রাখা হুমমাত্র । আবার সিদ্ধি ও অসিদ্ধি, চাইই যখন অনিশ্চিত, তখন সিদ্ধি-অসিদ্ধির চিন্তার বাকুল হওয়া, অথবা কেবল সিদ্ধির আশা পোষণ করা, বা অসিদ্ধিতে ভীতি হওয়া, মূঢ়তামাত্র । এ কথা বুঝিতে পারিলে আর কৰ্মে আসক্ত থাকিতে পারে না ; কৰ্মের সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে ভগ্ন-নিবান হইতে পারে না । যিনি সুদৃষ্টিমান, এই কথা তিনি বুঝিয়াছেন, যাহার অন্নমাত্রও আত্মসংযমের কষতা আছে তাহার পক্ষে নিম্পৃক্ত নিলিপ্তভাবে কৰ্ম করাই স্বাভাবিক । ভগবান্ স্পষ্টই বলিয়াছেন,—

কৰ্মণোপাধিকারন্তে মা ফলম্ কদাচন । ২ ৪৭

যোগন্তঃ কুরু কৰ্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্তা মনজয় ।

সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যাঃ সমো ভূত্বা সমদ্বং যোগ উচ্যতে ॥ ২ ৪৮

এইভাবে কৰ্ম করাই যোগ, আবার ইহাই সন্ন্যাস ।

অনাশ্রিতঃ কৰ্মফলং কার্য্যং কৰ্ম করোতি যঃ ।

স সন্ন্যাসী চ যোগী চ..... ॥ ৬১

জলে কুনি থাকিতে পারি, এই ভবে জলপান ত্যাগ করা, আর কৰ্ম বন্ধনের কারণ হইতে পারে, এই ভবে কৰ্ম ত্যাগ করা, একই কথা । উভয়েরই পরিণাম আত্মহত্যা । জল নোষনুক্র হইলে, কোণে তাহার নোষ নষ্ট করিতে হয় । সঙ্গ কৰ্ম যদি বন্ধ হই নোষের আকর হয়, তবে কোণে তাহার নোষ নষ্ট করিতে হয় । সেই কোণই কৰ্মযোগ । তাহা

না করিয়া, কৰ্মফলের ভয়ে ভীত হইয়া আপনাকে জড় পদার্থে পরিণত করা, ঠিক যথুযায নহে ।

সকাম কৰ্ম্ম ও নিকাম কৰ্ম্মযোগে যে সম্বন্ধ, যেক্রমে কাম্য কৰ্ম্মী নিকাম, যোগী হইতে পারে, তাহা এইক্রমে বুঝিতে পারি । ইহা কৰ্ম্মযোগের প্রথম ভূমি । দ্বিতীয় ভূমি—ব্রহ্মে কৰ্ম্ম্যাপণ, ভগবানে কৰ্ম্ম সমর্পণ ।

আধুনিক বিজ্ঞান দেখাইয়া দেয়, যে জগতে যাহা কিছু ক্রিয়া চলিতেছে, সে সমস্তই নিয়ম-পরিচালিত, সমস্তই কার্য্যকারণ-পরম্পরা নিয়মে আবদ্ধ । কিন্তু বিজ্ঞান সেই সকল নিয়মের অন্তরালে, তাহাদের নিয়ন্তাকে দেখিতে পার না । আৰ্য্য ঋষিগণ তাহা দেখিতেন ; তাহাদের অন্তরালে তাহাদের নিয়ন্তাকে দেখিতেন । কৰ্ম্মযোগের প্রথম ভূমি আরম্ভ হইলে চিস্তের এক অপূৰ্ণ শুষ্ক উপজাত হয়, সার্বিক জ্ঞানের বিকাশ হয় ; ১৩।৭—১১ দেখ । তখন উপনিষদ্রুক্ত ব্রহ্মবিজ্ঞা গ্রহণের যথার্থ ক্ষমতা জন্মে । তখন তিনি বুঝিতে পারেন, জগতে কোন কৰ্ম্মে কাহারও স্বাধীন কর্তৃত্ব নাই । সকলেই ঐশী শক্তির প্রেরণায় অবশ ভাবে চলিতেছে । সমগ্র জগৎ কার্য্য কারণ-সম্বন্ধে পরম কারণ পরমেশ্বরে সম্বন্ধ । তিনি যাহা কিছু করেন, সমস্তই ভগবৎ-শক্তি-প্রণোদিত । কৰ্ম্মে কাহার ঐদৃশী বুদ্ধি অন্বিয়াছে, তাহার কৰ্ম্ম ব্রহ্মে অপিত । ইহাই “শ্রীকৃষ্ণে কৰ্ম্ম্যাপণ ।” ইহাই কৰ্ম্মযোগের পরাকাষ্ঠা বা দ্বিতীয় ভূমি । এ সম্বন্ধে ভগবান বলিয়াছেন,—

যস্মি সৰ্ব্বাণি কৰ্ম্মাণি সংস্থাপ্যাত্মচেতসাম্ ।

নিরাণীনিৰ্ম্ময়ো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতভ্রমঃ ॥ ৩।৩৯ ॥

ঈশ্বরঃ সৰ্ব্বভূতানাং হৃদয়ে হৰ্জুন তিষ্ঠতি ।

জ্ঞাময়ন্ সৰ্ব্বভূতানি যজ্ঞাকৃতানি মায়য়া ॥ ১৮।৬১

তমেব শরণং গচ্ছ সৰ্ব্বভাবেন ভারত ॥ ১৮।৬২

প্রথম ভূমিতে কৰ্ম্মে কামাসক্তি ত্যাগ হয়, নির্নিপুণতার ভাব জন্মে ; দ্বিতীয় ভূমিতে আত্মকর্তৃত্ব-বুদ্ধি দূরীভূত হইয়া, তাহাতে ঈশ্বর-কর্তৃত্বের

ধারণা হয় ; আপনাকে ও জগৎকে সম্পূর্ণরূপে জৈবসাধীন বলিয়া উপলব্ধি হয় । তখনই প্রকৃত ধর্মজীবনের আরম্ভ হয় ।

২ । জ্ঞানযোগ । প্রতিভাশালী মনোবিগণের চিন্তা-প্রণালী দুই প্রকার—ব্যতিরেকী ও অব্যয়ী । জ্ঞানযোগিগণের চিন্তাপ্রণালী ব্যতিরেকী, ভক্তিযোগিগণের অব্যয়ী । জ্ঞানযোগিগণ সমগ্র জগৎকে দুই ভাগে ভাগ করেন,—আত্মা ও অনাত্মা, চিৎ ও জড় । আত্মা চিৎ-স্বরূপ ব্রহ্ম, আর দেহাদি পদার্থ অনাত্মা—আত্মা হইতে ভিন্ন, অচিৎ অর্থাৎ জড় বস্তু । তাহাদের চিন্তাপ্রণালী এইরূপ,—

সাধারণে “আমি কষ্টা ভোক্তা সৃখী কৃখী অরোগী” ইত্যাদিরূপ ভাবিয়া থাকে । এরূপ ভাবনাকে দেহাভিমান বা দেহাশ্রদ্ধা বলে । কিন্তু এই ধারণা ভ্রমাত্মক । আমি কখন বালক, কখন যুবা, কখন বৃদ্ধ ইত্যাদিরূপ অতিমান করিয়াছি বা করিতেছি ; কিন্তু আমার আশ্রিত সকল অবস্থাতেই ঠিক এক আছি । বালাদি অবস্থার পরিবর্তন হইয়াছে ও হইতেছে । বোম, শোক, সুখ, কৃখাদি নানা অবস্থার মধ্যে, ভাল মন্দ নানা কর্মের মধ্যে, নানাবিধ চিন্তাশ্রোতের মধ্যে আমি পতিত হইয়াছি । সে সমস্তই নিরন্তর পরিবর্তনশীল ; কিন্তু আমার আশ্রিত সেট সকলের অন্তরালে, সদা অপরিবর্তনীয় এক ভাবে এবং তাহাদের সংযোজক ও দ্রষ্টৃস্বরূপে রহিয়াছে । একটীর পর একটী আসিতেছে, বাইতেছে—কিন্তু আমি ঠিক আছি এবং সমুদায় দেখিতেছি । সুতরাং সৃখ কৃখ বালাদি অবস্থাতেই ‘আমার’ নহে ; তাহারা বাহ্য বস্তুর অন্তঃস্থর । “আমি” সে সকল হইতে পৃথক,—তাহাদের দ্রষ্টা ।

আবার—আমার অতিমানাত্মক যে বৃত্তি, বাহ্যর কারণ দেহ, ইন্দ্রিয় ও মনের অবস্থা সকলকে “আমি, আমার” বোধ করি, তাহাও আমার স্বরূপ নহে । তাহাও “আমি” নহি । কারণ সেই যে অতিমানাত্মক বৃত্তি, তাহাও আমার জ্ঞানময়, জ্ঞানের বিষয়—আমি তাহার জ্ঞাতা ।

আমার জ্ঞান যেমন বাহ্য বস্তুকে বিষয় করে, সেইরূপ সেই অভিমানাত্মক বৃত্তিকেও বিষয় করে । সুতরাং সিদ্ধান্ত হয় যে, জ্ঞানমাত্র বৃত্তিই সেই অভিমানাত্মক বৃত্তির অন্তরালে, নিয়ত অপরিবর্তনীয়রূপে থাকে । সুতরাং অহংবৃত্তি প্রকৃত “আমি” নহি ।

অতঃপর সূক্ষ্ম বিচারে দেখা যায় যে, সেই জ্ঞানমাত্র বৃত্তিও প্রকৃত “আমি” নহি । কারণ জ্ঞান স্বয়ং জ্ঞানকে বোধ করে না । অতএব সেই জ্ঞানেরও পশ্চাতে সেই জ্ঞানেরও জাত্বরূপে যাহা অবস্থিতি, তাহাই প্রকৃত “আমি” । তাহাই আত্মা ।

এইরূপে বুদ্ধি, অহঙ্কার, মন, ইন্দ্রিয় ও দেহাদি হইতে পৃথকভাবে অবস্থিত, সেই “আত্মার” স্বরূপ জানাই আত্ম-অনাত্ম-বিবেক ; আর সেই বিবেককে অবাধমান ও স্থায়ী করার জন্য যে নিরবচ্ছিন্ন চেষ্টা, তাহাই জ্ঞানমার্গের সাধনা । যম-নিয়মাদি অষ্ট অঙ্গে বিভক্ত কৰ্ম্মযোগ (২২৬ পৃষ্ঠা) এই জ্ঞানযোগের অনুকূল এবং তীব্র বৈরাগ্য ইহার ভিত্তি । প্রকৃতি ও তত্বপন্ন জগৎ হইতে পুরুষ বা আত্মার প্রভেদ উপলব্ধি করাই এই জ্ঞানের পরিণাম । এই জ্ঞানে সিদ্ধ হইলে পুরুষ কেবল (প্রকৃতি হইতে স্বতন্ত্র) হইয়া যায় । সেই কৈবল্য লাভই মুক্তি । ইহার সাধকগণ গৃহভাগী সন্ন্যাসী । ঈশ্বরভক্তির সহিত এই সাধনার বিশেষ সম্বন্ধ নাই ।

ইহাই সাধারণ জ্ঞানমার্গ । কিন্তু এই জ্ঞানমার্গ ও গীতার জ্ঞানযোগ, এক নয় । কারণ এই মতে জ্ঞানের ফল প্রকৃতি পুরুষের বিবেক জ্ঞান,— চিৎস্বরূপ পুরুষ হইতে অড়াশ্রিকা প্রকৃতির প্রভেদ জ্ঞান । কিন্তু গীতাতোক্ত জ্ঞানের ফল, সৰ্ব্বত্র অদ্বয় ব্রহ্মদর্শন । গীতা বলেন, তাহাকেই জ্ঞান বলা যায়, বন্দ্যারা সৰ্ব্বভূতকে প্রণমতঃ আত্মাতে, অনন্তর ঈশ্বরে দর্শন হয় (৪।৩৫) । যখন সাধক ভূতগণের সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন ভাবকে এক ব্রহ্মস্বার অবস্থিত এবং তাহা হইতেই সকলের বিকাশ দর্শন করে, তখন সে ব্রহ্মসম্পদ

লাভ করে (১৩৩০) । ইহাই গীতার ব্রহ্ম-জ্ঞান । ইহাতে চিৎ অচিৎ ভেদ নাই । চিৎ যে পুরুষ, তাহা ব্রহ্ম ; আর অচিৎ যে প্রকৃতি, তাহাও ব্রহ্ম—সমস্ত ব্রহ্মময় । ভগবান্ সৰ্বভূতে সমভাবে বিরাজিত ; সমস্ত নব্ব্ব ভূতভাবের অন্তরালে স্বয়ং ভগবান্ বিরাজিত (১৩।২৭—২৮) । এক্ষণে জানৌ, যিনি অহরহ ভগবান্কে প্রত্যক্ষ দেখেন, তিনি তাঁহাতে অহুবাগী না হইয়া থাকিবেন কিরূপে ? অতএব গীতার জ্ঞানের সহিত ভক্তির অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ । ভক্তই শ্রেষ্ঠ বোগী—(৬।৪৭) ।

আবার গীতার জ্ঞানিগণ লৌকিক কৰ্ম্মভ্যাগী সন্ন্যাসী নহেন । তাঁহারা ঋষি হইয়াও ব্যাস বশিষ্ঠ জনকাদির দ্বার, সৰ্বভূতহিতে রত নিকাম কৰ্ম্মী (৫।২৫) । সাধনমার্গে অগ্রসর হইয়া যাহারা জীবমুক্তি লাভ করিয়াছেন, তৎকালিক জ্ঞান লাভ করিয়া সৰ্বদশী হইয়াছেন, তাঁহারা যদি জগতের হিতার্থে কৰ্ম্ম না করিবেন, তবে জগদ্ব্যাপার কি কেবল অজ্ঞানীর দ্বারা, ইন্দ্রিয়মুখসৰ্ব্ব মূর্খের দ্বারা নিম্পন্ন হইবে ? তাহা হইতেই পারে না । মুক্ত পুরুষেরাই ত জগতের স্থিতির জন্ত, বিশেষ বিশেষ অধিকারের ভার বহন করিয়া—যশ হইয়া, ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণ প্রভৃতির কার্যের ভার গ্রহণ করিয়া, ভগবানের পালন-কার্যের সহায়তা করেন । তাঁহাদেরই পবিত্র আত্মা হইতে প্রসূত শাস্তির পূণ্য দ্বারা জগৎ প্রাবীত করিয়া জৈবগতিমুখে প্রাবীত হয় ।

৩ । ভক্তিবোগ । ভক্তিবোগীর চিন্তাশ্রমালী অবশী । আমি কে ? জগৎ কি, কোথা হইতে আসিল এবং কাহাতে প্রতিষ্ঠিত ? জগতের সত্ত্বিত আমার সম্বন্ধ কি ? ইত্যাদি বিচার তাঁহার চিন্তা অধিকার করে । তাহার ফলে, তিনি জগতে নানা প্রকার বিসদৃশ বস্তু ও বিসদৃশ কার্যের সূক্ষ্মাংশ বিচার দ্বারা, তাহাদের মধ্যে সাম্য অবধারণ করেন এবং অনন্ত বহুতা তাবের মধ্যে অবিস্মিত কার্য-কারণ-সম্বন্ধ এবং পরস্পরের অবিস্মিত উপযোগিতা দর্শনপূর্বক, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড একই নিয়ন্তার অধীন, একই ব্রহ্মের

প্রকাশ বলিয়া অবলোকন করেন। ভক্তিব্যোগী জ্ঞানযোগীর দ্বারা, আত্ম-অনাশ্র-বিচার দ্বারা কেবল আপনাকে ব্রহ্মরূপে ভাবনাপূর্বক জগৎকে অনাশ্র বলিয়া পরিহার করেন না। ভক্তিব্যোগী আপনাকে ব্রহ্মের অংশ-রূপে ভাবেন, জগৎকে ব্রহ্মের অংশরূপে ভাবেন এবং ব্রহ্মকে সর্বকারণ সর্বনিরস্তা সত্ত্ব পরমেশ্বররূপে, অথচ সর্বাভীত নিঃশূন্য ব্রহ্মরূপে ধারণা করেন। সচ্চিদানন্দ শূণ্যভীত ব্রহ্মই, ঈশ্বরভাবে সত্ত্ব সর্বশক্তিমান্ হইয়া, স্বীয় ঐশী শক্তিবলে আপনাকেই বহুরূপে প্রকাশিত করেন; আপনারই প্রকৃতিভাব-হইতে বহু ভাবযুক্ত জগতের প্রকাশপূর্বক সেই সকল বহু ভাবের প্রত্যেক অংশে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া তাহাদিগকে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে ভোগ করিয়া আপনার আনন্দস্বরূপ চরিতার্থ করেন। যে শক্তির দ্বারা তিনি আপনারই বহু ভাবকে বহুরূপে দর্শন করেন, আপনাকেই বহুরূপে দর্শন, ভোগ করা যে শক্তির কার্য্য, তাঁহার সেই আনন্দ-রসাস্বাদিকা “হ্লাদিনীশক্তিই” “জীবশক্তি”। ঈশ্বরভাব, জীবভাব ও জগৎভাব তিনই ব্রহ্মের স্বরূপ। তিনি সর্বস্বরূপ; অথচ তিনি সর্বাভীত—পূর্ণস্বরূপ।

ভক্তিমার্গের সাধনা তিন অঙ্গে পূর্ণ। (১) জগৎকে ব্রহ্মরূপে দর্শন; (২) জীবকে ব্রহ্মরূপে দর্শন এবং (৩) ব্রহ্মকে সর্বাত্মক অথচ সর্বাভীত-রূপে দর্শন। ভক্তের নিকট ভগবান্ সত্ত্ব নিঃশূন্য উত্তরই। ভক্ত জগৎকে ব্রহ্মময় দেখেন। সুতরাং যে কোন ভাব, যে কোন ক্রিয়া, তিনি দর্শন করেন, তাহাই ব্রহ্মলীলা ধারণাপূর্বক ভৎপ্রতি প্রেমযুক্ত করেন। “ধাঁহা ধাঁহা নেত্র পড়ে, তাঁহা তাঁহা কক শূরে।” ইহা ব্রহ্মজ্ঞান। ইহা লাভ হইলে, নানাবিধ ভাবসম্বিত জগৎকে ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন দেখিয়া, সর্বত্র সমদৃষ্টি হয়; কোন কিছুতে রাগ বা ঘেব থাকে না, সংসারের প্রতি আসক্তি বা বিরক্তি থাকে না; সুহৃদ্ মিত্রে, ব্রাহ্মণ চণ্ডালে, সমদৃষ্টি হয়; কাম ক্রোধ ঘৃণা স্বভঃই দূরীভূত হয়। একপ ভক্ত সর্বজীবে দয়াবান্, সর্বত্র প্রেমপূর্ণ। শয় দয়াদি সাধন তাঁহাকে আর পৃথক্ভাবে করিতে

গীতোক্ত ভক্তিসাধনার এবং আধুনিক ভক্তিসাধনার প্রভেদ । ৬৬৫

হয় না । তাঁহার চিত্ত প্রসন্ন হয়, বাসনার আবেগ-সম্বৃত আকাঙ্ক্ষা বা শোক থাকে না । তখন বিশ্বপতি ভগবান্কে স্বরূপতঃ দর্শন করিবার অল্প প্রবল তৃষ্ণার উদয় হয়, তাঁহার স্বরূপ দর্শনের অল্প প্রাণ ব্যাকুল হয় । ইহাই পরা ভক্তি । এই ভক্তির উদয় হইলে, ভক্তবৎসল ভগবান্ অচিরেই ভক্তের নিকট আপন স্বরূপ প্রকাশিত করেন । তখন “হৃণের পুতুল” সমুদ্রপ্রাপ্ত হইয়া যেমন তৎস্বরূপ হইয়া যায়, তদ্রূপ প্রেমিক ভক্ত প্রিয়তম ভগবান্কে পাইয়া তন্ময় হইয়া যায়, (১৮।৫৪—৫৫ দেখ) ।

দ্বিতীয়, তৃতীয় অধ্যায়োপনিষদে কণ্ববোগ এই ভক্তিবোগের অনুকূল সাধনা । ভক্ত, জ্ঞানপন্থীর জ্ঞান, বিষয়-সম্বন্ধ রাখিতে হইবে, কি ত্যাগ করিতে হইবে, সে বিচারে প্রবৃত্ত নহেন । আবার ভক্তের সাধনাও জ্ঞানমার্গের সাধনার জ্ঞান, নির্জনে (৬।১০) নচে, পরস্তু বহু ভক্তের সম্মুখে, (১০।২—১০ দেখ) । ভক্তের নিজের কিছু নাহি । তিনি নিজের অল্প কিছু করেন না, নিজের অল্প কিছুই চাহেন না ; (জ্ঞানমার্গের সাধনা নিজের অল্প) ; এমন কি মুক্তির আকাঙ্ক্ষা রাখিয়াও তিনি সাধনার প্রবৃত্ত নহেন । তাঁহার লক্ষ্য কেবল ভগবৎসেবা, ভগবৎপ্রীতি, ভগবৎপ্রেম ।

জ্ঞানমার্গের মতে, জ্ঞানে কণ্ব কর হয় ; কিন্তু ভক্তের কাছে ভগবান্ই সব । তিনি জ্ঞান, তিনিই জ্ঞাতা, তিনি কণ্ব, তিনিই কণ্বকারিতা ও কণ্বকলনাতা । সঙ্কিত কণ্ব, ক্রিয়মাণ কণ্ব, প্রারব্ধ কণ্ব,—এ সব গোলমাল ভক্তের কাছে নাহি । ভক্তকে ভগবান্ই সেট বুদ্ধি দেন, যাচাতে তাহার সর্ব কণ্ব কর হইয়া যায় (১০।১০ এবং ১২।৭ দেখ) ।

কিন্তু দেখা যায়, পরবর্তী কালের ভক্তিবাদিগণ ভাবপ্রধান অল্প নগ্ন ভক্তির পক্ষপাতী । তাঁহারা কণ্ব এবং জ্ঞানের সঙ্কিত সর্ব সম্পর্কশূন্য ভক্তিকেই শ্রেষ্ঠ বলেন ।

অজ্ঞানভিলাষিতানুষ্ঠানং জ্ঞানকণ্বাস্তসংবৃতম্ ।

আনুকূল্যে কৃপাসুতজনং ভক্তিকৃতম্ ॥

অন্ত কামনাশূন্য, জ্ঞানকৰ্মাদির দ্বারা অসংবৃত, এবং অহুকূল ভাবে কৃষ্ণভজনই পরমা ভক্তি ।

কিন্তু গীতার দেখি, জ্ঞানীই শ্রেষ্ঠ ভক্ত । “তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত-
একভক্তি বিশিষ্টো” (৭।১৭) । আবার ভক্ত ভগবানের অমুকম্পায়
উত্তম জ্ঞানের অধিকারী হয়, (১০।১০—১১ দেখ) ; এবং গীতার ভক্ত
নিকম্মা ভাবুকমাত্র নহেন, পরন্তু কৰ্মী (১১।৫৫, ১২ ১৬ দেখ) ।

চেতসা সৰ্বকৰ্ম্মাণি যস্মি সংকৃত্বা মৎপরঃ ।

বুদ্ধিযোগম্ উপাশ্রিতা মচ্চিত্তঃ সততং ভব ॥ ১৮.৫৭ ॥

মচ্চিত্তঃ সৰ্বকৰ্ম্মাণি মৎপ্রসাদাৎ তস্মিন্ ।

অপ চেৎ স্বম্ অহংকারাৎ শ্রোয়সি বিনজ্যসি ॥ ১৮ ৫৮ ॥

মনে মনে সৰ্বকৰ্ম্মকল আঘাতে অর্পণ করিয়া কৰ্ম্মযোগ আশ্রয়পূৰ্ব্বক
(কৰ্ম্মত্যাগ করিয়া নহে) সৰ্বদা মচ্চিত্ত হও । এইরূপে মচ্চিত্ত হইলে
মৎপ্রসাদে সৰ্ব সঙ্কট হইতে উত্তীর্ণ হইবে । অহংকারবশে ইহার অন্তথাচরণ
করিলে বিনষ্ট হইবে । এই ভগবদাদিষ্টে ভক্তিযোগ । কৰ্ম্মযোগবুদ্ধি-বিরহিত
যে ভক্তি, তাহা বিনাশের হেতু । এই ভগবানের কঠোর অনুশাসন ।

এইরূপে গীতার বিভিন্ন সাধনমার্গের অপূৰ্ব সমন্বয় দেখা যায় । যেমন
প্রয়াগে গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী, পূণ্য সঙ্গমে মিলিত হইয়া, পতিত-পাবনী
ধারায় দেশ প্রাবিত করিয়া, সাগরাভিমুখে ছুটিয়াছে, তদ্রূপ গীতার কৰ্ম্ম
জ্ঞান ভক্তি, অপূৰ্ব সমন্বয়ে সমন্বিত হইয়া, জগৎকে পবিত্র করিয়া
ঈশ্বরাভিমুখে চলিয়াছে ।

এই ভগবদাদিষ্টে যোগ । এই যে যোগ-কল্পভর, কৰ্ম্ম ইহার শরীর,
জ্ঞান ইহার আধার এবং প্রেম ইহার স্নমধুর রস, যাহার বিন্দুমাত্রের
আশ্রাদনেই মানুষ কৃতার্থ হয় ; আর ইহার ফল চতুর্ধর্গ,—ধর্ম, অর্থ, কাম,
মোক্ষ । ইহলোকে পরমা শক্তি এবং পরলোকে পরমা সিদ্ধি ।

তৃতীয় পরিশিষ্ট ।



(১) কৰ্ম, মায়া, প্রকৃতি, নামরূপ, জগৎ ।

কৰ্মের অর্থ ক্রিয়া—উৎক্ষেপণ অবক্ষেপণ আদি ব্যাপার । সাধারণতঃ কৰ্ম শব্দে আমরা মনুষ্যাদি জীবকৃত কৰ্মই বুঝিয়া থাকি । কিন্তু জীবকৃত কৰ্ম ছাড়া বহু কৰ্ম আছে । প্রাকৃতিক কৰ্ম, রবি শনী গ্রহ তারা বায়ু জল ইত্যাদির কৰ্ম, বড়-ছোটর আবির্ভাব ও তিরোভাব এবং তাহার সঙ্গে বহুবিধ স্বভাবের কৰ্ম আছে । বৃক্ষাদির উৎপত্তি বৃদ্ধি নাশাদি কৰ্ম, কত প্রকার রাসায়নিক কৰ্ম আছে, ইত্যাদি ।

এই সমুদায় কৰ্মের মূল কোথায় ? কোন কৰ্মই আকস্মিক হয় না । মূলে কোন না কোন শক্তির প্রেরণা বর্তমান না থাকিলে কোন কৰ্ম হয় না । অতএব কৰ্মের মূল দেখিতে চাইলে শক্তির মূল দেখিতে হয় ।

শক্তির মূল কোথায়, বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে সে বিষয়ে মতভেদ অনেক । আর্য্য দর্শন শাস্ত্র কিন্তু বিজ্ঞানের উচ্চে যাইয়া বলিয়া দেয় যে ঈশ্বরই সর্বশক্তির মূল । তিনিই সর্বশক্তিমান্ । (১) জ্ঞানশক্তি, (২) বল বা ইচ্ছাশক্তি এবং (৩) ক্রিয়াশক্তি, এই তিন তাঁহার স্বাভাবিকী শক্তি ।

পরাস্ত শক্তি বিবিধেব প্রয়তে ।

স্বাভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়া চ ।—শ্বেতাশ্বতর ।

পাখির জগতে তাঁহার জ্ঞানশক্তি, জীবের মানস-দেহরূপ উপাধির (Mental body) সাহায্যে, ভাবনা (thought) রূপে প্রকাশিত হয় ; তাঁহার বল বা ইচ্ছাশক্তি, কাম-দেহরূপ উপাধির সাহায্যে, কামনা (Desire বা emotion) রূপে প্রকাশিত হয় ; আর তাঁহার ক্রিয়াশক্তি মূল দেহরূপ উপাধির (Physical body) সাহায্যে চেষ্টা (action) রূপে প্রকাশিত হয় । এই তিনটি স্বাভাবিক ক্রিয়া—‘ভাবনা, কামনা,

এবং চেষ্টা' ইহাদের সাধারণ নাম কর্ম । বিবিধ প্রকার উপাধির ভিতর দিয়া তাহা বিবিধ নামে এবং বিবিধ রূপে প্রকাশ পায় ।

কর্ম যেক্রপই হউক, তাহার ফল পরিবর্তন ; এক প্রকার নামরূপের স্তানে অন্য প্রকার নামরূপ উৎপাদন । আদি সৃষ্টিকালে যে ব্যাপারের দ্বারা জগতীত অব্যক্ত ব্রহ্ম হইতে, নামরূপযুক্ত সংগ জগতের অভিব্যক্তি হয়, তাহাই আদি কর্ম, ৮।৩ শ্লোকে ইহা দেখিয়াছি । বেদান্তে তাহারই নাম “মায়ী” এবং এক হিসাবে তাহারই নাম “নাম-রূপ” বা প্রকৃতি বা জগৎ । তবে বিশেষ এই যে, মায়ী সামান্ত শব্দ এবং তদ্বারা যাহা প্রদর্শিত হয়, তাহাকে “নামরূপ” বা প্রকৃতি বা জগৎ বা বাহ্য দৃশ্য (Phenomena) বলে । আর যে ব্যাপারের দ্বারা ঐ নামরূপ অথবা নামরূপময় জগৎ প্রদর্শিত হয়, তাহার নাম কর্ম । বস্তুতঃ মায়ী, নামরূপ, কর্ম, প্রকৃতি ও জগৎ—ইহারা মূলতঃ এক, মূলতঃ সমানার্থক ।

(২) সংসার—জন্মমরণ চক্র—জীবাত্মা, পরমাত্মা ।

পূর্ব প্রकरणে দেখিয়াছি যে, যে শক্তি সমুদায় কর্মের মূলে বর্তমান, তাহা অনাদি ক্ষয়েরই অনাদি শক্তি ; সুতরাং তাহার বিনাশ নাই । বিজ্ঞানশাস্ত্রও নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন করিয়াছে যে, কর্মশক্তি কখন বিনষ্ট হয় না । যে শক্তি আজ একপ্রকার “নাম-রূপে” দৃষ্ট হইতেছে, ঐ নাম-রূপের নাশ হইলে, ঐ শক্তিই অন্য “নাম-রূপে” প্রকট বা অপ্রকট অবস্থায় বর্তমান থাকে । শক্তির কেবল রূপান্তর বা ভাবান্তর হয়, কিন্তু কখন বিনাশ হয় না । ইহার নাম “কর্মশক্তির পরিণাম” বা “কর্মবিপাক ।” কর্মবিপাকের নিয়ম এই যে, যখন একবার কর্ম আরম্ভ হয়, তখন তাহার ব্যাপার, অন্তবিধ বিপরীত শক্তির দ্বারা বাধা না পাইলে, বরাবর—সৃষ্টির আদিকাল হইতে অন্ত পর্য্যন্ত চলিতে থাকে ; এবং এলরে যখন সৃষ্টির বিলয় হয়, তখনও ঐ কর্মশক্তি বীজভাবে থাকে । পুনর্বার যখন সৃষ্টির

আরম্ভ হয়, তখন ঐ কৰ্মবীজ হইতেই অঙ্কুর হইতে থাকে । অতএব কৰ্মের গতি গহন—অতি দুজের (৪।১৭) ।

যাহা “আদি কৰ্ম” (৮।৩) তাহা কিরূপে ও কেন হইল, সে বিষয় আমরা জানি না, অথবা কৰ্মের অদ্বিতীয় মাতৃ ঐ কৰ্মচক্রে কিরূপে পড়িল, তাহাও জানি না বটে ; কিন্তু যেভাবেই হউক, যখন যাহা একবার কৰ্মচক্রের ভিতর আসিয়া পড়ে, এখন তাহা ঐ কৰ্মশক্তির বশেই বরাবর চলিতে থাকে । উহার এক নামরূপাত্মক দেহের নাম হইলে পর, ঐ কৰ্মেরই পরিণামে, আবার অল্প নামরূপাত্মক দেহের সহিত মিলন হইয়া থাকে—কখনই তাহার নিবৃত্তি হয় না । সেই নামরূপ সজীব বা নিসজীব বা অল্প বিধ হইতে পারে ; বর্তমানে যাহা চেতন জীব, তাহার এই দেহনাশে তাহা স্বাবর তাব প্রাপ্ত হইতে পারে, কিন্তু নামরূপ প্রাপ্তির নিবৃত্তি কখন হয় না । এই নামরূপ-পরম্পরা-প্রাপ্তির নামই জন্ম-মরণ-চক্র বা সংসার ; আর ঐ নামরূপের আধারভূতা শক্তিই বাষ্টিভাবে জীবাত্মা এবং সৃষ্টি ভাবে পরমাট্মা ।

এইভাবে দেখিলে ইহা স্পষ্ট সিদ্ধান্ত হয় যে, আত্মার জন্ম-মরণ নাই ; তাহা নিত্য । কিন্তু কৰ্মবন্ধনে পড়ার এক নাম-রূপ-বিনাশের পর, অল্প নামরূপ প্রাপ্ত হয় । আজিকার কৰ্ম, একদিন পরে, দুইদিন পরে বা জন্মাত্মবে দুগিতে হয় । এইরূপে ভবচক্র ঘুরিতে হয় । এই অনাদি কৰ্মপ্রবাহের ১৩ নাম কৰ্মচক্র, সংসার, মারা, প্রকৃতি, নাম-রূপ, দৃশ্য সৃষ্টি, অগৎ সৃষ্টির নিরম ইত্যাদি ।

(৩) কৰ্মক্ষয়, কৰ্মবন্ধন হইতে মুক্তি— পাপপুণ্য ।

পূৰ্ব্বে পরিচ্ছেদে কৰ্মের কীসে পড়িয়া যে ভাবে জীব ভবচক্রে ঘুরিতে থাকে, তাহা দেখিয়াছি । কৰ্ম স্বয়ং জড় । তাহার স্বয়ং ত্যাগ করিবার বা বন্ধন করিবার ক্ষমতা থাকিতে পারে না । এবং তাহা ভাল বা মন্দ নহে । মানুষের বুদ্ধিতেদে তাহা ভালমন্দ হইয়া পড়ে । শিশুর কিংবা পাগলের কৰ্ম লইয়া কেহ সদস্য বিচার করে না, বয়ঃপ্রাপ্ত সুস্থ বুদ্ধিমান ব্যক্তির কৰ্ম লইয়াই করে ।

কৰ্মের প্রতি বা কৰ্মফলের প্রতি আমাদের যে মমত্বযুক্ত আসক্তি বা স্পৃহা, তাহাই বন্ধনের হেতু ; কামের প্রেরণায় প্রবৃত্তির অধীন হইয়া, কৰ্মফলে আসক্ত হওয়াই দোষ । সেই আসক্তিই “পাপ” । আর সেই আসক্তি ছাড়িতে পারিলেই কৰ্মফলে নিপ্ত হইতে হয় না (৫:১০) । কৰ্মবন্ধন হইতে মুক্ত হওয়া যায় । কৰ্মে সেই অনাসক্তিই “পুণ্য” ।

যুক্তঃ কৰ্মফলং ত্যক্তা শাস্তিমাশ্নোতি নৈষ্ঠিকীম্ ।

অযুক্তঃ কামকারেণ ফলে সক্তঃ নিবধ্যতে ॥ ৫:১২ ॥

সেই জন্ত ভগবান্ মুমুক্শুকে আসক্তি ছাড়িবার কথাই পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন, কৰ্ম ছাড়িতে বলেন নাই । জগৎই কৰ্ম, জগতে থাকিয়া কৰ্ম ছাড়িবে কিরূপে ? যা তে সঙ্গো হৃদ্যকৰ্মণি, (২:২৪) । ন হি কশ্চিৎ কণম্ অপি জাতু তিষ্ঠত্যকৰ্মকৃৎ (৩:৫) । তস্মাদ্ অসক্তঃ সত্ততং কার্ষ্যং কন্ম সমাচর (৩:১২) । কৰ্মযোগো বিশিষ্যতে (৫:২) । এতান্নপি তু কৰ্মাণি সঙ্গং ত্যক্তা ফলানি চ । কৰ্ত্তব্যানীতি সে পার্থ নিশ্চিতং যতম্ উত্তমম্ (১৮:৬) ॥ ইত্যাদি বাক্যে ইহা স্পষ্ট । জীবনের মায়ার আমরা কৰ্মচক্রে পড়িয়াছি, আমাদের কি সাধ্য যে তাহা ছাড়িয়া দিই ।

(৪) জ্ঞানে কৰ্ম ভস্ম হওয়ার মৰ্ম ।

পূৰ্ণ পরিচ্ছেদে বাহা বলা হইল, তাহা হইতেই জ্ঞানে কৰ্ম ভস্মীভূত হওয়ার অর্থ বুঝা যায় । কৰ্মত্যাগপূৰ্বক বনেচর হইলেই কৰ্ম কৰ অথবা ভস্মীভূত হয় না । যখন জ্ঞানে জগতের আধ্যাত্মিক সূক্ষ্ম তত্ত্বসকল ক্ষুদ্রে উপলব্ধ হয়, তখন নব্বয় কৰ্মকলের প্রতি আসক্তি থাকে না, তখন এবং কেবল তখনই কৰ্ম ভস্মীভূত হয় । সৰ্ব্বং কৰ্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে । (৪।৩৩) । তবে ইহার ঠিক মন্ত ৪।৩৭ শ্লোকোক্ত অগ্নি এবং ভস্মীভূত কাষ্ঠের উপমায় ঠিক বুঝা যায় না, পরন্তু ৫।১৬ শ্লোকের পদ্মপত্র ও জলের উপমাতেই ঠিক বুঝা যায় । যাচার আসক্তি নাই, কৰ্মজাত পাপ তাচাকে লিপ্ত করিতে পারে না ।

কৰ্ম স্বরূপতঃ জলিয়া যায় না ; জ্বালাইবার আবশ্যকও নাই । কৰ্মই জগৎ অথবা জগৎ ব্রহ্মরূপেই কৰ্ম রূপ (৮।৩), তবে সব সৃষ্টি জলিবে কিরূপে ? আর যদিই বা জলিয়া যায়, তাহাতেও সংকার্যবাদ অনুসারে কেবল নাম রূপেরই পরিবর্তন হয় ; কারণ সং বস্তুর বিনাশ কখন হয় না (২।১৬) । নামরূপের পরিবর্তন সন্দেহ হইতেছে ও হইবে, পরন্তু কৰ্ম-শক্তির বিনাশ নাই । যদি কেহ কখন কৰ্ম জ্বালাইতে পারে, তবে ঈশ্বরই তাহা পারেন । কৰ্মের ভালমন্দ ভাব কৰ্মে নয়, পরন্তু মানুষের মনে ; তাহা জ্বালাইবার ক্ষমতা মানুষের আছে, সে তাহাই করিবে । যে তাহা পারিয়াছে সেই দত্ত, সেই কৃতকৃত্য, দুর্জয়ান্ (১৫।২০), দ্বিত্যজ্ঞ (২।৫৫), ত্রিগুণাতীত (১৫।২১), জ্ঞানী (৫।২১), যোগী (৬।৪), সমবুদ্ধি (৬।২) এবং ভক্ত (১২।১৬) । তাহারই ব্রাহ্মী দ্বিত্তি (২।৭৪) লাভ হইয়াছে ।

কৰ্মবন্ধন কি, কৰ্মকর কাহাকে বলে, কিসে কৰ্ম কৰ হয়, কখন হয়, এইরূপে তাহা বুঝিতে পারি । লোক দেখান বেশভূষাদির পরিবর্তনে, লোক দেখান বৈরাগ্যে, কিরূপে কৰ্ম ছুটিয়া যায়, তাহা বুঝিতে পারি না ।

(৫) বুদ্ধিযুক্ত, বুদ্ধিযোগ—যুক্ত, যোগী ।

বুদ্ধিতে বিনি যুক্ত, তিনি বুদ্ধিযুক্ত এবং বুদ্ধিতে যুক্ত হইয়া কৰ্ম্ম করার নাম বুদ্ধিযোগ । এই বুদ্ধিযোগতত্ত্বই গীতার বিশেষত্ব ; এবং ভগবানের উপদেশমতে, ইহাই সৰ্ব্বদীন শ্রেয়োলাভের সৰ্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায় ।

অনেকে মনে করেন, আমরা যে যে কৰ্ম্ম করি, তাহা বুদ্ধিপূৰ্ব্বকই করি । বুদ্ধিযুক্ত না হইলে কৰ্ম্মই হয় না । কিন্তু এ ধারণা সত্য নহে । আমরা প্রায়ই বুদ্ধিযুক্ত হইয়া কৰ্ম্ম করি না ; কামনায়ুক্ত হইয়াই করি । বুদ্ধি সৰ্ব্বদা বলিয়া দেয়, মিথ্যা বলা অশুচিত । কিন্তু স্বার্থবশা কামনা বলে, মিথ্যা না বলিলে তোমার স্বার্থহানি । আমরা তখন তাহারই বশে স্বার্থের জন্য মিথ্যা বলি, কামনায়ুক্ত হইয়া কৰ্ম্ম করি । ইহারই নাম সকাম কৰ্ম্ম, ইহার নাম বাসনাস্বাতন্ত্র্য বা প্রবৃত্তির বশে কৰ্ম্ম । আর যখন কামনার কণামত স্বার্থচিন্তার বিচলিত না হইয়া, বুদ্ধির আজ্ঞামত,— সাংস্কৃতিক বুদ্ধিতে স্থিরীকৃত কর্তব্যাকর্তব্যের নিয়মানুসারে কৰ্ম্ম করি, তখন তাহার নাম বুদ্ধিযোগ বা নিকাম কৰ্ম্মযোগ ।

আমাদের অন্তঃকরণে দুই প্রকার প্রেরণা আছে । এক বাসনাস্বাতন্ত্র্য প্রবৃত্তির প্রেরণা আর এক ধন্যধৰ্ম্ম-নিরূপিকা ব্যবসায়স্বাতন্ত্র্য বুদ্ধির প্রেরণা । প্রথম প্রেরণা বাহ্য কৰ্ম্মসৃষ্টির এবং স্বার্থসংযুক্ত ; দ্বিতীয় প্রেরণা বুদ্ধির বা ব্রহ্মসৃষ্টির এবং স্বার্থজ্ঞানের অতীত । এই দুই প্রেরণা পরস্পর বিরোধী । তাহার উত্তরে যে আমাদের হৃদয়ে প্রায় সৰ্ব্বদাই বিবাদে প্রবৃত্ত, তাহা বেশ বুঝিতে পারি । সেই বিবাদের সময়, আমরা যদি বাসনার প্রেরণা অগ্রাহ্য করিয়া, বুদ্ধির প্রেরণামত কৰ্ম্ম করিতে পারি, তবে তাহারই নাম বুদ্ধিযোগ । তাহাই যথার্থ “আত্মনিষ্ঠা” । আর সেই বুদ্ধিযোগে বিনি যুক্ত, তাহারই নাম “বুদ্ধিযুক্ত” অথবা সংক্ষেপে “যুক্ত” বা “যোগী” । ২।৪১, ২।৪৮, ৩।৩, ৬।১ শ্লোক দেখ ।

(৬) শ্রীতা-ধর্ম্য ত্যাগ ।

• পরমহংসদেব বলিয়াছেন, শ্রীতা মানে “ত্যাগী” । “ত্যাগী”—এই কথাটা বার বার উচ্চারণ করিলে শ্রীতা হইয়া যার । কিন্তু এই ত্যাগের ঠিক মর্ম কি ?

শ্রী-পুত্র-কন্যা-বিষয়-সম্পত্তি সমুদয় ত্যাগ করিয়া, যিনি বৈরাগ্য অবলম্বন করেন, সাধারণতঃ আমরা তাঁহাকে ত্যাগী পুরুষ বলিয়া জানি । যেমন এই কলিকাতার প্রসিদ্ধ ধনকুবের “লালাবাবু” । লালাবাবু তীক্ষ্ণ বৈরাগ্যাবশে আপনার বিপুল বিত্ত সমুদায় পরিত্যাগপূর্বক কোম্পানী ধারণ করিয়া, শ্রীব্রন্দাবন ধামে কৃষ্ণ-চিত্তে শেখ জীবন বাপন করেন । উদ্বৃণ পবিত্র ত্যাগের উদাহরণ সংসারে স্তূহলত ।

কিন্তু ইহা ভগবদ্রূপনিষ্ট ত্যাগ নহে । শ্রীতার ত্যাগ নহে । ইহা একটাতে বিদ্বেষ আর একটাতে অহুঃরাগ । ইহলোকের বিষয়ে বিদ্বেষ, পরলোকের বিষয়ে অহুঃরাগ । আধিতৌত্তিক ঐশ্বর্যে বিদ্বেষ, আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্যে অহুঃরাগ । এমন নেশাখোর দেখা বার, বাহার কোন সময়ে মদে বিদ্বেষ করে, তখন সে মদ ছাড়িয়া দেয়, কিন্তু নেশা ছাড়িতে পারে না । আক্কেস ধরে । সে একটাকে ছাড়িয়া আর একটাকে ধরে ; ইহাও সেইরূপ । হুইটাই নেশা । হুইটাই স্বার্থাশেষণ ।

শ্রীতা বলেন, সাধিক ত্যাগী ব্যক্তি,—ন ঘেষ্ঠাকুললং কর্ম কুলে নানুযজ্ঞতে (১৮।১০) অনুযজ্ঞ কর্মের প্রতি ঘেষ করেন না এবং অনুযজ্ঞ কর্মেও আসক্ত হইবেন না । কোন বিষয়ে বিদ্বেষ বা আসক্তি তাঁহার থাকে না । যিনি প্রকৃত জ্ঞানবান্ হিতপ্রসক্ত সিদ্ধপুরুষ, তিনি রাগদেব-বিবর্জিত প্রশান্তচিত্তে সর্ববিষয় ত্যাগ করেন ।

রাগদেববিরূঢ়ে শু বিদয়ান্ ইন্দ্রিরৈশ্চরন্ ।

আনুবর্তে বিদেয়ায়া প্রসাদয় অধিগচ্ছতি ॥ ২ ৬৪

ন হি দেহভূতা শক্যং ত্যক্তুং কৰ্ম্মণ্যশেষতঃ ।

য স্ত কৰ্ম্মকলত্যাগী ন ত্যাগীত্যভিধিয়তে ॥ ১৮।১১

দেহ থাকিতে সৰ্ব্বকৰ্ম্ম ত্যাগ হয় না; পরন্তু যে কৰ্ম্মকলত্যাগী, তাহাকেই ত্যাগী বলা হয়। ইহাই গীতা-ধর্ম্মের ত্যাগ। এই কলত্যাগের মর্ম্ম কি, তাহা ইতিপূর্বে দেখিয়াছি। তোমার আমার ইচ্ছার এ সংসারের সৃষ্টি হয় নাই। ইহা তোমার আমার সম্পত্তি নহে। বাহার ইচ্ছার ইহার সৃষ্টি, বাহার শক্তিতে ইহা বিবৃত, ইহা তাঁহার। এ সংসার ভগবানের। আর সংসার বাহার, সংসারের সমুদয় কৰ্ম্ম, অবশ্য তাঁহার। যে ব্যক্তি তাঁহার কৰ্ম্ম তাঁহাকে অর্পণ করিতে পারে, যে সমস্ত কৰ্ম্মকে সত্য সত্যই “আমার নহে” বলিয়া বুঝিতে পারে,—সেই ত্যাগী। তাহারই কৰ্ম্ম ব্রহ্মে অর্পিত। সে নিম্পাপ হয়; ইহলোকের এবং পরলোকের সমস্ত বিষয় হইতে, সমুদয় দুঃখ, শোক ভয় হইতে উত্তীর্ণ হয়।

ব্রহ্মাণ্যাধার কৰ্ম্মণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা কৰোতি যঃ ।

লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্যপত্রম্ ইবাস্তুমা ॥ ৫.১০

বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য মচ্ছিত্তঃ সততঃ ভব।

মচ্ছিত্তঃ সৰ্ব্বহুর্গাণি মৎপ্রসাদাৎ তরিশ্যসি ॥ ১৮।৫৮

অন্ত পক্ষে, যে ব্যক্তি তাঁহার এই সংসারচক্রের বা সংসার কৰ্ম্মশালায় অঙ্গুবর্তন না করিয়া, ইহার সুপরিচালনার দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া, কেবল আপনার ইষ্টসাধনে, অর্থসাধনে মনোযোগী, সে ছোট হউক, বড় হউক, ধনী হউক, গরীব হউক, ইতর হউক, ভদ্র হউক, পণ্ডিত হউক, মূর্খ হউক, সে পাপাত্মা। ভগবানের সৃষ্টি উপদেশ,—

এবং অবর্তিতং চক্রং নানুবর্তয়তীহ যঃ ।

অঘামুরিঞ্জিরারামো মোক্ষং পার্থ স জীবতি ॥ ৩.১৬

এই বিশাল কৰ্ম্মশালায় অনেক বিভাগ আছে। ধর্ম্মনীতি, রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, বাণিজ্য, কৃষি, শিল্প, ইত্যাদি ইত্যাদি। আর

ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি, আপন যোগ্যতানুসারে, তাহার কোন না কোন বিভাগে কৰ্ম করিতে নিযুক্ত । ইহাও সেই ঈশ্বরের নিয়ম । যে ব্যক্তি যে বিভাগে নিযুক্ত, যে কার্যের ভার বাহার উপর আছে, তাহাতে “অতিরত” থাকাই (১৮।৪৫) তাহার কৰ্ম—তাহার ধৰ্ম । অতিরত থাকা অর্থাৎ বেগারের মত নয় ; মনের সহিত, হৃদয়ের সহিত তাহা করা ; তাহাতে বার্থবুদ্ধি, শঠতা, খলতা, প্রবঞ্চনা না রাখিয়া করা । একটা বড় কলঘরে, বড় ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের কায যেমন দরকারী, আর একটা সামান্য পেরেক-আটা মিস্ত্রীর কাযও তেমনই দরকারী । সকলেরই কায ঠিক ঠিক না হইলে কল ঠিক চলিবে না । এ সংসার কলঘরেও সেই নিয়ম ।

পুনশ্চ । সহজং কৰ্ম কৌন্তের সদোষমপি ন ত্যজেৎ । ১৮।৪৮

যে যে কৰ্মণ্যতিরতঃ সংসিদ্ধং লভতে নরঃ । ১৮।৪৫

যে কৰ্মের সহিত বাহার জন্ম, তাহা সে ত্যাগ করিবে না । নির্দোষ কোন কৰ্ম নাই । মানুষ আপন আপন কৰ্মে অতিরত থাকিরাই সম্যক সিদ্ধি লাভ করে । স্বধৰ্ম সদোষ হইলেও তাহা পরধৰ্ম অপেক্ষা শ্রেয়স্কর । যিনি স্বভাবতঃ রাজপদের অধিকারী, প্রজাপালনই তাহার স্বধৰ্ম বা সহজ কৰ্ম । তাহা পরিত্যাগপূৰ্ব্বক যে সরাসরি, তাহা সার্বিক ত্যাগ নহে ; পরন্তু তাহা স্বধৰ্ম ত্যাগপূৰ্ব্বক পরধৰ্ম গ্রহণ বাহা স্বপার্থ সার্বিক ত্যাগ, প্রকৃত সরাসরি, তাহা বাহ্য বিষয়-কৰ্ম ত্যাগে নয়, সে ত্যাগ কেবল মনে, আপন হৃদয়ে (১৮ অঃ ৬—১১ শ্লোক দেখ) । এই ত্যাগ যখন হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন সংসারের বার্থাবার্থ চিন্তা আর বুদ্ধিকে কলুষিত করিতে পারে না । তখনই, কেবল তখনই মানুষ হির নিষ্ঠল বুদ্ধিতে যুক্ত হইয়া, তারের স্তম্ভ তুলানিতে ওজন করিয়া, আত্মপরনির্ভরশেষে সকলের কল্যাণ সাধনে,—আত্মবিস্মৃত হইয়া সৰ্বলোকহিত-সাধনে সমর্থ হইবেন ।

ঈশ্বর মহাপুরুষগণই জগতের রক্ষক ও প্রতিপালক । হায় ! আমাদের বাহ্য বৈরাগ্য ধৰ্ম এই সকল মহাপুরুষগণকে, আমাদের কৰ্মক্ষেত্র

হইতে দূরে সরাইয়া তৃত-তরঙ্গর স্রোত বা বিজন কাননে স্থাপন করি-
রাছে ; সংসারের কৰ্ম্মক্ষেত্রে আমাদের পথপ্রদর্শক কাড়িয়া লইয়া আমাদের
বর্ত্তমান দশার হেতুস্বরূপ হইরাছে । এই বাহ্য বৈরাগ্যের প্রতি আমাদের
অনুরাগ অপগত না হইলে, সাংখ্যিক মহাপুরুষগণকে আমাদের নেতৃস্বরূপে
আমরা পাইব না । তদভাবে আমাদেরও কোন উন্নতির আশা নাই ।

(৭) সত্ত্ব—নিষ্ঠা ।

সত্ত্ব নিষ্ঠা—এই দুইটি শব্দ আকারে খুব ছোট বটে, কিন্তু এত বৃহৎ,
ব্যাপক অর্থ বোধ হয় আর অন্য শব্দের নাই । “সত্ত্ব” শব্দটি দর্শন শাস্ত্রের
পারিতোষিক শব্দ । দর্শন শাস্ত্রে সত্ত্ব বলিলে, সাংখ্যদর্শনোক্ত প্রকৃতির তিন
সত্ত্ব—সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ, প্রকৃতির এই তিন ভাব বুঝায় । শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত
এই যে, এ জগতে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম, সূক্ষ্ম বৃহৎ, চেতন অচেতন, বাহ্য কিছু আছে,
তাহা ঐ সত্ত্বের হইতে সমুৎপন্ন ; ৯।১০ টীকা ৩৩৯—৩৪১ পৃষ্ঠা দেখ ।
অতএব বিবিধ বিচিত্র সত্ত্বযুক্ত বহিজগতের বাহ্য কিছু ভাব এবং রাগ ঘেব
সুখ দুঃখাদি অন্তজগতের বাহ্য কিছু ভাব, বাহ্য কিছু আমাদের ইন্দ্রিয়-
গ্রাহ্য, তাহাই সত্ত্ব । আর যাহা তদ্বিপরীত, প্রকৃতির সত্ত্বের বাহ্যে
নাই, তাহাই নিষ্ঠা । ব্রহ্মই সেই নিষ্ঠা তত্ত্ব । সাংখ্য দর্শনের
পারিতোষিক অর্থ লইয়াই শাস্ত্রের উক্তি যে ব্রহ্ম নিষ্ঠা । প্রকৃতির
বিকারজাত রূপ রসাদি বা কাম ক্রোধাদি, বাহ্য জগতে দৃষ্ট হয়, তাহারা
ব্রহ্মের সত্ত্ব বা বিশেষ ধর্ম নহে । তদ্ব্যতীত নিষ্ঠা । নাই প্রকৃতির
সত্ত্বসম্বন্ধ বাহ্যে, তাহা নিষ্ঠা । নিঃ, নাস্তি সত্ত্ব বাহার, একরূপ অর্থ
নহে ; তাহা হইলে, “নিষ্ঠা (শক্তিহীন) ব্রহ্মের প্রকাশনে জগৎ বিধৃত”
“নিষ্ঠা ব্রহ্ম হইতে (সত্ত্বময়) জগতের বিকাশ” ইত্যাদি প্রতিবাকের
অর্থ নাই । ফলতঃ নিষ্ঠা শব্দের পরিবর্তে “সত্ত্বাতীত” শব্দ ব্যবহার
করিলে সহজে অর্থবোধ হয় ।

চতুর্থ পরিশিষ্ট ।

শ্লোকশঃ বিষয়ানুক্রমণিকা ।

প্রথম অধ্যায় ।

সূচনা ।

যুতরাষ্ট্রের প্রশ্ন (১) । সঙ্গের উত্তর (২) । ছর্ষোধন কর্তৃক উত্তর
পক্ষীয় সেনা ও সেনানীগণের বর্ণন (৩—১১) । পরম্পরের অভিমান-
হচক শব্দধ্বনি (১২—১৯) । অর্জুন কর্তৃক সৈন্যদর্শন (২০—২৭) ।
কুলকর সম্ভাবনার অর্জুনের বিষাদ (২৮—৩৯) এবং পরিণাম চিন্তার
আক্ষেপ (৩৬—৪৫) । বুদ্ধত্যাগে তাঁহার নিশ্চয় (৪৬—৪৭) ।

দ্বিতীয় অধ্যায় ।

অর্জুনের কর্তব্যবিমূঢ়তা, ধর্ম্মজিজ্ঞাসা ও
ভগবানের উত্তর ।

ভগবানের উপদেশ—বুদ্ধত্যাগ অশুচিত (১—৩) অর্জুনের কর্তব্য-
বিমূঢ়তা এবং ধর্ম্মনির্ণয়ার্থ ভগবানের পরমগ্রহণ—কর্ম্ম-জিজ্ঞাসা (৪—১০) ।

ভগবানের উপদেশ—ভীষ্মাদির বিনাশ বিবরে অর্জুনের ক্রান্তি দূরী-
করণার্থ সাংখ্যে জ্ঞানোপদেশ (১১—৩০) । জীবাত্মার নিত্যত্ব (১১—১৩) ।
অখণ্ডত্বের অনিত্যত্ব (১৪—১৫) । সদস্য বিবেক (১৬) । আত্মার
স্বরূপাদি (১৭—২৫) । আত্মার অনিত্যত্ব পক্ষে উত্তর (২৬—২৭) ।
জীবের ব্যক্ত ভাব অনিত্য এবং বৃত্তান্তেও তাহার অবিনাশ (২৮) । আত্মার
হৃদয়ের আলোচনা ও বিখ্যা শোকত্যাগের উপদেশ (২৯—৩০) ।

অর্জুনের জিজ্ঞাসার উত্তর (৩১—৫০) । কাম ধর্ম্মহীনসারে যুদ্ধই কর্তব্য ;
কর্ম্মের পক্ষে ধর্ম্ম বুদ্ধ অপেক্ষা আর অস্ত্র শ্রেয় নাই (৩১—৩৭) ।

সুখদুঃখের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া প্রকৃতিগত কর্মোচরণে পাপ হয় না—কর্ম-
যোগের উপক্রমণিকা (৬৮—৬৯)। কর্মযোগের উপকীৰ্ত্তন (৪০—৪১)।
কর্মকাণ্ডী মীমাংসকদিগের দোষ আদর্শন (৪২—৪৩)। বৈদিক বিধির
অপূর্ণতা এবং গীতার অহুমোহিত নীতি (৪৪)। তাহাতে জ্ঞানীর প্রয়ো-
জনাতাব (৪৬)। কর্মযোগের চতুঃশ্রুতী (৪৭)। কর্মযোগের লক্ষণ
৪ তাহা অবলম্বনের আদেশ (৪৮—৪৯)। কর্মযোগ সিদ্ধিতে মোক্ষ
(৫০—৫১)। বুদ্ধির সমতার কর্মযোগ সিদ্ধি (৫২—৫৩)। শিষ্ণু
কর্মযোগীর বিবরণ (৫৪—৭০)। শ্রাক্তী হিত্তি (৭১—৭২)।

তৃতীয় অধ্যায় ।

কর্মযোগের উপযোগিতা-সম্বন্ধে অর্জুনের সন্দেহের মীমাংসা ।

অর্জুনের প্রশ্ন, কর্মত্যাগ ও কর্মোচরণ—হরের কোনটী উত্তম (১—২)।
উত্তর, সন্ন্যাস ও কর্মযোগ দুইটী পন্থার মধ্যে কর্মত্যাগ অপেক্ষা কর্মযোগ
বিশিষ্ট (৩—৮)। আসক্তি ছাড়িয়া বজ্রার্থ কর্ম করিবার আদেশ (৯)।
অগচ্ছারূপে বজ্রার্থ কর্মের উপযোগিতা (১০—১৩)। কর্মচক্রত্যাগীর
জীবন বুঝা (১৪—১৬)। কর্মে স্বার্থ-বুদ্ধি-বিহীন জ্ঞানীর মত নিঃস্বার্থ
বুদ্ধিতে অনাসক্তচিত্তে কর্মকরণে আদেশ (১৭—১৯)। জনকাদির দৃষ্টান্ত,
লোকসংগ্রহের মহত্ব, লোকসংগ্রহার্থ স্বয়ং ভগবানের কর্ম (২০—২৪)।
জ্ঞানী ও অজ্ঞানীর প্রভেদ, নিকামে কর্ম করিয়া অজ্ঞানীকে সন্দোহিতের
আদর্শ দেখাইবার জন্য জ্ঞানীর প্রতি আদেশ (২৫—২৯)। ঈশ্বরে
সমর্পণপূর্বক কর্ম করার আদেশ (৩০)। কর্মযোগ আচরণে যুক্তি,
অনাচরণে বিনাশ (৩১—৩২)। প্রকৃতির নিগ্রহ করা নিষ্ফল (৩৩)।
বিষয়ে রাগদ্বৈষ প্রকৃতির নিয়ম, তাহার বশে না বাইরা স্বস্বাভাব্যে প্রাপ্ত
কর্ম করাই প্রেরক ; পরশ্রম গ্রহণ করাবহ (৩৪—৩৫)।

প্রসঙ্গতঃ প্রথমে কে পাপ করায় ? (৩৬) । উত্তর—কাম, ক্রোধ পাপ করায় ; কাম জ্ঞানকে আবৃত্ত করে (৩৭—৩৯) । ইন্দ্রির সংঘর্ষে কামের ন্যায় (৪০—৪১) । ইন্দ্রিয়াদির প্রেষ্ঠতার ক্রম (৪২) । আত্মদর্শনে কাম ভিন্ন (৪৩) ।

চতুর্থ অধ্যায় ।

কর্মযোগ হইতে জ্ঞান—জ্ঞানযুক্ত কর্ম,—

কর্ম-জ্ঞান-সম্মিলন ।

ভগবানই পূর্বোক্ত কর্মযোগের প্রবর্তক ; ইহাকে আদি রাধাবিগণ তাহা পাইরাহিলেন ; কালক্রমে তাহার বিলোপ এবং ধর্ম-সংস্থাপনের জন্য পুনরুপদেশ (১—৩) । ভগবানের অবতার ; অবতার কেন এবং কখন ? অবতারের কর্মরহস্ত-জ্ঞানে মুক্তি (৪—১০) । যেমন সাধনা, তেমনি সিদ্ধি ; সকাম দেবতা পূজার ফল (১১—১২) । শুণ-কর্ম-বিভাগঃ চতুর্কণের সৃষ্টি ; ভগবানের নির্মিত কর্মের অনুকরণে কর্ম করার আদেশ (১৩—১৫) । কর্ম, অকর্ম ও বিকর্মের ভেদ ; আসক্তি শূন্য কর্মই বর্ধার্য অকর্ম ; তাহাতে কর্মবন্ধন হয় না (১৬—২৩) । অনেক প্রকার লাক্ষণিক যজ্ঞ ; যজ্ঞশীলতার অসঙ্গতি ; যজ্ঞ শব্দের ব্যাপক অর্থ ; জ্ঞানযজ্ঞের প্রেষ্ঠা ; (২৪—৩৩) । ভগবান্নীর নিকটে হইতে জ্ঞানোপদেশ (৩৪) । জ্ঞানের স্বরূপ—ঈশ্বরে সমুদায় দর্শন (৩৫) ; জ্ঞানে কর্মকর (৩৬—৩৭) । কর্মযোগসিদ্ধি হইতে জ্ঞান লাভ (৩৮) । জ্ঞান লাভের উপায়, নিরতিমানিতা, অছা, বিশ্বাস, ইন্দ্রিয়-সংযম (৩৯—৪৩) । অবিদ্যার ইহপরলোকে স্থখ নাই (৪৪) । জ্ঞানযুক্ত কর্মযোগী কর্মকলে বদ্ধ হয় না ; অতএব জ্ঞানযুক্তচিত্তে কর্মযোগ-বুদ্ধিতে যুদ্ধ করার আদেশ (৪১—৪২) ।

পঞ্চম অধ্যায় ।

জ্ঞানে অবস্থিত হইরা কর্ম্যচরণ । অন্তরে
কর্ম্য-সন্ন্যাস—বাহিরে কর্ম্যযোগ ।

সন্ন্যাস শ্রেষ্ঠ কিবা কর্ম্যযোগ (১) ? উত্তর—হরেরই বল এক ; কিন্তু কর্ম্যযোগই বিশিষ্ট (২) । কর্ম্যযোগ ও সন্ন্যাস তত্ত্বতঃ এক (৩—৬) । কর্ম্যযোগীর ইন্দ্রিয়ে কর্ম্য, মনে সন্ন্যাস ; তজ্জন্ত তিনি নির্লিপ্ত, শান্ত ও মুক্ত (৭—১৩) । প্রকৃতির কর্তৃক, তোকৃত ; অজ্ঞানে আত্মাকে কর্তাবোধ (১৪—১৫) । জ্ঞানোদয়ে পুনর্জন্ম বারণ (১৬—১৭) । সিদ্ধ কর্ম্য-যোগীর গুণগ্রাম (১৮—২৪) । সদা সর্বভূতহিতে রত থাকিয়াও তিনি সমাধিহ, ব্রহ্মভূত ও মুক্ত (২৫—২৮) । ঈশ্বরের স্বরূপজ্ঞানে শান্তি (২৯) ।

ষষ্ঠ অধ্যায় ।

ধ্যানযোগ—সর্বত্র আত্ম-দর্শন—ঈশ্বর-

দর্শন, সম-দর্শন—সর্বত্র প্রেম ।

কর্ম্যকলত্যাগী ব্যক্তিই সন্ন্যাসী এবং যোগী, কর্ম্যত্যাগী নহে (১—২) । সাধনাবহার ও সিদ্ধাবহার কর্ত্তে এবং শম অর্থাৎ শান্তিতে কার্য্যকারণ পরিবর্তন (৩) । যোগারূঢ়ের লক্ষণ—আসক্তি ও সঙ্কলত্যাগ (৪) । আত্ম স্বাতন্ত্র্য—পুরুষকার (৫—৬) । জিতেন্দ্রিয় যোগযুক্ত হইলে সমবুদ্ধির শ্রেষ্ঠতা (৭—৯) । ধ্যানযোগ সাধন (১০—২৬) । যোগীর আহার বিহার (১৬—১৭) । যোগযুক্ত অবস্থা (১৮—১৯) । যোগীর সমাধি অবহার স্থখ (২০—২৩) । যোগাত্ম্যাসের ক্রম (২৪—২৬) । যোগীর ব্রহ্মানন্দ (২৭—২৮) । যোগজ দৃষ্টি, সর্বভূতে এক আত্মা, এক আত্মাতে সর্বভূত—যোগী ও ঈশ্বর পরস্পর প্রত্যক্ষ (২৯—৩০) । প্রাণীমাত্র আত্মোপমাধর্শী যোগী শ্রেষ্ঠ (৩১—৩২) । মনোনিগ্রহের কোশল (৩৩—৩৬) । যোগজ্ঞানের

গতি (৩৭—৪৫) কর্ণযোগীর শ্রেষ্ঠতা (৪৬) । তত্ত্বমান কর্ণযোগীর সর্বশ্রেষ্ঠতা (৪৭) ।

সপ্তম অধ্যায় ।

জ্ঞান-বিজ্ঞান-নিরূপণ ।

জ্ঞানবিজ্ঞান প্রস্তাব (১—২) সিদ্ধিলাভে যত্নবান ব্যক্তি অন্ন (৩) । জ্ঞান বিজ্ঞান নিরূপণ । ভগবানের দুই প্রকৃতি—অপরা পরা (৪—৫) । এই দুই হইতে জগতের বিস্তার (৬—৭) । ঈশ্বর সর্ব বস্তুর অন্তরে (৮—১২) । যারার কার্য ও তাহা হইতে উদ্ধারের উপায় (১৩—১৪) । আত্মিক চিন্তে তত্ত্বের অঙ্গুদয় (১৫) চতুর্বিধ উপাসক (১৬) তদ্ব্যখ্য-জ্ঞানী তত্ত্ব শ্রেষ্ঠ (১৭—১৮) । অনেক জন্মে সিদ্ধি (১৯) । প্রকৃতিবশ নরের অনিত্য দেবতা ভজনা; ভগবানই সর্বদাতা (২০—২৩) । ঈশ্বরের যথার্থ স্বরূপ অব্যক্ত; মূর্খে তাঁহাকে ব্যক্তরূপী মনে করে (২৪) । জগৎ তাঁহার যোগমায়াতে আবৃত, তচ্ছব্ত তাঁহাকে জানা যায় না, কিন্তু তিনি সব জানেন (২৫—২৬) । রাগদ্বेषাদি বন্দ্যমোহ দূরীভূত হইলে তাঁহাকে জানা যায় (২৭—২৮) । ব্রহ্ম, অধ্যাত্ম, কর্ণ, অধিকৃত, অধিদেব, অধিবজ্র—এই সমুদায় তাবসম্বিত ঈশ্বরকে জানিলে সিদ্ধি, ঈশ্বরতত্ত্বের মধ্য দিয়াই তাঁহা জানা যায় (২৯—৩০) ।

অষ্টম অধ্যায় ।

বিবিধ সাধনমার্গ এবং গতিভঙ্গ ।

প্রশ্ন—ব্রহ্ম অধ্যাত্মাদি তব কি এবং মৃত্যুকালে ঈশ্বরকে জ্ঞানপথে রাখিবার উপায় কি (১—২) । উত্তর—ব্রহ্ম আদি সমস্ত ঈশ্বরেরই তাবাত্তর (৩—৪) । অস্তিত্বে ঈশ্বর স্বরূপের উপায়, সর্বা তাঁহাকে স্বরূপ-পূর্বক বদধর্মাক্রমণ কর্তব্য করা (৫—৭) । অজ্ঞাত সাধন-প্রণালী ও তাহাদের ফল—দিব্য পুরুষতাবের সাধনা (৮—১০) । অক্ষর ব্রহ্ম সাধনা

(১১—১৩)। ভক্তিসূক্ত কর্ণযোগীর ঈশ্বরলাভ সূক্ত (১৪)। পুনর্জন্ম নিবারণ (১৫—১৭)। ব্রহ্মার দিবসে সৃষ্টি ও রাত্রিতে প্রলয় (১৮—১৯)। জগতের চরম তত্ত্ব ; জীবের পরমা গতি, অমৃত অক্ষর পরম পুরুষ, তিনি অনন্তা ভক্তিলতা (২০—২২)। দেহান্তে জীবের গতি (২৩—২৬)। যোগী এই সকল তত্ত্ব জ্ঞাত ; যোগমার্গ অবলম্বনের আদেশ (২৭—২৮)।

নবম অধ্যায় ।

প্রত্যক্ষ দেবতার সুখসাধ্য উপাসনা—রাজবিদ্যা ।

রাজবিদ্যার প্রসংগ (১—৩)। ভগবানের অপার বোগশক্তি ; ঈশ্বরে জগতে জীবে সম্বন্ধ (৪—৬)। ভগবানের অধিষ্ঠানে প্রকৃতি হইতে জগতের সৃষ্টি ও প্রকৃতিতেই তাহার বিলয় (৭—১০)। নরদেহধারী ঈশ্বরকে অবজ্ঞাকারী মূর্খ এবং আশুরি লোকের অজ্ঞানতা (১১—১২)। দৈবী প্রকৃতিক পুরুষের নানাতাবে ভজনা (১৩—১৫)। ভগবানের সর্বমঙ্গল এবং তাঁহার বিবিধ উপাস্ত ভাব ও রূপ (১৬—১৯)। সকাম যজ্ঞের অনিত্য ফল (২০—২১)। ভক্তের যোগক্ষেম স্বয়ং ঈশ্বরই বহন করেন (২২)। অস্ত্রদেবতাপূজা ও ঈশ্বরপূজা ; তবে যেমন ভাবনা, তেমনি দেবতা, তেমনি ফল (২৩—২৫)। ভগবান ভক্তিদত্ত ফলপুষ্পাদিতেই তুষ্ট ; সর্ব কর্ণ তাঁহাকে অগণ—সুখের সাধনা তদ্বারা মুক্তি (২৬—২৮)। ভগবান্ সকলেরই কাছে সমান, ভক্তি হইলে সকলের সমান সদগতি, ভক্তি সাধনার সকলের সমান অধিকার (২৯—৩২)। সেই ভক্তিমার্গাবলম্বনের আদেশ (৩৩—৩৪)।

দশম অধ্যায় ।

বিদ্বাট প্রকৃতিতে ঈশ্বরদর্শন—বিভূতিযোগ ।

ভগবানের প্রত্যয় জীবজ্ঞানের অতীত। অজন্মা ভগবান্ সকলের আদি—এ জন্ম পাপনাশক (১—৩)। সাধারণভাবে তাঁহার বিভূতি ও

যোগ—তীর্থা হইতেই সকলেরই সমুদয় ভাব, তিনি সকলেরই প্রবর্তক (৪—৬) । ভক্তজ্ঞানীর ভাবসম্বন্ধিত ভাবনা (৭—৮) । ভক্তের প্রতি ভগবানের অনুকম্পা (৯—১১) । বিভূতি-বিতার প্রবণে অর্জুনের প্রার্থনা (১২—১৮) । বিভূতি বর্ণন (১৯—৪০) । সমগ্র জগৎ ঐশী তেজের একাংশমাত্রেরে বিধৃত (৪১—৪২) ।

একাদশ অধ্যায় ।

অর্জুনকে ভগবানের ঐশ্বর্যীয় রূপ প্রদর্শন ।

ভগবানের ঐশ্বর্যীয় রূপদর্শনে অর্জুনের প্রার্থনা (১—৪) । ঐশ্বর্যীয় রূপের বর্ণনপূর্বক অর্জুনকে দিব্য দৃষ্টি দান (৫—৯) । সঙ্গর কর্তৃক বিশ্ব-রূপ বর্ণন (১০—১৩) । অর্জুন কর্তৃক বিশ্বরূপ বর্ণন (১৪—৩১) । কালদৃষ্টি (২৬—৩২) । ভগবানের কর্ণে জীবের নিমিত্ততাব (৩৩—৩৪) । অর্জুনকর্তৃক শুভ এবং ক্ষমা প্রার্থনা, চতুর্ভুজরূপ প্রদর্শনের প্রার্থনা (৩৫—৪৬) । চতুর্ভুজ রূপ প্রদর্শন, পরে মাহুয রূপ প্রদর্শন (৪৭—৫১) । ভক্তি বিনা ঐ রূপ কেহই দেখিতে পার না (৫২—৫৩) । অনন্তা উক্তিভেদে ঐশ্বরকে জানা যায়, দেখা যায় ও তাঁহাতে প্রবেশ করা যায় । ঐশ্বর্যলাভের জন্ত পঞ্চ সাধনা (৫৪—৫৫) ।

দ্বাদশ অধ্যায় ।

ভক্তিমার্গ—জ্ঞানভক্তির তারতম্য ।

প্রশ্ন—ভক্তিমার্গে ঐশ্বরের ব্যক্ত রূপের উপাসনা এবং জ্ঞানমার্গে অব্যক্ত ব্রহ্মের উপাসনা—হৃদয়ের কোন্টী উত্তম (১) । উত্তর—হৃদয়েরই ফল এক, কিন্তু অব্যক্ত উপাসনা ক্লেশসাধ্য (২—৫) । ঐশ্বর ভক্তকে অচিরে উদ্ধার করেন (৬—৭) । ভক্তি সাধনার ক্রম এবং ভক্তি-অঙ্গগত কর্মযোগের শ্রেষ্ঠত্ব (৮—১২) । ভক্তিসিদ্ধ জীবদুস্ত পুরুষের আচরণ (১৩—২০) ।

ত্রয়োদশ অধ্যায় ।

পরম অধ্যাত্ম জ্ঞান ।

কেত্র ও কেত্রজ কহাকে বলে—দেহে ও জীবাশ্মার স্বরূপ (১)
 ভগবানই সর্ব জীবের হৃদয়ে জীবাশ্মা,—জীবে ভগতে জৈবের স্বরূপ (২) ।
 উপনিষদে কেত্র কেত্রজের বিচার (৩—৪) । কেত্র বা দেহের বিবরণ,
 তাহার ধর্ম, উৎপত্তির কারণ ও উপাদান (৫—৬) । জ্ঞান ও অজ্ঞান
 (৭—১১) । জ্ঞের ত্রয় (১২—১৭) । সেই জ্ঞানের ফল (১৮) ।
 প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেক (১৯—২২) । প্রকৃতি-পুরুষযোগে উৎপন্ন সংসারের
 স্বরূপ (২০—২১) । পুরুষের প্রকৃত স্বরূপ (২২) । আত্মজ্ঞান (২৩—
 ২৫) । স্বাবর ভজ্য সর্ব সত্ত্বার এক উপাদান—কেত্র ও কেত্রজ এই
 দুইয়ের সংযোগে সর্ব বস্তুর উৎপত্তি (২৬) । বিনাশী সর্বভূতের অন্তরে
 ভগবান্ অবিনাশী সর্বত্র সম (২৭—২৮) । প্রকৃতি কর্তা, আত্মা অকর্তা
 (২৯) । জৈবের স্বরূপ এবং কেত্র, কেত্রজ, ভূতগণ ও প্রকৃতি, ইহাদের
 তত্ত্বজ্ঞানে মুক্তি (৩০—৩৪) ।

চতুর্দশ অধ্যায় ।

সংসারের প্রকৃতির গুণটৈবচিহ্ন্য ।

প্রকৃতির গুণটৈবচিহ্ন্যের জ্ঞান মোক্ষপ্রদ (১—২) । জৈবের নিরত্ম্বে
 প্রকৃতি-পুরুষযোগে সর্ব বস্তুর উদ্ভব—জৈবের পিতা, প্রকৃতি মাতা (৩—৪) ।
 গুণত্রয়ের ধর্ম ও কর্ম (৫—৮) । সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের ধর্ম (৬—৮) ।
 ত্রিগুণের বিশেষ বিশেষ কার্য্য (৯) । ত্রিগুণের স্বভাব (১০) ।
 বর্জিত সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের কার্য্য (১১—১৮) । গুণবন্ধন
 হইতে মুক্তি, ত্রিগুণমুক্ত পুরুষের আচরণ (১৯—২৬) । ভগবানের
 স্বরূপ (২৭) ।

পঞ্চদশ অধ্যায় ।

পুরুষের সংসার দশা । সংসারাতীত পুরুষ ।

সংসার-অর্থ, ঈশ্বর ইহার মূল (১—২) । ইহার স্বরূপ জীবজানেক অতীত, অনাসক্তিতে ইহার বিনাশ, তদ্বক্ষেপে ঈশ্বরে আত্মসমর্পণের উপদেশ (৩—৫) । পরম পদের বর্ণন (৬) । ভগবানেরই সনাতন অংশ জীব হয়, প্রলয়ান্তে ভোগার্থ জীবের আগমন এবং নিজদেহকে আকর্ষণপূর্বক তৎসহ সংসার-ভ্রমণ ও সংসার-ভোগ (৭—১০) । বিবেকীয় এবং সূক্ষ্ম দর্শন (১০—১১) । আত্ম পুরুষত্ব (১২—১৫) । সংসারের বিবিধ পুরুষ—কর ও অকর (১৬) । সংসারাতীত উত্তমপুরুষ, ঈশ্বর (১৭—১৮) । এই সমুদায়ের জ্ঞানে মানুষের কৃতকৃত্যতা (১৯—২০) ।

ষোড়শ অধ্যায় ।

বিবিধ জীব-সৃষ্টি—দেবতা ও অসুর ।

দৈবী সম্পদ—আদর্শ মনুষ্য (১—৩) । আত্মী সম্পদ (৪) । দৈবী ও আত্মী সম্পদের কার্যভেদ (৫) । বিবিধ জীবসৃষ্টি (৬) । আত্মরিক পুরুষের আচরণ (৭—১৬) । তাহাদের গতি (১৭—২০) । নরকের ত্রিবিধ দ্বার (২১) । তাহা হইতে মুক্ত জীবের গতি (২২) । শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘনের দোষ (২৩) । শাস্ত্রানুসারে কার্য্যকার্য্য নিরূপণপূর্বক তদনুষ্ঠানে আদেশ (২৪) ।

সপ্তদশ অধ্যায় ।

গুণটৈবচিত্ত্য মানুষের প্রকৃতি-টৈবচিত্ত্য ।

শাস্ত্রবিধি ত্রিবিধা প্রকৃতি—তদনুসারে মানুষের স্বভাবের প্রভেদ (১—৩) । আত্মর স্বভাব—তদনুসরণ উপাসনা (৪—৬) । ত্রিবিধ আহার (৭—১০) । ত্রিবিধ বস্ত্র (১১—১৩) । ত্রিবিধ তপস্তা (১৪—১৬) । ত্রিবিধ দান (১৭—২২) । ব্রহ্ম-নির্দেশ (২৩) । ব্রহ্মাদি কর্মে ব্রহ্মনাম (২৪—২৬) । সৎ অসৎ কর্ম (২৭—২৮) ।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

সমগ্র গীতার সার—সমগ্র বেদের সার।

সন্ন্যাসে ও ত্যাগে প্রভেদ কি ? (১)। তদ্ব্যবসায় প্রভেদ কখন (২)।
 ত্যাগসম্বন্ধে মতভেদ ও সে বিষয়ে ভগবানের অভিমত (৩—১২)। কর্মের
 পঞ্চ'কারণ; তাহারাই কর্তা, আত্মা নহে,—এই জানে মুক্তি (১৩—
 ১৭)। কর্মের প্রবর্তক তিন, আশ্রয় তিন (১৮)। জ্ঞানাদির
 ত্রিবিধত্ব (১৯)। ত্রিবিধ জ্ঞান (২০—২২)। ত্রিবিধ
 কর্ম (২৩—২৫)। ত্রিবিধ কর্তা (২৬—২৮)। ত্রিবিধ বুদ্ধি ও ধৃতি
 (২৯—৩৫)। ত্রিবিধ মুখ (৩৬—৩৯)। ত্রিভুবন ত্রিগুণময় (৪০)।
 ব্রাহ্মণাদি চতুর্কর্ণের কর্ম (৪১—৪৪)। স্বকর্মের স্রষ্টা আচরণই ঈশ্বরের
 অর্চনা, তদ্বারা সিদ্ধি (৪৫—৪৬)। পরধর্ম গ্রহণ ভয়াবহ; স্বধর্ম সদোষ
 হইলেও ত্যাগ্য নহে (৪৭—৪৮)। স্বকর্ম্যাচরণ করিতে করিতে যেক্রমে
 সিদ্ধিলাভ হয়, তাহা নিরূপণ (৪৯—৫৬)। ভক্তিসম্বন্ধে কর্মযোগ
 অবলম্বনে আদেশ (৫৭—৫৮)। অহংকার বশে প্রকৃতির গতি রোধ করার
 ইচ্ছা বৃথা (৫৯—৬০)। হৃদিস্থিত ঈশ্বরই সর্ব কর্ম করাইয়া থাকেন,
 সর্বতোভাবে তাঁহার শরণ লইবার আদেশ (৬১—৬৩)। ভগবানের
 অভিমত উপদেশ—একমাত্র আমাতে সমুদায় সমর্পণ কর, আমি তোমার
 পাপমুক্ত করিব (৬৪—৬৬)।

অভক্ত ও তপস্তাবিহীন ব্যক্তিকে গীতাজ্ঞান-কখন নিষেধ (৬৭)।
 ভক্তিপূর্বক গীতা-আলোচনার ফল (৬৮—৭১)। অর্জুনের মোহনাশ
 (৭২—৭৩)। সঞ্জয়ের হৃদে গীতাজ্ঞানের ফলকীর্ণন (৭৪—৭৮)।

গীতা ও বর্তমান ভারতের কর্মজীবন ।

কগলিয়া মহাপুরুষ-বিবেকানন্দ স্বামী ভগবানের উপদেশ বুঝিরাছিলেন। তিনি বর্তমান ভারতের রোগ নির্ণয় করিরাছিলেন। তিনি দিবা দৃষ্টিতে দেখিরাছিলেন যে, ভারতীয় দীক্ষা, শিক্ষা, ধর্ম কর্ম, এক দিন অতি উচ্চ অঙ্গের ছিল বটে, কিন্তু এখন আর তাহা নাই। ভারতবাসীর সর্বগুণ-সমলব্ধত সে পবিত্র হৃদয় আর নাই। বর্তমান ভারত ঘোর তমসচ্ছন্ন। তমো-গুণে আবৃত হইয়া বর্তমান ভারতবাসী দেহের জড়তা, মনের জড়তা, বুদ্ধির জড়তা, জড় হইয়া গিরাছে। জড়তা বা তমোভাব নষ্ট হইয়া রজো-গুণের বিকাশ হইলে পর, সর্বগুণোদয়ের সম্ভাবনা। কোন মহৎ কর্মই অদম্য সাহস, অবিচলিত অধ্যবসার, অবিচ্ছিন্ন চেষ্টা ব্যতীত হয় না। তজ্জন্ত তিনি বর্তমান ভারতে কর্মজীবনের পক্ষপাতী ছিলেন।

অনেকে মনে করেন, কিছু দিন পূর্বে বেশ সুখ ছিল। জমিতে কলস, পুকুরে মাছ, গাছে নানাবিধ ফল, ঘরে ঘরে গাতী—দধি চুই দুত। মোটা ভাত, মোটা কাপড়ের কোনরূপ অভাব ছিল না। স্বভাবতঃ শান্তি-প্রিয়, সর্বগুণী ভারতবাসী মোটা ভাত মোটা কাপড়, পর্ণকূটীর বাস করিরা সুখে ও সন্তোষে কাল যাপন করিত। রজো-গুণী পাশ্চাত্য জাতীরের দ্বার জড়তাদ্বারা পরিভ্রম করিরা বিলাসের সামগ্রী সংগ্রহ করিতে তাহারা চার না।

ইহা ভ্রম। জনের প্রবল আকাঙ্ক্ষা প্রসূত তাহে বর্তমান; কিন্তু দীর্ঘ কাল অলস জীবন যাপন করিরা সব জড় হইয়া গিরাছে, তজ্জন্ত পরিভ্রমের ভরে কেবল এইরূপ মৌখিক সন্তোষের কথা, বৈরাগ্যের কথা।

ভোগৈশ্বর্য্য-সর্বস্ব বিদেশীয়েব সংসর্গে আমাদের সেই প্রসূত ভোগ-লালসা এখন জাগিরাছে; কিন্তু বন্ধারা ভোগের সামগ্রী আসিবে, তাহা আমরা হারা হইরাছি। পরিভ্রম, সাহস, উচ্চস, অধ্যবসার, মনবুদ্ধির চালনা,—

এ সব গিরাছে । ভোগ আসিবে কোথা হইতে ? হৃদয়ে রাজসিক আকাঙ্ক্ষা প্রবল, ভোগের চিন্তার দিন বামিনী হৃদয় অধিকৃত ; কিন্তু পরিশ্রমের ভরে মুখে সাধিক বৈরাগ্যের কথা, ত্যাগ সন্তোষের কথা । ইহা মিথ্যাচার—কপটতা ।

কর্মেজিরাণি সংসম্য ব আন্তে মনসা শ্রবন্ ।

ইজিরাধান্ বিমুচ্যাম্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে ॥৩.৬

ইহারই কল, অন্নের অভাব, বস্ত্রের অভাব, স্ত্রী-পুত্র-কন্যার উপযুক্ত ভরণ-পোষণাদির উপযোগী অর্থের অভাব, দীন মলিন বেশ, দুর্বল জীর্ণ দেহ । হেঁড়া কাপড়, মলিন বেশ, খালি পা, ইত্যাদি নিরহকারিতা নহে ; এ সকল সঙ্ক-গুণের পরিচায়ক নহে, রজোগুণেরও নহে ; পরন্তু তমোগুণের অবশ্যস্বামী কল । নির্মলতা সঙ্ক, কিটুকিটে তাব রজঃ আর মলিনতা তমঃ ।

আবার, আমরা যে অন্ন (মোট ভাত মোটা কাপড়ে) সন্তুষ্ট এ কথাও মিথ্যা । যেটা অন্ন আমাদের হয়, যেটা আমাদের একতারে আছে, সেটাতে বৈরাগ্য নাই । এক হাত জমির জন্ত দুর্বল ভ্রাতৃ-বন্ধু-আত্মীয়-প্রতিবেশীর সহিত বিবাদ করিতে, এবং সুযোগ পাইলে তাহা আত্মসাৎ করিতে, পশাৎ পদ হই না । নিজের বথেষ্ট সঙ্গতি থাকিলেও, এমন কথা মনে আসে না যে, আমার বথেষ্ট আছে, আর চাহি না ; অমুক গরীব, তাহার হটক । কিন্তু তথাপি বলি, আমরা ধর্ম-প্রাণ ; ত্যাগ সন্তোষ আমাদের প্রকৃতিগত । যেটা একতারে আছে, তাহাতে অহরাগ, আর যেটা একতারে নাই, সেটাতে বিরাগ,—ইহা ক্রীষতা । ইহা সঙ্ক গুণ নহে । ইহা যোর তমঃ ।

যোর ভমে আচ্ছন্ন হইরা আমরা ভুলিরা গিরাছি যে, এই জগৎ কর্মের স্থান । আমরা কর্মক্ষেত্রে কর্ম করিতে আসিরাছি ; এখানে যে যেমন কর্ম করিবে, সে তদুপযুক্ত স্থান প্রাপ্ত হইবে । “জীবন” মানে কর্ম, আর “মৃত্যু” মানে কর্মের বিরাম । যোর তমোগুণের প্রভাবে আমরা এখন নিজস্বপক্ষে অলস জীবন বাগন করাকে প্রকৃত সুখ, প্রকৃত শান্তি মনে করি ।

যে কোন উপায়ে হউক, কিছু অর্থ সংগ্রহপূর্বক, দাম দাসীর দ্বারা সর্ববিধ
সামগ্রিক কর্ম করাইয়া, নিজে মপরিবারে নিজামতে সমরাস্থিগত
করাইকেই, আমরা বাহাছরি বা বাবুগিরি বা বহুস্ত্র জীবনের মত কাব মনে
করি। কিন্তু গীতা বলে “অজান, আলস্ত, প্রমাদ ও মোহ—এগুলি
ভ্রমোপশয়ের বল” (১৪।১৩)। সুতরাং যে অলস তাহার জ্ঞান লাভের
সম্ভাবনা নাই, যে অলস, পদে পদে তাহার মোহ, পদে পদে তাহার
ভ্রান্তির সম্ভাবনাই অধিক। যে অলস, তাহার উর্ধ্ব গতি অর্থাৎ কোমলগ
উন্নতি নাই। ১৪।৬—১৮শ শ্লোকে ভগবানের বিবরণ দেওয়া। আলস্তই
সর্ব অনর্থের মূল। যে পরিশ্রমী তাহার অন্ত অনেক দোষ থাকিলেও,
এক দিন তাহার উন্নতির আশা আছে ; কিন্তু যে অলস, যে নিষ্কর্ম বাবু,
তাহার কোনরূপ উন্নতির আশা নাই। হুঃখ দারিত্র্যের অনেক কারণ
থাকিতে পারে, কিন্তু আলস্তই সর্বপ্রধান।

আমাদের আলস্তের ফলে আমাদের বর্তমান দশা কি হইয়াছে, তাহা
তাব দেখি, শরীর লিহরিয়া উঠিবে। আজ যদি কার্পাসজাত বস্ত্রাদির
বিদেশ হইতে আমদানী বন্ধ হয়, তবে কাঁল আমরা উলঙ্গ ; আমাদের
জননী, পত্নী, ভগ্নী উলঙ্গিনী। কি সর্বনাশ। তথাপি বাবু সাজিবার
আশা আমাদের বোল আনা। কিমান্তর্য্য মতঃপরম্।

ভগবান্ এই অলস, কর্মশূন্য জীবনের ঘোর বিরোধী। তিনি উক্তকর্তে
বলিতেছেন,—না তে সঙ্গোহকর্মণি (২।৪৭) অকর্মে ভোমার প্রকৃতি
না হউক। নিরতং কুরু কর্ম স্বং কর্ম জ্যায়ো হকর্মণঃ (৩।৮)। সর্বদা
কর্ম কর ; অকর্ম অপেক্ষা কর্মই ভাল।

এবং প্রবর্তিতং চক্রং নানুবর্তয়তীহ যঃ।

অদ্যাবুরিহিরামমো মোদং পার্থ স জীবতি ॥ ৩।১৬

যে যত্নপূর্ণি কর্মচক্রে অদ্যবর্তন করে না, সে পাপাত্মা ; তাহার জীবন
যুখা। সর্বজ্ঞানবিমূঢ়াং তান্ বিদ্ধি মর্ত্যম্ অচেতনঃ (৩।৩২)। তাহাদের

কোন জ্ঞান নাই, তাহার মূর্খ এবং নষ্ট হইয়াছে জানিও । অপিচ, এই কর্মক্ষেত্রে, উক্রেৎ আত্মনাশ্বানম্ (৬।৫) । আপন উদ্ভবে আপনার উদ্ধার কর । অস্ত্রের মুখ চাহিও না ; আপনার পারে তর দিয়া আপনি চল ; পরিশ্রম, সাহস, অধ্যবসার অবলম্বন কর । তবে তোমার উদ্ধার— অর্থাৎ সর্বতোমুখী উন্নতি হইবে ।

আবার, “উক্রেৎ আত্মনাশ্বানম্” কেবল এইমাত্র বলিয়াই ভগবান্ আপনার উপদেশ শেষ করেন নাই । কাহার কোন কর্ম করা উচিত সে বিষয়ে বলিতেছেন—

শ্রেরান্ স্বধর্মো বিত্তগঃ পরধর্মাৎ স্বকৃষ্টিতঃ । ৩।৩৫, ১৮।৪৭

সহজং কর্ম কোন্তের সদোষমপি ন তজ্যেৎ । ১৮।৪৮

কিরূপ বুদ্ধিতে কর্ম করিতে হয়, সে বিষয়ে বলিতেছেন,—

যোগহঃ করু কৰ্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্তা ধনজয় । ২।৪৮

* * * অসক্তঃ সততং কার্যং কর্ম সমাচর । ৩।১৯

তদর্থং (বজার্থ) কর্ম কোন্তের মুক্তসঙ্গঃ সমাচর ॥ ৩.৯

মরি সর্ক্সাণি কর্ম্মাণি সংস্রভাধ্যাত্মচেতসা ।

নিরাশী নির্মমো ভূষা যুধায * * * ॥ ৩।৩০

* * * সর্ক্সেবু কালেবু মাম্ অক্সয়র যুধা চ । ৮।৭

এবং পূর্বোক্ত ভাবে কর্ম করা যে আমাদের সংসারমার্গে এবং মোক্ষ-মার্গে—উভয় মার্গেই শ্রেয়স্কর, তাহাও স্পষ্টতঃ বলিতেছেন,—

* * * এব (বজ কর্ম) বো হৃদ্বিষ্টকামধুক্ । ৩।১০

বজাশিষ্টামৃতভূজো বাস্তি ব্রহ্ম সনাতনম্ । ৩।৩১

অসক্তো হাচরন্ কর্ম পরম্ আপ্রোতি পুরুষঃ । ৩।১৯

যে যে কর্মভতিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ । ১৮।৪৫

এইরূপ আরও অনেক উপদেশ বাক্য আছে । সে সমুদায় মোক উদ্ধৃত করিয়া গ্রন্থকলেবর বৃদ্ধি করা অসম্ভব । দ্বিতীয় অধ্যায় ৪৮—৫৩ শ্লোক,

সমগ্র ভূতীর, বোদ্ধ, সপ্তদশ অধ্যায় এবং অষ্টাদশ অধ্যায় ৪—১০, ২৩—২৮, ৪১—৪২, ৫৬—৬৬ শ্লোক বিশেষ ভাবে জটব্য ।

এই সকল বাক্যের সাধারণ এই,—তুমি যে ভাটীর, যে বণীর, যে দেশবাসী হও না কেন, তগবান্কে সর্বদা মনে রাখিয়া বুদ্ধিযোগ অবলম্বনে, যে বিষয়ে তোমার অধিকার আছে, তাহা করিয়া যাও । তদ্বারাই সিদ্ধিলাভ করিবে ; ‘নিবেদন’ ১৥৮/০ এবং ১৮/০ পৃষ্ঠা জটব্য । যে কর্মের সঙ্গে তোমার জীবনের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, তাহা সমোষ হইলেও, ত্যাগ করিও না । সংসারে নির্দোষ কর্ম নাই । গুণকর্ম্মাহুসারে চাতুর্কর্ম্ম্যোর সৃষ্টি (৪।৪৩) অতএব সত্যের দৃষ্টিতে, ব্রাহ্মণের কর্ম্ম ভাল, আর সুচিত্র বা মেধরের কর্ম্ম মন্দ, এমন কিছু নয় । যদি ঠিক তদ্ব বুদ্ধিতে করা হয়, তবে পারমার্থিক ফল সকলেরই সমান । ভাল-মন্দ-ভেদ বাহ্য দেখা যায়, তাহা কেবল লৌকিক হিসাবে ।

ইংরাজ বীর নেলসন্ ইংলণ্ডের মঙ্গল কামনার বলিয়াছিলেন, England expects every man to do his ‘duty.’ ইংরাজ সে কথা শুনিরাছে । ফলে রাজত্বী লাভ করিয়াছে । আর কৃষ্ণ বলিতেছেন, বুদ্ধিযোগ অবলম্বন পূর্বক আমাতে চিত্ত সমর্পণ করিয়া (১৮।৫৭) স্বধর্ম্ম পালন কর (৩।৩৫) । তদ্বারা সিদ্ধি লাভ করিবে (১৮।৪৫) । কিন্তু আমরা শ্রীকৃষ্ণের সে কথার কর্ণপাত করি নাই ও করিতেছি না । বোধ হয় পরিশ্রমের ভরে এবং বিলাস-বার্ধের মোহে । ঠিক ঠিক কর্তব্য পালন করিতে হইলে, বিলাস ত্যাগ করিতে হয়, বার্ষ ত্যাগ করিতে হয়, পরিশ্রম করিতে হয় । কিন্তু ইহা সত্য যে, উত্তমহীনের, বলহীনের যেমন লক্ষী লাভ হয় না, তেমনি ঐশ্বর লাভও হয় না । “নায়ন্ আত্মা বলহীনেন লভ্যঃ” (কঠ) । আমাদের লক্ষীশ্রী গিরাছে, লক্ষীকাত ঐশ্বরও গিরাছেন । যেখানে লক্ষী থাকেন না, সেখানে লক্ষীকাতও থাকেন না ।

যে দিন হইতে পাশ্চাত্য জাতির সহিত সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছে, সেই দিন হইতে আমাদের মোহ নিজার ব্যাঘাত হইয়াছে । বহু শতাব্দীর

তমোনিশা ধীরে ধীরে সরিরা বাইতেছে । রজো দেখা দিতেছে । চেষ্টা, উত্তম, সাহস, ধীরে ধীরে জাগিতেছে ।

বিদেশীরের ঐশ্বর্য দেখিরা আমাদের ঈর্ষা জন্মিতেছে । কিন্তু যদি ঐ ঈর্ষার মোড় (গতি) কিরাইতে পারি ; যদি তাহাদের ঐশ্বর্যের প্রতি ঈর্ষা না করিরা, যে শুণে তাহারা ঐশ্বর্যের অধিকারী হইরাউক, সেই শুণের প্রতি ঈর্ষা করিতে পারি, সেই শুণগ্রাম অর্জনের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইতে পারি, তবেই আমাদের মহালাভ । ক্লব্যং মানস গমঃ পার্থ ! ভগবানের এই মহাবাক্যী স্মরণপূর্বক ক্রীবতা ছাড়িরা, আলস্য ছাড়িরা, “হৃদয়ের ক্ষুদ্র দৌর্বল্য ছাড়িরা” (২।২) উখিত হইতে পারি, তবেই আমাদের মহালাভ । সত্যের সহিত, জ্ঞানের সহিত, সাহস ও উত্তমের সহিত উখিত হইলে সব বাধা সরিরা বাইবে । আর জ্ঞানের সহিত সংগ্রামে পরাজিত হইলেও ক্ষতি নাই । পরিণামে নিশ্চয়ই মহৎ কল্যাণ । হতো বা প্রাপ্যসি স্বর্গং ।

যদি বল, তাহারা মহাশক্তিশালী, কিন্তু আমরা সর্বরূপে হীন, দুর্বল । মিথ্যা কথা । তুমিও সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের সনাতন অংশ (১৫।৭) । তোমার সব জানা আছে, তোমাতে অনন্ত শক্তি আছে । জ্ঞানস্বরূপ, শক্তি-স্বরূপ ভগবান্ তোমার হৃদয়ে (১৩।১৭) । তামসিক মোহে মুগ্ধ হইরা তোমার হৃদয়ের দেবতাকে বাহিরে আনিরা, আকাশের পরপারে সরাইরা দিরা, তুমি ভুল করিয়াছ । তুমি দেবদর্শনের জন্য কান্দে, বৃন্দাবন, ত্রীক্ষেত্র গমন কর ; সেখানে মন্দির মধ্যে দেবদর্শনের কামনা কর এবং দর্শন না পাইরা পেশাদার পাণ্ডাকে কিঞ্চিৎ অর্থ দিরা মনের কোঁত মিটাইরা লও । কিন্তু সে দেবতা যে তোমার হৃদয়ে । “এব তে আত্মা অন্তঃ হৃদয়ে” । অন্তএব বাহিরে খুজিলে কি হইবে ? নিজে হৃদয়ে তাঁহার অনুসন্ধান কর । অকপটে হৃদয়ের হরার খুলিরা দাও । বার্থবোধ, কাম, ক্রোধ, লোভ, পরিহার কর ; হিংসা, ঘেঁষ, ঘৃণা, ঈর্ষতা, কণ্টতা, মিথ্যাচার ভুলিরা দাও । তোমার জ্ঞানের আলোক প্রৌজল হইরা উঠিবে ; সেই আলোকে হৃদয়ের

দেবতার মর্শন পাইবে ; দিয়া জ্ঞান, দৈবী শক্তি লাভ করিবে । বার্থযোধ,—
কাম ক্রোধ মোতই আমাদিগকে চরল করে, আমাদের জ্ঞানকে নষ্ট
করিয়া দেয় ।

বিদেশীর প্রতি তুমি ঈর্ষা করিলে চলিবে কেন ? যখন তুমি নিশ্চিন্ত,
অলস ভাবে পারের উপর পা দিয়া বসিয়া থাকিরাছ, তখন বাহারা বদেশের
স্বাভাবিক মঙ্গলের জন্য প্রাণের মারা, অর্থের মারা না করিয়া, সাত সমুদ্রে,
তের নদীতে ডালিয়া বেড়াইরাছে ; দেশে বিদেশে, সমুদ্রে পর্বতে, নিঃস্বার্থ
ভাবে জীবন বিসর্জন দিরাছে । তাহাদের বংশধরেরা আজ সন্তান
ঐশ্বর্যের অধিকারী । তুমি ঈর্ষা কর কেন ? দেখ, কৃপণাঃ কলহেত্তবঃ ।
বাহারা কলহেত্তবঃ—স্বার্থপর, তাহারা কৃপণ (২।৪২) । তাহারা ই স্বার্থ
শীন, কুদ্রাশর । তোমরা কখন আপনার স্বার্থ বিলুপ্ত হাড়িতে পার
নাই, মহৎ মঙ্গল লাভে সমর্থ হইবে কিরূপে ? যে পরার্থ কর্ম করে না,
তাহার কোণাও সুখ নাই (৪।৩১) ।

পুনশ্চ, তুমি তাহাদের ঐশ্বর্য দেখিরা ঈর্ষার বলিয়া থাক, তাহারা
অভাবানী ; আর তুমি প্রকৃতির অঙ্গুলে আহার নিজে মৈথুনমাত্র সমাধা
করিয়া, স্বার্থের মোতে গা ডালাইরা, মনে মনে অহঙ্কার কর, যে তুমি
বড় আত্মজানী । কি বিফলনা ।

অনেকে বলিতে পারেন, পূর্ব পুরুষেরা যে ভাবে চলিয়াছিলেন,
বিদেশীদের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতার কর্মজীবন বাগন করিতে হইলে, এখন
ঠিক সে ভাবে চলা যায় না । কর্মক্ষেত্রে আত্মরক্ষা করিতে হইলে ধর্মহানি
হয় ; আর ধর্মরক্ষা করিতে হইলে কর্মক্ষেত্রে হঠিরা আসিতে হয় । বর্ত-
মানে আমাদের এই দশা । এ সমস্তার মীমাংসা কোথায় ?

অর্জুনের মত ভগবানের শরণাগত হও, সকল সমস্তার মীমাংসা
হইবে । পুরাতন পথেই যে চলিতে হইবে, এ জ্ঞান অকৃত্য । দেবতাবা-
পর ধার্মিক মহাপ্রাণের ধর্ম জীবনের বাহা আদর্শ চিত্র, ১৩ অঃ ১—৩

শ্লোকে তাহা চিত্রিত হইরাছে । পাঠকগণ মনোযোগপূর্বক তাহা একবার অনুধাবন করিবেন । হৃদয়ের পবিত্রতা, সত্যনিষ্ঠা, অহিংসা, অক্রোধ, দয়া, স্বার্থত্যাগ, মোক্ষত্যাগ ইত্যাদি ২৬টি তাহার লক্ষণ । ঐ সকল গুণগ্রাম লাভ হইলে তবে ধর্মমণ্ডলে প্রবেশের অধিকার জন্মে । ধর্মপথে চলিতে হইলে সেই সকল গুণ লাভ করিতে হইবে । ধর্ম নিত্য—সত্য । তোমার লৌকিক আচার বিচার, তাহার বাহ্য আবরণ মাত্র ; ধর্মমণ্ডলে প্রবেশের পথ মাত্র । পরিবর্তনশীল জগতে সেই পথের, সেই আবরণের পরিবর্তন অবশ্যজ্ঞাবী । সমরোপযোগী পথের অনুসন্ধান কর । সত্যই তোমার লক্ষ্য । যদি সত্য ভ্রষ্ট না হও, তবে পথের পরিবর্তনে কোন দোষ হইবে না ।

তোমার জাতি এবং ধর্ম এখন তোমার আচার বিচারে এবং এক প্রকারে প্রায়শঃ তোমার ভাতের হাঁড়িতেই আবদ্ধ । কিন্তু যাহা সত্য ধর্ম, তাহা তোমার আচার বিচার, আহার বিহারের গভীর মধ্যে আবদ্ধ নহে । সেই গভীর, সেই আবরণের বাহা সার, তাহা হৃদয়ের পবিত্রতা । তদন্তাবে তাহা অসার ছোবড়া মাত্র । তোমরা এখন এই ছোবড়ামাত্র লইয়াই যুদ্ধ । আচার বিচারের কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম হইলেই এখন হিন্দুর জাতি যায়, ধর্ম যায় । কিন্তু মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, হিংসা, ঘেব, মোত, স্বার্থপরতা, ব্যতিচার ইত্যাদি সহস্র দোষেও তাহার ধর্ম নষ্ট হয় না, হিন্দুত্ব যায় না । নীতির দৃষ্টিতে ইহা নিশ্চয়ই মিথ্যা । হিন্দু সমাজ যতদিন সে দিকে লক্ষ্য না করিবে, ততদিন তাহা সারশূন্য ছোবড়াই থাকিবে । যদি বর্ধাধ ধর্মনীতির অনুগমন করিতে না পারা যায়, তবে অন্তঃসারশূন্য ছোবড়ার আপনাকে আবৃত করা বুধা ; এবং সেই ছোবড়ার খাঁতিরে প্রকৃতির অসংরূপ রাজনীতি, অর্থনীতি ও শ্রমনীতি ত্যাগ করা মহাভুল । আগে পাঁসটুকু বহু রক্ষা কর ; তারপর ছোবড়া । বা' রাখিতে পার, তাই ভাল । প্রকৃতিং বাস্তি তুতানি । প্রকৃতির প্রতিকূলে যাইবার চেষ্টা

বুধা। তুমি তোমার বিনাশ অবশ্যভাবী। ব্রাহ্মণবল—ধর্মশক্তি, কল্লিরবল—রাজশক্তি, বৈশ্যবল অর্থশক্তি এবং শূদ্রবল শ্রমশক্তি—ইহারা প্রত্যেকে প্রত্যেকের সহায়। দেশের এই চতুরঙ্গ বলের মধ্যে একটি বলেরও হ্রাস হইলে তাহার পতন নিশ্চিত। এই চতুরঙ্গ বল লইয়া যদি তুমি কালের সঙ্গে বাইতে না পার, তুমি পশ্চাতে পড়িয়া থাকিবে। তবে সেই কালের সঙ্গে বাইতে হইলেই যে, তোমার যেতাননা বিবাহ করিতে অপবা ব্রাতী বিক্ খাইতে হইবে, এমন কিছু নয়। ইচ্ছা থাকিলে সর্বত্রই সাবিকতা এবং জাতীয়তা রক্ষা করা যায়।

যদি বল, প্রাচীনের তুলনায় বর্তমান যুগনীতি খুব খারাপ। কিন্তু যে কালে তুমি জন্মিরাছ, সে কালের যুগনীতি, তাহার কর্ম, যে তোমার “সহজ”; তাহার সচিত তোমার জন্ম। সহজ কর্ম সন্দোষ হইলেও তাহা ত্যাগ করা অসুচিত। ত্যাগ করিলে তোমার পতন নিশ্চিত। আর তুমি কি করিয়া নিশ্চয় জানিলে যে এ কালের যুগনীতি বড় খারাপ। কাল তোমার গড়া নয়। কাল বাহার একতরে, তিনিই জানেন কোন কর্ম কোন কালে ঠিক। যে কালে, যে কালের সঙ্গে তুমি জন্মিরাছ, তুমি সেই কর্ম, জ্ঞান ও সত্যের প্রতি সদা দৃষ্টি রাখিয়া, যুক্ত চিন্তে করিয়া যাও। তাহাই তোমার ধর্ম, তাহাই তোমার কর্ম, তাহাই তোমার ঈশ্বরার্চনা।

শেষ কথা ভারতের বর্তমান অবস্থা অসঙ্গল, হঃখ দাক্ষিণ্য দেখিয়া হতাশ হইও না। এই অসঙ্গলের মধ্যেই মঙ্গলের বীজ অকুরিত হইবে। অসঙ্গলের শীতনে সুস্কর্ণের নিদ্রা ভঙ্গ হইবে। ওমঃ দূর হইয়া রজ আসিবে। পশু চলৎ-শক্তি পাইবে। চলৎশক্তির উদয় হইলে কর্মশক্তি, শূদ্রবল আগরিত হইবে। পবিত্র কর্মশক্তি আগরিত হইলে পরে, ক্রমশঃ অর্থশক্তি বা বৈশ্যবল, রাজশক্তি বা কল্লিরবল এবং ধর্মশক্তি বা ব্রাহ্মণ বল উন্নত হইবে। তবে আবার দেশে চতুরঙ্গ বলের আবির্ভাব হইবে। আধিতোতিক বল ও আধ্যাত্মিক বল—উভয় বলের সম্মিলন হইলে,

তবে সেই প্রাচীন গৌরব কিরিতা আসিবে। প্রভু হে! কবে আমার তোমার মহান ধর্ম্মে দীক্ষিত হিন্দুদেশ “চতুরঙ্গ বলে” সজ্জিত হইয়া “স্বকর্ম্ম-বারা তোমার অর্চনা” করিবে।

—•—

পারিবারিক জীবনে সাধনা।

সমস্ত ভূতের হৃদয়ে, অর্জুন।

থাকিয়া ঈশ্বর আপন মায়ার

সংসারের চক্রে সমারুত জীবে

দিবস যামিনী ভ্রমণ করার।—গীতা ১৮।৬১ ॥

ভগবদ্রূপদ্বিষ্ট সাধনভয়ের স বিশেষ আলোচনা করিবার অধিকার আমার নাই, উদ্দেশ্যও তাহা নহে। পারিবারিক জীবনের মধ্যে থাকিয়াই যে তাবে আত্মোন্নতি করা যায়, গীতার সে বিষয়ে অনেক উপদেশ আছে; এবং কোন ভাবদর্শী মহাত্মার কৃপায় সে বিষয়ে আমি কথঞ্চিৎ উপদেশ পাইয়াছিলাম। সেগুলি লিপিবদ্ধ রাখিলে অস্তের না হউক, অন্মার নিজেরই এক দিন না এক দিন কোন উপকার হইতে পারে। সেই আশায় এই কম পৃষ্ঠা লিখিলাম।

আগে দেখা উচিত যে, আমার বর্তমান অবস্থা কি? রোগ ঠিক না, বুদ্ধিতে ঔষধ ঠিক হয় না। আমি কি ভালবাসি? আমি ভালবাসি টাকা, আমি ভালবাসি স্ত্রী পুত্রাদি, আমি ভালবাসি নাম বল মান সম্মান। আমি ভাবি, আমি বড় বুদ্ধিমান, আমি বড় সুবিচারক, আমার চাল চলন ধর্ম্ম-বিশ্বাস ইত্যাদি নির্দোষ; সকলে আমার অসুবর্তী হউক। আমি নিজের দোষ দেখি না, কিন্তু পরের দোষ বেশ দেখি। আমি বার্থের খাতিরে মিথ্যা কথা বলিতে, বিশ্বাস হনন করিতে, প্রবলের অবস্থা ভাঙনা করিতে, দুর্বলকে পীড়ন করিতে বিধা করি না। আমি সুখে সহস্রবার ঈশ্বরের

নাম করি, প্রাতঃ সন্ধ্যার নাম জপ করি, কিন্তু অন্তরে ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না। তাঁহার কোন খোঁজই রাখি না। আমার অপর লোকে, বিনিষ্টিক আমারই মত বিশ্বাসহীন, যদি বলেন যে, তিনি ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন না, তবে আমি তাঁহাকে নাস্তিক বলিয়া নিন্দা করি ; কিন্তু বখাৰ্খপকে আমিই মিথ্যাবাদী তত্ত্ব, তিনি স্পষ্ট সত্যবাদী সরল। শ্রী পুস্ত্যাদির প্রতি আমার অরণ্য অহুসাগ, ইন্দ্রিয়হুখে কদৰ্য্য লালসা, সাংসারিক সুখসুখ-তার জন্ত জীবন উৎকর্ষা এবং জীব্য পরচর্চা আমার অঙ্গের ভূষণ। আমি গৃহিনীর মত লোভী, শূণ্যালের মত দূৰ্ভ, সুবিকের মত অনিষ্টকারী, চটকের মত রতিশ্রিয় এবং জোঁকের মত শোষক। আমার হৃদয় অধর্মের আন্তাকুড় কিন্তু বাহিরে আমি সাধু। আমি অন্তরে বাহ্যকে স্তব্ধ করি, চক্ষুঃলজ্জার খাতিরে অথবা বার্ষের পাতিরে, বাহিরে তাঁহাকে নমস্কার করি। আমার শঠতার অন্ত নাই। হি! হি! আমি নিজের নিকট অবিখ্যাসী, আত্মীয় বন্ধুর নিকট অবিখ্যাসী, সমাজের নিকট অবিখ্যাসী ; আমি সমগ্র মানব জাতির নিকট অবিখ্যাসী।

• এই আমার প্রকৃত দশা। আমি কুক বাসনা-সাগরের উত্তাল তরঙ্গে দিনযামিনী হাবু ভুবু খাই, আর হুঃপ বটে ব্যাধি লোক অতাব অনাটন হত্যাণ্ড তর প্রভৃতির ডাড়নার জর্জরিত হইরা কাল কাটাই। যত অনন্তোব আমার অন্তরে কিন্তু আনন্দময় ভুবন আমার হৃদয়ের বাহিরে।

কিন্তু কেন এমন হইল? যে বাহ্যকে ভালবাসে, সে ক্রমশঃ তাহারই মত হয়। যে মাটি ভালবাসে, সে মাটি হয়; আর যে দেবতা ভালবাসে, সে দেবতা হয়। আমি অন্ধ ভালবাসি। অর্থ, শ্রী, পুস্ত্য, নাম রূপ ইত্যাদি ইহারা কি অন্ধের বিকার নয়? সেই অন্ধে নিমজ্জিত থাকিয়া, আমি অন্ধ হইরা পড়িয়াছি। আমি ভালবাসি অন্ধ, অর্থ শ্রী পুস্ত্য নাম, রূপ—বাহ্যদের আমি আরাধনা করি, এ সব অন্ধ। আমার পান ভোজন অন্ধ, তাবনা

জড়, ধ্যান ধারণা জড়, উপাসনা জড়; আমি বথার্থই জড়োপাসক পৌত্তলিক; ঈশ্বরের নাম কেবল আমার মুখে। ও! আমি কি ভণ্ড!

কিন্তু সত্য সত্য আমি জড় নহি। এ জগৎটাও সত্য সত্য জড় নহে। আমি যে সচ্চিদানন্দময়ের অংশ। এবং জগৎটাও চৈতন্যময়ের প্রকৃতি; স্বয়ং চৈতন্যই আত্মলীলার অংশত অন্নবিস্তর ঘন হইয়া জগৎ হইয়াছেন, চেতন অচেতন সব হইয়াছেন। তিনি যে আমার হৃদয়ে। তবে হার! এখন জড়ের ভাবে আমি নিতান্ত অতিভূত; জড়ের কলঙ্ক—পাপের কালিমার, আমার হৃদয় কালিমাখা; তাহাতে এখন আর চৈতন্যের আভাস ফোটে না। এখন সে হৃদয়ে আছে ঘোর অন্ধকার, ঘোর অজ্ঞান, ঘোর পাপ; আর আছে সেই পাপের সহচর—অবিশ্বাস, সংশয়, লালসা, ক্রোধ, ঘেব, হিংসা, ভয়, ভ্রম, উদ্বেগ, আশঙ্কা, আত্মবিশ্বাস। ইহারা আমার ব্যাকুল হৃদয়কে অধিক ব্যাকুল করিয়া সেই অন্ধকারের মাত্রা বাড়াইতেছে।

প্রকৃতির নিয়ম এই যে, যে কোন বস্তু, সদস্য যে কোন ভাব, হৃদয়কে উদ্বেলিত করে, তাহাই মনের অন্ধকার—পাপের মাত্রা বাড়াইয়া দেয়। কোথাও কিছু লোকসান হইল, হৃৎখে হৃদয় আলোড়িত হইল, অমনি মনের অন্ধকার—পাপের মাত্রা বাড়িয়া গেল। কোথাও কিছু লাভ হইল, আবার আনন্দে হৃদয় আলোড়িত হইল, অমনি অন্ধকারের মাত্রা আবার কিছু বাড়িয়া গেল। কেহ কিছু অপরিচরণ করিল, ক্রোধে হৃদয় ভরিয়া গেল, পাপের মাত্রাও বাড়িয়া গেল। যখনই কাহারও প্রতি ঘেব করি, হিংসা করি, ঘৃণা করি, তখনই পাপের মাত্রা বাড়িয়া যায়। আবার যখন সুখ-দুঃখ-নাম-বশের জন্ত উৎকণ্ঠিত হই, যখন বিজ্ঞা-ধন-মানের মোহে গর্ভিত হই, যখন অন্যের অপকর্ষ আর নিজের উৎকর্ষ দেখাইয়া আত্মপ্রশংসা করি, তখনও সেই পাপের মাত্রা বাড়িয়া যায়। এই আমার বর্তমান দশা। হার! আমার উপায় কি হবে?

উপায় আছে। জগতে যেমন অন্ধকার আছে, তেমনি আলোক আছে; যেমন পাপ আছে, অপবিত্রতা আছে, তেমনি পুণ্য আছে, পবিত্রতা আছে। পাপরাশি,—আমার হৃদয়ের কলঙ্করাশি, ধোঁত করিগা ক্রমশঃ সেই পুণ্য সঞ্চয় করিতে হইবে।

এখন, জগৎতত্ত্বের কয়েকটা কথা দেখিতে হইবে। এই বিরাট জগতের কর্তা কে? ইহা কাহার? কে ইহাকে ধারণ পালন করে? আমিই বা কে? কোথা হইতে আসিয়াছি? ইত্যাদি।

তোমার আমার ইচ্ছার এ জগৎ হয় নাই। তোমার আমার শক্তি ইহাকে ধারণ পালন করে না। কোন অগম্য অচিন্ত্য শক্তি যে ইহার মূলে আছে, কোন অজ্ঞের অনন্ত জ্ঞান যে ইহাকে পরিচালিত করিতেছে, তাহা স্পষ্ট। সে শক্তি, সেই জ্ঞান বাহার, তিনি ইহার মালিক। তিনি যে কি, তাহা আমরা জানি না। তাঁহাকে কেহ বলে ঈশ্বর, কেহ বলে ব্রহ্ম, কেহ বলে আত্মা, কেহ বলে God, আবার কেহ বলে অগম্য প্রাকৃতিক শক্তি। কিন্তু নামের ভেদ যতই হউক, ব্যাপার সেই একই,—তিনি যে কি, তাহা জানি না। তাঁহাকে আমরা ঈশ্বর বলি।

তিনি এ জগতের কর্তা, প্রভাব-প্রলয়ধার (৭।৬)। মানব, পশু, পক্ষী, ইত্যাদি হাবর জন্ম মর্জ্য ভূত, তাঁহারই সনাতন অংশ (১৫।৭)। এই সমস্ত তাঁহা হইতে আসে, তাঁহাতেই অবস্থিত করে, কালে আবার তাঁহাতেই বিলীন হয় (২।৪—২); সৃষ্টি-বৃষ্টি-নাশ-বর্ষা এ জগৎ, স্থল-দুঃখ-হর্ষ-বিবাদ-সঙ্কল এই সংসার, তাঁহা হইতে হয় এবং তাঁহারই প্রেরণায় য-মর্যাদাপূর্ণ বিবিধ কর্মে প্রবর্তিত হয় (১০।৮, ১৫।৪)। তাঁহার প্রেরণায়, তাঁহার প্রকৃতি অগৎ রচনা করে (২।১০); তাঁহার প্রকৃতির গুণ, Laws of His Nature, মর্জ্য কর্তব্য করে। আমরা সে সব কর্মের কেবল দর্শক বা শ্রোতা মাত্র (১৪।১২)।

ঈশ্বরের এই বিরাট সাম্রাজ্যে আমরা সব তাঁর কর্মচারী; তাঁর কাবের

কিন্তু তিনি আমাদেরকে এই সংসাররূপ বিশেষে পাঠিয়েছেন। এখানে তাঁর কায করে যেতে হবে; এবং যে যেমন বিশ্বাসের সহিত কায করবে, তার পাওনা গুণা তেমনি হবে।

অর্থাৎ (১) এই সংসার আমার নিজ বাড়ী নহে; পরন্তু বিশেষের কর্মস্থান। (২) এ স্থানের কোন বস্তুতে আমার কোন স্বত্ব নাই; দেহ, মন, জ্ঞী, পুত্র, বিষয় সম্পত্তি—এ সব কিছুই “আমার” নয়। (৩) এ দেহ আমার বিশেষের বাস। (৪) মন, প্রাণ, চক্ষু, কণ, জ্ঞী, পুত্র, আত্মীয়, অনাত্মীয়—এ সব তাঁর কায করবার উপকরণ। (৫) তিনি যেমন চালান সেইরূপ চলিতে হয়, তাহা অকথা করিবার ক্ষমতা আমার নাই।

কিন্তু জড়ের সঙ্গে ভালবাসার মুগ্ধ, আত্মবিশ্বস্ত হইয়া, এ সকল কথা ভুলিয়া গিয়াছি; পরের স্বরকে, পরের জব্বকে আপনার মনে করিয়া এবং তাঁর প্রকৃতির কর্মে কর্তার ভাণ করিয়া আমি মোহমোহে কাল কাটাই-তেছি। সেই মোহ, সেই জড়ের ভালবাসা ক্রমশঃ দূর করিতে হইবে। হইতে পারে সে কার্য করিতে আমার জ্ঞান জ্ঞানান্তর কাটিয়া যাইবে। তথাপি তাহাই আমার জীবনের চরম লক্ষ্য। এ জীবনটা জুই খেল কামিনীর কুজবন নয়, ইহা একটা বুক ভূমি; তাহাতে আমাকে জরী হইতে হইবে। এ জীবনটা দিবসের হারী সাময়িক কুসুম নয় পরন্তু অনাদি-কাল-প্রবাহিনী প্রোতবর্তী। আমাকে উজান বাহিয়া তাহার মূল উৎসে পৌঁছিতে হইবে।

ঈশ্বরে বোল আনা বিশ্বাস, তাহাতে আত্মসমর্পণ, এ কার্য সাধনের প্রধান যন্ত্র এবং অবিচলিত যন্ত্র, ধৈর্য ও অশ্রুপাত প্রধান সহায়। অশ্রু জলে পাণের কালি নীল খোঁত হয়, আর ধৈর্য গুরুত্ব স্থানের পথ প্রস্তুত করিয়া দেয়। অশ্রু, সংসার এবং নৈরাশ্র হইবার প্রধান অন্তরায়।

এ বিষয়ে সংসারের কর্মক্ষেত্রে আমাদের কিরূপ চলি উচিত, ব্যক্তিতে তাহা বিভিন্ন। তবে কয়েকটি সাধারণ নিয়ম এখানে বলা যায়।

(১) সত্যনিষ্ঠা, কর্তব্যনিষ্ঠা (Devotion to apportioned duties) বার্ষভ্যাগ, বখালাভে সন্তোষ, সংযম, সরলতা, অক্রোধ, অতর, একাগ্রতা, দয়া, কমা, লজ্জা, বৈরাগ্য, ঈশ্বরে বিশ্বাস এবং “যেরে কিরে বাবার” অল্প দৃঢ়নিষ্ঠ—ইত্যাদি এ গুলি চিত্তভূমির কালিমা ধোত করিয়া তাহাকে পবিত্র বজ্রবেদী করিয়া তোলে।

(২) নাম-যশ-ঈশ্বর্য-প্রাধাত্তের লালসা, বিদ্যা-ধন-মান-কৌলিভাতির গরিমা, বাহিরে ধর্মনিষ্ঠা দেখান, আড়ম্বরপ্রিয়তা এবং ঈশ্বরাত্তিকে সংশয়,—এ গুলি চিত্তভূমির উপর ভূষির বস্তা; কেবল জারগা ছোড়া করে এবং আবর্জনা সঞ্চার করে।

(৩) বার্ষপরতা, মিথ্যাচার, কাষ, ক্রোধ, লোভ, ভয়, হিংসা, শঠতা, ঈর্ষা, আলস্ত, আত্মপ্রাধা, পরচর্চা, সর্জন লাভালাভের উৎকর্ষা, বিব্রতা, সংশয়, এবং ঈশ্বরে অবিশ্বাস,—এ গুলি চিত্তের মলিন, অপবিত্র, চূর্ণভয়, আত্মকুড়—পাপের লীলাভূমি।

আত্মকুড়ের মরলা সাক করিয়া, ভূষির বস্তাগুলি ফেলিয়া দিয়া চিত্তকে পবিত্র বজ্রবেদীতে পরিণত করিতে পারিলে, তবে তাহাতে দেবদর্শন হয়; তাহার পূর্বে নহে,—কানী বুদ্ধাবন গেলেও নয়, মতা গেলেও নয়। অতএব চিত্তভূমিকে বজ্রবেদী করিয়া তুলিবার অল্প সঙ্গ লক্ষ্য রাখিতে হয়।

সাধনপথে প্রথম অবস্থার উপায় সবচে ফোন কৃতকর্ণা তত্বদর্শী মহাত্মার উপদেশ এইরূপ;—বাহ্য মলিন, বাহ্য অন্ধকার, তাহা অজ্ঞানের প্রতিরূপ আর বাহ্য নির্মল, বাহ্য উজ্জল, তাহা জ্ঞানের প্রতিরূপ। আবার বাহ্য কিছু তাবা বার, দেখা বার, শুনা বার, তাহারই দাপ ছদয়ে পড়ে; নির্মল ভাবের দর্শন, চিত্তন ও শ্রবণ ছদয়ের নির্মলতা বুদ্ধি করে। অতএব তাহা নির্মল, বাহ্য শান্ত, দিষ্ট, উজ্জল, পবিত্র, তাহার তাবনা উত্তরোত্তর অন্ত্যাদি করিবে।

নিম্নোক্ত প্রণালী দৃষ্টযোগ ও প্রণাম্যম অপেক্ষা কলপ্রদ।

(১) হির সরল ভাবে উপবেশন পূর্বক ধ্যান করিবে।

(২) মনে কর, তোমার দেহের মধ্যে কিছু নাই; তিতরে সব ফাঁকা।

(৩) মনে কর, পূর্ণচন্দ্রের জ্যোৎস্নার দশ দিক্ প্রাবিত। তুমি এতি নিখামে সেই পবিত্র উজ্জল শীতল চন্দ্রালোক ধীরে ধীরে পান করিয়া সেই ফাঁক পূর্ণ করিতেছ।

(৪) মনে কর, সমস্ত দেহ এমন পূর্ণ হইরাছে যে, আর কোথাও ফাঁক নাই, এবং কোথাও একটীও কাল দাগ নাই।

(৫) প্রথমাবস্থায়, মনকে কেবল হৃদয়ে নিবিষ্ট রাখিবে। তারপর নাতি হইতে কণ্ঠ পর্য্যন্ত, তারপর আঙ্গাচক্র বা ক্রুরের মধ্য পর্য্যন্ত, তারপর সহস্রার বা ব্রহ্মরক্ত পর্য্যন্ত ভাবনা করিবে।

(৬) তারপর, মনে মনে ইষ্ট মন্ত্র জপ কর; যেন ওষ্ঠ এবং লিঙ্গা কম্পিত না হয়। একপ জপে দেহে বিদ্যামক্তি উৎপন্ন হয়। ঐ কম্পনে তাহার অনেকটা ক্ষয় হইয়া যায়। আর সেই জপের সঙ্গে তোমার উপাশ্রু দেবতার ধ্যান কর; মনে কর তিনি তোমার সব হৃদয়টা জুড়িয়া আছেন।

(৭) পূর্বোক্ত অভ্যাসে কিকিং অগ্রসর হইলে পর, দিবসে সূর্য্যের স্তার খেতোজল জ্যোতিঃ এবং রাত্রিতে সূর্যের স্তার শীতোজল জ্যোতিঃ হৃদয় মধ্যে ধারণা করিবে। ঐধ্যামহ নিরমিত ভাবে এইরূপ অভ্যাস করিলে ক্রমশঃ জ্ঞানের ও প্রেমের উৎস উদ্ভূত হয়। তারপর বাহ্য প্রয়োজন, তখন তাহা আপনি নির্গত হয়।

এই পাঠ করিয়া এই সাধনমার্গের কোন বিড়াই অধিগত হয় না। পুস্তকলব্ধ বিজ্ঞা বুদ্ধিকে নিশ্চীড়িত করে, তাত্ত্বিকতা বুদ্ধি করে, অবিশ্রাম ও সংশয় আনয়ন করে এবং হৃদয়ের বাতাবিক শূর্তি ও কোমলতা বৃদ্ধি করিয়া

দেয়। এ বিভাগান্তের উপায় অন্তরূপ। প্রকৃতির সেবা তদ্ব্যে একটি অন্ততর শ্রেষ্ঠ উপায়।

এই যে বিরাট প্রকৃতি (Nature) ইহা পবিত্র, শান্ত, প্রকৃত, সরল ও অনাবৃত। অপিচ ইহা সর্ব শক্তির, সর্ব জ্ঞানের ও পরম প্রেমের আধার। যদি সেই প্রকৃতিকে ভাল বাসিতে পারি; প্রকৃতির শান্তি, পবিত্রতা, প্রকৃততা, সরলতা, জ্ঞান, শক্তি ও প্রেম হৃদয়ে ধারণা করিতে পারি; অতিমান, ভণ্ডামি, স্বার্থপরতা, অসত্যতা, বিষয়াসক্তি প্রভৃতি অসংখ্য আবরণ উন্মুক্ত করিয়া উল্লসিত প্রকৃতির মত হৃদয় উলঙ্গ করিতে পারি, তবে আমরাও নিশ্চয়ই সেই সমুদয় গুণের অধিকারী হইব।

উষার, সন্ধ্যার বা রাত্রিকালে, যেখানে মুক্ত প্রকৃতি (Open Nature) আছে (যথা গ্রাম বা নগরীর প্রান্তভাগে অথবা নদী সাগরাদির তীরে, পাহাড়ের গায়ে) সে স্থানে যাইবে। নিঃসঙ্গ হইয়া যাইবে; জী পুরুষ কোন লোক বা কোন গ্রন্থাদি সঙ্গে থাকিবে না। সেখানে নির্জনে, নিবিষ্টচিত্তে পোস্তাময়ী প্রকৃতির ভাব দর্শন করিবে। তাঁহাকে জগন্মাতা মনে করিয়া, ক্ষুদ্র শিশু যে ভাবে মায়ের মুখপানে চার, সেই ভাবে তাকাইবে। “মা” বলিয়া সম্বোধন করিবে। “মা! আমার শিথিরে দাও, জ্ঞান তত্ত্ব দাও” ইত্যাদি প্রার্থনা করিবে। আর মনে করিবে, যে চিন্তারী এই সর্বময়, তিনি আমারও অন্তরে। প্রত্যাকরের প্রভার, চন্দ্রমার চন্দ্রিকার, আকাশের নিলীমার, উষার রক্তিমার সর্বত্র তিনি; শ্রামল বনরাজির হাসিতে, মক্ষ্মের দীপ্তিতে, সোভাগিনীর কলোলে, পবনের হিলোলে তিনি। প্রতি স্থান প্রস্থানে আমি তাঁহাকেই গ্রহণ করিতেছি। নিরবিত্ত ভাবে এইরূপ প্রকৃতির সঙ্গ করিলে অচিরকালে উদ্যম ইঞ্জিরবৃত্তি প্রশমিত হয়, বিষয় চিন্তার হ্রাস হয়, অশান্ত হৃদয়ে শান্তি দেখা দেয় এবং জ্ঞান, তত্ত্ব, প্রেম উদ্বীপিত হয়।

শ্রীতার দশম অধ্যায় বিহুতিযোগে এই বিরাট প্রকৃতির উপাসনাই

বিভূত হইয়াছে। তাহার বিশেষ পার্থক্য আছে বটে, কিন্তু তাব ঠিক এক।
অর্জুন কহিলেন,—

“কেবু কেবু চ তাবেষু চিত্তোহনি ভগবন্মহা” । ১০।১৭

কি কি জানে, প্রভু হে! করিব তব ধ্যান। ইহার উত্তরেই
বিভূতিযোগ। সেই বিভূতিবর্ণনার ভগবান এক একটী করিয়া কতকগুলি
বিশেষ তাবের উল্লেখ করিয়া শেষে কহিলেন, “অধিক আর কি বলিব,
এই সমগ্র জগৎ আমি একাংশে ধরিয়া আছি”। অর্থাৎ এই সমগ্র জগৎ
আমার বিভূতি বা ব্যক্ত মূর্তি, তুমি সমগ্র জগতে আমার চিত্তা করিবে।

এই বিরাট জগতের এই যে বিরাট প্রকৃতি, তাহা ঈশ্বরের মাতৃতাবের
অতিব্যক্ত রূপ। প্রকৃতিই আমাদের বর্ধার মাতা। ভগবান্ কেবল এবং
কোথার তাহা জানি না; কিন্তু তাহার মাতৃতাবের অতিব্যক্তি, material
expression, জগন্মাতা এই প্রকৃতি আমাদের সম্মুখে। হেলের মত
আকার ক’রে আমাদের পাওনা গতা তাঁর কাছ থেকে আদায়
করতে হবে।

প্রত্যক্ষ জগন্মাতা এই বিরাট প্রকৃতিই আমাদের শিবকন্যাবিহারিণী
পরমেশ্বরী কালী, অনন্ত শক্তির, অনন্ত জ্ঞানের, অনন্ত প্রেমের আধার,
সচিদানন্দময়ী দেবী। চেতনে, অচেতনে, হাবরে, জজরে, সাজুবে, পততে,
উড়িতে, মূর্তিকার, জলে, স্বপ্নে, অন্তরীক্ষে—যেখানে বাহা কিছু শক্তির
বিকাশ, সে শক্তি সেই প্রকৃতির—তিনি শক্তীধরী। মানুষ আত্ম কিন্তু
প্রকৃতির আতি নাই—তিনি চিত্তধরী। তিনি সকলের কাছে সমান উদার,—
আনন্দময়ী বা, অনন্ত প্রেমের আধার। তাহার কাছে মিথ্যা নাই, কপটতা
নাই, লুকাচুরি নাই, ঘেব নাই, হিংসা নাই, ঘৃণা নাই। তিনি সর্বব্যাপী
বিশুদ্ধ, পবিত্র, অক্ষয়, সরল, অশ্রুৎপাদী। অবিদ্যার, পুণ্ড্র-রূপের ভগ্নাবশেষ,
ত্রিকের লীলাভূমি কল্যাণ, টেকজানপতির টেকজান, নিরিকার ধর্ম্মিণী
এই প্রকৃতি-মাতা আমাদের উদ্যোগিত করুন।

আর একটা কথা বুঝিবার আছে। অনেক সময় মনে করি যে, ঈশ্বরে আমাদের বিশ্বাস আছে। কিন্তু সেই বিশ্বাস পরীক্ষার লক্ষণ কি ?

ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদয়ে হর্জুন তিষ্ঠতি।

ভ্রামরন্ সর্বভূতানি যত্রাকৃতানি মায়ায়া ॥ ১৮।৬১

এইটী সেই লক্ষণ। যে ব্যক্তি সর্বদাই মনে রাখে যে ঈশ্বর আমার হৃদয়ে, আমরা তাঁর মায়ায় চক্রে সর্বদা ঘুরিতেছি, সেই ঠিক বিশ্বাসী।

যখন কেহ আমার মন করে, তখন তাকে শত্রু ভাবিয়া ক্রোধে আত্মহারা হই ; কারণ, আমার ঈশ্বরে বিশ্বাস নাই। আবার যখন কেহ কিছু ভাল করে, তখন তাকে বন্ধু ভাবিয়া আত্মলাভে আত্মহারা হই ; কারণ, আমার ঈশ্বরে বিশ্বাস নাই। পুনশ্চ, প্রকৃতির নিয়মে আমি যখন যে কর্মচক্রের মধ্যে আসিয়া পড়ি, অশুবিধা বোধ হইলে, তখন তাহা ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করি ; কারণ, আমার ঈশ্বরে বিশ্বাস নাই, ইত্যাদি। অর্থাৎ আমি যথার্থই নাস্তিক Disbeliever.

অনিষ্ট নিবারণের চেষ্টা করিব না, কিংবা সে চেষ্টা অস্তায়, এমন কিছু নয়। কিন্তু এক জনকে শত্রু ভাবা অথবা মিত্র ভাবা -ম। তাহাতে তিনটা দোষ হয়। (১) ক্রোধে বা আনন্ডে অতিক্রান্ত হইয়া শক্তিকর করি ; (২) চিন্তের সমতা (Harmony) নষ্ট করিয়া তাহার মলিনতা বৃদ্ধি করি ; (৩) ঈশ্বরে বিশ্বাস হারাইয়া ফেলি। সংকল্পের অন্তকূলতা ও অসংকল্পের প্রতিকূলতা করা নিশ্চয়ই কর্তব্য ; বিচক্ষণ ব্যক্তিমায়েই তাহা করিবেন। কিন্তু বাহ্য করা উচিত, তাহা শাস্ত্র চিন্তে করিতে হইবে। “শাস্ত্র হও শাস্তি পাবে” (২।৬৪)। রাগদ্বেষের বশে উত্তেজিত হইয়া কার্য করিলে, কাঁচ ভাল হয় না এবং শক্তি ও শাস্তি নষ্ট হয়।

বস্তুতঃ অগম্য কর্মচক্রের নিয়মে কেহ শত্রুরূপে আর কেহ বা মিত্ররূপে উপস্থাপিত হয়। ইহা ঈশ্বরের নিয়ম। স্মৃতরাং যাকে আমি শত্রু মনে করি, সেত’ ঠিক আমার শত্রু নয় এবং তার উপর রোষ অভিমানেরও কিছু

নাই। রোষ অভিমানের যদি কেহ থাকে, তবে সে ঈশ্বর। তাঁহারই উপর রোষ অভিমান করিতে পারি, ছকথা বলিতেও পারি। এ ভাব বার প্রাণে জাগে, তার কাছে আর আত্মপর, শত্রুমিত্র ভেদ থাকে না। সমদর্শন যোগে সে সিদ্ধ হইয়াছে (৬৯)।

আসল কথা, এ রাজ্যের সহিত আমার সম্বন্ধ নাই বলিলেই হয়। এটা আমার বাসা বাড়ী। আমার আদং সম্বন্ধ অদৃশ্য রাজ্যের সঙ্গে। আমার মন অদৃশ্য, প্রাণ অদৃশ্য, আত্মা অদৃশ্য, কৰ্ম্মশক্তি কৰ্ম্মকল অদৃশ্য, তার খেলা অদৃশ্য এবং বিধাতাও অদৃশ্য। অদৃশ্যের সঙ্গেই আমার সম্বন্ধ। এই অদৃশ্যের তত্ত্ব বুঝতে না পারাতেই কৰ্ম্মজীবনে আমাদের ভ্রান্তি ও বিঘ্ন ঘটে; আর তদর্শনে অনেকে কৰ্ম্মজীবনে দিক্কার দিয়া কৰ্ম্মশূন্য সম্মাস কামনা করেন। তাঁহারা ঈশ্বরে বিশ্বাস হারাইয়াছেন।

ফল কথা, হাগা পাওয়া, মৃত পাওয়া, খিদে পাওয়ার মত, যখন যে চেষ্টা হবে, তখন সেটা করে যেতে হবে। করবো না বললে প্রকৃতি ছাড়বে না। বিধির বিধান যে তাই। প্রকৃতে: ক্রিয়মানানি গুণৈঃ কৰ্ম্মাণি সৰ্ব্বশঃ। সমস্ত কায করে প্রকৃতির গুণ, Law of Nature. গুণে গুণে খেলা চলে। এই সময় প্রবৃত্তি এসে এক রকম কায করে, অন্য সময় নিবৃত্তি এসে অন্য রকম কায করে, অপর সময় মোহ এসে সব গোল-পাকিয়ে দেয়। আমরা কোন কাযেরই কর্তা নই, কেবল দর্শক বা শ্রোতা মাত্র; চিরকালই আমরা এইরূপ “জড়”। কিন্তু আমাদের ভুল এই যে, প্রবৃত্তি নিবৃত্তির সঙ্গে আপনাকে মিলিয়ে ফেলে, আপনি কর্তা সেজে হাউ চাউ করে আমাদের বুদ্ধির সমতা নষ্ট করে ফেলি। ফলে আপনিও জলি আর দশজনকেও জালাই। গীতার আগাগোড়া এই চিন্তের সমতা বা Harmony রূপ সুরে বাধা। সমস্ত যোগ উচ্যতে (২।৪৭)। ত্রিগুণাতীত জীবন্ত পুরুষ, প্রবৃত্তিকেও ভালবাসে না, নিবৃত্তিকেও ভালবাসে না; প্রবৃত্তিকেও ঘৃণা করে না, নিবৃত্তিকেও ঘৃণা করে না; পরন্তু মাঝখানে

কেবল উদাসীন দর্শকের মত থাকে (১৪।২২—২৩)। এ ভাবে যে থাকতে পারে, সে নিকাম হিতশ্রদ্ধ যোগী ; তার জ্ঞানচক্ষু খুলে যায়। তার কাছে কৰ্মযোগ—শ্রুতিধর্ম, সন্ন্যাসযোগ—নিবৃত্তিধর্ম, তত্ত্বযোগ—তত্ত্বধর্ম ইত্যাদি সর্বধর্ম এক ভগবানে মিশিয়া যায়। তাঁহাকেই ভগবান্ বলেছেন,—

সর্বধর্ম্যান্ পরিত্যজ্য যাম্ একং শরণং ব্রজ ।

সকল সময়ে সর্বকক্ষে আমরা যে কেবল “দর্শক বা শ্রোতা,” এরূপ ভাবতে হবে। কিছুদিন দৃঢ়বিশ্বাসে এরূপ ভাবনা অভ্যাস করলে ক্রমশঃ জ্ঞানচক্ষু খুলতে থাকে। বাল্যকালে কেবল এই তথ্যটা যদি কেহ বুঝিয়ে দিত, তবে এত দিন অনেক উপকার হতে পারতো।

এতক্ষণ যাচা দেখিলাম তাঁহার সার মর্ম এই,—

(১) সর্বদা মনে রাখিবে যে ঈশ্বর আমার হৃদয়ে, এই তিনি সর্বময়। এ দেহ তাঁহার পবিত্র মন্দির। তিনি আমার পিতা, মাতা, প্রভু, ভর্তা।

(২) সংসার আমার হৃদয়ে নয় ; আমার দেহে ফিরে যেতে হবে। আমার দেহ, মন, জ্ঞান, পুণ্য, ধন, জন, এ সব কিছুই “আমার” নিজস্ব নয়।

(৩) ঈশ্বর আমার হৃদয়ে থাকিয়া সব করান ; তিনি কর্তা, আমি নিমিত্ত মাত্র। অপবা তাঁর প্রকৃতির নিয়মে কৰ্ম কর ; আমি দর্শক বা শ্রোতা মাত্র।

(৪) উপাসনার সময় ঈশ্বরের ঐশ্বর্যের দিক্‌টা ভাবিও না ঐশ্বর্যের ভাবে ভয় আনে। সর্বেশ্বর্যশালী সর্বশক্তিমান ঈশ্বর ঈশ্বরীর আরাধনার জন্য আমরা যখন ঠাকুরঘরে বাই—স্নান করে, কাপড় ছেড়ে, অতিসমুপর্ণে, তখন আমাদের দশা, ঠিক জন্ম সাত্ত্বিকের কাছে খুনী আসামীর মত। এটা মনের অপবিত্রতা, অবিশ্বাস ও সংশয়ের ফল এবং একটা লোক দেখান চর। এরূপ ঈশ্বরে এবং এরূপ আরাধনার প্রয়োজন

নাই। শিশুর মত সরল নিশ্চিন্ত ভাবে, বা বন্ধুর মত প্রীতি ও 'আদরের ভাবে, কিংবা বিশ্বাসী ভৃত্যের মত বিশ্বস্ত ভাবে, অথবা প্রেমিকের মত অহুরাগের ভাবে দেবতার কাছে যেতে হবে। ক্ষুদ্র শিশু মা বাপকেই ভালবাসে; তারপর কিঞ্চিৎ বয়ঃপ্রাপ্তে বালাকালে, তার খেলার সঙ্গীদের সঙ্গে ভালবাসা হয়; পরে যৌবনে সর্ব্ববৃদ্ধির বিকাশের সঙ্গে, হৃদয়ে প্রেমের বিকাশ হয়, প্রেমাম্পদের প্রেম তখন সে আপনি বৃদ্ধিতে পারে। আমরা আধ্যাত্মিক জ্ঞানে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র শিশু, সুতরাং আমরা "মা"ই বৃদ্ধিতে পারি। ভগবান্ আমাদের "মা"। আর যিনি জ্ঞানের সেই শৈশবদশা উত্তীর্ণ হইয়া বালাভাব পাইয়াছেন, তিনি বন্ধুর প্রেম বৃদ্ধিবে; ভগবান্ তাঁর সখা। তারপর যিনি তাহা হইতেও উত্তীর্ণ হইয়া যৌবনদশা অর্থাৎ পূর্ণ আধ্যাত্ম জ্ঞান পাইয়াছেন, তাঁহার হৃদয়ে প্রেমের ভাব, আপনি ফুটিয়া উঠে, ভগবান্ তাঁর প্রেমাম্পদ ভর্তা (ভাতার)। প্রথম ও শেষ এই দুইটি ভাব শ্রেষ্ঠ। শিশু ছুটিয়া মায়ের কাছে যার, আর প্রেমিকা নিজের কাছে প্রেমিককে টানিয়া আনে।

(৫) যখনই সুযোগ পাবে, বিশেষতঃ উষার ও সন্ধ্যার একাকী নিবিষ্ট চিত্তে প্রকৃতির ভাব পরিদর্শন করিবে। প্রকৃতির শান্তি, পবিত্রতা, সরলতা, উদারতা প্রভৃতি ধারণা করিবে।

(৬) অবসর কালে, একটা খেতাব কিংবা স্তব্ধ জ্যোতিঃ ধ্যান করিবে। মনে করিবে যেন তাহা হৃদয় পূর্ণ করিয়া রহিয়াছে।

(৭) নিয়মিত সময়ে পূর্বোক্তভাবে ইষ্ট দেবতার ধ্যান করিবে।

(৮) একটা আদর্শ দেবতার চিত্রপট বা প্রতিমূর্তি দিয়া ঘর, সাজাইবে। সেগুলিতে ঘেহের ভাব কিংবা পবিত্র প্রেমের ভাব থাকা আবশ্যক।

(৯) মন অধীর হইলে পূর্ণচন্দ্রের ধ্যান করিবে; মনে করিবে যেন চন্দ্রালোকে হৃদয় তরিয়া গেছে। নিজে শান্ত না হইলে শান্তি মেলে না।

(১০) লোক দেখান আড়ম্বরপূর্ণ পূজাদি করিবে না; কিংবা বাহ্যিক বেশভূষা কথাবার্তার ধর্মনিষ্ঠা দেখাইবে না। তাহাতে অহঙ্কার আসে। অহঙ্কার সবই সমান—তা ভোগেরই হোক আর ত্যাগেরই হোক। অপরন্তু “পীরিতটা গোপনেই ভাল হয়।”

(১১) এই সংসার কন্দুশালায় যাঁহারা আমাদের গুরু, পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্র, ভ্রাতা, বন্ধু, আত্মীয়, অনাত্মীয়, পরিচিত, অপরিচিত, স্বদেশবাসী, বিদেশবাসী ইত্যাদিরূপে বর্তমান, আমরা তাঁহাদের নিকট সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ ভাবে কত উপকার পাই। তাঁহাদের কাছে আমরা ঋণী। তত্ত্বিন্ন গো-মেঘাদি কত পশু পক্ষী, কত তরু লতা গুল্ম, অস্ত্রান্ত কত স্থাবর জঙ্গম আমাদের কত উপকার করে। তাঁহাদের কাছেও আমরা ঋণী। সংক্ষেপতঃ আমি জগতের কাছে ঋণী। সেই ঋণ পরিশোধের জন্য অধর্মের ভাবে (In the spirit of a debtor) আপন আপন সাংসারিক কর্মে মনোনিবেশ করিবে।

(১২) সাধ্যপক্ষে কাহারও মনে কষ্ট দিবে না। সুখ দিলে সুখ আসে, দুঃখ দিলে দুঃখ আসে, ঈশ্বরের এ নিয়ম স্থির।

(১৩) পরচর্চায় থাকিবে না। পরচর্চায় লাভ নাই, লোকমান আছে, পরের মনের ভাগটা পাওয়া যায়, ভাল ভাগটা নয়।

(১৪) যাঁহারা দুর্নীতিপরায়ণ, অত্যন্ত বিষয়াসক্ত, প্রায়শঃ মিথ্যাবাদী, অতি ক্রুদ্ধস্বভাব, যণাসক্ত বা তাঁহাদের সহিত মিশিবে না।

(১৫) মনে এক রকম কিছু কণার বা কায়ে অল্প রকম ভাব রাখিবে না। তাহাতে পরকে ঠকান হয়, নিজেকেও ঠকান হয়।

(১৬) বাড়ী ঘর বেশ ভূষাদি পরিচ্ছন্ন পাকা দরকার। বাড়ীতে ফুলের বাগান, তুলসীর বাগান মনের ও শরীরের স্বাস্থ্যকর।

(১৭) শেষ কথা, যখন প্রবৃত্তি ঘাড়ে চাপে, তখন বিবিধ কর্মচেষ্টা আসে। যখন নিবৃত্তি ঘাড়ে চাপে, তখন বৈরাগ্য আসে। সেই প্রবৃত্তি

বা নিবৃত্তি আমার কর্মশক্তিকে পরিচালিত করিয়া কর্ম করার। “আমি”
সেখানে কেবল “দর্শক বা শ্রোতা” মাত্র। কর্তৃষের ভাণ ছাড়িয়া ঐ
“দর্শকের ভাব” যে যতটুকু পার এবং যে যতটুকু “ঈশ্বরে বিশ্বাস” রাখিতে
পারে, সে ততটুকু তাঁহার নিকটে।

—

শিশুর জননী তুমি—স্নেহপারাবার,
বালকের সখা তুমি—প্রীতির আধার,
যুবতীর প্রেমাম্পদ প্রেম-রস-কূপ,
কে হও “তোষের” তুমি, ওহে সর্বরূপ !

—•••—

ওম্ তৎ সৎ ।



দেব-সাহিত্য-কুটীৰ

আমাদের শাস্ত্র প্রচার বিভাগ হইতে অভিনব সংস্করণ
প্রকাশিত হইতেছে ।

ভারতের ঋষি-কল্প বৈদাস্তিক
স্বর্গীয় পণ্ডিত

কালীবর বেদান্তবাগীশ অনূদিত

বেদান্তদর্শনম্ (ব্রহ্মসূত্রম্)

বহু উপনিষদ ও শ্রীভাস্ক্যের বঙ্গানুবাদক

লক্ষপ্রতিষ্ঠ দার্শনিক

মহামহোপাধ্যায়—

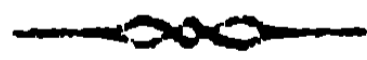
শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্তভীষ

মহাশয় এই গ্রন্থের সম্পাদনের ভার গ্রহণ করিয়াছেন ।

শাক্তরভাষ্য, ভাস্করী টীকা, উক্ত বেদান্তবাগীশ কৃত
নৃত্যার্থ সংক্ষেপ এবং ভাস্ক্যের বিস্তৃত বঙ্গানুবাদ সহ নূতন
অঙ্করে উৎকৃষ্ট কাগজে প্রকাশিত হইল ।

১ম খণ্ড—৩৥০, ২য় খণ্ড—৩, তৃতীয় খণ্ড—২,

৪র্থ খণ্ড—১৥০



শ্রীঅক্ষয়কুমার শাস্ত্রী প্রণীত

সর্ববেদান্ত সিদ্ধান্ত-

সারসংগ্রহ—মূল্য ২৥০

উপদেশ-সহস্রী—মূল্য ৪৮

উপনিষৎ

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্য বেদান্ততীর্থ
সম্পাদিত

ঈশ, কেন, কঠ (একত্রে)	মূল্য	২৫০.
প্রশ্ন	"	১১
যুক্তক	"	১১
বৃহদারণ্যক	"	১৪১
মাণ্ডুক্য	"	২১
ঐতরেয়	"	২১
ছানোগ্য	"	৮১৭
তৈত্তিরীয় দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ	"	১৫৭

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

(৪র্থ সংস্করণ)

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ
সম্পাদিত ।

ইহাতে মূল, অম্বয়, মূলের অনুবাদ, শঙ্করভাষ্য
আনন্দগিরিটীকা, টীপনী প্রভৃতি প্রদত্ত হইয়াছে ।

শ্বেজ ও পুরু কাগজে মুদ্রিত বিলাতী বাঁধাই—
মূল্য ৪।০ টাকা

মধুকরী-গীতা ।

শ্রীআশুতোষ দাস প্রণীত ... মূল্য ৮

দেব-সাহিত্য-কুটীর ।

২১১, বামপুস্তক লেন, কলিকাতা

